ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদক

বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর (র)

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদক
বাদশাহ আবুল মুজাফ্‌ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগযেব আলমগীর (র)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (পঞ্চম খণ্ড)
[উন্নয়ন প্রকল্প]
পৃষ্ঠা ঃ ৬৬০
সম্পাদক ঃ বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগযেব আলমগীর (র)

গ্রন্থস্বত্ব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল
আষাঢ় ঃ ১৪১১
জুমাদাল উলা ঃ ১৪২৫
জুন ঃ ২০০৪

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৭২
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২২৪৬
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-0899-1

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস
৮৭/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ৫৫০.০০ টাকা

FATAWA-E ALAMGIREE (5th volum) (A Commentary on the Islamic Laws): Edited by Badshah Abul Muzaffar Muhammad Maheeuddin Awrongzeb Alamgeer (Rh) in Arabic, Translated & Edited by a board Sponsored by Islamic Foundation Bangladesh. Published by Director Translation & Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh. Agargaon, Sher-e BanglaNagar, Dhaka-1207 June : 2004

Price Tk. 285.00 ; U.S. $:11.40
Website : w.w.w. islamicfoundation.bd.org
E-mail : info@ islamicfoundation.bd.org

সূচিপত্র

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
	অধ্যায় ঃ বায়' সরফ	১৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ সংজ্ঞা, রুকন, হুকুম ও শর্তসমূহের বিবরণ	১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ বিক্রিত বস্তুর দিক থেকে আকদের বিধি-বিধান	১৮
	প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়	১৮
	লৌহ ও পিতল বিনিময়ের বিষয়টি এই মাসআলার অন্তর্ভুক্ত	২১
	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত তরবারি এবং এ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের বিক্রয় প্রসঙ্গ যাতে অন্য কিছুর সাথে স্বর্ণ বা রৌপ্যও বিক্রি করা হয় এবং ওজনী দ্রব্য বিক্রয়ের পর তাতে কম-বেশী ধরা পড়ার প্রসঙ্গে	২২
	তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ পয়সার ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ	২৭
	চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ খনিসমূহে এবং স্বর্ণকারদের মাটিতে বায়' সরফ সংঘটিত হওয়ার বিবরণ। আর খনির মাটি থেকে সোনা ও রূপাকে পরিষ্কার করার কাজে শ্রমিক নিয়োগ করাও এই বিবরণের অন্তভুক্ত	৩০
	পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে কবজার পূর্বে ক্রয়কৃত বস্তু নষ্ট করে ফেলার বিবরণ	৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ ক্রয় চুক্তির পর ক্রেতা-বিক্রেতার হস্তক্ষেপ করার বিবরণ	৩৫
	প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ কবজা করার পূর্বে সারফ বদল এ হস্তক্ষেপ করার বিবরণ এবং যা বদল এর বিপরীতে কর্তন হতে পারে বা পারে না তার বিবরণ	৩৫
	বদলা-বদলি সংক্রান্ত মাসাইল। যদিও আল-মুন্তাকায় যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই পরিচ্ছেদ সংক্রান্ত নয়	৩৭
	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে মুনাফার বিবরণ	৩৭
	তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে কম-বেশী করার বিবরণ	৩৯
	চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে সমঝোতার বিবরণ	৪১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ বায়' সরফের খিয়ারের প্রকার	৪৫
	সংশ্লিষ্ট মাসাইল	৫১

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত বায়' সরফের বিধি-বিধানের বিবরণ	৫২
	প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুশায়ী অবস্থায় বায়' সরফের বিবরণ	৫২
	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নিজের গোলাম, আত্মীয়, অংশীদার ও মুযারিব এর সাথে বায়' সরফ করার বিবরণ এবং কাযী, তার আমীন, উকীল ও ওসীর ইয়াতীম প্রভৃতির মালে বায়' সরফ করার বিবরণ	৫৫
	তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে ওকালাতের বিবরণ	৫৬
	চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে রেহেন, হাওয়ালা ও কাফালা-এর বিবরণ	৬৩
	পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ ছিনতাই ও গচ্ছিত বস্তুতে বায়' সরফের বিবরণ	৬৪
	ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হরবে বায়' সরফ হওয়ার বিবরণ	৬৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ বিবিধ মাসাইল	৬৮
	অধ্যায় ঃ কাফালা	৭৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ কাফালা এর সংজ্ঞা, রুকন ও শর্তসমূহের বিবরণ	৭৩
	কাফালতের শর্তসমূহ চার প্রকার	৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ কাফালতের শব্দাবলী, তার প্রকারসমূহ ও তার বিধি-বিধানের বিবরণ	৭৯
	প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ যে সকল শব্দে কাফালত সম্পন্ন হয় কিংবা হয় না	৭৯
	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নফ্স ও মালের কাফালতের বিবরণ	৮৩
	তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কাফালত থেকে মুক্ত হওয়ার বিবরণ	৮৫
	চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ ফেরত নেয়া ও রুজু করার বিবরণ	৯৬
	পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ শর্তযুক্ত ও শর্তমুক্ত হওয়ার বিবরণ	১০৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ দাবী ও মুকাদ্দমার বিবরণ	১২১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ দুই ব্যক্তির কাফীল হওয়ার বিবরণ	১২৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ গোলাম ও যিম্মির কাফীল হওয়ার বিবরণ	১২৯
	বিবিধ মাসাইল	১৩৩
	অধ্যায় ঃ হাওয়ালা	১৪৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ হাওয়ালার সংজ্ঞা, রুকন, শর্তাবলী এবং বিধি-বিধান সংক্রান্ত মাসাইল	১৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ হাওয়ালার প্রকারভেদ	১৫৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ হাওয়ালার দাবী এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণের মাসাইল	১৬৫
	বিবিধ মাসাইল	১৬৭

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
	অধ্যায় ঃ বিচারকের আদব ও নীতিমালা	১৭১
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ আদব ও কাযার অর্থ, কাযার প্রকারভেদ এবং এর শর্তাবলীর বিবরণ	১৭১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারকের পদ গ্রহণ করার বিবরণ	১৭৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে দলীল প্রমাণের ক্রমধারা রক্ষা করার বিবরণ	১৮২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদ করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ	১৮৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার বিবরণ	১৮৯
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারকের ইজলাস এবং ইজলাসের স্থান সম্পর্কিত মাসাইল	১৯৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারকের কর্মকাণ্ড এবং তার গুণাগুণের বিবরণ	২১৩
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারকের খাদ্য, ভাতা, হাদিয়া এবং তাকে দাওয়াত প্রদানের বিবরণ	২২৬
দশম পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারকের যে কথা হুকুম হিসাবে গণ্য হয় এবং যে কথা হুকুম হিসাবে গণ্য হয় না। আর যে কারণে রায় প্রদানের পর বিচারকের হুকুম বাতিল হয়ে যায় এবং যে কারণে তা বাতিল হয় না ইত্যাদির বিবরণ	২২২
একাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ বিবাদীকে হাযির করার জন্য লোক প্রেরণ, বিবাদীর বাড়ির সদর দরজা সীল করে দেওয়া অথবা বিবাদীকে ধরার জন্য নিরাপত্তা কর্মী নিয়ে তার বাড়িতে অবস্থান নেওয়া ইত্যাদির মাসাইল	২২৭
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ যে যে অবস্থায় বিচারক নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন এবং যে যে অবস্থায় নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন না এর বিবরণ	২৩৫
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারকের আদালত কক্ষে এমন কিছু কাগজ-পত্র পাওয়া যার কথা তার মনে নেই এবং বিচার সংক্রান্ত কোন কথা তার ভুলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ	২৩৮
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারক কর্তৃক কোন মুকাদ্দমার ফায়সালা প্রদানের পর ঐ রায় প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিবরণ	২৪১
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারকের কথা-বার্তা এবং কি কি কাজ বিচারকের জন্য শোভনীয় আর কি কি কাজ বিচারকের জন্য শোভনীয় নয় এর বিবরণ	২৪৩
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ	ঃ বরখাস্তকৃত বিচারকের কোর্ট থেকে কাগজ-পত্র কবজা করে নেওয়া	২৫০
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	ঃ বিচারকের অজান্তে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় হয়ে গেলে এর বিবরণ	২৫৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
অষ্টদশ পরিচ্ছেদ	ঃ বাদী-বিবাদীর আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী রায় দেওয়া হলে	২৬৫
উনবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ ইজতিহাদী বিষয়ে বিচারকের রায় প্রদান করা	২৭০
বিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ যে যে ক্ষেত্রে বিচারকের রায় কার্যকর হয় এবং যে যে ক্ষেত্রে বিচারকের রায় কার্যকর হয় না।	২৮৯
একবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ জরাহ এবং তাফীল-এর বিবরণ	২৯৬
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ মামলার বিষয়টিকে কোন আদীল ব্যক্তির সোপর্দ করা বা না করা সম্পর্কিত মাসাইল	৩০৯
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ কাযীর প্রতি কাযীর পত্র প্রসঙ্গ	৩১৬
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ তাহকীম (সালিস নিয়োগ) প্রসঙ্গ	৩৪২
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ ওকালত, উত্তরাধিকার ও পাওনা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গ	৩৪৫
ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ কয়েদ করা	৩৭১
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে কাযীর ফায়সালা রদ হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রদ হয় না।	৩৮৬
অষ্টাবিংশতম পরিচ্ছেদ	ঃ সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা ও তার রায় প্রদানের আগে কোন কিছু ঘটা	৩৯১
উনত্রিশতম পরিচ্ছেদ	ঃ মামলার আরজি, সাক্ষ্য ও কাযীর রায় ইত্যাদি শ্রবণার্থে যাদের উপস্থিতি শর্ত	৩৯৭
ত্রিশতম পরিচ্ছেদ	ঃ ওসী ও মুতাওয়াল্লী নিয়োগ এবং কাযীর কাছে ওসীয়ত প্রমাণ করা প্রসঙ্গে	৪০৩
একত্রিশতম পরিচ্ছেদ	ঃ অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় প্রদান, যে রায় সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অতিক্রম করে অন্যের উপর বর্তায় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে এক হকদারের পক্ষে অপর হকদারের দাঁড়ানো প্রসঙ্গ	৪০৯
বত্রিশতম পরিচ্ছেদ	ঃ বিবিধ	৪২৮
	অধ্যায় ঃ শাহাদত (সাক্ষ্য প্রসঙ্গ)	৪৪১
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ শাহাদত (সাক্ষ্য)-এর সংজ্ঞা, রুকন, কারণ হুকুম, শর্ত ও প্রকারভেদ সম্পর্কে।	৪৪১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ শাহাদত ধারণ এবং শাহাদত আদায় করা কিংবা তা হতে বিরত থাকার হুকুম	৪৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ সাক্ষ্য দান ও তা শ্রবণের পদ্ধতি	৪৫৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ কার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং কার গ্রহণযোগ্য নয়	৪৬৮
	প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা না থাকার কারণে যাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না	৪৬৮

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ফাসিক হওয়ার কারণে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।	৪৭০
	তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহ, কথার ভেতর বিরোধ বা কাযীর রায় বাতিল হয়ে যাওয়া অনিবার্য হওয়ার কারণে যাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না	৪৭৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ সীমানা বিশিষ্ট বিষয় (স্থাবর সম্পত্তি) সম্পর্কে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গ	৫০৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রসঙ্গে	৫১৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ দাবী ও সাক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ এবং কোন অবস্থায় সাক্ষিগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয় আর কোন অবস্থায় তা হয় না সেই প্রসঙ্গ	৫২৭
	প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ দাবী যদি দেনা সম্পর্কে হয়	৫২৭
	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মালিকানা প্রসংগ	৫৩১
	তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ যে সব ক্ষেত্রে চুক্তি বা মালিকানার অন্য কোন সূত্র সম্পর্কে দাবী করা হয়	৫৪০
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ দুই সাক্ষীর মধ্যে বিরোধ প্রসংগ	৫৪৪
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ নেতিবাচক বিষয়ে সাক্ষ্য এবং পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য প্রসঙ্গ	৫৬১
দশম পরিচ্ছেদ	ঃ অমুসলিমদের সাক্ষ্য প্রসংগ	৫৭০
একাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দান প্রসংগে	৫৮২
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ সাক্ষীর বিশ্বস্ততা নিরূপণ	৫৮৯
	মিথ্যা সাক্ষী কে ও তার সাক্ষী কী ?	৬০১
	অধ্যায় ঃ সাক্ষ্যদানের পর তা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে	৬০৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ব্যাখ্যা, প্রত্যাহারের ভাষা প্রত্যাহারের শর্ত ও তার হুকুম।	৬০৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ সাক্ষীদের একাংশ যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়।	৬০৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার	৬০৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ বেচাকেনা, হিবা, বন্ধক, ধার, আমানত,পুঁজি, মুদারাবা, যৌথ কারবার ও ইজারা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসংগ	৬১২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ বিয়ে, তালাক, সহবাস ও খুলা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসংগ	৬১৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ দাসমুক্তি, তাদবীর ও কিতাবাত সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসংগ	৬২৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ ওয়ালা, পিতৃ-পরিচয়, জন্ম ও মীরাস সম্পর্কিত সাক্ষ্যপ্রত্যাখ্যানপ্রসংগ	৬৩১
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ ওসীয়ত সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রত্যাহার	৬৪৩
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ হুদূদ ও খুন-জখম বিষয়ে সাক্ষ্য প্রত্যাহার	৬৪৮
দশম পরিচ্ছেদ	ঃ সাক্ষ্য সম্পর্কে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসংগ	৬৫৩
একাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ বিবিধ মাসাইল	৬৫৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহাপরিচালকের কথা

মুঘল সম্রাট আওরংগজেব 'বাদশাহ্ আলমগীর' নামে খ্যাত। তিনি ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে এই বিশাল সাম্রাজ্যের কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করেন। তখনকার দিনে জাতীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তা রোধ করে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে, সমাজ জীবনে অনাবিল ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে তিনি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মানুষের জীবনে করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে যে সব বিধি-বিধান ও আইন-কানুন বিধৃত হয়েছে, সময়ের আবর্তনের ফলে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান সে আলোকে প্রদানের জন্য বাদশাহ্ আলমগীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমন্বয়ে ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে একটি 'ফিকহ্ বোর্ড' গঠন করেন। দীর্ঘ আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে উক্ত বোর্ডের দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম সুবৃহৎ ছয়টি খণ্ডে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। এই গ্রন্থই জগদ্বিখ্যাত 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' বা 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দ' যা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

বাংলার জনগণকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে রক্ষাকল্পে, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত চিরশান্তি ও কল্যাণের ধর্ম ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ফিকহ্ ও ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় রচিত ও সংকলিত।

এ অবস্থায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগই মূলত এ সব মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করে এ দেশের মানুষকে ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, এবার প্রকাশিত হলো পঞ্চম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ।

এটি আমাদের জন্য এক পরম আনন্দ ও গৌরবের ব্যাপার। এ জন্য আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া। মুবারকবাদ জানাই বিজ্ঞ অনুবাদকদের, যারা মেধা ও শ্রম ব্যয়ে স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থখানিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই প্রাজ্ঞ সম্পাদককে। আমি ধন্যবাদ জানাই অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে। গ্রন্থখানির মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রকাশনার সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রতিও রইল আমার শুভেচ্ছা আর এদের সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক দু'আ। বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে বইটি গ্রহণযোগ্য হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবূল করুন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশকের কথা

ফাতাওয়া হচ্ছে মুসলিম জীবনে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কোন বিষয়ের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের ফায়সালা। 'ফাতাওয়া' শব্দটির উৎপত্তি 'ফাতা' শব্দ থেকে, যার শাব্দিক অর্থ স্পষ্টকরণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি। পরিভাষা হিসেবে এর অর্থ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রায়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআন ও সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ছাড়াও সীরাত, তাফসীর, ফিক্হ এবং মাসআলা-মাসাইল সংক্রান্ত বিশ্ব-বিখ্যাত আকর গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ করে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করছে।

বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী অন্যতম। এটি হানাফী মাযহাবের একটি সুবৃহৎ, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ফাতাওয়া গ্রন্থ। এতে ইসলামের বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও মানুষের জীবনে দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সমাধান পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিক-নির্দেশনা দানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ইসলামী আইনের একটি প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও নন্দিত। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে সুশৃঙ্খল সমাজ কাঠামো বিনির্মাণেও এ গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহ্কে নানা সংকটে দিক-নির্দেশনা দান করে আসছে।

বিশ্বনন্দিত এ গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের বাংলা অনুবাদ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। গ্রন্থখানির এ খণ্ডের অনুবাদ করেছেন মাওলানা হাসান রহমতী, মাওলানা ইসহাক ফরিদী ও মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম এবং সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ। সেই সাথে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মীদের জানাই ধন্যবাদ।

গ্রন্থখানি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে মুদ্রণের চেষ্টায় আমাদের কোন ত্রুটি হয়নি। তবুও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরূপ কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বা মুদ্রণ প্রমাদ সুধীজনের নজরে এলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা পরিমার্জনের ব্যবস্থা করব ইনশা আল্লাহ্।

আমাদের এই প্রচেষ্টাকে মহান আল্লাহ্ পাক ইবাদত হিসেবে কবূল করুন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী
২. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
৩. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মেসবাহ

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্য যিনি শরীআতের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তনে একক ও অদ্বিতীয়, যিনি হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী তথা বিধানাবলী সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতাবান সত্তা এবং যিনি উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে দিরায়াতে তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে দৈনন্দিন জীবনে ঘটমান বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁরা লোকদেরকে পদস্খলনের অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে এবং হিদায়াতের পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞার আলোকরশ্মিতে রিওয়ায়াতের চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন।

সালাত ও সালাম ঐ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, যিনি রিসালাতের ময়দানে সর্বশেষে আবির্ভূত হয়েছেন বটে, কিন্তু মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে সকলের উর্ধ্বে, যিনি হিদায়াতের পথের অন্তরায় প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করেছেন এবং যিনি উন্মোচিত করেছেন নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাকে। অর্থাৎ তাঁকে উসীলা করে আম্বিয়ায়ে কিরামকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করার ধারা সূচনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। আর রহমত বর্ষিত হোক সেই মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি।

বস্তুত ফিকাহ্ হচ্ছে হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য-রেখা এবং আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণের এক সঠিক মানদণ্ড। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উদ্ভূত সমস্যাসমূহের গতিময়তা কখনও স্থির থাকে না এবং এর পর্বতশৃঙ্গ এত উর্ধ্বে যা চোখের দৃষ্টিতে ধরা যায় না। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যত গ্রন্থ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ হচ্ছে না এবং হচ্ছে না পরিতৃপ্ত এতে পিপাসার্ত মন। কারণ কোন কোন গ্রন্থে পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা না করে কেবল বিশেষ কোন মাসআলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

আবার কোন গ্রন্থে বিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহ এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে প্রমাণ তালাশকারী ব্যক্তি এমনভাবে বিতর্কে জড়িয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে যেমন তারকাবিহীন অন্ধকার রজনীতে পানিহীন মরু বিয়াবানে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির তালাশে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অনুরূপ যারা ইসলামের বিধি-বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে

বেপরোয়া, তারা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী বিষয়াদি গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে সংকীর্ণমনা, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রাতের আঁধারে নিজের সামান হারিয়ে এর তালাশে হন্যে দিক-বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। এমনি করে তাদের অধিকাংশই সুন্নাহ্‌র আলো ছেড়ে রাতকানা খাহিশাতের অগ্নির দিকে ছুটে চলে এবং ধাবমান হয় বিদআত ও বাতুলতার অকল্যাণকর পথের দিকে। ফলে পার্থক্য করতে পারে না তারা সত্য-মিথ্যা এবং হক ও না-হকের মাঝে। আরো ধেয়ে চলে তারা এক ময়দানে তীহের পর আরেক ময়দানে তীহের দিকে। ফলে খুঁজে পায় না তারা গন্তব্য পথের কোন সঠিক পথ-প্রদর্শক। পায় কেবল এক নির্বোধের পর আরেক নির্বোধকে।

এহেন নাজুক অবস্থায় মহান আল্লাহ্ তা'আলা দানবীর, রণকুশলী, মহাবীর, অপরাজিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাতিলের আতংক, আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন, গভীর জ্ঞানের অধিকারী, মহাপণ্ডিত, আল্লাহ্‌ভীতি, পরহেযগারী ও দুনিয়াবিমুখতার মূর্তপ্রতীক, আমীরুল মু'মিনীন, রঈসুল মুসলিমীন, ইমামুল মুজাহিদীন মহান রাষ্ট্রনায়ক আবুল মুজাফ্‌ফর মুহীউদ্দীন বাহাদুর ওরফে বাদশাহ আওরংগযেব আলমগীর গাযীর মাধ্যমে এই উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেন। তাঁর অনুগ্রহকে সকল সৃষ্টির প্রতি ব্যাপক করে দেন এবং হিসাবের দিন তিনি তাঁর ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা তাঁদের স্বজনদের নিকট ফিরে যাবে প্রফুল্লচিত্তে; আর সংরক্ষণ করেন আল্লাহ্ তাঁকে ঐ সমস্ত লোক থেকে, যারা পশ্চাৎদিকে ফিরে যাবে নিন্দিত ও ধিক্কৃত অবস্থায়।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বাদশাহ্ আলমগীর (র)-এর হৃদয়ে এমন একটি বিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব সংকলনের বিষয় ইলহাম করেন যাতে এমন দীর্ঘ বর্ণনার অবতারণা হবে না যা হবে বিরক্তিকর; বরং এতে থাকবে সহীহ্ বর্ণনাসমূহ ও অখণ্ডনীয় যুক্তিমালা। আর এতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হবে দুর্বল ও সঠিক অভিমতসমূহ, যাতে লাজীন (কর্তিত পাতা) ও লুজায়ন (রৌপ্য) এবং হিজান (দ্রুতগামী উট) ও হুজায়ন (কমীনা)-এর মধ্যে কোনরূপ সংশয় না থাকে। বস্তুত এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে সব ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এতো কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং যার নিকট হিদায়াত ও গুমরাহীর পথ স্পষ্ট।

এতদুদ্দেশ্যে বাদশাহ্ আলমগীর (র) এই বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামকে একত্রিত করেন এবং সংগ্রহ করেন এ বিষয়ে লিখিত বড় বড় গ্রন্থসমূহ। তারপর তিনি তাঁদেরকে এসব কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ সংকলন করার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং বলেন, এমন একটি কিতাব প্রণয়ন করতে যাতে থাকবে যাহিরী রিওয়ায়াতসমূহ যে সব রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত এবং যার ভিত্তিতে ফকীহ্‌গণ ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন।

আর তিনি তাদেরকে এমন নাদির-দুর্লভ বর্ণনাসমূহও জমা করার আদেশ করেন যা আলিমগণ বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করে নিয়েছেন, যাতে আমলের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও পরহেযগারী হাতছাড়া না হয় এবং যাতে এ ক্ষেত্রে বিঘ্নতা ও পদস্খলন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাদশাহের নির্দেশে উলামায়ে কিরাম ফিকাহ্‌শাস্ত্রের খাযানা থেকে মণি-মুক্তা ও মোতিসমূহ কুড়িয়ে একত্রিত করতে এবং বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ জমা করতে আরম্ভ করলেন আর এমনভাবে মাসআলা সংকলন করলেন যে, কোন্ কাজটি শুদ্ধ ও কোন্‌টি অশুদ্ধ, কোন্‌টি সওয়াবের কাজ ও কোন্‌টি পাপের কাজ, তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দিলেন এবং সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে গ্রথিত করলেন ফিকাহ্-এর ছড়ানো-ছিটানো মাসআলাগুলোকে। বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁরা 'হিদায়া' গ্রন্থ প্রণেতার অনুসরণ করেছেন এবং স্পষ্টভাষায় মাসআলাসমূহের বিবরণ পেশ করতে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কিতাবে যে পুনরুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়েছে, তা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন এবং উপেক্ষা করেছেন দলীল বর্ণনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ-সূত্রিতার। উল্লেখ্য যে, সংকলনকারী ফকীহ্‌গণ মাসআলা বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহিরী রিওয়ায়াতের[১] মাসআলাসমূহই উল্লেখ করেছেন।

নাদির[২] রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের প্রতি তারা বেশি মনোনিবেশ করেননি। তবে কোথাও যাহিরী রিওয়ায়াত মাসআলার সঠিক সমাধান না পাওয়া গেলে অথবা নাদির রিওয়ায়াত-"এর উপর ফাতাওয়া" বা এ জাতীয় কথা সংযুক্ত থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে নাদির রিওয়ায়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কিতাব সংকলকবৃন্দ প্রতিটি মাসআলা মূল কিতাবের ইবারত বরাতসহ উল্লেখ করেছেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোথাও মূল কিতাবের ইবারতে কোনরূপ রদবদল করা হয়নি। তবে যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে هكذا আর যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়নি সে ক্ষেত্রে كذا শব্দ ব্যবহার করে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হয়েছে। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে একাধিক সমাধান থাকলে এবং এর প্রত্যেকটির সাথে 'এর উপর ফাতওয়া' বা এ জাতীয় কথা উল্লেখ থাকলে বা প্রাধান্য দেওয়ার কারণ বর্ণিত থাকলে কিংবা প্রাধান্য দেওয়ার কোন কারণ কোন মাসআলার সাথেই না থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে সংকলকবৃন্দ উভয় মতকেই এ কিতাবে হুবহু রেখে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সঠিক পথ প্রদর্শক।

والله الموفق للصواب

১. ইমাম মুহাম্মদ কর্তৃক সংকলিত ১. মাবসূত, ২. যিদায়াত, ৩. সিয়ারে সাগীর, ৪. সিয়ারে কাবীর, ৫. জামে সাগীর, ৬. জামে কাবীর, এই ছয়টি কিতাবকে একত্রে 'যাহিরী রিওয়ায়াত' (ظاهر الرواية) বলা হয়।

২. উপরোক্ত ছয়খানা গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য ফিকাহ্ গ্রন্থের বর্ণনাসমূহকে 'নাদির রিওয়ায়াত' বলা হয়।



অধ্যায় ঃ বায়' সরফ

[এ অধ্যায়ে ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ সংজ্ঞা, রুকন, হুকুম ও শর্তসমূহের বিবরণ

সংজ্ঞা ঃ কোন ثمن (ছমন) মূল্যদ্রব্যকে কোন ثمن বা মূল্যদ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করাকে বায়' সরফ বলা হয় (ফাতহুল কাদীর)।

রুকন ঃ সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের যা রুকন বায় সরফেরও তাই রুক্‌ন (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

হুকুম ঃ শরীআত মতে উভয় বায়' সরফকারীর প্রত্যেকে মাবী' বা ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে প্রারম্ভিক মালিকানা স্বত্ব লাভ করবে। যেরূপ আসবাবপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে হয়ে থাকে (মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)।

শর্তসমূহ ঃ বায় সরফের মধ্যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় বদলের উপর কবজা হতে হবে (আল-বাদাই)। চাই উভয় বদল নির্দিষ্ট হোক যেমন ঢালাই করা জিনিস, কিংবা নির্দিষ্ট না হোক, যেমন, সরকারী মুদ্রা। কিংবা একটি নির্দিষ্ট হোক এবং অপরটি নির্দিষ্ট না হোক (আল-হিদায়া)।

১. মাসআলা ঃ ফাওয়াইদুল কুদূরীতে লিখিত আছে। এখানে কবজা অর্থ হাত দ্বারা কবজা করা। তাখ্‌লিয়া বা খালি করে দেয়া নয় (ফাতহুল কাদীর)। আর পৃথক হওয়ার অর্থ উভয় আক্‌দকারীর দৈহিকভাবে মজলিস থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ একজন এদিকে, অন্যজন অন্যদিকে চলে যাবে। কিংবা একজন চলে যাবে এবং অপরজন বসে থাকবে। সুতরাং স্ব-স্ব স্থানে থেকে গেলে পৃথক হওয়া সাব্যস্ত হবে না। যদিও অনেকক্ষণ বসে থাকে এবং দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। অনুরূপভাবে যদি উভয়ে মজলিসের মধ্যে শুয়ে পড়ে, কিংবা উভয়ে বেহুঁশ হয়ে যায়। কিংবা নিজের স্থান থেকে একসাথে দাঁড়ায় এবং একদিকে একই পথে চলে আর এক মাইল বা আরো বেশী পথ চলে, আর একে অপর থেকে পৃথক না হয়, তবে পৃথক হওয়া বলা যাবে না (আল-বাদায়ে)।

২. মাসআলা ঃ যদি একজনের যিম্মায় আরেকজনের এক হাজার দিরহাম করয থাকে এবং ঐ অপরজনের যিম্মায় প্রথম জনের কিছু দীনার করয থাকে। তারপর একজনে অপরজনকে দেয়ালের আড়াল থেকে কিংবা দূর থেকে ডেকে বলে যে, আমার কাছে তুমি যা পাবে তা আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমার কাছে যা পাবো তার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তবে তা জাইয হবে না। প্রতিনিধি পাঠিয়ে করলেও জাইয হবে না। কেননা, উভয়ের মধ্যে দৈহিক দূরত্ব রয়েছে (মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)। আর মজলিস বিবেচ্য নয়, তবে শুধু একটি ক্ষেত্রে। আর তা এই যে, পিতা বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি আমার নাবালেগ পুত্র থেকে এই দীনার দশ দিরহাম দিয়ে খরিদ করেছি। তারপর দশ দিরহাম ওজন হওয়ার পূর্বে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তবে সরফ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। কেননা, পিতাই (উভয় তরফের) আক্দকারী। আর দৈহিকভাবে পৃথক হওয়ার ব্যাপারটি এখানে সম্ভব নয়। তাই মজলিস ধর্তব্য হবে (আল-বাহ্রুর রাইক)।

৩. মাসআলা ঃ আর দিরহামকে দিরহামের বিনিময়ে ও দীনারকে দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করার মাঝে এবং পয়সাকে দিরহাম বা দীনারের বিনিময়ে বিক্রি। কেননা, পয়সাকে দিরহাম বা দীনারের বিনিময়ে করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে, বিক্রি করার ক্ষেত্রে উভয় বদলকে কবজা করা শর্ত নয়। শুধু একটি বদলকে পৃথক হওয়ার পূর্বে কবজা করাই যথেষ্ট (আল-মুহীত)।

আরেকটি শর্ত এই যে, এই আকদে কারো জন্যই খিয়ারে শর্ত না থাকা চাই। আরেকটি শর্ত এই যে, এই আকদে মেয়াদ নির্ধারিত না হওয়া চাই (আন-নিহায়া)। যদি উভয়ে মেয়াদের শর্ত করে, তারপর পৃথক হওয়ার পূর্বে পরস্পরে কবজা করে, তবে এটা হবে মেয়াদ বাতিলকরণ হিসেবে বায়' শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি খিয়ারের শর্ত আরোপ করে তারপর পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ে বাতিল করে দেয় কিংবা খিয়ারওয়ালা তা বাতিল করে, তবে ইস্তিহ্সান বা সূক্ষ্ম কিয়াসের বিচারে হয়ে যাবে। আর যদি আকদে মেয়াদ থাকে,মেয়াদওয়ালা পৃথক হওয়ার পূর্বে তা বাতিল করে তবে ইস্তিহ্সানস্বরূপ বায়' জাইয হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা ঃ যদি দিরহামকে দীনার দ্বারা বিক্রয় করার ক্ষেত্রে কোন এক বদলে ধার বা বাকীর শর্ত লাগায়, তারপর শর্তওয়ালা কিছু নগদ দেয় এবং কিছু না দেয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সম্পূর্ণ বায়' ফাসিদ হবে। আর তার বাস্তবরূপ এই যে, কোন ব্যক্তি একটি দীনার দশ দিরহামের বিনিময়ে একমাসের ওয়াদায় খরিদ করলো। তারপর পাঁচ দিরহাম নগদ দিলো এবং উভয়ে পৃথক হয়ে গেলো। তবে পাঁচ দিরহামের অংশের বায়' হবে না। আর যদি পাঁচের নগদ ও পাঁচের বাকীর বিনিময়ে খরিদ করে। তারপর নগদ পরিশোধ করে দেয় এবং পৃথক হয়ে যায়, তবে পুরা বায়' ফাসিদ হবে। আর যদি পুরা দশ পরিশোধ করে দেয়, তবে বায়' জাইয হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

৫. মাসআলা ঃ খিয়ার বা মেয়াদের শর্ত না লাগানোর দরুন বায়' সরফ মূল থেকে বাতিল হয়ে যায়। কেননা, মূল আকদের মধ্যেই এই বাতিল হওয়া নিহিত। আর কবজা না হওয়ার কারণে বায়' শুদ্ধ হওয়ার পর বাতিল হয়ে যায়। কেননা, কোন কোন মাশায়েখের মতে, কবজা এ জন্য শর্ত এই যে, বায়' তার বিশুদ্ধতার উপর বাকী থাকবে। আর কারো কারো নিকট শুরুতেই শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। আর প্রথম মতটি বিশুদ্ধতম।

আর এ মতভেদের ফল এই অবস্থার মধ্যে প্রকাশ পায় যে, যখন বায়' সরফ কবজা না হওয়ার দরুন বাতিল হলো, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কোন কোন

মুতাআখখিরীনের উক্তির ভিত্তিতে যা সরফ নয়, তাও বাতিল হয়ে যাবে। আর কোন কোন মুতাকাদ্দিমীনের উক্তির ভিত্তিতে বাতিল হবে না। আর এটাই বিশুদ্ধতম। এমনকি গলায় রৌপ্যের হাঁসুলি পরা কোন দাসীকে যদি কেউ রূপার বিনিময়ে খরিদ করে এবং কবজার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে কবজা না হওয়ার দরুন সরফের অংশের বায়' বাতিল হয়ে যাবে। আর দাসীর বায়' বাতিল হবে না। আর যদি দাসীকে হাঁসুলিসহ রৌপ্যের বিনিময়ে খিয়ার বা মেয়াদের শর্ত লাগিয়ে খরিদ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সরফ এবং বায়' দুটিই বাতিল হবে। আর সাহেবায়নের মতে, বায়' বাতিল হবে না (মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কবজার পূর্বে মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার দরুন বায়' সরফ বাতিল হয়, তবে বিক্রিত বস্তু বিক্রেতাকে ফেরত দেয়ার পূর্বে ক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয় না। আর এ মাসআলার বিবরণ জামি সাগিরে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বর্ণিত একটি মাসআলায় রয়েছে; আর তা হলো, কোন ব্যক্তি একটি রূপার ঘটি দুই দীনারে খরিদ করে তা কবজা করলো আর এক দীনার পরিশোধ করলো। তারপর দ্বিতীয় দীনার দেয়ার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে গেলো। তবে অর্ধেক ঘটির বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর এই বাতিল হওয়া অপর অর্ধেকের দিকে সংক্রমিত হবে না। সুতরাং যদি বিক্রেতা গাইব হয়ে যায় এবং কোন ব্যক্তি অর্ধেক ঘটির মালিকানা নিজে দাবী করে, তবে ক্রেতা তার বিবাদী হবে (আয-যাখীরা ঃ বিবিধ অনুচ্ছেদ)।

আর বায়' সরফে যদি বিক্রিত বস্তু একই শ্রেণীর হয়, তবে ওজনে সমান সমান হওয়াও একটি শর্ত (খাযনাতুল মুফতীন)। আর যদি এক শ্রেণীর না হয়, যেমন স্বর্ণকে রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করলো, তবে সমান সমান হওয়া শর্ত নয়। শুধু উভয়ের মধ্যে কবজা শর্ত (আত-তাবয়ীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রিত বস্তুর দিক থেকে আকদের বিধি-বিধান

[এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়

১. মাসআলা ঃ আমাদের মতে বিনিময় চুক্তিতে দিরহাম ও দীনার নির্ধারিত হয় না এবং স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে ও রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় শুধু সমান সমান জাইয। চাই তা পিণ্ড হোক কিংবা তৈরি অলংকার হোক কিংবা সরকারী মোহরযুক্ত মুদ্রা হোক। আর যদি এগুলোর কোনটিকে তার সমশ্রেণীর বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় বস্তুর ওজন না জানে কিংবা একটির জানে অপরটির না জানে কিংবা একজনে জানে অপরজনে না জানে, তারপর উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তারপর ওজন করে এবং উভয় বস্তু সমান সমান দেখতে পায়, তবু বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে একই বৈঠকে ওজন করে এবং সমান সমান দেখতে পায়, তবে ইস্‌তিহ্‌সান স্বরূপ বিক্রয় জাইয হবে (আল-হাবী)। আর যদি রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে এবং স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে এভাবে বিক্রি করে যে, নিক্তির উভয় পাল্লা এক বরাবর ও সমান হয়ে যায়, তবে জাইয হবে। যদিও প্রত্যেকটির পরিমাণ জানা না যায় (আয-যাখীরা ঃ বিবিধ মাসাইল অনুচ্ছেদ)। আর স্বর্ণকে রৌপ্যের বিনিময়ে আন্দায অনুমান ও বেশী-কমে বিক্রি করা জাইয (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সামাআ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি কারো নিকট থেকে একশত দীনারের বিনিময়ে এক হাজার দীনার খরিদ করলো এবং উভয়ে উভয়ের ওজন বর্ণনা সত্য প্রতিপন্ন করলো এবং মাপার পূর্বে উভয়ে কবজা করলো, তবে তা জাইয হবে এবং উভয়ে ঐ ক্রীত বস্তু দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারবে। যদি কেউ বলে যে, তোমার হাতের দিরহামগুলো আমার হাতের দীনারগুলোর বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করে দাও এবং দুজনের কেউ গণনা ও ওজনের নাম নিলো না আর কবজা করলো, তবে জাইয হবে। আর গণনা ও ওজন করার পূর্বে উভয়ের প্রত্যেকে নিজের খরিদী বস্তু দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারবে। আর এটাকেই আন্দায-অনুমানে বিক্রয় করা বলা হয়। আর যদি সে বলে যে, আমার কাছে হাজার দিরহামের বিনিময়ে হাজার দিরহাম বিক্রি করে দাও এবং সে বিক্রি করে দেয় আর ওজন করা ব্যতীত উভয়ে কবজা করে নেয় এবং একে অপরকে সত্যায়ন করলো যে, এই কবজাকৃত বস্তু হাজার দিরহামই আছে, তারপর উভয়ে পৃথক হওয়ার পরে বা আগে ওজন করে দুটিকেই সমান সমান পেলো, তবে জাইয হবে। আর যদি একে অপরকে সত্যায়ন না করে পৃথক হয়ে যায়। তারপর ওজন করে এবং সমান পায়, তবে জাইয হবে না। কেননা, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে তাদের নিজ নিজ মাল পুরাপুরি বুঝে পাওয়ার অবগতির পূর্বেই পৃথক হয়ে গিয়েছে (আল-মুহীত ঃ বিবিধ মাসাইল অনুচ্ছেদ)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ রৌপ্যের একটি কাঁকন বিক্রি করে, যার মধ্যে এমন দিরহাম ঢুকানো ছিল, যার ওজন জানা যায় নি, তবে এ বিক্রয় বাতিল হবে (আল-হাবী)।

মেকী ও ভেজাল দিরহামকে নির্ভেজাল দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা শুধু সমান সমান অবস্থায় জাইয। আর যদি খাদযুক্ত দিরহামকে নিখাদ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে তা জাইয নয়। কিন্তু যদি জানা যায় যে, নিখাদ দিরহামের রূপা খাদযুক্ত দিরহামের রূপার চেয়ে বেশী, তবে জাইয (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। যদি কালো কিংবা লাল রূপা সাদা রূপার বিনিময়ে বিক্রয় হয়, তবু সমান সমান হওয়া শর্ত (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা ঃ যদি দিরহামের মধ্যে রৌপ্য বেশী হয়, তবে তা রৌপ্য। আর যদি দীনারের মধ্যে স্বর্ণ বেশী হয়, তবে তা স্বর্ণ। সুতরাং খাঁটি স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে যা ধর্তব্য হবে, তার মধ্যেও তা ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ খাঁটি ও মিশ্র-এর বিনিময় কিংবা এর একটি অপরটি সাথে যদি ক্রয়-বিক্রয় হয়। তবে শুধু ওজনে সমান সমান হলে জাইয হবে এবং অনুরূপ তার করয নেয়াও ওজনের দ্বারা জাইয হবে– গণনার দ্বারা জাইয হবে না। আর যদি তাতে খাদ বেশী হয়, তবে তাতে দিরহাম-দীনারের বিধান কার্যকর হবে না, বরং 'সাধারণ দ্রব্য'-এর বিধান কার্যকর হবে। আল-মুস্‌তাস্‌ফায় বলেছেন, এ বিধান তখন কার্যকর হবে, যখন তা থেকে খাদ আলাদা না হবে বরং একটি অপরটির সাথে খাপ খেয়ে যাবে। আর যখন তা থেকে খাদ পৃথক হয়ে যাবে, তখন তা খাপ খাবে না। সুতরাং যদি এরূপ খাদযুক্ত দিরহাম খাঁটি রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তবে তা তাম্র ও রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের সমতুল্য হবে। তাই ধর্তব্য হিসেবে জাইয হবে। কাজেই তার সমশ্রেণীর বিনিময়ে বেশকম করে ক্রয়-বিক্রয় করা জাইয হবে। আর তা রৌপ্য ও তাম্র সমতুল্য। কিন্তু এটা বায়' সরফ। তাই রৌপ্যের কারণে একই মজলিসে কবজা করা শর্ত হবে। আর যখন রৌপ্যে শর্ত হলো, তখন পিতল ও তামার ক্ষেত্রেও শর্ত হবে। আর যদি রূপা ও পিতল সমান সমান হয়, তবে তাকে রূপার বিনিময়ে বিক্রি করা শুধু ওফা দ্বারা জাইয হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। আর যদি একটি দীনার ও দুটি দিরহামকে দুটি দিরহাম ও দুটি দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে, তবে জাইয হবে। আর এরূপ ধরা হবে যে, একদিকে এক দীনার দুই দিরহামের বিনিময়ে হবে এবং অপরদিকে দুই দীনার দুই দিরহামের বিনিময়ে হবে (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা ঃ আর খাঁটি এক দিরহাম ও খাদী দুই দিরহামকে খাঁটি দুই দিরহাম ও খাদী এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করা জাইয (আল-হিদায়া)। আর এগারটি দিরহামকে দশটি দিরহাম ও একটি দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করা জাইয হবে। এভাবে যে, দশ দিরহাম দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং এক দীনার এক দিরহামের বিনিময়ে বলে ধরা হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৬. মাসআলা ঃ যদি একটি কাপড় ও গলানো রৌপ্যের টুকরা একটি কাপড় ও গলানো রৌপ্যের টুকরার বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে এবং কাপড় কাপড়ের বিনিময়ে এবং রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে হবে। এক রৌপ্য যদি অপর রৌপ্যের চেয়ে পরিমাণে বেশী

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়, তবে তা কাপড়ের সাথে মিলিয়ে অপর কাপড়ের পরিবর্তে হবে। সুতরাং পরস্পরে কবজা করার পূর্বে যদি উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে সরফ অংশের বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে এবং কাপড়ের পরিবর্তে কাপড়ের বিক্রি বহাল থাকবে (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি একটি কাপড় ও একটি দীনার একটি কাপড় ও একটি দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে, তারপর পরস্পরে কবজা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে সরফ বাতিল হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট ক্রয়-বিক্রয় জাইয থাকবে। কেননা, এটা বিভিন্ন বস্তু। তাই সমান সমান হওয়া ওয়াজিব নয়। আর বলা হবে যে, দীনার ও কাপড়কে দিরহাম ও কাপড়ের মধ্যে মূল্য হিসেবে বন্টন করা হবে। সুতরাং দিরহামের মধ্যে থেকে যে পরিমাণ দীনারের অংশে পড়েছে, সেটাই বায়' সরফ ছিল, যা কবজা না হওয়ার দরুন বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং অবশিষ্ট বিক্রয় কবজা না হওয়ার দরুন বাতিল হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ যদি রৌপ্য দ্বারা অলংকৃত একটি তরবারি একটি কাপড়ও দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং কাপড় ও দশ দিরহাম কবজা করা হয়, আর তরবারি কবজা করা না হয় এবং উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে সম্পূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় বাতলি হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

৯. মাসআলা ঃ যদি একজন অপরজন থেকে একশ' দীনারের বিনিময়ে এক হাজার দিরহাম ক্রয় করে, অথচ তাদের কারো কাছেই না দিরহাম আছে, না দীনার আছে। তারপর প্রত্যেকে নিজ নিজ কথিত পরিমাণ করয নিলো এবং পৃথক হওয়ার পূর্বে তা অপরকে পরিশোধ করলো, তবে জাইয হবে। আর স্বর্ণখণ্ড রৌপ্যখণ্ডের বিনিময়ে বা রৌপ্যখণ্ড স্বর্ণখণ্ডের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও একই রকম হবে, যদি বাজারে স্বর্ণ বা রৌপ্য খণ্ডের প্রচলন মুদ্রার মতই হয়ে থাকে (আল-মাবসূত)। আর যদি একটি দীনার কয়েকটি দিরহাম দ্বারা খরিদ করে এবং কারো কাছে দিরহাম-দীনার কিছুই না থাকে, তারপর এক ব্যক্তি তার বিনিময় পরিশোধ করে এবং উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে না। যদি কেউ কোন বস্তু করযের বিনিময়ে ক্রয় করে এবং উভয়ে নিশ্চিত জানে যে, তার উপর কোন করয নেই, তবে এ ক্রয় জাইয নয়। আর এটা যেন যদি এই ধারণা হয় যে, তার উপর করয আছে, তারপর উভয়ে উভয়কে সত্য প্রতিপন্ন করে যে, তার উপর করয নেই, তবে ঐ করযের অনুরূপ দ্বারা ক্রয় শুদ্ধ হবে (আল-মুহীত)। যদি কেউ নির্দিষ্ট এক হাজার দিরহাম একশ' দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করে এবং সাদা দিরহাম সাব্যস্ত হয়, তারপর তার পরিবর্তে কালো দিরহাম পরিশোধ করে, আর বিক্রেতা তাতে রাযী হয়, তবে জাইয হবে। আর অনুরূপভাবে যদি দিরহাম কবজা করে এবং যে দীনার স্থির হয়েছিল তা ব্যতীত অন্য রকমের দীনার পরিশোধ করে, তবে অপর ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত তা জাইয হবে না (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ যদি উভয়ে বায়' সরফ স্থির করে এবং নগদ মুদ্রা পরিষ্কার বর্ণনা না করে, আর যদি শহরে একই মুদ্রার প্রচলন থাকে, তবে তাই রাখা হবে। আর যদি শহরে বিভিন্ন রকম মুদ্রার প্রচলন থাকে এবং সবগুলোর সমান প্রচলন থাকে এবং কোনটি অন্যটির চেয়ে বড় না হয়, তবে বিক্রয় জাইয হবে। আর যদি কোনটি কোনটির চেয়ে বড় হয়, কিন্তু একটির প্রচলনই অধিক হয়, তবু জাইয হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর যদি নগদ মুদ্রাসমূহের মধ্যে কোন

একটি অধিক পরিচিত হয় এবং বিক্রয়ে সেটি ব্যতীত অন্য মুদ্রা শর্ত করে, তবে বিক্রয় শর্তকৃত মুদ্রায়ই সাব্যস্ত হবে। যদি উভয়ে মতভেদ করে এবং একজনে বলে যে, তুমি আমার সাথে অমুক মুদ্রার যা এই পরিচিত মুদ্রা অপেক্ষা বড় শর্ত করেছো এবং অপরজন তা অস্বীকার করে, তবে উভয়ের উপর কসম আসবে। যে ব্যক্তি কসম থেকে বিরত থাকবে, তার উপর অপর ব্যক্তির দাবী লাযিম হবে। আর যদি উভয়ে কসম করে, তবে বিক্রয় ফিরিয়ে নিবে। আর যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট মুদ্রার দাবীদার হবে, তারই প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-মাবসূত)।

লৌহ ও পিতল বিনিময়ের বিষয়টি এই মাসআলার অন্তর্ভুক্ত

১. মাসআলা ঃ সমতা অপরিহার্য হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত সূদী দ্রব্য স্বর্ণ-রৌপ্যের পর্যায়ভুক্ত, তবে কবজার ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং সাথে সাথে কবজা করা ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। লোহা একই প্রকার। তার উত্তম-অধম একই সমান। শুধু ওজনে সমান হলেই বিক্রয় জাইয হবে। যদি পরস্পরে কবজা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে বিক্রয় বাতিল হবে না। কিন্তু শর্ত হচ্ছে নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট বস্তু হতে হবে। এই একই বিধান সমস্ত ওজনী বস্তুসমূহে কার্যকর ও প্রযোজ্য (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা ঃ সীসা, কালঈ, আসরাব এসবই রাং-এর প্রকার এবং ওজনী বস্তু। কিন্তু কোনটি কোনটি থেকে বড়। সুতরাং একটিকে অপরটির বিনিময়ে শুধু সমান সমান পরিমাণ দ্বারা বিক্রয় করা জাইয (আল-মুহীত)। তাম্রকে কাঁসার বিনিময়ে এভাবে বিক্রয় করা যে, কাঁসার অংশ একভাগ এবং তাম্রের অংশ দুইভাগ, তবে একই সাথে কবজা করা হলে জাইয হবে। কাঁসার মধ্যে কারুকার্য বেশী থাকে, তাই তাম্রের আধিক্য তার বিনিময় ধরা হবে। আর তা ধার ও বাকীতে বিনিময় করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। কেননা, কাঁসা ও তামা একই শ্রেণীর এবং কারুকার্যের আধিক্যের দরুন শ্রেণী পরিবর্তিত হয় না। তাছাড়া, এ দুটি বস্তুই ওজনী। আর ওজনী বস্তু বাকীতে বিক্রয় করা জাইয নেই। আর কাঁসাকে সাদা পিতলের বিনিময়ে এক সাথে কবজা করে এভাবে বিক্রয় করা যে, একভাগ কাঁসা ও দুইভাগ পিতল তাতে কোন দোষ নেই এবং তা ধারে ও বাকীতে বিক্রয় করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই (আল-মাবসূত)। আর অনুরূপভাবে সাদা পিতলকে লাল তামার বিনিময়ে এভাবে বিক্রয় করা যে, পিতল এক ভাগ এবং তামা দুই ভাগ হবে, হাতে হাতে আদান-প্রদান হলে কোন দোষ নেই। কিন্তু ধার-বাকীতে কোন কল্যাণ নেই। কেননা, এতে শ্রেণী ও ওজন উভয়ই শামিল রয়েছে। আর যখন একটির কারণেই ধার-বাকী হারাম হয়ে যায়, তখন উভয়টির কারণে তো আরো উত্তমরূপে হারাম হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি দুই মিছকাল রূপা ও এক মিছকাল তামা কেউ এক মিছকাল রূপা ও তিন মিছকাল লোহার বিনিময়ে খরিদ করে, তবে তা জাইয হবে এইভাবে যে, রূপার বিনিময়ে রূপা সমান সমান ধরা হবে এবং অবশিষ্ট রূপা ও তামাকে লোহার পরিবর্তে রাখা হবে। অতএব, এতে সূদ হবে না। আর এরূপভাবে এক মিছকাল পিতল ও এক মিছকাল লোহা এক

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিছকাল পিতল ও এক মিছকাল রাং-এর বিনিময়ে খরিদ করা জাইয হবে। কেননা, পিতল পিতলের পরিবর্তে এবং রাং লোহার পরিবর্তে হয়ে গেছে (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ আত্-তাজ্‌রীদ-এ বলা হয়েছে যে, পিতল লৌহপাত্র লোক প্রচলনে সাধারণত 'আদদী' (সংখ্যা নির্ভর) বলে গণ্য হয়ে থাকে। সুতরাং একটি অপরটির বিনিময়ে সবরকম বিক্রয় হতে পারে (তাতারখানিয়্যা)। পক্ষান্তরে যদি সংখ্যার পরিবর্তে ওজনের ভিত্তিতে বিনিময়ের প্রচলন থাকে, তবে ঐগুলো তার সমশ্রেণীর বিনিময়ে শুধু সমপরিমাণের সাথে বিক্রয় করা জাইয হবে (আন-নাহ্‌রুল ফাইক)। যদি কেউ তামার বরতন এক রতল (আধা সের ওজন) অনির্দিষ্ট লোহার বিনিময়ে খরিদ করে, আর কোন সময় সীমা নির্ধারণ না করে এবং বরতন কবজা করে, তবে জাইয হবে যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে লোহগা তাকে দিয়ে দেয়। আর যদি লোহা দিয়ে দেওয়ার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায় আর যদি ঐ বরতন ওজনে বিক্রি করার প্রচলন না থাকে, তাতেও কোন ভয় নেই। আর যদি ওজনে বিক্রয় হয়, তবে ধার বাকীতে কল্যাণ নেই। আর যদি মজলিসে লোহা কবজা করে নেয় এবং অপর ব্যক্তি বরতন কবজা না করে, এমনকি উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবু বিক্রি বাতিল হবে না। অনুরূপভাবে যদি এক রতল নির্দিষ্ট লোহা দুই রতল অনির্দিষ্ট খাঁটি রাং-এর বিনিময়ে খরিদ করে এবং লোহার উপর কবজা করে এবং রাং কবজা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি উভয়টি অনির্দিষ্ট হয়, তবে বিক্রি ফাসিদ হবে– চাই ঐ মজলিসে পারস্পরিক কবজা হোক বা না হোক (আল-মাবসূত)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত তরবারি এবং এ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের বিক্রয় প্রসঙ্গ যাতে অন্য কিছুর সাথে স্বর্ণ বা রৌপ্যও বিক্রি করা হয় এবং ওজনী দ্রব্য বিক্রয়ের পর তাতে কম-বেশী ধরা পড়ার প্রসঙ্গে

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন রৌপ্যখচিত তলোয়ার কিংবা রৌপ্যযুক্ত লাগাম এতখানি খাঁটি রূপার বিনিময়ে খরিদ করে, যার ওজন তলোয়ার কিংবা লাগামের অলংকার থেকে অধিক হয়, তবে তা জাইয হবে। আর যদি অলংকার থেকে কম কিংবা তার সমান হয় কিংবা কিছু জানা না যায়, তবে জাইয হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর যদি দিরহামের পরিমাণ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় জানা না থাকে, তারপর জানা যায় এবং তলোয়ারের রৌপ্য থেকে তা বেশী হয়, আর যদি উভয়ে বৈঠকে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় জানা যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে। আর যদি কেউ বৈঠক থেকে পৃথক হওয়ার পর জানা যায়, তবে জাইয হবে না। কুদূরী বলেন, অনুরূপ যদি জ্ঞাত লোক তাতে মতভেদ করে, কেউ বলে যে, ছমন বা মূল্য তলোয়ারের রৌপ্য থেকে বেশী এবং কেউ বলে যে, সমান সমান, তবু ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে না (আল-মুহীত)। আর যদি দিরহাম তলোয়ারের রূপা থেকে বেশী হয় এবং পারস্পরিক কবজার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, আর যদি ঐ রূপা তলোয়ার থেকে ক্ষতি ব্যতিরেকে পৃথক করা না যায়, তবে সমুদয়ের ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ক্ষতি ব্যতিরেকে পৃথক করা যায়, তবে অলংকারের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল এবং তলোয়ারের ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে। আর যদি অলংকার স্বর্ণের হয় এবং ছমন দিরহাম হয়, তবে সব রকম ক্রয়-বিক্রয় জাইয

হবে। আর যদি ছমন পরিশোধ করার ক্ষেত্রে মেয়াদের শর্ত করে, চাই ঐ ছমন অলংকারের সমশ্রেণীর হোক কিংবা অসম শ্রেণীর তবে সম্পূর্ণ তলোয়ারের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। চাই ঐ অলংকারের পৃথক হওয়া ক্ষতি ব্যতীত সম্ভব হোক বা না হোক। অনুরূপভাবে যদি উভয়ে পৃথক হয়ে যায় আর একজনে খিয়ারে শর্ত করে থাকে, তবু বিক্রয় বাতিল হবে। আর যদি বিক্রয়ের মধ্যে ছমনের সময় স্থির করে থাকে, তারপর ক্রেতা অলংকার পরিমাণ ছমন পরিশোধ করে দেয়, তবে ইস্‌তিহ্‌সানস্বরূপ বিক্রয় জাইয হবে– যদিও পরিষ্কার জাহির না করে যে, ছমন কবজাকৃত অলংকারের অংশ (আল-হাবী)। আর যে গৃহে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের পাত রয়েছে, তা তার সমশ্রেণীর বিনিময়ে বিক্রয় করার বিধান অলংকৃত তলোয়ারের অনুরূপ (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে হীরা বা মূল্যবান পাথর বসানো একটি সোনার অলংকার কয়েক দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করলো এবং ক্রেতা অলংকারটি কবজা করলো। যদি এই দীনারগুলো অলংকারের সোনার সমান হয় কিংবা কম হয় কিংবা কিছু জানা না যায়, তবে পুরা বিক্রয়টি জাইয হবে না। না স্বর্ণের, না হীরা ও পাথরের। সেগুলোকে ক্ষতি ছাড়া তুলে ফেলা হোক বা না হোক। আর যদি ছমন বা মূল্যরূপে নির্ধারিত দীনারগুলো যদি অলংকারের সোনার থেকে বেশী হয়, তবে অলংকারের সোনা ও 'জহরত' উভয়ের বিক্রয় জাইয হবে। এরপর যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে পুরা ছমন পরিশোধ করে দেয়, তবে বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে। অদ্রূপ যদি অলংকারের সোনার পরিমাণ ছমন পরিশোধ করে, তবু বিক্রয় জাইয থাকবে। পক্ষান্তরে পৃথক হওয়া পর্যন্ত কিছুই পরিশোধ না করলে অলংকারের সোনার ক্ষেত্রে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। আর 'জহরত'-এর ক্ষেত্রে যদি তা ক্ষতি ছাড়া বিযুক্ত করা সম্ভব না হয়, তবে তার বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। আর বিনা ক্ষতিতে বিযুক্ত করা সম্ভব হলে 'জহরত'-এর বিক্রয় ফাসিদ হবে না (আল-মুহীত)। আর যে অলংকারের জাওহার বিনা ক্ষতিতে পৃথক করা যায় না, তার মূল্যে যদি এক দীনার ধার-বাকী করে, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, সোনার অংশে 'আকদে সরফ' হয়েছে। তাই মেয়াদের শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয়ে গেছে। আর মোতি ও জাওহারসমূহ পৃথক করে সমর্পণ করা ক্ষতি ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং যখন অল্পের বিক্রয় ফাসিদ হয়েছে, তখন সমুদয়ের বিক্রয় ফাসিদ হয়ে গেছে (আল-মাবসূত)। আর যদি অলংকার এরূপ হয়, যার জাওহার বিনা ক্ষতিতে বের করা সম্ভবপর, তবে এ মাসআলায় মতভেদ হওয়া উচিত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাওহারের বিক্রয় জাইয হবে না। আর সাহেবাইনের মতে জাওহারের অংশে বিক্রয় ফাসিদ হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি একটি অলংকৃত তলোয়ার তার অলংকারের চেয়ে অধিক ওজনের রৌপ্যের বিনিময়ে খরিদ করে এবং অলংকারের অংশ পরিমাণ ছমন পরিশোধ করে দেয় আর বলে যে, উভয়ের ছমন কিংবা বলে যে, তলোয়ারের ছমন দিচ্ছি কিংবা কিছুই বললো না, তবে এটা অলংকারের ছমন হবে এবং সবগুলোর ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর যদি সে বলে যে, এ ছমন বিশেষ করে তলোয়ারের ফলার, তবে দেখতে হবে যে, যদি বিনা ক্ষতিতে অলংকার পৃথক করা না যায়, তবে সে যা পরিশোধ করেছে, তা অলংকারের ছমন হবে এবং পুরা ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আর যদি বিনা ক্ষতিতে পৃথক করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

যায়, তবে অলংকারের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে (আন-নাহ্‌রুল ফাইক–মুহীত থেকে উদ্ধৃত)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি সে বলে যে, এটি গ্রহণ করো-এর অর্ধেক অলংকারের ছমন এবং অর্ধেক তলোয়ারের, তবু অলংকারের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না এবং কবজাকৃত সবটাকে অলংকারের ছমন ধরা হবে (আত-তাবয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ হিশাম বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তলোয়ারের অলংকার, তলোয়ার ছাড়া বিক্রয় করা জাইয হবে না। কিন্তু যদি এই শর্তে বিক্রয় করে যে, ক্রেতা তা তলোয়ার থেকে বিমুক্ত করে নেয় তাহলে উভয়ের পৃথক হওয়ার পূর্বে তা পৃথক করে নিতে হবে। আর যদি বিক্রয়ে এই শর্ত না লাগায় এবং পৃথক হওয়ার পূর্বে বিক্রেতা বলে যে, আমি তোমাকে এটি আলাদা করে নেয়ার অনুমতি দিয়েছি, তবে ইমাম বলেন যে, পৃথক হওয়ার পূর্বে সে আলাদা করে নিলে বিক্রয় জাইয হবে। পক্ষান্তরে বিযুক্ত করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে গেলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। হিশাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ক্রেতা যদি তলোয়ার কবজা করে নেয়, তবু কি বিক্রয় জাইয হবে না? তিনি বললেন, তবু জাইয নয়। কেননা, যে পর্যন্ত অলংকার তলোয়ার থেকে আলাদা না করবে, তার উপর কবজা হবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি দাসী বিক্রয় করলো– যার মূল্য এক হাজার মিছকাল রূপা। আর তার গলায় একটি এক হাজার মিছকাল রূপার হাঁসুলি রয়েছে, যার মূল্য নিরূপিত হলো দুই হাজার মিছকাল রূপা। এরপর ক্রেতা এক হাজার মিছকাল পরিশোধ করলো এবং উভয়ে পৃথক হয়ে গেলো। তবে সে যা পরিশোধ করেছে, তা রূপার হাঁসুলির মূল্য। আর অনুরূপ যদি দুই হাজার মিছকালে এইভাবে খরিদ করে যে, এক হাজার নগদ ও এক হাজার বাকী থাকবে। তবে নগদ ছমন হাঁসুলির মূল্য হবে। আর অনুরূপ যদি সে বলে যে, এই এক হাজার উভয়ের মূল্য হিসেবে গ্রহণ করো, তবে শুধু হাঁসুলির দাম ধরা হবে এবং সমুদয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আর যদি সে স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, এই এক হাজার দাসীর মূল্য হিসেবে নাও এবং কবজা করার পর উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে হাঁসুলির বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাপড়সহ একটি কাঁকন বিশ দিরহামে খরিদ করে এবং কাঁকনটি কবজা করেও দশ দিরহাম পরিশোধ করে। তারপর উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে 'ইস্‌তিহ্‌সান'-এর বিচারে এই দশ দিরহাম কাঁকনের মূল্য ধরা হবে। আর যদি দশ দিরহাম পরিশোধ করে সে বলে যে, উভয়ের মূল্য হিসেবে গ্রহণ করো, তবু প্রথমটির (অর্থাৎ কাঁকন-এর) মূল্য ধরা হবে। আর যদি সে বলে যে, এটি বিশেষ করে কাপড়ের মূল্য এবং অপরজন অস্বীকার করলো কিংবা স্বীকার করলো, তারপর তারা উভয়ে পৃথক হয়ে গেলো, তবে কাঁকনের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কাঁকন এক ব্যক্তির হয় এবং তার মূল্য দশ দিরহাম হয়, আর দশ দিরহাম মূল্যের কাপড় অন্য কারো হয়, তারপর উভয়ে কারো কাছে বিশ দিরহামে বিক্রয় করে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ মাল বিক্রয় করে, তবে তা একই বিক্রয় চুক্তির আওতায় সম্পন্ন হয়।

তারপর ক্রেতা কাঁকনওয়ালাকে দশ দিরহাম দিয়ে দেয়, তবে তা বিশেষভাবে তারই হবে। অপরজন তাতে শরীক হবে না। আর যদি উভয়ে কাপড় বিক্রি করে এবং উভয়ে কাঁকন বিক্রি করে, তারপর সে কাঁকনওয়ালাকে দশ দিরহাম দেয়, তারপর উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে অর্ধেক কাঁকনের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ একটি অলংকার বিশিষ্ট তলোয়ার কয়েক দীনারে খরিদ করলো এবং তা কবজা করে দীনার পরিশোধ করার পূর্বে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দিলো। সে তা কবজা করলো এবং ছমন পরিশোধ করলো না। এমন কি তারা সবাই পৃথক হয়ে গেলো। তবে উভয় বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে এবং তলোয়ার প্রথম বিক্রেতা ফেরত পাবে। আর যদি দ্বিতীয় ক্রেতা ও তার বিক্রেতা পরস্পর কবজা করে নেয়– না প্রথম বিক্রেতা, তবে দ্বিতীয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আর প্রথম ক্রেতা তার বিক্রেতাকে তলোয়ারের মূল্য পরিশোধ করবে। অনুরূপভাবে যদি ক্রেতা তার অর্ধেক বিক্রি করে, তবে অর্ধেক বিক্রি শুদ্ধ হবে এবং অর্ধেক তলোয়ার প্রথম বিক্রেতা ফেরত পাবে। আর টুকরো হওয়ার দোষের কারণে তা তার গ্রহণ না করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর দ্বিতীয় অর্ধেকের মূল্যের সে যামানত দিবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ যদি একটি অলংকারখচিত তলোয়ার দু'জনের যৌথ মালিকানাধীন হয়। তারপর একজনে তার অর্ধাংশ এক দীনারে তার শরীকদারের কাছে কিংবা অপর কারো কাছে বিক্রি করে দেয় এবং উভয়ে পরস্পরে কবজা করে নেয়, তবে তা জাইয হবে। আর যদি তার শরীকদারের কাছে বিক্রি করে এবং সে দীনার পরিশোধ করে দেয় আর তলোয়ার ঘরে থাকে। তারপর তা কবজা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি একটি একশ' দিরহামের সমান রৌপ্যখচিত তলোয়ার দু'শ' দিরহামে খরিদ করে, তারপর জানতে পারে যে, তাতে দু'শ' দিরহামের সমান অলংকার রয়েছে, তবে তাতে দুটি অবস্থা হতে পারে। যদি উভয়ের কবজা করা ও পৃথক হওয়ার পর এটা জানা যায়, তবে গোটা ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে জানা যায়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে ছমন একশ' দিরহাম বাড়িয়ে দিবে, নতুবা গোটা ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেবে। আর যদি উভয়ের প্রথম থেকেই জানা থাকে যে, তলোয়ারের অলংকারটি দু'শ' দিরহাম ওজনের এবং তলোয়ারটি দু'শ' দিরহামে বিক্রয় করে। তারপর পৃথক হওয়ার পূর্বে ক্রেতা একশ' দিরহাম বাড়াতে চায়, তবে বিক্রয় জাইয হবে না (আয-যাখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি একশ' দিরহাম ওজনের শর্তে একটি রূপার কাঁকন একশ' দিরহামে বিক্রি করে। তারপর পৃথক হওয়ার পূর্বে ওজন করে তা বেশী দেখতে পায়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে দিরহাম বাড়িয়ে তার সমান সমান ওজনে নিয়ে নিবে, অন্যথায় ছেড়ে দিবে। আর যদি মাপে কম দেখতে পায়, তবু এরূপ বিধান। আর যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

উভয়ে পৃথক হয়ে গিয়ে থাকে তারপর তাকে দেড়শ' দিরহাম দেখতে পায়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, হয়তো তার সমান সমান ওজনে নিয়ে নিবে। অন্যথায় ত্যাগ করবে (আল-হাবী)।

১২. মাসআলাঃ কেউ যদি একশ' দিরহামে গলানো রূপা এই শর্তে ক্রয় করে যে, তাতে একশ' দিরহাম রয়েছে। আর উভয়ে কবজা করে নেয়, তারপর তাতে দুইশ' দিরহাম দেখতে পাওয়া যায়, তবে ক্রেতা তার অর্ধেক পাবে। আর তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না (আল-মাবসূত)। আর এসব বিধান তখন কার্যকর হবে, যখন ক্রয়-বিক্রয় সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে হয়। আর যদি অসম জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে হয়, যেমন– কেউ যদি একশ' দিরহামের অলংকার বিশিষ্ট একটি তলোয়ার দশ দীনারে ক্রয় করে। কিংবা এক হাজার দিরহামের একটি পানির ঘটি একশত দীনারে খরিদ করে। তারপর তাতে দুই হাজার দিরহাম ওজন দেখতে পাওয়া যায়। কিংবা এক হাজার দিরহাম ওজনের গলানো রূপা একশত দীনার খরিদ করে। তারপর তাতে দুই হাজার দিরহাম দেখতে পাওয়া যায়। তবে এ সকল অবস্থায় ক্রয় বিক্রয় জাইয হবে। আর যখন ক্রয় বিক্রয় জাইয হলো, তখন রূপার অবস্থায় যে ওজন ক্রেতার কাছে স্থির হলো, তার চেয়ে বেশী ক্রেতাকে বিনিময় বিহীন দেয়া যাবে না। আর পানির ঘটির অবস্থায় আধিক্য বিনিময় বিহীন দেয়া যাবে (আল-মুহীত) আর যদি 'ছমন' দীনার সাব্যস্ত হয় এবং পাত্র কম ওজন দেখা যায় তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। হয়তো পুরা ছমনে নিবে, অন্যথায় ত্যাগ করবে (আল-হাবী)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ এক মিছকাল ওজনের একটি মোতি এক দিরহামে খরিদ করে, তারপর তা বাড়তি দেখা যায়। তবে পুরাটা ক্রেতাকে দেয়া হবে। আর যদি স্থির হয় যে, প্রতি মিছকাল এত দিরহাম, তারপর বাড়তি দেখা যায়। তবে পুরোটা ফেরত দিবে কিংবা আধিক্যটা তার অংশের বিনিময়ে নিয়ে নিবে। কাপড় ও ঘরের গজের ন্যায়। আর যদি রূপার কাকঁন দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং বলে যে, প্রতি দিরহাম এত। কিংবা বললো না। তারপর তা বেশী দেখা গেলো এবং উভয়ে পৃথক হয়নি, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে আধিক্যের পরিমাণ অংশ বাড়িয়ে নেয়ার এবং বাড়তিটুকু তাকে বিনিময় বিহীন দেয়া যাবে না (মুহীত ঃ আস-সারখসী)।

১৪. মাসআলা ঃ সোনা বা রূপার গিলটি করা তলোয়ার যদি তার সমজাতীয় বস্তু দ্বারা ক্রয় করা হয়। তবে তা সর্বাবস্থায় বৈধ হবে। গিলটি ধর্তব্য হবে না। কেননা, তা খাপ খেয়ে গেছে (মুয্মারাত)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি রূপালী লাগাম দিরহামের বিনিময়ে তারচেয়ে কম বা বেশীতে খরিদ করে, তবে তা জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ সোনার গিলটি করা গৃহ মেয়াদী 'ছমন' দ্বারা খরিদ করে, তবে তা জাইয হবে। যদিও তার ছাদসমূহে ছমনের বেশী সোনার গিলটি দেয়া থাকে (আল্-হাবী)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ পয়সার ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ পয়সাকে যদি 'ছমন' বা মূল্য সাব্যস্ত করা হয় তবে তা দিরহামের পর্যায়ভুক্ত হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে দিলেও বিক্রয় চুক্তিতে তা নির্ধারিত বলে গণ্য হবে না। আর তা বিনষ্ট হলেও ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয় না (আল্-হাবী)। কেউ যদি দিরহামের বিনিময়ে পয়সা খরিদ করে এবং 'ছমন' পরিমাণ পরিশোধ করে, আর বিক্রেতার কাছে পয়সা না থাকে। তবে ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে। সুতরাং বিক্রেতা যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে বা পরে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার করে ক্রেতাকে দিয়ে দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে যদি বৈঠকে দিরহাম কবজা করা হয়। অনুরূপ যদি পয়সা কবজা করা হয় এবং দিরহাম কবজা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবু জাইয হবে (আল্- মাব্সূত)।

২. মাসআলা ঃ হাসান ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন, কেউ যদি দিরহামের বিনিময়ে পয়সা খরিদ করে এবং না এর কাছে পয়সা আছে, না ওর কাছে দিরহাম, তারপর কোন একজনের পরিশোধ করার পর উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে। আর যদি কেউ পরিশোধ না করে পৃথক হয়ে যায়। তবে জাইয হবে না (আল-মুহীত)। আর যদি কেউ পয়সার বিনিময়ে পয়সা বিক্রি করে, তারপর উভয়ের কবজার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। তবে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি একজনে কবজা করে এবং অপরজনে না করে, কিংবা উভয়ে কবজা করে, তারপর পৃথক হওয়ার পর একজনের কবজায় যা আছে অন্য কেউ তার হকদার বলে প্রমাণিত হয় এবং সে তা নিয়ে যায়, তবু বিক্রয় বহাল থাকবে (আল-হাবী)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ পাথর খচিত বা পাথর ছাড়া রূপা বা সোনার আংটি কিছু পয়সা দিয়ে খরিদ করে এবং তার কাছে পয়সা না থাকে, তবে তা জাইয হবে। চাই পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ে কবজা করুক বা না করুক। কেননা, এটা বায়' সরফ নয় বরং সাধারণ বিক্রয় (আল-মাবসূত)। আর কেউ যদি রূপার পাত অনির্দিষ্ট পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে এবং পারস্পারিক কবজার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে জাইয হবে। আর যদি পাত তার কাছে মওজুদ না থাকে, তবে জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি অর্ধ দিরহামের পয়সা দিয়ে কোন জিনিস খরিদ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে এবং তাকে অর্ধ দিরহাম মূল্যের পয়সা পরিশোধ করতে হবে। অনুরূপ ভাবে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ দিরহাম বলাও জাইয (আত্-তাবয়ীন)। আর যদি একদাং (দিরহামের ষষ্ঠাংশ) পয়সা কিংবা এক কীরাত পয়সার বিনিময়ে খরিদ করে, তবে ইসতিহসান স্বরূপ জাইয।

শামসুল আইম্মা হালওয়ানী বলেন, এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন দাং ও কীরাত সাধারণ্যে বিভিন্ন না হয়। যদি বিভিন্ন হয়, যেমন-কেউ দশ এবং কেউ নয় ধরে থাকে, তবে ঝগড়ার কারণেই ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর যদি বলে যে, এক দিরহাম পয়সার বিনিময়ে কিংবা দু' দিরহাম পয়সার বিনিময়ে খরিদ করেছে, তবুও ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয হবে এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জাইয হবে না। এক দিরহামের কমের মধ্যে জাইয হবে। মাশায়েখ কিরাম বলেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তি বিশুদ্ধতম (আল-হিদায়া)

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে এক দিরহাম দিয়ে বলে যে, এর অর্ধেকের পয়সা দাও এবং অর্ধেকের একটি ছোট দিরহাম দাও, তবে জাইয হবে। তারপর যদি ছোট দিরহাম ও পয়সা নেয়ার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। তবে পয়সার ক্রয়-বিক্রয় অটুট থাকবে এবং দিরহাম অংশের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে বড় দিরহাম না দিয়ে থাকে এবং পৃথক হয়ে যায়, তবে সমুদয়ের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরাহ্)।

৬. মাসআলা ঃ আর কেউ যদি বলে যে, অর্ধ দিরহামের এত পয়সা দাও এবং অবশিষ্ট অর্ধ দিরহামের পরিবর্তে একটি ছোট দিরহাম, যার ওজন অর্ধ দিরহামের সমান কিন্তু একরত্তি কম। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সমুদয়ের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিশেষত ছোট দিরহামের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর যদি 'দাও' শব্দটির পুনরাবৃত্তি করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত সাহেবাইনের মতের অনুরূপ হবে। আর এটাই বিশুদ্ধ মত (আল্-হিদায়া)। একজন পাঁচ 'দানক' পরিমাণ পয়সার বিনিময়ে একটি অচল ভেজাল দিরহাম কারো কাছে বিক্রয় করে আর সে তার দোষ জ্ঞাত থাকে, তবে এ বিক্রয় জাইয। অনুরূপ ভাবে যদি অর্ধ দিরহামের পয়সা ও দুই দানক ওজনের একটি ছোট দিরহামের পরিবর্তে বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে– যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ কবজা করে। আর যদি পাঁচ 'দানক' রূপার পরিবর্তে কিংবা এক কীরাত কম এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে জাইয হবে না। আর যদি বলে যে, এই রূপার বিনিময়ে আমার কাছে এত পয়সা বিক্রি করো, তবে তা জাইয হবে। আর যদি পাঁচ-ষষ্ঠ দিরহাম কিংবা অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে জাইয হবে না (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ যদি একশ' পয়সা এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে, তারপর দিরহাম কবজা করে এবং অপরজন পয়সা কবজা না করে। এমন কি ঐ পয়সা অচল হয়ে যায়, তবে কিয়াস অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না এবং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে হয়তো ঐ অচল পয়সা কবজা করবে, নতুবা বিক্রয় বাতিল করবে। আর এই মতই ইমাম যুফার (র) পোষণ করেন। আর ইসতিহসান স্বরূপ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পঞ্চাশ পয়সা কবজা করে, তারপর পয়সা অচল হয়ে যায়, তবে অর্ধেকের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, অর্ধেক দিরহাম ফেরত দিবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর যদি ঐ পয়সা অচল না হয়, কিন্তু সস্তা কিংবা আক্রা হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হবে না এবং অবশিষ্ট পয়সা ক্রেতা পাবে (আল-হাবী)। যদি দিরহামের বিনিময়ে কিছু পয়সা খরিদ করে এবং তা কবজা করে আর দিরহাম না দেয়। এমনকি পয়সা অচল হয়ে যায়। তবে ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে। আর দিরহাম তার যিম্মায় কবজা হবে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি অধিক খাদযুক্ত দিরহামের বিনিময়ে কিংবা পয়সার বিনিময়ে কোন বস্তু খরিদ করে এবং এ উভয়টি সচল থাকে এমনকি ক্রয়-বিক্রয় জাইয হয়ে যায় আর এখনো ক্রেতা বিক্রেতাকে না দিতেই তার চল বন্ধ হয়ে অচল হয়ে যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর লোকের হস্তগত না হওয়া অচল হওয়ার মতোই। আর ক্রয়কৃত বস্তু যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে তা ক্রেতার উপর ফেরত দেয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি অবশিষ্ট না থাকে, তবে তার অনুরূপ ফেরত দিবে– যদি অনুরূপী বস্তু হয়। নতুবা তার মূল্য ফেরত দিবে। আর যদি ক্রয়কৃত বস্তু কবজা না হয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এই ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা কোন ফায়দা নেই। আর সাহিবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না। আর যখন ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না এবং তা সোপর্দ করাও অসম্ভব হয়, তখন তার মূল্য ওয়াজিব হবে। কিন্তু আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ক্রয়-বিক্রয়ের দিনের মূল্যে এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে অচল হওয়ার দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে। আয-যাখীরায় লিখিত আছে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তির উপরই ফাতওয়া। পক্ষান্তরে আল-ইয়াতীমা, আল-মুহীত ও আল-হাকাইক কিতাবে আছে যে, মানুষের আসানের জন্য ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ফাতওয়া দেয়া হবে। কেউ যদি কোন নির্দিষ্ট মাল কিংবা নির্দিষ্ট আসবাবপত্র কিংবা নির্দিষ্ট ফল পয়সার বিনিময়ে ক্রয় করে আর তার কাছে পয়সা না থাকে, তবে জাইয হবে। আর যদি নির্দিষ্ট মাল নির্দিষ্ট পয়সা দ্বারা খরিদ করে, তবে ক্রেতা ঐ পয়সা ছাড়া সাধারণ্যে প্রচলিত অন্য পয়সা দিতে পারবে। আর যদি ঐ নির্দিষ্ট পয়সা দেয় এবং উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। তারপর তার মধ্যে একটি অচল পয়সা পায়। তারপর তা ফেরত দিয়ে বদল করে নেয়। তবে পয়সা মালের মূল্য ধার্য হয়ে থাকলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হবে না। চাই এই ফেরতকৃত পয়সা কম হোক কিংবা বেশী হোক এবং বদলিয়ে নেয়া হোক কিংবা বদলিয়ে না নেয়া হোক। আর যদি এই পয়সা দিরহামের মূল্য হয়ে থাকে, তবে তার দুটি অবস্থা হতে পারে। হয়তো দিরহাম কবজা করা হবে কিংবা কবজা করা হবে না। যদি কবজা হয়, তারপর অচল পয়সা ফেরত দেয়, আর তা বদল করুক বা না করুক ক্রয়-বিক্রয়ের শুদ্ধতা বহাল থাকবে। তদ্রূপ এই অবস্থায় (অর্থাৎ পয়সাগুলো দিরহামের মূল্য হওয়ার দূরতে) যদি সমস্ত পয়সা অচল হয় এবং তা ফেরত দেয়, তাহলে বদল করে নিক বা না নিক ক্রয়-বিক্রয়ের বিশুদ্ধতা বাকী থাকবে। আর যদি দিরহাম কবজা না হয়ে থাকে এবং সমস্ত পয়সা অচল পাওয়া যায় এবং তা ফেরত দেয়া হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর মতে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। চাই সে ফেরত দেয়ার মজলিসে বদল করে নিক বা না নিক আর সাহিবাইনরা বলেন, ফেরত দেয়ার মজলিসে বদল করে নিলে চুক্তি বহাল থাকবে, পক্ষান্তরে এ মজলিসে বদল করে না নিলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কিছু অচল হয় এবং তা ফেরত দেয়, তবে কিয়াস অনুযায়ী কেনাবেচা তার পরিমাণ মতো চাই অল্প হোক কিংবা বেশী বাতিল হয়ে যাবে, তা ফেরত দেয়ার মজলিসে বদলিয়ে নিক কিংবা বদলিয়ে না নিক। আর এটা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। আর এই অভিমতই ইমাম যুফার (র)-ও পোষণ করেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) অল্প হওয়ার ক্ষেত্রে যদি ফেরত দিয়ে ঐ মজলিসেই বদলিয়ে নেয় ইসতিহসান স্বরূপ বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না। আর অল্পের সীমা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বিভিন্ন রিওয়ায়াত বর্ণিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আছে। এক বর্ণনায় আছে যে, যদি অর্ধেকের অধিক হয়। তবে তা বেশী। আর তার চেয়ে কম হলে তা অল্প। আরেক বর্ণনায় আছে যে, যদি অর্ধেক পর্যন্ত পৌছে যায়। তবে বেশী। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যদি তৃতীয়াংশের অধিক হয়, তবে বেশী। আর সাহিবাইন বলেন, চাই অল্প ফেরত দিক কিংবা বেশী ফেরত দিক, যদি ফেরত দানের মজলিসে তা বদলিয়ে নেয়। তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না। আর এ হুকুম তখন হবে, যখন এই পয়সা এরূপ হয় যে, কখনো চলে আবার কখনো চলে না কিন্তু যদি এরূপ পয়সা হয়, যা কখনো চলে না এবং বিক্রেতা ও ক্রেতা পৃথক হয়ে থাকে, তারপর সে ফেরত দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। চাই ঐ মজলিসেই বদলিয়ে নিক কিংবা বদলিয়ে না নিক। আর যদি কিছু পয়সা এরূপ পায় এবং তা ফেরত দেয়, তবে ঐপরিমাণ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে-চাই ফেরত দানের মজলিসে বদলিয়ে নিক কিংবা বদলিয়ে না নিক (আয-যাখীরাহ)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কিছু পয়সা দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে এবং উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। তারপর কিছু পরিমাণ পয়সার কোন হকদার পায় আর হকদার অনুমতি না দেয়। আর যদি পয়সার ক্রেতা দিরহাম দিয়ে দেয়। তবে সে তার অনুরূপ বদলিয়ে নিবে এবং ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে। আর যদি সে দিরহাম না দেয়, তবে হক পরিমাণ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে। আর যদি কিছু পয়সার কোন হকদার হয়, তবে সেই পরিমাণ এবং সমুদয়ের যদি হকদার হয়। তবে সমুদয় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ খনিসমূহে এবং স্বর্ণকারদের মাটিতে বায়' সরফ সংঘটিত হওয়ার বিবরণ। আর খনির মাটি থেকে সোনা ও রূপাকে পরিষ্কার করার কাজে শ্রমিক নিয়োগ করাও এই বিবরণের অন্তর্ভুক্ত।

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বর্ণরেণু মিশ্রিত সোনার বিনিময়ে এবং রৌপ্যরেণু মিশ্রিত রূপার বিনিময়ে খরিদ করে। তবে তা জাইয নয়। তবে যদি জানা যায় যে, রেণু প্রদত্ত অনুরূপভাবে যদি সোনা ও রূপার বিনিময়ে বিক্রি করে, তাও জাইয নয়। আর যদি সোনার মাটি রূপার বিনিময়ে এবং রূপার মাটি সোনার বিনিময়ে খরিদ করে, তবে হাতে হাতে লেনদেন জাইয। আর যা কিছু তা থেকে বের হবে তা দেখার সময় ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি কোন সোনা বের না হয়, তবে বিক্রয় জাইয নয় এবং ছমন ফেরত দিবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ যদি অনির্দিষ্ট এক 'কাফীয' (শরঈ পরিমাপ বিশেষ) মাটি কোন আসবাব পত্র কিংবা সোনার বিনিময়ে ক্রয় করে, অথবা কোন আসবাবপত্র অনির্দিষ্ট এক কাফীয মাটির বিনিময়ে ক্রয় করে। তবে বায়' (ক্রয়-বিক্রয়) জাইয হবে না। কেননা, বিক্রীত বস্তু অজ্ঞাত (খাযানাতুল মুফতীন)। তবে অর্ধেক বা চতুর্থাংশ মাটি খরিদ করলে জাইয হবে এবং তার মধ্য থেকে যা বের হবে নিজ নিজ স্বত্ব পরিমাণ উভয়ে তার মালিক হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)। আর যদি ঐ মাটি সোনা এবং রূপার হয় এবং সোনা কিংবা রূপার বিনিময়ে বিক্রি হয়, তবে জাইয হবে না। আর যদি সোনা ও রূপার বিনিময়ে বিক্রি হয়, তবে জাইয হবে। আর প্রত্যেক শ্রেণী তার বিপরীত শ্রেণীর পরিবর্তে হবে। আর যদি এটা জানা না থাকে

যে, এই মাটিতে সোনা আছে, কিংবা এটা জানা না যায় যে, এতে উভয়ে বস্তু আছে কিংবা এক বস্তু আছে। আর যদি সোনা কিংবা রূপার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তবে জাইয হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি সোনা এবং রূপার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তবু জাইয হবে না (আল-মুহীত)। আর যদি তার অনুরূপ মাটির বিনিময়ে খরিদ করা হয়, তবু জাইয হবে না। আর যদি তার অসম শ্রেণীর মাটির বিনিময়ে খরিদ করা হয়, তবে জাইয হবে। আর যদি উভয়ের মধ্য থেকে কিছু বের হয়, তবে বায়' সরফ হবে। আর যদি উভয়ের মধ্য থেকে কিংবা একটির মধ্য থেকে কিছু বের না হয়, তবে বায়' বাতিল হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)। আর যদি কাপড় কিংবা কোন প্রকার আসবাবপত্রের বিনিময়ে খরিদ করে। তবে খরিদ করা জাইয হবে এবং এতে বায়' সরফের শর্তাবলী রক্ষা করা জরুরী নয় (শারহুত্-তাহাবী)। স্বর্ণকারের মাটির ক্ষেত্রেও একই বিধান (মুহীত ঃ আস-সারাখ্সী)। মযাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, স্বর্ণাকারদের মাটি বিক্রি করার মধ্যে কল্যাণ নেই (অর্থাৎ তা বৈধ নয়) কেননা এটা পানির মধ্যে মৎস্য বিক্রি করার মতো একটি ধোঁকা মাত্র। আর আমরা এই অভিমতই গ্রহণ করছি। কিন্তু এ বিধান তখন হবে, যখন এটা জানা না যাবে যে, এতে কিছু সোনা ও রূপা আছে কি নেই (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি কেউ স্বর্ণকারদের মাটি আসবাবপত্রের বিনিময়ে খরিদ করে এবং তা থেকে কিছু সোনা কিংবা রূপা বের না হয়, তবে বায়' ফাসিদ হবে। কেননা, সে শুধু মাটি খরিদ করেনি, মাটির মধ্যে যা আছে, তাই খরিদ করেছে। সুতরাং তাতে যদি সোনা কিংবা রূপা থাকে, তবে বায়' জাইয হবে। আর স্বর্ণকারদের জন্য এই মাটির মূল্য পাওয়া সঙ্গত নয়। কেননা, তার মধ্যে যা আছে তা জনগণের সম্পদ। তবে এই অবস্থায় যে, সে লোকদেরকে পরিশোধ করার সময় তাদের যে সম্পদ মাটির মধ্যে পড়ে গেছে তার বিনিময়ে কিছু বেশী করে পরিশোধ করেছে। সুতরাং সে যদি এরূপ করে থাকে। তবে তার জন্য এই মাটির মূল্য খাওয়া হালাল।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) আরো বলেন, যে পর্যন্ত ক্রেতাকে স্বর্ণকার এই খবর না দিবে যে, আমি লোকদেরকে তাদের সম্পদ পূর্ণ করে দিয়েছি, তখন পর্যন্ত তা ক্রয় করা জাইয নয়। কেননা, ক্রেতা নিশ্চিত জানে যে, স্বর্ণকার তার মালিক নয় (আল-মুহীত ঃ বিবিধ মাসাইল অনুচ্ছেদ)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ স্বর্ণ খনিসহ কোন বাড়ি সোনার বিনিময়ে খরিদ করে তা জাইয হবে না। রূপার বিনিময়ে খরিদ করলে তবে তা জাইয হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। যদি দুই ব্যক্তি স্বর্ণ খনি বা রোপ্য খনির মৃত্তিকার যৌথ মালিক হয় এবং তারা দু'জনে অনুমান কবে বণ্টন করে নেয়, তবে তা জাইয হবে না। তবে মাটির মধ্য থেকে পৃথক করে ওজন হিসাবে বণ্টন করলে জাইয হবে (শারহ তাহাবী)।

৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির কারো কাছে কিছু করয ছিল। সে কোন নির্দিষ্ট মাটি হাতে হাতে দিয়ে দিল। করয যদি রূপার থাকে, আর সে রূপার মাটি দেয়, তবে জাইয হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি সোনার মাটি দেয় তবে জাইয হবে। আর যা কিছু এর মধ্য থেকে বের হবে, তা দেখার সময় করযদাতার ইখতিয়ার থাকবে (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি সোনা কিংবা রূপার মাটি কারো কাছ থেকে করয নেয়, তবে মাটি থেকে যা বের হবে, সেই পরিমাণ তার যিম্মায় হবে। আর তার পরিমাণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে করযদারের উক্তি ধর্তব্য হবে। আর যদি সম পরিমাণ মাটি ফেরত দেওয়ার শর্তে করয নেয়, তবে তা জাইয হবে না (আল-মুহীত)। কেউ যদি খনির মধ্যে গর্ত করে, তারপর তা বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, সে এমন জিনিস বিক্রি করেছে, যার সে মালিক নয়। কেননা, খনিতে গর্ত করার উদ্দেশ্য গর্তের মালিক হওয়া নয়। বরং গর্তের মধ্যে যা থাকে তার মালিক হওয়া উদ্দেশ্য হয়। তাই গর্তের সে মালিক হয় না। পক্ষান্তরে পতিত জমির মধ্যে গর্ত করলে সে তার মালিক হবে। কেননা, গর্তের মালিক হওয়ার জন্যই পতিত জমিতে গর্ত খনন করা হয়। কেউ যদি কোন বিশেষ খনির মাটি পরিষ্কার করার জন্য ঐ খনির নির্দিষ্ট মাটির বিনিময়ে কোন শ্রমিক নিয়োগ করে। তবে তা জাইয হবে। আর যা কিছু তার মধ্যে আছে, তা দেখার সময় তার ইখতিয়ার থাকবে। সুতরাং সে যদি ফেরত দেয়, তবে ঐ ব্যক্তি থেকে তার মজুরীর অনুরূপ নিয়ে নিবে। আর যদি তাকে কোন অনির্দিষ্ট মাটির কিছু পরিমাপ পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগ করে, তবে তা জাইয হবে না। যদি কোন ব্যক্তিকে এরূপ শ্রমিক নিয়োগ করে যে, সে কোন খনিতে গর্ত করবে এবং যা কিছু তা থেকে বের হবে, তার অর্ধেক তার মজুরী হবে, তবে তা জাইয হবে না। বরং সে তার কর্ম অনুযায়ী মজুরী পাবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি এই মর্মে শ্রমিক নিয়োগ করলো যে, সে খনির মাটি কিংবা স্বর্ণকারদের মাটি থেকে পরিষ্কার করে তার জন্য সোনা কিংবা রূপা বের করবে। এর তিনটি অবস্থা হতে পারে প্রথমত এই শর্ত আরোপ করবে যে, তুমি হাজার দিরহাম রূপা কিংবা হাজার মিছকাল সোনা এই মাটি থেকে আমাকে বের করে দিবে অথচ জানা নেই যে, তা থেকে ঐ পরিমাণ সোনা বা রূপা বের হবে কিনা। তবে এরূপ জাইয হবে না। দ্বিতীয়ত এভাবে বললো যে, তুমি এই মজুরীতে আমার জন্য সোনা কিংবা রূপা এই মাটি থেকে বের করে দিবে। এটা জাইয। তৃতীয়ত এভাবে বললো যে, আমি তোমাকে এজন্য মজুর নিয়োগ করেছি যে, তুমি আমার জন্য হাজার দিরহাম রূপা মাটি থেকে বের করে দিবে অথচ কোন মাটির প্রতি ইশারা করলো না। এটাও জাইয নয়। যেমন- কেউ কোন ব্যক্তিকে বললো যে, তুমি এক দিরহামের বিনিময়ে একটি কোটা আমার জন্যে সিলাই করে দিবে অথচ কাপড় নির্দিষ্ট করলোনা। তবে তা জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন লাগাম বা ছড়ি কাউকে এজন্য দেয় যে, সে নির্দিষ্ট ওজনের রূপা ঐ লাগামে বা ছড়িতে গিলটি করে দিবে এবং তা তার উপর করজ থাকবে আর সে একাজের জন্য তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরী দিবে, তবে এটা জাইয হবে এবং তার উপর মজুরী বা পরয পরিশোধ করা জরুরী হবে। আর গিলটি কাজে যে পরিমাণ রূপা খরচ হয়েছে তাতে যদি উভয়ের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে লাগামের মালিকের কথা কসমের সাথে ধর্তব্য

হবে। তার জানার উপর কসম নেয়া হবে। আর যদি সে বলে যে, তুমি এর উপর একশ' দিরহাম রূপার গিলটি করে দাও এই শর্তে যে, আমি তোমাকে এর মূল্য ও তোমার কাজের মজুরী বাবদ সর্বশুদ্ধ দশ দীনার দিবে আর একথার পর উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে তা ফাসিদ হবে। আর যখন তা হুবহু ফেরত দেয়া অসম্ভব হয়। তখন তার অনুরূপ ফেরত দেয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। আর সে তার কাজ অনুযায়ী মজুরী হিসাবে দীনার পাবে। কিন্তু তা তার উল্লেখ পরিমাণ অতিক্রম করবে না (আল-মাবসূত)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে কবজার পূর্বে ক্রয়কৃত বস্তু নষ্ট করে ফেলার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কেউ একটি রূপার কাঁকন এক দীনারে ক্রয় করলো এবং ক্রেতার কবজার পূর্বে কোন এক ব্যক্তি তা ভেঙ্গে ফেললো। তখন ক্রেতা বললো যে, আমি কাঁকন নিয়ে তা ভঙ্গকারীর কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করবো। তার এ অধিকার থাকবে (আল-মুহীত)।

যদি কেউ রূপার কাঁকন এক দীনারে খরিদ করে এবং দীনার দিয়ে দেয়, তারপর মজলিসে কেউ তা জ্বালিয়ে ফেলে তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি সে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ করতে চায় এবং চায় যে, প্রজ্বলনকারীর কাছ থেকে কাঁকনের মূল্য স্বরূপ সোনা নিবে এবং যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার পৃথক হওয়ার পুর্বে তার মূল্য কবজা করে নেয়, তবে জাইয হবে। আর যদি তাতে দীনারের চেয়ে কিছু বেশী থাকে, তবে তা সাদাকা করে দিবে।

আর যদি মূল্য কবজা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে বায়' সরফ বাতিল হয়ে যাবে এবং বিক্রেতার উচিত হবে দীনার ফেরত দেয়া। আর প্রজ্বলনকারীর নিকট থেকে কাঁকনের মূল্য নিয়ে নেওয়া। এ অভিমত ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম উক্তিও এরূপ। তারপর তিনি এ অভিমত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন যে, যখন ক্রেতা প্রজ্বলনকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেয়া ইখতিয়ার করলো, তখন তার থেকে মূল্য নেয়ার পূর্বে উভয়ের পৃথক হওয়ার বায়' সরফ বাতিল হবে না। আর এই অভিমতই ইমাম আবূ হানীফা (র) পোষণ করেন (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ কেউ একটি পঞ্চাশ দিরহামের অলংকৃত তলোয়ার একশ' দিরহাম কিংবা দশ দীনারের বিনিময়ে খরিদ করলো এবং মূল্য পরিশোধ করে দিলো আর তলোয়ার কবজা করলো না। এমনকি কোন ব্যক্তি তলোয়রের খাপ কিংবা তার কোষ কিছুটা বিনষ্ট করে ফেললো। তারপর ক্রেতা তলোয়ারটি গ্রহণ করলো এবং বিনষ্টকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নেয়া ইখতিয়ার করলো। এটা তার জন্য জাইয। সুতরাং সে যদি তলোয়ার কবজা করে এবং বিনষ্টকারী যা কিছু বিনষ্ট করেছে তার মূল্যের ক্ষতিপূরণ কবজা করার পূর্বে বিক্রেতার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়। তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

আর যদি তলোয়ার কবজা না করে এবং বিক্রেতা থেকে পৃথক হয়ে যায়। তবে সর্বসম্মতভাবে সমুদয় ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। আর এ বিধান তখন হবে। যখন সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তলোয়ারের মধ্য থেকে কোন বস্তু বিনষ্ট করে থাকে। আর যদি সে পুরাপুরি তলোয়ারটি বিনষ্ট করে থাকে, যেমন সেটি আগুনে জ্বালিয়ে ফেললো এবং ক্রেতা তাকে পাকড়াও করা অবলম্বন করলো। আর যদি বিক্রেতার নিকট থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে ক্রেতা পূর্ণ তলোয়ারের মূল্য কিংবা শুধু অলংকারের মূল্য তার থেকে নিয়ে নেয়, তবে সমুদয়ের ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে। আর যদি অলংকারের মূল্য কবজা না করে এবং বিক্রেতা থেকে পৃথক হয়ে যায়, তবে এ মাসআলায় তদ্রূপই মতভেদ রয়েছে।

অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর দ্বিতীয় মত এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় সমপূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি পঞ্চাশ দিরহাম রূপার অলংকৃত একটি তলোয়ার একশ' দিরহামে খরিদ করলো। তারপর কেউ তার অলংকারের কড়া জালিয়ে দিলো এবং ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় সমপূর্ণ করা ও প্রজ্বলনকারীকে পাকড়াও করা ইখতিয়ার করলো। আর মূল্য পরিশোধ করে তলোয়ার কবজা করলো। তারপর কড়ার মূল্য কবজা করার পূর্বে বিক্রেতা থেকে পৃথক হয়ে গেলো। তবে বিশেষ করে কড়ার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে আর তলোয়ারের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না।

এ হচ্ছে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর দ্বিতীয় মতানুযায়ী কড়ার ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল হবে না (আল-মাবসূত)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয় চুক্তির পর ক্রেতা-বিক্রেতার হস্তক্ষেপ করার বিবরণ

[এ পরিচ্ছেদে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ কবজা করার পূর্বে 'সরফ বদল' এ হস্তক্ষেপ করার বিবরণ এবং যা বদল এর বিপরীতে কর্তন হতে পারে বা পারে না তার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ চুক্তির অপর পক্ষের কাছ থেকে বা তৃতীয় কারো কাছ থেকে 'সরফ বদল' এর বিনিময়ে কোন বস্তু খরিদ করে কিংবা কবজা করার পূর্বেই তবে জাইয হবে না। তবে বায়' সরফ বহাল থাকবে। সুতরাং তা কবজা করে চুক্তিকে সম্পূর্ণতা দান করবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ কেউ দশটি দিরহাম একটি দীনারের বিনিময়ে খরিদ করলো এবং উভয়ে কবজা করলো। কিন্তু দশ দিরহাম থেকে শুধু একটি দিরহাম রয়ে গেলো। তা তার বিক্রেতার কাছে ছিল না। তাই ক্রেতা ইচ্ছা করলো দীনারের দশমাংশ ফেরত নিবে। সে তা ফেরত নিতে পারবে। আর এ বিধান এ ভাবে তখন সিদ্ধ হবে, যখন দশমাংশ আদায় করার পূর্বে মজলিস হতে পৃথক হয়ে যায়। আর যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে ক্রেতা দীনারের দশমাংশ ফেরত নিতে চায়, তবে তা অপর ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে নিতে পারবে না। কিন্তু যদি তাকে বলে যে, দীনারের দশমাংশের বিনিময়ে কিছু পরিমাণ নির্দিষ্ট পয়সা কিংবা কোন নির্দিষ্ট আসবাবপত্র আমার কাছে বিক্রি করে দাও এবং সে তাই করে, তবে তা জাইয হবে। চাই পৃথক হওয়ার পূর্বে হোক কিংবা পরে হোক। কিন্তু এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যে, যদি দীনার বিক্রেতা বলে যে, দিরহামের বিনিময়ে কোন বস্তু আমার কাছে বিক্রি করে দাও এবং সে বিক্রি করে দেয়, তবে জাইয হবে না। চাই পৃথক হওয়ার পূর্বে হোক কিংবা পরে হোক (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ নির্দিষ্ট এক হাজার দিরহাম একশ' দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে এবং দিরহাম সাদা হওয়া স্থির হয়, তারপর তার পরিবর্তে কালো দিরহাম দেয় আর বিক্রেতা তাতে রাযী হয়, তবে জাইয হবে। কালো দিরহাম অর্থ সেই সব দিরহাম, যা কালো রূপার মুদ্রা। বুখারিয়া দিরহাম নয়। কেননা. যদি একটি দীনার সাদা রূপার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে, এবং ঐ সব দিরহামের পরিবর্তে বুখারিয়া দিরহাম কবজা করে, তবে তা জাইয হবে না। অনুরূপভাবে যদি দিরহাম কবজা করে এবং নির্দিষ্ট দীনার ছাড়া অন্য ধরনের দীনার আদায় করতে চায়, তবে তা জাইয হবে না। কিন্তু অপর ব্যক্তি যদি রাযী হয়, তবে জাইয হবে। আর যদি সে রাযী হয়, তবে সে বদলকারী হবে না, বরং পূর্ণ হক গ্রহণকারী হবে। কেউ কেউ বলেন, এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে। যখন অন্য ধরনের দীনার কম হয়, আর যদি নির্দিষ্ট দীনার থেকে বেশী হয়, তবে তা দেয়ার ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির সম্মতির প্রয়োজন নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেননা, সে তার পূর্ণ হক ও তার চেয়ে বেশী প্রদান করছে (আল-মাবসূত)। আর যদি ওয়াজিবী দিরহাম থেকে উত্তম কিংবা অধম দিরহাম নিয়ে নেয়, আর এই দিরহাম লোকদের ব্যবহারে ওয়াজিব দিরহামের স্থলবর্তীরূপে চলে, তবে জাইয হবে। আর এটাও বদল করা নয়। বরং নিজের হক নিয়ে নেয়া (আল-মুহীত)। কিতাবুস্-সারফ-এ আছে যে, যদি এক হাজার নির্দিষ্ট দিরহাম একশ' দীনারে খরিদ করে আর এই দিরহাম সাদা হয়। তারপর দিরহামের ক্রেতা চাইল যে, তার বিক্রেতাকে উত্তম দীনার প্রদান করে অনুগ্রহ করবে এবং সে তা নিতে অস্বীকার করে, তবে সে ইখতিয়ার তার আছে। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, এটা হচ্ছে তদ্রূপ, যেমন কেউ যদি তার পাওনা কিছু অংশ কম নিতে চায় এবং দেনাদার কম দিতে অস্বীকার করে। তবে সে ইখতিয়ার তার আছে। তিনি আরো বলেন, এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ। যেমন- জামি কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি কাউকে এক হাজার দিরহাম ঋণ দিয়েছে। তারপর সে উত্তম এক হাজার দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করতে চায়। এ ক্ষেত্রে ঋণদাতা তা গ্রহণ না করলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। যদিও সে তাকে, তার হক এবং তার চেয়েও বেশী দিচ্ছে। কেননা, এটা হচ্ছে ইহ্সান বা অনুগ্রহ। আর তার কারো ইহসান বা অনুগ্রহ গ্রহণ না করার ইখতিয়ার আছে। অনুরূপভাবে যদি তার থেকে এক ধরনের দীনার খরিদ করে এবং বিক্রেতাকে বলে যে, আমাকে অন্য রকম দীনার দাও, তা সে করতে পারবে না। যদিও দাবীকৃত দীনার পাওনা দীনার থেকে কম বা নিম্ন ধরনের হয়। কিন্তু অপর ব্যক্তি(বিক্রেতা) যদি রাযী হয়, তবে তা জাইয হবে।

৪. মাসআলা ঃ আল-মুন্তাকায় আছে, যার উপর কালো দিরহাম ঋণ আছে, সে যদি সাদা দিরহাম পরিশোধ করে, যা কালো দিরহামের অনুরূপ কিংবা তার চেয়ে উত্তম, তবে তা জাইয হবে এবং তা গ্রহণ করার জন্য অপর ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাবে। অনুরূপভাবে যার উপর সাদা দিরহাম ঋণ আছে, সে যদি তার অনুরূপ কালো দিরহাম পরিশোধ করে, তবু তা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা যাবে। আর এটা হচ্ছে আমাদের তিন ইমামের অভিমত (আয-যাখীরা)। যদি উভয় বায়' সরফকারীর মধ্য থেকে একজনে অপরকে মুক্ত করে দেয়, কিংবা হেবা করে এবং অপরজন তা কবূল করে, তবে সরফ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি কবূল না করে, তবে ভাঙ্গবে না। আর যদি হেবা করে এবং সে গ্রহণ না করে এবং হেবাকারী ঐ জিনিস নিতে অস্বীকার করে, তবে তা কবজা করতে তাকে বাধ্য করা হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা ঃ কোন এক ব্যক্তি দশ দিরহাম ওজনের একটি রূপার কাঁকন দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলো এবং কাঁকন দিয়ে দিলো আর দিরহাম কবজা করলো না। এমনকি কাঁকনের ক্রেতা কাঁকনটি তাঁকে হেবা করে দিলো। তবে দেখতে হবে যে, যদি সে কাঁকনের মূল্য পৃথক হওয়ার পূর্বে তাকে পরিশোধ করে থাকে, তবে বায়' শুদ্ধ এবং হেবা জাইয হবে। আর যদি পরিশোধ করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে বায়' ও হেবা দুটিই বাতিল হবে এবং কাঁকন তার বিক্রেতার কাছে ফিরে যাবে। আর ইব্ন সামাআর নাওয়াদির কিতাবে আছে যে, কোন এক ব্যক্তি একটি দীনার অন্য কারো থেকে বিশ দিরহামে খরিদ করলো এবং দীনারটি কবজা করলো আর দিরহম দিলো না। এমনকি ক্রেতা দীনারটি তার বিক্রেতাকে

হেবা করলো। তারপর দিরহাম পরিশোধ করার পূর্বে পৃথক হয়ে গেলো, তবে দীনারে হেবা জাইয হবে এবং দীনার বিক্রেতা তার ক্রেতার কাছে অনুরূপ একটি দীনার পাবে (আল্-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কোন এক ব্যক্তি একটি দীনার খরিদ করলো। দীনার বিক্রেতার কাছে তার দশ দিরহাম পাওনা রয়েছে। তারপর উভয়ে তা বদলা-বদলি করলো। এটা ইসতিহ্সান স্বরূপ জাইয হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। এ মাসআলার অর্থ এই যে, যখন সে দীনার নিছক দশ দিরহামে বিক্রি করেছে, তখন তা জাইয হয়েছে (আল-হিদায়া)।

৭. মাসআলা ঃ যদি বায়' সরফের পর করয সৃষ্টি হয় আর যদি উভয়ে বদলা-বদলি না করে, তবে বদল হবে না। আর যদি বদলা-বদলি করে। তবে এক বর্ণনার মতে শুদ্ধ হবে না এবং আরেক বর্ণনায় শুদ্ধ হবে। আর এটাই বিশুদ্ধতম মত (আল্-কাফী)।

৮. মাসআলা ঃ হাসান ইব্ন যিয়াদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন। কোন ব্যক্তির কারো উপর এক হাজার দিরহাম করজ ছিল। সে তার থেকে একশ' দীনার একশ' দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলো। তারপর দিরহামের বদলা-বদলি করলো। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন- যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে বদলা-বদলি করে, তবে জাইয হবে। আর যদি বদলা-বদলি করার পূর্বে পৃথক হয়, তবে বাতিল হবে। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত (আল-মুহীত বিবিধ মাসাইল অনুচ্ছেদ)।

৯. মাসআলা ঃ ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) শারহু জামি সগীর-এ বলেন, যদি দীনার বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে দশ দিরহাম করয নেয় কিংবা ছিনতাই করে, তবে বদলা-বদলি হয়ে যাবে। পারস্পরিক সন্তুষ্টির প্রয়োজন নেই (আল-বাহ্রুর রাইক)।

বদলা-বদলি সংক্রান্ত মাসাইল। যদিও আল-মুন্তাকায় যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই পরিচ্ছেদ সংক্রান্ত নয়।

১. মাসআলা ঃ একজন অপরজনের কাছে কিছু গচ্ছিত রাখল তার আমানতদাতার কাছে আমানত গ্রহীতার কিছু পাওনা ছিলো যা আমানতের সমশ্রেণীভুক্ত। এ ক্ষেত্রে উভয়ে সম্মত হলেও। অর্থাৎ গচ্ছিত বস্তু তার মালিকের কবজায় যাবে না। আর যদি তার কবজায় হয় এবং উভয়ে বদলা-বদলি করা সম্পর্কে একমত হয়, তবে হয়ে যাবে। যদি ছিনতাইকৃত মাল হুবহু অটুট থাকে, তবে তার ও গচ্ছিত বস্তুর বিধান একই। আর দুটি করযের যদি দুটিই মেয়াদী হয়, তবে বদলা-বদলি করা ছাড়া বদলা-বদলি হবে না। অনুরূপভাবে যদি একটি মেয়াদী হয় এবং দ্বিতীয়টি অমেয়াদী হয় কিংবা একটি খোঁটি দিরহামের ঋণ হয় এবং দ্বিতীয়টি নিখুঁত দিরহামের ঋণ হয়, তবু এই বিধান প্রযোজ্য (আয-যাখীরা)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে মুনাফার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কিছু সোনা দশ দিরহামে খরিদ করে এবং এক দিরহাম মুনাফায় বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে (আল-হাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ যদি দশ দিরহাম ওযনের একটি রূপার কাঁকন কেউ এক দীনারে বিক্রি করে এবং উভয়ে কবজা করে। তারপর এক দিরহামে কিংবা অর্ধ দীনার মুনাফায় বিক্রি করে, তবে জাইয হবে। কেননা, অর্ধ দীনার মুনাফার অবস্থায় সে রূপার কাঁকনটি দেড় দীনারে বিক্রি করেছে। তাই শ্রেণীর বিভিন্নতার দরুন মুনাফা জাহির হবে না। সুতরাং তা বায়' হবে এবং জাইয হবে। আর যদি এক দিরহাম মুনাফায় বিক্রি করে, তবে সে কাঁকনটি এক দীনার ও এক দিরহামে বিক্রি করেছে। আর এটা জাইয। কেননা, দিরহামের মুকাবিলায় কাঁকনের মধ্য হতে ঐ বরাবর রাখা হবে। আর অবশিষ্ট কাঁকন দীনারের মুকাবিলায় রাখা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটা জাইয নয়। কেননা, দিরহামের মুকাবিলায় তারই অনুরূপ হবে। আর দীনার কাঁকনের নয়-দশমাংশের মুকাবিলায় এবং দিরহাম দশমাংশের মুকাবিলায় হবে। সুতরাং যে অংশকে মূলধন স্থির করা হবে, তা কাঁকনের নয়-দশমাংশে মুনাফা হবে এবং যে অংশকে মুনাফা স্থির করা হবে, তা কাঁকনের দশমাংশে মূলধন হবে। আর এটা তাদের ব্যাখ্যার বিপরীত (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ মুখতাসার খাহারযাদা কিতাবে আছে, যদি সোনা সোনার বিনিময়ে কিংবা রূপা রূপার বিনিময়ে খরিদ করা হয়, তবে মুনাফায় বিক্রি করা আদৌ জাইয নয় (তাতারখানিয়্যা)। আর যদি দশ দিরহাম রূপার কাঁকন দশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে এবং তার সাথে দশ দিরহামের একটি কাপড় মিলিয়ে বিক্রি করে এবং বলে যে, আমার বিশ দিরহাম পড়েছে এবং এক দিরহাম মুনাফা নেয় কিংবা দশ-এগারোর-মুনাফায় বিক্রি করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কাপড়ের অংশে বায়' জাইয হবে এবং কাঁকনের অংশে জাইয হবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কিছুতেই জাইয হবে না (শারহুত তাহাবী)। অনুরূপভাবে যদি একজন দাসী ও একশ' দিরহাম রূপার হাঁসুলি এক হাজার দিরহামে খরিদ করে এবং উভয়ে কবজা করে। তারপর ক্রেতা দশ-এগার মুনাফায় দাসী ও হাঁসুলি বিক্রি করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দাসীর ক্ষেত্রে জাইয হবে, হাঁসুলির ক্ষেত্রে জাইয হবে না। কারখী (র) উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হাঁসুলির ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের প্রতি রুজু করেছেন (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ পঞ্চাশ দিরহাম অলংকারযুক্ত একটি তলোয়ার কেউ যদি একশ' দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে এবং উভয়ে পরস্পরে কবজা করে, তারপর ক্রেতা তাকে বিশ দিরহাম কিংবা দশ-এগার অথবা একটি নির্দিষ্ট কাপড়ের মুনাফায় লাভজনকভাবে কিংবা এইসব অবস্থায় লোকসানমূলকভাবে বিক্রি করে, তবে তা জাইয নয় (আল-মাবসূত)। আর যদি অলংকার ব্যতীত শুধু তলোয়ার এক দিরহাম মুনাফায় বিক্রি করে, তবে জাইয হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর গিলটি করা লাগাম নির্দিষ্ট লাভের শর্তে বিক্রির মধ্যে কোন দোষ নেই (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা ঃ যদি দশ দিরহাম রূপার কাঁকন দশ দিরহামে কেউ খরিদ করে, তারপর সে অথবা অপরজন দশ দিরহামে একটি কাপড় খরিদ করে এবং তারপর উভয়টিকে দশ-এগার মুনাফায় বিক্রি করে। তবে সাহেবাইনের মতে এ বিক্রয় কাপড়ে জাইয। কাঁকনে জাইয নয়।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সবগুলোর বিক্রয় ফাসিদ হবে (আল-মাবসূত)। আর যদি দুটিকেই এইভাবে কম মূল্যে বিক্রি করে, তবে তাও লাভজনক বিক্রির অনুরূপ হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ পঞ্চাশ দিরহাম রূপা পঞ্চাশ দিরহামে খরিদ করে এবং একটি খাপসহ তলোয়ার পঞ্চাশ দিরহামে খরিদ করে। তারপর তাতে পাঁচ দিরহাম খরচ করে ও পাঁচ দিরহাম কারিগরকে দেয়। তারপর বলে যে, আমার একশ' দশ দিরহাম পড়েছে। আর তা দশ-এগার মুনাফায় কিংবা বিশ দিরহাম মুনাফায় বিক্রি করে, তবে এই সমুদয় ফাসিদ হবে (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি রূপা পাঁচ দীনারে খরিদ করে এবং তলোয়ার খাপসহ পাঁচ দীনারে খরিদ করে এবং তার অলংকারায়নের পিছনে আরো এক দীনার খরচ করে। তারপর তা দশ-এগার মুনাফায় বিক্রি করে। আর পরস্পরে কবজা করে, তবে জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি রূপার কাঁকন তার এক দীনারে কেনা পড়ে এবং অপর এক ব্যক্তির একটি কাপড় দুই দীনারে কেনা পড়ে। আর উভয়টি মিলিয়ে এক দীনার মুনাফায় বিক্রি করে, তবে মুনাফা প্রত্যেকের মূলধন পরিমাণ উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে (আল-মাবসূত)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে কম-বেশী করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যদি দশ দিরহাম রূপার কাঁকন দশ দিরহামে কেউ খরিদ করে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে নিজ নিজ মাল কবজা করে, তারপর বিক্রেতা এক দিরহাম কম করে দেয় এবং কাঁকনের ক্রেতা তা কবূল করে। তারপর মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পর বা পূর্বে এই দিরহাম কবজা করে নেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পুরা বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কম করা বাতিল ও নাজাইয। দিরহাম তাকে ফেরত দিতে হবে। আর প্রথম আক্‌দ (ক্রয়-বিক্রয়) শুদ্ধ থাকবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রথম আক্‌দ শুদ্ধ। আর এই কম করা নতুনভাবে হেবা করার নামান্তর। সুতরাং যে পর্যন্ত তাকে সোপর্দ না করবে, তার ইখতিয়ার থাকবে না দেয়ার। আর যদি মূল্য এক দিরহাম বাড়িয়ে দেয় এবং তা তাকে সোপর্দ করে দেয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আক্‌দ ফাসিদ হবে। আর সাহেবাইনের মতে আধিক্যটুকু বাতিল হবে এবং প্রথম আক্‌দ শুদ্ধ হবে (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ যদি দশ দিরহাম রূপার কাঁকন ও একটি কাপড় বিশ দিরহামে কেউ খরিদ করে এবং পরস্পরে কবজা করে। তারপর বিক্রেতা সমষ্টিগতভাবে উভয়ের মূল্য থেকে এক দিরহাম কমিয়ে দেয়, তবে হ্রাসকৃত দিরহাম উভয়ের বিপরীতে হবে, অর্থাৎ অর্ধদিরহাম কাপড়ের বিপরীতে হবে এবং বিশ দিরহাম থেকে অর্ধ দিরহাম কমের উপর কাপড়ের অংশের যে মূল্য তা থেকে তার বায়' শুদ্ধ হবে আর এতে কারো দ্বিমত নেই। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অর্ধ দিরহাম কাঁকনের অংশ থেকেও কম হতে পারে। কিন্তু কাঁকনের আক্‌দ ফাসিদ বা অশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু এই অশুদ্ধতা প্রকাশিত হলো, সেহেতু

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাপড়ের বিক্রয় ফাসিদ হবে না। আর সাহেবাইনের মতে কাঁকনের অংশে কম করা শুদ্ধ নয়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) তাকে নতুনভাবে হেবা সাব্যস্ত করছেন। আর এই অবস্থা অর্থাৎ উভয়ের মূল্যের সমষ্টি থেকে এক দিরহাম কম করা ঐ অবস্থার বিপরীত যে, যদি সে বলে যে, আমি উভয়ের মূল্য থেকে এক দিরহাম কম করে দিলাম এবং উভয়ের সমষ্টি থেকে বললো না। কেননা, সমুদয় কমতি শুদ্ধ হবে এবং তা কাপড়ের মূল্যের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর কাঁকনের বায়' জাইয থাকবে (আয-যাখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ যদি পঞ্চাশ দিরহামের অলংকারযুক্ত তলোয়ার একশ' দিরহামে কেউ খরিদ করে এবং উভয়ে কবজা করে, তারপর তলোয়ার বিক্রেতা মূল্য থেকে দিরহাম হ্রাস করে, তবে তা জাইয হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি শ্রেণী বিভিন্ন হয়, যেমন এক দীনারকে দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলো, তারপর একজনে অপরজনকে এক দিরহাম বাড়িয়ে দিলো এবং অপরজন তা কবূল করলো কিংবা দীনারের মূল্য থেকে এক দিরহাম কমিয়ে দিলো, তবে এই হ্রাস-বৃদ্ধি সর্বসম্মতভাবে জাইয। তবে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পৃথক হওয়ার পূর্বে কবজা শর্ত। সুতরাং যদি বৃদ্ধির পর কবজার পূর্বে পৃথক হয়ে যায়, তবে বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে এবং হ্রাসের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে। চাই পৃথক হওয়ার পূর্বে কবজা হোক কিংবা তারপরে কবজা হোক। কিন্তু যা হ্রাস করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। আর যদি দীনারের ক্রেতা এক কীরাত তার চেয়ে কমিয়ে দেয়, তবে দীনার বিক্রেতা এক কীরাত পরিমাণ দীনারে তার অংশীদার হবে (আল-বাদাই)।

৫. মাসআলা ঃ যদি দশ দিরহাম রূপার কাঁকন কেউ এক দীনারে খরিদ করে, তারপর একজনে অপরজনকে কিছু বাড়িয়ে দেয়। তবে দেখতে হবে যে, যদি কাঁকন বিক্রেতা বাড়িয়ে দেয় আর তা যদি কাপড় হয় এবং কাঁকন ক্রেতা যদি তাতে রাযী হয়, তবে এই বাড়িয়ে দেয়া জাইয হবে। আর একই মজলিসে কাপড় কবজা করা শর্ত নয়। আর যদি বিক্রেতার তরফ থেকে সোনা বাড়িয়ে দেয়া হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এই আধিক্য শুদ্ধ এবং আক্দ বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের মতে এই আধিক্য শুদ্ধ নয়। আর আক্দের শুদ্ধতা বাকী থাকবে। আর যদি সে অর্ধ দীনার বৃদ্ধি করে, তবে তা জাইয হবে আর তা বৃদ্ধির মজলিসে কবজা করা শর্ত। আর এটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন এই বৃদ্ধি করা কাঁকন বিক্রেতার পক্ষ থেকে কাপড় বা সোনা হয়। আর যদি কাঁকন বিক্রেতা রূপা বৃদ্ধি করে, তা জাইয হবে। যদিও তা অধিক পরিমাণ হয়। আর যদি এই বৃদ্ধি কাঁকন ক্রেতার পক্ষ থেকে হয় আর তা কাপড় হয়, তবে তা শুদ্ধ। আর তা একই মজলিসে কবজা করা শর্ত নয়। আর যদি ঐ আধিক্য সোনা হয় এবং তা এক দীনার বা তার বেশী হয়, তবু তা জাইয। কিন্তু একই মজলিসে তা কবজা করা শর্ত। আর যদি তা কবজা না করে, তবে কাঁকনে আধিক্য পরিমাণ আক্দ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি রূপা বৃদ্ধি করা হয় এবং কাঁকনের সমান কিংবা বেশী হয়, তবে জাইয নয়। আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তবে জাইয (আয-যাখীরা)।

৬. মাসআলা ঃ যদি পঞ্চাশ দিরহামের অলংকারযুক্ত তলোয়ার একশ' দিরহামে কেউ খরিদ করে এবং পরস্পরে কবজা করে। তারপর তলোয়ারের ক্রেতা এক দিরহাম কিংবা এক দীনার

বাড়িয়ে দেয়, তবে তা জাইয। যদিও তারা কবজার পূর্বে পৃথক হয়ে যায়। আর যদি তলোয়ার বিক্রেতা এক দীনার কিংবা রূপা পৃথক হওয়ার পূর্বে বাড়িয়ে দেয়, তবে তা জাইয। আর যদি বজার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে মূল্য থেকে দীনারের অংশ পরিমাণ কম হয়ে যাবে (আল-মাবসূত)। আর যদি সে দিরহাম থেকে কিছু কমিয়ে দেয়, তবে তাও জাইয। আর ঐ কমতি রূপা থেকে হবে না (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ জামি' কিতাবে আছে, যদি রূপার ঘটি একশ' দীনারে কেউ খরিদ করে এবং পরস্পরে কবজা করে ও পৃথক হয়ে যায়। তারপর উভয়ের সাথে সাক্ষাত হয় এবং ক্রেতা দশ দিরহাম মূল্য হিসেবে বাড়িয়ে দেয়, তবে এ বৃদ্ধি করা জাইয হবে এবং একই মজলিসে তা কবজা শর্ত। আর ঘটি ফিলহাল কবজা করা শর্ত নয়। যদিও আধিক্য ফিলহাল ঘটির মুকাবিলায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার ঘটির মুকাবিলায় নয়। শুধু মৌখিক মুকাবিলা (আল-মুহীত)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে সমঝোতার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ এক হাজার দিরহাম রূপার ঘটি একশ' দীনারে কেউ খরিদ করলো এবং পরস্পরে কবজা করলো। তারপর ঘটিতে কোন দোষ পেলো এবং ঘটি হুবহু বিদ্যমান আছে, যার ফলে সে তা ফেরত দেয়ার অধিকারী, এ অবস্থায় বিক্রেতা কিছু দীনার দ্বারা তার সাথে সমঝোতা করলো এবং ক্রেতা তা কবজা করে কিংবা কবজা না করে উভয়ে পৃথক হয়ে গেল। তবে সমঝোতা পূর্ণ হয়ে গেলো। এ মাসআলা কিতাবুল আসল এ কোন মতভেদ ছাড়া উল্লিখিত হয়েছে। আর এটা সাহেবাইনের উক্তি মতে দুরুস্ত আছে। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উক্তি মতেও। মাশায়েখ কিরামের মধ্য থেকে যিনি তাঁর উক্তি এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, দোষের অংশের সমঝোতা মূল্যের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। কেননা, তার অংশে দীনার রয়েছে এবং সমঝোতার বদলেও দীনার। সুতরাং সমঝোতা তার হক শ্রেণীতে হয়েছে। তাই তা বায়' সরফ হবে না। আর যদি সমঝোতা দশ দিরহামে হয় আর ক্রেতা তা পৃথক হওয়ার পূর্বে তা কবজা করে, তবে সমঝোতা জাইয হবে। আর যদি কবজা না করে এবং পৃথক হয়ে যায়, তবে সমঝোতা জাইয হবে। আর যদি কবজা না করে এবং পৃথক হয়ে যায়, তবে সমঝোতা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এটা হক শ্রেণীর খেলাফের সমঝোতা। তাই বায়' সরফ ধর্তব্য হবে। সুতরাং যে দিরহামসমূহে সমঝোতা হয়েছে, তা যদি দোষের অংশ থেকে বেশী হয়, তবে সমঝোতা জাইয হবে। কেননা, কোন কোন মাশায়েখের মতে সমঝোতা সমস্ত ইমামের মতানুযায়ী দোষের অংশে সংঘটিত হয়েছে। আর দোষের অংশ হচ্ছে দীনার। আর দীনার খরিদ করা দীনারের মূল্যের চেয়ে বেশী দিরহাম দ্বারা জাইয (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যদি রূপার ঘটি কেউ একশ' দীনারে খরিদ করে এবং তা দোষযুক্ত পায়, তারপর দোষের জন্য (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) এক দীনারে সন্ধি বা সমঝোতা করে, আর দোষের মূল্য এতই কম যে, তাকে মানুষ ক্ষতি মনে করে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সমঝোতা জাইয এবং সাহেবাইনের মতে জাইয নয়। কিন্তু দোষ যদি এই পরিমাণ হয় যে, তাকে মানুষ ক্ষতি মনে করে, তবে তাতে সমঝোতা করা সাহেবাইনের মতেও জাইয (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ একটি গোলাম একশ' দীনারে খরিদ করলো এবং পরস্পরে কবজা করলো। তারপর গোলামের মধ্যে কোন দোষ পেয়ে বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল এবং বিক্রেতা দোষ স্বীকারপূর্বক কিংবা অস্বীকারপূর্বক ক্রেতার সাথে ঐ দোষের জন্য কি দীনারের বিনিময়ে সমঝোতা করলো। এর দুটি অবস্থা হতে পারে। একটি এই যে, সমঝোতা বিনিময়টি দোষের অংশের মূল্যের চেয়ে কম। যেমন দোষের অংশের মূল্যের চেয়ে ... যেমন দোষের অংশের মূল্য ছিল দশ দীনার আর সমঝোতা হয়েছে দশ দীনারের কমে পরস্পর কবজার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে গেল। তবে সমঝোতা জাইয হবে। কোন কে মাশায়েখ বলেন, এ বিধান সাহেবাইনের মত অনুযায়ী। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কবজা করার পূর্বে যদি উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে সমঝোতা জাইয হওয়া অনুচিত। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, সব ইমামেরই অভিমত।

৪. মাসআলা ঃ আর দ্বিতীয় অবস্থাটি এই যে, দোষের অংশের মূল্য থেকে বেশীর উপর সমঝোতা হয়েছে। আর এই আধিক্য যদি এরূপ হয় যে, তার দ্বারা মানুষ নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে, তবে এই সমঝোতা জাইয। আর তার দ্বারা যদি মানুষ নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয এবং সাহেবাইনের মতে জাইয নয় (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কিছু পরিমাণ নির্দিষ্ট দিরহামে সমঝোতা করে এবং পৃথক হওয়ার পূর্বে তা কবজা করে, তবে জাইয হবে। আর যদি কবজা করার পূর্বে পৃথক হয়ে যায়, তবে সমঝোতা ভেঙ্গে যাবে। আর যখন সমঝোতা ভেঙ্গে যাবে, তখন সমঝোতার পূর্বেকার দোষের ঝগড়া ফিরে আসবে। অনুরূপভাবে যদি দিরহামের জন্য কিছু সময় নির্ধারিত করে এবং কবজা করার পূর্বে পৃথক হয়ে যায় কিংবা সমঝোতার মধ্যে খিয়ারের শর্ত লাগায় এবং শর্তওয়ালার শর্ত বাতিল করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবু সমঝোতা বাতিল হবে (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো বিরুদ্ধে একশ' দিরহাম পাওয়ার দাবী করে এবং বিবাদী তা স্বীকার বা অস্বীকার করে বাদীর সঙ্গে নগদী বা মেয়াদী দশ দিরহামে সমঝোতা করে এবং কবজা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে এ সমঝোতা জাইয হবে। অনুরূপ যদি তাতে কারো জন্য খিয়ারে শর্ত থাকে এবং কবজার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে সমঝোতা বাতিল হবে না। আর যদি পাঁচ দীনারে তার সাথে সমঝোতা করে এবং কবজার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে সমঝোতা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কবজার পর পৃথক হয়ে যায়, তবে সমঝোতা শুদ্ধ থাকবে (আয-যাখীরা)। আর যদি কিছু পরিমাণ পরিশোধ করার পর পৃথক হয়, তবে পরিশোধকৃত অংশ থেকে মুক্ত হবে এবং অবশিষ্ট অংশ তার উপর লাযিম হবে। আর যদি একশ' দিরহাম থেকে একটি সোনার পাত কিংবা ঢালাই করা সোনা যার ওজন অজ্ঞাত প্রদান করে সমঝোতা করে। তবে তা জাইয। যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে তা কবজা ... যায় (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক মারা যায় এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদে গোলাম, কাপড়, সোনা, রূপা এবং অলংকার যার মধ্যে মোতি জাওহার ও মণি প্রভৃতি খচিত রয়েছে– রেখে

যায়, আর স্বামী ও পিতাকে ওয়ারিস হিসেবে রেখে যায় এবং তার সমুদয় মীরাস তার পিতার কাছে থাকে। তারপর পিতা একশ' দীনারে স্বামীর সাথে সমঝোতা করে, তবে তার দুটি অবস্থা হতে পারে। প্রথম মীরাসের স্বর্ণের বিপরীতে স্বামীর প্রাপ্য জ্ঞাত আছে। আর এ অবস্থায় যদি সমঝোতা বিনিময় তার প্রাপ্য সোনার অংশ থেকে বেশী হয়, তবে তা জাইয হবে। কিন্তু সমান বা কম হলে জাইয হবে না। দ্বিতীয়, তার অংশ জ্ঞাত নয়, তবে সমঝোতা জাইয হবে না। অনুরূপ যদি পাঁচশ' দিরহামে সমঝোতা করে, তবে তারও এরূপ দুটি অবস্থা। আর যদি একশ' দিরহাম ও পঞ্চাশ দীনারে সমঝোতা করে, তবে সব রকমের সমঝোতা জাইয হবে। সুতরাং যদি কবজা পাওয়া যায়, তবে সমুদয়ের সমঝোতা শুদ্ধ থাকবে। আর কবজা না পাওয়া গেলে সমঝোতা বাতিল হয়ে যাবে। কিতাবে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে সারফ অংশের সমঝোতা বাতিল হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করাই কর্তব্য। অনুরূপভাবে মোতি ও জাওহারও যদি বিনা ক্ষতিতে অলংকার থেকে বিযুক্ত করা সম্ভব না হয়, তবে সমঝোতা বাতিল হবে। কিন্তু তা ব্যতীত কাপড় ও মাল-আসবাবের সমঝোতা শুদ্ধ থাকবে। আর যদি স্বামী সমঝোতা বিনিময় দিরহাম ও দীনার কবজা করে এবং মীরাস পিতার ঘরে থাকে আর সে সমঝোতার মজলিসে উপস্থিত না থাকে, তবে সোনা ও রূপার অংশ পরিমাণ সমঝোতা বাতিল হয়ে যাবে। কিতাবে এরূপই লেখা আছে। আর এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন পিতার কাছে যে মাল মওজুদ আছে, তাতে স্বামীর অংশ স্বীকার করছে যে, স্বামীর অংশ তার কাছে আমানত রয়েছে। আর আমানতের কবজা খরিদের কবজার স্থলবর্তী হয় না। সুতরাং পৃথক হওয়া কবজা ব্যতীত হবে। তাই সারফের অংশ এবং পাথর ও মোতি বসানো অংশ যা ক্ষতি ব্যতীত বের করা যায় না, বাতিল হবে। আর যদি পিতা-স্বামীর অংশ অস্বীকার করে, তবে সে স্বামীর অংশ ছিনতাইকারী হবে। আর ছিনতাইর কবজা খরিদের কবজার স্থলবর্তী হয়। সুতরাং যখন সমঝোতা বিনিময় কবজা করলো, তখন পৃথক হওয়া উভয়ের কবজার পর হাসিল হলো। তাই সারফের অংশেরও সমঝোতা বাতিল হবে না। অনুরূপভাবে যদি পিতা-স্বামীর অংশ স্বীকার করে এবং মীরাস মজলিসে উপস্থিত থাকে, তবে সমুদয়ের সমঝোতা জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কারো হাতে একটি রূপার অলংকারযুক্ত তলোয়ার থাকে এবং তা অন্য এক ব্যক্তি দাবী করে এবং তার সাথে দশ দীনারে সমঝোতা করে তার মধ্য থেকে পাঁচ দীনার কবজা করে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। কিংবা পৃথক হওয়ার পূর্বে অবশিষ্টের বিনিময়ে একটি কাপড় খরিদ করলো এবং তা কবজা করলো। যদি দীনার অলংকার পরিমাণ পরিশোধ করে, তবে সমঝোতা বাকী থাকবে। আর যদি তার থেকে কম হয়, তবে সমঝোতা ফাসিদ এবং কাপড় খরিদ করাও ফাসিদ (আল-মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কারো উপর দশ দীনার ও দশ দিরহাম কেউ দাবী করে এবং বিবাদী অস্বীকার করে কিংবা স্বীকার করে। তারপর বিবাদী পাঁচ দিরহামে এই সমুদয়ের জন্য তার সাথে সমঝোতা করে। তবে তা জাইয। চাই তা নগদী হোক কিংবা বাকী বা ধার (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ যদি দশ মিছকাল সোনার কাঁকন একশ' দিরহামে খরিদ করে এবং পরস্পরে কবজা করে, তারপর তা নষ্ট করে কিংবা না করে। তারপর তাতে এমন কোন ত্রুটি পেলো, যা ধোঁকা দ্বারা বিক্রেতা তার কাছে গোপন করেছিল। তারপর দশ দিরহাম ধারে সমঝোতা করলো, তবে তা জাইয। আর যদি এক দীনারে সমঝোতা করে, তবে তা জাইয নয়। কিন্তু যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে তা কবজা করে (তবে জাইয) (আল-হাবী)।

৯. মাসআলা ঃ যদি দশ দিরহাম রূপার কাঁকন এক দীনারে কেউ খরিদ করে এবং পরস্পর কবজা করে। তারপর কাঁকনে এমন কিছু ভঙ্গুরতা পেলো যাতে ক্ষতি আসে। তারপর দীনার থেকে দুই কীরাত সোনায় সমঝোতা করলো এই শর্তে যে, কাঁকনের ক্রেতা চতুর্থাংশ 'কুর' গম বাড়িয়ে দিবে এবং পরস্পরে কবজা করলো, তবে তা জাইয হবে। এমনকি গম নির্দিষ্ট হলে কবজার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেও জাইয হবে। এক্ষেত্রে পরস্পরে কবজার পর গমের মধ্যে দোষ পাওয়া গেলে তা ফেরত দিয়ে তার মূল্য গ্রহণ করতে পারবে। আর তার মূল্য নির্ধারণের উপায় এই যে, দুই কীরাত সোনা গম ও তার দোষের মূল্যের উপর বণ্টিত হবে। তারপর যা গমের অংশে পড়বে। তাই হবে গমের মূল্য (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় লিখিত আছে, যদি কারো বুখারী দিরহাম অন্য কারো উপর করয থাকে এবং তার বিনিময়ে অজ্ঞাত ওজনের কিছু দিরহাম দ্বারা সমঝোতা করে, তবে দেখতে হবে যদি বুখারী দিরহামে তামা বেশী হয়, তবে সমঝোতা কম ও বেশীতে জাইয হবে। আর যদি তাতে রূপা বেশী হয়, তবে সমঝোতা শুধু সমান সমান ওজনে জাইয হবে। আর যদি কোন মেয়াদের উপর সমঝোতা করে, তবে জাইয হবে না। এদিক থেকে যে, এটা কমতি করার জন্য নয়। কেননা, এটা তো স্পষ্ট যে, যদি তার উপর এক হাজার ভেজাল দিরহাম করয হতো। আর তার সাথে নয়শ' সাদা দিরহামে সমঝোতা করতো, তবে তা জাইয ছিল না। আর যদি এক হাজার সাদা দিরহাম করয থাকতো এবং নয়শ' কালো দিরহামে সমঝোতা করতো, তবে কমতি করে দেয়া হিসেবে তা জাইয হতো। আর যদি নয়শ'র উপর সমঝোতা করে আর সাদার শর্ত না করে, আর সে সাদা দিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি কালো উৎকৃষ্ট হয়, তবে সাদা থেকে কম ওজনের কালোর উপর সমঝোতা জাইয হবে না। আর যদি উভয় সমান হয়, তবে একটির ওজন থেকে দ্বিতীয়টি কম দেয়া সমঝোতার ক্ষেত্রে জাইয (আল-মুহীত)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ বায়' সরফের খিয়ারের প্রকার

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি এক হাজার দিরহাম অন্য কারো থেকে একশ' দীনারে খরিদ করে এবং একদিনের খিয়ারের শর্ত করে, তবে সে যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে খিয়ারকে বাতিল করে, তবে বায়' জাইয হবে। আর যদি বাতিল করার পূর্বে পৃথক হয়ে যায় এবং উভয়ে কবজা করে, তবে বায়' ফাসিদ হবে। অনুরূপ যদি খিয়ার বিক্রেতার হয় কিংবা উভয়ের হয়, মেয়াদ কম হোক কিংবা বেশী। তবু এই বিধান। অনুরূপ বিধান ঢালাই করা বাসন, অলংকারযুক্ত তলোয়ার এবং সোনার হাঁসুলির যাতে মোতি ও মূল্যবান পাথর বসানো রয়েছে, যা হাঁসুলি না ভেঙ্গে বের করা যায় না। কিন্তু গিলটি করা লাগাম ও তার অনুরূপ বস্তুর কেনাবেচায় খিয়ারের শর্ত করা শুদ্ধ (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ একটি দাসী ও পঞ্চাশ দীনার সোনার হাঁসুলি এক হাজার দিরহামে খরিদ করে এবং একদিনের খিয়ারের শর্ত করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সমুদয়ের বায়' ফাসিদ হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দাসীর বায়' তার মূল্যের অংশের বিনিময়ে জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি উভয়কে একশ' দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে, তবু এই বিধান প্রযোজ্য (আল-হাবী)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি উভয়কে একশ' দীনারে খরিদ করে এবং মেয়াদের শর্ত করে, তবে মেয়াদ ও খিয়ারের শর্তের একই বিধান (আল-মাবসূত)। আর যদি উভয়টি গম বা কোন আসবাবপত্র দ্বারা খরিদ করে, তবে একদিন বা বেশী দিনের খিয়ারের শর্ত করা জাইয হবে (আল-হাবী)। আর যদি এক রতল তামা এক দিরহামে খরিদ করে, তবে তাতে খিয়ারের শর্ত জাইয। কেননা, এটি বায়' সরফ নয় (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআর নাওয়াদির-এ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কিছু দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে খরিদ করে যে, দিরহাম বিক্রেতার খিয়ার রয়েছে। তারপর দিরহাম দিয়ে দেয় এবং পয়সা কবজা করে নি। এমনকি উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। তবে বায়' ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি খিয়ার পয়সা বিক্রেতার হয় এবং সে দিরহাম কবজা করে, তবে বায়' জাইয হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জাইয না হওয়া উচিত (আল-মুহীত ঃ বিবিধ মাসাইল অনুচ্ছেদ)।

৫. মাসআলা ঃ দিরহাম, দীনার ও সমুদয় অনির্ধারণযোগ্য বস্তুতে খিয়ারে রুইয়াত-এর অবকাশ নেই। আর যে সব বস্তু নির্দিষ্ট হতে পারে যেমন, স্বর্ণের পাত, অলংকার এসবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

খিয়ারে রুইয়াত হতে পারে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর খিয়ারে ইস্‌তিহ্‌কাফ-এর রূপ হচ্ছে এই যে, যদি ক্রয়-বিক্রয় দিরহাম ও দীনারের মধ্যে হয় যেমন, কেউ একটি দীনার দশ দিরহামে খরিদ করলো, তারপর অর্ধ দীনারের কেউ মুস্‌তাহিক (অধিকারী) হলো, তবে অর্ধেক দিরহাম ফেরত নিবে এবং সে অর্ধেক দিরহাম পাবে। আর খিয়ার হবে না (আল-হাবী)। আর যদি দিরহামগুলোর কোন মুস্‌তাহিক (হকদার) হয় এবং সে তা নিয়ে নেয়, তবে কবজা বাতিল হয়ে যাবে এবং তার অনুরূপ ফেরত দিতে পারবে। আর আক্‌দ বাতিল হবে না। আর যদি মুস্‌তাহিক হকদার বায়'-এর অনুমতি দেয় এবং কবজার পরে হয়, তবে কবজা জাইয হবে এবং কবজাকৃত বস্তু নেয়ার কোন সুযোগ হকদারের থাকবে না। আর তার ইখতিয়ার থাকবে পরিশোধকারীর নিকট থেকে নেয়ার পক্ষান্তরে যদি তার অনুমতি কবজার পূর্বে হয়, তবে অনুমতি হওয়া না হওয়া সমান কথা। আর হকদার তার দিরহাম নিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে। আর আক্‌দ বাতিল হবে না। আর তার অনুরূপও নিতে পারবে। তবে এ হুকুম হলে উভয়ের পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (শরাহুত-তাহাবী)। আর যদি সমস্ত দিরহাম কিংবা কিছু দিরহামের কোন হকদার সৃষ্টি হয়, তারা উভয়ে পৃথক হয়ে গিয়ে থাকে এবং হকদার অনুমতি দেয় আর ঐ দিরহাম হুবহু অটুট থাকে, তবে জাইয হবে। আর যদি অনুমতি না দেয়, তবে পুরা সরফ বাতিল হয়ে যাবে যদি সে সমুদয়ের হকদার হয়। আর যদি কিছুর হকদার হয়, তবে তার পরিমাণ অনুযায়ী বাতিল হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ দশটি দিরহাম একটি দীনার দিয়ে খরিদ করলো এবং পরস্পর কবজা সম্পন্ন হওয়ার পরে এবং উভয়ে পৃথক হওয়ার পর দিরহামকে খাদযুক্ত পেলো। তারপর তা বদলে নিলো। তারপর ঐ খাদযুক্ত দিরহামগুলোর কোন হকদার বের হলো। তবে সাহেবাইনের মতে 'সরফ' বাতিল হবে না। অনুরূপ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যদি খাদযুক্ত অল্প হয়, তবে এই বিধানই প্রযোজ্য। আর যদি সবগুলোকে খাদযুক্ত পায়, তবে সরফ বাতিল হয়ে যাবে, বদল করুক বা না করুক (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর যদি ক্রয়-বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে হয়। যেমন– কেউ একটি কাঁকন খরিদ করলো এবং তার মধ্যকার কিছু অংশের কেউ হকদার বের হলো। তখন ক্রেতার অধিকার থাকবে অবশিষ্ট অংশ ফেরত দেয়ার কিংবা তার অংশের বিনিময়ে নিয়ে নেয়ার। আর যদি কোন হকদার বের হয় এবং কাযী তার অনুকূলে নির্দেশ না দিতেই সে বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে বিক্রয় জাইয হবে। আর এই মূল্য হকদারের হবে। বিক্রেতা তা নিয়ে হকদারকে দিবে (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ ঢালাই করা বাসন কিংবা রূপার কাঁকন সোনা কিংবা রূপার পাত দ্বারা খরিদ করে। তারপর বাসন কিংবা কাঁকনের কোন হকদার বের হয়, তবে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। যদিও উভয়ে মজলিসে উপস্থিত থাকে। আর এটা তখন হবে, যখন হকদার বিক্রয়ের অনুমতি না দিবে। অনুমতি দিলে জাইয হবে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির আরেক ব্যক্তির উপর এক হাজার ভেজাল দিরহাম করয ছিল। তারপর তার বিনিময়ে নয়শ' খাঁটি দিরহাম ও একটি দীনার নিয়ে নিলো এবং উভয়ে পৃথক হয়ে গেলো। তারপর দীনারটি কেউ হকদার হলো। তবে সে করযদার থেকে একশ' ভেজাল

দিরহাম নিয়ে নিবে। আর যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে ঐ দীনারটির কেউ হকদার হয়, তবে তার অনুরূপ দীনার ফেরত নিবে। আর যদি দীনারের স্থলে পয়সা হয়, তবু এই বিধান হবে (আল-মুহীত ঃ বিবিধ মাসাইল অনুচ্ছেদ)।

৯. মাসআলা ঃ আয়েব দোষক্রটির কারণে ফেরত দেয়ার অধিকার সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত, বায়' সরফের বস্তুর মধ্যে যার আয়েব জানা আছে (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি একটি দীনার দশ দিরহাম কিংবা সোনার কোন ঢালাই করা বস্তুর বিনিময়ে কেউ বিক্রি করে এবং উভয়ে যার যার বস্তু কবজা করে। তারপর দিরহাম কবজাকারী সেগুলোকে ভেজাল ও খাদযুক্ত পায়, তবে তা ফেরত দিতে পারবে। সুতরাং যদি পৃথক হওয়ার পরে ফেরত দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর মতে সরফ বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যদি ফেরত দেয়ার মজলিসে বদলিয়ে নেয়, তবে জাইয হবে। আর যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে বদলিয়ে নেয়, তবে সর্বসম্মতভাবে জাইয। আর যদি কিছু দিরহাম খাদযুক্ত পায় এবং এই কিছু স্বল্প হয়, তবে ইস্‌তিহ্‌সান স্বরূপ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১১. মাসআলা ঃ যদি সেগুলোকে খাদযুক্ত পায় এবং এটা বিক্রয়ের মজলিসেই ঘটে, তবে তাকে উপেক্ষা করা জাইয নয়। তাই যদি ঐ মজলিসে তার বদলে উৎকৃষ্ট দিরহাম কবজা করে নেয়, তবে তা জাইয হবে। এটা এরূপ হবে যেন সে মজলিসের শেষ পর্যন্ত তা কবজা করার জন্য বিলম্ব করেছে (আল-মুহীত)।

তদ্রূপ যদি বিষয়টি জেনে কবজা করে, তবু জাইয নয়। বরং তার ইখতিয়ার থাকবে ফেরত দিয়ে ভালটা বদলে নেয়ার। আর যদি আকদের সময় জানা যায় যে, তা খাদযুক্ত কিংবা দস্তা, তবে যদি এই অবগতি যদি তা তার উল্লেখ ও বর্ণনা দ্বারা হয়, তবে বিক্রয় জাইয হবে এবং আক্‌দ হুবহু তার সাথেই সম্পৃক্ত হবে। আর যদি খাদযুক্ত বা দস্তা হওয়ার উল্লেখ না করে, তবে খাদযুক্ত ও দস্তার দিকে ইশারা করে বলে যে, আমি এই দীনার তোমার কাছ থেকে ঐ দিরহামগুলো দ্বারা খরিদ করেছি এক্ষেত্রে যদি উভয়ে জ্ঞাত থাকে যে, এগুলো খাদযুক্ত বা সীসা এবং প্রত্যেকে এও জানে যে, অপর ব্যক্তিও তা জানে, তবে আক্‌দ হুবহু তার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর যদি উভয়ে জানে কিংবা একজনে জানে এবং অপরজনে না জানে, অথবা উভয়ে জানে। কিন্তু প্রত্যেকের এটা জানা নেই যে, অপর ব্যক্তিও জানে, তবে আক্‌দ তার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হবে না। বরং ঐ পরিমাণ উত্তম দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত হবে (শরহুত তাহাবী)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি সম্পূর্ণ দিরহাম কিংবা কিছু দিরহাম পৃথক হওয়ার পর খাদযুক্ত পায়, তবে যদি সবগুলোকে খাদযুক্ত পায়, তাহলে সমুদয় সরফ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কিছুকে খাদযুক্ত পায়, তবে তার পরিমাণ অনুযায়ী সরফ বাতিল হয়ে যাবে। চাই তাকে অবজ্ঞা করুক কিংবা ফেরত দান করুক। আর তার স্থলে অপরটি বদলিয়ে আনুক কিংবা না আনুক (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩. মাসআলা ঃ যদি পৃথক হওয়ার পর দিরহামগুলো খাদযুক্ত পায় এবং তা ক্রেতার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার উপর তার মূল্য ওয়াজিব হবে এবং সরফ বাতিল হয়ে যাবে। আর নিজের দীনার ফেরত নিবে (তাতার খানিয়্যা–আত-তাজরীদ থেকে)।

১৪. মাসআলা ঃ আর এসব সেই অবস্থায় হবে, যখন দীনারের বদলে দিরহাম হবে। যা ক্রয়-বিক্রয়ে নির্দিষ্ট হয় না। আর যদি এরূপ বস্তু হয়, যা নির্দিষ্ট হয়, যেমন রূপার কাঁকন দীনারের বিনিময়ে কিংবা রূপার বাসন বা রূপার পাত দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে উভয়ে যার যার বস্তু কবজা করে, তারপর বরতন বা পাতের মধ্যে আয়েব পায়, আর যদি তার আয়েবে রাযী হয়, তবে জাইয হবে। আর যদি রাযী না হয় এবং ফেরত দেয়, আক্দ বাতিল হয়ে যাবে। চাই পৃথক হওয়ার পূর্বে হোক কিংবা পরে হোক। আর দীনার কবজাকারীর ইখতিয়ার থাকবে, হয় ঠিক কবজাকৃত বস্তুটি ফেরত দিবে কিংবা তার অনুরূপ ফেরত দিবে। কিন্তু এই অবস্থায় যে, আসল থেকে আক্দ ফাসিদ হওয়া প্রকাশ পায়। যেমন বিক্রিত বস্তুর কোন হকদার হয় কিংবা তাকে ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু পায়। এই অবস্থায় যখন আক্দ ফাসিদ হলো, তখন ঐ দীনার হুবহু ফেরত দিবে যদি তা বিদ্যমান থাকে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার অনুরূপ ফেরত দিবে (শরহুত তাহাবী)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কিছু দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত কোন তলোয়ার খরিদ করে এবং তার কোন অংশে আয়েব পায়, তবে পুরোটা ফেরত দিবে, আংশিক নয়। কেননা, তা একটি মাত্র বস্তু এবং তার কিছু অংশের আয়েব সম্পূর্ণের মধ্যে প্রভাব ফেলে। সুতরাং যদি পুরোটা কাযীর নির্দেশ ব্যতীত ফেরত দেয়। তারপর কবজার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে ফেরত দেয়া বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, পারস্পরিক সম্মতিতে ফেরত প্রদান তৃতীয় পক্ষের জন্য বিক্রয় হয়ে থাকে। আর বায়' সরফে কবজা বিধান শরীআতের হকরূপে সাব্যস্ত হয়েছে; আর শরীআতই এখানে তৃতীয় পক্ষ; সুতরাং শরীআতের হকের ক্ষেত্রে কবজার পূর্বে পৃথক হয়ে যাওয়া আর যদি কাযীর নির্দেশে ফেরত দেয়, তবে ফেরতদান বাতিল হবে না। সাব্যস্ত হলো, কেননা, এটা সকল পক্ষের জন্যই রহিতকরণ বলে বিবেচ্য হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি উভয়ে ইকালা করে (মাল ফেরত নেয়) এবং বিক্রিত বস্তু কোন বরতন হয়। তারপর কবজা করার পূর্বে যে ইকালার কারণে মালিক হয়েছে। সে পুনরায় ক্রেতা কিংবা অপর কারো কাছে বিক্রয় করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয হবে না। এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামি' কাবীর–এ বলেছেন, যদি ক্রেতার কাছে বিক্রি করে, তবে জাইয আর যদি অপর কারো কাছে বিক্রি করে, তবে জাইয নয় (আল-হাবী)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি এক হাজার দিরহাম রূপার ঘটি এক হাজার দিরহাম কিংবা একশ' দীনারে খরিদ করে এবং পরস্পরে কবজা করে পৃথক হয়ে যায়, তারপর এই দিরহামগুলোকে সীসা কিংবা খাদযুক্ত পেয়ে ফেরত দেয়, তবে 'ছমন' কবজা করার পূর্বে এবং ঘটি ফেরত দেয়ার পূর্বে তার পৃথক হওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দিরহাম খাদযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। আর সাহেবাইনের মতে খাদযুক্তকে ফেরত দেয়ার মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে বদলিয়ে নিবে (আল-মাবসূত)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ 'হীরা জহরত' বসানো সোনার অলংকার খরিদ করে, তারপর 'হীরা জহরতে' আয়েব পেয়ে শুধু হীরা জহরতটুকু ফেরত দিতে চায়, তবে তা পারবে না। বরং সবটা ফেরত দিবে। কিংবা সবটা নিয়ে নিবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ ইয়াকূতের নগীনা বিশিষ্ট রূপার আংটি খরিদ করে, তারপর নগীনা কিংবা রূপার মধ্যে আয়েব পায়, তবে উভয়টি ফেরত দিবে কিংবা উভয়টি নিয়ে নিবে (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন তশতরী বা বরতন খরিদ করে কিন্তু এটা জানা যায় নি যে, তা কিসের তৈরি ? আর তার মালিক কোন জিনিসের হওয়ার শর্তও করে নি, তবে তা জাইয। আর যদি রূপার বরতন খরিদ করে, তারপর তা রূপা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতিপন্ন হয়, তবে উভয়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হবে না। আর যদি তা কালো কিংবা লাল রূপা থাকে যাতে রাং বা তামা মিশ্রিত ছিল এবং মিশ্রণ তাকে ফাসিদ করে দিয়েছিল, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে তা গ্রহণ করার কিংবা ত্যাগ করার (আল-মাবসূত)।

২০. মাসআলা ঃ আর যদি রূপার কাঁকন সোনার বিনিময়ে কেউ খরিদ করে, তারপর তাতে আয়েব পায়, তবে ফেরত দিতে পারে। সুতরাং তা যদি তার হাতে নষ্ট হয়ে যায় কিংবা অন্য কোন আয়েব এসে যায়, তবে এই আয়েবের ক্ষতিপূরণ নিতে পারে। আর বিক্রেতা এটা বলতে পারে যে, আমি তা এরূপই ফেরত নিয়ে নিচ্ছি। আর যদি 'ছমন' রূপা হয়, তবে আয়েবের ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না (আল-হাবী)।

২১. মাসআলা ঃ আর যদি তাতে আয়েব পায়, কিন্তু তার অর্ধেকের কেউ হকদার সৃষ্টি হয়, আর অবশিষ্ট অর্ধেক সে ফেরত না দেয়। এমনকি ভেঙ্গে যায়, তবে অবশিষ্ট অংশ তার যিম্মায় পড়বে এবং অর্ধেক ছমন ফেরত নিবে (আল-মাবসূত)।

২২. মাসআলা ঃ যদি কেউ একটি দীনার দশ দিরহামে খরিদ করে এবং পরস্পরে কবজা করে নেয়, আর ঐ দিরহাম খাদযুক্ত হয়, আর দিরহামের খরিদদার তা না জেনে খরচ করে ফেলে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতার উপর তার কোন অধিকার নেই। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কবজাকৃত বস্তুর অনুরূপ ফেরত দিবে এবং খাঁটিটা নিবে। আর কুদূরী তাঁর ভাষ্যে বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর জাহির উক্তি থেকে বুঝা যায় তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সাথে আছেন এবং আবুল হাসান কারখী (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে উল্লেখ করেছেন (আয-যাখীরা)।

২৩. মাসআলা ঃ ফাখরুল ইসলাম প্রমুখ বলেন, তরফাঈন তথা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উক্তি হলো কিয়াস ভিত্তিক এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তি হলো ইস্তিহ্সান ভিত্তিক (ফাতহুল কাদীর)।

২৪. মাসআলা ঃ আর যদি এই দশ দিরহাম করয হয় কিংবা বিক্রিত বস্তুর ছমন (মূল্য) হয়, তবু এরূপ মতভেদ রয়েছে (আল-হাবী)। আর যদি রূপা খরিদ করে এবং তা আয়েব ব্যতীত রদ্দী পায়, তবে ফেরত দিতে পারবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৫. মাসআলা ঃ যদি দিরহাম বিক্রেতা বলে যে, আমি তোমার কাছে সব রকম আয়েব থেকে মুক্তি নিচ্ছি। তারপর ক্রেতা তাকে সাত্তুক (মেকী) পেলো, তবে মুক্ত হবে না। আর যদি যায়ূফ (খাদযুক্ত) পায়, তবে মুক্ত হবে (কেননা, সাত্তুক বা মেকী দিরহাম প্রকৃতপক্ষে দিরহামই নয়। আর যায়ূফ হচ্ছে ভেজাল বা খাদযুক্ত দিরহাম –অনুবাদক (আল-হাবী)।

২৬. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, যদি কেউ বলে যে, আমি এই দিরহামগুলো তোমার হাতে বিক্রি করছি এবং দিরহামগুলো দেখিয়ে দেয়। তারপর সে ঐগুলোকে খাদযুক্ত পায়। তবে তিনি বলেন, সেগুলো বদলিয়ে নিবে। কিন্তু যদি সে বলে দেয় যে, এগুলো খাদযুক্ত কিংবা সেগুলোকে আয়েবমুক্ত বলে ঘোষণা করে, তবে বদলাতে পারবে না (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, কেউ কারো থেকে কিছু দীনার কিছু দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলো এবং দীনারগুলো সে কবজা করে তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করলো। তারপর সেই তৃতীয় ব্যক্তি তাতে আয়েব পেয়ে কাযীর নির্দেশ ব্যতীত মধ্যবর্তী ব্যক্তিকে ফেরত দিলো। তবে মধ্যবর্তী ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে তা প্রথম ব্যক্তিকে ফেরত দেয়ার। আর এ বিক্রয় আসবাবপত্র বিক্রির সাথে তুলনীয় নয় (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ নগীনা বিশিষ্ট রূপার আংটি দিরহাম কিংবা দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে এবং পরস্পর কবজা করে। তারপর ক্রেতা রূপা থেকে নগীনা পৃথক করে নেয় এবং পৃথক করায় কোন ক্ষতি না হয়। তারপর একটিতে আয়েব পায়, তবে তা তার 'ছমন' বা মূল্যের অংশের বিনিময়ে ফেরত দিবে (অর্থাৎ ফেরত দিয়ে নিজের ছমনের অংশ নিয়ে নিবে)।

অনুরূপভাবে যদি নগীনা উঠানোর পূর্বে একটিতে আয়েব পায় এবং উভয়টি ফেরত দিতে চায়, তবে তার এ ইখতিয়ার নেই। কিন্তু নগীনাকে রূপা থেকে আলাদা করবে এবং যার মধ্যে আয়েব আছে সেটি ফেরত দিবে।

আর যদি ক্রেতা উভয়টি কবজা করে এবং ছমন না দেয়, এমনকি একটিতে আয়েব পায়, তবে তার ইখতিয়ার আছে, ইচ্ছা করলে দুটিই নিবে কিংবা দুটিই ফেরত দিবে। আর যদি সে কোনটির মধ্যে আয়েব না পায়, কিন্তু ছমন কবজা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে রূপার বায়' বাতিল হয়ে যাবে।

আর নগীনাটি তার অংশের মূল্যের ক্রেতাকে নিতে হবে। আর রূপা ও নগীনা যদি এরূপ হয় যে, উভয়টি পৃথক করা ক্ষতিকর নয়, তবে এক সাথে বিক্রয় করা হবে। একই অবস্থা অলংকারযুক্ত তলোয়ার ও অলংকারযুক্ত কোমরবন্ধ প্রভৃতির।

অতএব, প্রত্যেক এমন জিনিস, যার মধ্য থেকে জাওহার বের করা ক্ষতিকর নয়, তা আলাদা দুটি জিনিস পর্যায়ের (আল-মুহীত ঃ বিবিধ মাসাইল অনুচ্ছেদ)।

সংশ্লিষ্ট মাসাইল

যদি এক দীনার কেউ দশ দিরহামে খরিদ করে এবং পরস্পর কবজা করে। তারপর দীনার বিক্রেতা কিছু খাদযুক্ত দিরহাম নিয়ে আসলো এবং বললো, আমি এগুলো তোমার দিরহামের মধ্যে পেয়েছি। আর ক্রেতা ঐগুলো তার দিরহামের মধ্য থেকে হওয়াকে অস্বীকার করলো। তবে এ মাসআলায় কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। দীনার বিক্রেতা এর পূর্বে হয়তো স্বীকার করে থাকবে যে, আমি উত্তম দিরহাম কবজা করেছি, কিংবা আমি আমার হক কবজা করেছি। কিংবা মূলধন কবজা করেছি। কিংবা দিরহাম পূর্ণ পেয়েছি। কিংবা দিরহামসমূহ কবজা করেছি। কিংবা বললো যে, 'আমি কবজা করেছি'– আর কিছুই বললো না। তবে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় দীনার বিক্রেতার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে না। সুতরাং দীনার ক্রেতা থেকে এ ব্যাপারে কসম নেয়া যাবে না। আর পঞ্চম অবস্থায় অর্থাৎ তা হচ্ছে যখন সে বললো, আমি দিরহামসমূহ কবজা করেছি। তখন দীনার বিক্রেতার কথা শ্রবণযোগ্য হবে এবং দীনার ক্রেতা সাক্ষ্য পেশ করবে যে, সে উত্তম দিরহাম দিয়েছে। আর এটা হবে ইস্‌তিহ্‌সানস্বরূপ। আর ষষ্ঠ অবস্থায়ও এই বিধান প্রযোজ্য। আর তা হচ্ছে সে বললো যে, 'আমি কবজা করেছি' এবং এর বেশী সে কিছুই বললো না। আর যদি সে বলে যে, আমি ঐ দিরহামগুলো মেকী কিংবা দস্তা (রাং) পেয়েছি, তবু নিঃসন্দেহে চার অবস্থায় তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না এবং পঞ্চম অবস্থায়ও তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না এবং ষষ্ঠ অবস্থায় তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত বায়‘ সরফের বিধি-বিধানের বিবরণ

[এপরিচ্ছেদে ছয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুশায়ী অবস্থায় বায়‘ সরফের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তার ওয়ারিছের কাছে হাজার দিরহামে দীনার বিক্রি করে এবং উভয়ে কবজা করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয নয়। কিন্তু যদি অবশিষ্ট ওয়ারিসগণ অনুমতি দেয়, তবে জাইয। আর গাবান বা বেশী মূল্যের সাথে ওয়ারিসের জন্য তার ওসিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে তাকে যদি অনুরূপ মূল্যে কিংবা কম মূল্যে বিক্রি করে, তবু এই বিধান প্রযোজ্য। আর সাহেবাইনের মতে যদি অনুরূপ মূল্যে কিংবা অধিক মূল্যে বিক্রি করে, তবে অবশিষ্ট ওয়ারিসদের বিনা অনুমতিতে বায়‘ জাইয।

যদি ‘মৃত্যুশায়ী’ ব্যক্তি তার পুত্রের কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম একশ’ দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে এবং পরস্পরে কবজা করে, আর তার বালেগ ওয়ারিস বিদ্যমান থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অবশিষ্ট ওয়ারিসদের বিনা অনুমতিতে জাইয নয়। চাই দীনারসমূহের মূল্য এক হাজার দিরহাম হোক কিংবা তার চেয়ে বেশী হোক কিংবা কম হোক। আর সাহেবাইনের মতে যদি দীনারগুলোর মূল্য এক হাজার দিরহাম কিংবা কম হয়, তবে অবশিষ্ট ওয়ারিসদের বিনা অনুমতিতে জাইয। আর যদি এক হাজার দিরহাম থেকে বেশি হয়, তবে অবশিষ্ট ওয়ারিসগণ অনুমতি দিলে বায়‘ জাইয হবে। আর যদি তারা অনুমতি না দেয়, তবে ক্রেতার পুত্রের ইখতিয়ার থাকবে হয় সে বায়‘ ভেঙ্গে দিয়ে দীনার ফেরত নিবে এবং নিজের দিরহাম নিয়ে নিবে, অথবা ইচ্ছা করলে দীনারগুলোর মধ্য থেকে নিজের দিরহামগুলোর মূল্যের সমান নিয়ে নিবে এবং অতিরিক্তগুলো ফেরত দিবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যদি মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি কোন আজনবী ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহাম এক দীনারে বিক্রি করে এবং উভয়ে কবজা করে নেয়। তারপর মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি মারা যায় আর দীনারটি তার কাছে থাকে। আর এছাড়া তার কাছে কোন মাল না থাকে, তবে ওয়ারিসদের ইখতিয়ার থাকবে যে, যে পরিমাণ তৃতীয়াংশ থেকে বেশী, তা ফেরত দিবে। আর যখন তারা ফেরত দিলো, তখন ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যদি চায় দীনারটি নিয়ে নিবে এবং এক হাজার দিরহাম ফেরত দিবে। আর যদি চায় হাজারের মধ্য থেকে দীনারের মূল্য নিবে এবং এক হাজারের পূর্ণ তৃতীয়াংশও নিয়ে নিবে। আর যদি মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি দীনারটি নষ্ট করে ফেলে,

তবে ক্রেতা দীনারের মূল্য হাজারের মধ্য থেকে নিবে এবং অবশিষ্টের এক-তৃতীয়াংশ নিবে (আল-হাবী)। তারপর ইমাম মুহাম্মাদ (র) দিরহামের ক্রেতাকে মৃত্যুশায়ী ব্যক্তির হাতে দীনার নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ইখতিয়ার দিয়েছেন এবং এই অবস্থার মধ্যে ও অন্য অবস্থার মধ্যে যখন দিরহামের ক্রেতার হাতে হাজার দিরহাম নষ্ট হয়ে যায় এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাজের ওয়ারিসগণ অনুমতি না দেয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) ব্যবধান বর্ণনা করেছেন যে, এখানে দিরহামের ক্রেতার বায়‘ ভেঙ্গে দেয়া ও অনুমতি দেয়ার মধ্যে ইখতিয়ার নেই। বরং দীনারের মূল্য ও পূর্ণ হাজারের তৃতীয়াংশ নিবে এবং অবশিষ্টগুলো ওয়ারিসদেরকে ফেরত দিবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে যদি মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি একশ’ দিরহাম রূপার অলংকারযুক্ত তলোয়ার শুধু তলোয়ারের মূল্য ছিল একশ’ দিরহাম এবং সমুদয়ের মূল্য বিশ দীনার এক দীনারে বিক্রি করে এবং উভয়ে কবজা করে, আর ওয়ারিসগণ অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, যদি ইচ্ছা করে তলোয়ার ও অলংকারের মধ্য থেকে দীনারের মূল্য পরিমাণ এবং এরপর পূর্ণ তলোয়ারের তৃতীয়াংশ নিয়ে নিবে। আর ইচ্ছা করলে সমুদয় ফেরত দিবে এবং নিজের দীনার নিয়ে নিবে। এটি ও পূর্বোক্ত মাসআলাটি আত-তাখরীজে সমান। আর এ মাসআলার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, দীনারের মূল্য তলোয়ার ও অলংকার উভয়ের মধ্য থেকে নিবে। আর যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দীনার নষ্ট করে ফেলে, ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, যদি ইচ্ছা করে, তবে তার অনুরূপ দীনার নিবে এবং বায়‘ রদ করবে আর এটা মৃতের তরকার মধ্য থেকে ঋণ হবে তলোয়ার বিক্রি করে তার দীনার পরিশোধ করা হবে। আর যদি চায়, তবে তলোয়ার ও অলংকারের মধ্য থেকে দীনারের মূল্য ও অবশিষ্টের তৃতীয়াংশ সে পাবে। আর যদি ক্রেতা ও তার কবজাকৃত বস্তু নষ্ট করে ফেলে, তবে তার জন্য এর মধ্য থেকে এক দীনারের মূল্য ও অবশিষ্টের তৃতীয়াংশ জাইয হবে। আর অবশিষ্টের দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিসদেরকে দিবে (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ এক মৃত্যুশায়ী ব্যক্তির কাছে নয়শ’ দিরহাম আছে, আর এ ছাড়া কোন মাল নেই। তারপর এক দীনারে যার মূল্য নয় দিরহাম বিক্রি করলো এবং ক্রেতা দীনার কবজা করলো, আর অপরজন একশ’ দিরহাম কবজা করলো। তারপর উভয়ে পৃথক হয়ে গেলো এবং মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি মারা গেলো। আর দীনার ও দিরহাম তার কাছে কায়েম রয়েছে। এখানে ওয়ারিসদের অনুমতি ও অননুমতি উভয়ই সমান। আর দিরহাম গ্রহণকারী ক্রেতাকে একশ’ দিরহাম দেয়া হবে দীনারের নবম অংশের বিনিময়ে। যদিও দীনারের নবম অংশ থেকে একশ’ দিরহামের মূল্য বেশী। আর অবশিষ্ট আট-নবমাংশ দীনার ওয়ারিসদের ফেরত দেয়া হবে। অনুরূপভাবে যদি দিরহাম ক্রেতা দিরহামসমূহের মধ্য থেকে দুইশ’ কিংবা তিনশ’ দিরহাম কবজা করে, তবু ওয়ারিসদের অনুমতি বা অননুমতি এক সমান। আর ক্রেতাকে দুইশ’ দিরহাম দুই-নবমাংশ দীনারের বিনিময়ে দেয়া হবে। আর যদি দিরহামের ক্রেতা চারশ’ দিরহাম কবজা করে, তবে ওয়ারিসদের অনুমতির প্রয়োজন। সুতরাং যদি ওয়ারিসগণ অনুমতি দেয়, তবে ক্রেতাকে চারশ’ দিরহাম এবং ওয়ারিসদেরকে চার-নবমাংশ দীনার দেয়া হবে। আর ওয়ারিসদের জন্য লাযিম হচ্ছে পাঁচ-নবমাংশ দীনার ক্রেতাকে ফেরত দেয়া। আর যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়ারিসগণ অনুমতি না দেয়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে সে বায়' ভেঙ্গে দিয়ে দিরহাম ফেরত দিবে এবং নিজের দীনার নিয়ে নিবে। আর ইচ্ছা করলে দিরহামসমূহের মধ্য থেকে চার-নবমাংশ দীনারের পরিমাণ এবং সমুদয় মালের তৃতীয়াংশ যা তিনশ' হয় নিয়ে নিবে। আর অবশিষ্ট ওয়ারিসদেরকে ফেরত দিবে। আর যদি দিরহামসমূহের ক্রেতা দিরহামসমূহ কবজা না করে, তবে ওয়ারিস তার দীনার ফেরত দিবে। আর হুবহু এই দীনার ফেরত দেয়া উচিত কিনা এ ব্যাপারে দুটি রিওয়ায়াত রয়েছে। যদি উভয়ে পৃথক না হয় এবং মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি মারা না যায় এবং ক্রেতা উনষাট দীনার আরো বাড়িয়ে দেয় আর পরস্পরে কবজা করে, তবে এসব জাইয আছে। তবে শর্ত হচ্ছে প্রতিটি দীনারের মূল্য দশ দিরহাম হতে হবে। আর যদি মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি কোন উকীল নিয়োগ করে থাকে এবং সে এই দিরহাম তার হাতে এক দীনারে বিক্রি করে, তারপর পরস্পরে কবজা করার পূর্বে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মারা যায়, তারপর ক্রেতা বলে যে, আমি নয়শ' দিরহাম নব্বই দীনারে গ্রহণ করছি, তবে এটা জাইয হবে যদি উকীল রাযী হয়ে যায়। মাশায়েখ কিরাম এ মাসআলার ব্যাখ্যা এরূপ বর্ণনা করেন যে, মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ঐ দিরহামগুলো বিক্রির উকীল বানিয়ে তার মতের উপর ছেড়ে দিয়ে বলেছিল যে, এ ব্যাপারে তুমি তোমার বুঝ মত কাজ করো। কিংবা বলেছিল যে, এ ব্যাপারে তুমি যা করবে তা সবই জাইয হবে। এ অবস্থায় ক্রেতার প্রতিপক্ষপাতিত্ব করে উকীল যে বিক্রয় করবে তাও মৃত্যুশায়ী ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক হবে। অর্থাৎ এটা তার নিজের বিক্রয়ের মতই হবে। তারপর যখন ক্রেতা বাড়িয়ে দিয়ে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি দূর করে দিলেন,, তখন বিক্রয় জাইয হয়ে গেলো। আর যদি মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি তার মতের উপর ছেড়ে না দেয়, তবে বিক্রয় জাইয হবে না। যদিও পরে ক্রেতা বাড়িয়ে দেয়। উভয় মাযহাবের ভিন্নতা সত্ত্বেও এখানে অভিন্ন হুকুম হবে। সাহেবাইনের উক্তি অনুযায়ী এ জন্য যে, বায়' সরফে উকীল নিয়োগ করার অর্থ সে এক দিক থেকে বিক্রয়ের উকীল এবং আরেক দিক থেকে ক্রয়ের উকীল। আমরা যে দিক থেকেই ধরি না কেন, তার থেকে জঘন্য পক্ষপাতিত্ব বহন করবে না এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে তার বিক্রয় জাইয হবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উক্তি অনুযায়ী এজন্যে যে, সে একদিক থেকে বিক্রয়ের উকীল এবং আরেক দিক থেকে ক্রয়ের উকীল। সুতরাং বিক্রয়ের উকীল হিসেবে যদি তার কাজ পক্ষপাতিত্বের সাথে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে জাইয হয়, তবে ক্রয়ের উকীল হিসাবে পক্ষপাতিত্বের সাথে তার কাজ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে জাইয হবে না। অতএব, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে তার কাজ জাইয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সন্দেহের সাথে তা জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ মৃত্যুশায়ী ব্যক্তির কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম একশ' দিরহাম দিয়ে খরিদ করে এবং পরস্পরে কবজা করে, তারপর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এই রোগে মারা যায়, তবে এটা সূদ। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় সুস্থ ও রোগী সবার জন্যই বাতিল ও নাজাইয। আর যে ব্যক্তি একশ' দিরহাম দিয়েছে তার ইখতিয়ার থাকবে। এক হাজার দিরহামের মধ্য থেকে একশ' দিরহাম নিজের একশ' দিরহামের বিনিময়ে নিয়ে নিবে এবং অবশিষ্ট ফেরত দিবে। আর এ অবস্থায় তার জন্য ওসিয়ত হবে না (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ মাশায়েখ কিরাম বলেন, এ বিধান ঐ রিওয়ায়াত অনুযায়ী যাতে বলা হয়েছে যে, আকদে ফাসিদের মাধ্যমে কবজাকৃত হুবহু বস্তুটিকে ফেরত দেয়া নির্ধারিত হয় না। আর যে রিওয়ায়েতে হুবহু ফেরত দেয়ার অনিবার্যতার কথা বলা হয়েছে তদনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উচিত কবজাকৃত এক হাজার দিরহাম মৃতের ওয়ারিসদের ফেরত দেয়া। আর নিজের একশ' দিরহাম তার থেকে ফেরত নেয়া যদি তা হুবহু কায়েম থাকে (আল-মুহীত)। সুতরাং যদি সে একশ' দিরহামের উপর একটি কাপড় বা দীনার দিয়ে থাকে, তবে এ বায়' শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি মারা যায় এবং ওয়ারিসগণ অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, তবে ঐ দীনার ও কাপড়ওয়ালার ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে বায়' ভেঙ্গে দিবে। আর ইচ্ছা করলে তার একশ' দিরহামের স্থলে হাজার দিরহাম থেকে একশ' দিরহাম নিবে এবং দীনার ও আসবাবের মূল্য বিনিময় হিসেবে আর হাজারের এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত হিসেবে নিবে যদি দীনার ও হাজার ওয়াছিদের হাতে বিদ্যমান থাকে (আল-মাবসূত)। আর যদি উভয়টি নষ্ট হয়ে যায়, তবে অবশিষ্টের তৃতীয়াংশ পাবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ যদি মৃত্যুশায়ী ব্যক্তির কাছে একশ' দিরহাম (ওজনের) রূপার ঘটি যার মূল্য বিশ দীনার মওজুদ থাকে, আর সে তা দশ দীনার মূল্যের একশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি তরে, তারপর মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি মারা যায় এবং ওয়ারিসগণ অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে চাইলে বায়' রদ করবে, আর চাইলে ঘটির দুই-তৃতীয়াংশ একশ'র দুই-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে নিয়ে নিবে। আর তার এক-তৃতীয়াংশ ওয়ারিসদের হবে (আল-হাবী)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নিজের গোলাম, আত্মীয়, অংশীদার ও মুযারিব-এর সাথে বায়' সরফ করার বিবরণ এবং কাযী, তার আমীন, উকীল ও ওসীর ইয়াতীম প্রভৃতির মালে বায়' সরফ করার বিবরণ।

১. মাসআলা ঃ মালিক ও তার গোলামের মধ্যে সূদ হয় না। যদি গোলামের উপর ঋণ থাকে, তবু সূদ হবে না। কিন্তু মালিক যা নিয়েছে, তা গোলামকে ফেরত দেয়া ওয়াজিব। দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম কিংবা এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম খরিদ করুক (আল-মাবসূত)। আর একই বিধান উম্মু ওয়ালাদ ও মুদাব্বারের ক্ষেত্রেও (আল-হাবী)। আর যদি নিজের মুকাতাবের হাতে এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে কিংবা দুই দিরহাম এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে জাইয হবে না এবং সূদ হবে। আর যে গোলামের কিছু অংশ আযাদ করা হয়েছে, সে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুকাতাব সমতুল্য যার উপর ঋণ আছে (আল-মুহীত)। আর মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয় ও শারীকুল ইনাম (যে দুই ব্যক্তি কোন বিশেষ বস্তুতে অংশীদার) অ-তিজারতী বস্তুতে সূদের ক্ষেত্রে আজনবী ব্যক্তি সমতুল্য। আর গোলাম আযাদ ব্যক্তি সমতুল্য। কিন্তু মুতাফাওয়াযায়ন অর্থাৎ দুই শরীকদারের মধ্য থেকে একজনে যদি একটি দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে অপরজন থেকে খরিদ করে, তবে তা বায়' হবে না। বরং তা তাদের মাল যেরূপ বায়'-এর পূর্বে ছিল এখনো তাই হবে (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ কুদূরী বলেন, ইয়াতীমের মালে কাযী ও তার আমীনের ঐ সকল কার্যক্রম এবং নাবালেগ ছেলের পক্ষে পিতা ও ওসীর ঐ সকল কার্যক্রমই শুধু জাইয হবে যা দুই আজনবী ব্যক্তির মধ্যে জাইয হয়। অনুরূপভাবে যদি পিতা তার ছেলের মালের মধ্য থেকে নিজের জন্য কিছু ক্রয় করে কিংবা মুযারিব ব্যক্তি রব্বুল মালের (মূলধনের মালিক) হতে কিছু বিক্রি করে, তবে তা কেবল সেরূপ জাইয হবে যেরূপ দুই আজনবী ব্যক্তির মধ্যে জাইয হয়ে থাকে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি ইয়াতীমের দিরহাম ওসী দীনারের বিনিময়ে বাজার দরে নিজের জন্য বায়' সরফ করে, তবে তা জাইয হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি রূপার বরতন তার ওজনে নিজের কাছে বিক্রি করে, তাও জাইয নয়। আর যদি তার প্রতিপালনে দুই ইয়াতীম থাকে। একজনের কাছে কিছু দিরহাম থাকে। আর অপরজনের কাছে কিছু দীনার থাকে। তারপর ওসী উভয়ের মধ্যে বায়' সরফ করিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে না (আল-হাবী)। ওসী যদি ইয়াতীমের মাল থেকে কোন বস্তু নিজের জন্য খরিদ করে, তবে ইমাম বলেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করবো, যদি এতে ইয়াতীমের কল্যাণ হয়, তবে বায়' পূর্ণ করে দেবো, অন্যথায় এটি বাতিল। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর দ্বিতীয় মত। আর তাঁর প্রথম মত ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত হচ্ছে এই যে, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী এ বায়' আদৌ জাইয নয় (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ বায়' সরফে কাযী, তার উকীল ও আমীনের বিধান অন্যান্য লোকের বিধানের অনুরূপ। অর্থাৎ মজলিসে পারস্পরিক কবজা বিধান তার দিকে রুজ্জু করবে। আর যদি কাযী ইয়াতীমের মাল নিজের কাছে বিক্রি করে কিংবা তার দিরহামের বিনিময়ে নিজের দিরহাম বা দীনারের বায়' সরফ করে, তবে তা জাইয হবে না (আল-হাবী)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে ওকালতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যদি দুই উকীল বায়' সরফে করে, তবে কবজার পূর্বে তাদের পৃথক হওয়া অনুচিত। আর তাদের মুআক্কিলদের তাদের কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকা ক্ষতিকর নয় (আল-হাবী)।

২. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি বায়' সরফ করলো এবং কবজা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করলো। এক্ষেত্রে যদি তারা মুআক্কিলদের পৃথক হওয়ার পূর্বে কবজা করে, তবে বায়' জাইয। আর মুআক্কিলদের পৃথক হওয়ার পরে জাইয নয় (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা ঃ যদি এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে কিছু পরিমাণ দিরহামের বায়' সরফ সম্পন্ন করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তবে একজন ব্যতীত অন্যজনের বায়' সরফ করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি উভয়ে মিলে বায়' সরফ করে এবং কবজার পূর্বে একজন চলে যায়, তবে তার অর্ধেক অংশের বায়' বাতিল হয়ে যাবে এবং অপরজনের অর্ধেক অংশের বায়' বাকী থাকবে (আয-যাখীরা)। আর যদি উভয়ে রাব্বুল মালকে কবজা করার জন্য কিংবা পরিশোধ

করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং উভয়ে চলে যায়, তবে বায়' সরফ বাতিল হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কিছু দিরহামকে কিছু দীনারের বিনিময়ে বায়' সরফ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে আর সে বায়' সরফ করে এবং পরস্পরে কবজা করে। আর যে ব্যক্তি দিরহামগুলো কবজা করলো সে পূর্ণ হক পেয়েছে বলে স্বীকার করে, তারপর তাতে একটি দিরহাম খাদযুক্ত পায় এবং উকীল তা কবূল করে এবং স্বীকার করে যে, এটি আমার দিরহামের মধ্যে ছিল। আর মুআক্কিল তা অস্বীকার করে, তবে তা উকীলের যিম্মায় বর্তাবে (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ আর যদি উকীল অস্বীকার করে যে, এটি আমার দিরহাম নয়। তারপর ক্রেতা সাক্ষ্য পেশ করে যে, এটি তারই এবং সে সম্পূর্ণ দিরহাম পেয়েছে বলে স্বীকারও না করে থাকে, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর দিরহাম উকীলকে ফেরত দিবে। আর তা মুআক্কিলের যিম্মায় বর্তাবে।

আমাদের কোন কোন শায়খ বলেছেন, কিতাবে এটা ভুল বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এ অবস্থা সাক্ষ্য পেশ করার নয়। বরং ইস্তিহ্সান-এর ভিত্তিতে দিরহাম ক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে। যেমন মুসলাম ইলাইহি (দাদন গ্রহীতা) যদি খাদযুক্ত দিরহাম হাযির করে দাবী করে যে, এটি মূলধনের মধ্যে ছিল এবং পুরা হক পেয়েছে বলে স্বীকার না করে, তবে তার কথা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তদ্রূপ যেমন কোন আসবাব বিক্রয়ের মধ্যে যদি বিক্রেতা খাদযুক্ত দিরহাম এনে বলে যে, এটি ছমনের মধ্যে ছিল এবং পূর্ণ হক পেয়েছে বলে স্বীকার না করে, তবে ইস্তিহ্সানস্বরূপ তার কথা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এখানেও দিরহাম ক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে। আর এদিকেই শামসুল আইম্মা সারাখসী আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতকে শুদ্ধ বলেছেন এবং বলেছেন, ইস্তিহ্সানস্বরূপ ক্রেতার কথা যদিও গ্রহণ করা হবে কিন্তু তা কসমের সাথে গ্রহণ করা হবে। সুতরাং সে এই সাক্ষ্য পেশ করে নিজের উপর থেকে কসম সরিয়ে ফেলেছে আর কসম সরিয়ে ফেলার জন্য সাক্ষ্য গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন, যার কাছে কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, সে যদি তা ফেরত দেয়া কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপর সাক্ষ্য পেশ করে, তবে তা গৃহীত হয়। আর ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আহমদ বলতেন, কিতাবে এটা উল্লেখ নেই যে, দিরহামের ক্রেতাকে সাক্ষ্য পেশ করার জন্য কষ্ট দেওয়া হবে। তাতে শুধু এতটুকু আছে যে, যদি সে সাক্ষ্য পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। আর সম্ভবত সে তার মাথার উপর থেকে কসম সরিয়ে ফেলার জন্য সাক্ষ্য পেশ করে। এটা সেই ব্যক্তির মতো হবে, যার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। তারপর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আর অনুরূপভাবে যদি সে উকীল থেকে কসম নেয় এবং সে কসম থেকে বিরত থাকে, আর দিরহাম তাকে ফেরত দেয়া হয়, তবে মুআক্কিলের যিম্মায় বর্তাবে।

৬. মাসআলা ঃ আর আমাদের কোন কোন শায়খ বলেন, এটাও একটা ভুল। কেননা, এ অবস্থায় উকীলের উপর কসম নেই। কসম শুধু ক্রেতার উপর রয়েছে। কেননা, আইনসঙ্গতভাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেবল তারই কথা নির্ভরযোগ্য। সুতরাং তারই উপর কসম আসবে। যদি সে কসম করে, তবে সে ফেরত দিতে পারে। কিন্তু উকীল থেকে কসম নেয়া যাবে না। অতএব, সহীহ্ বিধান এরূপ বর্ণনা করা উচিত যে, যদি দিরহামসমূহের ক্রেতা কসম খায় এবং দিরহাম উকীলকে ফেরত দেয়, তবে এটা হুবহু মুআক্কিলকে ফেরত দেয়া হয়েছে। আর মুহাক্কিক মাশায়েখ কিরাম ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং বলেছেন যে, এই যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, এটা ইস্‌তিহ্‌সানরূপে হয়েছে। কেননা, কিয়াসের দাবী হচ্ছে কসমের উকীলের কথা ধর্তব্য হবে। যেরূপ আসবাবপত্র বিক্রির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি উকীল নিয়োগ করে যে, আমার জন্য এই দিরহামগুলো কিছু দীনারের বায়‘ সরফ করো এবং সে বায়‘ সরফ করলো, তবে দীনারসমূহে উকীলের তাসার্‌রুফ করার ইখতিয়ার থাকবে না (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে এজন্য উকীল নিযুক্ত করে যে, তার জন্য রূপার একটি নির্দিষ্ট ঘটি কিছু দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করবে। তারপর সে কিছু দিরহামের বিনিময়ে নির্দিষ্ট ঘটি খরিদ করে, কিন্তু নিজের জন্য খরিদ করার নিয়্যত করে, তবে তা মুআক্কিলের জন্য হবে। আর যদি কিছু দীনার কিংবা আসবাবপত্রের বিনিময়ে খরিদ করে, তবে ঘটি উকীলের হবে। আর যদি ‘ছমন’ বা মূল্যের নাম উল্লেখ না করে রূপার নির্দিষ্ট ঘটি খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর সে দিরহাম কিংবা দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে, তবে ঘটি উকীলের হবে। আর যদি আসবাবপত্র কিংবা পরিমাপ বা ওজনী বস্তুর বিনিময়ে খরিদ করে, তবু ঘটি উকীলের হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি নির্দিষ্ট রূপা বিক্রি করার জন্য কোন উকীল নির্ধারণ করে এবং ছমনের নাম না বলে, তারপর সে তার চেয়ে বেশী রূপার বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে না আর সে জামিন হবে না। আর তার থেকে এই রূপা নিয়ে নেয়ার মুআক্কিল অধিক হকদার। সে তার নিজের রূপার সমান রূপা নিয়ে নিবে। উকীল অবশিষ্ট রূপা তার মালিককে ফেরত দিবে (খাযানাতুল আকমাল)।

১০. মাসআলা ঃ মাশায়েখ কিরাম বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উক্তি যে, মুআক্কিলই উকীলের কবজায়কৃত রূপা নিয়ে নেয়ার অধিক হকদার। এর ব্যাখ্যা এই যে, যখন মুআক্কিল তার নির্দিষ্ট রূপা নিতে সক্ষম হবে না। যেমন, তার কবজাকারী উধাও হয়ে গেছে কিংবা উপস্থিত আছে কিন্তু সে তা নষ্ট করে ফেলেছে। তবে এমতাবস্থায় মুআক্কিল এই রূপার মধ্য থেকে তার রূপার সমান রূপা নিয়ে নেয়ার অধিক হকদার। আর যদি সে হুবহু নিজের রূপা নিতে সক্ষম হয়, তবে তা ব্যতীত অন্য রূপা নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে রূপার মাটি বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, আর সে রূপার বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে তা জাইয হবে না। তবে যদি ক্রেতা জানতে পারে যে, মাটির মধ্যে রূপা ছমনের সমান সমান রয়েছে আর সে তাতে সম্মত হয়। তবে জাইয হবে এবং তার জন্য তাতে ইখতিয়ার থাকবে। যদি সে কাযীর নির্দেশ ব্যতীত ফেরত

দেয়, তবে মুআক্কিলের উপর জাইয হবে। আর যদি ক্রেতার জানার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে বায়‘ ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-হাবী)। আর যদি আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিক্রি করে, আর ক্রেতা অবগত হয় যে, তাতে সোনা কিংবা রূপা কিংবা উভয় রয়েছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বায়‘ জাইয হবে। আর সাহেবাইনের এতে দ্বিমত পোষণ করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে জাইয নয়। আর যদি সে অবগত না হয় যে, তাতে একটি বা উভয়টি রয়েছে, আর আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে সবার মতে জাইয হবে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ আর যদি নিজের স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত তলোয়ার বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে বাকীতে বিক্রি করে, তবে বায়‘ ফাসিদ হবে, আর উকীল জামিন হবে। আর অনুরূপভাবে যদি তাতে খিয়ারের শর্ত করে, কিংবা তাতে যে পরিমাণ রূপা রয়েছে, তার চেয়ে কমে নগদ বিক্রি করে, তবু ফাসিদ হবে। আর উকীল জামিন হবে না। যদি অনুরূপ মোতি ও ইয়াকূত যুক্ত সোনার অলংকার বিক্রির জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে তা দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে আর ছমন কবজা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। আর যদি মোতি ও ইয়াকূত ক্ষতি ছাড়া পৃথক করা যায়, তবে তার বায়‘ জাইয হবে এবং সরফের অংশের বায়‘ বাতিল হবে। আর যদি ক্ষতি ছাড়া পৃথক করা না যায়, তবে কোনটিরই বায়‘ জাইয হবে না (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ আর যদি কিছু দিরহামের বিনিময়ে কিছু পয়সা খরিদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং সে খরিদ করে কবজা করে। তারপর মুআক্কিলের হাতে সোপর্দ করার পূর্বে তা অচল হয়ে যায়, তবে এটা মুআক্কিলের যিম্মায় বর্তাবে। পক্ষান্তরে উকীলের কবজার পূর্বে তা অচল হলে উকীলের ইখতিয়ার থাকবে সে তা ফেরত দিতে পারে, আবার নিয়ে নিতে পারে। যদি সে নিয়ে নেয়, তবে তারই গ্রহণ করা লাযিম হবে (আল-হাবী)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সোনার হাঁসুলি এক হাজার দিরহামে খরিদ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করলো এবং এক হাজার দিরহাম তাকে দিয়ে দিলো। তারপর উকীল এক হাজার দিরহামে হাঁসুলি ক্রয় করলো এবং ছমন পরিশোধ করলো। এরপর হাঁসুলি উকীলের কবজা করার পূর্বে বিক্রেতার কাছে কেউ ভেঙ্গে ফেললো। তবে উকীলের ইখতিয়ার থাকবে যে, যদি চায় আক্‌দ পূর্ণ করে ভঙ্গকারীকে পাকড়াও করে হাঁসুলির মূল্য হিসেবে ঢালাই করা অন্য শ্রেণীর বস্তু গ্রহণ করবে। আর যদি চায় আক্‌দ ভেঙ্গে দিবে। আর বিক্রেতা তাকে নির্দিষ্ট ঐ দিরহাম কিংবা তার অনুরূপ ফেরত দিবে। উকীল যদি আক্‌দ পূর্ণ করে এবং ভঙ্গকারীর নিকট থেকে হাঁসুলির মূল্য গ্রহণ করে, তবে উকীলের নিকট থেকে এই মূল্য নিয়ে নেয়ার মুআক্কিলের ইখতিয়ার থাকবে না। কেবল ঐ দিরহাম নিবে যা সে দিয়েছে (আল-মুহীত)। আর ভঙ্গকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে মূল্য গ্রহণ করবে, তাতে যদি কিছু বাড়তি থাকলে তা সাদাকা করে দেয়া উকীলের কর্তব্য হবে (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি একটি সোনার হাঁসুলি বিক্রি করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং সে তা বিক্রি করে ছমন বা মূল্য নিয়ে নেয় এবং হাঁসুলি ক্রেতাকে দিয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেয়, তারপর ক্রেতা এসে বলে, আমি ঐ হাঁসুলি পিতলের উপর সোনার গিলটি করা পেয়েছি এবং মুআক্কিল তা অস্বীকার করে, তবে এ মাসআলার দুটি রূপ হতে পারে। একটি এই যে, উকীল তা অস্বীকার করলো এবং ক্রেতা তার উপর সাক্ষ্য পেশ করলো। কিংবা ক্রেতা সাক্ষ্য পেশ করতে পারলো না বলে উকীলকে কসম করতে বললো এবং সে কসম করতে বিরত থাকলো। তাই কাযী হাঁসুলি তাকে ফেরত দিলো। এ অবস্থায় হাঁসুলি মুআক্কিলকে অবশ্যই ফেরত নিতে হবে। আর দ্বিতীয় রূপটি এই যে, উকীল তা স্বীকার করলো। আর তার দুটি রূপ হতে পারে, যদি কাযীর নির্দেশ ছাড়া তাকে ফেরত দেয়া হয়, তবে এই ফেরত দান উকীলের উপর হবে এবং তার পক্ষে মুআক্কিলের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ থাকবে না। আর যদি কাযীর নির্দেশে ফেরত দেয়া হয়, তবু তা উকীলের নেয়া লাযিম হবে। কিন্তু এ অবস্থায় মুআক্কিলের সাথে তার ঝগড়া করার অধিকার থাকবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যিম্মী কিংবা হরবীকে দিরহাম বা দীনারের বায়' সরফের জন্য উকীল নিয়োগ করা আমি মাকরূহ্ মনে করি। অবশ্য তা জাইয আছে (আল-মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি কিছু দিরহামের বায়' সরফ করার জন্য কেউ উকীল নিযুক্ত হয় এবং সে মুআক্কিলের গোলামের সাথে বায়' করে, তবে তার দুই অবস্থা। গোলাম ঋণমুক্ত বায়' জাইয হবে না। যেমন মুআক্কিল নিজে তা করলে জাইয হতো না। উকীলকে যামানত বা ক্ষতিপূরণ দিত হবে না।

১৮. মাসআলা ঃ পক্ষান্তরে গোলাম ঋণগ্রস্ত হলে বায়' জাইয হবে। যেমন এ অবস্থায় মুআক্কিল নিজে তা করলে জাইয হয়ে থাকে। কিন্তু উকীলের উচিত হবে যে পর্যন্ত নিজের ছমন পুরাপুরি হাসিল না করবে, বিক্রিত বস্তু গোলামকে না দেয়া (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ হাজার দিরহামের বায়' সরফের জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে দীনারের বিনিময়ে তা বিক্রি করে আর সে তার মূল্য এত পরিমাণ কমিয়ে দেয় যে পরিমাণ ক্ষতি সাধারণত মানুষ বহন করে না। তবে এ বায়' মুআক্কিলের জন্য জাইয হবে না। যদি সে দিরহাম তার মূল্য অনুযায়ী নিজের মুফাবিযের কাছে কিংবা সরফের শরীকের কাছে কিংবা বায়' মুযারাবায় মুযারিবের কাছে বিক্রি করে, তবু জাইয নয়। আর যদি মুআক্কিলের মুফাবিযের কাছে বিক্রি করে, তবু জাইয নয়। যেরূপ তার সাথে মুআক্কিল স্বয়ং নিজে বায়' সরফ করলে জাইয হতো না। আর যদি মুফাবিয নয় মুআক্কিলের এরূপ কোন শরীকের কাছে বিক্রি করে, তবে জাইয হবে। আর এই বিধানই প্রযোজ্য মুআক্কিলের মুযারিবের ক্ষেত্রেও (আল-মাবসূত)।

২০. মাসআলা ঃ যদি হাজার দিরহামের বায়' সরফের কেউ উকীল নিযুক্ত করে এবং তারা উভয়ে কূফায় বিদ্যমান থাকে। আর কোন স্থান উল্লেখ না করে। তবে কূফার যে প্রান্তে তার বায়' সরফ করে দিবে, জাইয হবে। যদি তাকে হীরায় নিয়ে যায় এবং সেখানে বায়' সরফ করে, তবে জাইয হবে। আর উকীল জামিন হবে না। কিন্তু এই বিধান এমন বস্তুসমূহের মধ্যে প্রযোজ্য, যার বারবরদারী ও খরচপাতি নেই! আর যদি তার বারবরদারী ও খরচপাতি থাকে

যেমন, গোলাম কিংবা খাদ্যশস্য প্রভৃতি এবং তা কূফা ছাড়া অন্য শহরে (মৌখিকভাবে) বিক্রি করে, আর সে শহরে না নিয়ে যায়, তবে কিয়াসগত ও ইস্তিহ্সানগতভাবে বায়' জাইয হবে। আর যদি অন্য শহরে নিয়ে যায় এবং বিক্রি করে, তবে কিতাবুস সরফে আবূ সুলায়মানের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, যদি মক্কায় নিয়ে যায় এবং উজরত দিয়ে দেয় আর যদি নষ্ট হয়ে যায় কিংবা চুরি হয়ে যায়, তবে সে জামিন হবে। আর যদি ঐ বস্তু বেঁচে যায় এবং সে বিক্রি করে। তবে আমি বিক্রির অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু মুআক্কিলের উপর কোন উজরত লাযিম করবো না। আর আবূ হাফসের রিওয়ায়াত থেকে বর্ণিত আছে যে, যে জায়গায় তা বিক্রির অনুমতি দিয়েছে যে, যদি সেখানে তার অনুরূপ ছমনে বিক্রি করে, তবে আমি বিক্রির অনুমতি দিচ্ছি। আর এ মাসআলা কিতাবুল ওয়াকালায়ও উল্লিখিত হয়েছে এবং আবূ সুলায়মান ও আবূ হাফ্স (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম বলেছেন, আমি ইস্তিহ্সানস্বরূপ তার থেকে যামানত নিবো এবং বিক্রির অনুমতি দিবো না। যা হোক, কিতাবুস-সরফে আবূ সুলায়মানের রিওয়ায়াত থেকে যে বিধান রয়েছে যে, যদি এবং বিক্রি করে, তবে বিক্রি জাইয হবে, তা কিয়াসগত, ইস্তিহ্সানগত নয়।

এ মাসআলার সারকথা এই যে, যে সব বস্তুর মধ্যে বারবরদারী ও খরচপাতি রয়েছে উকীল যদি সেগুলো অন্য শহরে নিয়ে বিক্রি করে, তবে কিয়াসগতভাবে তা জাইয হবে এবং মুআক্কিলের উপর কোন উজরত দান লাযিম হবে না, আর ইস্তিহ্সানগতভাবে বিক্রয় জাইয হবে না (আয-যাখীরা)। আর এটাই বিশুদ্ধতম (আল-মাবসূত)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি অপর কাউকে এক হাজার দিরহামের বায়' সরফের জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তারপর মুআক্কিল এই হাজার দিরহামের বায়' সম্পন্ন করে। তারপর উকীল মুআক্কিলের গৃহে আসে এবং অপর এক হাজার দিরহাম নিয়ে বায়' সরফ করে, তবে এই বায়' জাইয হবে। আর অনুরূপ যদি প্রথম দিরহামগুলো বাকী থাকে এবং উকীল ঐগুলো ছাড়া অন্য দিরহাম নিয়ে বায়' সরফ করে, তবে তা জাইয হবে। আর এই বিধানই দীনার ও পয়সার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (আল-হাবী)। আর যদি মুআক্কিল এই দিরহাম উকীলকে দিয়ে দেয় এবং তার কাছ থেকে চুরি হয়ে যায় কিংবা নষ্ট হয়ে যায়, তবে ওকালত বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ যদি নির্দিষ্ট রূপা কিংবা নির্দিষ্ট সোনা বিক্রির নির্দেশ দেয় এবং সে তা ব্যতীত অন্য রূপা বা অন্য সোনা বিক্রি করে, তবে তা জাইয নয় (আল-হাবী)।

২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে এজন্য উকীল নিযুক্ত করে যে, তার কিছু দিরহাম কিছু দীনারের বায়' সরফ করবে এবং তারা দুজনেই কূফায় বিদ্যমান রয়েছে, আর সে কিছু কূফী মুকাত্তাআ দীনারের বিনিময়ে বায়' সরফ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, জাইয হবে না। তবে শামী (সিরীয়) দীনারের বিনিময়ে বায়' সরফ করলে জাইয হবে। জানা প্রয়োজন যে, ওকালত সংশ্লিষ্ট শহরের প্রচলিত মুদ্রার সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সময়ে সেখানকার প্রচলিত মুদ্রা ছিল কূফিয়া মুকাত্তাআ ও শামী দীনার। সুতরাং তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমকালের বিচারে ফাতওয়া দিয়েছেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সময়ে শহরের প্রচলিত মুদ্রা ছিল শুধু শামী দীনার। সুতরাং তাঁরা সমকালের বিচারে ফাতওয়া দিয়েছেন। কাজেই এটা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সময়গত মতভেদ।

যদি কেউ কূফায় কোন ব্যক্তিকে এই মর্মে উকীল নিয়োগ করে যে, এই দীনারগুলোর বিনিময়ে গিল্লাহ্ (খুঁতযুক্ত) দিরহাম খরিদ করবে। তবে তার দ্বারা কূফার গিল্লা দিরহাম বাগদাদ প্রভৃতির নয়। আর যদি সে বাগদাদ কিংবা বসরার গিল্লা দিরহাম খরিদ করে এবং তা যদি কূফার গিল্লার অনুরূপ কিংবা তার চেয়ে বড় হয়, তবে জাইয হবে। পক্ষান্তরে তার চেয়ে ছোট হলে জাইয হবে না। আর যদি কেউ কাউকে এই মর্মে উকীল নিয়োগ করে যে, এই দিরহামগুলো এত শামী দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করবে এবং সে কূফী দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করবে এবং সে কূফী দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে যদি তা কূফী গায়র মুকাত্তাআ হয় এবং তার ওজনও শামী দীনারের অনুরূপ হয়, তবে এ বায়' মুআক্কিলের জন্য জাইয হবে। ইমাম বলেন, দীনার এর মধ্যে দিরহামের মত নয়। অর্থাৎ দিরহামের মধ্যে অধিক উত্তমের জন্য অধিক ওজন ধর্তব্য হয় না এবং দীনারের মধ্যে অধিক উত্তমের জন্য অধিক ওযন ধর্তব্য হয়। এমনকি তিনি বলেন, যদি এই মর্মে উকীল নিয়োগ করে যে, এই দিরহামগুলো এত শামী দীনারে বিক্রি করবে এবং সে তা এত কূফী দীনারে বিক্রি করে। আর কূফী দীনারের ওজন শামী দীনারের অনুরূপ হয়, তবে মুআক্কিলের জন্য এ বায়' জাইয হবে। অন্যথায় জাইয হবে না। আর কেউ যদি এ মর্মে উকীল নিয়োগ করে যে, এই দীনারগুলো এত কূফী গিল্লার দিরহামে বিক্রি করবে এবং সে বাগদাদের গিল্লা কিংবা বসরার গিল্লার বিনিময়ে বিক্রি করে, এ ক্ষেত্রে বসরার গিল্লা কূফার গিল্লার অনুরূপ হলে এ বিক্রি জাইয হবে এ ক্ষেত্রে উভয়ের ওজনের সমতার শর্ত নেই। আর যদি বলে যে, এই দিরহামগুলো পুরাতন দীনারে বিক্রি করবে এবং সে শামী দীনারে বিক্রি করে তবে এ বায়' মুআক্কিলের জন্য জাইয হবে না।

যদি কেউ অপর কাউকে এক হাজার দিরহাম ঋণ দেয় এবং ঋণগ্রহীতা তা হস্তগত করে। তারপর ঋণদাতা তাকে বলে যে, আমার যে দিরহাম তোমার উপর রয়েছে তাতে বায়' সরফ করে দাও আর এটা বলে যে, কার সাথে বায়' সরফ করবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এরূপ উকীল নিয়োগ করা শুদ্ধ নয়। আর এ বায়' ঋণগ্রহীতার জন্য হবে। আর সাহেবাইনের মতে এরূপ উকীল নিয়োগ করা শুদ্ধ হবে। আর বায়' ঋণদাতার জন্য হবে। আর যদি সে শুধু একথা বলে যে, তাকে বায়' সরফ করে দাও এবং এর চেয়ে বেশী কিছু না বলে, তবে সর্বসম্মতভাবে এরূপ উকীল নিয়োগ করা শুদ্ধ হবে না (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির উপর কোন এক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম ঋণ রয়েছে। সে ঋণদাতাকে কিছু দীনার দিলো এবং বললো যে, এটাকে বায়' সরফ করে নিজের পাওনা এর থেকে নিয়ে নাও। তারপর ঐ দীনার বায়' সরফ করার পূর্বে ঋণদাতার হাতে নষ্ট হয়ে গেলো। তবে ঐ ব্যক্তির মাল যাবে, যে দিয়েছিল। আর যদি সে বায়' সরফ করে এর দিরহামগুলো হস্তগত করে, তারপর নিজের পাওনা নেয়ার পূর্বে ঐ দিরহাম তার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তবু দীনারদাতার মাল যাবে। আর যদি সে তার পাওনা তার মধ্য থেকে নিয়ে নেয়, তারপর নষ্ট হয়, তবে এটা যাকে দীনার দেয়া হয়েছে, তার মালের মধ্যে গণ্য হবে। আর যদি

ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে কিছু দীনার দেয় এই বলে যে, এগুলো তুমি তোমার পাওনা উসুলের জন্য নিয়ে নাও, আর সে তা নিয়ে নেয়, তবে তা তার যামানতে চলে যাবে। আর যদি ঋণগ্রহীতা তাকে দীনার দেয় এবং বলে যে, নিজের পাওনার বিনিময়ে বিক্রি করে নাও এবং সে তার পাওনার সমান দিরহামের বিনিময়ে সেগুলো বিক্রি করে, তবে বিক্রি করার পর দিরহামগুলো হস্তগত করার দরুন তার পাওনা হস্তগতকারী বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি অপর কাউকে নিজের একটি কাঁকন বিক্রি করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং অপর কেউ তাকে একটি কাপড় বিক্রি করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং সে উভয়টিকে একই সাফ্ফায় এক দীনার ও দশ দিরহামের বিনিময়ে দীনার কাঁকনের মূল্য এবং দিরহাম কাপড়ের মূল্য এই শর্তে বিক্রি করে, তবে এ বিক্রি জাইয হবে। আর যদি সে কাঁকন দিয়ে তার মূল্য হস্তগত করে, তবু জাইয হবে। আর কাপড়ওয়ালা তাতে অংশীদার হবে না। আর যদি উভয়টিকে বিশ দিরহামে বিক্রি করে এবং দশ দিরহাম নগদ গ্রহণ করে, তবে এটা কাঁকনের মূল্য হবে এবং বিক্রি বৈধ হবে। আর সমুদয় কাঁকনওয়ালা পাবে। কাপড়ওয়ালা তাতে অংশীদার হবে না (আল-হাবী)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ বায়' সরফে রেহেন, হাওয়ালা ও কাফালা-এর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি কারো কাছ থেকে দশটি দিরহাম একটি দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে এবং দীনারটি দিয়ে দেয় আর দিরহামের বিনিময়ে রেহেন (বন্ধক) নিয়ে নেয়, তবে তা জাইয হবে (আল-মুহীত)। যদি তা নষ্ট হয়, অথচ সে মজলিসে বিদ্যমান রয়েছে, তবে তা তার বিনিময়ের (যার বিনিময়ে রেহেন নেয়া হয়েছে) মধ্যে নষ্ট হবে। আর আক্দ জাইয হবে। পক্ষান্তরে পৃথক হওয়ার পর নষ্ট হলে বায়' সরফ বাতিল হয়ে যাবে। আর ঐ ব্যক্তি নিজের পাওনা পূর্ণ গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে না (আল-বাহ্রুর রাইক)। যদি উভয় আক্দকারী পৃথক হয়ে যায় এবং রেহেন বিদ্যমান থাকে, তবে পৃথক হওয়ার কারণে বায়' সরফ বাতিল হয়ে যাবে। আর রেহেন গ্রহীতা ঐ রেহেনের জামিন হবে তার মূল্য ও ঋণের মধ্যে স্বল্পতরটির বিনিময়ে। আর রেহেন গ্রহীতা রেহেনদাতাকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দিলে রেহেনের যামানত বাতিল হয়ে যাবে।

আর যদি কেউ কারো কাছ থেকে একটি অলংকারযুক্ত তলোয়ার একটি দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে এবং তলোয়ারটি হস্তগত করে এবং দীনারটির পরিবর্তে কিছু রেহেন রাখে, তবে পূর্ববর্তী মাসআলার বিধানেই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ পৃথক হওয়ার পূর্বে বন্ধকী বস্তুটি নষ্ট হলে বায়' সরফ শুদ্ধ থাকবে। আর যদি উভয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং রেহেন বিদ্যমান থাকে, তবে সরফ বাতিল হয়ে যাবে। আর ঐ রেহেন তার মূল্য ও ঋণ উভয়ের মধ্য থেকে যেটি কম হবে তার বিনিময়ে যামানত হবে। আর যদি এই অবস্থা ঘটে যে, ক্রেতা দীনার দিয়ে দেয় এবং তলোয়ারের পরিবর্তে কিছু রেহেন নিয়ে নেয়। তারপর পৃথক হওয়ার পূর্বে তা তার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তবে বিক্রেতাকে তলোয়ার ক্রেতাকে দিয়ে দিতে বলা হবে। আর সে রেহেন নষ্ট

pdf By Syed Mostafa Sakib

হওয়ার দরুন তলোয়ার পাবে না। আর রেহেন গ্রহীতা তার রেহেনদাতাকে তলোয়ারের মূল্য ও রেহেনের মধ্যে স্বল্পতরটির ক্ষতিপূরণ দিবে (আল-মুহীত)। তলোয়ারের স্থলে রৌপ্যখচিত কোমরবন্ধ কিংবা জীনপোশ কিংবা রূপার বরতন বা রূপার পাত-এর ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ আর হাওয়ালা ও কাফালা সরফের ছমনের সাথে জাইয। সুতরাং উভয় আক্দকারী যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে জামিনদার কিংবা হাওয়ালাকারী কিংবা যার উপর হাওয়ালা করা হয়েছে, সে এই মজলিসের মধ্যে পরিশোধ করে দেয়, তবে আক্দ শুদ্ধ হবে। আর যদি উভয় আক্দকারী কিংবা একজনে পৃথক হয়ে যায় এবং জামিনদার কিংবা যে ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করা হয়েছে। সে উপস্থিত থাকে, তবু সরফ বাতিল হয়ে যাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ ছিনতাই ও গচ্ছিত বস্তুতে বায়' সরফের বিবরণ।

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো একটি রূপার কিংবা সোনার কাঁকন ছিনতাই করে নষ্ট করে ফেলে। তবে আমাদের মতে তার মূল্য ভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর ঢালাই করা পাত দ্বারা পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব আর ওজন ও মূল্যের ক্ষেত্রে কসমসহ ছিনতাইকারীর কথা ধর্তব্য হবে (আল-মাবসূত)।আর যদি কাযী ছিনতাইকারী থেকে ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু দ্বারা তার মূল্য পরিশোধের যামানত নেয়। তবে সে ঐ কাঁকনের মালিক হয়ে যাবে। তারপর যদি পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্বে কাঁকনের মালিক ছিনতাইকারী থেকে তার মূল্য নিয়ে নেয়। তবে যামানত নেয়া সর্বসম্মত ভাবে শুদ্ধ হবে। আর যদি মূল্য নেয়ার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবু ইমামত্রয়ের মতে যামানত নেয়া বাতিল হবে না। আর অনুরূপভাবে যদি মূল্যের উপর সমঝোতা করে, তবু জাইয হবে। আর যদি মূল্য নেয়ার ব্যাপারে তাকে এক মাস সময় দান করে, তবু তিন ইমামের মতে জাইয হবে (আয-যাখীরাহ)।

২. মাসআলা ঃ তদ্রূপ যদি কেউ কারো রূপা বা সোনার পেয়ালা ভেঙ্গে ফেলে, তবে তাকেও ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু দ্বারা সেটির মূল্য প্রদান করতে হবে। ভাঙ্গার ক্ষতি অল্প হোক বা বেশী (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা ঃ আর যদি কেউ কারো থেকে এক হাজার দিরহাম ছিনতাই করে, তারপর তা একশ' দীনারে তার থেকে খরিদ করে এবং পৃথক হওয়ার পূর্বে একশ' দীনার হস্তগত করে, তবে খরিদ করা জাইয হবে যদিও খরিদ করার সময় দিরহমগুলো তার হাতে না থাকুক। তদ্রূপ সে যদি তার সাথে (যার থেকে ছিনতাই করেছে) একশ' দীনারে সমঝোতা করে এবং পৃথক হওয়ার পূর্বে দীনারগুলো হস্তগত করে, তবু জাইয হবে। দিরহামগুলো ছিনতাকারীর কাছে বিদ্যমান থাকুক বা নষ্ট হয়ে যাক (আল-মুহীত)। তদ্রূপ যদি রূপার বরতন গসব করার পর মালিক থেকে তা খরিদ করে কিংবা ঐ শ্রেণীর কিংবা ভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে সমঝোতা করে এবং পৃথক হওয়ার পূর্বে মালিক বিনিময়ে বস্তু কবজা করে, তবু জাইয হবে। আর যদি বিনিময় বস্তু কবজা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে খরিদ করা কিয়াসগত

ও ইসতিহসানগতভাবে জাইয নয়। চাই গসবকৃত জিনিস বিদ্যমান থাকুক কিংবা নষ্ট হয়ে থাক। আর সমঝোতার রূপ এই যে, যদি গসবকৃত বস্তু প্রকৃতভাবে নষ্ট করে দেয়া হয়, যেমন গাসিব তা জ্বালিয়ে দিয়েছি কিংবা বিধিগত যেমন-তা দোষ যুক্ত হয়ে গেছে এবং গাসিব কসম খেয়েছে। আর বিনিময়ে বস্তু কবজা পাওয়ার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। তবে কিয়াসের দাবী হচ্ছে সমঝোতা বাতিল হবে এবং ইসতিহ্সান গত ভাবে বাতিল হবে না। আর যদি গসবকৃত বস্তু গাসিবের কাছে বিদ্যমান থাকে এবং সে তা স্বীকার করে আর মালিককে তা নিয়ে নিতে নিষেধ না করে, তবে সমঝোতা কিয়াসগত ও ইসতিহ্সানগত জাইয নয় (আয-যাখীরাহ)।

৪. মাসআলা ঃ যদি এরূপ ব্যক্তি-যার কাছে গচ্ছিত বস্তু রয়েছে ঐ গচ্ছিত বস্তু তার ভিন্ন শ্রেণীর বিনিময়ে খরিদ করে এবং এখন পর্যন্ত ক্রেতা নতুনভাবে কবজা করেনি ইতোমধ্যে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। তবে বায়' সরফ বাতিল হয়ে যাবে (আন-নাহরুল ফাইক)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ কারো কাছে একটি অলংকারযুক্ত তলোয়ার গচ্ছিত রাখল এবং সে তা নিজের ঘরে রেখে দিলো। তারপর সে একটি কাপড় ও দশ দিরহামের বিনিময়ে তার থেকে ঐ তলোয়ারটি খরিদ করত কাপড় ও দশ দিরহাম তাকে দিয়ে ছিল। তারপর উভয়ে পৃথক হয়ে গেল। তবে সম্পূর্ণ বায়' ভেঙ্গে যাবে। আর অনুরূপ যদি ঐ তলোয়ারটি একটি অলংকার যুক্ত তলোয়ারের বিনিময়ে খরিদ করে তাকে দিয়ে দেয় এবং গচ্ছিত তলোয়ারের উপর নতুন কবজা না করে আর উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। তবে বায় ভেঙ্গে যাবে। আর যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে কবজা করে, তবে জাইয হবে। আর প্রত্যেকের রূপা অপরজনের রূপার বিনিময়ে এবং প্রত্যেকের খাপ ও ফল অপরজনের খাপ ও ফলার বিনিময় হবে (আল্-হাবী)। সুতরাং যদি অলংকারের মধ্যে কিছু আধিক্য ও বাড়তি থাকে, তবে এই বাড়তি অপর জনের খাপ ও ফলার বিনিময় করে দেয়া হবে (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহাম আমানত থাকে। তারপর সে সেগুলোর বিনিময়ে একশ' দীনার খরিদ করে এবং আমানতকারী উভয়ের পৃথক হওয়ার পূর্বে খরিদ অনুমতি দেয়, তবে বায়' জাইয হবে। আর আমানতকারীর উপর যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে তাকে এক হাজার দিরহাম দেয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি উভয়ে পৃথক হওয়ার পরে সে অনুমতি দেয়, তবে আমানতকারীর ইখতিয়ার রয়েছে, চাইলে ঐ ব্যক্তি থেকে নিজের মালের যামানত নিবে এবং বায়' জাইয হবে। কিংবা দীনার বিক্রেতা থেকে যামানত নিবে এবং বায়' ভেঙ্গে যাবে (আল-মুহীত ঃ বিবিধ মাসাইল অনুচ্ছেদ)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কিছু দিরহাম ও কিছু দীনার কোন ব্যক্তির কাছে আমানত থাকে, তারপর সে দিরহামগুলোকে কিছু দীনারের বিনিময়ে কিংবা দীনারগুলো কিছু দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং পরস্পরে কবজা করে তারপর আমানতকারী আসে এবং সে তা বিক্রেতা থেকে নিয়ে নেয়। যদি উভয়ে পৃথক না হয়। তবে তাকে সেটির অনুরূপ পরিশোধ করতে হবে, আর যদি উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে বায়' বাতিল হয়ে যাবে যদি আমানতকারী তা কবজা না করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি আমানতকারী তা কবজা না করে বিক্রির অনুমতি দেয়, তবে আমাদের মতে জাইয হবে। আর আমানত গ্রহণকারীর কর্তব্য হবে আমানতকারীকে তার অনুরূপ পরিশোধ করা (আল্-মাবসূত)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হরবে বায়' সরফ হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান কিংবা কোন যিম্মী নিরাপত্তা নিয়ে কিংবা বিনা নিরাপত্তায় দারুল হরবে গেলো এবং কোন হরবীর সাথে সূদভিত্তিক কোন চুক্তি করলো যেমন-এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে কিংবা বাকির মেয়াদের এক দিরহাম এক দীনারের বিনিময়ে খরিদ করলো কিংবা তাদের কাছে শরাব কিংবা শূকর কিংবা মুর্দার কিংবা রক্ত মালের বিনিময়ে বিক্রি করলো।তবে এসব ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জাইয। আর কাযী আবূ ইউসুফ (র) বলেন, মুসলমান ও হরবীর মধ্যে দারুল হরবে তা-ই জাইয হবে, যা দুইজন মুসলমানের মধ্যে জাইয (জাওয়াহারুল আখলাতী)।

২. মাসআলা ঃ তবে তারফায়নের অভিমতই বিশুদ্ধ। গ্রন্থকার বলেন, আমি কোন কোন কিতাবে দেখেছি যে, এই মতভেদ হবে তখন যখন তাদের থেকে দুই দিরহাম এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করবে। পক্ষান্তরে এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলে সর্ব সম্মতভাবেই জাইয নয় (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কোন হরবী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে আসে এবং তার কাছে কোন মুসলমান এরূপ বিক্রি করে যাতে সূদ রয়েছে) তবে জাইয হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪. মাসআলা ঃ যদি একজন মুসলমান– যে নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে গিয়েছে–এক ব্যক্তির সাথে– যে সেখানে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং দারুল ইসলামে হিজরত করেনি -ক্রয় বিক্রয় করে এবং এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে জাইয হবে না (আল-হাবী)। আর দুই মুসলমান ব্যবসায়ীর মধ্যে দারুল হরবে তাই জাইয হবে। যা দারুল ইসলামে জাইয আছে (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ দুইজন হরবী দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারপর পরস্পরে সুদ কিংবা শরাব অথবা শূকর ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় করেছে, তবে ইমাম হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে। আর সাহেবায়নের মতে জাইয নয় এবং সূদ ফেরত দিবে। আর যদি পরস্পরে কবজা করার পূর্বে উভয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে, তবে আকদ বাতিল হয়ে যাবে। আর যার মধ্যে কবজা হয়েছে, তার মধ্যে আক্দ সহীহ্ হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কোন মুসলিম ব্যবসায়ী কোন হরবীকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এক হাজার দিরহাম ধার দেয়। তবে জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি কিছু হরবী ব্যবসায়ী দারুল ইসলামে নিরাপত্তা নিয়ে আসে এবং একে অপরের থেকে এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে, তবে ইমাম বলেন, আমি তার অনুমতি দেবো না। শুধু তাই জাইয রাখবো, যা মুসলমানের মধ্যে জাইয আছে। আর যদি যিম্মী লোকেরা এরূপ করে, তবু এই বিধান প্রযোজ্য (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ আর অনুরূপভাবে যদি আমাদের দুই কয়েদী অর্থাৎ মুসলমান দারুল হরবে এরূপ করে, তবু এই বিধান প্রযোজ্য (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ আর যদি এক হরবী অপর হরবীর কাছে এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে, তারপর মুসলমান কিংবা যিম্মী হয়ে দারুল ইসলামে আসে এবং উভয়ে কাযীর দরবারে মুকাদ্দমা দায়ের করে, আর যদি তা পরস্পরের কবজার পরে হয়, তবে কাযী তা বাতিল করবে না। আর যদি তার পূর্বে হয়, তবে কাযী তা বাতিল করে দিবেন।

আর অনুরূপ ভাবে যদি উভয়ে দারুল হরবে সূদের আকদ করে, তারপর পরস্পরে কবজার পূর্বে দারুল ইসলামে চলে আসে। তারপর এখানে পরস্পরে কবজা করে। তারপর কাযীর দরবারে পেশ করে, তবে কাযী এটিও ভেঙ্গে দিবেন (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ আর অনুরূপ ভাবে যদি মুসলমান কোন হরবীর সাথে দারুল হরবে এরূপ বেচাকেনা করে। তারপর হরবী মুসলমান হয় এবং পরস্পরে কবজার পূর্বে দারুল ইসলামে চলে যায়। আর যদি সে কাযীর সামনে মুকাদ্দমা উত্থাপন করে, তবে কাযী তা বাতিল করে দিবেন। আর যদি উভয়ে দারুল হরবে পরস্পরে কবজা করে থাকে, তারপর মুকাদ্দমা দায়ের করে। তবে আমি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবো না (আল-মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ আল্-মুনতাকায় লিখিত আছে, কেউ কারো কাছে একটি দীনার বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলো এবং পরস্পরে কবজা করলো। তারপর দিরহাম বিক্রেতা কবজাকৃত দীনারটি এক কীরাত কম পেলো। তবে ইমাম বলেন, তার ইখতিয়ার থাকবে এক কীরাতের বিপরীতে এক দিরহাম ফেরত নেয়ার। কেননা, প্রতিটি দীনার বিশ কীরাতের হয়ে থাকে। তদ্রূপ তার ইখতিয়ার থাকবে দীনার ফেরত দিয়ে নিজের দিরহাম নিয়ে নেয়ার কেননা, সেটি দোষযুক্ত হয়ে গেছে। তবে ইচ্ছা করলে সে তা রেখে দিতে পারে, সে ক্ষেত্রে হুবহু ঐ দীনার ছাড়া আর কিছু পাবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে দীনারের লোকসান ফেরত নিবে। আর ইচ্ছা করলে হুবহু ঐ দীনার রেখে দিবে। অন্যথায় তাকে ফেরত দিবে এবং বিশ অংশের মধ্য থেকে উনিশ অংশ এক দীনার থেকে নিবে। সুতরাং দীনার বিক্রেতা এক অংশ এবং সে উনিশ অংশ পাবে (আল-মুহীত)। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন— কেউ যদি কারো কাছে থেকে দশ দিরহাম ওজনের রূপা দশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে এবং অতিরিক্ত এক 'দানীক' তা সে হেবা করে। তবে চুক্তির শর্তভুক্ত না হলে তা জাইয হবে। মাশায়েখ কিরাম বলেন, দাং হেবা করা শুধু'সেই ক্ষেত্রে শুদ্ধ যখন দিরহাম ভাঙ্গা ক্ষতিকর হয়। ভাঙ্গা ক্ষতিকর না হলে এটা জয়েয নয় (আয-যাখীরাহ্)।

২. মাসআলা ঃ আবূ সুলায়মান আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কাছে কিছু দিরহাম কিছু দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে পরস্পরে কবজা করে এবং উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তারপর যে, ধরনের দিরহাম দেয়া স্থির হয়েছিল, তা ব্যতীত অন্য ধরনের দিরহাম পায়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যদি শর্তের চেয়ে কম পায় তবে সেটি বদলিয়ে নিবে। আর যদি তার চেয়ে উত্তম পায়, তবে বদলাতে পারবে না। এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে। যখন এ দিরহামও শর্ত অনুযায়ী দিরহামের প্রত্যেক শহর ও প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয়ে চালু থাকে। আর যদি কোন কোন ক্রয়-বিক্রয়ে কিংবা কোন কোন শহরে চালু না থাকে, তবে তা বদলাতে পারে। আর ইচ্ছা করলে এটা সে উপেক্ষাও করতে পারে। আর এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াস হলো, যদি তার মধ্যে এই লোকসান থাকে, তবে তা ভেজাল পর্যায়ের। আর যদি তৃতীয়াংশ থেকে বেশী এরূপ হয়, তবে সে হিসাবে বায়' ভেঙ্গে যাবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ হিশাম বলেন, আমি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম। কোন এক ব্যক্তি একটি দিরহাম একটি দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলো। অপর একজনে অপর জনকে একটু ঝোঁক দিলো এবং ঝোঁকওয়ালা তা তাকে হালাল করে দিলো। এখন এ ব্যাপারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনার অভিমত কি? ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বললেন, এটা জাইয হবে। কেননা, তা বিভক্ত হয় না (আয-যাখীরাহ)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ একটি রূপার আংটি যাতে নগীনা আছে, কিছু দিরহাম কিংবা কিছু দীনারের বিনিময়ে খরিদ করলো। তারপর তা কবজা করে পৃথক হওয়ার পূর্বে বা পরে নগীনা ও আংটি আলাদা করলো। আর এই আলাদা করা তার জন্য ক্ষতিকর। তারপর ছমন দেয়ার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে গেলো। তবে সমুদয় বায়' বাতিল। ক্রেতা বিক্রেতাকে নগীনা ও তার লোকসান ফেরত দিবে। আর যদি তার সাথে রূপার মধ্যে ও লোকসান আসে, কিংবা কেবল রূপার মধ্যে লোকসান আসে, তবে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু তার মূল্য সোনার শ্রেণীর ঢালাই করা পাত দিবে। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে ফেরত দিতে পারে না। যখন বিক্রেতা শুধু সেটি ফেরত নিতে চায়, আর ক্রেতা তার সাথে লোকসান দিবে না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ যাতে ইয়াকূতের নগীনা যুক্ত একটি রূপার আংটি একশ' দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে। তারপর বিক্রেতার হাতে নগীনা নষ্ট হয়। তবে ক্রেতার ইচ্ছা সে আংটি ত্যাগ করবে কিংবা তার গোলামটি একশ' দীনারে নিয়ে নিবে (খাযানাতুল আকমাল)। পক্ষান্তরে কিছু দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলে তবে তার ইখতিয়ার সে আংটির গোলকটি তার সমান রূপায় নিতে পারে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে এক হাজার দিরহাম করয দেয় এবং সে জন্য একজন জামিনদার নেয়। তারপর জামিনদার করযদাতার সঙ্গে দশ দীনারে সমঝোতা করে এবং করযদাতা তা কবজা করে, তবে তা জাইয হবে। তখন জামিনদার ঐ হাজার দিরহাম নিজে উসুল করে নিবে। পক্ষান্তরে একশ' দিরহামে সমঝোতা হলে করযদার থেকেও শুধু একশ' দিরহাম নিবে। এতো গেলো জামিনদার ও করযদাতার সমঝোতা। আর যদি জামিনদার করযদারের মাঝে সমঝোতা হয় আর করযদাতাকে জামিনদার কিছু পরিশোধ করার পূর্বে এই সমঝোতা ঘটে, তবে সমঝোতা শুদ্ধ হবে– যদি জামিনদার করযদার থেকে দশ দীনার নিয়ে হস্তগত করে।

আর করযদার জামিনদারের সমঝোতা উভয়ের কাছে করযদাতার তাগাদা করার অধিকার বাতিল করবে না। সুতরাং সে উভয়ের কাছেই তাগাদা করতে পারবে। যদি সে জামিনদার থেকে একশ' দিরহাম গ্রহণ করে, তবে জামিনদার করজদার থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি সে করযদার থেকে তলব করে তার থেকে নিয়ে নেয়, তবে করজদারের ইখতিয়ার থাকবে জামিনদার থেকে এক হাজার দিরহাম নিয়ে নেয়ার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিতে পারবে না। যখন জামিনদার যে দীনার করযদার থেকে নিয়েছে, তা সে তাকে ফেরত নিতে চায় (আয-যাখীরাহ)।

৭. মাসআলা ঃ জামিনদার যদি চায় এ কথার অর্থ হলো, করযদার যদি জামিনদারের কাছ থেকে একশ' দিরহাম নিতে চায়, তখন জামিনদার যদি তাকে বলে যে, আমি তোমার নিকট

থেকে যে দীনারগুলো নিয়েছি, তা তোমাকে ফেরত দিবো এবং এক হাজার দিরহাম তোমাকে দিবো না, তবে জামিনদার তা বলতে পারবে। কেননা, জামিনদার করযদারকে বলবে যে, আমি তোমার থেকে দীনারগুলো গ্রহণ করেছি সমঝোতার ভিত্তিতে আর সমঝোতার ভিত্তি হচ্ছে কোন হক ব্যতীত উপেক্ষা করা ও এড়িয়ে যাওয়া।

আর আমি আমার কোন হক ব্যতীত এড়িয়ে যেতে রাযী হয়েছি এই শর্তে যে, আমি করযদাতার করয পরিশোধ করবো একথা জেনে যে, করযদাতা কোন হক ব্যতীত আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখন যেহেতু তুমি আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ এক হাজার দিরহাম নিতে চাও, সেহেতু এই সমঝোতা করার আমার যে উদ্দেশ্য ছিল তা পণ্ড হয়ে গেছে। কাজেই আমি তাতে রাযী নই। জামিনদারের জন্য এটা হুজ্জত হতে পারে। সুতরাং তার ইখতিয়ার থাকবে করযদাতাকে এক হাজার দিরহাম দেয়ার কিংবা তাকে দশ দীনার দেয়ার (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ আর যদি একটি কাপড় ভাঙ্গা দশ দিরহামে কোন মেয়াদ বিক্রি করে। এবং মেয়াদের সময় ক্রেতা দোষ মুক্ত নয়টি দিরহাম হাযির করে বলে যে, এই নয়টি ঐ দশটির বিনিময়ে তবে জাইয হবে না। অবশ্য বৈধতা দানের কৌশল এই হতে পারে যে, সে এই নয় দিরহাম পরিশোধ করবে।

তারপর বিক্রেতা অবশিষ্ট এক দিরহাম তাকে ক্ষমা করে দিবে। যদি ক্রেতা মনে করে যে, বিক্রেতা এরূপ করবে না। সে ক্ষেত্রে কৌশল এই হবে যে, এই নয় দিরহাম ও এক পয়সা কিংবা এরূপ কোন তুচ্ছ বস্তু দিয়ে সমঝোতা করে নিবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি দিরহাম দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং একটিতে ওযনের দিক থেকে কিছু বেশী থাকে, আর অপরটির সাথে কিছু পয়সা থাকে, তবে জাইয হবে। কিন্তু আমি তাকে মাকরূহ্ মনে করি। কেননা মানুষে এরূপ অভ্যাস করে নিবে এবং না জাইয ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এতে কোন ভয় নেই। আর এটা এরূপ বিশুদ্ধ হতে পারে যে, অতিরিক্তটুকু পয়সার বিনিময়ে হবে (মুহীত আস্-সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ আল্-মুনতাকায় আছে, কোন এক ব্যক্তি একশ' দিরহামের একটি কোমরবন্ধ এই শর্তে খরিদ করলো যে, ঐ কোমরবন্ধে পঞ্চাশ দিরহামের অলংকার আছে এবং পরস্পরে কবজা করলো। আর এ শর্ত লাগিয়েছিল যে, তার অলংকারের রূপা হচ্ছে সাদা। তারপর ভাঙ্গার পর জানা গেলো যে, তা হচ্ছে কালো। তবে তা জাইয হবে এবং কিছু ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি কিছু অলংকার রাং পায়, তবে বায়' ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি সে অলংকার নষ্ট করে ফেলে, তবে সোনার শ্রেণীতে তার মূল্য দিবে এবং রাং এর মূল্য দিবে আর তসমা ফেরত দিবে। আর যদি তসমায় লোকসান আসে, তবে তার ক্ষতিপূরণও দিবে। আর যদি অলংকারে রাং না পায়। কিন্তু অলংকারে মাত্র চল্লিশ দিরহাম বের হয়, তবে তা ফেরত দিবে কিংবা দশ দিরহাম ফেরত নিবে।

আর যদি অলংকারে ষাট দিরহাম পায়, আর যদি উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে বায়' ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি পৃথক না হয়, তবে ক্রেতা ইচ্ছা করলে দশ দিরহাম বাড়িয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিবে এবং বায়' জাইয রাখবে কিংবা বায়' ভেঙ্গে দিবে। আর যদি ছমন হিসাবে দীনার স্থির হয় এবং উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, আর মাসআলা এরূপই থাকে, তবে বায়' জাইয হবে। যেমন যদি এটি রূপার কাঁকন এই শর্তে যে, তাতে দশ দিরহাম আছে। এক দীনারে বিক্রি করে, তারপর তাতে বিশ দিরহাম বের হয়, তবে বায়' জাইয (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ আল-মুজাররাদে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি সাররাফী (মুদ্রা ব্যবসায়ী) দুই হাজার দিরহাম একশ' দীনারে বিক্রি করে, অথচ তার কাছে দিরহাম নেই, তবে আমি তাকে বাধ্য করবো যেন সে দিরহাম খরিদ করে বা করয করে তাকে পরিশোধ করে। অনুরূপভাবে যদি অপর ব্যক্তির কাছে দীনার না থাকে, তবে তাকেও আমি বাধ্য করবো সাররাফীকে একশ' দীনার পরিশোধ করতে। এটা হলো উভয়ে পৃথক না হওয়ার আগের কথা। আর যদি উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে সরফ বাতিল হয়ে যাবে (খাযানাতুল আকমাল)।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি এক সাররাফীর কাছে এক হাজার গিল্লা দিরহামে নয়শ' খাঁটি দিরহামও একশ' পয়সায় বিক্রি করলো এবং পরস্পরে কবজা করলো। তারপর উভয়ের পৃথক হওয়ার পর গিল্লার হাজার দিরহাম সাররাফীর কাছ থেকে কোন হকদার নিয়ে গেলো। তবে সাররাফী যার কাছ থেকে গিল্লা দিরহাম খরিদ করেছে, তার কাছ থেকে নয়শ' খাঁটি দিরহাম–যা সে দিয়েছে এবং একশ' গিল্লা দিরহামের দাম একশ' পয়সা যা সে দিয়েছে, তা ফেরত নিবে। আর যদি উভয়ে পৃথক না হয়, এমনটি ঐ দিরহামগুলোর হকদার প্রতিপন্ন হয়, তবে সাররাফী তার অনুরূপ গিল্লার হাজার দিরহাম নিয়ে নিবে।

আর যদি উভয়ের পৃথক হওয়ার পর একশ' পয়সা হকদার নিয়ে যায়, তবে ক্রেতা সাররাফী থেকে একশ' পয়সার অনুরূপ নিয়ে নিবে। আর যদি পৃথক হওয়ার পর নয়শ' খাঁটি দিরহামের হকদার প্রমাণিত হয়, তবে সাররাফী থেকে খাঁটি দিরহামগুলোর মূল্য নয়শ' গিল্লা দিরহাম নিয়ে নিবে। আর যদি উভয়ের পৃথক হওয়ার পর নয়শ' খাঁটি দিরহাম ও একশ' পয়সা হকদার নিয়ে নেয়, তবে সাররাফী থেকে নয়শ' গিল্লা দিরহাম ও একশ' পয়সা ফেরত নিবে।

আর যদি ঐ ব্যক্তির হাত থেকে খাঁটি দিরহাম ও পয়সা সব নিয়ে যায় এবং সাররাফীর কাছ থেকে গিল্লার সব দিরহাম নিয়ে নেয়, আর যদি তা উভয়ে পৃথক হওয়ার পর হয়, তবে দিরহাম ও পয়সা সমুদয়ের বায়' ভেঙ্গে যাবে। আর যদি উভয়ে পৃথক না হয়, তবে প্রত্যেকে অপর থেকে তার অনুরূপ নিবে এবং বায়' সম্পূর্ণ হবে (আল- মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ হাসান ইব্ন যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নগীনা বিশিষ্ট একটি আংটি দুই নগীনা বিশিষ্ট দুইটি আংটির বিনিময়ে বিক্রি করায় কোন ভয় নেই। আর অনুরূপ ভাবে একটি অলংকার বিশিষ্ট তলোয়ার দুইটি তলোয়ারের বিনিময়ে বিক্রি করার মধ্যে কোন দোষ নেই (আয-যাখীরাহ)।

১৩. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন, যদি দুধের মতে সাদা দশ দিরহাম সুরমার মতো কালো দশ দিরহামের বিনিময়ে কেউ বিক্রি করে, তা

শুদ্ধ হবে না। কেননা, সাদা দিরহামে কমতি রয়েছে এবং সুরমার মতো কালো রং এর কোন মূল্য নেই (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যার মধ্যে খাদ রয়েছে। তা যদি বর্ণনা করে দেয় কিংবা তা স্পষ্ট দেখা যায়, তবে তা বিক্রি করা কোন দোষ নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও এই অভিমতই পোষণ করেন।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তামার উপর রূপার প্রলেপ দিলো। যে পর্যন্ত তা বর্ণনা না করবে, বিক্রি করবে না। এবং বলেন যে, মেকী দিরহাম যদি বর্ণনা করে দেয়, তবে তা দ্বারা খরিদ করায় কোন দোষ নেই। আর শাসকের উচিত তা ভেঙ্গে ফেলা। কেননা, হয়তো তা এমন ব্যক্তির হাতে পড়বে, যে তা প্রকাশ করবে না (আয-যাখীরাহ)।

১৪. মাসআলা ঃ বিশর (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মাকরূহ মনে করি যে, কোন ব্যক্তি ভেজাল, খাদযুক্ত মেকী, সুরমারঙ্গী কিংবা বুখারিয়া দিরহাম কাউকে দিবে যদিও তা বর্ণনা করে দিবে এবং গ্রহণকারী তা গ্রহণ করার সময় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করবে। কেননা, এগুলোর প্রচলনে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যাতে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা মাকরূহ্।

তিনি বলেন, শুধু উভয় লেনদেনকারী রাযী হলে তাতে ফায়দা নেই। কেননা, হয়তো মূর্খ লোক প্রতারিত হবে। দুষ্ট লোক ধোঁকা দিবে। সুতরাং লোকদের মধ্যে যে জিনিসের প্রচলন বৈধ নয়, তার প্রচলন বন্ধ করে দেয়া উচিত। আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে তা চালাবে, তাকে শাস্তি দেয়া উচিত (আল-মুহীত)।

অধ্যায় ঃ কাফালা

[এ অধ্যায়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ কাফালা এর সংজ্ঞা, রুকন ও শর্তসমূহের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কারো কারো মতে কাফালা অর্থ হল তাগাদার ক্ষেত্রে নিজের দায়কে অপরের দায় সঙ্গে যুক্ত করা, আর কেউ কেউ তাগাদার স্থলে দায় বা ঋণ বলেছেন। অর্থাৎ অপরের ঋণের ক্ষেত্রে নিজের দায়কে সম্পৃক্ত করা। প্রথমটি বিশুদ্ধতর (হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ কাফালতের রুকন ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ঈজাব ও কবুল। আর এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম অভিমত। তাই শুধু কাফীলের (জামিনদার) দ্বারা কাফালত (জামিনদারিত্ব) পূর্ণ হয় না। চাই মালের কাফালত করুক কিংবা ব্যক্তির কাফালত। যে পর্যন্ত ঐ মজলিসে মাকফূল লাহুর (যার জন্য কাফালত করা হয়েছে) পক্ষ থেকে কবূল না পাওয়া যাবে। কিংবা তার পক্ষ থেকে অপর কোন ব্যক্তি কবূল না করবে। অথবা মাকফূল লাহু নিজে ঈজাব করবে কিংবা তার পক্ষ থেকে অপর কোন ব্যক্তি ঈজাব করবে। যেমন- ঋণদাতা কোন এক ব্যক্তিকে বললো, তুমি আমার জন্য অমুক ব্যক্তির কাফীল (জামিন) হও। আর সে বললো, আমি কাফীল হলাম। অথবা অপর কোন ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তিকে বললো যে, তুমি অমুক ব্যক্তির জন্য অমুক ব্যক্তি বা তার মালের কাফীল হও। আর ঐ ব্যক্তি বললো যে, আমি কাফীল হলাম। তবে কাফালত শুদ্ধ হবে। আর মজলিস বহির্ভূত কাফালত মাকফূল লাহুর অনুমতির উপর নির্ভরশীল। আর যে পর্যন্ত সে কাফালতের অনুমতি না দিবে, সে পর্যন্ত কাফীলের ইখতিয়ার থাকবে নিজকে কাফালত থেকে বের করে নেয়ার। আর যদি এগুলোর কোন একটি না পাওয়া যায়, যেমন, কাফীল বললো, আমি অমুকের জন্য অমুকের ব্যক্তিসত্তার কাফীল বা জামিন হলাম। কিংবা অমুক ব্যক্তির উপর অমুকের যে ঋণ রয়েছে, আমি তার কাফীল বা জামিন হলাম। তবে তা নির্ভরশীল হবে না। এমনটি ঋণদাতা তা কবূল করলেও শুদ্ধ হবে না। তারপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তার প্রথম অভিমত প্রত্যাহার করে বলেন যে, কাফালত শুধুমাত্র কাফীলের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। অপরপক্ষ হতে সম্মতি হোক বা না হোক (আল-মুহীত)। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমতের অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, তার মতে ঋণদাতার সম্মতি সাপেক্ষে জাইয হবে। সে সম্মত না হলে বাতিল হয়ে যাবে। আর কেউ কেউ বলেন যে, নাফিয হওয়ার সাথে জাইয হবে। ঋণদাতার রাযী হওয়ার শর্ত নয়। আর এটাই বিশুদ্ধতম (আল-কাফী) ও আল-বাহরুর রাইক)। আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ আর যদি ঈজাব কিংবা কবূল মাকফূল আনহুর (যার পক্ষ থেকে কাফীল জামিন হয়েছে) তরফ থেকে পাওয়া যায়, যেমন, করযদার কাউকে বললো যে, তুমি অমুক ব্যক্তির জন্য আমার সত্তার কিংবা যে অর্থ-সম্পদ সে আমার কাছে পাবে, তার জামিন হও, কিংবা কোন ব্যক্তি কোন করযদার তা কবূল করে। তবে যদি ঈজাব কিংবা কবূল করযদারের পক্ষ থেকে তার সুস্থাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে এ জামিন হওয়া ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে শুদ্ধ হবে না। আর এটিই ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম অভিমত। আর মাকফূল আনহুর ঈজাব কিংবা কবূল অস্তিত্বহীন পর্যায়ের হবে। আর যদি করযদারের পক্ষ থেকে এই ঈজাব তার রোগাক্রান্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। আর সে যদি তার ওয়ারিসকে এরূপ বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির জন্য আমার পক্ষ থেকে সে যে সম্পদ আমার কাছে পাবে। তার জামিনদার হয়ে যাও, তারপর ঐ রোগেই সে মারা যায়, তবে কিয়াসের দাবী হলো ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জামিন হওয়া শুদ্ধ হবে না। আর ইসতিহ্সানস্বরূপ শুদ্ধ হবে। সুতরাং সে যদি মারা যায়, তবে কাফালতের বিধান অনুযায়ী ওয়ারিস পাকড়াও হবে- যদিও মাকফূল লাহু (কাফালতের কবূলের সময়) উপস্থিত না থাকে (আল-মুহীত)। আর যদি কোন মীরাস না রেখে মারা যায়, তবে ওয়ারিস তা পরিশোধ করার জন্য পাকড়াও হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪. মাসআলা ঃ আর যদি করযদার কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বলে এবং সে জামিন হয়, তবে তাতে মাশায়েখের মতভেদ রয়েছে কেউ কেউ বলেন যে, এই জামিন হওয়া শুদ্ধ নয়, কেননা, নিজের উপর আবশ্যক না করা পর্যন্ত আজনবী ব্যক্তির কাছে তার করয তলব করা যাবে না। তাই রোগগ্রস্ত ও সুস্থ ব্যক্তি তার হকের ব্যাপারে সমান হলো। আর কেউ কেউ বলেন যে, এই জামিন হওয়া শুদ্ধ হবে। কেননা, রোগগ্রস্ত এর পূর্বে নিজের সত্তার প্রতি খেয়াল রেখেছে,আর আজনবী ব্যক্তি যখন তার নির্দেশে করয পরিশোধ করেছে, তখন সে তা তার মীরাস থেকে নিয়ে নিবে। তাই এটা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে শুদ্ধ হবে। কেননা, সে মৃত্যুর অবস্থায় নিপতিত। আর মরণাপন্ন বিপদের কারণে সে তাকে করযদাতার স্থলবর্তী করেছে। আর এরূপ হালত সুস্থাবস্থায় হয় না। সুতরাং এতে কিয়াসের বিধান গৃহীত হবে (আল–আয়নী)। আর এটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত (ফাতহুল-কাদীর) আর যদি ওয়ারিসগণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বলে যে, তোমার উপর লোকদের যে করয রয়েছে, আমরা তার সমুদয়ের জামিন হলাম। আর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তাদের এরূপ জামিন হতে না বলে থাকে এবং করযদাতা উপস্থিত না থাকে, তবে এই জামিন হওয়া শুদ্ধ হবে না। আর যদি তারা এরূপ কথা তার মৃত্যুর পরে বলে, তবে ইসতিহ্সানস্বরূপ জামিন হওয়া শুদ্ধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কাফালতের শর্তসমূহ চার প্রকার

১. মাসআলা ঃ প্রথম প্রকার হল ঃ কাফীল বা জামিনদারের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আকিল ও বালেগ হওয়া। আর এটা কাফালত সম্পন্ন হওয়ার শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, নাবালেগ ও পাগলের পক্ষ হতে কাফালত সম্পন্নই হবে না। কিন্তু ওয়ালী যখন ইয়াতীমের

খোরপোসের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে এবং তাকে মালের জামিন হতে বলে তখন তার জামিন হওয়া জাইয হবে। কিন্তু যদি তাকে নিজের সত্তার জামিন হতে বলে দেয় তবে তা জাইয হবে না (আল-বাহরুর রাইক)। আর যদি নাবালেগ সত্তা কিংবা মালের জামিনদার হয়, তারপর বালেগ হয়ে জামিনদার হওয়া স্বীকার করে, তবে সে তাতে পাকড়াও হবে না। কেননা, সে বাতিল জামিনদারিত্ব স্বীকার করেছে। তাই যদি নাবালেগ বালেগ হওয়ার পর তার ও করযদাতার মধ্যে ঝগড়া হয় এবং করযদাতা বলে যে, তুমি বালেগ অবস্থায় জামিন হয়েছিল এবং সে বলে যে, আমি নাবালেগ অবস্থায় জামিন হয়েছি, তবে ছেলের কথাই ধর্তব্য হবে। আর যদি সে বলে যে, আমি যখন জামিনদার হয়েছি, তখন আমি পাগল ছিলাম কিংবা আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম। কিংবা আমি বক্ষব্যাধিগ্রস্ত ছিলাম এবং করযদাতা তা অস্বীকার করে বলে যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় জামিন হয়েছো। তবে যদি প্রায়শই তাকে এরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে দেখা গিয়ে থাকে, তাহলে স্বীকারকারীর কথা ধর্তব্য হবে। আর যদি ইতোপূর্বে তাকে এরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে না দেখা গিয়ে থাকে, তবে করযদাতার কথা ধর্তব্য হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ আরেকটি শর্ত হচ্ছে আযাদ বা স্বাধীন হওয়া। আর এটা হচ্ছে ঐ কারবার চালু হওয়ার শর্ত। সুতরাং নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের জামিনদার হওয়া জাইয হবে না। কিন্তু কাফালত জাইয হবে। এমনকি আযাদ হওয়ার পর তাকে পাকড়াও করা হবে। আর কাফালের সুস্থাবস্থা শর্ত নয়। সুতরাং মৃত্যুশায়ী ব্যক্তির জামিনদার হওয়া তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা শুদ্ধ হবে (আল-বাদাই)।

৩. মাসআলা ঃ দ্বিতীয় প্রকার সেই সব শর্ত, যা আসীল (করযদার)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে একটি শর্ত এই যে, আসীলের এরূপ উপযুক্ত হতে হবে যে, কাফীল নিজে কিংবা নিজের স্থলাভিষিক্তের মাধ্যমে ঐ মাল পরিশোধ করতে সক্ষম। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে নিঃস্ব মৃত ব্যক্তির ঋণের জামিন হওয়া শুদ্ধ হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে শুদ্ধ হবে (আল-বাদাই)। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতই বিশুদ্ধ (আস্-যাদ)। আর যদি ঐ মৃতব্যক্তি কিছু পরিমাণ মাল রেখে যায়, তবে সেই পরিমাণ জামিন হওয়া জাইয হবে (মুহীত আস্-সারাখসী)।

৪. মাসআলা ঃ আরেকটি শর্ত হচ্ছে মাকফূল আনহু পরিচিত হওয়া যদি কাফালত বা জামিনদারিত্ব কারো সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এমনকি কেউ যদি অপর কেউকে বলে যে, তুমি যা কিছু কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছো আমি তোমার জন্য তার জামিন হলাম। তবে এ কাফালত বাতিল হবে। আর যদি বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যা পাবে কিংবা অন্য অমুক ব্যক্তির কাছে যা তুমি পাবে তোমার জন্য তার জামিন হলাম, তবে তা জাইয হবে। আর কাফীল বা জামিনদার ব্যক্তির জন্য খিয়ার থাকবে ঐ উভয় ব্যক্তির মধ্য থেকে যে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে নেয়ার। যদিও এই কাফালত কারো সাথে সম্পর্কযুক্ত না হওয়ার কারণে মাকফূল আনহু অজ্ঞাত থাকে, তবু এটা জাইয (আয-যাখীরা, মুহীত ও আন-নিহায়া)। আর এ শর্ত নেই যে, তাকে আযাদ, আকিল ও বালেগ হতে হবে (আল-বাহ্রুর রাইক)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ সুতরাং কেউ যদি কোন নাবালেগ বালক কিংবা কোন পাগলের কাছে কিছু দাবী করে এবং কোন কাফীল তার সত্তা বা ঋণের তার ওয়ালীর বিনা অনুমতিতে জামিনদার হয়, তবে তা শুদ্ধ হবে। চাই সে নাবালেগ বালক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতিপ্রাপ্ত হোক কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত না হোক। আর চাই সে আকিল হোক বা আকিল না হোক।

তারপর তাকে হাযির করার জন্য যদি কাফীলকে বলা হয়, আর যদি এই কাফালত তার ওয়ালীর অনুমতিতে হয়ে থাকে, আর কাফীল ঐ নাবালেগকে হাযির করতে চায়, তবে তাকে বলপূর্বক হাযির করা হবে। আর যদি নাবালেগ এবং ওয়ালীর বিনা অনুমতিতে এই কাফালত হয়ে থাকে, তবে নাবালেগকে হাযির হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

আর যদি স্বয়ং নাবালেগ তা কাফীল থেকে তলব করে থাকে, আর যদি ঐ বালক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, তবে তাকে হাযির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আর যদি কাফীল তার পক্ষ থেকে মাল পরিশোধ করে দেয়, তবে তার থেকে তা নিতে পারবে। আর যদি সে অনুমতিপ্রাপ্ত না হয়, তবে নাবালেগকে হাযির হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। আর যদি কাফীল যার জামিন হয়েছে, তা পরিশোধ করে, তবে তা নাবালেগ থেকে নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ তৃতীয় প্রকার ঃ সেইসব শর্ত, যা মাকফূল লাহুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে মাকফূল লাহু সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে (আল-বাদাই)। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি দুই ব্যক্তিকে বলে যে, এই ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির কাছে যে ঋণ পাওনা আছে, আমি তার জন্য জামিন হলাম। আর তা হচ্ছে এক হাজার দিরহাম। কিংবা যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তির কাছে অন্য এক ব্যক্তি যে ঋণ পাওনা আছে আমি তার জামিন হলাম। তবে যেহেতু এক্ষেত্রে মাকফূল লাহু সুনির্দিষ্ট নয়, তাই এ কাফালত বা জামিন হওয়া বাতিল হবে (আয-যাখীরা)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি একদল লোককে বলে যে, তোমরা এবং তোমরা ব্যতীত অন্যরা যে ক্রয়-বিক্রয় করেছে আমি তার কাফীল ও জামিনদার হলাম, তবে এই কাফালত সে যাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলেছে, তাদের ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে, অন্যদের ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে কিছু লোকের দিকে ইশারা করে বলে যে, ঐ ব্যক্তিদের যে কেউ তোমার কাছে কিছু বিক্রি করবে আমি তোমার পক্ষ থেকে মূল্যের ক্ষেত্রে তার জন্য কাফীল। তবে তা জাইয হবে। কেননা, এখানে মাকফূল লাহু সুনির্দিষ্ট (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

৯. মাসআলা ঃ আরেকটি শর্ত সাহেবাইনের কথা থেকে বুঝা যায় যে, মাকফূল লাহুকে আকিল (বোধসম্পন্ন) হতে হবে। সুতরাং পাগলের কবূল করা কিংবা বেআকল ও অজ্ঞান বালকের জামিন হওয়া শুদ্ধ নয় এবং এতদুভয়ের পক্ষ থেকে ওয়ালীর কবূল করাও জাইয নয়। আর মাকফূল লাহুর আযাদ (স্বাধীন) হওয়া শর্ত নয় (আল-বাদাই)।

১০. মাসআলা ঃ চতুর্থ প্রকার ঃ চতুর্থ প্রকারের দুটি শর্ত, যা মাকফূলবিহির সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি শর্ত হলো, যে বস্তুর জামিন হবে, তা আসীলের (করযদারের) কাছে এমনভাবে পাওনা হওয়া, যা পরিশোধ করতে তাকে বাধ্য করা যাবে (আয-যাখীরা)।

অতএব, বিক্রিত বস্তু সমর্পণ করার ঋণসমূহের যামানতী বস্তুসমূহের যেমন, গসব কিংবা স্বামীর হাতের মহর কিংবা স্ত্রীর হাতের খুলার বিনিময় কিংবা ইচ্ছাকৃত হত্যা করার বিনিময়, সন্ধি কিংবা বায়' ফাসিদের বিক্রিত বস্তুর কাফালত জাইয হবে (আত-তাবয়ীন)।

১১. মাসআলা ঃ মূল্য স্থির করার জন্য যে বস্তু কবজা করা হয়েছে যদি তার মূল্য বর্ণনা করা হয়, তবে তার কাফালতও জাইয হবে; অন্যথায় তা আমানত হবে (আন-নাহ্রুল ফাইক)।

১২. মাসআলা ঃ যে সব বস্তু আমানতে আছে, তার কাফালত জাইয হবে না। যেমন, গচ্ছিত বস্তু কিংবা মুযারাবার ও শিরকতের মাল প্রভৃতি। না হুবহু এসব বস্তুর, না এগুলো সমর্পণ করার। কেননা, এসব বস্তুর যামানত নেই (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে হুবহু বন্ধকী বস্তু, ঋণকৃত বস্তু ও ইজারাকৃত বস্তুর কাফালত শুদ্ধ নয় (আল-কাফী)। কিন্তু গচ্ছিতকারীর গচ্ছিত ধন আদায়ের ক্ষেত্রে সক্ষম করার জন্য কাফালত করা শুদ্ধ (আয-যাখীরা)।

অনুরূপভাবে কবজা করার পর বন্ধকী বস্তু সমর্পণের জন্য এবং ইজারার বস্তু ইজারাকারীর কাছে পৌঁছানোর জন্য কাফালত করা শুদ্ধ (আল-কাফী)।

আর ধার বা করয সমর্পণের জন্য কাফালত করা সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামি কিতাবে লিখেছেন যে, তার কাফালত করা শুদ্ধ (আয-যাখীরা)

১৪. মাসআলা ঃ কাযীর দরবারে হাযির হয়ে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কোন সাক্ষীকে সমর্পণ করার কাফালত বা জামিন হওয়া জাইয নয় (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

আরেকটি শর্ত হলো, কাফীলের তা সমর্পণ করার ক্ষমতা থাকা একারণেই আমরা বলছি যে, যদি কেউ কারো থেকে একটি নির্দিষ্ট ঘর বানানো কিংবা কোন নির্দিষ্ট যমীন চাষ করার দায়িত্ব কবূল করে এবং তার উপর একজন কাফীল দান করে, আর সে যদি শুধু কাজের শর্ত লাগায়, তবে এ কাফালত জাইয হবে। আর যদি সুনির্দিষ্ট ঐ ব্যক্তির কাজের শর্ত লাগায় এবং শুধু ঐ ব্যক্তি কাজ করার কাফীল হয়, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি খোদ ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণের জন্য কাফীল হয়, তবে তা জাইয হবে।

আর যদি কিছু উট এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেরায়া করে এবং তার থেকে কোন কাফীল নিয়ে নেয়, সেক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট উট হলে কাফালত শুদ্ধ হবে। চাই সে বাহনের কাফালত করুক কিংবা উট সমর্পণের কাফালত করুক। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট হলে সোর্পদ করার কাফালত শুদ্ধ হবে এবং বহন করার কাফালত শুদ্ধ হবে না (আয-যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন গোলামকে খিদমতের জন্য মজুর নিয়োগ করে আর কেউ তার খিদমতের জামিন হয়, তবে তা বাতিল হবে (আল-হিদায়া)।

১৬. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে কিসাস ও হুদূদের কাফালত শুদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে যদি কেউ কোন নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জামিন হয় এবং তার ঠিকানা জানা না থাকে, তবে এরূপ ব্যক্তির জামিন হওয়া শুদ্ধ নয় (আয-যাখীরা)।

১৭. মাসআলা ঃ আরেকটি শর্ত হলো, তা বিশুদ্ধ ঋণ হতে হবে। সুতরাং কিতাবতের বদলের কাফালত জাইয হবে না (আন-নিহায়া)।

১৮. মাসআলা ঃ আযাদী হাসিল করার জন্য কর্মরত (সিআয়াত) গোলামের বদল কিতাবতকৃত গোলামের বদলের অনুরূপ। সুতরাং তার জন্য কারো কাফালত জাইয হবে না। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে মুকাতিব সমতুল্য।

আর সাহেবাইনের মতে সে ঋণী আযাদ ব্যক্তি। তাই তার জন্য কাফীল হওয়া শুদ্ধ হবে (আল-কাফী)। আর পরিমাণ জ্ঞাত থাকা শর্ত নয় (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কাফালতের শব্দাবলী, তার প্রকারসমূহ ও তার বিধি-বিধানের বিবরণ

[এ পরিচ্ছেদে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ যে সকল শব্দে কাফালত সম্পন্ন হয় কিংবা হয় না

১. মাসআলা ঃ কাফালতের শব্দসমূহ হচ্ছে যামানত, কাফালত, হামালত, যাআমত ও গারামত। কিংবা বলবে যে, এটা আমার উপর কিংবা আমার প্রতি (শরহু তাহাবী)। আর যে সব শব্দ পরিভাষা ও সচরাচর ব্যবহারে যিম্মাদারী ও দায়িত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা সবই কাফালতের শব্দ (তাতার খানিয়্যা–তাফরীদ থেকে)। কেউ যদি বলে যে, আমি অমুকের তরফ থেকে কাফালত করলাম (জামিন হলাম), তবে তা শুদ্ধ হবে। কিংবা যদি এমন শব্দ বলে, যার দ্বারা প্রকৃতভাবে তার দেহ বুঝানো হয়, যেমন, নফ্‌স (সত্তা) ও শরীর। কিংবা উরফ বা সাধারণ ব্যবহারে তাকে বুঝা যায়, যেমন, তার আত্মা, কিংবা মাথা, কিংবা মুখ কিংবা অর্ধেক কিংবা তৃতীয়াংশ কিংবা অংশ বলে, তবে তাতেও শুদ্ধ হবে (আল-কাফী)। আর যদি বলে যে, আমি তার হাত বা পায়ের কাফালত করলাম বা জামিন হলাম, কিংবা এমন কোন শব্দ বলে যে দিকে তালাককে সম্বন্ধ করা শুদ্ধ হয় না, তবে তা দ্বারা কাফালতও শুদ্ধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর যদি তার চোখের জামিন হয়, তবে তার বিধান কিতাবে উল্লেখ নেই। আর ফকীহ্ আবূ বকর বলখী (র) বলেন, কাফালত শুদ্ধ হবে না। আর যদি সে চোখ দ্বারা শরীর বুঝায়, তবে তার সে নিয়্যত শুদ্ধ হবে। আর কোন নিয়্যত না করলে চোখ বুঝাবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর যদি যৌনাঙ্গের উল্লেখ করে তবে তালাক অধ্যায় ছাড়া এ স্থানে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। মাশায়েখ কিরাম বলেন, যখন যৌনাঙ্গের সম্বন্ধ নারীর দিকে হবে, তখন তার দিকে কাফালতের সম্বন্ধও শুদ্ধ হওয়া উচিত (আল-মুহীত)। আর যদি কাফীলের প্রতি কোন অংশকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় যেমন কেউ বললো যে, আমার অর্ধেক কিংবা তৃতীয়াংশের জামিন হও, তবে ইমাম কারখী (র) রেহেন (বন্ধক) অধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে, এটা জাইয নয় (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। আর যদি বলে যে, এটা আমার দায়িত্ব যে, আমি তোমার সাথে [illegible] তাকে মিলিয়ে দেবো, তবে কাফীল হয়ে যাবে। আর এরূপ বলার মতো যে, এটা আমার দায়িত্ব যে, আমি তোমার কাছে তার সত্তা সমর্পণ করে দেবো। আর একথা বলা যে, এটা আমার দায়িত্ব যে, আমি তাকে তোমার সাথে মিলিত করে দেবো কিংবা একথা বলা যে, এটা আমার দায়িত্ব যে, আমি তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসবো এক সমান। আর সে কাফীল হয়ে যাবে (আস-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ আর আজনাসে নাতিকীতে লেখা আছে যে, যদি কেউ বলে যে, তোমার জন্য এই ব্যক্তি আমার কাছে আছে, কিংবা বলে যে, আমার কাছে তাকে ছেড়ে দাও। তবে এটা কাফালত। আর আমি কোন কোন স্থানে লিখিত দেখেছি যে, কেউ যদি বলে যে, আমি যদি ঐ ব্যক্তিকে আগামীকাল তোমার কাছে পৌঁছে না দেই, তবে তোমার জন্য এই মাল আমার কাছে হবে, আর সে তাকে না পৌঁছায়, তবে ঐ মাল তাকে দিতে হবে (আয-যাখীরা)। আর যদি সে বলে যে, এই মাল তোমার জন্য আমার নিকট হবে, তবে এ অবস্থায়ও ঐ ব্যক্তি কাফীল গণ্য হওয়া উচিত। কেননা, আমার কাছে ও আমার নিকট এ দুটির অর্থই এক (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো দেহ সত্তার জামিন হয় তাকে করযদাতার কাছে সোপর্দ করে দায়িত্বমুক্ত হয়। তারপর করযদাতা করযদারকে পাকড়াও করে। আর কাফীল বলে যে, তুমি তাকে ছেড়ে দাও, আমি তার জামিন আছি। কিংবা এরূপ বলে যে, তাকে ছেড়ে দাও, আমি ঐরূপই তার জামিন আছি। আর সে এরূপই করে, তবে এই কাফালত তার জন্য অনিবার্য হবে। আর সে আগের মতই তার সত্তার কাফীল হবে। আর এই কাফালত নতুনভাবে সৃষ্টি হবে। কেননা, করযদাতা যখন তার অনুরোধের পর করযদারকে ছেড়ে দিয়েছে, তখন ভাবে বুঝা গেছে যে, সে তা কবূল করেছে (আয-যাখীরা)। আর যদি করযদাতা তার বলার পর করযদারকে না ছাড়ে, তবে এই ব্যক্তি কাফীল হবে না। কেননা, কাফালত করযদাতা কবূল না করলে শুদ্ধ হয় না। আর কবূল এখানে পাওয়া যায় নি (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যা বিক্রি করেছো, তা আমার উপর। তবে তা জাইয হবে। কেননা, কাফালত এখানে পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যার দরুন মূল্য দান ওয়াজিব হয়। আর কাফালতকে ভবিষ্যতকালের সাথে সম্পৃক্ত করা প্রচলিতরীতির দরুন জাইয (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো কাছে কিছু দাবী করে এবং বিবাদী তা অস্বীকার করে, তারপর এক ব্যক্তি বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যা দাবী করেছ, তা আমার উপর। অর্থাৎ তা আমি দেবো। তবে এ ব্যক্তি জামিন হবে। আর যদি এমন শব্দ বলে, যার অর্থ ভবিষ্যতকালও হতে পারে, যেমন আরবী ভাষায় مضارع -এর সীগা দ্বারা দাবী করে, তবে এ ব্যক্তি জামিন হবে না (তাতার খানিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি প্রতিদিন অমুক ব্যক্তিকে একটি করে দিরহাম দিবে। আমি তোমার জন্য জামিন হচ্ছি। আর সে ঐভাবে দিয়ে দিলো। এমনকি তার উপর অনেক মাল জমা হয়ে গেলো। তখন নির্দেশদাতা বললো, এত পরিমাণ মাল দেয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তবে এই সমুদয় মাল পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি উভয়ের মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই মালের দায়িত্ব নিলাম তাহলে ঐ সময় পর্যন্তই জামিন হবে (আয-যাহিরিয়্যা)। আর যদি বলে যে, আমি ঐ সময় পর্যন্ত জামিন হচ্ছি, যখন পর্যন্ত উভয়ে একত্রিত না হবে কিংবা পরস্পর সাক্ষাত না করবে, তবে কাফীল হবে না। কেননা, সে একথা বলেনি যে, সে ব্যক্তির জামিন হয়েছে কিংবা মালের জামিন হয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

(১) যদি কেউ বলে যে, 'অমুকের বন্ধুত্ব আমার উপর'। তবে ফকীহ্ আবূ জাফর (র) বলেন, নফ্স বা ব্যক্তি সত্তার কাফীল হয়ে যাবে। আর ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, কাফীল হবে না। কিন্তু প্রচলিত রীতি হচ্ছে ফকীহ্ আবূ জা'ফর-এর উক্তির নিকটতর (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আল-ওয়াকিআত কিতাবে লিখিত আছে, ঐ ব্যক্তি কাফীল হবে এর উপরই ফাতওয়া (আয-যাহিরিয়্যা)।

(২) আর যদি এরূপ বলে, 'অমুক ব্যক্তি আমার বন্ধু'। কিংবা বলে, 'অমুক ব্যক্তি বন্ধু'। তবে মাশায়েখ কিরাম বলেন, নফসের (ব্যক্তি সত্তার) কাফীল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর কুব্রা কিতাবে লিখিত আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া দেয়া হয়েছে (তাতারখানিয়্যা)।

যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার জন্য তার পরিচয়ের জামিন হচ্ছি, তবে এ দ্বারা কাফীল হওয়া সাব্যস্ত হবে না। এটা 'আমি তোমাকে তার ঠিকানা বলে দেয়ার জামিন হলাম' বলার মতই হবে (আল-মুহীত)।

যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তির পরিচয় ও চিহ্নিত করার দায়িত্ব আমার উপর। তবে মাশায়েখ কিরাম বলেন যে, তার ঠিকানা জানিয়ে দেয়া তার উপর ওয়াজিব (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

(৩) যদি কেউ বলে, 'তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যা পাবে তা আমি দেবো'। তবে এটা ওয়াদা কাফালত নয়। (৪) আর যদি এরূপ বলে যে, 'তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যা পাবে, আমি তার জবাবদিহি করবো'। তবে মাশায়েখ কিরাম বলেন, উরফ অনুযায়ী এটা কাফালত। আর ইমাম যহীরুদ্দীন কাফালত না হওয়ার উপর ফাতওয়া দিতেন। (৫) আর অনুরূপভাবে এ উক্তি 'তোমার মালের জবাব দেয়ার দায়িত্ব আমার কিংবা তোমার মালের জবাবদিহি আমি করবো'– সম্পর্কেও বলতেন যে, এতে কাফালত হবে না (আল-মুহীত)। (৬) যদি কেউ বলে, 'মনযূর করলাম' এরূপ কাফালত বিশুদ্ধ। (৭) আর যদি বলে 'কবূল করলাম'। তবে এক্ষেত্রে মুতাআখ্খিরীন মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, কাফালত হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদি কাফালতের ইরাদা করে, তবে হয়ে যাবে। আর যদি ইরাদা না করে, তবে ওয়াদা হবে কাফালত হবে না। (৮) আর যদি কেউ বলে, 'তুমি যা কিছু তার কাছে পাবে তা আমার উপর' (রইল)– তবে এতে কাফালত হবে না। (৯) আর যদি এরূপ বলে, 'তোমার যা কিছু তার উপর ভেঙ্গে যায় তা আমার উপর (বর্তাবে)' এতে কাফালত শুদ্ধ হবে না (খাযানাতুল মুফ্তীন)। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমি অমুককে আগামীকাল তোমার কাছে সোপর্দ করার ব্যাপারটি মনযূর করলাম, তবে এটা সম্পূর্ণ কাফালত। কেননা, তার

(অমুককে মনযূর করলাম) বলাটা পূর্ণ কাফালত। আর বলে 'আগামীকাল তোমার কাছে সোপর্দ করবো' বলাটা কাফালতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

পক্ষান্তরে সে যদি বলে যে, আমি আগামীকাল অমুক ব্যক্তির সত্তার জামিন হলাম, তবে এই মাসআলার উপর কিয়াস করে যদি বলে যে, 'আমি অমুকের দেহ মনযূর করলাম, তুমি যখন তলব করবে তোমার কাছে সমর্পণ করবো' তবে এটা সম্পূর্ণ কাফালত হবে। এমনকি যদি তার তলব করার পূর্বে তার কাছে সমর্পণ করে দেয়, তবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে।

আর যদি এরূপ বলে যে, 'তুমি যখন অমুককে তলব করবে, তার দেহ আমি কবূল করলাম' তবে কোন কোন শায়খ বলেন যে, তার তলব করার পূর্বে সে কাফীল হবে না। এ মাসআলার ঘটনা ঘটেছিল এবং তার উপর ফাতওয়াও দেয়া হয়েছে।

আর যদি এরূপ বলে যে, 'যদি তোমার মাল অমুকের কাছে চলে যায়, তবে আমি জবাবদিহি করবো' তবে এটা কাফালত হবে না। আর যদি বলে যে, 'যদি অমুক ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত তোমার মাল না দেয়, তবে আমি তার জবাবদিহি করবো' কিংবা বলে যে, 'যে পর্যন্ত দিতে সক্ষম না হয়, আমি জবাবদিহি করবো' তবে এ কাফালত শুদ্ধ হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ কাযী রুকনুল ইসলাম আলী সুগদী (র) বলেন, যদি কেউ বলে যে, 'যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে হাযির করতে না পারি, তবে ঐ মালের জবাবদিহি আমি করবো' তবে এটা কাফালত হবে না।

ফাতাওয়া নাসাফীতে লিখিত আছে যে, যদি কেউ কাউকে বলে যে, অমুকের কাছে তোমার যে ঋণ রয়েছে তা আমি তোমাকে দিয়ে দিবো কিংবা তোমাকে সমর্পণ করবো কিংবা তোমাকে আদায় করে দেবো, তবে কাফীল হবে না যে পর্যন্ত কেউ এরূপ শব্দ না বলে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, সে তার নিজের উপর অনিবার্য করে নিয়েছে যেমন, আমি কাফীল হলাম, জামিন হলাম ইত্যাদি।

শায়খ ইমাম যহীরুদ্দীন হাসান আলী আল-মারগীনানী বলতেন, যদি এসব শব্দ শর্তহীনভাবে বলে, তবে কাফালত হবে না। আর যদি শর্তসহ বলে যদি অমুক ব্যক্তি তোমার পাওনা মাল পরিশোধ না করে, তবে আমি আদায় করে দিবো কিংবা আমি পরিশোধ করে দেবো, তবে কাফীল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে কেউ বলে যে, অমুকের তরফ থেকে তোমাদের উপর যা আসবে তা আমার উপর। অর্থাৎ অমুকে তোমাদের কাছে যা পাবে, তা আমি দেবো। তবে এই যামানত দ্বারা তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, (অমুকের তরফ থেকে যা আসবে) কথাটি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

১০. মাসআলা ঃ নাওয়াদির ইব্ন সামাআ কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কারো কাছে কারো মাল পাওনা রয়েছে। তারপর ঐ পাওনাদারকে কেউ বললো যে, আমি

ঐ ব্যক্তির কাছে তোমার পাওনার জামিন হলাম। আমি তার থেকে কবজা করে তোমাকে দিয়ে দিবো। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই জামিন হওয়ার কারণে তার উপর নিজের পক্ষ থেকে কিছু পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে না। বরং তার উচিত হবে তাগাদা করে আদায় করে তা পাওনাদারকে দিয়ে দেয়া।

নাওয়াদিরে ইব্ন সামআ কিতাবে আরো লিখিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তির হাজার দিরহাম ছিনতাই করে। তারপর যার দিরহাম ছিনতাই করেছে সে তার সাথে ঝগড়া করলো এবং ঐ দিরহাম তার থেকে নিয়ে নিতে চাইল। তখন কোন ব্যক্তি তাকে বললো, তুমি তার সাথে ঝগড়া করো না, আমি ঐ দিরহামের জামিন হলাম। তার থেকে নিয়ে আমি তোমাকে দিয়ে দিবো। তবে এই দিরহাম দেয়া তার উপর অপরিহার্য হবে। আর এটা ঋণের অনুরূপ নয়। আর যদি ছিনতাইকারী ঐ হাজার দিরহাম নষ্ট করে ফেলে এবং ঋণী হয়ে যায়, তবে এই জামিন হওয়া বাতিল হয়ে যাবে। শুধু তাগাদা করার জামিন হবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ কারো বিরুদ্ধে গোলাম অপহরণের দাবী করলে। তারপর কেউ বললো, তুমি যে গোলাম দাবী করছো আমি তার জামিন হলাম। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে জামিন থাকবে। এমনকি গোলামকে নিয়ে আসবে এবং সাক্ষী পেশ করবে। যদি তাকে না আনে এবং বাদী সাক্ষ্য দ্বারা তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, তবে সে তার মূল্যের জামিন হবে।

যদি কেউ দাবী করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার গোলাম ছিনতাই করেছে এবং সে তার কাছে মারা গেছে। তারপর কেউ বললো, তুমি তাকে ছেড়ে দাও, আমি গোলামের মূল্যের জামিনদার। তবে সে জামিনদার হয়ে যাবে এবং ঐ সময়ই তার শাস্তি হতে পারে। সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই (আল-খুলাসা)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নফ্স ও মালের কাফালতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ নফ্স বা দেহ সত্তার কাফালত করা (জামিন হওয়া) জাইয। কেননা, কাফীল তাকে সোপর্দ করতে পারে। এভাবে যে, ঋণদাতাকে তার বাসস্থান বলে দিবে এবং উভয়ের মধ্যকার অন্তরায় দূর করে দিবে (আল-হিদায়া)। তার দাবী হয় মেনে নিবে, নতুবা বিচারকের দরবারে তাকে জবরদস্তি হাযির করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তবে কাযীর পেয়াদাদের সাহায্য নিবে (আত-তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো কাছ থেকে তার নফসের কোন কাফীল গ্রহণ করে, তারপর তার থেকে অন্য একজনকে কাফীল গ্রহণ করে তবে দুজনই কাফীল হলো (আল-হিদায়া)। এক্ষেত্রে মাসমূনবিহী (দায় গ্রহণকৃত বিষয়) হলো মাকফূল বিহিকে হাযির করা। সুতরাং মাকফূল বিহিকে যদি কোন বিশেষ সময়ে হাযির করা শর্ত করে, তবে তাকে ঐ সময়ে তলব করার সাথে সাথে হাযির করা অত্যাবশ্যক। যদি তাকে হাযির করে, তবে তো ভাল। আর যদি অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাকে কয়েদ করবেন (আল-কাফী)। আর এ বিধান

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন প্রযোজ্য হবে, যখন তার অসামর্থ্য প্রকাশ না হবে। আর যদি অসামর্থ্য প্রকাশ হয়, তবে কয়েদ করার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু ঋণদাতা তার মাঝে অন্তরায় হবে না এবং ঋণদাতা তার থেকে প্রাপ্তি তলব করতে থাকবে। কিন্তু তার কাজে ক্ষতি হতে দিবে না (আত-তাবয়ীন)। আর যদি তার সাথে থাকলে কাফীলের ক্ষতি হয়, তবে তার থেকে কোন কাফীল মযবুতীর জন্য নিবে (আন-নাহ্রুল ফাইক)।

৩. মাসআলা ঃ আর প্রথমবারে কয়েদ করবে না। বরং দুই-তিনবারের পর। আর এ বিধান কাফালত-এর বিষয়টি স্বীকার করার ক্ষেত্রে। যদি অস্বীকার করে আর সাক্ষী কায়েম হয় কিংবা তার থেকে কাযী কসম নেয় আর সে কসম করা থেকে বিরত থাকে, তবে প্রথমবারেই কয়েদ করবে (আয-যহীরিয়্যা)। আর এটাই জাহির রিওয়ায়াত (আন-নাহ্রুল ফাইক)। আর এ বিধান এই স্থানের জন্যই নির্দিষ্ট নয় (বরং সাধারণ অধিকারের ক্ষেত্রেও এরূপ বিধান প্রযোজ্য) (আয-যহীরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির জামিন হয়েছে, সে যদি আত্মগোপন করে, তবে বিচারক কাফীলকে আসা-যাওয়ার সুযোগ দিবে। যদি মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং হাযির না করে, তবে তাকে কয়েদ করবে (আল-হিদায়া)। আর সে যদি এরূপ আত্মগোপন করে যে, তার কোন ঠিকানা জানা যায় না, তবে তার থেকে তলব হবে না। আর যদি কাফীল তার ঠিকানা না জানার কথা বলে আর ঋণদাতা বলে যে, তুমি ঠিকানা জানো, এক্ষেত্রে ঋণী ব্যক্তি যদি সর্বদা কোন স্থানে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে থাকে আর এটা সবার জানা থাকে, তবে ঋণদাতার কথা ধর্তব্য হবে এবং কাফীলকে সেখানে যেতে বলা হবে। আর যদি তার সেখানে যাতায়াত করা সুপরিজ্ঞাত না হয়, তবে কাফীলের কথা ধর্তব্য হবে। আর যদি ঋণদাতা সাক্ষী পেশ করে যে, মাকফূল আনহু অমুক স্থানে আছে, তবে কাফীলকে সেখানে গিয়ে তাকে হাযির করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে (আত-তাবয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ যদি মাকফূল বিহি মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় আর কাফীল তাকে ফেরত আনতে সক্ষম হয়, যেমন আমাদের ও কাফিরদের মাঝে ফেরারী সমর্পণ চুক্তি থাকে, তবে কাফীলকে আসা-যাওয়ার অবকাশ দেয়া হবে। আর যদি তাকে আনতে সক্ষম না হয়, যেমন আমাদের ও তাদের মধ্যে যদি এরূপ চুক্তি না থাকে, তবে কাফীল থেকে তার শাস্তি হবে না (আয-যখীরা)।

৬. মাসআলা ঃ কাফীলকে অবকাশ দিয়ে মাকফূল আনহুকে আনার জন্য অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে ঋণদাতার ইখতিয়ার রয়েছে যে, নিজের মযবূতীর জন্য তার থেকে তার দ্বিতীয় কাফীল নিয়ে নিবে যাতে কাফীল গাইব না হয়ে যায় এবং তার অধিকার নষ্ট হয়ে যায় (আত-তাবয়ীন)।

৭. মাসআলা ঃ আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কিসাস, অপবাদের শাস্তি ও চুরির ক্ষেত্রে নফসের কাফালত জাইয। কিন্তু তার উপর জবরদস্তি করা যাবে না। বরং যদি তার মন কাফীল দানে খুশী হয়, তবে তার কাফীল নেয়া হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। কিন্তু যে

নির্ভেজাল শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যেমন মদপানের শাস্তি, ব্যভিচারের শাস্তি কিংবা কারো কারো মতে চুরির শাস্তি এতে নফসের কাফালত জাইয নয়। যদিও তার নফ্স রাযী হয় (আল-কিফায়া)। আর যখন তার উপর কাফীল দেয়ার জন্য জবরদস্তি করা যাবে না, তখন বাদী তার আঁচল ধরে রাখবে। এমনকি যদি কাযীর কাছারী থেকে উঠা পর্যন্ত সে সাক্ষী পেশ করে, তবে তা ভাল, অন্যথায় তার পথ ছেড়ে দেবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ শামসুল আইম্মা সারাখসী আদাবুল কাযীতে উল্লেখ করেছেন যে, ভুলক্রমে আহত কিংবা নিহত করা কিংবা এই ধরনের যে সব যখমে কিসাস আসে না এবং যেসব ক্ষেত্রে তাযীর (শাস্তি) ওয়াজিব হয়, করযদারকে কাফীল দেয়ার জন্য জবরদস্তি করা যাবে। কেননা, এই দাবী ও মালের দাবী এক সমান (আন-নিহায়া)। আর কিসাসের শাস্তিতে কয়েদ হবে না। যে পর্যন্ত অজ্ঞাত অবস্থার দুইজন সাক্ষী কিংবা কাযীর পরিজ্ঞাত একজন বিশ্বস্ত সাক্ষী সাক্ষ্য না দেবে (আল-কাফী)। আর মালের কাফালত করা জাইয। চাই মাল নির্দিষ্ট হোক কিংবা অনির্দিষ্ট। চাই মাকফূল আনহুর নির্দেশে হোক কিংবা না হোক। আর ঋণদাতার ইখতিয়ার থাকবে আসীল থেকে তলব করার কিংবা কাফীল থেকে তলব করার (আস-সিরাজিয়্যা)। আর যদি সে একজন থেকে তলব করে, তবে অপরজন থেকেও তলব করতে পারবে। আর উভয় থেকে তলব করার ও ইখতিয়ার তার আছে (আল-হিদায়া)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কাফালত থেকে মুক্ত হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ আমাদের ইমামগণ বলেছেন, নফ্স বা ব্যক্তি সত্তার কাফালত সম্পন্ন হওয়ার পর তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া তিন অবস্থার কোন একটি দ্বারা হতে পারে। হয়তো মাকফূল বিহিকে তালিব বা ঋণদাতার কাছে সোপর্দ করবে, কিংবা মাকফূল লাহু কাফীলকে দায়মুক্ত করে দিবে। কিংবা মাকফূল আনহু মারা গেলে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যখন কাফীল মাকফূল আনহুকে নিয়ে মাকফূল লাহুর কাছে এমন স্থানে সোপর্দ করে দেয়, যেখানে সে তার বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করতে পারে, যেমন শহর, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে (আল-কাফী)। চাই ঋণদাতা তা মেনে নিক বা না নিক (আল-ফাতহুল কাদীর)। আর যদি কাফীল মাকফূল আনহুকে কোন জঙ্গল বা ময়দানে মাকফূল আনহুর কাছে সোপর্দ করে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে না (আল-কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কোন এক শহরে হাযির করার জামিন হয়, আর অন্য শহরে তাকে সোপর্দ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দায়মুক্ত হবে, আর সাহেবাইনের মতে দায়মুক্ত হবে না (আল-হিদায়া)। আর সাহেবাইনের উক্তি অধিক যুক্তিসম্মত (আল-ফাতহুল কাদীর)। আর এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন এ শর্ত করা না হবে যে, যে শহরে কাফালত হবে, সেই শহরেই সোপর্দ করতে হবে। যদি এ শর্ত করা হয়, তবে সাহেবাইনের মতে দায়িত্বমুক্ত হবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উক্তি সম্পর্কে মাশায়েখ কিরাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

মতভেদ করেছেন (কেউ কেউ বলছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতেও দায়িত্বমুক্ত হবে না।) (আল-কিফায়া)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি এই শর্তে কাফালত করে যে, কাযীর দরবারে সোপর্দ করবে আর সে বাজারে সোপর্দ করেছে, তবে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে (আল-কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ ইমাম সারাখসী (র) বলেন, মুতাআখ্খিরীন মাশায়েখ কিরাম বলছেন যে, এ বিধান সে যুগের রীতি অনুযায়ী। আমাদের যুগে যে স্থানে সোপর্দ করা শর্ত করা হয়েছে, সে স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে সোপর্দ করলে দায়িত্বমুক্ত হবে না (গায়াতুল বায়ান-শারহু হিদায়া)। কুবরা কিতাবে লিখিত আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া (তাতার খানিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কাফীলের উপর শর্ত লাগায় যে, তাকে আমীরের কাছে আমাকে সোপর্দ করবে আর সে কাযীর কাছে সোপর্দ করে, কিংবা কাযীর কাছে সোপর্দ করার শর্ত লাগায় আর সে আমীরের কাছে সোপর্দ করে অথবা এই শর্ত লাগায় যে, এই কাযীর কাছে সোপর্দ করবে তারপর তদস্থলে অন্য কাযী নিযুক্ত হলো এবং সে তার কাছে সোপর্দ করলো, তবে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ আবূ হামিদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কেউ কারো ব্যক্তি সত্তার জামিন হলো, আর মাকফূল লাহু তার লোকদের সাথে কোথাও বসে ছিল। তারপর কাফীল মাকফূল আনহুকে নিয়ে এলো। আর মাকফূল আনহু তাদেরকে সালাম জানালো। আর কাফীল তাকে বললো যে, ইনিই মাকফূল আনহু। আর মাকফূল আনহু সেখানে বসলো না। বরং চললো এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলো। এতটুকুতে কি সোপর্দ করা হয়ে যায় ? তিনি বললেন যে, হাঁ (আত-তাতারখানিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ কারো ব্যক্তি সত্তার জামিনদার হলো এই শর্তে যে, যদি আমি অমুক সময় তাকে তালিব বা ঋণদাতার কাছে পৌঁছে না দেয়, তবে সে তার পাওনা মালের জামিন হবে। আর কাফীল তার কাফালতে এও শর্ত করল যে, যদি বড় মসজিদে তাকে ঋণদাতার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেয়, তবে সে কাফালত থেকে মুক্ত হবে। তারপর ঐ সময়ই ঐ স্থানে তাকে নিয়ে আসে এবং তার উপর সাক্ষ্য নেয় এবং ঋণদাতা আত্মগোপন করে, তবে এই কাফীল নফ্স ও মাল উভয়ের কাফালত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর অনুরূপ যদি শুধু নফসের কাফালত হয়, তবু এই বিধান।

আর যদি আগামীকাল পর্যন্তের জন্য কোন ব্যক্তির নফসের কাফালত এই শর্তের উপর হয় যে, যদি আমি তাকে আগামীকাল মসজিদে না পৌঁছে দেই, তবে তুমি তার কাছে যে মাল পাবে, তা আমি দেবো, আর কাফীল ঋণদাতা থেকে এই শর্ত আদায় করে যে, যদি ঋণদাতা আগামীকাল বড় মসজিদে যায় এবং তার থেকে নিয়ে নিজের হস্তগত না করে, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে। তারপর আগামীকাল অতীত হওয়ার পর উভয়ে মিলিত হয় এবং কাফীল বলে যে, তুমি উপস্থিত হও নি, আর ঋণদাতা বলে যে, আমি সেখানে পৌঁছেছি, তবে কারো কথা বিশ্বাস করা যাবে না এবং কাফালত বহাল ও বলবত থাকবে আর কাফীলের উপর মাল

ওয়াজিব হবে। আর যদি উভয়ের প্রত্যেকে এই মর্মে সাক্ষী পেশ করে যে, আমি মসজিদে উপস্থিত হয়েছিলাম, আর সাক্ষিগণ এই সাক্ষ্য না দেয় যে, কাফীল মাকফূল বিহিকে দিয়ে দিয়েছে, তবে নফসের কাফালত যথারীতি বহাল থাকবে। আর মাল কাফীলের উপর লাযিম হবে না। আর যদি কাফীল মসজিদে পৌঁছার সাক্ষী পেশ করে আর ঋণদাতা সাক্ষী পেশ না করে, তবে মাল ও নফসের কাফালত দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর ঋণদাতার সেখানে পৌঁছার কথা বিশ্বাস করা যাবে না।

কেউ কারো দেহ সত্তার জামিন হলো। মাকফূল আনহু কাযীর কাছে বন্দী ছিল। তারপর কাফীল কারাগারে তাকে ঋণদাতার হাতে সমর্পণ করলো। তাহলে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যদি কোন ব্যক্তির সত্তার জামিন হয় আর সে বন্দী থাকে, তারপর মুক্তি পায়। তারপর বন্দী হয়, তারপর কাফীল ঋণদাতার হাতে সমর্পণ করে, তবে মাশায়েখ কিরাম বলেন, দ্বিতীয়বারের বন্দিত্ব যদি কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির কারণে হয়, তবে সমর্পণ করা শুদ্ধ হবে এবং কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক কারণে হলে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ যদি সত্তার জামিনদার ব্যক্তিকে ঋণ ইত্যাদির কারণে বন্দী করা হয়, তবে সেজন্য কাফীলকে ধরা হবে। কিতাবুল আসালে মোটামুটি এরূপই লেখা হয়েছে। কিন্তু মাশায়েখ কিরাম বলেন, এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন সে অন্য কোন শহরে বন্দী হবে। আর যদি যে শহরে কাফালত সংঘটিত হয়েছে এবং যে কাযীর কাছে মুকাদ্দমা দায়ের করা হয়েছে তার কারাগারে বন্দী থাকে, তবে কাফীলকে সমর্পণ করতে বলা যাবে না। কিন্তু কাযী তাকে কারাগার থেকে বের করবেন যাতে বন্দীর অভিযোগের জবাব দিতে পারে। তারপর তাকে কারাগারে প্রেরণ করবেন। আর যদি সে কাফালত অনুষ্ঠানের শহরে বন্দী থাকে এবং অন্য কাযীর কারাগারে বন্দী থাকে, কিংবা শাসকের কারাগারে বন্দী থাকে, তবে কিয়াসের দাবী হচ্ছে কাফীলকে সমর্পণ করার জন্য ধরা হবে। আর ইস্তিহ্সানের দাবী হচ্ছে তাকে ধরা হবে। আর তার বিধান তদ্রূপই হবে যেরূপ এই কাযীর কারাগারে বন্দী থাকার বিধান ছিল (আয-যাখীরা)।

১০. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকা কিতাবে লিখিত আছে, যার সত্তার কাফালত হয়েছে (মাকফূল ইব্ন নাফ্স), সে যদি ঐ শহরের অন্য কাযীর কারাগারে বন্দী থাকে, তবে কাযী ঋণদাতাকে সেই কাযীর কাছে গিয়ে নালিশ দায়ের করতে নির্দেশ দিবেন (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ মাকফূল ইব্ন নাফ্সকে যদি কাফালতের পর গ্রেফতার করা হয় এবং কাফীল কারাগারে তাকে সোপর্দ করে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে না। মাশায়েখ কিরাম বলেন যে, এ বিধান প্রযোজ্য হবে, যখন অন্য কাযীর কারাগারে বন্দী থাকবে। আর যদি অভিযোগকৃত কাযীর কারাগারে বন্দী থাকে, তবে এক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন শায়খ বলেন যে, দায়িত্বমুক্ত হবে না। আর সাধারণ শায়খগণ বলেন, দায়িত্বমুক্ত হবে। আর এটাই বিশুদ্ধ। আর পূর্বোক্ত মাসআলার কিয়াস অনুযায়ী যদি কাফালত সংঘটিত শহরে বন্দী থাকে, তবে ইস্তিহ্সান স্বরূপ দায়িত্বমুক্ত হওয়া উচিত। যদিও অন্য কাযী কিংবা শাসকের কারাগারে বন্দী

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকে। শায়খগণ আরো বলেন যে, এ বিধান হলো তালিব বা ঋণদাতা ছাড়া অন্য ব্যক্তির কারণে বন্দী হওয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে ঋণদাতার কারণে বন্দী হলে উভয় অবস্থায় সোপর্দ করার দরুন অবশ্যই দায়িত্বমুক্ত হবে। আর ফাতাওয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি তালিব বা ঋণদাতার তলব করার কারণে কারাগারে তাকে সোপর্দ করে, তবে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো সত্তার জামিন হয়, আর তখন সে বন্দী না থাকে। তারপর বন্দী করা হয়। তারপর তালিব বা ঋণদাতা গ্রেফতারকারী কাযীর দরবারে কাফীলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। আর কাফীল কাযীকে বলে যে, আমি তার জামিন হয়েছি। আর আপনি অমুক ব্যক্তির ঋণের কারণে তাকে গ্রেফতার করেছেন। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কাযী তাকে হাযির করার নির্দেশ দিবে যাতে কাফীল তাকে মাকফূল লাহুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। তারপর তাকে কারাগারে প্রেরণ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ এক মাকফূল বিহি ঋণের কারণে বন্দী ছিল। তারপর তাকে কাযী ঋণদাতার মকাদ্দমার কারণে বের করলেন, আর কাফীল বললো, আমি তাকে তোমার (ঋণদাতার) কাছে সোপর্দ করলাম। এ কথা কাযীর সামনে বললে কাফীল দায়মুক্ত হবে। আর যদি কাযীর মজলিস ছাড়া অন্য কোথাও বলে, আর তাতে কাযীর অংশ থাকে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তির সত্তার জামিন হয় এবং কাযীর দরবারে ঐ ব্যক্তিকে যাকে লোকদের সাথে কারাগার থেকে আনা হয়েছে ঋণদাতার কাছে সোপর্দ করে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে না। আর যদি কাফীলকে তার কাফালতে বন্দী করা হয় আর যদি মাকফূল বিহি খুনের মামলায় বন্দী থাকে, তবে কাফীলকে পাকড়াও করার কোন পথ নেই। আর যদি কাফীলকে তার কাফালতের জন্য পাকড়াও করা হয়, আর মাকফূল বিহি কোন কোন শহরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে জানা যায়, তবে ঐ কাযী তালিব বা ঋণদাতাকে নির্দেশ দিবেন যে, ঐ কাফীলের সত্তার কোন কাফীল নিয়ে তাকে কারাগার থেকে বের করবে যাতে সে মাকফূল বিহিকে ধরে নিয়ে আসতে পারে। আর অনুরূপভাবে যদি কাফীলকে তার ঋণের জন্য গ্রেফতার করা হয় এবং জিজ্ঞেস করে জানা যায় যে, তার কোন মাল এই শহরে নেই তার মাল আছে খুরাসান শহরে, তবে কাযী তাকে বের করবেন এবং তার তালিব বা ঋণদাতাকে নির্দেশ দিবেন দূরত্ব পরিমাণে তার সত্তার জন্য একজন কাফীল নিতে এবং তার মাল বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করবেন (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো সত্তার জামিন হয় এবং একথা না বলে যে, আমি যখন তোমাকে সোপর্দ করবো, তখন দায়িত্বমুক্ত হবো। তারপর তাকে সোপর্দ দেয়, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে (আল-হিদায়া)। কিন্তু তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। হয়তো তাকে ঋণদাতার ইচ্ছার পর সোপর্দ করেছে কিংবা তার পূর্বে সোপর্দ করেছে। যদি তার তলব করার পর সোপর্দ করে দেয়, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে যদিও একথা না বলে যে, আমি কাফালতের দিক থেকে তোমার কাছে সোপর্দ করেছি। আর যদি ঋণদাতার তলব ব্যতিরেকে সোপর্দ করে,

তবে যে পর্যন্ত একথা না বলবে যে, আমি কাফালতের দিক থেকে তোমাকে সোপর্দ করেছি, সে পর্যন্ত দায়িত্বমুক্ত হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর যদি কাফীল মাকফূল আনহুকে ঋণদাতার কাছে সোপর্দ করে দেয় এবং সে তা কবূল করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে কবূল করতে বাধ্য করা হবে (আত-তাবয়ীন)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি এক মাসের জন্য কেউ কারো সত্তার জামিন হয়, তারপর মাসের পূর্বে তাকে সোপর্দ করে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে। যদিও মাকফূল লাহু কবূল করতে অস্বীকার করে (আল-খুলাসা)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি মাতলুব বা করযদার নিজের সত্তাকে কাফালতের পন্থায় নিজকে সমর্পণ করে, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। আর কাফীলের উকীল এবং তার এলচী সমর্পণ করলেও কাফীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় (আল-কান্য)।

১৭. মাসআলা ঃ আর দায়িত্বমুক্ত হওয়ার শর্ত হচ্ছে এই যে, এইসব লোক (অর্থাৎ উকীল প্রভৃতি) সবাই বলবে যে, আমরা কাফালতের পন্থায় তোমার সোপর্দ করেছি (আত-তাবয়ীন)।

১৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ মাসআলায় এও শর্ত লাগিয়েছেন যে, এই কাফীলের নাম নিতে হবে। আর শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা বলেন যে, আমাদের মাশায়েখ কিরাম বলেছেন, কাফালতের দিক থেকে সোপর্দ করা অনিবার্য শর্ত। কিন্তু অমুক ব্যক্তির কাফালত থেকে সোপর্দ করার তখন প্রয়োজন হবে, যখন তার সত্তার দুজন কাফীল হবে এবং প্রত্যেকে পৃথক পৃথক আকদে কাফীল হবে। আর যদি তার সত্তার একজন কাফীল হয়, তবে অমুক ব্যক্তির উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কোন আজনবী ব্যক্তি যাকে সোপর্দ করার নির্দেশ দেয়া হয় নি, মাকফূল বিহিকে তালিব বা ঋণদাতার হাতে সোপর্দ করে এবং বলে যে, আমি কাফীলের তরফ থেকে সোপর্দ করলাম যদি ঋণদাতা তা কবূল করে নেয়, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি নীরব থাকে এবং কবূল শব্দ না বলে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে না। আর যদি কাযী কিংবা তার আমীন বিবাদী থেকে কোন সত্তার কাফীল বাদীর প্রার্থনা বা বিনা প্রার্থনায় তলব করেন, আর কাফীল কাযীর কাছে সোপর্দ করে, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি তালিব বা ঋণদাতার কাছে সোপর্দ করে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে না। আর এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন কাযী কিংবা তার আমীন এই কাফালত ঋণদাতার সাথে সম্পৃক্ত না করে থাকেন। আর যদি সম্পৃক্ত করেন এবং বিবাদীকে বলেন যে, বাদী তোমার কাছে সত্তা কাফীল চায়, তাই তাকে তোমার সত্তার কাফীল দাও, আর কাফীল কাযী কিংবা তার আমীনের কাছে সোপর্দ করে দেয়, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে না। আর যদি ঋণদাতার কাছে সোপর্দ করে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা ঃ যদি তালিব বা ঋণদাতা কোন ব্যক্তিকে একজন এজন্য উকীল নিয়োগ করে যে, আমার জন্য করযদারের নিকট থেকে কাফীল ইব্ন নাফ্স (সত্তার কাফীল) নিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর দুটি রূপ হতে পারে। হয়তো উকীল কাফালকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করবে। (অর্থাৎ করযদাতার উকীল করযদারকে বলবে যে, তুমি আমাকে তোমার সত্তার কাফীল দাও)। তখন কাফীলের কাছে প্রাপ্তি তলব করার অধিকার উকীলের হবে। আর যদি সে কাফালত তার মুআক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত করে অর্থাৎ বলে যে, করযদাতার জন্য তুমি আমাকে কাফীল দাও। তখন প্রাপ্তি তলবের অধিকার মুআক্কিল তথা করযদাতার হবে। আর যদি কাফীল করযদারকে দাতার কাছে সোপর্দ করে দেয়, তবে ইস্‌তিহ্‌সানস্বরূপ উভয় অবস্থায় দায়িত্বমুক্ত হবে (আয-যাখীরা)। আর যদি কাফীল উকীলের কাছে সোপর্দ করে এবং উকীল কাফালতকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে। অন্যথায় দায়িত্বমুক্ত হবে না (তাতার খানিয়্যা)।

২১. মাসআলা ঃ যদি একদল লোক এক ব্যক্তির সত্তার জামিন হয় এবং সবার যামানত একই সঙ্গে হয়। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একজনে তাকে হাযির করলে সবাই দায়িত্বমুক্ত হবে। পক্ষান্তরে সবার যামানত পৃথক পৃথক হলে অন্যরা দায়মুক্ত হবে না (আল-বাদাই)। যদি মাকফুলুন-নাফ্‌স (যার সত্তার কাফালত হয়েছে) মারা যায়, তবে সত্তার কাফীল তার কাফালত থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে (আল-হিদায়া)। মাকফূল বিহি আযাদ হোক কিংবা গোলাম এদুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (ফাতহুল কাদীর)। আর অনুরূপভাবে যদি কাফীল মারা যায়, তবু সে দায়িত্বমুক্ত হবে (আল-হিদায়া)।

২২. মাসআলা ঃ সত্তার কাফীল যদি তালিব বা ঋণদাতাকে নিজের সত্তার কোন কাফীল দেয়, তারপর আমীল বা ঋণদাতা মারা যায়, তবে উভয় কাফীল দায়মুক্ত হবে। অদ্রূপ প্রথম কাফীল মারা গেলে দ্বিতীয় কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি সত্তার কাফীল হলো। তারপর ঋণদাতা মারা গেলো। তবে সত্তার কাফালত স্ব-অবস্থায় বহাল থাকবে। তারপর কাফীল যদি মাকফূল বিহিকে মৃতের ওসীর কাছে সোপর্দ করে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে। চাই ত্যাজ্য সম্পদে করয হোক বা না হোক। আর যদি সে মাকফূল বিহিকে মৃতের ওয়ারিসদের কাছে সোপর্দ করে এবং যদি ত্যাজ্য সম্পদে করয হয়, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে না। চাই সে করয সমুদয় ত্যাজ্য সম্পদকে ঘিরে হোক কিংবা না হোক। যদি ত্যাজ্য সম্পদে করয না হয়, তবে যার কাছে সোপর্দ করেছে বিশেষত তার অংশ থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যদি ত্যাজ্য সম্পদ করযের চেয়ে বেশী হয় এবং মৃত ব্যক্তি তৃতীয়াংশের ওসিয়তও করে থাকে, তারপর কাফীল মাকফূল বিহিকে কোন ওয়ারিস বা মূসা লাহুর (যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে) কাছে সোপর্দ করে, কিংবা ঋণদাতার (মৃতের ঋণদাতার) কাছে সোপর্দ করে, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে না। আর যদি এই তিন ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করে, তবে শামসুল আইম্মা সারাখসী বলেন, আমার মতে বিশুদ্ধতম হচ্ছে দায়িত্বমুক্ত না হওয়া (আয-যাখীরা)। আর যদি ওয়ারিস করয ও ওসিয়ত পরিশোধ করে দেয়, তবে কাফীল কর্তৃক ওয়ারিসদের কাছে সোপর্দ করাও জাইয হবে এবং দায়িত্বমুক্ত হবে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তির জন্য এক হাজার দিরহামের জামিন হলো। তারপর তালিব বা ঋণদাতা মারা গেল এবং কাফীল তার ওয়ারিস হলো। তবে কাফীল তার কাফালত থেকে দায়মুক্ত হলো। আর ঐ মাল মাকফূল আনহুর কাছে স্ব-অবস্থায় বাকী থাকবে। আর যদি কাফালত তার নির্দেশ ব্যতীত হয়ে থাকে, তবে করযদারও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, যখন ঋণদাতা মারা গেলো এই মাল তার ওয়ারিসদের মীরাস হয়ে গেল। আর যদি ঋণদাতার জীবদ্দশায় কাফীল হেবা ইত্যাদি দ্বারা তার মালের মালিক হয়, তবে তা মাকফূল আনহু থেকে নিতে পারবে যদি কাফালত তার নির্দেশে হয়। আর যদি তার নির্দেশ ব্যতীত হয়, তবে নিতে পারবে না। আর অনুরূপভাবে যদি মীরাসের কারণে মালিক হয়, তবু এই বিধান প্রযোজ্য। এসব যা উল্লিখিত হলো– তা ছিল সেই অবস্থায়, যখন ঋণদাতা মারা যায় এবং কাফীল তার ওয়ারিস হয়। আর যদি এই অবস্থা হয় যে, ঋণদাতা মারা যায় এবং মাকফূল আনহু তার ওয়ারিস হয়, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলো। কেননা, যখন আসীল ওয়ারিস হলো, তখন মালিক হলো এবং দায়িত্বমুক্ত হলো। আর আসীলের দায়িত্বমুক্ত হওয়ার দরুন কাফীলও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। আর যদি করযদার ওয়ারিসের সাথে করযদাতার কোন দ্বিতীয় পুত্র থাকে, তবে কাফীল করযদারের অংশ পরিমাণ দায়িত্বমুক্ত হবে এবং দ্বিতীয় পুত্রের অংশ পরিমাণ তার উপর বাকী থাকবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আসীল বা করযদার করয পরিশোধ করলে কিংবা করযদাতা তাকে ক্ষমা করে দিলে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় (আল-কাফী)। তবে শর্ত এই যে, করযদারকে ক্ষমা কবূল করতে হবে। কবূল করা কিংবা অস্বীকার করার পূর্বে তার মারা যাওয়া কবূল করার স্থলবর্তী হবে (আন-নাহ্‌রুল ফাইক)। আর যদি সে ক্ষমা রদ করে দেয়, তবে রদ হয়ে যাবে। আর করযদারের করয বহাল থাকবে। আমাদের মাশায়েখ কিরাম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, ঐ করয পুনরায় কাফীলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে কিনা ! কেউ কেউ বলেন, প্রত্যাবর্তন করবে, আর কেউ কেউ বলেন, প্রত্যাবর্তন করবে না (শারহু তাহাবী)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি করযদাতা করযের মাল করযদারকে হেবা (দান) করে এবং হেবা প্রত্যাখ্যানের পূর্বে করযদার মারা যায়, তবে কাফীল দায়মুক্ত হবে। আর যদি মারা না যায় এবং সে হেবা প্রত্যাখ্যান করে, তবে তার প্রত্যাখ্যান শুদ্ধ হবে। আর তার উপর মালের দায় বহাল থাকবে (আল-মুহীত)। আর যদি মুক্ত করা কিংবা হেবা করা করযদারের মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত হয় এবং তার ওয়ারিসগণ কবূল করে, তবে শুদ্ধ হবে। তারা কবূল না করলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে রদ হয়ে যাবে এবং মুক্ত করা বাতিল হবে। কেননা, তার মৃত্যুর পর মুক্ত করা তার ওয়ারিসদেরকে মুক্ত করার নামান্তর। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ওয়ারিসদের রদ করা দ্বারা রদ হবে না। যেমন, তার জীবদ্দশায় মুক্ত করা হলে এবং তা কবূল করা বা প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে মারা গেলে ওয়ারিসদের প্রত্যাখ্যানের দ্বারা রদ হতো না (শারহু তাহাবী)। আর যদি সে কাফীলকে দায়মুক্ত করে, তবে শুদ্ধ হবে। চাই কবূল করুক বা না করুক। আর কাফীল বা তামীল থেকে নিতে পারবে না। আর যদি করযের মাল কাফীলকে হেবা করে কিংবা তাকে সাদাকা করে, তবে তা কবূল করার প্রয়োজন আছে। আর যখন সে কবূল করে নিলো, তখন আসীল থেকে নিতে পারবে (গায়ানাতুল বায়ান– শারহু হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৬. মাসআলা ঃ কাফীলের ক্ষেত্রে তাকে দায়মুক্ত করা কিংবা হেবা করার বিধান বিভিন্ন। দায়মুক্ত করার ক্ষেত্রে তার কবূলের প্রয়োজন নেই, হেবা ও সাদাকার ক্ষেত্রে তার কবূল করার দরকার আছে। আর আসীল (করযদার)-এর ক্ষেত্রে দায়িত্বমুক্ত করা, হেবা করা ও উকীলের করার একই বিধান। অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই কবূল করার দরকার আছে (শারহু তাহাবী)।

২৭. মাসআলা ঃ মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিসকে সত্তার কাফালত থেকে মুক্ত করে দেয়, তবে তা জাইয হবে। কেননা, মৃত্যুরোগের রোগী ওয়ারিস কিংবা করযদারগণের বিষয়াবলীতে সুস্থ ব্যক্তি সমতুল্য। আর সত্তার কাফালতের সাথে তাদের কোন হক জড়িত নয়। কেননা, নফ্স বা সত্তা মাল নয়। আর এ কারণে যদি সত্তার কাফীল তৃতীয় ব্যক্তি হয় এবং মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি তাকে দায়মুক্ত করে, তবে এই মুক্তি নিছক ত্যাজ্য সম্পদের তৃতীয়াংশ ধর্তব্য হয় না। আর অনুরূপভাবে যদি সত্তার কাফীল ওয়ারিস ব্যতীত অন্য কেউ হয়, আর মৃত্যুশায়ীর ঋণের পরিমাণ তার সমুদয় ত্যাজ্য সম্পদকে বেষ্টন করে আর সে কাফীল দায়মুক্ত করে, তারপর ঐ রোগে মারা যায়, তবে তা জাইয হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি ঋণদাতা কাফীলকে দায়িত্বমুক্ত করে, তবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আমীল বা ঋণী ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হবে না। আর যদি কাফীল তার উপর তার ওয়াজিবকৃত দায়িত্বের ব্যাপারে সমঝোতা করে, তবে আসীল দায়িত্বমুক্ত হবে না (আল-কাফী)।

২৯. মাসআলা ঃ কাফীল কিংবা আসীল যদি তার হাজার দিরহাম দায় থেকে পাঁচশ' দিরহামে সমঝোতা করে এবং সমঝোতায় উভয়ের দায়মুক্তির উল্লেখ থাকে, তবে উভয়ে দায়মুক্ত হবে। শুধু আমীলের দায়মুক্তির উল্লেখ থাকলেও বিধান হবে। কিংবা কোন শর্ত লাগায়নি, তবু এরূপ বিধান হবে। অথবা শর্ত করেছে যে, কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে এবং হাজার দিরহাম আসীলের উপর থাকবে (আত-তাবয়ীন)। সুতরাং ঋণদাতা চাইলে পুরা ঋণ নিজের আসীল থেকে নিয়ে নিবে। কিংবা পাঁচশ' দিরহাম আসীল থেকে ও পাঁচশ' দিরহাম কাফীল থেকে নিয়ে নিবে। আর কাফীল যে পরিমাণ পরিশোধ করবে, আসীল থেকে নিয়ে নিবে যদি সমঝোতা তার নির্দেশে করা হয়ে থাকে, আর যদি তার নির্দেশ ব্যতীত সমঝোতা হয়ে থাকে, তবে তার থেকে নিতে পারবে না (শরহ তাহাবী)।

৩০. মাসআলা ঃ যদি কাফীল রাকফূল লাহ্কে অন্য কোন ব্যক্তির কাছে হাওয়ালা করে দেয় যে, তার থেকে নিয়ে নিবে এবং মাকফূল লাহ্ ও মুহতাল আলায়হি (যার কাছে হাওয়ালা করা হয়েছে) কবূল করে নেয়, তবে কাফীল ও মাকফূল আনহু (আসীল) দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩১. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো সত্তার জামিন হয়, তারপর ঋণদাতা স্বীকার করে যে, মাকফূল বিহির কাছে আমার কিছু পাওনা নেই। তবে তার এই ইখতিয়ার বাকী থাকবে যে, কাফীলকে মাকফূল বিহিকে সোপর্দ করার জন্য পাকড়াও করবে। আর সে দায়িত্বমুক্ত হবে না। আর যদি এরূপ স্বীকার করে যে, মাকফূল বিন নাফ্স-এর কাছে আমার তরফ থেকে কোন রকম না নিজের বাবদ, না উকীল হওয়া বাবদ মোট কথা কোন বাবদই কিছু পাওনা নেই। তবে কাফীল তার কাফালত থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে (আল-খুলাসা)। আর

যদি এরূপ স্বীকার করে যে, কাফীলের কাছে আমার কিছু পাওনা নেই, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর কাফীলের কাছে ঋণদাতার যে পরিমাণ পাওনা প্রমাণিত ছিল, তা সমুদয় এই স্বীকারোক্তি দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

৩২. মাসআলা ঃ কেউ কারো অনুকূলে অমুকের উপর হাজার দিরহাম ঋণের জামিন হলো এবং অমুক প্রমাণ পেশ করলো যে, জামিন হওয়ার পূর্বে সে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে। তবে আসীল (ঋণী ব্যক্তি) দায়মুক্ত হয়ে যাবে কাফীল নয়। আর যদি প্রমাণ পেশ করে যে, জামিন হওয়ার পর ঋণ পরিশোধ করেছে, তবে উভয়ে দায়মুক্ত হবে (আল-বাহ্রুর রাইক)। কাফীল যদি আসীলকে করযদাতাকে ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে দায়মুক্ত করে দেয়, কিংবা তাকে হেবা করে দেয়, তবে তা জাইয হবে। এমনকি যদি তারপর কাফীল করযদাতাকে পরিশোধ করে দেয়, তবু আসীল (করযদার) থেকে তা নিতে পারবে না। এটা ইমাম কাযীখান ও ইমাম মাহবুবী (র) উল্লেখ করেছেন (আন-নিহায়া)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিতাবুল আসল এ বলেন যে, সত্তার কাফীল মাকফূল বিহির ঋণ এই শর্তে পরিশোধ করলো যে, তাকে সত্তার কাফালত থেকে দায়িত্বমুক্ত করে দিবে। আর সে এরূপই করলো। তবে পরিশোধ করা ও দায়মুক্ত করা উভয়ই জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি করযদার করযদাতার করয পরিশোধ করে দেয়, তাতে সত্তার কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে না যদি করযদাতা করযদারের কাছে অন্য কোন পাওনা দাবী করে (আত-তাতারখানিয়্যা)। সত্তার কাফীল যদি কিছু পরিমাণ মালের কাফালত বাতিল করার জন্য সমঝোতা করে, তবে ঐ মাল নেয়া শুদ্ধ নয়। আর সত্তার কাফালত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি হলো, বাতিল হয়ে যাবে (আল-ফুসূলুল ইসতিরাও শানিয়াহ)। আর এর উপরই ফাতওয়া (আয-যাখীরা)।

৩৪. মাসআলা ঃ যদি সত্তা ও সম্পদ উভয়ের কাফীল হয়, আর সে সত্তার কাফালত থেকে মুক্ত হওয়ার শর্তে সমঝোতা করে, তবে ঐ কাফালত থেকে সে দায়িত্বমুক্ত হবে (আল-ফুসূলুল ইস্তিরাও শানিয়া)।

৩৫. মাসআলা ঃ যদি মাকফূল লাহ্ যদি কাফীলকে বলে যে, তুমি আমার তরফ থেকে মাল থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়েছো, তবে এটা সমুদয় প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। এমনকি কাফীল যদি আসীলের নির্দেশে জামিন হয়ে থাকে, তবে তার থেকে ঐ মাল নিতে পারবে। পক্ষান্তরে মাকফূল লাহ্ যদি কাফীলকে বলে যে, আমি তোমাকে দায়মুক্ত করলাম, তবে তাতে দায়মুক্ত সাব্যস্ত হবে, কিন্তু এটাকে মাল প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি বলে গণ্য করা হবে না। সুতরাং কাফীল তা আসীল থেকে মাল নিতে পারবে না। আর যদি করযদাতা কাফীলকে শুধু 'দায়মুক্ত হয়েছো' বলে, কিন্তু 'আমার পক্ষ হতে' না বলে। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এটা নিছক দায়িত্ব মুক্তি। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এটা স্বীকারোক্তিও বটে (আল-কাফী)। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, তিনি এ মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সাথে রয়েছেন। আর এটাই হিদায়া প্রণেতা গ্রহণ করেছেন। আর এ সম্ভাবনাই প্রবলতর। তাই এটা গ্রহণ করাই শ্রেয় (আল-ইখতিয়ার শারহুল মুখতার)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৬. মাসআলা ঃ আর এতে কোন দ্বিমত নেই যে, যদি ঋণদাতা লিখে দেয় যে, কাফীল যে পরিমাণ দিরহামের জামিন হয়েছিল, তা থেকে সে মুক্ত হয়ে গেছে, তবে এটা তার দিরহাম কবজা করার স্বীকারোক্তি (আন-নাহ্রুল ফাইক)।

৩৭. মাসআলা ঃ যদি ঋণদাতা কাফীলকে বলে যে, তুমি মাল থেকে হালাল হয়ে গেছো, তবে চার ইমামের সর্বসম্মত মতে এ উক্তির অর্থ আমি তোমাকে দায়িত্বমুক্ত করলাম। কেননা, হিল্ল বা হালাল শব্দ পরিভাষায় কেবল মুক্তি ও অব্যাহতি দেয়ার কারণে মুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কবজা করার কারণে মুক্তি পাওয়ার অর্থে নয়। ইমাম মাহবুবী (র) এরূপই বলেছেন (আল-সিরাজুদ দিরায়া)।

৩৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি ছমন বা মূল্যের জামিন হয়, তারপর বিক্রিত বস্তুর কোন হকদার দাঁড়ায়, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে। আর অনুরূপভাবে যদি তা আয়েবের কারণে কাযীর নির্দেশে কিংবা কাযীর নির্দেশ ব্যতীত ফেরত দেয়, কিংবা খিয়ারে রুইয়াত বা খিয়ারে শর্তের কারণে ফেরত দেয়, তবু কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে। যদি ক্রেতা মূল্য বিক্রেতার কোন করযদাতাকে দেয়ার জামিনদার হয়, তারপর বিক্রিত বস্তুর কোন হকদার বের হয়, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যদি আয়েবের কারণে কাযীর নির্দেশে কিংবা বিনা নির্দেশে ফেরত দেয়, তবে দায়িত্বমুক্ত হবে না (আল-বাহ্রুর রাইক)।

৩৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে এবং বরের পক্ষ থেকে মহরের কেউ কাফীল হয়, তারপর সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীলোকটির পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটার দরুন সমুদয় মহর বাতিল হয়ে যায় কিংবা সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেয়ার কারণে অর্ধেক মহর বাতিল হয়ে যায়, তবে প্রথমোক্ত অবস্থায় কাফীল সমুদয় মহর থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় অর্ধেক মহর থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যদি কোন স্ত্রীলোক কোন ব্যক্তির কাছে নিজকে বিয়ে দেয় এবং হাজার দিরহাম মহর ধার্য হয়, আর নিজ স্বামীকে বলে যে, আমার ঋণদাতার জন্য তুমি তার জামিন হও, কিংবা ঋণদাতাকে তার হাওয়ালা করে দেয়, অথবা সে তার কাফীল হয়ে যায়, তারপর সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীলোকটির পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, যার দরুন সমুদয় মহর বাতিল হয়ে গেলো, তবে স্বামী কাফালত থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে না। আর যখন কাফালত বাকী থাকলো এবং স্বামী ঐ মাল পরিশোধ করলো, তখন যে পরিমাণ পরিশোধ করলো, তা স্ত্রীলোকটি থেকে নিবে। আর অনুরূপভাবে যদি সঙ্গমের পূর্বে স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবু সে কাফীল থাকবে। কিন্তু অর্ধেক পরিমাণ তার থেকে নিতে পারবে (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ কাফালত থেকে দায়মুক্ত করাকে শর্তের সাথে যুক্ত করা জাইয নয় (আল-হিদায়া)। আর এটাই জাহির কথা (গায়াতুল বায়ান)। আর কোন কোন বর্ণনা মতে এটাই সহীহ্ ও বিশুদ্ধ (আল-হিদায়া)। আর ফাতহুল কাদীরে লিখিত আছে যে, এটাই যুক্তিসম্মত।

কেউ কেউ বর্ণনার বিভিন্নতার কারণ এই বলেছেন যে, জাইয তখন হবে না, যখন শর্ত নিছক শর্ত হয়, তার দ্বারা ঋণদাতার কোন মুনাফা না হয়, যেমন এরূপ বলা যে, যখন

আগামীকাল আসবে, তখন তুমি দায়িত্বমুক্ত। কেননা, এরূপ বলা লোকের মধ্যে সুপরিচিত নয়। আর যদি এরূপ শর্ত হয়, যাতে ঋণদাতার মুনাফা হয় এবং লোকের মধ্যেও তা প্রচলিত, তবে তা শুদ্ধ হবে (আল-ইনায়া)। আর আসীলের দায়িত্বমুক্তি শর্তের উপর নির্ভরশীল করা জাইয নয়। যেমন, যদি করযদারকে বলে যে, যখন আগামীকাল আসবে, তখন তুমি করয থেকে মুক্তি পাবে। এটা জাইয নয় (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪১. মাসআলা ঃ করযদাতা করযদারকে বললো যে, যদি করয উসুল করার আগে তুমি মারা যাও, তবে তুমি দায়মুক্ত হবে। তারপর করযদার মারা যায়, তবে এই দায়িত্বমুক্তি বাতিল হবে। আর যদি করযদাতা বলে যে, আমি মারা গেলে তুমি আমার ঋণ থেকে মুক্ত। তবে তা জাইয হবে। কেননা, এটা ওসিয়ত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি করযদাতা করযদারকে বলে যে, যখন অমুক ব্যক্তি কারাগার থেকে বের হবে কিংবা তার সফর থেকে বাড়ি আসবে, তখন তুমি করয থেকে মুক্ত। এটা বাতিল। আর যদি করযদার ঐ কারাবন্দীর পক্ষ থেকে হাজার দিরহামের কাফীল হয়, তবে দায়িত্বমুক্ত করা জাইয (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪৩. মাসআলা ঃ কেউ কারো পক্ষ থেকে মালের জামিন হলো। তারপর কাফীল মাকফূল লাহুকে বললো, আমি যদি তাকে আগামীকাল তোমার সাথে মিলিত করে দেই, তবে আমি মাল থেকে দায়িত্বমুক্ত। এটা জাইয। কেননা, জনগণের মধ্য এরূপ প্রচলিত আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৪. মাসআলা ঃ হিশাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি পুত্রবধূর মহরের এই শর্তে জামিন হয় যে, যদি পুত্র কিংবা তার বধূ পরস্পর খালত (বৈধসম্ভোগের নির্জনতা) ও সহবাসের পূর্বে মারা যায়, তবে জামিনদার দায়িত্বমুক্ত হবে। তবে এই যামানত অনিবার্য হবে এবং শর্ত বাতিল হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪৫. মাসআলা ঃ আর যদি সত্তার কাফীল বলে যে, যখন মাকফূল আনহুকে করযদাতা দেখবে কিংবা তার সাথে সাক্ষাত করবে, তখন আমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবো, তবে তা জাইয হবে এবং সে করযদাতাকে দেখার সাথে সাথে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিংবা এমন স্থানে তার সাথে মিলিত হয়, যেখানে নিজের হক তার থেকে নিতে পারে। তবু দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪৬. মাসআলা ঃ আল-মুজাররিদ-এ ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমার জন্য আজ দিনভর কাফীল আছি। যখন আজকের দিনটি চলে যাবে; তখন আমি দায়িত্বমুক্ত হবো। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, দিনটি চলে গেলে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৪৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তির জন্য মালের কাফীল এই শর্তে হলো যে, যখন আমি করযদারের সত্তা করযদাতাকে সোপর্দ করবো, তখন মালের

pdf By Syed Mostafa Sakib

দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। আর যদি করযদাতা জামিনদার থেকে করযদারের সত্তা সোপর্দ করার পূর্বে মাল নিয়ে নেয়, তবে জামিনদার ফেরত নিয়ে নিবে। তারপর জামিনদার করযদারকে নিয়ে এলো এবং করযদাতাকে সোপর্দ করলো, তবে যে মাল সে করযদাতাকে দিয়েছে, তা তার থেকে ফেরত নিবে (আয-যাখীরা)।

৪৮. মাসআলা ঃ যদি করযদাতা সত্তার কাফীলের দায়িত্বমুক্তি কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল করে, তবে তার তিনটি অবস্থা হতে পারে। একটি অবস্থায় তো দায়িত্বমুক্তি জাইয এবং শর্ত বাতিল হবে। যেমন কেউ অন্য এক ব্যক্তির সত্তার কাফীল হলো এবং করযদাতা কাফীলকে এই শর্তে দায়িত্বমুক্ত করলো যে, কাফীল দশ দিরহাম আমাকে দিবে। তবে দায়িত্বমুক্তি জাইয হবে এবং শর্ত বাতিল হবে। আর কাফীল যদি মাকফূল লাহু থেকে দায়িত্বমুক্তির জন্য কিছু পরিমাণ মাল দ্বারা সমঝোতা করে, তবে এ সমঝোতা শুদ্ধ হবে না এবং মাল কাফীলের উপর ওয়াজিব হবে না। আর না কাফীল কাফালত থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে। এ বর্ণনা জামি' এবং এক বর্ণনা হাওয়ালা ও কাফালায় আছে। আর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কাফালত থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থায় দায়িত্বমুক্তি ও শর্ত উভয় জাইয। আর তার রূপ হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি এক করযদারের করয ও তার সত্তার কাফীল হলো। তারপর করযদাতা কাফীলের সাথে এই শর্ত করে যে, মাল করযদাতার হাতে সোপর্দ করবে এবং তার নিকট থেকে সত্তার কাফালত থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। তবে দায়িত্বমুক্তি ও শর্ত জাইয হবে।

আর তৃতীয় অবস্থায় উভয়টি নাজাইয। যেমন, কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির শুধু সত্তার কাফীল হলো এবং করযদাতা তার উপর এই শর্ত লাগালো যে, আমাকে মাল পরিশোধ করে দাও এবং ঐ পরিমাণ মাল করযদারের কাছ থেকে নিয়ে নাও। তবে এটা বাতিল হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ ফেরত নেয়া ও রুজু করার বিবরণ।

১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বললো যে, অমুক ব্যক্তির জন্য তুমি আমার তরফ থেকে হাজার দিরহামের কাফীল হও, কিংবা তাকে আমার তরফ থেকে হাজার দিরহাম নগদ দিয়ে দাও, কিংবা আমার পক্ষ থেকে জামিন হও হাজার দিরহাম কিংবা আমার পক্ষ থেকে জামিন হও হাজার দিরহাম কিংবা সে আমার কাছে যে হাজার দিরহাম পায়, তার জামিন হও, কিংবা সে আমার কাছে যা পায়, তার জামিন হও, কিংবা আমার পক্ষ থেকে তাকে পরিশোধ করে দাও। কিংবা যে হাজার দিরহাম সে আমার কাছে পায়, তা তুমি দিয়ে দাও, কিংবা আমার পক্ষ থেকে তাকে হাজার দিরহাম দিয়ে দাও, কিংবা তাকে আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ করে দাও। কিংবা সে যে আমার কাছে হাজার দিরহাম পাবে, তা তাকে দান করো অর্থাৎ পরিশোধ করে দাও। কিংবা তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে এক হাজার দিরহাম দাম করো অর্থাৎ পরিশোধ করো। আদিষ্ট ব্যক্তি তাই করলো। তবে এ মাসআলাগুলোতে 'আসল -এর

বর্ণনানুযায়ী রুজু করতে পারে (অর্থাৎ আদিষ্ট ব্যক্তি যা কিছু দিয়েছে, তা আসীল বা করযদারের কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ যে অবস্থায় কাফালত শুদ্ধ হয়, যদি কাফীল কাফালতের মাল নিজের কাছ থেকে পরিশোধ করে দেয়, তবে মাকফূল আনহু থেকে নিয়ে নিবে। পরিশোধ করার পূর্বে নিতে পারবে না। আর যখন সে পরিশোধ করলো, তখন যে পরিমাণ মালের সে কাফীল হয়েছে, সেই পরিমাণ মাল সে নিতে পারবে। যে পরিমাণ সে পরিশোধ করেছে, সে পরিমাণ নিতে পারবে না। এমনকি যদি সে ভেজাল দিরহাম পরিশোধ করে থাকে এবং কাফীল হয়েছিল নির্ভেজাল দিরহামের, তবু সে নির্ভেজাল দিরহাম ফেরত নিবে। আর যদি দীনারের স্থলে সমঝোতার মাধ্যমে দিরহাম কিংবা কোন পরিমাপগত কিংবা ওজনগত জিনিস পরিশোধ করে এবং কাফালত ছিল দীনারের, তবে ঐ দীনারসমূহই মাকফূল আনহু থেকে নিবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ আর আদেশকারী থেকে রুজু করা শুধু তখনই হতে পারে, যদি সে ঋণ স্বীকার করার যোগ্য হয়। সুতরাং যদি মাকফূল আনহু আদেশকারী নাবালেগ ছেলে হয়, যাকে লেনদেন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং সে কাউকে তার কাফালত করার জন্য আদেশ করে, আর কাফীলতার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে, তবে তার থেকে ফেরত নিতে পারবে না। আর অনুরূপভাবে যে গোলামকে লেনদেন করতে নিষধ করা হয়েছে, সে যদি কাউকে তার তরফ থেকে কাফালত করার জন্য আদেশ করে এবং সে কাফালত করে পরিশোধ করে, তবে তার থেকে ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু গোলাম যখন আযাদ হবে এবং বালক যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হবে, তখন তার আদেশে যদি কাফালত করে কেউ পরিশোধ করে, তবে তার থেকে ফেরত নিতে পারবে (আল-ইনায়া)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে বলে যে, তাকে পরিশোধ করো, কিংবা তার জামিন হও অর্থাৎ দিয়ে দাও, কিংবা তার জন্য কাফালত করো, আর এটা না বলে যে, আমার পক্ষ থেকে কিংবা সে আমার কাছে যা পায়, তবে ঐ কাফীল যদি তার শরীকদার হয়, তার সাথে লেনদেন থাকে, আর নিজের মাল তার কাছে রাখে কিংবা তার পরিবার-পরিজনের কেউ হয়, তবে আদেশকারীর নিকট থেকে নিয়ে নিবে, অন্যথায় নয় (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা ঃ 'আসল' কিতাবে উল্লিখিত আছে, কোন ব্যক্তি যদি সমবৃত্তিসম্পন্ন কোন পোদ্দার বন্ধুকে আদেশ করে যে, অমুক ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম আমার পক্ষ থেকে পরিশোধমূলকভাবে দিয়ে দাও। কিংবা আমার পক্ষ থেকে পরিশোধ করার কথা উল্লেখ করলো না এবং আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপই করলো, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আদিষ্ট ব্যক্তি ঐ আদেশকারী থেকে নিয়ে নিবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি তার সমবৃত্তিসম্পন্ন বন্ধু না হয়, তবে 'আমার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দাও' কথাটি না বললে পরিশোধকৃত মাল ফেরত নিতে পারবে না। 'আসল' কিতাবে লিখিত আছে, এক ব্যক্তি অশরীকদার ব্যক্তিকে বললো, অমুক ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম দিয়ে দাও। সে দিয়ে দিলো। তবে আদেশকারীর নিকট থেকে ফেরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিতে পারবে না। কিন্তু কবজাকারীর কাছ থেকে ফেরত নিবে। কেননা, বৈধ পন্থায় তাকে পরিশোধ করা হয় নি (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো উপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে তার বিনা অনুমতিতে শত দিরহামের জামিন হয় এবং মাকফূল আনহু তাতে সম্মত হয়, তবে এই সম্মতি মাকফূল লাহুর কবূলের পূর্বে হলে কাফীলের ইখতিয়ার থাকবে, যখন সে পরিশোধ করবে, তা তার মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিবে। যেরূপ তার আদেশে কাফীল হলে ফেরত নিতে পারতো। আর যদি মাকফূল লাহুর কবূলের পর সম্মতি পাওয়া যায়, তবে কাফীল তার আসীল থেকে ফেরত নিতে পারবে না। আর তার সম্মতি ও ধর্তব্য হবে না (আয-যাখীরা)।

৭. মাসআলা ঃ কোন গোলাম তার মালিকের পক্ষ থেকে জামিন হলো, তারপর সে আযাদ হলো। আর সে পরিশোধ করে দিলো। কিংবা গোলামের মালিক তার পক্ষ থেকে জামিন হলো তার আদেশে। তারপর তার আযাদ হওয়ার পর কাফালতের মাল পরিশোধ করলো। তবে উভয়ের কেউ অপরজনের নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে না (আল-কাফী)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে এবং স্ত্রীলোকটি তার পূর্ব স্বামীর গৃহে ভাড়া থাকে, আর সেখানে সে অবতরণ করে। আর তার পক্ষ থেকে ভাড়ার জামিন হয় (ও তা পরিশোধ করে), তবে তার থেকে তা ফেরত নিতে পারবে না। তার আদেশে জামিন হোক কিংবা বিনা আদেশে যেমন পিতা নাবালেগ পুত্রের পক্ষ থেকে মহরের জামিন হয়ে পরিশোধ করার পর পুত্র থেকে ফেরত নিতে পারে না। আর পিতার ব্যাপারে এ বর্ণনা সংরক্ষিত যে, যদি সে জামিন হওয়া ও পরিশোধ করার সময় ফেরত নেয়ার কথা বলে থাকে। তবে সে নিতে পারবে। উপরোক্ত স্ত্রীলোটির ক্ষেত্রেও এরূপ জবাব হওয়া উচিত। অর্থাৎ স্বামী যদি ফেরত নেয়ার শর্ত করে থাকে তবে ফেরত নিতে পারবে (আয্-যাখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ যদি বিক্রেতার জন্য কোন্ ব্যক্তি মূল্যের জামিন হয়। তারপর বিক্রেতা মূল্য কাফীলকে হেবা করে দেয় এবং ক্রেতা থেকে নিয়ে সে তা কবজা করে। তারপর ক্রেতা বিক্রীত বস্তুতে কোন আয়েব পায়। তবে ইমাম বলেন, বিক্রেতাকে বিক্রীত বস্তু ফেরত দিবে এবং তার থেকে নিজের দেয়া মূল্য ফেরত নিবে। উভয়ের মধ্য থেকে কারো পক্ষেই কাফীলের কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেয়ার কোন পথ নেই (মুহীত ঃ আস্-সারাখ্সী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কাফীল বায়' সালমের কাপড় পরিশোধ করে দেয়, তবে তার মূল্য নিবে। যদি বায়' সালমে এই শর্ত স্থির হয়ে থাকে যে, শহরে পরিশোধ করতে হবে এবং ঐ বায়ের কোন কাফীল থাকে, আর সে মুসাল্লাম ফীহ্ (যে শহরে পরিশোধ করার কথা) শহরের বাইরে পরিশোধ করে। আর রাব্বুল সালম তাতে রাযী হয়ে থাকে, তবে কাফীল তার থেকে শহরে নিবে (আত্-তাতার খানিয়্যা আস্-ইনায়া থেকে)।

১১. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআর নাওয়াদির কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম দাবী করলো এবং বিবাদীর আদেশে কোন এক ব্যক্তি তার জামিন হয়ে তা পরিশোধ করে দিলো। তারপর বাদী বিবাদী

সম্পর্কে অপাওনার স্বীকারোক্তি করে তবে যা কিছু সে কবজা করেছিল তা বিবাদীকে ফেরত দিবে এবং জামিনদার বিবাদী থেকে তা নিয়ে নিবে। আল্-মুনতাকায় লিখিত আছে যে, এক ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম পাওনা ছিল এবং করযদাতা করযদারকে নির্দেশ দিলো যে, তুমি আমার তরফ থেকে কোন ব্যক্তির জন্য এক হাজার দিরহাম নগদ কিংবা মেয়াদী ধারের জামিন হয়ে যাও। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-বলেন, করযদারের কাছে করযদাতার যে হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। তা যদি সে ফিশহাল পরিশোধ করে থাকে, আর করযদার তার তরফ থেকে মেয়াদী এক হাজার দিরহামের জামিন হয়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে আদেশদাতা থেকে হাজার দিরহাম নিয়ে নেয়ার। চাই মেয়াদী আসুক কিংবা না আসুক। আর যদি করযদাতার হাজার দিরহাম মেয়াদী থাকে, আর করযদারও ঐ পরিমাণ মেয়াদের উপর তার তরফ থেকে জামিন হয়, তবে মেয়াদ আসার পর তার এ ইখতিয়ার থাকবে না যে, তাকে পাকড়াও করবে। আর অনুরূপভাবে যদি তার কাছে হাজার দিরহাম গচ্ছিত রাখে এবং করযদাতা তাকে নির্দেশ দেয় যে, আমার করযদাতার জন্য তুমি এক হাজার দিরহামের জামিন হও, তবে পাকড়াও করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র)-বলেন, ধার প্রদানকারী যদি ধার দেয়া বস্তু ফেরত দেয়ার জন্য কোন কাফীল নিযুক্ত করে, কিংবা যে ব্যক্তির মাল ছিনতাই হয়েছে, সে তা ফেরত দেয়ার জন্য কাফীল মাকফূল বিহিকে বহন করে মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়, তবে কাফীল ধার গ্রহণকারী ও ছিনতাইকারীর নিকট থেকে প্রচলিত পরিবহন খরচ নিতে পারবে। আর এটা হচ্ছে ইসতিহসান। আর যদি ধার গ্রহণকারী ও ছিনতাইকারী কোন উকীল নিয়োগ করে যে, তা ধার প্রদানকারী কিংবা মাগসূব আনহুর (যার নিকট থেকে ছিনতাই করা হয়েছে) গৃহে পৌঁছে দিবে, অথবা যে স্থানে ধার বা ছিনতাই সংঘটিত হয়েছে, সেখানে পৌঁছে দিবে, তবে এটাও জাইয হবে। কিন্তু এক স্থানে থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উকীলের উপর জোরজবরদস্তি করা যাবে না। আর কাফীলের উপর জোরজবরদস্তি করা যাবে (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ আবূ সুলায়মান (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ কারো নির্দেশে তার পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের জামিন হলো। তারপর আসীল (করযদার) তা কাফীলের সামনে পরিশোধ করলো। তারপর তালিব (করযদাতা) তা অস্বীকার করলো এবং কসম করলো আর পুনরায় কাফীল থেকে নিয়ে নিলো। তবে কাফীল তার মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে। আর যদি এই অবস্থা হয় যে, কাফীল তার আসীলের সামনে ঐ দিরহাম তালিবকে দিয়ে দেয়, তারপর সে তা অস্বীকার করে এবং কসম করে এবং পুনরায় আসীল থেকে নিয়ে নেয়, তবে কাফীল তার আসীল থেকে ফেরত নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ ওসী যদি মৃতের ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তবে সে তা মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ থেকে নিতে পারবে (আত-তাতারখানিয়্যা ইনায়া থেকে)।

১৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি একটি গোলাম হাজার দিরহামে খরিদ করলো এবং ক্রেতার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি মূল্যের কাফীল হলো। তারপর কাফীল বিক্রেতাকে মূল্য দিয়ে দিলো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর ক্রেতা গোলামকে হস্তগত করলো। তারপর কাফীল ক্রেতার কাছ থেকে নিজের মূল্য নেয়ার পূর্বে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো। তারপর এক ব্যক্তি নিজেকে হকদার দাবী করে ঐ গোলাম ক্রেতার কাছ থেকে নিয়ে নিলো, আর ক্রেতা চাইল যে, তার মূল্য বিক্রেতা থেকে নিয়ে নিবে। তবে এটা কাফীলের উপস্থিতি ব্যতিরেকে হতে পারবে না। তারপর কাফীল যখন উপস্থিত হবে, তখন তার ইখতিয়ার থাকবে যে, ইচ্ছা করলে নিজের মূল্য বিক্রেতা থেকে ফেরত নিবে কিংবা ক্রেতা থেকে নিয়ে নিবে। আর যখন সে একজন থেকে যামানত নেয়া ইখতিয়ার করলো। তখন তার অপরজন থেকে যামানত নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। সুতরাং সে যদি বিক্রেতা থেকে যামানত নেয়, তবে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে নিতে পারবে না। আর যদি সে প্রথমেই ক্রেতা থেকে যামানত নেয়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে যা দিয়েছে তা তার বিক্রেতা থেকে ফেরত নিয়ে নিবে। আর যদি কাফীল মূল্য পরিশোধ করার সময় ক্রেতা থেকে ফেরত নিয়ে থাকে, তারপর নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তারপর গোলামের মধ্যে হকদার প্রমাণিত হয়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে স্বীয় মূল্য বিক্রেতা থেকে ফেরত নেয়ার। আর যদি ঐ গোলামের মধ্যে হকদার প্রমাণিত না হয়। বরং এটা প্রকাশ পায় যে, সে আযাদ কিংবা মুকাতাব কিংবা মুদাববার কিংবা দাসীর ক্ষেত্রে প্রকাশ পেলো যে, সে উম্মু ওয়ালাদ, তবে এসব ক্ষেত্রের বিধানও হকদারের অনুরূপ।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ক্রেতা যদি অপর কারো থেকে একটি গোলাম হাজার দিরহামে খরিদ করে এবং ক্রেতার নির্দেশে তার পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি তার মূল্যের কাফীল হয়, আর মূল্য পরিশোধ করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর ঐ গোলাম বিক্রেতার হাতে ক্রেতার কবজা করার পূর্বে মারা যায়, তবে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে, চাই ক্রেতা থেকে কাফীল মূল্য নিয়ে থাকুক কিংবা না নিয়ে থাকুক। আর যদি গোলাম না মারা যায়, কিন্তু ক্রেতা তার মধ্যে কিছু দোষ দেখতে পায় এবং তাকে কাযীর নির্দেশে কিংবা বিনা নির্দেশে ফেরত দিয়ে দেয়, কিংবা খিয়ারে রুইয়াত বা খিয়ারে শর্তের কারণে ফেরত দেয়, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে। আর কাফীল কর্তৃক বিক্রেতা থেকে নেয়ার কোন পথ নেই। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি কারো থেকে একটি গোলাম হাজার দিরহামে খরিদ করে এবং কেউ ক্রেতার নির্দেশে তার তরফ থেকে মূল্যের জামিন হয়, তারপর কাফীল বিক্রেতার সাথে এই হাজার দিরহাম থেকে পঞ্চাশ দীনার সমঝোতা করে, তবে কাফীল তার আসীল থেকে দিরহাম নিবে- দীনার নয়। আর যদি গোলামের কোন হকদার বের হয় এবং কাফীল অদৃশ্য থাকে, তবে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি কাফীল উপস্থিত হয়। তবে বিক্রেতা থেকে দীনার ফেরত নিবে। আর যদি কাফীল চায় যে, ক্রেতার কাছ থেকে নিবে। তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি কাফীল দিরহাম পরিশোধ করে, তবে ক্রেতা থেকে তা নিয়ে নেয়ার ইখতিয়ার কাফীলের থাকবে। আর যদি সমঝোতার পরিবর্তে বিক্রয় হয়। যেমন- কাফীল পঞ্চাশ দীনারকে বিক্রেতার হাজার দিরহামের বিনিময়ে তার কাছে বিক্রয় করে দিলো। তারপর গোলামের হকদার প্রমাণিত হলো, তবে বিক্রয় ও সমঝোতা উভয়ের একই বিধান হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উভয়ের একই বিধান হওয়ার অর্থ এই যে, যখন উভয়ের পৃথক হওয়ার পর গোলামের হকদার হওয়া প্রমাণিত হলো, তখন বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে, যেরূপ

সমঝোতা বাতিল হয়ে যায়। আর যদি গোলামের মধ্যে হকদার হওয়া প্রমাণিত না হয়,বরং সে ক্রেতার কবজার পূর্বে বিক্রেতার হাতে মারা যায় এবং কাফীল পঞ্চাশ দীনারকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করে দিয়ে থাকে। আর বিক্রেতা দীনারগুলো কবজা করে থাকে, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে দিরহাম নিতে পারবে। বিক্রেতা থেকে কাফীলের নেয়ার কোন পথ নেই।

আর যদি বিক্রয়ের স্থলে সমঝোতা হয়, যেমন, কাফীল বিক্রেতার সাথে দিরহামগুলোর বিনিময়ে পঞ্চাশ দীনারে সমঝোতা করলো। তারপর ক্রেতার কাছে সোপর্দ করার পূর্বে ঐ গোলাম মারা গেলো। তবে এর বিধানও বিক্রয়ের অনুরূপ। কিন্তু সমঝোতা ও বিক্রয়ের মধ্যে ফারাক এই যে, সমঝোতার ক্ষেত্রে গোলাম বিক্রয়কারীর ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে পঞ্চাশ দীনারও ফেরত দিতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে হাজার দিরহাম ও ফেরত দিতে পারবে। আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তার উপর হাজার দিরহাম ফেরত দেয়াই ওয়াজিব। এ ছাড়া সমঝোতার ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি দীনার ফেরত দিতে চায়, তবে তা কাফীল বিক্রেতার কাছ থেকে নিজের কবজায় নিবে। আর যদি দিরহাম ফেরত দিতে চায়, তবে বিক্রেতার কাছ থেকে তা ক্রেতা কবজা করবে। আর যদি কাফীল ক্রেতার পক্ষ থেকে আদিষ্ট থাকে যে, বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে দাও, আর সে পঞ্চাশ দীনার বিক্রেতার হাতে মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে, কিংবা সমঝোতায় দিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে। আর যদি কাফীল ক্রেতার পক্ষ থেকে তার বিনা নির্দেশে কাফীল হয়, তারপর কাফীল মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতার কাছে পঞ্চাশ দীনার বিক্রয় করে, কিংবা বিক্রেতার সাথে মূল্যের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ দীনারে সমঝোতা করে, তবে বিক্রয় কোন অবস্থায় জাইয হবে না। আর যদি এই শর্তে সমঝোতা হয় যে, বিক্রেতা ক্রেতার কাছে যে মূল্য পাবে, তা কাফীলের জন্য হবে, তবে সমঝোতাও বাতিল হবে। আর যদি এই শর্তে সমঝোতা করে যে, ক্রেতা মূল্য থেকে দায়মুক্ত, তবে এ সমঝোতা জাইয হবে। আর যদি সমঝোতাকে নিরঙ্কুশ রেখে দেয় এবং কোন শর্তারোপ না করে। তবু সমঝোতা শুদ্ধ হবে। যদি ক্রেতার কাছে সোপর্দ করার পূর্বে গোলাম মারা যায়, কিংবা তার হকদার বের হয়, আর সমঝোতার মধ্যে কোন শর্ত না থাকে, তবে এ অবস্থায় বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রেতার নেয়ার পথ নেই। একমাত্র কাফীলই বিক্রেতা থেকে ফেরত নিবে। আর দিরহাম দেয়া কিংবা দীনার দেয়ার মধ্যে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে (আয-যাখীরা)।

১৬. মাসআলা ঃ আর যদি অন্য ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত তার নির্দেশে পরিশোধ করে দেয়, তবে ফেরত নেয়ার শর্ত না থাকলে ও তার থেকে নিতে পারবে। যেমন- অন্যের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে (মিরাজুদ-দিরায়া)। শামসুল আইম্মা বলেন, এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন তা পরিশোধ করার জন্য বিনা জোরজবরদস্তিতে নির্দেশ দিয়ে থাকে। আর যদি তার উপর জোরজবরদস্তি করা হয়, তবে ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে তার নির্দেশ দেয়া ধর্তব্য হবে না (আল-ইনায়া)।

১৭. মাসআলা ঃ সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে যে, যদি কোন মুসলমান হরবীদের হাতে বন্দী হয়, তারপর তাকে কোন ব্যক্তি হরবীদের নিকট থেকে খরিদ করে, আর যদি তার বিনা নির্দেশে খরিদ করে, তবে তার প্রতি ইহসান করলো। সে তার থেকে কিছু নিতে পারবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। আর যাকে খরিদ করে আনা হয়েছে, তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর যদি সে নির্দেশ দেয়, তবে কিয়াস বলে, আদিষ্ট ব্যক্তি তার আদেশদাতা থেকে কিছু নিতে পারে না। আর ইসতিহসানস্বরূপ ফেরত নিবে। চাই বন্দী তাকে মূল্য ফেরত নেয়ার শর্ত করে থাকুক কিংবা না করে থাকুক। এ বিষয়টি এরূপ, যেমন কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি তোমার মাল আমার পরিজনের জন্য খরচ করো, কিংবা আমার গৃহের নির্মাণ কার্যে ব্যয় করো এবং সে এরূপ করে, তবে আদেশদাতার কাছ থেকে খরচ পরিমাণ নিয়ে নেয়ার ইখতিয়ার থাকে। অনুরূপভাবে যদি বন্দী ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয় যে, মুক্তিপণ দিয়ে, আমাকে হরবীদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নাও, তবে এটা খরিদ করার জন্য নির্দেশ দেয়ার মতো হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কিছু অনির্দিষ্ট মালবাহী ও সওয়ারী উট ভাড়া করলো এবং সেগুলোর জন্য কোন কাফীল নিলো। তারপর হাম্মাল বা মাল বোঝাইকারী উধাও হয়ে গেলো। আর কাফীল মাল বোঝাই করলো। তবে জামিন হওয়ার দিনের অনুরূপ মজুরী ভাড়া প্রদানকারীর নিকট থেকে নিয়ে নিবে। অনুরূপভাবে যদি সেলাইর কাফীল হয়, তবু এই বিধান কার্যকর হবে। আর যদি কাফীল হকদারকে তার ঋণের বিনিময়ে কারো উপর হাওয়ালা করে দেয় এবং হকদার তাকে দায়িত্বমুক্ত করে দেয়। তবে হাওয়ালাকারী অর্থাৎ কাফীলের ইখতিয়ার থাকবে তার আসীল থেকে নিয়ে নেয়ার। এ অভিমত ইমাম আবূ ইউসুফ (র) পোষণ করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও ইমাম যুফার (র) বলেন, কাফীল আসীল থেকে নিতে পারবে না।

কারো কাছে কারো হাজার দিরহাম ঋণ ছিল এবং সে (ঋণী) কাউকে তার পক্ষ থেকে ঋণদাতার জন্য কাফীল হওয়ার নির্দেশ দিলো। তারপর আসীল (ঋণী) এক ব্যক্তিকে বললো, তুমি এই কাফীল হও। সে তাই করলো, তারপর তালিব বা ঋণদাতা সত্তার কাফীলকে পাকড়াও করলো। তবে সত্তার কাফীলের জন্য আদেশকারী ব্যক্তি থেকে কিছু নেয়ার হক নেই। আর যদি সে কোন ব্যক্তিকে কাফীলের মালের কাফীল হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়, তারপর তালিব বা ঋণদাতা দ্বিতীয় কাফীলকে পাকড়াও করে এবং তার থেকে মাল নিয়ে নেয়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে তার নির্দেশকারীর নিকট থেকে ঐ মাল নিয়ে নেয়ার (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বললো যে, অমুক ব্যক্তিকে আমার পক্ষ থেকে হাজার দিরহাম হেবা করে দাও এবং সে নির্দেশ অনুযায়ী হেবা করলো তবে এই হেবা নির্দেশদানকারীর পক্ষ থেকে হবে এবং এই আদিষ্ট ব্যক্তি তার নির্দেশদানকারী থেকে তা নিবে না। আর না তা করযাকারীর নিকট থেকে নিবে। আর নির্দেশ দানকারীর ইখতিয়ার থাকবে হেবা থেকে রুজু করার। আর যে ব্যক্তি হেবা পরিশোধ করেছে সে অনুগ্রহকারী হবে। আর যদি কেউ বলে যে হাজার দিরহাম অমুক ব্যক্তিকে হেবা করে দাও এই শর্তে যে, আমি তার জামিনদার হবো আর সে তাই করলো। তবে হেবা জাইয হবে এবং আদেশকারী আর্দিষ্টকে যামানত দিয়ে দিবে। আর আদেশকারীর ইখতিয়ার থাকবে হেবা থেকে রুজু করার (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর যদি বলে যে তাকে আমার তরফ থেকে ঋণ দাও কিংবা আমার

পক্ষ থেকে তাকে দান করো। তবে এসব ক্ষেত্রে ফেরত নিবে। যদিও আমি জামিন হবো এ শর্ত করেনি। আর যদি সে যা দান করতে বলা হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছু দান করে, তবে তা ফেরত নিতে পারবে না (আত-তাতার খানিয়্যা আল-ইতাবিয়া থেকে)। আর যদি তাকে বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম ঋণ দাও, আর সে ঋণ দেয়, তবে আদেশদাতা আদৌ জামিন হবে না। চাই সে তার শরীকদার হোক বা না হোক। আর যদি কোন ব্যক্তি কিছু মাল কোন আজনবী ব্যক্তিকে হেবা করে, তারপর যাকে হেবা করলো, সে কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয় যে, নিজের মাল থেকে ঐ হেবার বিনিময় হেবাকারীকে দিয়ে দাও আর সে তাই করে, তবে তা জাইয হবে এবং আদেশদাতার কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু সে যদি বলে যে, তুমি এই শর্তে দাও যে, আমার নিকট থেকে তা নিয়ে নিবে। তবে অবশ্য ফেরত নিতে পারবে। আর অনুরূপভাবে যদি কাউকে বলে যে, নিজের খাদ্য থেকে আমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দাও কিংবা নিজের মাল থেকে আমার মালের যাকাত পরিশোধ করে দাও, কিংবা কাউকে এত টাকা দিয়ে আমার পক্ষ থেকে হজ্জ করাবে কিংবা আমার যিহারের কাফ্ফারা বাবদ একটি গোলাম আযাদ করে দাও, তবে তাতে রুজু করতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমাকে হাজার দিরহাম হেবা করো এই শর্তে যে, অমুক ব্যক্তি তার জামিন হবে। আর অমুক ব্যক্তি যদি সেখানে উপস্থিত থেকে সম্মতি জানায়। তারপর আদিষ্ট ব্যক্তি তাকে হাজার দিরহাম হেবা করে, তবে এই হেবা জামিনদারের পক্ষ থেকে হবে আর জামিনদারের উপর এই মাল প্রদানকারীর পক্ষ থেকে ঋণ হবে (আয-যাখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামি' কিতাবে বলেন যে, কারো কাছে কারো হাজার দিরহাম করয ছিল। তারপর করযদার কাউকে বললো, করযদাতাকে তার মাল পরিশোধ করে দাও। আর আদিষ্ট ব্যক্তি বললো পরিশোধ করেছে বলে দাবী করলো। আর করযদার তাকে সত্যায়ন করলো। কিন্তু করযদাতা বললো যে, তুমি কিছুই পরিশোধ করেনি। তবে কসমসহ করযদাতার কথা ধর্তব্য হবে। আর আর্দিষ্ট ব্যক্তি আদেশদাতার সত্যায়ন সত্তেও তার থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি মাকফূল আনহুর নির্দেশে মালের কাফীল হয়। তারপর কাফীল বলে যে, আমি করযদাতাকে তার মাল পরিশোধ করে দিয়েছি আর মাকফূল আনহু তার সত্যায়ন করে, আর করযদাতা তা অস্বীকার করে এবং কসম খেয়ে মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি নির্দেশ দানকারীও পরিশোধ করে দেয়া অস্বীকার করে। আর আর্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষী পেশ করে যে, আমি করযদাতাকে পরিশোধ করে দিয়েছি। তবে আদিষ্ট ব্যক্তি তার নির্দেশদাতার কাছ থেকে নিয়ে নিবে। আর এই সাক্ষ্য তালিব বা করযদাতার কাছেও গৃহীত হবে যদিও তালিব অনুপস্থিত থাকে। আর যদি নির্দেশদানকারী আদিষ্ট ব্যক্তিকে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাবে, তুমি তোমার গোলাম তার বিনিময়ে বিক্রি করে দাও, তবে এটা জাইয হবে। আর সে যদি ঋণের বিনিময়ে গোলাম বিক্রি করে, তারপর উভয়ে মতভেদ করে। করযদাতা বলে যে, সে বিক্রি করেছিল কিন্তু আমি কবজা করার পূর্বেই গোলাম তার হাতে মারা গেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর-বিক্রেতা ও নির্দেশদাতার বলে যে, না, বরং তুমি কবজা করেছো। তবে করযদাতার কথা কসমসহ ধর্তব্য হবে। সুতরাং সে যদি কসম খায়, তবে প্রমাণিত হবে যে, বিক্রীত বস্তু কবজা করার পূর্বে ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে বিক্রয় গোড়া থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া অনিবার্য হবে। সুতরাং বদল করার নির্দেশ বাতিল হয়ে যাবে। আর করযদাতার ইখতিয়ার থাকবে করযদারের প্রতি রুজু করার। আর সে হচ্ছে নির্দেশ দাতা। আর আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশদাতার সত্যায়ন সত্ত্বেও তার কাছ থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি নির্দেশ দানকারী তালিব বা করযদাতার কবজা করাকে অস্বীকার করে এবং আদিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষী পেশ করে যে, তালিব উসুল করেছে, তবে তার সাক্ষী গৃহীত হবে। আর এটাও কাযা আলাল গাইব (অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়সালা) হলো। আর যদি নির্দেশদাতা তাকে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাজার দিরহাম পাবে। তুমি তার সাথে ঐ দিরহামের বিনিময়ে নিজের এই গোলাম দ্বারা সমঝোতা করে নাও, আর সে সমঝোতা করে নেয়, তারপর তালিব বলে যে, আমি কবজা করেনি, তবে এই অবস্থা এবং পূর্বের অবস্থা একই সমান হবে। কিন্তু এ অবস্থায় গোলামের মালিক নির্দেশদাতার নিকট থেকে গোলামের মূল্য নিবে। আর বিক্রয়ের অবস্থায় তার থেকে করজা নিবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তি উপর দাবী করে যে, সে এক ব্যক্তির সত্তার কাফীল হয়েছিল বাদী যে ঐ ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম পাবে তার দরুন। যদি আগামীকাল তা না পৌছায় এবং তার উপর দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় এবং এও সাক্ষ্য দেয় যে, মাকফূল বিহি কাফীলকে তার নির্দেশ দিয়েছিল। আর কাফীল ও মাকফূল আনহু উভয়ে মাল থেকে এবং নির্দেশদান থেকে অস্বীকার করছে। আর কাযী ঐ সাক্ষ্যর কারণে কাফীলের উপর নির্দেশ দিলেন এবং না পৌছানোর কারণে মাল নিয়ে নিলেন এবং পরিশোধ করে দিলেন। তবে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে তা নিতে পারবে যদিও তার ধারণা ছিল যে, আমি আসীল থেকে নিতে পারবো না। আর তাদের উভয়ের মধ্যে কাফালত ছিল না। কিন্তু কাযী তার ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন (আয-যাখীরা)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো কাছে হাজার দিরহাম কিংবা একটি গোলাম গচ্ছিত রাখে এবং গচ্ছিতকারী তাকে অনুমতি দেয় যে, গচ্ছিত হাজার দিরহাম থেকে সে ঋণ পরিশোধ করুক কিংবা নিজের করযদাতার সাথে গোলাম দিয়ে সমঝোতা করুক। তারপর সে বললো যে, আমি এরূপই করেছি। কিন্তু করজদাতা তা অস্বীকার করলো এবং কসম খেয়ে নিজের পাওনা করযদাতার থেকে নিয়ে নিলো। তবে করযদার গচ্ছিত ধনের জামিনদার হবে। আর যদি গোলামের মালিক করযদারকে নির্দেশ দেয় যে, নিজের করয পরিশোধ করতে গোলামকে বিক্রি করে দাও। আর সে বলে যে, আমি বিক্রি করে গোলাম সোপর্দ করে দিয়েছি। আর করযদাতা তা অস্বীকার করে এবং কসম খায়, তবে গচ্ছিতকারী করযদার থেকে নিবে না (আল-কাফী)।

২৪. মাসআলা ঃ কারো কাছে কারো হাজার দিরহাম করয আছে আর করযদার কাউকে বললো যে, তুমি এই ব্যক্তিকে হাজার দিরহাম দিয়ে দাও। যাতে সে আমার কাছে যে হাজার

দিরহাম পাবে তার বিনিময়ে তা করয করতে পারে। আর আমি তোমার জন্য জামিনদার। তারপর আদিষ্ট ব্যক্তি বললো যে, আমি দিয়ে দিয়েছি এবং আদেশদাতা তা সত্যায়ন করলো। আর করযদাতা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। তবে করযদাতার কথা ধর্তব্য হবে এবং আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশদাতা থেকে হাজার দিরহাম নিয়ে নিবে। আর যদি করযদার তাকে বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে আমার করয পরিশোধের জন্য হাজার দিরহাম দিয়ে দাও এই শর্তে যে, তুমি যা দিবে আমি তার জামিনদার। তারপর আদিষ্ট ব্যক্তি বললো, আমি তা দিয়ে দিয়েছি এবং আদেশকারী তা সত্যায়ন করলো কিন্তু করযদাতা তা অস্বীকার করলো এবং হলফ করলো আর নিজের করযা করযদার থেকে নিয়ে নিলো। তবে আদিষ্ট ব্যক্তি করযদাতার থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি আদেশদাতা ও করযদাতা মাল পরিশোধের কথা অস্বীকার করে, আর আদিষ্ট ব্যক্তি মাল পরিশোধ করার পক্ষে সাক্ষী পেশ করে, তবে আদিষ্ট ব্যক্তি যা দিয়েছে আদেশদাতা থেকে তা নিয়ে নিবে। আর প্রথম মাসআলায় করযদাতা আদেশদাতা থেকে তা করযা করে নিবে। আর দ্বিতীয় মাসআলায় আদেশদাতা করযদাতার করয থেকে মুক্ত হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ শর্তযুক্ত ও শর্তমুক্ত হওয়ার বিবরণ।

১. মাসআলা ঃ কাফালতকে শর্তের সাথে যুক্ত করা শুদ্ধ। যেমন কেউ বললো, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যা বিক্রি করেছ তা আমার উপর। কিংবা তোমার যে হক তার উপর প্রমাণিত হবে, তা আমার উপর। অথবা অমুক ব্যক্তি তোমার যা ছিনতাই করেছে, তা আমার উপর।

তারপর যদি এই শর্ত কাফালতের উপযোগী হয়, যেমন হক ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হয়, যেমন বিক্রীত বস্তুর হকদার হওয়ার উপর নির্ভরশীল করা, কিংবা পূর্ণ হক নেয়ার জন্য, যেমন বললো যে, যখন যায়দ আসবে এবং যায়দই হচ্ছে মাকফূল আনহু। কিংবা হক নিতে অপারগ হওয়ার সময়ের শর্ত করা। যেমন বলা যে, যখন সে শহর থেকে উধাও হয়ে যাবে। তখন তার করয আমার উপর। তবে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি এই শর্ত কাফালতের উপযোগী না হয়। যেমন এই শর্ত লাগানো যে, যদি বাতাস প্রবাহিত হয়, কিংবা যদি বৃষ্টি বর্ষিত হয়, কিংবা যদি যায়দ ঘরে প্রবেশ করে, তবে তা শুদ্ধ নয়। আর কাফালত এমন জিনিস যা শর্তের উপর নির্ভরশীল করা শুদ্ধ। সুতরাং ফাসিদ শর্ত যেমন তালাক দেওয়া, আযাদ করা, দ্বারা তা বাতিল হবে না (আল-কাফী)।

২. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো যে, তুমি যখন অমুক ব্যক্তির কাছে কিছু বিক্রি করবে, তখন তা আমার উপর। তারপর সে তার কাছে একটি বস্তু বিক্রি করলো, তারপর আরেকটি বস্তু বিক্রি করলো, তবে কাফীলের উপর প্রথম মালটি লাযিম হবে, দ্বিতীয়টি লাযিম হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ এক ব্যক্তিকে বললো যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করো এবং যা কিছু বিক্রি করবে তা আমার উপর। তবে তা ইসতিহ্সানস্বরূপ জাইয হবে। আর যখন সে কোন বস্তু তা যে শ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে হোক এবং যে পরিমাণ হোক, তার কাছে বিক্রি করলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তা কাফীলের জন্য লাযিম হবে। আর যদি কাফীল অস্বীকার করে যে, তুমি কোন কিছু বিক্রি করোনি, আর তালিব বলে যে, আমি তার হাতে একটি মাল হাজার দিরহামে বিক্রি করেছি এবং সে আমার থেকে নিয়ে করজা করেছে। আর মাকফূল আনহু তার সত্যায়ন করে। তবে এ অবস্থায় কাফীলের উপর মাল লাযিম হওয়ার দুটি রূপ হতে পারে। প্রথম এই যে, যে মাল বিক্রির দাবী করছে, তা তার কাছে কিংবা ক্রেতার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবী হলো কাফীলের উপর কিছু লাযিম হবে না। আর এরূপই আসাদ ইব্ন আমর ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন। আর ইসতিহ্সান হলো কাফীলের উপর লাযিম হবে এবং তার যিম্মাদারী প্রতিষ্ঠিত হবে। আর দ্বিতীয় রূপ হলো, ঐ মাল বিনাশ হয়ে গেছে। আর এ অবস্থায় কাফীলের উপর কিছু লাযিম হবে না -যে পর্যন্ত তালিব বিক্রি হয়ে যাওয়ার উপর সাক্ষ্য পেশ না করবে। আর এটা হচ্ছে কিয়াস ও ইসতিহ্সান। আর যদি কাফীল বলে যে, তুমি তা পাঁচশ' দিরহামে বিক্রি করেছ এবং তালিব বলে যে, আমি তা হাজার দিরহামে বিক্রি করেছি, আর মাকফূল আনহু তা স্বীকার করে, তবে ইসতিহ্সানস্বরূপ এই বিধান হবে যে, কাফীলের কাছে হাজার দিরহাম দাবী হবে। আর যদি বলে যে, তুমি যা কিছু তার কাছে আজ বিক্রি করবে, তা আমার উপর। তারপর সে তার কাছে দুটি বস্তু ঐ দিনই বিক্রি করে, তবে উভয়টি কাফীলের উপর লাযিম হবে। আর অনুরূপভাবে যদি বলে যে, যখনই তুমি তার কাছে কিছু বিক্রি করবে, তবে আমি তার জামিন হবো, তবু এই বিধান প্রযোজ্য হবে।

আর যদি বলে যে, যদি কোন আসবাবপত্র তুমি বিক্রি করো কিংবা তুমি কোন আসবাবপত্র তার কাছে বিক্রি করবে। আমি তার মূল্যের জামিন। তারপর সে কোন মাল দুই টুকরো করে একটি অপরটির পরে পাঁচশ'র হিসাবে বিক্রি করলো। তবে কাফীলের দায়িত্বে প্রথম মাল লাযিম হবে দ্বিতীয়টি নয়। আর যদি কাফীল বলে যে, তুমি যে যতী কাপড় বিক্রি করেছ, তা আমার উপর। তারপর সে হুদী কাপড় কিংবা এক কুর গম বিক্রি করলো।তবে কাফীলের উপর কিছু লাযিম হবে না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো, অমুক ব্যক্তির কাছে এই শর্তে বিক্রি করো যে, তোমার যে লোকসান হবে, তা আমার উপর। কিংবা বলো যে, যদি তোমার এই গোলাম ধ্বংস হয়, তবে আমি তার জামিন। তবে এ কাফালত শুদ্ধ নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, যে ব্যক্তি আজ অমুকের কাছে কিছু বিক্রি করবে আমি তার জামিন। তারপর একাধিক ব্যক্তি তার কাছে বিক্রি করলো, তবে কাফীলের উপর কিছু লাযিম হবে না।

বিশর (র)-ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি তোমার এই গোলাম অমুকের কাছে হাজার দিরহামে এই শর্তে বিক্রি করো যে, আমি ঐ হাজার দিরহামের জামিন। তারপর সে দুই হাজার দিরহামে বিক্রি করলো, তবে কাফীল শুধু এক হাজার দিরহামের জামিন হবে। আর যদি তাকে পাঁচ দিরহাম বিক্রি করে, তবে পাঁচশ' দিরহামের জামিন হবে। আর যদি তার অর্ধেক পাঁচশ' দিরহামে বিক্রি করে, তবে পাঁচশ' দিরহামের জামিন হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ ফাতাওয়া ইতাবিয়া হতে লিখিত আছে, যদি এরূপ বলে যে, তুমি যা কিছু অমুক ব্যক্তিকে ধার দিবে আমি তার জামিন, তবে এটা নগদ করয ও বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় বুঝাবে। আর যদি সে বিক্রয়ের পূর্বে জামিন হওয়া প্রত্যাহার করে, কিংবা তার কাছে বিক্রি করতে নিষেধ করে, তবে জামিন থাকবে না (আত-তাতার খানিয়্যা)। যদি বলে যে, তুমি আজ যা তাকে করয দিবে আমি তার জামিন। তারপর সে তার কাছে কিছু বিক্রি করলো, তবে কাফীলের দায়িত্ব তার মূল্য ওয়াজিব হবে না (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কাফীল বলে যে, তার কাছে তুমি যা পাবে, আমি তার জামিন হলাম। তারপর সাক্ষ্য দ্বারা হাজার দিরহাম পাওনা প্রমাণিত হলো, এক্ষেত্রে কাফীল তার জামিন হবে। পক্ষান্তরে প্রমাণ না থাকলে পরিমাণের ক্ষেত্রে কাফীলের কথা কসমসহ ধর্তব্য হবে। আর যদি মাকফূল আনহু তার চেয়ে বেশী স্বীকার করে, তবে এটা তার পক্ষে দলীল হবে। তার কাফীলের ক্ষেত্রে দলীল হবে না (আল-কাফী)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যাক্তি সুস্থাবস্থায় কাফীল হলো এবং বললো, অমুক অমুকের অনুকূলে যে ঋণ স্বীকার করবে আমি তার জামিন। তারপর কাফীল মৃত্যুশায়ী হলো। আর সে এই পরিমাণ ঋণগ্রস্ত দিলো যা তার সমুদয় মাল বেস্টন করে ফেলে তারপর মাকফূল আনহু স্বীকার করলো যে, তার উপর অমুকের হাজার দিরহাম ঋণ রয়েছে। তবে এই সমুদয় ঋণ মৃত্যুশায়ী ব্যক্তি দায়িত্বে তার সমুদয় মালের মধ্যে লাযিম হবে। আর অনুরূপভাবে যদি মাকফূল আনহু কাফীলের মৃত্যুর পর এটা স্বীকার করে, তবু তার দায়িত্বে লাযিম করা হবে। আর মাকফূল লাহু কাফীলের ঋণদাতাদের বিবাদী হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, তুমি যা অমুক ব্যক্তির কাছে পাবে কিংবা যা প্রমাণিত হবে কিংবা যার নির্দেশ হবে। আমি তার জামিন। তারপর করযদার কিছু পরিমাণ মালের কথা স্বীকার করলো তবে কাফীলের দায়িত্ব তা লাযিম হবে। কিন্তু যখন বলবে যে, তার উপর যা নির্দেশ করা হবে, সে তার লাযিন হবে, কাযীর নির্দেশ ব্যতীত শুধু স্বীকারোক্তি দ্বারা জামিন হবে না। আর যদি বলে যে, যা কিছু তোমার জন্য কিংবা যা কিছু তোমার জন্য গতকাল স্বীকার করেছে এবং করযদার বলে যে, আমি তার জন্য হাজার দিরহাম স্বীকার করেছি, তবে কাফীলের উপর লাযিম হবে না। আর যদি সে বলে যে, যা স্বীকার করেছে এবং সে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে। তবে লাযিম হবে। আর যদি একথার উপর সাক্ষ্য পেশ হয় যে,সে কাফালতের পূর্বে তার জন্য মালের কথা স্বীকার করেছে, তবে কাফীলের উপর লাযিম হবে না। কেননা, সে এটা বলেনি যে, যা কিছু স্বীকার করেছিল, আমি তার জামিন। আর যদি করযদার কসম করতে অস্বীকার করে এবং কাযী তার দায়িত্বে লাযিম হবে না (গায়াতুল বয়ান -শারহুল হিদায়া)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যা পাবে আমি তার জামিন এবং পাওনাদার তাতে রাযী হলো। তারপর দেনাদার পাওনাদারকে বললো, আমার কাছে তুমি হাজার দিরহাম পাবে এবং করযদাতা বললো, দুই হাজার পাবো, আর কাফীল

pdf By Syed Mostafa Sakib

বললো তালিব (করযদাতা) মাতলুবের (করযদারের) কাছে কিছু পাবে না। তবে কিতাবুল আসাল-এ লিখিত আছে যে, মাতলূলের কথা ধর্তব্য হবে এবং কাফীলের উপর হাজার দিরহাম ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কারো নির্দেশে যা কিছু তার উপর প্রমাণিত হবে, তার কাফীল হয়, তারপর কাফীলের মৃত্যুর পর মাকফূল আনহুর বিপক্ষে কোন ফায়দা না দেয়া হয়। তবে কাফীলের তরফা (ত্যাজ) সম্পদ থেকে নেয়া হবে এবং তালিবকে তার করযদাতাদের মধ্যে শামিল করা হবে। আর যদি আসীল মারা যায়, তবে তার তরকার মধ্যে ওয়ারিসদের সাথে শামিল করা হবে। আর যদি তালিব চায়, তবে আসীলের করযদাতাদের মধ্যে তার তরকার মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। তারপর যা বাকী থাকবে তার জন্য কাফীলের তরকার মধ্যে শামিল হবে (আত্-তাতারখানিয়া ইতাবিয়া থেকে)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির তরফ থেকে তার নির্দেশে হাজার দিরহামের কাফীল হয় এই শর্তে যে, মাকফূল আনহু আমাকে এই গোলামটি বন্ধক দিবে। আর তালিব তথা করযদাতার উপর এই শর্ত লাগায়নি (অর্থাৎ কাফীল হওয়ার সময় করযদাতার সাথে এ শর্তের কথা বলা হয়নি যে, করযদার এই গোলাম আমাকে বন্ধক দিলে আমি কাফীল হবো, অন্যথায় হবো না)। তারপর মাকফূল গোলাম না দেওয়া হয়। কেননা, এই শর্ত শুধু তার ও মাকফূল আনহু গোলাম বন্ধক দিতে অস্বীকার করলো। তবে তার এ ইখতিয়ার থাকবে এবং কাফীলের এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, চাইলে কাফালতকে সম্পূর্ণ করবে কিংবা বাতিল করবে। যদিও তাকে যদিও তাকে গোলাম না দেয়া হয়। কেননা, এই শর্ত তারও মাকফূল আনহুর মধ্যে হয়েছে। তার ও তালিবের মধ্যে হয়নি। সুতরাং খিয়ার যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে হবে। আর সে খিয়ার দেয়ার মালিক নয়। পক্ষান্তরে যদি তালিব বা করযদাতার উপর এই শর্ত আরোপিত হয়, যেমন এরূপ বললো যে, আমি তোমার জন্য এই মালের কাফীল হলাম এই শর্তে যে, মাকফূল আনহু আমাকে এই গোলামটি বন্ধক দিবে। তখন যদি মাতলুব (করযদার) তা দিতে অস্বীকার করতো, তবে কাফীলের এই খিয়ার তালিবের (করযদাতার) পক্ষ থেকে হাসিল হতো। আর তালিব হচ্ছে এই খিয়ার বা ইচ্ছাধিকার প্রদানের মালিক। কেননা, সে ইচ্ছা করলে কাফীলকে তার কাফালত থেকে দায়মুক্ত করতে পারে, তখন কাফালত বাতিল হয়ে যাবে। আবার দায় মুক্ত নাও করতে পারে। তখন তার কাফালত অটুট থাকব। সুতরাং কাফীলের জন্য তালিবের পক্ষ থেকে খিয়ার প্রতিষ্ঠিত হওয়া জাইয হবে। তদ্রূপ যদি সে তালিবকে বলে যে, আমি তোমার জন্য এই মালের কাফীল হচ্ছি এই শর্তে যে, মাতলুব (করযদার) আমাকে তার এই গোলামটি বন্ধক দিবে। অন্যথায় আমি এই মালের কাফালত থেকে মুক্ত। তারপর মাতলূব গোলামকে বন্ধক দিতে অস্বীকার করলো, তবে আমি তোমার পক্ষ থেকে এই মালের কাফালত করছি এই শর্তে যে, তুমি আমাকে একজন কাফীল দিবে। তবে এ অবস্থায় তার কাফালত বাকী রাখা ও তা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি সে তালিবের উপর এই শর্ত লাগায় যে, আমি কাফালত এই শর্তে করছি যে, যদি মাতলূব আমাকে একজন কাফীল দেয়, তবে আমি

কাফালত করবো। অন্যথায় আমি কাফালত থেকে মুক্ত। তারপর মাতলূব তাকে দ্বিতীয় কাফীল দিলো না, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি করো পক্ষ থেকে এই শর্তে হাজার দিরহামের কাফালত করে যে, তার কাছে মাতলূবের গচ্ছিত রাখা পরিশোধ করবে, তবে এই জামিন হওয়া জাইয। আর তাকে গচ্ছিত মাল দ্বারা করয পরিশোধ করতে বাধ্য করা যাবে। আর এ বিধান হচ্ছে ইস্তিহ্সান। আর যদি গচ্ছিত মাল বিনাশ হয়ে যায়, তবে কাফীলের কোন দায়িত্ব থাকবে না (আয-যাখীরা)। আর অনুরূপভাবে যদি গচ্ছিতকারী যার কাছে গচ্ছিত রেখেছে, তার কাছে দাবী করে যে, গচ্ছিত মালের একজন জামিনদার হোক, যাতে অমুক ব্যক্তিকে তার করয পরিশোধ করতে দিয়ে দেয় এবং সে তাই করলো, তবে তা জাইয হবে। এ মাসআলা এবং প্রথম মাসআলা এক সমান। আর মুনতাকায় লিখিত আছে যে, যদি এই জামিনদার গচ্ছিত দিরহাম তার মালিককে দিয়ে দেয় কিংবা তার মালিক তার থেকে নিয়ে নেয়, তবে করযের মাল তার জামিনদারের দায়িত্বে থাকবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি এই শর্তে কারো জন্য হাজার দিরহামের জামিন তাকে এই ঘরের মূল্য থেকে পরিশোধ করবে। এ ক্ষেত্রে যদি সে ঐ ঘর বিক্রি না করে তাহলে তার উপর পরিশোধের দায় আসবে না আর যদি এই ভাবে জামিন হয় যে, এই ঘরের মূল্য থেকে পরিশোধ করবে, তারপর ঐ ঘর কোন গোলামের বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে তার উপর পরিশোধের দায় আসবে না। এবং সে জন্য তাকে গোলাম বিক্রি করতে বাধ্য করা যাবে না। এরপর যদি সে দিরহামের বিনিময়ে ঐ গোলামকে বিক্রি করে, তবে ইস্তিহ্সানস্বরূপ তাকে এই দিরহাম দ্বারা যামানত পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হবে (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি কারো পক্ষ থেকে কিছু পরিমাণ মালের জামিন হয় এই শর্তে যে, এই গোলামের মূল্য থেকে আদায় করা হবে, আর ঐ গোলাম কাফীলের হয়। তারপর বিক্রি করার পূর্বে তা মারা যায়, তবে কাফীল থেকে যামানত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে গোলামকে একশ' দিরহামে বিক্রি করে। আর এটাই তার মূল্য থাকে, আর করয হাজার দিরহাম থাকে, তবে তার দায়িত্ব কেবল গোলামের মূল্য পরিমাণ লাযিম হবে। আর ইমাম ইউসুফ (র) বলেন, যদি এই শর্তে জামিন হয় যে, এই গোলামের মূল্য থেকে পরিশোধ করবো, আর ঐ গোলাম তার না হয়, তবে জামিন হওয়া বাতিল হবে। আর যদি এই শর্তে জামিন হয় যে, নিজের গোলামের মূল্য থেকে পরিশোধ করবো, আর তার গোলাম না থাকে, তবে যামানত লাযিম হবে (আয-যাখীরা)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ কারো জন্য একশ' দিরহামের এই শর্তে জামিন হলো যে, তার অর্ধেক এখানে পরিশোধ করবে এবং অর্ধেক রায় শহরে পরিশোধ করবে। আর কোন সময় নির্দিষ্ট করেনি। তবে যেখানে ইচ্ছা হয় তা নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি যে বস্তুর জামিন হয়েছে, তার বারবরদারী ও খরচপাতি থাকে, তবে শর্তের স্থানে নিবে। আর যদি কাউকে বলে যে, আমি তোমার জন্য হাজার দিরহামের এই শর্তে জামিন হলাম যে, তোমাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিশোধ করবে না, তবে তা বাতিল হবে। আর যদি বলে যে, এই শর্তে যে, সে আমার জীবদ্দশায় তোমাকে দিবে না, তবে তা জাইয হবে। তারপর মাল তার মৃত্যুর পর তার মীরাস থেকে নেয়া হবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো সত্তার কাফালতে বলে যে, তার উপর কূফার কাযীর নির্দেশে যে মাল লাযিম হবে, আমি তার জামিন। তারপর তার উপর অন্য স্থানের কাযী মালের নির্দেশ করেছে, তবে তা তার উপর লাযিম হবে। আর যদি বলে যে, যা তোমার জন্য অমুক বিচারকের নির্দেশে তার উপর ওয়াজিব হবে, আমি তার জামিন। তারপর তার উপর অন্য বিচারকের নির্দেশে ওয়াজিব হয়েছে, তবে তা তার দায়িত্বে লাযিম হবে না। আর এসব বিধান তখন প্রযোজ্য হবে যখন উভয় কাযী হানাফী মাযহাবের হয়। আর যদি হানাফী মাযহাবের শর্ত থাকে এবং শাফিঈ মাযহাবের কাযী নির্দেশ দেয়, তবে সে পাকড়াও হবে না। আর আমাদের যামানায় নির্ধারণ দুরুস্ত হওয়া ওয়াজিব (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী করলো যে, সে আমার একটি কাপড় ছিনতাই করেছে এবং বিবাদী থেকে একজন কাফীল বিন নাফ্স নিয়ে নিলো। আর কাফীলকে বললো যে, যদি তুমি তাকে আগামীকাল আমাকে ফেরত না দাও, তবে তোমার উপর কাপড়ের মূল্য বাবদ দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে। তখন কাফীল বললো; না; বরং বিশ দিরহাম। তখন মাকফূল লাহ্ নীরব থাকলো। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আমাদের কিয়াস অনুযায়ী তার উপর শুধু দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১৯. মাসআলা ঃ কারো কাছে কারো শত দিরহাম করয ছিল। আর এক ব্যক্তি এই শর্তে করযদারের সত্তার কাফীল হলো যে, যদি আমি আগামীকাল তাকে করযদাতার সাথে মিলিত করে না দিতে পারি, তবে করযের শত দিরহাম আমার উপর থাকবে। তারপর সে যদি আগামীকাল তাকে মিলিত না করে। তবে সে শত দিরহামের কাফীল হয়ে গেলো এবং সত্তার কাফালতও বহাল থাকলো। এরপর যদি সে এই শত দিরহাম করযদাতাকে দিয়ে দেয়, তবে সত্তার কাফালত থেকে সে মুক্ত হবে না (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

২০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সত্তার কাফীল হলো এবং আরেক ব্যক্তি এসে কাফীলের সত্তার এই শর্তে কাফীল হলো যে, যদি আমি কাফীলকে অমুক সময় তোমার সাথে মিলিত করে না দেই, তবে যে মাল করযদাতা প্রথম মাকফূল আনহুর কাছে পাবে, তা আমার উপর হবে অর্থাৎ আমি তার জামিন। তবে বিনা মতভেদে উভয় কাফালত শুদ্ধ। যদি সত্তার কাফীল এই শর্তে হয় যে, যদি আমি তাকে আগামীকাল তোমার কাছে পৌঁছিয়ে না দেই, তবে করযদাতা মাকফূল আনহুর কাছে যে হাজার দিরহাম পাবে, তার জন্য আমি জামিন আর মাকফূল আনহুর কাছে করযদাতার হাজার দীনার দাবী হয়, দিরহাম নয়। আর কাফীল পরের দিন না পৌঁছায়, তবে কাফীলের উপর কোন মাল ওয়াজিব হবে না (আয-যাখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় লিখিত আছে, যদি কেউ এই শর্তে কারো সত্তার কাফীল হয় যে, যদি মাকফূল বিন নাফ্স করযদাতা থেকে আত্মগোপন করে, তবে তার উপর যে মাল ঋণ আছে, কাফীল তার জামিনদার। তারপর মাকফূল আনহু কূফা গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলো। তারপর ফিরে এলো এবং কাফীল তাকে করযদাতার কাছে সমর্পণ করলো, তবে মাল কাফীলের উপর লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সত্তার এই শর্তে জামিন হলো যে, আমি যদি তাকে আগামীকাল পৌঁছে না দেই, তবে করযদাতা তার কাছে যা পাবে, আমি তার জামিন। আর পর দিন সে পৌঁছলো না, আর করযদাতা তার কাছে হাজার দিরহাম দাবী করলো। আর করযদার তা সত্যায়ন করলো এবং কাফীল তা অস্বীকার করলো। তবে কাফীলের অবগতির উপর কসমসহ তার কথা ধর্তব্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর যদি করযদাতা তার দাবীর উপর সাক্ষী পেশ করে অথবা কাফীল কসম করতে অস্বীকার করে, তবে কাফীলের উপর হাজার দিরহাম লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ এই শর্তে কারো সত্তার কাফীল হয় যে, আমি যদি তাকে আগামীকাল পৌঁছে না দেই, তবে আমার উপর সেই পরিমাণ মাল লাযিম হবে, যে পরিমাণ করযদার স্বীকার করবে। তারপর পর দিন সে পৌঁছলো না। আর করযদার হাজার দিরহাম স্বীকার করলো। তবে কাফীল ঐ পরিমাণের জামিন হবে, যে পরিমাণ সে স্বীকার করেছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। পার্থক্য এই যে, স্বীকারোক্তির মাসআলায় কাফালতকে এমন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যা সর্বদিক দিয়ে ওয়াজিব হওয়ার কারণ। আর যা প্রচলনের দরুন জাইয। আর দাবীর মাসআলায় কাফালত এমন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত, যা একদিক থেকে ওয়াজিব হওয়ার কারণ, অন্য দিক থেকে নয়। কেননা, দাবী যদিও বাদীর ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার কারণ, কিন্তু বিবাদীর ক্ষেত্রে কারণ নয়। আর এর মধ্যে তাআমুল বা গণ-প্রচলনও নেই। আর নিছক দাবী কোন উপকার দেয় না। সুতরাং যুক্তিসম্মত দাবী অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে তা সর্বদিক দিয়ে ওয়াজিব হওয়ার কারণ হয় (আয-যাখীরা)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ এই শর্তে কারো সত্তার কাফীল হয় যে, আমি যদি তাকে আগামীকাল তোমার সাথে মিলিত করতে না পারি, তবে তার উপর যা আছে, তা আমার উপর হবে। তারপর ঐ ব্যক্তি স্বয়ং করযদাতার সাথে মিলিত হয় এবং করযদাতা তাকে পাকড়াও করে বিবাদ করলো। তবে মাল কাফীলের উপর লাযিম হবে। কেননা, সে তাকে সমর্পণ করে নি। যদিও শেষ দিন পর্যন্ত সে করযদাতার কাছে ছিল। আর যদি ঐ ব্যক্তি করযদাতার সাথে মিলিত হয়ে বলে যে, আমি নিজকে অমুক কাফীলের তরফ থেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। তবে কাফীল মাল থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। চাই সত্তার কাফালত তার নির্দেশে হোক কিংবা বিনা নির্দেশে (আল-বাদাই)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কাফালতে এই শর্ত করে যে, যদি আগামীকাল তাকে তোমার কাছে পৌঁছে না দেই, তবে তুমি যে পরিমাণ মাল তার কাছে পাবে, তা আমার উপর হবে অর্থাৎ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি তার জামিন। আর মালের পরিমাণ বর্ণনা করলো না। তবে এই দ্বিতীয় কাফালতও শুদ্ধ। সুতরাং সে যদি দ্বিতীয় দিন না পৌঁছায় এবং যদি কোন পরিমাণ মালের উপর উভয়ে একমত হয়। কিংবা তার উপর সাক্ষ্য পেশ করা হয়, তবে ঐ পরিমাণ কাফীলের উপর লাযিম হবে। আর যদি মাকফূল আনহুর কাছে যে মাল পাওনা আছে, তার মাকফূল আনহুর কাছে যে মাল পাওনা আছে, তার পরিমাণ সম্পর্কে উভয়ে মতভেদ করে, তবে কাফীলের কথা ধর্তব্য হবে। কেননা, সে আধিক্যকে অস্বীকার করছে।

সত্তার কাফালাতে যদি এই শর্ত আরোপ করে যে, যদি তাকে আগামীকাল না পৌঁছে দেই, তবে আমার উপর শত দিরহাম, কিন্তু এ কথা বলেনি যে, আমার উপর ঐ একশ' দিরহাম যা মাকফূল আনহুর উপর রয়েছে, তারপর দ্বিতীয় দিন না পৌঁছায়। তবে দেখতে হবে যে, যদি কাফীল স্বীকার করে যে, তার উপর একশ' দিরহাম রয়েছে এবং তার তরফ থেকে কাফীল হয়, তবে এই ব্যক্তি কাফীল হয়ে যাবে। আর এটা সুস্পষ্ট। আর যদি কাফীল বলে যে, সে তার কাছে কিছু পাবে না, আর আমি আমার পক্ষ থেকে করযদাতাকে শত দিরহাম দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম, আর করযদাতা বলে যে, আমি তার কাছে শত দিরহাম পাবো। আর তুমি শর্তমূলকভাবে আগামীকাল পৌঁছাতে না পারলে দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলে এবং কাফীল হয়েছিলে। তবে কিয়াস বলে যে, কাফীলের উপর কিছু লাযিম হবে না এবং কাফীলের কথা ধর্তব্য হবে। আর এটাই ইমাম মুহাম্মাদ (র) গ্রহণ করেছেন। আর এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম অভিমত। আর ইস্‌তিহ্‌সানস্বরূপ কাফীলের দায়িত্বে মাল লাযিম হবে। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর দ্বিতীয় অভিমত (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি কাফীল বলে যে, যদি তুমি তাকে তলব করো এবং তাকে আমি পৌঁছাতে না পারি, তবে তার উপরের হাজার দিরহাম আমার উপর হবে। তারপর তালিব বা করযদাতা তাকে তলব করলো এবং সে ঐ স্থানেই তাকে সোপর্দ করলো, তবে সে মাল থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। সে ঐ স্থানেই তাকে সোর্পদ করেছে এ কথার অর্থ শামসুল আইম্মা সারাখসী এরূপ বর্ণনা করেন যে, সে যে মজলিসে তলব করেছে, সে মজলিসেই সোর্পদ করেছে। আর শায়খুল ইসলাম এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, সে যেই মাত্র তলব করেছে, তৎক্ষণাৎ তাকে হাযির করা ও হাযিরার তদবীরে মশগুল হয়েছে এবং তাকে হাযির করেছে (আয-যাখীরা)।

২৭. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো, যদি অমুক ব্যক্তি তোমাকে তোমার মাল না দেয়, তবে সে মাল আমার উপর অর্থাৎ আমি তার জামিন। তারপর তালিব বা করযদাতা তার কাছে তাগাদা দিলো এবং সে তাগাদার সময় দিলো না, তবে ইস্‌তিহ্‌সানস্বরূপ কাফীলের উপর লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা ঃ কাফীল বললো, যদি আমি তাকে আগামীকাল তোমার কাছে না পৌঁছে দেই, তবে তুমি তার কাছে যে শত দিরহাম পাওনা আছো তা ব্যতীত অন্য একশ' দিরহাম আমার উপর লাযিম হবে। তারপর সে তার কাছে আগামীকাল পৌঁছে দেয় নি। তবে এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত অনুযায়ী খাপ খায় না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুযায়ী মাশায়েখ কিরাম জাইয হওয়ার পর মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় করযদারের তরফ থেকে কাফীল হবে না এবং তার উপর মাল আদৌ লাযিম হবে না। আর কেউ কেউ বলেছেন, কাফীল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি যদি তাকে আগামীকাল না পৌঁছে দেই, তবে তোমার যে শত দিরহাম অমুক ব্যক্তির উপর পাওনা রয়েছে তা আমার উপর হবে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাফীল হওয়া সর্বসম্মতভাবে জাইয। যদি এই দ্বিতীয় করযদার মাকফূল আনহুর করযের মধ্যে শরীক হয়। যেমন উভয়ের উপর একই কারণে করয লাযিম হয়েছে এবং প্রত্যেকে অপরের কাফীল হয়েছে। আর যদি এই ব্যক্তি দ্বিতীয় মাকফূল আনহু থেকে আজনবী হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে দ্বিতীয় কাফালত জাইয হবে। এমনকি সে যদি তাকে আগামীকাল সোর্পদ না করে, তবে মাল কাফীলের উপর লাযিম হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দ্বিতীয় কাফালত বাতিল হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ বলে যে, যদি আমি তাকে আগামীকাল তোমার কাছে না পৌঁছে দেই, তবে তুমি যা তার কাছে পাওনা আছো, তা অমুক ব্যক্তির উপর হবে। আর ঐ অমুক ব্যক্তি উপস্থিত থেকে তা কবূল করে নিলো, তবে এটা জাইয। আর যদি এরূপ বলে যে, যদি তাকে আমি তোমার কাছে আগামীকাল পৌঁছে না দেই, তবে তুমি তার কাছে যে শত দিরহাম পাবে, তা আমার উপর হবে। আর তালিব বা করযদাতা তার উপর হবে। আর তালিব বা করযদাতা তার উপর শত দীনার দাবী করলো, শত দিরহাম নয়, এরপর যদি সে শর্ত পূর্ণ না করে, তবে বিনা মতভেদে তার উপর মাল লাযিম হবে না (আয-যাখীরা)।

৩০. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, যদি আমি তাকে তোমার কাছে আগামীকাল পৌঁছে না দেই, তবে অমুক ব্যক্তির যে মাল অমুক ব্যক্তির কাছে পাওনা রয়েছে, তা আমার উপর হবে, তবে দ্বিতীয় কাফালত শুদ্ধ হবে না। আর যদি বলে যে, যদি আমি তাকে তোমার সাথে আগামীকাল মিলিত করে না দেই, তবে অমুক ব্যক্তির যে পরিমাণ মাল ঐ মাকফূল আনহুর কাছে পাওনা রয়েছে, তা আমার উপর হবে। তবে বিনা মতভেদে দ্বিতীয় কাফালত শুদ্ধ নয়। শায়খুল ইসালাম এরূপই বলেছেন। আর যদি বলে যে, আমি যদি তাকে আগামীকাল তোমার কাছে পৌঁছে না দেই, তবে আমি অমুকের সত্তার কাফীল এবং সে এমন এক অপর ব্যক্তির নাম বললো যার কাছে করযদারের হক পাওনা রয়েছে, তবে দ্বিতীয় কাফালত জাইয হবে। এমনকি যদি সে পরের দিন তাকে পৌঁছে না দেয়, তবে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির সত্তার কাফীল হবে (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ কেউ কারো সত্তার কাফীল হলো এই শর্তে যে, যদি আমি তাকে তোমার কাছে অমুক সময় পৌঁছে না দেই, তবে তুমি যা তার কাছে পাবে, তা আমার উপর হবে। তারপর করযদাতা ঐ সময় গাইব হয়ে যাওয়ার কারণে মাকফূল আনহুকে তার কাছে সোর্পদ করতে পারলো না। আর এ বিষয়ের উপর সাক্ষী পেশ করলো। তবে মাল কাফীলের উপর

লাযিম হবে। আর অনুরূপভাবে যদি কোন বিশেষ স্থান শর্ত করে এবং কাফীল ঐ স্থানে নিয়ে আসে আর করযদাতা গাইব হয়ে যায়, তবু মাল কাফীলের উপর ওয়াজিব হবে। আর পরবর্তী মাশায়েখগণ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যদি করযদাতা ঐ সময় সেখান থেকে গাইব হয়ে যায়, তবে কাফীল বিষয়টি কাযীর কাছে পেশ করবে। কাযী করযদাতার জন্য একজন উকীল নিযুক্ত করবেন এবং কাফীল ঐ উকীলের কাছে সোর্পদ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা ঃ জামি' সাগীরে লিখিত আছে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে পাকড়াও করলো এবং তার কাছে একশ' দীনার দাবী করলো। কিংবা শুধু হক, কিংবা শুধু মাল, কিংবা শুধু দীনার দাবী করলো এবং পরিমাণ বর্ণনা করলো না। তারপর কেউ তাকে বললো, তুমি তাকে ছেড়ে দাও। আমি তার সত্তার কাফীল। আমি যদি তাকে আগামীকাল তোমার কাছে পৌঁছে না দেই, তবে শত দীনার আমার উপর হবে। করযদাতা তাতে রাযী হয়ে গেলো। কিন্তু সে পরের দিন পৌঁছালো না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর উভয় অবস্থায় শত দীনার ওয়াজিব হবে। যদি পাওনাদার শত দীনার দাবী করে। আর এমতই ইমাম আবূ হানীফা (র) পোষণ করেন (আয-যাখীরা)।

৩৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তির সত্তার কাফীল এই শর্তে হয় যে, যদি তাকে আগামীকাল পৌঁছে না দেই, তবে করযদাতা তার কাছে যা পাবে, তা আমার উপর হবে। তারপর আগামীকাল অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে মাকফূল আনহু মারা গেলো। তারপর আগামীকাল চলে গেলো। তবে ঐ ব্যক্তি মালের কাফীল হবে। আর যদি সময় পার হওয়ার পূর্বে কাফীল মারা যায় এবং কাফীলের ওয়ারিসগণ মাকফূল আনহুকে করযদাতার কাছে পৌঁছে দেয়, তবে কাফীলের উপর মাল ওয়াজিব হবে না। কিংবা স্বয়ং মাকফূল আনহু নিজকে সময় পার হওয়ার পূর্বে করযদাতার কাছে পৌঁছে দিলেও কাফীলের উপর মাল লাযিম হবে না (আয-যহীরিয়্যা)। আর যদি ওয়ারিসগণ তাকে না পৌঁছায় এবং আগামীকাল চলে যায়, তবে মাল কাফীলের যিম্মায় (তরকায়) ওয়াজিব হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির জন্য এক ব্যক্তির সত্তার কাফালত এই শর্তে ইখতিয়ার করলো যে, যখন তুমি তাকে সোর্পদ করার দাবী করবে, তখন সোর্পদ করবো। অন্যথায় তার উপর যে পরিমাণ মাল পাওনা রয়েছে, তা আমার উপর লাযিম হবে। তারপর মাকফূল আনহু মারা গেলো এবং মাকফূল লাহু কাফীলের কাছে তার হাযির হওয়া দাবী করলো। আর সে সোর্পদ করতে অক্ষম হলো। তবে কি তার উপর মাল লাযিম হবে ? এ মাসআলার কোন রিওয়ায়াত নেই। শায়খ (র) বলেন, আমার পিতা বলতেন, মাল লাযিম না হওয়া উচিত। কেননা, মৃত্যুর পর তাগাদা শুদ্ধ নয়। সুতরাং শর্ত পাওয়া যায় নি বিধায় মালের কাফালতও থাকবে না (আয-যহীরিয়্যা)।

৩৫. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, কেউ যদি কাউকে বলে, অমুক যদি তোমাকে হত্যা করে, তবে আমি তোমার দিয়াতের জামিন, আর সে তাতে সম্মত হয়, তবে তা জাইয। তদ্রূপ যদি বলে যে, অমুক তোমার মাথায় যখম করলে কিংবা হাত কাটলে কিংবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমার গোলাম হত্যা করলে কিংবা তোমাকে অপহরণ করলে, তবে আমি তার মূল্যের জামিন। আর সে তাতে সম্মত হয়, তবে তা জাইয। আর যদি বলে যে, লোকদের মধ্য থেকে যে তোমাকে হত্যা করবে কিংবা যে তোমাকে ছিনতাই করবে, আমি তোমার দিয়াতের জামিন, তবে তা বাতিল হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো সত্তার কাফীল এই শর্তে হয় যে, যদি আমি আগামীকাল তাকে সোর্পদ না করি, তবে আমি বিবাদের উকীল এবং তার কাছে যা কিছু পাওনা প্রমাণিত হবে, তার জামিন। আর তাতে মাতলূব তথা করযদার সম্মত হয়, তবে এগুলো সবই জাইয। আর যদি সে আগামীকাল পৌঁছে দেয়, তবে এ সবগুলো থেকে মুক্ত। আর যদি পৌঁছে না দেয়, তবে মালের কাফীল ও বিবাদের উকীল হবে। এরপর যদি মাকফূল আনহুকে সোর্পদ করে, তবে সত্তার কাফালত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি সোর্পদ করার সময় সে বিবাদের ওকালত ও মালের কাফালত থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত না করে, তবে মুক্ত হবে না। আর যদি শর্ত করে, তবে মালের কাফালত থেকে মুক্ত হবে এবং বিবাদের ওকালত থেকে মুক্ত হবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সত্তার এই শর্তে কাফীল হয় যে, যদি আমি তাকে তোমার কাছে আগামীকাল হাযির না করি, তবে অপর এক ব্যক্তি এই বিরোধের উকীল হবে। আর কাযী তার উপর যা কিছুর নির্দেশ দিবেন, ঐ অপর ব্যক্তি তার জামিন হবে। আর সমস্ত লোক যদি তাতে রাযী হয়, তবে তা জাইয। কেননা, করযদাতা ও করযদার উভয়ে কাফালতের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ, শুধু কাফীলের ক্ষেত্রে মতভেদ, আর এটা জাইয হওয়ার অন্তরায় নয়। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সত্তার কাফীল হয় এই শর্তে যে, যদি আমি তাকে আগামীকাল তোমার কাছে না পৌঁছাই, তবে আমি তার মুকাদ্দামার উকীল হবো এবং করযদাতা তাতে রাযী হয়, আর সে পরের দিন তাকে না পৌঁছায়, তবে ঐ ব্যক্তি তার সাথে মুকাদ্দমা করার ক্ষেত্রে উকীল হবে। কাজেই যদি বিচারক ভার বিপক্ষে কোন ফায়সালা করলে তা কাফীলের দায়িত্বে বর্তাবে না। আর যদি কাফীল করযদাতাকে তার পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তবে করযদাতার ইখতিয়ার থাকবে তার থেকে কবূল না করার। কেননা, সে পরিশোধের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করছে। আর যদি তা কবূল করে, তবে করযদার থেকে নিতে পারবে না। যদি কেউ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এই শর্তে কারো ব্যক্তি সত্তার কাফালত করে যে, তাকে সময় মতো না পৌঁছাই, তবে তার সাথে মুকাদ্দমার উকীল হবো এবং যা কিছু পাওনা তার উপর প্রমাণিত হবে আমি তার জামিন, আর করযদাতা তাতে রাযী হলো। তারপর করযদাতা চাইল, সত্তার কাফীলকে মেয়াদের পূর্বে পাকড়াও করবে। তবে তা পারবে না। এটাই জাহির রিওয়ায়াত। আর মেয়াদ পার হওয়ার পূর্বে মুকাদ্দমাও করতে পারবে না। কেউ যদি কারো সত্তার কাফীল হয় এবং মাকফূল আনহু তাকে মুকাদ্দমার উকীল ও যে মাল তার উপর পাওনা প্রমাণিত হয়, তার জামিনদার বানায়, আর কাফীল তাতে রাযী হয়। তারপর কাফীল মারা যায়, তবে করযদাতা ও কাফীলের ওয়ারিসদের মধ্যে কোন মুকাদ্দমা হবে না। এরপর করযদাতা যদি মাকফূল আনহুকে পায় এবং কাযীর সামনে পেশ করে, তাহলে তার বিপক্ষে যে পরিমাণ মালের ফায়সালা হবে তা কাফীলের মালের মধ্যে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু করযদারের সাথে করযদাতার

মুকাদ্দমার মধ্যে করযদাতাকে তার পাওনা দলীল ও কাযীর নির্দেশ দ্বারা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। তারপর তার ইখতিয়ার থাকবে হয়তো করযদারকে পাকড়াও করবে কিংবা কাফীলের তরকা থেকে নিবে। সে যদি করযদার থেকে নেয়া ইখতিয়ার করে, তবে পরিশোধ করার পর করযদার তা কারো থেকে নিতে পারবে না। আর যদি সে কাফীলের তরকা থেকে নেয় এবং তার ওয়ারিসগণ পরিশোধ করে, তবে ঐ পরিমাণ করযদার থেকে ফেরত নিবে (আল-মুহীত)।

৩৭. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, যদি তোমার করযদার করয পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তবে মাল আমার উপর হবে। অক্ষম হওয়া বন্দী হওয়া দ্বারা জানা যাবে। সুতরাং যদি তাকে বন্দী করা হয় এবং পরিশোধ না করে, তবে কাফীলের উপর লাযিম হবে (আল-ফুসুলূল ইমাদিয়্যা)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি করযদার করযদাতাকে বলে যে, যদি আমি স্বয়ং নিজে আগামীকাল তোমার কাছে উপস্থিত না হই, তবে তুমি যা দাবী করবে তাই আমি দেনাদার হবো। তারপর সে আসলো না। তবে তার উপর কিছু লাযিম হবে না (অর্থাৎ এ কথায় সাবেক করযের চেয়ে বেশী কিছু তার উপর লাযিম হবে না)। শায়খুল ইসলাম জামি' সাগীরের ভাষ্যে লিখেছেন যে, কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি এ পথ দিয়ে চলে যাও, যদি তোমার মাল ছিনতাই হয়, তবে আমি তার জামিন। তারপর ঐ ব্যক্তি ঐ পথ দিয়ে চলে গেলো এবং তার মাল ছিনতাই হলো। তবে এই জামিন হওয়া শুদ্ধ। এখানে যে ব্যক্তির জামিন হয়েছে, সে অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও জামিন হওয়া জাইয রাখা হয়েছে। যদি কেউ কাউকে বলে যে, তোমার পুত্রকে যদি নেকড়ে বাঘে খায়, কিংবা তোমার মাল যদি নেকড়ে বাঘে নষ্ট করে, তবে আমি তার জামিন। তবে এই জামিন হওয়া বাতিল (আল-ফুসূলূল ইসতারওয়াশনিয়াহ্)।

৩৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে করযের কাফীল হলো এই শর্তে যে, অমুক ও অমুক দুই ব্যক্তি এই মাল থেকে এই এই পরিমাণের কাফীল হবে এবং ঐ দুই ব্যক্তি কাফালতকে অস্বীকার করলো, তবে ফকীহ্ আবূ বকর বলখী (র) বলেন, প্রথম কাফালত লাযিম হবে এবং তা তার ত্যাগ করার ইখতিয়ার থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ যদি করযদাতা করযদারকে বলে যে, তোমার কাছে আমি যা পাওনা আছি, তুমি তা অমুক ব্যক্তির হাওয়ালা করে দাও এই শর্তে যে, তুমিও তার মতো একজন জামিনদার থাকবে এবং সে তাই করলো। তবে তা জাইয হবে। আর তার ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পাকড়াও করবে। আর এই হাওয়ালা কাফালত পর্যায়ের। আর আসীল দায়িত্বমুক্ত হবে না। কেননা, যে হাওয়ালার মধ্যে আসীলের যামানতও শর্ত হয়, তা কাফালত হয়ে যায় (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪১. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো, অমুক ব্যক্তির কাছে তোমার যে মাল পাওনা আছে, আমি তার এই শর্তে জামিন হলাম যে, আমি তোমাকে অমুক দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে

হাওয়ালা করে দেবো এবং করযদাতা তাতে রাযী হলো। সুতরাং কাফীল যদি তাকে অমুক ব্যক্তির কাছে হাওয়ালা করে, তবে জাইয হবে। আর যদি সে হাওয়ালা কবূল করতে অস্বীকার করে, তবে জামিনদার যেরূপ ছিল সেরূপই জামিনদার থাকবে। সুতরাং করদাতার ইখতিয়ার থাকবে, হয় তার থেকে তলব করবে কিংবা আসীল থেকে। আর যদি বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যে মাল পাবে, আমি এই শর্তে তার জামিন হলাম যে, আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির কাছে এক মাস পর্যন্ত হাওয়ালা করবো। তবে সে যখন চাইবে তাকে হাওয়ালা করে দিবে এবং যার কাছে হাওয়ালা করবে, তার কাছে এক মাস পর্যন্ত থাকবে (আল-মুহীত)। আর কাফালতের মেয়াদ নির্ধারণ করা জাইয। আর এক্ষেত্রে সামান্য অজ্ঞতা সহনীয় ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয় (আত-তাবয়ীন)।

৪২. মাসআলা ঃ আর সকল সময়সীমাই এক্ষেত্রে সমান। আর যদি সময়সীমা সুপরিজ্ঞাত হয়, তবে তা বাস্তবায়িত হবে। চাই এরূপ সময়সীমা হোক, যা ফিলহাল সংঘটিত হওয়ার ধারণা হবে কিংবা এরূপ ধারণা না হবে। যেমন, সেই সময় পর্যন্ত সত্তার কাফালত করলো যখন মাকফূল লাহু তার সফর থেকে ফিরে আসবে। আর যদি সময় সীমা সুপরিজ্ঞাত না হয় এবং যদি ফিলহাল তার আমার কোন ধারণা না হয়, যেমন, গাছের ফল পাড়া, কিংবা নওরোয, অথবা ক্ষেতের ফসল কাটা ইত্যাদি পর্যন্ত শর্ত হয়, তবে তা জাইয হবে এবং সময়সীমা স্থির হবে। আর যদি তা ফিলহাল ঘটার আশংকা হয়, তবে সময়সীমা স্থির হবে না। যেমন, কারো সত্তার কাফীল এই শর্তে হলো যে, যতক্ষণ বাতাস প্রবাহিত হবে কিংবা বৃষ্টি বর্ষিত হবে (আয-যহীরিয়্যা)।

৪৩. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) তাঁর 'আসাল' কিতাবে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সত্তার কাফীল এক মাস কিংবা তিন দিন কিংবা অনুরূপ কোন সময়সীমা পর্যন্ত হয়, তবে তা জাইয। যখন কাফালত শুদ্ধ হলো, তখন কাফীলের কাছে ঐ সময় তলব করা যেতে পারে, যখন এক মাস অতিবাহিত হবে। আর আমাদের আসহাব থেকে জাহির রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ফিলহাল তলব করা যাবে না (আল-মুহীত)।

৪৪ . মাসআলা ঃ আস-সিরাজিয়্যায় আছে, এটাই বিশুদ্ধতম। আস-সুগরা কিতাবে আছে, এর উপরই ফাতওয়া হবে (আত-তাতারখানিয়্যা)।

৪৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, আমি এখন থেকে এক মাস পর্যন্ত অমুক ব্যক্তির সত্তার কাফীল হলাম, তবে সবার মতেই মেয়াদ শেষে এই কাফালত শেষ হয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, আমি এক মাস কিংবা তিন দিন অমুক ব্যক্তির সত্তার কাফীল হলাম, ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ অবস্থাকে তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেননি। আর মাশায়েখ কিরাম এতে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এরূপ বলা এবং তিন দিন পর্যন্ত বলা এক সমান। আবার কেউ কেউ বলেন, কাফীলের কাছে এ অবস্থায় সময়সীমার মধ্যে প্রাপ্তি তলব করা যায়। আর সময়সীমা পার হয়ে গেলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর এই উক্তির প্রতিই ইমাম আবদুল ওয়াহিদ শায়বানী আকৃষ্ট হয়েছেন (আয-যহীরিয়্যা ও আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪৬. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যে মাল পাবে, আমি এই শর্তে তার কাফীল হলাম যে, তুমি যখন তলব করবে, তখন আমার এক মাসের সময়সীমা হাতে থাকবে। তবে তা জাইয হবে। তারপর যখন সে তলব করবে, তখন সে এক মাসের সময় পাবে। আর যখন মাস পার হয়ে যাবে, তার ইখতিয়ার থাকবে যে, প্রথম তলবে যখন ইচ্ছা তাকে পাকড়াও করবে। আর যদি এই শর্ত কাফালতের পর লাগায়, তবে তা বাতিল হবে এবং প্রথম তলবে যখন ইচ্ছা নিতে পারবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪৭. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় আছে, কেউ কারো সত্তার কাফীল হলো এই শর্তে যে, যখন তুমি তাকে আমার কাছে তলব করবে, তখন থেকে আমার এক মাসের অবকাশ থাকবে। এরপর যখন সে তলব করবে, তখন ঐ দিন থেকে তাকে এক মাসের অবকাশ দেওয়া হবে। আর যখন ঐ থেকে এক মাস পার হয়ে যাবে, তখন তার ইখতিয়ার থাকবে, প্রথম তলব অনুযায়ী যখন ইচ্ছা তাকে পাকড়াও করবে। আর সে দ্বিতীয় বার তলবের পর এক মাসের অবকাশ পাবে না। আর যখন সে মাকফূল আনহুকে করযদাতার কাছে হাওয়ালা করে এবং বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে দায়িত্বমুক্ত হলাম, তবে সে তার কাফালত থেকে ভবিষ্যতে মুক্ত হবে (কাফালত বাকী থাকবে না)। আর যদি সে মাকফূল আনহুকে করযদাতার কাছে সোর্পদ করার সময় তার কাছে মুক্তি প্রার্থনা না করে, তবে করযদাতার ইখতিয়ার থাকবে তার কাছে দ্বিতীয়বার তলব করার। আর এই দিয়ে দেয়া ভবিষ্যতের দিয়ে দেয়া থেকে মুক্ত করবে না। আর যখন সে একবার তাকে সোর্পদ করলো এবং মুক্তি প্রার্থনা করলো না, তখন দ্বিতীয় বার তলব করার ক্ষেত্রেও কাফীলকে এক মাসের সময়সীমা ঐ দিন থেকে দেওয়া উচিত (আয-যাখীরা)।

৪৮. মাসআলা ঃ যদি কারো কাছে কারোর মেয়াদী করয থাকে এবং সে তার থেকে কাফীল গ্রহণ করে, তবে কাফীলের ক্ষেত্রেও মেয়াদ সাব্যস্ত হবে। আর যদি তার উপর ফিলহাল হয় এবং কেউ মেয়াদীরূপে তার কাফালত করে, তবে কাফালত শুদ্ধ হবে এবং উভয়কে বিলম্বের সুযোগ দিবে। কিন্তু করযদাতা যদি কাফালতের সময় শর্ত নেয় যে, বিলম্ব শুধুমাত্র কাফীল করতে পারবে, তবে অবশ্য আসীল বিলম্ব করতে পারবে না (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

৪৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো পক্ষ থেকে হাজার দিরাহাম মেয়াদী করযের কাফীল হয় এবং কাফীল মারা যায়, তবে তার তরকা থেকে ফিলহাল নেয়া হবে। আর তার ওয়ারিস মাকফূল আনহু থেকে এখন নিয়ে বরং মেয়াদ আসার পর নিবে। আর যদি আসীল মারা যায় তবে তার ক্ষেত্রে করয ফিলহাল হয়ে যাবে এবং কাফীলের ক্ষেত্রে মেয়াদী বহাল থাকবে। এমনকি যদি মাকফূল লাহু কাফীল থেকে নিতে চায় এবং আসীলের ওয়ারিসগণ থেকে না নেয়, তবে তার অপেক্ষা করা উচিত যাতে মেয়াদ চলে আসে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৫০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির কাছে কোন বিক্রিত বস্তুর মূল্য বাবদ হাজার দিরহাম ফিলহাল পরিশোধ করা ওয়াজিব থাকে। তারপর কোন ব্যক্তি এক বছরের মেয়াদ পর্যন্ত তার কাফীল হয়, তবে তার দুটি অবস্থা। একটি হলো, মেয়াদ নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছে এবং বলেছে যে, আমাকে অবকাশ দাও, তবে মেয়াদ কেবল তারই ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হবে। আর যদি সে মেয়াদকে তার নিজের সাথে সম্পৃক্ত না করে, বরং অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে এবং করযদাতা তাতে রাযী হয়, তবে মেয়াদ কাফীল ও আসীল উভয়ের জন্য সাব্যস্ত হবে। আর যদি কোন ব্যক্তির কোন ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম মেয়াদী করয থাকে। তারপর কোন ব্যক্তি তার মেয়াদী কাফীল হয়, চাই এই মেয়াদই রাখুক কিংবা এর চেয়ে কম-বেশী, তবে তা জাইয হবে এবং ঐ মেয়াদেই কাফীলের উপর মাল দেয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি মাল আসীলের উপর ফিলহাল ওয়াজিব হয় এবং কাফীল তার থেকে বিলম্ব করে দেয়, তবে এই বিলম্ব করা তার ও কাফীলের ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে এবং তালিব বা করযদাতার ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে না। আর যদি করযদাতা করযদারকে বিলম্বের সুযোগ দেয়, তবে সেটা তার ও কাফীল উভয়ের ক্ষেত্রে হবে। আর কাফীলকে দেয়া বিলম্বের সুযোগ শুধু বিশেষভাবে তার ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে (আল-মুহীত)। আর যদি কাফীল বিলম্ব রদ করে দেয়, তবে রদ হয়ে যাবে (খাযানাতুল মুফ্তীন)। সুতরাং যদি করযদাতা কাফীলকে বিশেষভাবে বিলম্ব করার সুযোগ দেয় এবং কাফীল সময়ের পূর্বে করয পরিশোধ করে দেয়, তবে যে পর্যন্ত মেয়াদ পার না হবে নিজের আসীল থেকে নিবে না। সাধারণ রিওয়ায়াতসমূহে এরূপই বর্ণিত হয়েছে (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা ঃ আল-মাবসূতে উল্লিখিত আছে, যদি করযের মাল বিক্রিত বস্তুর মূল্য বা গসবের হয় এবং তার কোন কাফীল হয়, তারপর করযদাতা আসীলকে এক বছরের বিলম্বের সুযোগ দেয় এবং সে তা কবূল না করে, তবে তার উপর ও কাফীলের উপর মাল ফিলহাল হবে, বিলম্বের সুযোগ দানের পূর্বে যেরূপ ছিল (আন-নিহায়া)।

৫২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি মালের কাফীল হয় এবং কাফীলের অন্য কেউ কাফীল হয়, তারপর করযদাতা আসীলকে বিলম্ব করার সুযোগ দেয়, তবে উভয় কাফীলেরই বিলম্বের সুযোগ হয়ে যাবে। যদি সে প্রথম কাফীলকে বিলম্বের অবকাশ দেয়, তবে দ্বিতীয় কাফীলেরও অবকাশ হয়ে যাবে। আর আসীলের উপর মাল ফিলহাল থাকবে (আল-মুহীত)।

৫৩. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি এক বছরের মেয়াদে কোন ব্যক্তির জন্য হাজার দিরহামের কাফীল হয়, তারপর কাফীল মেয়াদের পূর্বে করযের বিনিময়ে করযদাতার কাছে একটি গোলাম বিক্রি করে সোপর্দ করে দেয়। তারপর ঐ গোলাম হকদার এসে তাকে নিয়ে যায়, তবে মেয়াদ মতো মাল পরিশোধ করা কাফীলের উপর ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ যদি করযদাতার ক্রেতা কাযীর নির্দেশে আয়েবের কারণে তাকে ফেরত দেয়, তবু এই বিধান। আর যদি ফেরত দেয়া কাযীর নির্দেশ ব্যতীত হয়, কিংবা উভয়ে বিক্রয় বাতিল করে, তবে করযের মেয়াদ প্রত্যাবর্তন করবে না। আর যদি তার কাছে গোলাম বিক্রি না করে, বরং দ্রুত তাকে মেয়াদের পূর্বে করয পরিশোধ করে দেয়, তারপর সে তা ভেজাল পায় এবং ফেরত দেয়, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাল কাফীলের উপর মেয়াদ মতো পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। আর অনুরূপভাবে যদি জাল বা কৃত্রিম পায় এবং কাযীর নির্দেশে কিংবা বিনা নির্দেশে ফেরত দেয়, তবু এই বিধান। আর যদি সে মাল পরিশোধ করার সময় বলে দেয় যে, এতে ভেজাল আছে এবং এতদ্সত্ত্বেও সে কবজা করে, তবে জাইয হবে (আয-যখীরা)।

৫৪. মাসআলা ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি মালের কাফীল হয় এবং আসীল করযদাতার কাছ থেকে একটি গোলাম ঐ মালের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং সোপর্দ করে, এভাবে আসীলের দায়মুক্তির কারণে কাফীলও দায়মুক্ত হয়ে গেলো। তারপর করযদাতার কাছ থেকে গোলামকে হকদারে নিয়ে গেলো। কিংবা আয়েবের কারণে সে কাযীর নির্দেশে ফেরত দিলো, তবে কাফীলের উপর মালের দায় পুনরায় সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে কাযীর নির্দেশ ছাড়া ফেরত দিলে কাফীলের দায়িত্বে ফিরে আসবে না (আল-মুহীত)।

৫৫. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি করযের কাফীল হয় মেয়াদীরূপে, কোন নির্দিষ্ট মেয়াদে, তবে এ কাফালত জাইয হবে এবং কাফীল সেই মেয়াদেরই হবে যা সে বর্ণনা করেছে। আর আসীলের উপর ফিলহাল ওয়াজিব হবে (আয-যাখীরা)। যদি কাফীল ও আসীলকে এক মাসের বিলম্বের সুযোগ দেয়, তবে ঐ মাস ঐ বছরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং এক সময় শেষ হবে। (কেননা, মাস বছরের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া হয় না। তাই ঐ মাস থেকেই বছর শুরু হবে।) (আল-মুহীত)।

৫৬. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিতাবুল আসল-এ লিখেছেন, খিয়ারের শর্ত কাফালত শুদ্ধ হয়। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) যা উল্লেখ করেছেন, তার রূপ এই যে, যদি কেউ স্বীকার করে যে, আমি অমুক ব্যক্তির জন্য তিন দিনের খিয়ারে হাজার দিরহামের কাফীল হলাম এবং করযদাতা তা মেনে নেয়, তবে খিয়ার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া খিয়ার প্রতিষ্ঠিত হবে না (আয-যাখীরা)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দাবী ও মুকাদ্দমার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজার দিরহামের কাফীল হলো। তারপর কাফীল দাবী করলো যে, যে হাজার দিরহামের আমি জামিন হয়েছি, তা জুয়া কিংবা শরাবের মূল্য কিংবা এই ধরনের কিছু যা ওয়াজিব হয় না, তবে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। আর যদি মাকফূল লাহুর উপর সে সাক্ষী পেশ করে এবং সে অস্বীকার করে, তবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর যদি সে চায় যে, তালিব বা করযদাতাকে কসম দেয়াবে, তবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ আর যদি কাফীল তালিব বা করযদাতার এই স্বীকারোক্তির উপর (যে, এটি জুয়ার কিংবা শরাব ইত্যাদির মূল্য) সাক্ষী পেশ করে যে, তবে তার সাক্ষ্যের শুনানি হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কাফীল করযদাতাকে মাল পরিশোধ করে দেয় এবং মাকফূল আনহু থেকে তা নিতে চায়, আর করযদাতা গাইব হয়ে যায়, তারপর মাকফূল আনহু বলে যে, এই মাল জুয়া কিংবা মুর্দারের মূল্য কিংবা এইরূপ কিছুর মূল্য ছিল এবং কাফীলের বিরুদ্ধে সাক্ষী পেশ করতে চায়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং কাফীলের অনুকূলে তাকে মাল পরিশোধ করার আদেশ করা হবে। আর তাকে বলা হবে যে, স্বীয় বিবাদীকে তালাশ করে তার বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা দায়ের করো। আর যদি কাফীল থেকে মাল নেয়ার পূর্বে করযদাতা হাযির হয়, আর সে কাযীর কাছে স্বীকার করে যে, এ মাল শরাবের মূল্য কিংবা এরূপ কিছু ছিল, তবে আসীল ও কাফীল উভয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কাযী কাফীলকে দায়িত্বমুক্ত করেন, তারপর মাকফূল আনহু হাযির হয় এবং স্বীকার করে যে, এই মাল করয কিংবা বিক্রিত বস্তুর মূল্য আর করযদাতা তার সত্যায়ন করে, তবে মাল মাকফূল আনহুর দায়িত্বে লাযিম হবে। আর কাফীলের উপর উভয়ের সত্যায়ন করা হবে না। আর হাওয়ালা এক্ষেত্রে কাফালত তুল্য (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের এক হাজার দিরহাম করে কোন ব্যক্তির উপর পারস্পরিক অংশীদারিত্ব ব্যতীত করয রয়েছে। তারপর দুই ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির জন্য আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিলো যে, সে করযদারের সত্তার কাফীল হয়েছে। তবে এই সাক্ষ্য গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করয হলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সত্তার কিংবা মালের কাফীল হওয়ার দাবী করলো এবং দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পেশ করলো। কিন্তু সাক্ষীদ্বয় সময় কিংবা স্থান সম্পর্কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মতভেদ করলো, তবে কাযী এরূপ সাক্ষ্য কবূল করবেন। আর যদি সময় ও স্থান সম্পর্কে উভয়ে একমত থাকে এবং মেয়াদ সম্পর্কে মতভেদ করে, আর দাবী মালের কাফালত সম্পর্কে হয়। আর একজনে এক মাসের এবং অপরজনে দুই মাসের মেয়াদের কথা বলে। আর বাদী আরো কম দাবী করে, তবে কাযী উভয়ের সাক্ষ্য কবূল করবেন। পক্ষান্তরে বাদী বেশী মেয়াদের দাবী করলে উভয়ের সাক্ষ্য কবূল হবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ আর যদি দুইজন সাক্ষী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজার দিরহামের কাফীল হয়েছে। কিন্তু একজনে করযের ক্ষেত্রে এক বছরের মেয়াদ বলেছে এবং অপরজন ফিলাহালের কথা বলেছে, আর করযদাতাও ফিলহাল হওয়ার দাবী করছে। আর কাফীল তার কাফালত অস্বীকার করে কিংবা স্বীকার করে ও মেয়াদের দাবী করে, তবে উভয়ের অবস্থায় মাল তার উপর ফিলহাল ওয়াজিব হবে (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

৭. মাসআলা ঃ আর যদি সত্তার কাফালতের হয় এবং একজন সাক্ষী এক মাসের সময়সীমা বর্ণনা করে, আর অপরজন দুই মাসের, তবে শায়খুল ইসলাম এ মাসআলার ক্ষেত্রেও সবিস্তার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ দাবীদার যদি কম সময়ের দাবীদার হয়, তবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর বেশী সময়ের দাবীদার হয়, তবে গৃহীত হবে না। আর শামসুল আইম্মা সারাখসী তাফসীল ব্যতীতই বর্ণনা করেছেন যে, এই সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ আর যদি এক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য থাকে যে, সে তার কাফীল হওয়া চাক্ষুষ বর্ণনা করেছে এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, কাফীল তার কাফালত স্বীকার করেছে, তবে উভয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

আর যদি দুজন সাক্ষী হাজার দিরহামের কাফীল হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু শব্দের মধ্যে ব্যবধান করে। একজনে বলে যে, সে কাফীল হয়েছে এবং অপরজন বলে যে, সে জামিন হয়েছে। কিংবা একজন বলে যে, সে বলেছে যে, এই মাল আমার দিকে অর্থাৎ আমার দায়িত্বে আছে এবং অপরজন বলে যে, এ মাল আমার উপর হবে, তবে এরূপ সাক্ষ্য জাইয (আয-যহীরিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কারো উপর নির্দিষ্ট কোন মাল দাবী করে এই কারণে যে, সে বাদীর জন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফালত করেছিল এবং মাকফূল আনহুর নসব বর্ণনা করেনি। তবে কি এই দাবী শুদ্ধ ? শামসুল আইম্মা আওযাজেন্দী জবাব দেন যে, এই দাবী শুদ্ধ নয়। যহীরুদ্দীন মারগীনানীও এরূপ ফাতওয়া দিতেন। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তির সত্তার কাফীল হয়েছে, আর আমরা তার নাম জানি না, কিন্তু তার চেহারা চিনি, তবে এটা জাইয হবে এবং তার জন্য কাফীলকে পাকড়াও করা হবে। আর অনুরূপভাবে যদি তারা বলে যে, আমরা তার চেহারাও চিনি না, তবু কাফীলকে পাকড়াও করা হবে এবং তাকে বলা হবে যে, তুমি তার

বর্ণনা দাও। এরপর কাফীল যদি কোন ব্যক্তিকে নিয়ে আসে এবং বলে যে, এই ব্যক্তি মাকফূল বিহি আর তালিব বা করযদাতা তা সত্যায়ন করে, তবে তা উত্তম। আর তার থেকে কসম নেয়া হবে না। আর যদি তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে এ অবস্থায় দাবী ও অস্বীকৃতির বিধান ধর্তব্য হবে (অর্থাৎ বাদীর জন্য সাক্ষী ও বিবাদীর জন্য কসম)। অতএব কাফালতের দাবীতে যে মাকফূল আনহুর নাম ও নসব উল্লেখ করা জরুরী নয়, এই মাসআলাটিই তার প্রমাণ। আর কেউ কেউ বলেন, এ মাসআলার গঠন হলো এই যে, কাফালত এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি থেকে ঘটেছে, কিন্তু সাক্ষিগণ তাকে চিনে না এবং তার নসবও উল্লেখ করে না। কাজেই এ কাফালত বাস্তবে এক সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি থেকে ঘটেছে। আর শামসুল আইম্মা থেকে যে অবস্থা উল্লিখিত হয়েছে, অর্থাৎ বাদী বলেছে যে, এই ব্যক্তি কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফীল হয়েছে, এর অর্থ অনির্দিষ্ট হওয়া। কাজেই এ কাফালত বাস্তবে অজ্ঞাত। সুতরাং দাবী শুদ্ধ নয় (আয-যাখীরা)।

১০. মাসআলা ঃ যদি দুজন সাক্ষী কারো সম্পর্কে সত্তার কাফীল হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু একজন বলে যে, মাকফূল আনহু যায়দ এবং অপরজন বলে যে, মাকফূল আনহু আমর। তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। চাই করযদাতা একজনের কাফালতের দাবী করুক কিংবা উভয়ের। আর যদি এক ব্যক্তি অপর কারো উপর দুই ব্যক্তির সত্তার কাফীল হওয়ার দাবী করে এবং দুজন সাক্ষী পেশ করে, তারা একজনের কাফালত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং অপরজনের কাফালত সম্পর্কে মতভেদ করে এইভাবে যে, একজনে একজন সম্পর্কে কাফীল হওয়া স্বীকার করে এবং অপরজন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে বলে যে, আমি জানি না এই-ই কি সেই ব্যক্তি, না অন্য কেউ। যা হোক, যে কাফীলের কাফালত সম্পর্কে দুজনেই একমত, তাকে পাকড়াও করা হবে এবং যার সম্পর্কে একমত নয়, তার উপর কাফালতের বিধান জারী হবে না।

যদি দুজন সাক্ষী এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে আমাদের পিতা এবং অমুক ব্যক্তির জন্য অমুক ব্যক্তির সত্তার কাফীল হয়েছে। তবে এই সাক্ষ্য বাতিল হবে। কেননা, তারা একই শব্দে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাদের সাক্ষ্য তাদের পিতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং অপরের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য হবে না।

যদি দুজন সাক্ষী এক ব্যক্তি সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক ব্যক্তির জন্য এই শর্তে অমুক ব্যক্তির সত্তার কাফীল হয়েছে যে, যদি আমি আগামীকাল তাকে না পৌঁছে দেই, তবে তার উপর যে ঋণ রয়েছে তা আমার উপর হবে। আর তা হচ্ছে হাজার দিরহাম। তবে এরূপ সাক্ষ্য জাইয হবে। সুতরাং যদি দুজন সাক্ষী এই সাক্ষ্য দেয় যে, সে মাকফূল আনহুকে ঐ দিনই পৌঁছে দিয়েছে, তবে সে কাফালত থেকে মুক্ত হবে। যদি উভয়ে মালের পরিমাণ মতভেদ করে, একজনে হাজার দিরহাম এবং অপরজনে দিরহাম বলে, আর উভয়ে সত্তার কাফালত সম্পর্কে একমত হয়, তবে কাযী সত্তার কাফালতের নির্দেশ দিবে। কেননা, তাতে মতভেদ নেই। আর মালের কাফালত সম্পর্কে উভয়ে মতভেদ করেছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মাল সম্পর্কে সাক্ষীদের এরূপ সাক্ষ্য দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। চাই বাদী উভয়ের মধ্য থেকে কমটির দাবী করুক কিংবা বেশীটির। আর যদি উভয় সাক্ষী এরূপ মতভেদ করে যে, একজনে দিরহামের সাক্ষ্য দিলো এবং অপরজনে দীনারের; তবে কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষ্য জাইয হবে না। চাই বাদী উভয় রকমের (অর্থাৎ দিরহাম ও দীনারের) দাবী করুক কিংবা এক রকমের। আর যদি উভয়ে মাল সম্পর্কে একমত পোষণ করে যে, হাজার দিরহাম ছিল। কিন্তু এরূপ মতভেদ করে যে, একজনে বললো, ঋণ এবং অপরজনে বললো, বিক্রিত বস্তুর মূল্য। আর বাদী দাবী করলো যে, বিক্রিত বস্তুর মূল্য। তবে এমতাবস্থায় কোন নির্দেশ দেয়া হবে না। কিন্তু যখন এরূপ সামঞ্জস্য বিধান করা হবে যে, মূলত আমার তার কাছে বিক্রিত বস্তুর মূল্য পাওনা ছিল কিন্তু সে অপর সাক্ষীর সামনে স্বীকার করেছে যে, আমার উপর ঋণ রয়েছে। আর এটা তখন হবে যখন বাদী একই রকমের দাবী করবে। আর যদি উভয় রকমের দাবী করে, তবে উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং হাজার দিরহামের নির্দেশ দেয়া হবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির উপর দাবী করলো যে, সে অমুক ব্যক্তির সত্তার কাফীল হয়েছে, আর বিবাদী তা অস্বীকার করলো। তারপর বাদী বিবাদীর জন্য সাক্ষী পেশ করলো যে, সে অমুকের সত্তার কাফীল হয়েছে। তখন ইমাম বললেন যে, তার দায়িত্বে কাফালত লাযিম হবে। তারপর কাফীল যদি সাক্ষী পেশ করে যে, কাফালত তার নির্দেশে হয়েছে, তবে ইমাম বলেন যে, তার এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আয-যহীরিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামি' কিতাবে লিখেছেন, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঐ মালের জামিন হলো যা কাযী তার বিপক্ষে ফায়সালা করেছে। তারপর মাকফূল বিহি গাইব হলো। তারপর তালিব বা করযদাতা কাফীলের বিপক্ষে সাক্ষী পেশ করলো যে, করযদাতা অদৃশ্য ব্যক্তির কাছে হাজার দিরহাম করয পাওনা আছে। তবে কাযী তার নির্দেশ দিবেন না। না কাফীলের উপর, না আসীলের (করযদারের) উপর। কেননা, সে এমন কাফালতের দাবী করেছে যা লাযিম বা অনিবার্য নয়। কেননা, কাফালত তখনই লাযিম হবে, যখন আসীলের উপর নির্দেশ দেয়া যাবে। আর তা এখনো প্রমাণিত হয় নি। এমনকি যদি তালিব বলে যে, আমি কাফালতের পর করযদারকে অমুক কাযীর সামনে পেশ করেছি, আর তিনি আমার পক্ষে তার রায় দিয়েছেন, আর কাফীল তা অস্বীকার করে, তারপর তালিব বা করযদাতার উপর সাক্ষী পেশ করে, তবে কাযী কাফীলের উপর কাফালতের নির্দেশ দিবেন অর্থাৎ তার উপর হাজার দিরহাম লাযিম হবে (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির উপর প্রমাণ আনয়ন করে যে, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার হাজার দিরহাম করয পাওনা আছে এবং এই ব্যক্তি তার তরফ থেকে তার নির্দেশে আমার কাফীল, তবে কাযী কাফীল ও মাকফূল আনহুর উপর মালের নির্দেশ দিবেন। আর যেহেতু কাযীর নির্দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই কাফীল যা পরিশোধ করেছে, তা মাকফূল আনহু থেকে নিয়ে নিবে।

আর যদি সে কাফালতের দাবী মাকফূল আনহুর বিনা নির্দেশে পেশ করে, তবে কাযী কাফীলের উপর মালের নির্দেশ দিবেন- আসীলের উপর নয়। আর যদি এই দাবী করে যে, তুমি আমার জন্য অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমার যা কিছু তার কাছে পাওনা রয়েছে তার

কাফীল হয়েছো, আর তার কাছে আমার হাজার দিরহাম পাওনা রয়েছে, তারপর মাল ও কাফালত উভয়ের উপর সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে কাফীল ও অনুপস্থিত ব্যক্তি উভয়ের উপর মালের নির্দেশ দেয়া হবে। চাই সে তার নির্দেশে কাফালতের দাবী করুক কিংবা না করুক। কিন্তু যদি মাকফূল আনহুর নির্দেশে কাফালত হয়ে থাকে, তবে কাফীল যে মাল পরিশোধ করেছে, তা তার থেকে ফেরত নিবে। অন্যথায় নিতে পারবে না (আল-কাফী)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কাফালতের দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় এবং বলে যে, আমরা কাফীল ও মাকফূল আনহুকে চিনি না, কিন্তু অমুক ও অমুক আপন সাক্ষ্যের উপর আমাদেরকে সাক্ষী করেছে যে, অমুক ইব্ন অমুক মাখযুমী এই ব্যক্তির জন্য অমুক ইব্ন অমুক সিদ্দীকীর সত্তার কাফীল হয়েছে। তবে উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তারপর যে ব্যক্তির উপর কাফালতের দাবী ছিল, সে যদি স্বীকার করে যে, আমি অমুক ইব্ন অমুক, তবে তাকে পাকড়াও করা হবে।

আর যদি অস্বীকার করে, তবে বাদীর জন্য অন্য সাক্ষীদের প্রয়োজন হবে। তারা এই সাক্ষ্য দিবে যে, এই ব্যক্তিই বিবাদী অমুক ইব্ন অমুক মাখযুমী (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ দুই ব্যক্তির কাফীল হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির কাছে করয বাবদ কিংবা পণ্যের মূল্য বাবদ কারো হাজার দিরহাম পাওনা রয়েছে এবং উভয়ের প্রত্যেকে আরেকজনের কাফীল হয়েছে। এক্ষেত্রে একজনে যা পরিশোধ করবে, তা তারই পক্ষ থেকে হবে। তার শরীকদার তা নিতে পারবে না। যে পর্যন্ত অর্ধেকের বেশী সে পরিশোধ না করবে। অতএব, অর্ধেকের বেশী পরিশোধ করলে তখন বেশীটুকু নিতে পারবে (আল-কাফী)। আর যদি সে বলে যে, এটা তার মধ্যে যার আমি আমার শরীকদারের কাফীল হয়েছি। তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না, যে পর্যন্ত সে যা পরিশোধ করেছে, তা তার অংশ থেকে বেশী না হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যদি এক ব্যক্তির উপর হাজার দিরহাম করয থাকে। তারপর এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ এক হাজার দিরহামের কাফীল হয়, তারপর আরেক ব্যক্তিও সম্পূর্ণ হাজার দিরহামের কাফীল হয়, তারপর উভয় কাফীলের প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ হাজার দিরহামের কাফীল হয়। তবে একজনে যা পরিশোধ করবে, তা মিলিতভাবে দুজনের পক্ষ থেকে পরিশোধ হবে। তাই তার অর্ধেক নিজের শরীকদার থেকে নিতে পারবে (শারহুন-নাফি')। তারপর উভয়ে নিজের আসীল থেকে নিতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে সমুদয় মাকফূল আনহু থেকে নিবে। আর যদি মাকফূল লাহু একজনকে দায়িত্বমুক্ত করে, তবে অপরজন সমুদয় মালের কাফালাতে পাকড়াও হবে (আল-হিদায়া)।

৩. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তির উপর ক্রয়ের মূল্য বাবদ হাজার দিরহাম ওয়াজিব হয় এবং একজনে অপরজনের পক্ষ থেকে কাফীল হয়, আর অপরজনে তার পক্ষ থেকে কাফীল না হয়। তারপর কাফীল কিছু পরিশোধ করে এবং বলে যে, আমি আমার শরীকাদারের পক্ষ থেকে যে মালের কাফীল হয়েছি এটা তার মধ্য থেকে (পরিশোধ করলাম)। তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তি থেকে একটি গোলাম হাজার দিরহামে এই শর্তে খরিদ করলো যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাফীল। তারপর বিক্রেতা একজন ক্রেতাকে বিশেষ করে তার দায়িত্ব থেকে অবকাশ দিলো। তারপর অবকাশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্ধেক মাল পরিশোধ করলো এবং বললো যে, আমি আমার শরীকদারের পক্ষ থেকে যে মানের কাফীল হয়েছি এটা তার মধ্য থেকে পরিশোধ করলাম। তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

কারো যিম্মায় কারো হাজার দিরহাম করয ছিল। কিংবা কোন বিক্রিত বস্তুর মূল্য পাওনা ছিল। আর এক ব্যক্তি তার অর্ধেক মালের কাফীল হলো। আর অন্য একজনে বাকী অর্ধেকের

কাফীল হলো। চাই এই উভয় কাফালত একই আকদে হোক কিংবা পৃথক পৃথক আকদে। তারপর আসীল পাঁচশ' দিরহাম পরিশোধ করলো এবং কিছু বললো না। তবে এই মাল উভয়ের পক্ষ থেকে হবে। আর যদি সে বলে যে, এটি বিশেষ করে অমুক ব্যক্তির কাফালতের মধ্য থেকে, তবে তারই হবে।

আর অনুরূপভাবে যদি হাজার দিরহাম আসীলের উপর বিভিন্নভাবে যেমন, দুই করযে কিংবা দুই বিক্রয়ে কিংবা দুই মাল দুই বিবিধ কারণে ওয়াজিব হয় যেমন, একটি করযের এবং আরেকটি বিক্রিত বস্তুর মূল্যের। তারপর একজন কাফীল এক মালের কাফীল হলো এবং অপরজন অপর মালের। তারপর আসীল পাঁচশ' দিরহাম পরিশোধ করলো এবং বললো যে, এটি অমুক ও অমুক কাফীলের পক্ষ থেকে, তবে তার কথা অনুযায়ী হবে। আর যদি কেবল এক অংশের কোন কাফীল হয় এবং আসীল পাঁচশ' দিরহাম পরিশোধ করে বলে যে, এটি কাফালত থেকে পরিশোধ করলাম, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি হাজার দিরহাম তার উপর বিক্রয়ের কারণে ওয়াজিব হয়। তারপর রব্বুল মাল (মালের মালিক) অর্ধেক মালের এক বছর অবকাশ দেয়, কিংবা অর্ধেক মাল শুরু থেকেই এক বছর অবকাশে ওয়াজিব হয় এবং অর্ধেক ফিলহাল ওয়াজিব হয়, আর প্রত্যেক অর্ধেক মালের পৃথক কাফীল হয়, তারপর আসীল পাঁচশ' দিরহাম পরিশোধ করে এবং কিছু না বলে, তবে এটা ঐ কাফীলের পক্ষ থেকে রাখা হবে, যার কাফালত ফিলহাল করেছে (আয-যাখীরা)। আর যদি সে বলে দেয় যে, এটা তার তরফ থেকে, যে মেয়াদী করযের কাফীল হয়েছে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজার দিরহামের কাফীল হয় এবং উভয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ থেকে কাফীল হয় এই শর্তে যে, একজনের দায়িত্বে এক বছর পর মাল পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে এবং অপরজনের দায়িত্বে দুই বছর পর। তবে এটা জাইয হবে। এরপর যদি এক বছরওয়ালার মেয়াদ এসে যায় এবং সে পরিশোধ করে দেয়, তবে আসীল থেকে নেবে। অপর কাফীল থেকে নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ দুই সমান শরীকদার যখন শরীকদারী থেকে পৃথক হয়ে যাবে, তখন করযদাতার ইখতিয়ার থাকবে সম্পূর্ণ করযের জন্য যাকে ইচ্ছা পাকড়াও করতে পারবে। আর একে অপর থেকে নিতে পারবে না। যে পর্যন্ত অর্ধেকের বেশী পরিশোধ না করবে। অর্ধেকের বেশী পরিশোধ করলে সে বেশীটুকু নিতে পারবে।

যখন দুই মুকাতাব গোলাম একই কিতাবতের হয়, তখন একজন অপরজনের কাফীল হওয়া কিয়াস অনুযায়ী শুদ্ধ নয় এবং ইস্তিহ্সান অনুযায়ী শুদ্ধ। তারপর একজনে যদি কিছু পরিশোধ করে, তবে অপরজন থেকে তার অর্ধেক নিতে পারবে। আর যদি সে কিছু পরিশোধ না করে, এমন কি মুনীব উভয়ের মধ্য থেকে একজনকে আযাদ করে দেয়, তবে আযাদ করা জাইয হবে এবং অর্ধেক থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে। অবশিষ্ট অর্ধেকের জন্য মুনীবের ইখতিয়ার

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকবে যাকে ইচ্ছা পাকড়াও করার। সে যদি আযাদ জনকে পাকড়াও করে, তবে সে অপরজন থেকেও নিবে। আর যদি সে অপরজনকে পাকড়াও করে, তবে সে আযাদজন থেকে কিছু নিবে না (শারহু জামি সাগীর ঃ সদরুশ-শাহীদ হুসামুদ্দীন)।

৭. মাসআলা ঃ তিন ব্যক্তি এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজার দিরহামের কাফীল হলো। তারপর একজনে পরিশোধ করে দিলো। সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলো। কোন কাফীল অপর কাফীল থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি প্রত্যেক কাফীলও অপর কাফীলের পক্ষ থেকে কাফীল হয় এবং একজনে পরিশোধ করে, তবে পরিশোধকারী উভয় থেকে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নিবে। আর রব্বুল মাল প্রত্যেকের নিকট থেকে হাজার দিরহাম নিতে পারবে। অর্থাৎ একজনের থেকেই নিবে, কিন্তু প্রত্যেকের নিকট প্রাপ্তি তলব করতে পারবে। আর এটা তখন হবে যখন উভয় কাফীলকে পাকড়াও করতে পারবে। আর যদি একজনকে পাকড়াও করতে পারে, তবে তার থেকে অর্ধেক নিবে। তারপর এই দুজন তৃতীয়জন থেকে এক-তৃতীয়াংশ নিবে। আর যদি এ দুজন অনুপস্থিত জনকে পাকড়াও করতে পারে, তবে এদের প্রত্যেকে তার থেকে এক-ষষ্ঠাংশ নিবে। তারপর সকলে মিলিত হয়ে আসীল থেকে হাজার দিরহাম নিবে। আর যদি অপর কাফীলের পূর্বে আসীলকে পাকড়াও করতে পারে, তবে তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ হাজার দিরহাম নিবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি দুই ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জন্য হাজার দিরহাম স্বীকার করে এই শর্তে যে, এই মালের বিনিময়ে তার ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের মধ্যে যার থেকে ইচ্ছা উসুল করতে পারবে। তবে এটা যেন এরূপ যে, প্রত্যেকে অপরজনের নির্দেশে কাফীল হয়েছে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম ও যিম্মীর কাফীল হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ মুনীবের অনুমতি ছাড়া দেহ সত্তার কিংবা মালের কাফীল হওয়া গোলামের পক্ষে জাইয নয়। কিন্তু আযাদ হওয়ার পর পাকড়াও হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। আর ব্যবসায়ের জন্য অনুমতি দেয়া কাফালতের অনুমতি হবে না (আয-যাখীরা)। যদি মালিক কাফালতের অনুমতি দেয় এবং সে মালিক কিংবা আজনবী কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে মালের কাফীল হয়, তবে তা শুদ্ধ হবে। চাই তার জন্য ব্যবসায়ের অনুমতি থাকুক কিংবা নিষেধ থাকুক। যদি তার উপর ঋণ না থাকে। আর এই একই বিধান ক্রীতদাসী, মুদাব্বারাহ ও উম্মু ওয়ালাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (আল-মুহীত)। আর গোলাম কাফালতের ঋণের বিনিময়ে স্বয়ং বিক্রি হয়ে যাবে। কিন্তু যখন তার মালিক তার ফিদিয়া (উদ্ধার মূল্য) দিবে, তখন নয় (আল-বাদাই)।

২. মাসআলা ঃ ঋণগ্রস্ত গোলাম যদি মুনীবের অনুমতিক্রমে তার মালিক কিংবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে মালের কাফীল হয়, তবে যখন পর্যন্ত সে গোলাম থাকবে, কোন কিছু দেয়া তার উপর লাযিম হবে না। আর যখন আযাদ করা হবে, তখন তার দায়িত্বে লাযিম হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ গোলামের পক্ষ থেকে মালিকের কাফীল হওয়া শুদ্ধ। সত্তার কাফীল হোক কিংবা মালের, তদ্রূপ গোলাম ঋণগ্রস্ত হোক বা ঋণমুক্ত (আন-নিহায়া)।

৪. মাসআলা ঃ মুনীব অনুমতি দিক বা না দিক, মুকাতাব গোলাম কোন আজনবী ব্যক্তির কাফীল হওয়া বৈধ নয়। কাফালত কায়েম হবে। এমনকি আযাদ হওয়ার পর পাকড়াও হবে। মুকাতাব যদি মালিকের পক্ষ থেকে কাফীল হয়, তা জাইয হবে (আল-বাদাঈ')। যদি কেউ গোলামের পক্ষ থেকে মালের জামিন হয়, তবে আযাদ হওয়ার পর পাকড়াও হবে। যদি সে মাল নষ্ট করে দেয়া স্বীকার করে এবং তার মালিক তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, কিংবা সে মালিককে ঐ মাল করয দেয় কিংবা তার হাতে বিক্রি করে এবং তার উপর কারবার করতে নিষেধাজ্ঞা থাকে, আর ফিলহাল বা মেয়াদী হওয়া কোন কিছু না বলে, তবে তার কাফীল ফিলহাল পাকড়া হবে (আল-কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে যদি তার কাছে গচ্ছিত রাখা হয় এবং সে তা নষ্ট করে ফেলে কিংবা মালিকের অনুমতি ব্যতীত সে সন্দেহজনকভাবে কোন নারীর সাথে সঙ্গম করে, তবে ফিলহাল তাকে পাকড়াও করা যাবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি তার জামিন হয় এবং ফিলহাল কিংবা মেয়াদী হওয়া বর্ণনা না করে, তবে কাফীলের উপর ফিলহাল পরিশোধ করা ওয়াজিব

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে (বাহ্‌রুর রাইক)। তারপর যখন তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করলো, তখন আযাদ হওয়ার পর তার থেকে নিবে যদি তার নির্দেশে জামিন হয়ে থাকে (আত-তাবয়ীন)।

৬. মাস্‌আলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামি সাগীরে বলেন, কোন ব্যক্তি গোলামের বিরুদ্ধে ঋণ দাবী করলো এবং এক ব্যক্তি গোলামের সত্তার কাফীল হলো। এ অবস্থায় গোলাম মারা গেলে কাফীল দায়মুক্ত হবে (আয-যাখীরা)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ গোলামের কবজাকারীর কাছে গোলামের সত্তার কাফীল দাবী করে এবং কোন ব্যক্তি গোলামের সত্তার কাফীল হয়, তারপর গোলাম মারা যায়। তারপর বাঁদী সাক্ষী পেশ করে যে, ঐ গোলাম ছিল আমার। তবে কাফীল ঐ গোলামের মূল্যের জামিনদার হবে। আর যদি বাদীর মালিকানা ঐ কবজাকারীর স্বীকারোক্তি কিংবা কসম থেকে বিরত থাকার কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং ঐ গোলাম কবজাকারীর হাতে মারা যায়, তবে গোলামের মূল্যের নির্দেশ বিবাদীর উপর হবে এবং কাফীলের দায়িত্বে কিছু লাযিম হবে না। কিন্তু যখন কাফীলও তার আসীলের মতো স্বীকার করবে, তখন লাযিম হবে। আর ইমাম তামারতাশী উল্লেখ করেন যে, গোলাম মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে কবজাকারীর কথা বিশ্বাস করা যাবে না এবং তাকে ও কাফীলকে গ্রেফতার করা হবে। তারপর যখন বন্দীদশা দীর্ঘায়িত হবে, তখন মূল্যের যামানত নেয়া হবে (আন-নিহায়া)।

৮. মাসআলা ঃ কাফালতের বিধানের ক্ষেত্রে যিম্মী ও মুসলিম সমান। কিন্তু শরাব ও শূকরের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। সুতরাং যদি কারো কাছে কোন যিম্মীর শরাব পাওনা থাকে, কিংবা সে ছিনতাই করে নেয় এবং কোন যিম্মী তার কাফীল হয়, তবে তা জাইয হবে। আর তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ মুসলমান হয়, তবে তার কয়েকটি রূপ হতে পারে। হয়তো করযদাতা মুসলমান হয়েছে, এমতাবস্থায় ইমামদের মতে সর্বসম্মতিক্রমে কাফীল শরাব ও তার মূল্য থেকে দায়মুক্ত হবে। কিংবা করযদার মুসলমান হয়েছে, তবে সেও শরাব ও তার মূল্য থেকে দায়মুক্ত হবে এবং সে কারণে কাফীলও দায়িত্বমুক্ত হবে। এ অভিমত ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকেও এরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। ইমাম যুফার (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, করযদারের উপর শরাবের মূল্য লাযিম থাকবে এবং কাফীল তার কাফালতের উপর বহাল থাকবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) এই অভিমতই পোষণ করেন। আর যদি কাফীল বিশেষ করে মুসলমান হয়, তবে এ অবস্থায় শরাব সম্পূর্ণভাবে তার দায়িত্ব থেকে বাতিল হয়ে যাবে। এর বদলও তাকে দিতে হবে না। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর আখেরী অভিমত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে করযদাতার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে কাফীল থেকে শরাবের মূল্য নিবে কিংবা আসীল থেকে হুবহু শরাব নিবে। আর যদি সমস্ত লোক মুসলমান হয়ে যায়, তবে কোন বদল ছাড়াই শরাব বাতিল হয়ে যাবে। আর অনুরূপভাবে যদি করযদাতা ও কাফীল এবং করযদাতা ও আসীল মুসলমান হয়, তবু বদল ব্যতীত শরাব বাতিল হবে। আর যদি কাফীল ও আসীল মুসলমান হয়, তবু ইমাম আবূ হানীফা

(র)-এর শেষ উক্তি মতে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বদল ব্যতীত শরাব বাতিল হয়ে যাবে।

আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে করযদাতার ইখতিয়ার থাকবে যার থেকে ইচ্ছা সে তাগাদা করতে পারে। আর যদি শরাব কোন বিক্রিত বস্তুর মূল্য হয় এবং করযদাতা ও করযদার উভয়ে মুসলমান হয়ে যায়, তবে কাফীল মূল শরাব ও তার মূল্য থেকে সর্বসম্মতিক্রমে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কাফীল মুসলমান হয়, তবে করযদাতা তার করযদারের কাছে মূল শরাব দাবী করবে এবং কাফীল শরাব ও তার মূল্য থেকে দায়মুক্ত হবে। আর এটা শায়খাইনের কোন অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তার ক্ষেত্রে মূল শরাব মূল্যে রূপান্তরিত হবে এবং করযদাতা তার থেকে শরাবের মূল্য তলব করতে পারবে। আর যদি শরাব বায়' সালমের কারণে ওয়াজিব হয় এবং করযদাতা ও করযদার উভয়ে মুসলমান হয়, তবে বায়' সালম বাতিল হয়ে যাবে। আর তা বাতিল হওয়াতে আসীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আসীল দায়িত্বমুক্ত হওয়াতে কাফীলও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কাফীল মুসলমান হয়, তবে বিনা মতভেদে সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর করযদাতার শরাব করযদারের কাছে স্ব-অবস্থায় বহাল থাকবে (আল-মুহীত)। কায়েদা ও মূলনীতি হলো, করযদাতার মুসলমান হওয়া শরাবকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়। কেননা, তার পক্ষ থেকে শরাব সমর্পণ করা নিষিদ্ধ। আর করযদারের মুসলমান হওয়াও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তদ্রূপ। কেননা, এখন তা সমর্পণ করা নিষিদ্ধ। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বাতিল করে না। বরং মূলকে পরিবর্তন করে মূল্য পরিণত করে। কেননা, নিষেধাজ্ঞা হকদারের পক্ষ থেকে নয়। বরং যার উপর হক, তার পক্ষ থেকে মুসলমান হওয়ার দরুন। আর কাফীল তালিব বা করযদাতার দিক থেকে মাতলূব বা করযদার। আর মাতলূব বা করযদারের দিক থেকে তালিব বা করযদাতা (অর্থাৎ তালিব হকদার। তাই কাফীলের কাছে প্রাপ্তি তলব করতে পারবে। তাই সে মাতলূব সাব্যস্ত হলো। কিন্তু কাফীল তার মাকফূল আনহুর কাছে তলব করতে পারবে, তাই তার তালিব সাব্যস্ত হলো)।

এক খৃস্টান পুরুষ দুই খৃস্টান মহিলা থেকে শরাবের উপর এই শর্তে খুলা করলো যে, প্রত্যেক মহিলা অপর মহিলার কাফীল। তারপর খৃস্টান পুরুষটি কিংবা সবাই এক সাথে মুসলমান হয়ে গেলো। তবে উভয় মহিলা কাফালত থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের উপর যা ওয়াজিব ছিল, তা মূল্যে পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর যদি একজন মহিলা মুসলমান হয়, তবে তার ক্ষেত্রে মূল্যে পরিণত হবে এবং অপর মহিলার ক্ষেত্রে শরাবই বহাল থাকবে। এরপর যদি ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা মূল্য পরিশোধ করে দেয়, তবে তার সঙ্গিনী অপর মহিলা থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি কাফির মহিলা সমুদয় শরাব পরিশোধ করে দেয়, তবে মুসলিম মহিলার অংশের মূল্য তার থেকে নিয়ে নিবে। আর যদি উভয় মহিলা এক সাথে মুসলমান হয়ে যাবে এবং খৃস্টান স্বামীটি মুসলমান না হয়, তবে প্রত্যেক মহিলার উপর কাফীল হওয়ার ও আসীল হওয়ার দিক থেকে যে হক রয়েছে, তা মূল্যে পরিণত হয়ে যাবে। আর যে মহিলা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করবে, সে অপর মহিলা থেকে কিছু নিতে পারবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি উভয় মহিলা পরপর মুসলমান হয়, তবে তাদের উপর রূপান্তরিত মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যদি দ্বিতীয় মুসলিম মহিলা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করে দেয়। তবে প্রথম মুসলিম মহিলা থেকে তার অংশ ফেরত নিয়ে নিবে। আর যদি প্রথম মুসলিম মহিলা পরিশোধ করে, তবে তার সঙ্গিনী দ্বিতীয় মুসলিম মহিলা থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর যদি একজন মহিলা মুসলমান হয়, তারপর তার স্বামী মুসলমান হয়, তারপর অপর মহিলা মুসলমান হয়, তবে যে পরিমাণ হক প্রথম মহিলার উপর ছিল, তা মূল্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তারপর যখন সে মূল্য পরিশোধ করবে, তখন অপর মহিলা থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর আসীল হিসেবে যা দ্বিতীয় মহিলার উপর ছিল, তা মূল্যে পরিণত হবে এবং কাফালতের দিক থেকে তার উপর স্বামীর যে হক ছিল তা বাতিল হয়ে যাবে।

এক খৃস্টান পুরুষ দুই খৃস্টান মহিলার সাথে একটি হত্যাকাণ্ডের দরুন তাদের উপর যে রক্তপণ আরোপিত হয়েছে, শরাব দ্বারা তার সমঝোতা করিয়ে দিলো এবং প্রত্যেক মহিলা অপর মহিলার কাফীল হলো, তবে তার অবস্থাগুলো কোন পার্থক্য ছাড়াই উপরোক্ত খুলার অবস্থাগুলোর অনুরূপ হবে (আল-কাফী)।

৯. মাসআলা ঃ যদি এক যিম্মী আরেক যিম্মীর কাছে শরাব বা শূকর দাবী করে এবং কোন মুসলমান বিবাদীর সত্তার কাফীল হয় আর তার মুকাদ্দমার উকীল এবং কাযীর পক্ষ হতে না কিছু তার বিপক্ষে ফায়সালা দেয়া হয়, তার জামিন হয়, তবে এ সত্তার কাফীল হওয়া জাইয এবং উকীল হওয়াও জাইয। কিন্তু মাকরূহ্ (অপসন্দনীয়)। তারপর যদি তার উপর সাক্ষী কায়েম হয়ে শরাব বা শূকরের ফায়সালা হয়, তবে কাফীলের উপর তা লাযিম হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে। যদি সে শরাব ও শূকর নষ্ট হওয়ার পূর্বে কাফীল হয়, তবে কাফীলের উপর কিছু লাযিম হবে না। আর যদি উভয়টি নষ্ট হওয়ার পর কাফীল হয়, তবে শরাবের ক্ষেত্রে তার উপর কিছু লাযিম হবে না। আর শূকরের ক্ষেত্রে যদি কাযী আসীলের উপর তার মূল্য বাবদ দিরহাম বা দীনারের নির্দেশ দেন, তবে কাফীলের উপর তা লাযিম হবে। আর যদি কাযী তার উপর মূল্যের নির্দেশ না দেন, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কাফীলের উপর কিছু লাযিম হবে না। কেননা, কাযীর নির্দেশেই মূল্যে পরিণত হয়েছে। আর এখানে তা পাওয়া যায় নি, সুতরাং সে শূকরের কাফীল হবে। আর সাহেবাইনের মতে কাযীর নির্দেশের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র নষ্ট করার দরুন মূল বস্তু মূল্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ফলে সে মূল্যের কাফীল হয়েছে। আর তা জাইয (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ মুরতাদ পুরুষের কাফালত তার অন্যান্য কারবারের ন্যায় স্থগিত থাকবে। আর মুরতাদ নারীর কাফালত সর্বসম্মতভাবে জাইয। যেরূপ তার অন্যান্য কার-কারবার জাইয। তাই সে যদি দারুল হরবে চলে যায় এবং গ্রেফতার হয় এবং কারো সত্তার কাফীল হয়, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি মালের কাফীল হয় এবং তার মাল থাকে, তবে কাফালত মালের দিকে পরিবর্তিত হবে। কোন হরবী ব্যক্তি সত্তা বা মালের কাফীল হলো এবং দারুল হরবে চলে গেলো। তারপর নিরাপত্তা নিয়ে ফিরে এলো। তবে তার কাফালত লাযিম হবে।

কোন মুসলমান কোন মুরতাদের জন্য সত্তা বা মালের কাফীল হলো। তারপর মুরতাদ দারুল হরবে চলে গেলো। তবে তার কাফালতের পক্ষে তার ওয়ারিসগণ হবে। আর যদি সে ফিরে আসে এবং তার ওয়ারিসগণ সমস্ত হক পেয়ে যায়।তবে কাফীল দায়িত্ব মুক্ত হবে। অন্যথায় তার ইখতিয়ার থাকবে কাফীলকে গ্রেফতার করার (মুহীত আস-সারাখসী)।

বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ 'কাফালত বিদ-দারাক জাইয'। অর্থাৎ বিক্রীত বস্তুর হকদার হওয়ার সময় মূল্য ক্রেতাকে ফেরত আবশ্যক করে নেয়া। কেউ যদি 'কাফালত বিদ-দারাক' করে এবং বিক্রীত বস্তু হকদারে নিয়ে যায়। তবে কাফীলকে পাকড়াও করা যাবে না। যে পর্যন্ত বিক্রেতার উপর মূল্যের নির্দেশ দেয়া না হবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। কাফালত বিদ্-দারাক-এ বিক্রেতার সত্তার কাফালত করাও জাইয (আত্-তাতার খানিয়া ইতাবিয়া থেকে)। যামানাতে উহদা যাহির রিওয়ায়াত অনুযায়ী বাতিল (গায়াতুল বায়ান-শারহুল হিদায়া)। এর রূপ এই যে, কারো কাছ থেকে একটি গোলাম খরিদ করলো। তারপর সেটি হকদারে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে ক্রেতার জন্য যামানাতে উহদা করলো। এটা জাইয নয়, কেননা, উহদা শব্দটি বিবিধ অর্থবোধক। কখনো পুরাতন লিপিকে উহ্দা বলা হয়। কখনো আকদ, হুকুকে আকদ, মূল্য প্রাপ্তি ও খিয়ারে শর্তকে বলা হয়। কাজেই অর্থ বর্ণনা করার পূর্বে তার উপর আমল করা কঠিন। তাই অর্থ না জানার কারণে জামিন হওয়া বাতিল হবে (আত্-তাবয়ীন)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যামানে খালাসও বাতিল। কেননা, তার মতে খালাসের অর্থ হলো, খালাসের জামিনদার এরূপ জামিন হয় যে, আমি বিক্রীত বস্তুকে তার হকদারের নিকট থেকে খালাস করে নিশ্চিত রূপে ক্রেতার কাছে সোপর্দ করবো। আর এটা বাতিল। কেননা, সে এমন বিষয়ের জামিন হয়েছে,যা পূরণ করা তার ক্ষমতার বাইরে। আর যদি এরূপ জামিন হয় যে, হয়তো আমি বিক্রীত বস্তুকে খালাস করিয়ে সোপর্দ করবো কিংবা মূল্য ফেরত দিবো, তবে তা শুদ্ধ হতো। কেননা, সে তখন এমন বিষয়ের জামিন হতো যা পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব। আর তা হচ্ছে হকদার অনুমতি দিলে বিক্রীত বস্তু সোপর্দ করা, অন্যথায় মূল্য ফেরত দেয়া (আল-কাফী)।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি একটি গৃহ বিক্রয় করে এবং কোন ব্যক্তি বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতার জন্য কাফালত বিদ-দারাক করে। তবে তার কাফালতের অর্থ হচ্ছে সে বিক্রীত বস্তু সোপর্দ করবে। আর এটা এ কথার স্বীকৃতি যে, এই গৃহে আমার কোনরূপ হক নেই। সুতরাং সে যদি পরে মালিকানা কিংবা শুফআ কিংবা ইজারা নেয়ার দাবী করে তবে তা শ্রবণযোগ্য হবে না (আত-তাবয়ীন)। আর যদি সে উপস্থিত হয়ে (বায়' নাসার উপর) সীলমোহর করে দেয় এবং কাফালত না করে, তবে সে তার দাবীতে বহাল থাকবে (আল-হিদায়া)।

৩. মাসআলা ঃ মাশায়েখ কিরাম বলেন, এ বিধান এমন অবস্থায় প্রযোজ্য যখন সে লিখবে অমুক ব্যক্তি (অর্থাৎ নিজে) ক্রয়-বিক্রয়ে উপস্থিত হয়েছে। কিংবা এরূপ লিখবে যে, আমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

সামনে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। কিংবা আমার কাছে ক্রয়-বিক্রয় স্বীকার করা হয়েছে। তবে অবশ্যই তার দাবী করার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি সে এমন শব্দ যোগে সাক্ষ্য দেয় যার দ্বারা এই বিক্রয় শুদ্ধ হওয়া ও জারী হওয়া প্রমাণিত হয়, যেমন- বায়' নামার মধ্যে লিখা ছিল যে, অমুক ব্যক্তি এই গৃহের মালিক এবং সে তা বিক্রয় করেছে। আর সে লিখে দেয় যে, আমি তার সাক্ষী। তবে এরপর তার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে না (আন-নেহায়া)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কাফীল বিদ দারাক কিছু বন্ধক নেয়, তবে তা বাতিল হবে এবং কাফালত হবে না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির নির্দেশে তার পক্ষ থেকে কেউ এক হাজার দিরহামের কাফীল হয়। তারপর আসীল একটি রেশমী কাপড়ের বায়' বিল আযনাইর নির্দেশ দেয়।তবে খরিদ কাফীলের এবং যে মুনাফা বিক্রেতা নিয়েছে, তা তার হবে। বায়' আয-নাইর রূপ এই যে, কোন ব্যবসায়ী কারো কাছে দশ দিরহাম ঋণ চাইল। সে তা দিতে অস্বীকার করলো এবং দশ দিরহাম মূল্যের একটি কাপড় তার-কাছে পনের দিরহামে বিক্রি করলো, যাতে ঋণ গ্রহীতা তা দশ দিরহাম বিক্রি করে নেয় এবং পাঁচ দিরহাম লোকসান বরদাশত করে (আল-হিদায়া)। আর এটা মাকরূহ (অপসন্দনীয়)।

যদি কেউ কারো পক্ষ থেকে তার নির্দেশে এক হাজার দিরহাম করযের কাফীল হয়। তারপর আসীল কাফীলকে পরিশোধ করে দেয়। হয়তো সে পরিশোধ করে দেয়ার জন্য দিয়েছে। যেমন- মাল দিয়ে বলেছে যে, তুমি তা তোমার কবজায় নিয়ে নাও। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, করযদাতা তার পাওনা তোমার কাছ থেকে নিবে। তাই তুমি তোমার কাছ থেকে পরিশোধ করার পূর্বে আমার থেকে নিয়ে নাও। কিংবা সে তার প্রতিনিধি হিসাবে দিয়েছে। যেমন,আসীল কাফীলকে বললো যে, এই মাল নিয়ে করযদাতাকে পৌঁছে দাও। এই উভয় অবস্থায়ই ফেরত নেয়ার ইখতিয়ার আসীলের নেই। যদি প্রথম অবস্থা ঘটে এবং কাফীল তাতে কিছু তসরুফ করে এবং মুনাফা করে। তবে মুনাফা তার হবে। তা সাদকা করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি আসীল করয পরিশোধ করে দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাতে এক ধরনের খাবাছাত রয়েছে। আর যদি কাফীলই পরিশোধ করে। তবে সর্বসম্মত ভাবে তাতে কোন খাবাছাত নেই। আর দ্বিতীয় অবস্থায় যদি মুনাফা করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মুনাফা তার জন্য হালাল নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে হালাল। আর যদি কাফালত নির্ধারণযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে হয়। যেমন-এক কুর গম ছিল। কাফীল তা আসীল থেকে করযদাতার করয পরিশোধ করার জন্য নিয়ে কবজা করলো এবং তা কেনাবেচা করে মুনাফা করলো, তবে মুনাফা তার হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-বলেন, আমার কাছে অতি পসন্দনীয় হলো মাকফূল আনহুকে ফেরত দেয়া। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। আর যখন তা ফেরত দিলো এবং সে গরীব হয়, তখন তার জন্য তা হালাল। আর যদি ধনী হয়। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি বিওয়ায়াত আছে। ইমাম ফখরুল ইসলাম বলেন, হালাল হওয়াই সঙ্গত মনে হয়। আর যদি নির্দিষ্ট জিনিসকে সে প্রতিনিধি হিসাবে নিয়ে

কবজা করে থাকে। তবে পূর্বোক্ত অনির্দিষ্ট জিনিসের মতভেদের অনুরূপ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার মুনাফা নিয়ে নেয়া হালাল হবে না এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে হালাল (আল-কিনায়া)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি চায় যে, আমি কোন ব্যক্তি সত্তার কাফীল হবো কিন্তু সম্পূর্ণ কাফীল হবো না। তবে যাহির রিওয়ায়াত অনুযায়ী তার কৌশল এই যে, কাফীল কাফালতের সময় বলবে যে, আমি অমুক ব্যক্তির সত্তার কাফীল হলাম এক মাসের জন্যে এই শর্তে যে, একমাস পর আমি কাফীল থাকবো না। তবে ঐ সম্পূর্ণ কাফীল হবে না (ফুসূলে ইমাদিয়া)।

৭. মাসআলা ঃ মাজমাউন নাওয়াযিল কিতাবে লিখিত আছে, কোন ব্যক্তির কোন ব্যক্তির উপর হাজার দিরহাম ঋণ রয়েছে এবং তার কোন কাফীল হলো। তারপর ঋণী ব্যক্তি ঋণদাতাকে বললো যে, অমুক ব্যক্তি তোমার জন্য আমার তরফ থেকে এই হাজার দিরহামের কাফীল হয়েছে। এখন তুমি আমাকে দায়মুক্ত করে দাও। তোমার বিবাদ কাফীলের সাথে বহাল থাকবে আর মাঝখান থেকে আমি সরে পড়বো। তখন সে তাকে দায়মুক্ত করে দিল। তবে কাফীলও দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, আসীলের দায়মুক্তি কাফীলের দায়মুক্তিকে অনিবার্য করে। এটাও এক ধরনের কৌশল। তাই এটাও প্রত্যেকের জানা থাকা উচিত। যাতে তার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।

যদি কেউ কারো পক্ষ থেকে তার অনুমতিতে মালের কাফীল হয় এবং মাকফূল আনহু তাক কিছু বন্ধক দেয়। তবে তা জাইয হবে। তারপর যদি বন্ধকী জিনিস হয়ে যায়, তবে মনে করতে হবে। কাফীল তার সমুদয় হক যা মাকফূল আনহুর উপর পাওনা ছিল বন্ধকী জিনিস নষ্ট হওয়ার দরুন হাসিল করে নিয়েছে। আর এর বিধান ও প্রকৃত উসুল করার বিধান একই (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি এই শর্তে কারো সত্তার কাফীল হয় যে, যদি তাকে এক বছরের মধ্যে পৌঁছে না দেই, তবে যে মাল তার উপর রয়েছে, তা আমার উপর হবে। আর তা হাজার দিরহাম থাকে তারপর মাকফূল আনহু কাফীলকে মালের বিনিময়ে এক বছর পর্যন্ত কিছু বন্ধক দেয়, তবে তা বাতিল হবে। কেননা, কাফীলের জন্য আসীলের উপর পরবর্তীতে কোন মাল ওয়াজিব হয় না। অনুরূপ যদি কাফীল ঋণদাতাকে কাফালতের ক্ষেত্রে বলে যে, যদি অমুক ব্যক্তি তোমার পাওনা পরিশোধ না করে মারা যায়, তবে ঐ মাল আমার উপর হবে। তারপর মাকফূল আনহু তাকে কিছু বন্ধক দেয়, তবে তা জাইয হবে না। আর যদি ঋণদাতা তাকে কিছু কাফালত থেকে দায়িত্বমুক্ত করে তা জাইয নয়। আর আসীলকে দায়িত্বমুক্ত করা জাইয। এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, হকের বিনিময়ে বন্ধক দুরস্ত নয়, তা থেকে দায়িত্বমুক্ত করাও জাইয নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি উকীল নিয়োগ করলো যে, মুআক্কিলের সত্তার জন্য অমুক ব্যক্তিকে কাফীল বানিয়ে দাও। যা কিছু মুআক্কিলের উপর প্রমাণিত হবে তার সে জামিন হবে। সে তাকে এরূপ কাফীল বানিয়ে দিলো। তারপর ঋণদাতার জন্য মুআক্কিলের বিপক্ষে কিছু

pdf By Syed Mostafa Sakib

মালে ফায়সালা জারী হলো। তবে ঋণদাতার ইখতিয়ার থাকবে কাফীলকে পাকড়াও করার। কিন্তু কাফীল উকীলকে পাকড়াও করতে পারবে না। কেননা, উকীল এখানে প্রতিনিধি স্থানীয় ছিল। কেননা, তার থেকে আকদের ইজাব কবূল পাওয়া যায়নি। বরং সে শুধুমাত্র ঋণী ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আর আকদের নির্দেশকারী আকদের হকের ক্ষেত্রে পাকড়াও হয় না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বললো যে, তুমি তোমার মাল দ্বারা আমার ঋণ পরিশোধ করো। এক্ষেত্রে তাকে পরিশোশ করার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, আদিষ্ট ব্যক্তির কথা ওয়াদাস্বরূপ। আর ওয়াদা লাযিম হয় না কবূল ও কাফীল হওয়া ছাড়া। আর কবূল ও কাফীল হলেই কেবল পরিশোধ করার জন্য বাধ্য করা যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকায় ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে ইবরাহীম সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তির জন্য অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এই লেখার মধ্যে যা আছে কিংবা যা কাযীর লেখার মধ্যে আছে, তার জামিন হলাম। তবে তা বাতিল হবে। আর যদি বলে যে, এই লেখার মধ্যে অমুকের উপর যা আসে, আমি তার জামিন হলাম, তবে তা জাইয হবে (আয-যাখীরাহ)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো জন্য কাপড় বিক্রি করে এবং মূল্যের জামিন হয় কিংবা মুযারিব ব্যক্তি কোন মালের মূল্যের জামিন হয়, তবে তা বাতিল হবে। কেননা, কাফালত তাগাদাকে লাযিম করে। আর এ ক্ষেত্রে দুজনই নিজের জন্য নিজে জামিন হয়েছে। অদ্রূপ দুই ব্যক্তি যদি একটি গোলামকে একই সফকায় বিক্রি করে এবং প্রত্যেকে অপরের অংশের মূল্যের জামিন হয়, তবে তা বাতিল হবে (আল-হিদায়া)। আর যদি দুজনে দু সফকায় যেমন-প্রত্যেকে এক এক অর্ধেক আলাদা আকদে বিক্রি করে এবং একে অপরের অংশের মূল্যের জামিন হয়, তবে তা জাইয হবে। বিয়ের উকীল যদি কনের মহরের জামিন হয়, কিংবা বিক্রয়ে যদি প্রতিনিধি ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্যের জামিন হয়, তবে এই জামিন হওয়া শুদ্ধ হবে (আল-কাফী)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন স্ত্রীলোকের জন্য তার স্বামীর পক্ষ থেকে প্রত্যেক মাসের খোরপোশের জামিন হয়, তবে তা জাইয হবে। আর মাসের শুরুতে তার যামানত প্রত্যাহার করার ইখতিয়ার নেই। পক্ষান্তরে ইজারার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসের ভাড়ার জামিন হলে ভাড়ার মাসের শুরুতে যামানত প্রত্যাহার করার ইখতিয়ার থাকবে। পার্থক্য এই যে, খোরপোশের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসে কারণ নতুনভাবে শুরু হয় না। বরং একই কারণে প্রত্যেক মাসে তা ওয়াজিব হয়। আর ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসে নতুনভাবে আকদ শুরু হয়। সুতরাং পরবর্তী আক্দ এ তার জামিন না হওয়ার (আল-ইখতিয়ার শারহুল মুখতার)। সুতরাং যদি কাফীল মারা যায় এবং তারপর ইজারাদার এক মাস গৃহে বাস করে। তবে যে পরিমাণ ভাড়া তার উপর লাযিম হবে, তা কাফীলের ত্যাজ্য সম্পদে লাযিম হবে। আর মৃত্যুতে এই কাফালত বাতিল হয় না, যেরূপ কাফালত বিদ-দারাক বাতিল হয় না। কিন্তু সত্তার কাফালত এর

ব্যতিক্রম। কেননা, তা বাতিল হয়ে যায় (খাযানাতুল মুফতীন)। আর ভাড়া পরিশোধ করার পূর্বে ভাড়ার জামিনদারের ইজারাদারকে পাকড়াও করার ইখতিয়ার নেই। আর যদি সেই পরিশোধ করে দেয়। তবে ইজারাদার থেকে নিতে পারবে। যদি কাফালত তার নির্দেশে হয়।

লেনদেন করা নিষেধ এমন বালককে কেউ দশটি দিরহাম দিয়ে বললো, এগুলো নিজের জন্য খরচ করো। এক্ষেত্রে দিরহামদাতার জন্য কারো জামিন হওয়া শুদ্ধ নয়। কেননা, সে বালকের পক্ষ থেকে এমন জিনিসের জামিন হয়েছে। তার উপর যার যামানত ছিল না। আর যামানত বিহীন জিনিসের কাফালত হয় না। আর যদি দেয়ার পূর্বে কেউ এ রকম জামিন হয় যে, তুমি এই বালককে দশ দিরহাম দাও এই শর্তে যে, আমি তোমার জন্য এই বালকের পক্ষ থেকে দশ দিরহামের জামিন, তবে তা শুদ্ধ হবে। যেন জামিনদার দশ দিরহাম তার থেকে করয নিলো এবং নির্দেশ দিলো যে, তুমি তা এই বালককে দাও আর বাক তার পক্ষ থেকে তা দিয়ে কবজা করার প্রতিনিধি হলো। আর অনুরূপভাবে যদি এমন বালক যার লেনদেন করা নিষেধ, কোন বস্তু বিক্রি করে এবং মূল্য কবজা করে, তারপর এক ব্যক্তি ক্রেতার জন্য জামিন বিদ দারাক হয় এবং যদি বালকের মূল্য কবজা করার পর জামিন হয়, তবে এই জামিন হওয়া শুদ্ধ নয়। আর যদি কবজা করার পূর্বে জামিন হয়, তবে তা শুদ্ধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি মূক বা বোবা হয় এবং বোধজ্ঞান সম্পন্ন হয়, লেখাপড়া জানে এবং সে নিজের উপর সত্তা কিংবা মালের কাফালত লিখে অথবা তার জন্য কেউ কোন বস্তুর কাফীল হয় এবং সে লেখার মাধ্যমে তা গ্রহণ করে, তবে তা জাইয হবে (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ তরতাজা খুরমার কাফীল হলো এবং তার সময় পার হওয়ার দরুন আসীলের উপর কাযী তরতাজা খুরমা বাকী থাকবে এবং পরিবর্তন হবে না। আর যদি আসীল থেকে মূল্য নিয়ে নেয়া হয়, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যদি কাফীল তরতাজা খুরমা পরিশোধ করে দেয়, তবে নিজের আসীল থেকে মূল্য নিয়ে নিবে (আল্-কাফী)।

১৬. মাসআলা ঃ মৃত্যু রোগের রোগী যদি কারো পক্ষ থেকে মালের কাফীল হয়,আর যদি তার উপর এই পরিমাণ ঋণ থাকে যা তার সমুদয় মালকে বেষ্টনকারী হয়, তবে সম্পূর্ণ কাফালত বাতিল হবে। আর যদি ঋণ না থাকে। তবে তার এক তৃতীয়াংশ মালের কাফালত জাইয হবে। আর যদি সে কোন ওয়ারিসের থেকে কিংবা কোন ওয়ারিসের জন্য কাফীল হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ ও জাইয হবে না।

আর যদি মৃত্যু রোগী কারো পক্ষ থেকে হাজার দিরহামের কাফীল হয়, এবং তার উপর ঋণ না থাকে। তারপর সে কোন আজনবী ব্যক্তির জন্য এই পরিমাণ ঋণ স্বীকার করে, যা তার সমুদয় মাল বেষ্টনকারী। তারপর কাফীল মারা যায়। তবে যার জন্য ঋণ স্বীকার করেছে। সে কাফীলের ত্যাজ্য সম্পদের বেশী হকদার ঐ ব্যক্তির চেয়ে যার জন্য সে কাফীল হয়েছে। আর যদি তার ত্যাজ্য সম্পদ তার স্বীকারকৃত ঋণ থেকে বেশী হয়। তবে দেখতে হবে যে, যদি ঋণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিশোধ করার পর অবশিষ্টের তৃতীয়াংশ থেকে কাফালত পূর্ণ হতে পারে। তবে সম্পূর্ণ কাফালত শুদ্ধ। আর যদি তার দ্বারা কাফালত জাইয হবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ (ইমামকে) প্রশ্নকরা হলো যে, এক ব্যক্তি ইজারার মালের জামিন হলো, তারপর ইজারা বাতিল হয়ে গেলো। তারপর তারা দুজন ঐ মালের উপরই নতুনভাবে আকদ করলো। জবাবে তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি কাফীল থাকবে না (আত্-তাতার খানিয়া)।

১৭. মাসআলা ঃ কারো কাছে কারো হাজার দিরহাম মেয়াদী ঋণ ছিল। সে ঋণের জন্য ঋণী ব্যক্তি থেকে কোন কাফীল তলব করলো। তবে আমাদের ইমামদের যাহির রিওয়ায়াত অনুযায়ী কাযী কাফীল দেয়ার জন্য তাকে বাধ্য করতে পারবে না। আর আল্-মুনতাকায় লিখিত আছে যে, তার থেকে কাফীল তলব করবে যদিও ঋণ মেয়াদী হোক। আর এরপর উল্লেখ করেন যে, মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে কাযী যদি গাইব হতে চায়, এরূপ বিবাদী থেকে কাফীল নেন, তবে তা বাস্তবায়িত করবেন। এ মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে এই দলীল স্ত্রী যদি নিজের খোরপোশের জন্য তার স্বামীর সফরে যাওয়ার সময় জামিন তলব করে, তবে কাযী তার থেকে এক মাসের খোরপোশের জামিনদার নিবেন। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ইসতিহসান স্বরূপ মানুষের আসানীর জন্য। সদরুশ-শহীদ তাঁর ওয়াকিআত কিতাবে লিখেছেন যে, খোরপোশের মাসআলায় মানুষের আসানীর জন্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমতের উপরই ফাতওয়া। তাই অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রেও যদি মুফতি সাহেব মানুষের আসানীর জন্য এরূপ ফাতওয়া দেন। তবে তা উত্তম হবে (আয্-যাখীরাহ)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো পক্ষ থেকে যে মাল তার উপর আসে, তার কাফীল হয়, তারপর কাফীল মাকফূল লাহু ও মাকফূল আনহু পরস্পরে মতভেদ করে। কাফীল একশ' দিরহাম স্বীকার করে। মাকফূল লাহু বিশ দীনার দাবী করে এবং মাকফুল আনহুর এক কুর গম স্বীকার করে। তবে কাফীল ও মাকফূল আনহুর উপর কিছু লাযিম হবে না। আর যখন এরূপ হবে, তখন উভয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে কসম নেয়া হবে। যদি কাফীল ও মাকফূল আনহু উভয়ে কসম খায়, তবে উভয়ে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি একজনে কসম করে এবং অপর জন কসম করতে অস্বীকার করে, তবে অস্বীকারকারীর বিপক্ষে দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কসমকারী ঋণ থেকে দায় মুক্ত হবে (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কোন কাফীল বলে যে, আমি তোমার জন্য অমুক ব্যক্তির কাছে তোমার যে পাওনা রয়েছে এক মাস পর্যন্ত তার কাফীল ছিলাম এক মাস পর কোন কাফালত নেই। তাই আমি কাফালতের তলব থেকে দায়িত্বমুক্ত। আর মালের মালিক বলে যে, না। বরং তুমি এই শর্তে কাফীল হয়েছিল যে, আমি তোমার কাছে একমাস পর্যন্ত প্রাপ্তি তলব করবো না। এক মাস পর তলব করবো। তবে মালের মালিকের কথা ধর্তব্য হবে। কাফীলের কথা ধর্তব্য হবে না (আত্-তাতার খানিয়া)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তির সত্তার কাফালত তোমার জন্য কবূল করেছি এবং মাকফূল লাহু ঐ মাকফূল বিহির উপর কিছু দাবী করতো না। তবে

কাফালত জাইয হবে। আর কাফীলের ক্ষেত্রে মাকফূল বিহির কাযীর মজলিসে হাযির হওয়া তালিব বা করযদারের জন্য মুস্তাহাব আলায়হি হবে অর্থাৎ মাকফূল বিহির উপর হক ওয়াজিব হবে। অতএব এই কাফালত কাফীল ও করযদাতার ধারণায় আসীলের উপর বর্তাবে। যেন এরূপ হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে মালের কাফীল হলো এবং বিবাদী মাল অস্বীকার করছে। এখন যদি সত্তার কাফীলের বিরুদ্ধে করযদাতা নালিশ করে এবং সে কাযীকে বলে যে, মাকফূল বিহির উপর তার কোন হক নেই। তবে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না(আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে আদেশ করলো যে, নিজের মাল দ্বারা আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও, এক্ষেত্রে সে পরিশোধ করতে না চাইলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু সে যখন কাফীল হবে, তখন তার উপর পরিশোধ করার জন্য চাপ দেয়া যাবে(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ আল্-মুনতাকায় আছে, কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহাম একটি থলের মধ্যে পরিশোধ করলো। তারপর সে তা এক হাজারের চেয়ে কম হওয়ার আশংকা করলো। তাই অপর এক ব্যক্তি এক হাজারের চেয়ে যা কম হবে, তার জন্য জামিন হলো। তারপর পুরাপুরি পেলো। কিন্তু তা ভেজাল ও খাদযুক্ত ছিল। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী এতে কোন যামানত বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যদি কিছু খরচ করে সেজন্য রুজু করবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে উত্তম হাজার দিরহামের জামিন হয়েছে এবং করযদারকে ভেজাল দিরহাম ফেরত দিবে।

যদি ঋণ দুই ব্যক্তির মধ্যে মিলিত ভাবে হয়, তারপর একজনে অপর শরীকদারের অংশের জামিন হয়। তবে তা বাতিল হবে।

যদি এক স্ত্রীলোকের মহর হাজার দিরহাম তার স্বামীর উপর পাওনা থাকে এবং তার স্বামীর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি তার জামিন হয়, তারপর ঐ স্ত্রীলোকটি মারা যায়। আর তার ওয়ারিস তার স্বামী ও এক ভাই থাকে, তবে কাফীল অর্ধেক মাল থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং ভাইয়ের অংশ অর্থাৎ অর্ধেকের জামিন থাকবে।

কোন মুসলমান যদি মুসলমানের কাছে মাল দাবী করে এবং সে অস্বীকার করে। আর বাদী দাবী করে যে, তার পক্ষ থেকে তার নির্দেশে অমুক যিম্মী জামিন হয়েছিল, আর জামিনদার তা অস্বীকার করে, আর তার বিপক্ষে দুই যিম্মী সাক্ষ্য দেয়, তবে যিম্মীর বিপক্ষে উভয়ের সাক্ষ্য জাইয হবে। আর মুসলমান বিবাদীর উপর জাইয হবে না। এমনকি যদি জামিনদার মাল পরিশোধ করে দেয়, তবে এ জন্য নিজের আসীল থেকে নিতে পারবে না। এরূপই কিতাবুল আসল-এর সাধারণ রিওয়ায়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। আর কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, এই সাক্ষ্য মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ সত্তা কিংবা মালের কাফীল যদি মাকফূল লাহু ও মাকফূল আনহুর সামনে নিজেকে নিজে কাফালতের দায়িত্ব থেকে পৃথক করতে চায়, তবে তাতে দায়িত্বমুক্ত হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং কাফালত বাকী থাকবে। আর উকীল যদি মুআক্কিলের সামনে নিজকে নিজে পৃথক করতে চায়, তবে ওয়াকালত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আর কিতাবুল হিয়ালে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফীল ও কাফালত থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারে এবং তার অবস্থা সেখানে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি এক ব্যক্তির আরেক ব্যক্তির উপর কিছু মেয়াদী কিংবা কিস্তি ভিত্তিক ঋণ থাকে। তারপর এক ব্যক্তি ঋণদাতাকে বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যে মাল পাবে। তা পরিশোধ করার যখন সময় আসবে। তখন আমি তোমার জন্য তার সত্তার কাফীল। কিংবা প্রত্যেক কিস্তির মেয়াদে আমি তার সত্তার কাফীল। তারপর মালের মেয়াদ আসার পূর্বে কাফীল চাইল যে, আমি নিজকে নিজে পৃথক করবো। তবে তার এই ইখতিয়ার নেই। এ মাসআলায়,এ শর্ত লাগানো যে, মেয়দ আসার পূর্বে সে পৃথক হতে পারবে না এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদি মাল ফিলহাল হতো তবে তার ইখতিয়ার থাকতো পৃথক হয়ে যাওয়ার (আয-যাখীরাহ)।

২৪. মাসআলা ঃ খারাজ বা খাযনার ক্ষেত্রে কাফালত ও বন্ধক রাখা জাইয আছে (আল-হিদায়া)। কেউ কেউ বলেন, খারাজ বা খাযানার অর্থ এখানে নির্ধারিত নগদ কর ক্ষেতের ফসল নয় (আল্-কিফায়া)।

২৫. মাসআলা ঃ আর নাওয়াইব এর অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে যে পরিমাণ সঙ্গত হয় যেমন সবার জন্য যৌথভাবে খাল খনন করার খরচ কিংবা মহল্লার চৌকিদারী কিংবা বায়তুলমাল খালি হওয়ার দরুন বন্দীদের মুক্তিপণ দেয়ার জন্য চাঁদা সংগ্রহ কিংবা যুদ্ধের সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য নির্ধারিত ওযীফা আদায় ইত্যাদির কাফীল হওয়া সর্বসম্মত ভাবে জাইয। আর যে নাওয়াইব সঙ্গত নয়। যেমন আমাদের যুগে বাদশাহর পক্ষ থেকে দরজী, রং মিস্ত্রী প্রভৃতির উপর দৈনিক বা মাসিক ট্যাক্স ধার্যকরা। এটা জুলুম। তাই এর কাফালত শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মাশায়েখ কিরাম মতভেদ করেছেন (ফাতহুল কাদীর)। তবে শুদ্ধ হওয়ার উপরই ফাতওয়া (শারহুল বিকায়া)। আর যে মাশায়েখ কিরাম শুদ্ধ হওয়ার প্রতি ঝুঁকেছেন। তাদের মধ্যে শায়খ আলী বাযদুবীও রয়েছেন (আল-হিদায়া)। নাসাফী শামসুল আইম্মা ও কাযীখান ও ফখরুল ইসলামের অনুরূপ বলেছেন। কেননা, এক্ষেত্রে তাগাদা সকল ঋণের চেয়ে বেশী কঠিন। আর কাফালত অধ্যায়ে প্রাপ্তি তলব ও তাগাদাই বেশী ধর্তব্য। কেননা, এটা প্রবর্তনই করা হয়েছে আবশ্যক হওয়ার জন্য। আর এ কারণেই আমরা বলছি যে, যে ব্যক্তি এই পাওয়াইবে কিস্তি করতে চেষ্টা করবে, সে সওয়াব পাবে। যদিও তা গ্রহণকারী জালিম (মিরাজুদ-দিরায়া)।

২৬. মাসআলা ঃ যেসব আকদে কাফালত শর্ত করা হয়, তা তিন প্রকার। এক প্রকার এই যে, যদি কাফীল গাইব হয়, চাই সে কাফালত কবূল করুক কিংবা না করুক। কিংবা হাযির হয় এবং সে কবূল না করুক। তবে কিয়াস ও ইসতিহসান হিসাবে আকদ ফাসিদ হবে। আর যদি হাযির হয় এবং সে কবূল করে নেয়। তবে ইসতিহসান স্বরূপ শুদ্ধ হবে। যে সব আকদ ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। তার সবগুলোরই এই অবস্থা। যেমন-বায়', ইজারা, সালাম ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, যার মধ্যে শর্তে কাফালত ফাসিদকারী নয়। চাই কাফীল হাযির হোক কিংবা গাইব হোক। চাই কবূল করুক কিংবা না করুক। যে সব আকদ ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না, তার সবগুলোরই এরূপ অবস্থা। যেমন-করয মালের উপর আযাদ করা, বিয়ে, ইচ্ছাকৃত হত্যার রক্তপণ দ্বারা সন্ধি করা ইত্যাদি। কিন্তু কাফীল যখন কাফালত কবূল না করবে। তখন প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর যদি কবূল করে, তবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আকদ তো সর্বতো ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। কাফালতের শর্ত দ্বারা কোন অবস্থায়ই বাতিল হবে না। তৃতীয় প্রকার এই যে,যখন কাফালতের শর্ত লাগাবে এবং কাফীল কবূল করবে, তখন শুদ্ধ হবে। চাই কাফীল হাযির হোক কিংবা গাইব। আর সে যদি কবূল না করে, তবে শুদ্ধ হবে না।

কোন ব্যক্তির আরেক ব্যক্তির উপর হাজার দিরহাম কোন বিক্রীত বস্তুর মূল্য কিংবা সালম বাবদ ফিলহাল ওয়াজিব ছিল। সে আবেদন করলো যে, তাকে কয়েকটি কিস্তি করে দাও এই শর্তে যে, তার জন্য অমুক ব্যক্তি কাফীল হবে। সে আবেদন মনজুর করলো। যদি কাফীল কবূল করে, তবে বিলম্ব দুরস্ত হবে। চাই হাযির হোক কিংবা গাইব আর যদি কাফীল কবূল না করে। তবে বিলম্ব দুরস্ত হবে না (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি একটি নৌকায় আরোহণ করে অল্প পানির একটি জায়গায় যাচ্ছিল। তারপর একে অপরকে বললো, তুমি তোমার মাল এই শর্তে পানিতে নিক্ষেপ করো যে, আমার মাল আমাদের দুজনের যৌথ সম্পদ হবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)। আর তার পদ্ধতি এই যে,এই ব্যক্তি তার নিজের অর্ধেক মালের বিনিময়ে নিক্ষিপ্ত মালের খরিদকারী হবে (আত্-তাতার খানিয়া ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়ছ)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো উপর দাবী করে যে, তুমি তোমার গোলাম আমাকে দান করেছো এবং বলেছো যে, যদি এরা তোমার মালে কোন খিয়ানত করে। অর্থাৎ তোমার মাল আত্মসাৎ করে, আমি তার জন্য জামিন এবং তার দায়িত্ব আমার উপর রইল। তারপর তারা আমার বেশ কিছু মাল আত্মসাৎ করেছে। এখন তোমার উপর ওয়াজিব আমাকে তা প্রদান করা। তবে এ দাবী শুদ্ধ হবে (ফুসূলে ইমাদিয়া)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি বাদী বিবাদীর কাছে মাল দাবী করে, এবং তার উপর কাফীল তলব করে, তবে দাবী করা মাল হয়তো অস্থাবর হবে। কিংবা স্থাবর হবে কিংবা করয হবে। যদি অবস্থাবর হয়। এবং সদৃশ বস্তু হয়, যেমন-ওযনী ও মাপের বস্তু। তবে তার উপর দাবীকৃত মাল কাযীর মজলিসে হাযির করা জরুরী নয়। আর যদি সদৃশ বস্তু না হয়, যেমন- গোলাম, ঘোড়া,কাপড়, ইত্যাদি। তবে দাবীকৃত বস্তুর কাফীল দেয়ার জন্য জবরদস্তি করা যাবে। আর যদি দাবীকৃত বস্তু স্থাবর কিংবা করয হয়, তবে বিবাদীর তরফ থেকে কাফীল নেয়া যাবে না (মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)।

৩০. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ তার নাওয়াদির কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন। যে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির বকরী যবাহ্ করে খেয়ে ফেলেছে। তারপর কেউ এসে ঐ বকরীর জামিন হলো। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাকে বকরী দিতে হবে না। কেননা, তার উপর বকরী ওয়াজিব ছিল না। ববং তার মূল্য ওয়াজিব ছিল। আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপভাবে যদি কেউ কাউকে একটি বকরী করয দেয়, এবং সে তা কবজা করে বিনাশ করে ফেলে। তারপর এক ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে বকরীর জামিন হয়, তবে এই যামানত লাযিম হবে না। কেননা, তার উপর বকরী লাযিম ছিল না। অনুরূপভাবে যে সব জিনিসের মধ্যে মানুষ পরস্পরে বিনিময় করে না, তা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উক্তির কিয়াস মতে এই বকরীর মতো। সুতরাং এই মাসআলা ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে এর স্পষ্ট দলীল যে, ছিনতাইর বস্তু নষ্ট হওয়ার পর তার বদলা তার মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়। হুবহু ঐ বস্তুর সাথে নয়। আর কিতাবুল আসাল এর সন্ধির মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র)-থেকে বর্ণিত আছে যে, হালাক করা বস্তুর বদলা হুবহু ঐ বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হয়। এমনকি তিনি বলেন যে, ছিনতাই বস্তু হালাক হয়ে যাওয়ার পর তার মূল্যের চেয়ে বেশীর উপর সমঝোতা করা জাইয। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কেউ যদি কারো বকরী ছিনতাই করে যবাহ্ করে এবং অপর কোন ব্যক্তি তার জামিন হয়, তবে আমি তার উপর যামানত লাযিম করবো। আর এখানে কিয়াস ত্যাগ করবো। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক প্রাণীরই এই অবস্থা। আর অনুরূপ ভাবে যদি কেউ একটি গোলাম ছিনতাই করে এবং সে তার হাতে মারা যায়, আর কেউ তার জামিন হয়, তবে আমি তাকে জামিন সাব্যস্ত করবো। তুমি কি দেখ না যে, তাকে গোলাম থেকে দায়িত্বমুক্ত করলে সে তার মূল্য থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়, সুতরাং এরূপ মাসাইল ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে এ বিষয়ের স্পষ্ট দলীল যে, ছিনতাই করা বস্তু ধ্বংস হওয়ার পর মালিকের হক হুবহু ঐ জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হয়-তার মূল্যের সাথে নয় (আয্-যাখীরাহ)।

৩১. মাসআলা ঃ 'আসল' এ লিখেছেন, কেউ যদি কারো গোলাম কিংবা বাঁদী কিংবা জন্তু কিংবা আসবাবপত্র ছিনতাই করে এবং কেউ তার জামিন হয়, তবে তা শুদ্ধ হবে এবং যে পর্যন্ত ঐ জিনিস কায়েম থাকবে কাফীলের উপর তা ফেরত দেয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার মূল্য ফেরত দেয়া ওয়াজিব হবে। যেরূপ আসীনের উপর ও এই নির্দেশ। আর তার মূল্যের পরিমাণে যদি কাফীল ও তালিবের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে কাফীলের কথা ধর্তব্য হবে। আর যদি ছিনতাইকারী ঐ বস্তুর মূল্য কাফীলের স্বীকারোক্তির চেয়ে বেশী স্বীকার করে, তবে তা তার যিম্মায় লাযিম হবে। কাফীলের উপর লাযিম হবে না। আর যদি বেশী মূল্য হওয়ার উপর সাক্ষ্য পেশ করা হয়, তবে আধিক্য কাফীলের উপরও লাযিম হবে। আর কিতাবে এ অবস্থা বর্ণিত হয়নি যে, যদি আসীল থেকে কসম নেয়া হয় এবং সে অস্বীকার করে, তবে যে আধিক্য তার উপর ওয়াজিব হয়েছে, তা কাফীলের উপরও লাযিম হবে কিনা। মাশায়েখ কিরাম বলেন, বিষয়টি সবিস্তার আলোচিত হওয়ার দরকার। যদি তার কাছে পূর্বে আসীল মূল্য উদাহরণত পাঁচশত দিরহাম বর্ণনা করে থাকে। তারপর যখন তার থেকে কসম নেয়া হয় এবং বস্তুর মালিক হাজার দিরহাম লাযিম হয়, তবে এ অবস্থায় কাফীলের উপর হাজার দিরহাম লাযিম হবে না। আর যদি আসীল পূর্বে নীরব থাকে এবং কোন দাবীর বিরোধিতা না করে। আর তাকে কসম দিতে বললে সে অস্বীকার করার দরুন তার উপর হাজার দিরহাম ওয়াজিব হয়, তবে কাফীলের উপরও ওয়াজিব হবে (আল-মুহীত)। কাযী

বিবাদী থেকে একজন ছিকা কাফীল নিবে যখন বাদী তার আবেদন করে এবং বলে যে, আমার সাক্ষী শহরে উপস্থিত আছে। আর তার মেয়াদ তিন দিন হবে। কেননা, প্রতি তিন দিন পর পর বিচারকার্যের অধিবেশন হতো। যদি বিরাদী কাফীল দিতে অস্বীকার করে, তবে তাকে গোচরে রাখতে বাদীকে নির্দেশ দিবেন। কিন্তু বিবাদীকে কয়েদ করবেন না (আল্-খূলাসা)।

৩২. মাসআলা ঃ আর ছিকা ঐ ব্যক্তি যার ঘর কিংবা দোকান পরিচিতি। যে নিজেকে গোপন রাখতে পারে না। এ ছাড়া কাফীলের ব্যবসায়ী হওয়া কিংবা চরিত্রহীন হওয়া ইত্যাদির প্রতি কাযী ভ্রূক্ষেপ করবেন না। আর যে ব্যক্তি কোন ঘর বা কক্ষে ভাড়ায় থাকে, সে ছিকা নয় (অর্থাৎ নির্ভর যোগ্য নয়। হয়তো সে গা ঢাকা দিবে। এখানে ছিকা দ্বারা সত্যবাদী ও দীনদারকে বুঝানো হয়নি। তাই সে যদি বলে যে, আমি কাফীল পাচ্ছি না, তবে তার কথা ধর্তব্য হবে। আর তার সাথে থাকার জন্য বাদীকে নির্দেশ দিবেন। যেরূপ করযদাতা করযদারকে অনুসরণ করতে থাকে (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা ঃ আর যদি বলে যে, আমার দুজন সাক্ষীই অনুপস্থিত কিংবা একজন সাক্ষী পেশ করে এবং বলে যে, অপর জন অনুপস্থিত তবে কাফীল নিবে না (আল্-খুলাসা)। এ বিধান ঐ সময়ের যখন বিবাদী শহরে মুকীম বা বসবাসরত থাকে। আর যদি মুসাফির হয়, তবে কাফীল দেয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু কাফীর মজলিস বসা পর্যন্ত তাকে সময় দেয়া হবে। বাদী যদি সাক্ষী পেশ করে, তবে তো উত্তম। অন্যথায় তার রাস্তা ছেড়ে দিবে (মুহীত ঃ আস্-সারাখসী)।

৩৪. মাসআলা ঃ যদি বিবাদী দাবী করে যে, আমি মুসাফির, আর বাদী তা অস্বীকার করে, তবে বাদীর কথা ধর্তব্য হবে। কেননা, শহরে বসবাস করা আসল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি সে বলে যে, আমি কাল কিংবা পরশু যাবে, তবে ঐ সময় পর্যন্ত কাফালত করবে। আর যদি তালিব তার বাইরে যাওয়াকে অস্বীকার করে। তবে তার মুসাফীরীর পোশাক দেখবে। কিংবা তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে লোকপাঠিয়ে জিজ্ঞেস করবে। তারা যদি বলে যে, হ্যাঁ, অবশ্যই সে আমাদের সাথে সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে, তবে ঐ সময় পর্যন্ত কাফালত নিবে। অনুরূপভাবে সফরের উযরের জন্য ইজারা বাতিল হবে (আল্-খুলাসা)।

৩৫. মাসআলা ঃ কিতাবে কাফীল নেয়ার জন্য এই শর্ত হয়েছে যে, বাদী তা কাযীর কাছে দাবী করবে। আর মাশায়েখ কিরাম বলেন, এ বিধান ঐ বাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে মুকাদ্দমার বিষয়টি অবগত। আর যদি সে অজ্ঞ ও অনবগত হয়, তবে কাযী স্বয়ং বিবাদীকে কাফীল দেয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন যদিও বাদী তলব না করে থাকে (আল্-মুহীত)। যদি সে সত্তার কাফীল দেয় এবং মুকাদ্দমার উকীল দিতে অস্বীকার করে। তবে কাযী না তার উপর জবরদস্তি করবে, না তার সাথে থাকার নির্দেশ দিবে। আর যদি সে মুকাদ্দমার উকীল দেয় এবং কাফীল দিতে অস্বীকার করে, তবে তাকে কাফীল দেয়ার জন্য জবরদস্তি করবে (আল্-খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির উপর করয আছে এবং করযের কোন কাফীল ও তার পরিবর্তে বন্ধক আছে। আর কাফীল করযদারের নির্দেশে আছে। তারপর কাফীল তার করয পরিশোধ করেছে। তারপর করযদারের হাতে বন্ধকী জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। তবে নাওয়াযিল কিতাবে বলা হয়েছে যে, কাফীল যে পরিমাণ দিয়েছে আসীল থেকে নিয়ে নিবে। আর এটা এরূপ অবস্থা যে, বিক্রেতা কিছু বিক্রি করলো এবং ক্রেতার কাছ থেকে তার নির্দেশ একজন কাফীল নিলো এবং সে মূল্য পরিশোধ করে দিলো। তারপর বিক্রেতার কাছে বিক্রীত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলো। তবে কাফীল বিক্রেতার বিরূদ্ধে মুকাদ্দমা দায়ের করবে না। শুধু ক্রেতা থেকে নিজের মাল নিবে। আর ক্রেতা পুনরায় বিক্রেতা থেকে ঐ মাল নিয়ে নিবে যা কাফীল পরিশোধ করেছে।

এক ব্যক্তির উপর আরেক ব্যক্তির ঋণ রয়েছে এবং তার কোন কাফীলও রয়েছে। তারপর তালিব বা ঋণদাতা কাফীল থেকে বন্ধক নিলো। তারপর আসীল (ঋণ ব্যক্তি) থেকেও বন্ধক নিলো আর উভয় বন্ধকের প্রত্যেকটি দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়, তারপর মুরতাহিন বা বন্ধক গ্রহীতার হাতে একটি বন্ধক নষ্ট হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন যে, যদি দ্বিতীয় বন্ধক নষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় বন্ধকদাতা বন্ধক দেয়ার সময় প্রথম বন্ধক সম্পর্কে অবহিত থাকে, তবে দ্বিতীয় বন্ধক অর্ধেক ঋণের বিনিময়ে নষ্ট হবে। আর যদি সে প্রথম বন্ধকের কথা অবহিত না থাকে। তবে সম্পূর্ণ ঋণের বিনিময়ে নষ্ট হয়ে। কিতাবুর রাহন এ লেখা আছে। দ্বিতীয় বন্ধকে অর্ধেক ঋণের বিনিময়ে নষ্ট হবে। তাতে অবহিত হওয়া ও না হওয়ার কোন উল্লেখ নেই যে, প্রথম বন্ধক সম্পর্কে সে অবহিত ছিল কিনা। আর কিতাবুর রাহন এর বর্ণনা শুদ্ধ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৭. মাসআলা ঃ কিতাবুর রাহন এ লিখিত আছে, দুই খৃস্টান যৌথভাবে একটি গোলামের মালিক ছিল। উভয়ে এক সাথে তাকে মুকাতাব করে দিলো এবং শরাব কিতাবতের বিনিময়ে রাখলো। তারপর একজন মুসলমান হয়ে গেলো। তবে সমুদয় শরাব মূল্যে পরিণত হয়ে যাবে। আর কিতাবত বহাল থাকবে। অনুরূপভাবে যদি গোলাম একজন খৃস্টানের হয় এবং সে মারা যায় আর ওয়ারিসদের মধ্য থেকে একজন মুসলমান হয়ে যায় তবু এই বিধান। আর অনুরূপভাবে যদি দুই গোলামের একই কিতাবত করে এবং প্রত্যেক একে অপরের কাফীল হয়।

তারপর মালিক কিংবা উভয় গোলামের মধ্য থেকে একজনে মুসলমান হয়, তবু এই বিধান। আর এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই মাসআলা যদি এক ব্যক্তি দুই গোলামকে কিংবা দুই ব্যক্তি যৌথ মালিকানার এক গোলামকে তাজা খেজুরের বিনিময়ে মুকাতাব করে এবং তার সময় শেষ হয়ে যায় আর কাযী একজনের উপর মূল্যের নির্দেশ দিয়ে দেন। তবে যা কিছু অপর জনের উপর আসবে, তাও মূল্য হয়ে যাবে। কেননা,যদি তাজা খেজুর বাকী থাকে, তবে কিতাবতের বিভিন্নতা লাযিম আসে (আল-কাফী)।

৩৮. মাসআলা ঃ আর সাফ্তাজা বা হুন্ডি প্রথা মাকরূহ। আর তা এমন ঋণকে বলা হয়, যার দ্বারা ঋণদাতা পথের ভয় থেকে নিশ্চিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমন ঋণ দিতে নিষেধ করেছেন, যার দ্বারা মুনাফা হাসিল হয়। আর তার রূপ এই যে, দশটি দিরহাম কোন ব্যবসায়ীকে দিয়ে বললো যে, অমুক শহরে আমার বন্ধুকে দিবে আর

তাকে দেয়া হয় আমানত রূপে নয়, ঋণ রূপে। যাতে পথের ভয় থেকে নিশ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং এই মুনাফা যদি চুক্তিকৃত না হয়। কিংবা এরূপ যাহির উরফ না হয়। তবে তাতে কোন দোষ নেই (আল-কাফী হাওয়ালা অধ্যায়)।

৩৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমাকে অমুক স্থানের জন্য একটি হুন্ডিপত্র লিখে দাও এই শর্তে যে, আমি তোমাকে এখানে কয়েক দিনের মধ্যে দিয়ে দিবো, তবে তাতে কোন কল্যাণ নেই (আয-যাখীরাহ)।

৪০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো কাছে তার শরীক কিংবা সঙ্গীর পক্ষ থেকে নিয়ে আসে এবং তাকে দেয় আর সে তা পাঠ করে বলে যে, এটা তোমার জন্য আমাকে লিখেছে। কিংবা পত্রদাতা বলে যে, ঐটি আমাকে দাও অর্থাৎ যা কিছু তাতে লিখেছে তা আমাকে দাও। সে বললো যে, লেখক তোমার জন্য আমার কাছে ঠেক লাগিয়ে দিয়েছে কিংবা আমার কাছে লিখে দিয়েছে তবে এটা বাতিল হবে (আয-যাখীরাহ)।

যদি চায়, তবে মাল তাকে দিবে, অন্যথায় দিবে না। আর তাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, যাকে পত্র লেখা হয়েছে, সে যদি তা গ্রহণ করে এবং পাঠ করে, তবে মাল দেয়া তার উপর লাযিম হবে।

আর প্রথম বর্ণনাটিই নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ মাল দেয়া তার উপর লাযিম হবে না। যে পর্যন্ত তার যামানত না করবে। কিংবা এটা বলবে যে, তোমার জন্য আমার কাছে লিখেছে। তোমার জন্য মাল আমার উপর লাযিম করে দিয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর ফাতওয়া ঐ প্রথম বর্ণনার উপর (আয-যাখীরাহ)।

৪১. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফযল (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার কর্মচারীকে কোন শহরে প্রেরণ করলো। কর্মচারী শহর থেকে বের হওয়ার পর তার (কর্মচারীর) কাছে কিছু খরচপাতি পাঠালো। তারপর ঐ ব্যক্তি তার কর্মচারীকে কোন এক ব্যক্তির নামে একটি হুন্ডিপত্র লিখলো এবং হুন্ডি পত্রটি পৌঁছার পর সে তা গ্রহণ করলো এবং কিছু মাল দিলো এবং অবশিষ্ট মালের বিনিময়ে হুন্ডিওয়ালাকে একটি পত্র লিখে দিল। তারপর কর্মচারীর কাছে মুনীবের পক্ষ থেকে এই মর্মে একটি চিঠি পৌছল যে, আমি অমুক ব্যক্তির নামে তোমার কাছে যে একটি হুন্ডিপত্র লিখেছি, তা গ্রহণ করবে না।

যদি তুমি গ্রহণ করে থাকো তবে মাল দিবে না। বরং হুন্ডিপত্রটি তাকে ফেরত দিয়ে দিবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়েছে। এ মতাবস্থায় কর্মচারীর কি ইখতিয়ার থাকবে অবাশিষ্ট মাল পরিশোধ করতে অস্বীকার করার ? জবাবে ইমাম আবূ বকর (র) বলেন, যদি হুন্ডিওয়ালা হুন্ডিপত্রের লেখককে ঐ পরিমাণ মাল দিয়ে থাকে এবং কর্মচারী তার জামিন হয়ে থাকে। তবে কর্মচারীর তা না দেয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। আর জামিন হওয়া শুদ্ধ হবে। আর যদি হুন্ডিওয়ালা পত্র লেখককে মাল না দিয়ে থাকে, তবে তার তরফ থেকে কর্মচারীর জামিন হওয়া দুরুস্ত নয়। আর অবশিষ্ট মাল না দেয়ার তার ইখতিয়ার থাকবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু যা দিয়েছে, তা ফেরত নিতে পারবে না। এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন কর্মচারী হুন্ডিওয়ালার জন্য মালের জামিন হবে। আর যদি সে জামিন না হয়ে থাকে। তবে উভয় অবস্থায় তার মাল না দেয়ার ইখতিয়ার থাকবে।

তিনি আরো বলেন, অবশিষ্ট মাল দেয়ার কথা লিখে দেয়া জামিন হওয়া নয়। কিন্তু যদি তার সাথে মুখে স্বীকার করে কিংবা এরূপ লিখে দেয় যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এই পরিমাণ মাল পাবে এবং তার উপর সাক্ষী রেখে দেয়, তবে তা লাযিম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা ঃ ফাতওয়ায়ে ফযলীতে আছে যে, জনৈক ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ীর কাছে একটি হুন্ডি পেশ করলো এবং সে সমুদয় মালের মধ্য থেকে কিছু পরিমাণ মাল দিয়ে দিলো আর কিছু বাকী রইল।

তারপর যদি পত্র লেখকের মাল পত্র প্রাপকের কাছে আসে এবং সে ঐ হুন্ডিওয়ালাকে তা দিতে বলে। আর পত্র প্রাপকের কাছে পত্র পাওয়া স্বীকার করে আর এও স্বীকার করে যে, এ মাল তার যিম্মায় ঋণ রূপে আছে তবে অবশিষ্ট মাল দেয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে। কিন্তু স্বীকার না করলে বাধ্য করা যাবে না। আর যদি পত্র প্রাপকের কাছে পত্রলেখকের কোন মাল না থাকে, তবু বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু যখন সে হুন্ডিওয়ালার জন্য জামিন হবে। তখন বাধ্য করা যাবে (আয্-যাখীরাহ)। আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অধ্যায় ঃ হাওয়ালা

[এ অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ হাওয়ালার সংজ্ঞা, রুকন, শর্তাবলী এবং বিধি-বিধান সংক্রান্ত মাসাইল

১. মাসআলা ঃ ঋণের দায় এক ব্যক্তির যিম্মা থেকে অন্য ব্যক্তির যিম্মায় স্থানান্তরিত করাকে শরীআতের পরিভাষায় হাওয়ালা বলা হয়। এটিই সহীহ্ অভিমত (আন-নাহ্রুল ফাইক)। হাওয়ালার রুক্ন হল ঈজাব ও কবূল। ঈজাব (প্রস্তাব) হবে মুহীল (محيل) অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ হতে। আর কবূল হবে মুহতাল আলায়হি (محتَل عليه) অর্থাৎ দায় বহনকারী ব্যক্তি এবং মুহতাল লাহু (محتَل له) অর্থাৎ পাওনাদার ব্যক্তির পক্ষ হতে। ঈজাব হল, মুহীল তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ হতে পাওনাদার ব্যক্তিকে এ কথা বলা যে, احلتك على فلان بكذا তোমার এই পরিমাণ পাওনা আমি অমুক ব্যক্তির হাওয়ালা করলাম।[১] আর দায় গ্রহণকারী ও পাওনাদার ব্যক্তির পক্ষ হতে কবূল করে নেওয়ার মানে হল, তাদের পক্ষ হতে قَبلت (আমি কবূল করে নিলাম) ও رضيت (আমি সম্মত আছি) বা এ জাতীয় অন্য কোন শব্দ বলা যা থেকে তাদের সম্মত থাকা ও কবূল করে নেওয়া বুঝা যায়। এটিই আমাদের ইমামগণের অভিমত (বাদাই)।

২. মাসআলা ঃ হাওয়ালা সম্পাদিত হওয়াও সহীহ্ হওয়ার জন্য কয়েক ধরনের শর্ত রয়েছে। (১) কিছু শর্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। (২) কিছু শর্ত পাওনাদার ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। (৩) কিছু শর্ত দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। (৪) আর কিছু শর্ত পাওনা অর্থের সাথে সম্পর্কিত। (১) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী হচ্ছে নিম্নরূপ–

(ক) মুহীল তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির আকীল অর্থাৎ জ্ঞানবান হওয়া। সুতরাং পাগল এবং জ্ঞানবান নয়, এ জাতীয় বালকের পক্ষ হতে হাওয়ালা করা সহীহ্ হবে না।

(খ) বালেগ হওয়া। এটি হাওয়ালা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত নয়। বরং এটি হল হাওয়ালা কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং বুদ্ধিমান বালকের কৃত হাওয়ালা সংঘটিত হবে বটে, কিন্তু

১. উল্লেখ্য যে, যে মালের ব্যাপারে দায় গ্রহণ করা হয় তাকে محال به অথবা محتال به বলা হয় (قواعد الفقه)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর কার্যকারিতা তার অভিভাবকের অনুমতির উপর মওকূফ (স্থগিত) থাকবে। উল্লেখ্য যে, হাওয়ালা বিশুদ্ধতার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির আযাদ হওয়া শর্ত নয়। কাজেই গোলামের পক্ষ হতে হাওয়ালা সহীহ্ হবে। ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হলে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করার পর তা তৎক্ষণাত ঋণী ব্যক্তির নিকট হতে উসুল করে নিতে পারবে। তবে এ অবস্থায় হাওয়ালার সম-পরিমাণ ঋণ গোলামের কাছে পাওনা হিসেবে থাকবে না। বরং এটি তার رَقَبَة অর্থাৎ সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে গণ্য হবে। আর যদি মুনীবের পক্ষ হতে গোলামের উপর ব্যবসা-বাণিজ্য করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত থাকে তাহলে এ গোলাম আযাদ হওয়ার পর দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি তার নিকট হতে নিজের পাওনা উসুল করে নিবে। এমনিভাবে হাওয়ালা সহীহ্ হওয়ার জন্য সুস্থ থাকাও শর্ত নয়। কাজেই অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকেও হাওয়ালা করা সহীহ্ হবে (বাদাই)। অনুরূপভাবে হাওয়ালা সহীহ্ হওয়ার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মতি ও নির্দেশ শর্ত নয়। সুতরাং তৃতীয় কোন ব্যক্তি যদি পাওনাদারকে বলে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে তোমার পাওনা টাকা আমার হাওয়ালা করে দাও। আমি তা পরিশোধ করে দিব। পাওনাদার তাতে সম্মত হলে হাওয়ালা সহীহ্ হবে। তারপর দায়গ্রহণকারী ব্যক্তি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে দেওয়ার পর তবে সে আর এ ব্যাপারে মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট কোন তাগাদা করতে পারবে না। এহেন অবস্থায় সে দায়মুক্ত বলে গণ্য হবে (নিহায়া)। (২) পাওনাদার ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী হচ্ছে নিম্নরূপ– (ক) পাওনাদার ব্যক্তির জ্ঞানবান হওয়া। কেননা, তার পক্ষ হতে হাওয়ালাকে কবূল করে নেওয়া হাওয়ালা চুক্তির জন্য রুকন। আর বিবেকহীন ও জ্ঞানহীন মানুষ কোন চুক্তিকে কবূল করে নেওয়ার যোগ্য বলে শরীআতের বিবেচিত নয়। কাজেই তার জ্ঞানবান হওয়া আবশ্যক। (খ) বালেগ হওয়া। এটি হাওয়ালা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত নয়, বরং এটি হচ্ছে হাওয়ালা কার্যকরী হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং নাবালেগ পাওনাদার ব্যক্তি হাওয়ালা চুক্তিকে কবূল করে নেওয়ার বিষয়টি সংঘটিত হবে। কিন্তু তা অভিভাবকের অনুমতির উপর মওকূফ (স্থগিত) থাকবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির তুলনায় অধিক বিত্তশালী হয় (বাদাই)। পিতা এবং ওসী (ওসিয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)-র জন্য জাইয আছে, নাবালেগ সন্তানের মালের ব্যাপারে হাওয়ালা চুক্তিকে গ্রহণ করা যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির তুলনায় অধিক মালদার হয়। পক্ষান্তরে উভয়ে সমপর্যায়ের হলে এক্ষেত্রে ফকীহ্দের দুধরনের অভিমত রয়েছে (আল-বাহ্রুর রাইক; মুহীতের সূত্রে)। (গ) সম্মত থাকা। অর্থাৎ সন্তুষ্টিচিত্তে হাওয়ালা চুক্তিকে মেনে নেওয়া। পক্ষান্তরে যদি হাওয়ালা চুক্তিকে গ্রহণের ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা হলে তা সহীহ্ হবে না। (ঘ) হাওয়ালার মজলিসে পাওনাদার ব্যক্তির উপস্থিত থাকা। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এটি হাওয়ালা চুক্তি সংঘটিত হওয়ার শর্ত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এটি হাওয়ালা কার্যকরী হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং যদি পাওনাদার ব্যক্তি হাওয়ালার মজলিসে উপস্থিত না থাকে, তারপর তার নিকটে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছার পর সে যদি এ ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ হাওয়ালা সংঘটিতই হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তা সংঘটিত হবে তবে কার্যকরী হবে না। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমতটিই বিশুদ্ধ

(বাদাই)। কিন্তু যদি অনুপস্থিত পাওনাদার ব্যক্তির পক্ষ হতে অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত হাওয়ালা চুক্তিকে কবূল করে নেয়, তবে তা সংঘটিত ও কার্যকরী হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। (৩) দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী হচ্ছে নিম্নরূপ– (ক) দায় গ্রহণকারী জামিন ব্যক্তির বিবেকবান এবং জ্ঞানবান হওয়া। সুতরাং পাগল এবং বিবেকহীন বালকের পক্ষ হতে হাওয়ালা বিষয়টি কবূল করা আদৌ সহীহ্ হবে না। (খ) বালেগ হওয়া। এটিও হাওয়ালা চুক্তি সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং নাবালেগ সন্তান বিবেকবান হলেও তার পক্ষ হতে হাওয়ালার বিষয়টিকে কবূল করে নেওয়া সহীহ্ হবে না। চাই সে ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হোক, বা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলাম হোক তদ্রূপ চাই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হুকুমে হাওয়ালা চুক্তি কবূল করা হোক বা তার হুকুম ছাড়াই। এমনকি তার পক্ষ হতে যদি তার কোন অভিভাবক ব্যক্তিও সেটি কবূল করে তবুও তা সহীহ্ হবে না (বাদাই)। (গ) এ ব্যাপারে সে সম্মত থাকা এবং হাওয়ালার বিষয়টিকে তার কবূল করে নেওয়া। চাই তার কাছে ঋণগ্রস্ত (محيل) ব্যক্তির কোন পাওনা থাকুক বা না থাকুক। এটিই আমাদের ইমামগণের অভিমত (মুহীত)। হাওয়ালা সহীহ্ হওয়ার জন্য দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। সুতরাং যদি কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি উপর ঋণের দায়-ভার স্থানান্তরিত করা হয় আর সে অবগত হয়ে তা কবূল করে নেয়, তবুও হাওয়ালা সহীহ্ হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। (৪) محتال به তথা ঋণের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী নিম্নরূপ– (ক) ঋণের বিষয়টি دين لازم (আবশ্যকীয় ঋণ) হতে হবে। সুতরাং اعيان قائم[১] অথবা دين غير لازم (এমন ঋণ যা অবশ্যম্ভাবী নয়)-এর বিষয়টিকে অন্যের নিকট হাওয়ালা করা যাবে না। دين غير لازم-এর উদাহরণ যেমন বদলে কিতাবাত অর্থাৎ মুকাতাব গোলামের উপর আরোপিত আর্থিক দেয় বা অনুরূপ কিছু। এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে যে, বিষয়ের ক্ষেত্রে কাফালা সহীহ্ হয় না সে বিষয়ের ক্ষেত্রে হাওয়ালাও সহীহ্ হবে না (বাদাই)।

৩. মাসআলা ঃ হাওয়ালার হুকুম ঃ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে হাওয়ালা সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর ঋণগ্রস্ত (محيل) ব্যক্তি ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দেয় অথবা এই পরিমাণ অর্থ যদি তাকে হিবা করে দেয় তাহলে এই ঋণমুক্তি এবং হিবা সহীহ্ হবে না। এর উপরই ফাতওয়া (যহীরিয়্যা)। যদি বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার পাওনা ঋণকে অন্য কারো হাওয়ালা করে দেয় তাহলে বন্ধকদাতা বন্ধকী বস্তু ফেরত নিয়ে নিবে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণের দায় অন্য কারো যিম্মায় হাওয়ালা করার পর সে তার নিকট কোন বস্তু বন্ধক রাখে তবে তা সহীহ্ হবে না (আল-কাফী)। স্বামী যদি স্ত্রীর পাওনা মহরের দায় অন্য কোন ব্যক্তির যিম্মায় হস্তান্তর করে দেয় তাহলে এ অবস্থায় স্ত্রী নিজেকে স্বামী থেকে বিরত[২] রাখতে পারবে না (আল-বাহ্রুর রাইক)। এহেন অবস্থায় পাওনাদার ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির থেকে কিছুই

১. اعيان قائم অর্থাৎ এমন বস্তু যা ধরা ছোয়া ও স্পর্শ করা যায়, যেমন কেউ কারো নিকট হতে একটি ঘোড়া গাসব করে নিয়ে গেল তাহলে এই ঘোড়া হস্তান্তরের দায় অন্য ব্যক্তির উপর এই বলে স্থানান্তরিত করা যাবে না যে, এটি অমুক ব্যক্তি হস্তান্তর করবে।

২. অর্থাৎ সহবাসের ব্যাপারে স্বামীকে বাধা দিতে পারবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফেরত পাবে না। যদি না তার প্রাপ্য হক খোয়া যায়। যদি তার প্রাপ্য হক খোয়া যায় তাহলে ঋণের দায় পুনরায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যিম্মায় বর্তাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পাওনাদার ব্যক্তির হক খোয়া যাওয়া দু'ভাবে হতে পারে।

(১) যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি কসম করে হাওয়ালার বিষয়টিকে অস্বীকার করে। এদিকে ঋণগ্রস্ত এবং পাওনাদার ব্যক্তি কারো কাছেই তার বিপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। (২) অথবা দায় বহনকারী ব্যক্তি নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায়। যেমন সে কোন عين অর্থাৎ বর্তমান আছে এমন মাল কিংবা কোন دين বা পাওনা (ঋণ) না রেখেই মারা গেল এবং তার কোন কাফীল (জামিন)-ও নেই। (এ অবস্থায় সে সর্বদিক থেকে নিঃস্ব সাব্যস্ত হল) (তাবয়ীন)। চাই দায় গ্রহণের বিষয়টি তার নির্দেশে হোক বা তার নির্দেশ ছাড়াই হোক (খাযানাতুল মুফ্তীন)। যদি জামিনদার ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তিকে মূল ঋণী ব্যক্তির নিকট হতে তার পাওনা নিয়ে নেওয়ার জন্য বলে তবে পাওনাদারের প্রাপ্য হক গচ্ছা যাবার কারণে তা তার উপর বর্তাবে না (তাতার খানিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায় এবং সে অন্য কারো থেকে কোন কিছু ধার নিয়ে محتال له অর্থাৎ পাওনাদার ব্যক্তির নিকট মালের বিনিময়ে বন্ধক রেখে গিয়ে থাকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি تبرعا স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে محتال له -এর নিকট কোন মাল বন্ধক রেখে তাকে তা বিক্রি করার ব্যাপারে অধিকার দিয়ে থাকে কিংবা অধিকার দেয় নি, তাহলে উপরোক্ত সব অবস্থায়ই ঋণের দায় মুহীলের উপর বর্তাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি নিঃস্ব অবস্থায় মারা যাওয়ার পরও বন্ধকী মালের মালিক যদি তার মাল ফেরত বুঝে না নেয়; আর এ অবস্থায় ঐ মাল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইহা ঐ মালের বিনিময়ে ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে যে মালের গ্যারান্টি বাবদ ইহা বন্ধক রাখা হয়েছে। যদিও দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিঃস্ব অবস্থায় মারা যাওয়ার কারণে বন্ধকী মাল পরিশোধের বিষয়টি তার উপর থেকে রহিত হয়ে গিয়েছে। ঋণের মুকাবিলায় বন্ধকী মাল নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবার পর দেখতে হবে যে, বন্ধকদাতা নিজে থেকে বন্ধক রেখেছে না কি দায় গ্রহণকারীর নির্দেশে নিজে থেকে রাখলে বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর কারো নিকট থেকেই কোন কিছু ফেরত পাবে না। পক্ষান্তরে দায় গ্রহণকারীর নির্দেশ বন্ধক রেখে অথবা দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি নিজেই অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন বস্তু ধার নিয়ে তার কাছে বন্ধক রেখে থাকলে বন্ধকদাতা ব্যক্তি মুহীলের নিকট থেকে তার প্রাপ্য মাল নিয়ে নিবে। তারপর তা দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। তারপর এ অর্থ সম্পদের দ্বারা পাওনাদারদের বন্ধকদাতা ব্যক্তিও পাওনাদারদের মধ্যে শামিল। কাজেই এর দ্বারা তার ঋণও পরিশোধ করা হবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ দায় গ্রহণকারী (محتال عليه) ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর পাওনাদার ব্যক্তি (محتال له) যদি বলে, সে নিঃস্ব অবস্থায় মারা গেছে এবং মুহীল (ঋণগ্রস্ত) ব্যক্তি তার বিপরীত

pdf By Syed Mostafa Sakib

কথা বলে তাহলে শাফী (شافى) গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী 'জানা মতে' শপথের[১] সাথে পাওনাদার ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে। মাবসূত কিতাবেও শাফী গ্রন্থের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে (নিহায়া)।

হাওয়ালাদার কোন ব্যক্তি মারা গেল। তার মারা যাওয়ার দিন বিচারকের এ কথা জানা ছিল না যে, তার কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে। এ কারণে তিনি হাওয়ালা বাতিল করার এবং পাওনা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হতে উসুল করে নেওয়ার আদেশ জারী করলেন, তারপর জানা গেল যে, তার কিছু মাল আছে, অর্থাৎ কোন বিত্তশালী ব্যক্তির নিকট তার কিছু পাওনা আছে অথবা এ জাতীয় ব্যক্তির নিকট তার আমানতের কিছু টাকা আছে, কিংবা তার কিছু মাল মাটির নীচে প্রোথিত আছে বলে সন্ধান পাওয়া গেছে তাহলে বিচারক তার পূর্বের জারীকৃত আদেশ বাতিল করে দিবেন। তারপর দেখতে হবে যে, পাওনাদার ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হতে কিছু ফেরত গ্রহণ করেছে কিনা ? যদি পাওনাদার ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হতে কোন কিছু না নিয়ে থাকে তবে সে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট ঐ মাল থেকে নিজের পাওনা বুঝে নিবে। আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হতে নিজের প্রাপ্য হকের কিছু উসুল করে নিয়ে থাকে তবে এ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিবে। আর বিচারক যদি এ কথা জানতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির পাওনা তো আছে, তবে তা নিঃস্ব ব্যক্তির কাছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিচারক হাওয়ালা বাতিল করার আদেশ জারী করবেন না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঋণের দায় ভার অন্য কারো উপর ন্যস্ত করে, তারপর দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি শহর থেকে নিখোঁজ ও লাপাত্তা হয়ে যায়, আর এ অবস্থায় পাওনাদার যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে তার প্রাপ্য হক আদায় করে নিতে চায় তবে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির মারা যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার থেকে নিজের পাওনা ফেরত নিতে পারবে না (ফাতাওয়াল জাওয়াহির)।

মুহীল তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের পর পাওনাদার ব্যক্তি যদি তা কবূল না করে তবে তাকে তা কবূল করার জন্য বাধ্য করা হবে (আল-খুলাসা)।

তবে এ ক্ষেত্রে মুহীলকে متبرع (ইহ্সান ও অনুগ্রহকারী) বলে গণ্য করা হবে না। কেননা, ইহ্সানকারী তো এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে, অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করে এবং এতে নিজের উপর থেকে কোন অকল্যাণকে প্রতিহত করার ইচ্ছা তার থাকে না। অথচ মুহীলের পক্ষ হতে এই ঋণ পরিশোধের মধ্যে অকল্যাণকে নিজের উপর হতে প্রতিহত করার ইচ্ছা অবশ্যই আছে। কেননা, এই ঋণ পরিশোধ করে সে তার নিজের উপর থেকে পাওনা পরিশোধ করার তাগাদাকে খতম করে দিয়েছে এবং নিঃশেষ করে দিয়েছে পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে অক্ষম হওয়া অবস্থায় কারাবন্দী হওয়ার আশংকাকে। অর্থাৎ ঋণ আদায় করে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত করে নিয়েছে (আল-কাফী)।

১. অর্থাৎ পাওনাদার ব্যক্তি শপথ করে বলবে যে, আমার জানা মতে, সে নিঃস্ব অবস্থায় মারা গেছে। তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

(৭) হাওয়ালার আরেকটি হুকুম হল- যথা নিয়মে হাওয়ালা সম্পন্ন হওয়ার পর দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ থাকার কারণে পাওনাদার ব্যক্তির অধিকার থাকবে তার নিকটে নিজের পাওনার ব্যাপারে তাগাদা করার। তদ্রূপ আরেকটি হুকুম হল, হাওয়ালাদার ব্যক্তির ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পেছনে লেগে থাকার অধিকার সাব্যস্ত হওয়া। কেননা, পাওনাদার ব্যক্তি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির পেছনে লেগে আছে। কাজেই সেও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পেছনে লেগে থাকতে পারবে। উদ্দেশ্য হল, পাওনাদার ব্যক্তির পাকড়াও হতে মুক্তি পাওয়া। যদি পাওনাদার ব্যক্তি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বন্দী করে, তবে সেও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বন্দী করতে পারবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি হাওয়ালা চুক্তি মুহীলের নির্দেশে সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর যদি মুহীলের অনুরূপ পরিমাণ কোন পাওনা না থাকে। পক্ষান্তরে হাওয়ালা চুক্তি মুহীলের নির্দেশে সম্পাদিত না হয়ে থাকলে এবং দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর যদি মুহীলের অনুরূপ পরিমাণ কোন পাওনাও না থাকে আর হাওয়ালা مقيدة بالدين (ঋণের সাথে শর্তযুক্ত) হয় তাহলে পাওনাদার ব্যক্তি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির পিছনে লেগে থাকলেও অথবা তাকে বন্দী করে নিলেও সে ঋণগ্রস্ত মুহীলের পেছনে লেগে থাকতে পারবে না (বাদাই)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ হাওয়ালার প্রকারভেদ

১. মাসআলা ঃ হাওয়ালা প্রথমত দুই প্রকার। (১) مطلقة (সাধারণ হাওয়ালা) (২) مقيدة (শর্তযুক্ত হাওয়ালা। مطلق (সাধারণ হাওয়ালা) এমন হাওয়ালাকে বলা হয় যাতে কোন প্রকার শর্ত থাকে না অর্থাৎ দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট মুহীলের আমানত, গসব বা ঋণের যে মাল প্রাপ্য আছে হাওয়ালার মধ্যে এর কোনটির কথা শর্ত হিসাবে উল্লেখ না করা অথবা দায় ভার এমন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা যার কাছে মুহীলের এ জাতীয় কোন কিছুই পাওনা নেই (আত-তাবয়ীন)। যদি মুহীল সাধারণভাবে ঋণের দায় ভার কারো প্রতি হাওয়ালা করে মুহীলের কিছু পাওনা থাকলে, এর সাথে, তার আমানতী মালের সাথে বা গসবের মালের সাথে পাওনাদার ব্যক্তির হকের কোনই সম্পর্ক থাকবে না। বরং ঋণের দায় ভার দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির যিম্মায় বর্তাবে। কাজেই দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে নিজের মাল থেকে পাওনাদার ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করা। এহেন অবস্থায় ও মুহীল ব্যক্তি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে নিজের পাওনা ঋণ, আমানতী মাল অথবা তার থেকে গসব করে নেওয়া মাল উসুল করে নিতে পারবে। তার এ উসুলের কারণে হাওয়ালা বাতিল বলে গণ্য হবে না। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট তার পাওনা পরিশোধ করে দেওয়ার পূর্বেই মুহীল যদি মারা যায়, তবে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিই এই ঋণ, আমানতী মাল এবং গসবের মাল পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দিবে। পাওনাদার ব্যক্তি নয় (আল-কাফী)।

২. মাসআলা ঃ হাওয়ালায়ে মুতলাকা আবার দুই প্রকার। (১) حالة (তাৎক্ষণিক হাওয়ালা) (২) مؤجلة (মেয়াদী হাওয়ালা)। حالة তথা তাৎক্ষণিক হাওয়ালা মানে এক ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির নিকট নগদ আদায়যোগ্য এক হাজার টাকা পাওনা আছে। এহেন অবস্থায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি পাওনাদারের পাওনার দায় ভার অন্য কারো উপর স্থানান্তরিত করে, তবে তা জাইয হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিশোধ করে দেওয়া দায়গ্রহণকারীর উপর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে مؤجلة তথা মেয়াদী হাওয়ালার মানে হচ্ছে, এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এক হাজার টাকার বিনিময়ে এক বছরের মধ্যে মূল্য পরিশোধের শর্তে কিছু মাল বিক্রি করেছে। এ অবস্থায় ক্রেতা যদি এ দায় ভার অন্য কারো উপর স্থানান্তরিত করে এবং এক বছরের মধ্যে তা পরিশোধ করার জন্য তাকে বলে দেয়, তবে এই হাওয়ালা জাইয হবে এবং দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি এক বছরের মধ্যে তা পরিশোধ করতে পারবে। হাওয়ালা যদি অস্পষ্টভাবে সংঘটিত হয় তাহলে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি মেয়াদের অধিকার পাবে কি পাবে না ? এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে স্পষ্টই কোন কথা উল্লেখ নেই। তবে ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন যে, কাফালার ন্যায় এক্ষেত্রেও তার জন্য মেয়াদ সাব্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি মুহীল মারা যায় তবে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর মাল ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিশোধের সময় আসার আগেই দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি মারা যায়, আর এ অবস্থায় মূল ঋণ যার উপর ওয়াজিব সে যদি জীবিত থাকে তবে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর মাল ওয়াজিব হবে।[১] যদি তার পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে পাওনাদার ব্যক্তি মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে মেয়াদের মধ্যে তার পাওনা উসুল করে নিবে (নিহায়া)।

৩. মাসআলা ঃ কারো উপর নগদ পরিশোধযোগ্য ঋণ ছিল, আর সে ঐ দায় অন্য কারো যিম্মায় স্থানান্তরিত করল এবং এর মেয়াদ এক বছর ধার্য করে দিল তবে তা জাইয হবে। যদিও এতে تاجيل فى القوض (ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ ধার্য করা) অপরিহার্য হয়। এক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সময় আসার আগেই যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে মারা যায় তবে এ ঋণের দায় মুহীলের উপর বর্তাবে এবং তাকে তৎক্ষাণাৎ তা পরিশোধ করতে হবে। এমনিভাবে মুহীল ব্যক্তির ক্রয় করা মালের মূল্য এখনো পরিশোধ করা হয় নি। অথবা কারো মাল সে গসব করে নিয়ে এসেছে এখনো তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছানো হয় নি, এমতাবস্থায় সে যদি এর দায় এক বছর মেয়াদ ধার্য করে অন্য কোন ব্যক্তির যিম্মায় স্থানান্তরিত করে, আর এ পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ আসার আগেই দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও ঋণের দায় ভার পুনরায় মুহীলের যিম্মায় বর্তাবে এবং তাকে তা তাৎক্ষণাৎ পরিশোধ করতে হবে (আয-যাখীরা)। কারো কাছে কারো নগদ এক হাজার টাকা পাওনা আছে, আবার এই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও তৃতীয় কারো কাছে নগদ এক হাজার টাকা পাবে; এক্ষেত্রে প্রথম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তার ঋণের দায় অপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যিম্মায় مفيد (শর্তযুক্ত) ভাবে স্থানান্তরিত করে তবে এ হাওয়ালা সহীহ্ হবে। পক্ষান্তরে যদি পাওনাদার ব্যক্তি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিকে এক বছরের জন্য মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় তাহলে মুহীল ব্যক্তি তার مديون (যার কাছে তার পাওনা আছে) ব্যক্তির নিকট হতে তার পাওনা উসুল করে নিতে পারবে না। যদি পাওনাদার ব্যক্তি মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার পর দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিকে হাওয়ালার ঋণের দায় থেকে মুক্ত করে দেয় তাহলে মুহীল তৎক্ষণাৎ তার কাছে যে ব্যক্তি ঋণী তার থেকে তার নিজের পাওনা উসুল করে নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ কারো কাছে এক হাজার টাকা পাবে। এখন করযদার যদি এক বছর মেয়াদ ধার্য করে ঋণের দায় অন্য কারো হাওয়ালা করে; তারপর বছর আসার আগেই মুহীল যদি ঐ ঋণ পাওনাদার ব্যক্তিকে পরিশোধ করে দেয় তাহলে সে দায় গ্রহণকারীর হতে তৎক্ষণাৎ তার দেওয়া অর্থ উসুল করে নিতে পারবে (আস-সিরাজিয়্যা)। এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে কিছু মালের দায় ভার গ্রহণ করল, তারপর দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি অনুরূপ অথবা এর তুলনায় কম সময়ের জন্য ঐ দায় অন্য কোন ব্যক্তির যিম্মায় স্থানান্তরিত করে দিল তাহলে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনা হস্তগত না করা পর্যন্ত প্রথম দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হতে তার দেওয়া টাকা উসুল করে নিতে পারবে না (আত-তাতার খানিয়্যা)।

১.অর্থাৎ তার ওয়ারিসগণ তার পরিত্যক্ত মাল থেকে তা পরিশোধ করে দিবে।

৫. মাসআলা ঃ যদি পিতা কিংবা ওসী নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে সন্তানের পাওনা ঋণের হাওয়ালা (দায়) গ্রহণ করে, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, এটি ابراء مؤقت (সাময়িক দায়মুক্তকরণরূপে গণ্য। আর এ ابراء مؤقت-কে কিয়াস (قياس) করা হবে ابراء مؤبد (স্থায়ী দায়মুক্তকরণ)-এর উপর। উল্লেখ্য যে, স্থায়ীভাবে দায়মুক্ত করা তাদের ইখতিয়ারে নেই, কাজেই তারা সাময়িকভাবেও দায়মুক্ত করতে পারবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি নাবালেগ সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ ঋণের হকদার হয়। পক্ষান্তরে, যদি তাদের পক্ষ হতে আকদের কারণে[১] এই ঋণ ওয়াজিব হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এই تاجيل (মেয়াদ ধার্যকরণ) জাইয হবে (আল-বাহ্রুর রাইক)।

৬. মাসআলা ঃ দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি ঋণের দায়ে পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে মুহীলের নিকট হতে কোন প্রকার টাকা-পয়সা উসুল করতে পারবে না। কিন্তু যদি পাওনাদার ব্যক্তি তার পেছনে লাগে, তবে সেও মুহীলের পেছনে লেগে থাকবে এবং সে যদি তাকে বন্দী করে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিও মূলঋণী ব্যক্তিকে বন্দী করতে পারবে। যেমন কাফীলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। স্মর্তব্য যে, এরূপ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিজেকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করে নেওয়া (আল-মুহীত)। পক্ষান্তরে যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করে দেয় কিংবা সে তাকে তা হিবা বা সাদাকা করে দেয় অথবা পাওনাদার ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিস হয় তাহেল উপরোক্ত সকল অবস্থায় দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি মুহীলের নিকট থেকে তার পাওনা উসুল করে নিতে পারবে। যদি পাওনাদার ব্যক্তি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করে দেয়, তাহলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং মুহীলের সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং মুহীলের নিকট হতে কোন কিছু আর ফেরত নিতে পারবে না (আল-খুলাসা)। যদি পাওনাদার ব্যক্তি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বলে, 'আমি তোমার জন্য ছেড়ে দিলাম' তাহলে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি মুহীলের নিকট হতে নিজের পাওনা রুজু করে নিতে পারবে (খাযানাতুল ফাতাওয়া)।

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে অন্য কোন ব্যক্তি কিছু টাকা পাবে। তারপর করযদার ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তির ঋণের দায় এমন ব্যক্তির যিম্মায় স্থানান্তরিত করল যার কাছে করযদার ব্যক্তির কোন পাওনা নেই। তারপর তৃতীয় কোন ফুযূলা ব্যক্তি আসল এবং দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির পক্ষ হতে قرضا অনুগ্রহস্বরূপ তার ঋণ পরিশোধ করে দিল তাহলে এ অবস্থায় দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি মুহীলের নিকট হতে পাওনা উসুল করে নিতে পারবে। যেমন দায়গ্রহণকারী ব্যক্তির কাছে মুহীলের কোন পাওনা না থাকা অবস্থায় সে তার নিজের মাল থেকে ঐ ঋণ পরিশোধ করে থাকলে তার পাওনা উসুল করে নিতে পারে। পক্ষান্তরে যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর মুহীলের কোন পাওনা থাকে তারপর এ পাওনার ভিত্তিতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি পাওনাদার ব্যক্তির ঋণের দায় তবে করযদার ব্যক্তির যিম্মায় ন্যস্ত করে দেয় তারপর তৃতীয় কোন ফুযূলী ব্যক্তি এসে মুহীলের পক্ষ হতে محتال له তথা পাওনাদারের

১.নাবালেগ সন্তানের কারো নিকট কিছু পাওনা ছিল। তারপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ঋণের দায় অন্য কারো উপর ন্যস্ত করেছিল। তখন পিতা কিংবা ওসী ঐ মেয়াদী হাওয়ালাকে কবূল করে নিল। তবে তা জাইয হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাওনা পরিশোধ করে দেয় তাহলে মুহীল দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে তার পাওনা উসুল করে নিবে।

৮. মাসআলা ঃ যদি ঋণগ্রস্ত মুহীল এবং দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির মধ্যে মতভেদ হয় এবং তাদের প্রত্যেকেই দাবী করে যে, ফুযূলী ব্যক্তি তার পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করেছে, এক্ষেত্রে ফুযূলী যদি বিচারকের আদালতে তাদের কোন একজনের কথা না বলে, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে ঐ দুব্যক্তির কার পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করেছে ? এ সম্পর্কে বয়ান পেশ করার আগেই যদি ফুযূলী ব্যক্তি মারা যায় বা লাপাত্তা হয়ে যায়, তাহলে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির পক্ষ হতে সে পরিশোধ করেছে বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উল্লেখ্য যে, দায় গ্রহণকারী (محتال به) ব্যক্তি মুহীলের নিকট হতে শুধুমাত্র محتال به (যে বিষয়ে দায় গ্রহণ করা হয়েছে) উসুল করে নিতে পারবে। কিন্তু যা পরিশোধ করেছে তা উসুল করতে পারবে না। অতএব محتال به যদি দিরহাম হয় এবং দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি দীনার পরিশোধ করে অথবা দীনার ছিল এবং দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি এর পরিবর্তে দিরহাম পরিশোধ করে তাহলে তারা বায়' সরফ করেছে বলে গণ্য হবে এবং সরফের শর্তাবলী পালন করায় তাদের এ বায়' সরফ সহীহ্ হবে। এক্ষেত্রে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি মুহীলের নিকট হতে কেবলমাত্র হাওয়ালার মাল উসুল করে নিতে পারবে। যা পরিশোধ করেছে তা উসুল করে নিতে পারবে না। এমনিভাবে কেউ যদি দিরহাম বা দীনারের পরিবর্তে কোন মাল বিক্রি করে, তবে এক্ষেত্রেও সে দিরহাম বা দীনার উসুল করতে পারবে আযাদকৃত মাল উসুল করতে পারবে না। এমনিভাবে ক্রেতা যদি উৎকৃষ্ট দিরহামের পরিবর্তে নিম্নমানের দিরহাম পরিশোধ করে এবং এ ক্ষেত্রে محتال له (বিক্রেতা) কিছুটা নমনীয়তা অবলম্বন করে তাহলে সে মুহীলের নিকট হতে উৎকৃষ্ট দিরহামই উসুল করে নিবে। যদি পাওনাদার ব্যক্তি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির সাথে সমঝোতা করে নেয়, আর তা প্রাপ্য হকের সমজাতীয় বস্তু কিছু কম নেয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তিকে যে পরিমাণ পরিশোধ করেছে ঐ পরিমাণ মাল সে উসুল করে নিবে। কেননা, সে এ পরিমাণ ঋণই পরিশোধ করেছে। কাজেই এ পরিমাণই সে উসুল করে নিবে। পক্ষান্তরে সমঝোতা যদি পাওনা হকের বিপরীত জাতীয় বস্তু দ্বারা হয় যেমন সে দিরহামের ক্ষেত্রে দীনারের পরিবর্তে সুলেহ করল অথবা দীনারের ক্ষেত্রে দিরহামের পরিবর্তে সুলেহ করল, তাহলে সে মুহীলের নিকট হতে পূর্ণ পাওনা উসুল করে নিবে (বাদাই)।

৯. মাসআলা ঃ مقيدة অর্থাৎ হাওয়ালা মুকায়াদা (শর্তহীন হাওয়ালা) আবার দুই প্রকার। (১) মুহীল তথা ঋণী ব্যক্তি কর্তৃক হাওয়ালাকে এমন ঋণের সাথে সংযুক্ত করা যা দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির কাছে তার পাওনা রয়েছে। (২) মুহীল কর্তৃক হাওয়ালাকে এমন عين-এর সাথে সংযুক্ত করা যা দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির কাছে রয়েছে আমানতের ভিত্তিতে বা গসবের সূত্রে (নিহায়া)। الحوالة المقيدة بالعين-এর অবস্থা হল, যেমন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট এক হাজার টাকা আমানত রেখেছে অথবা সে তার থেকে এক হাজার টাকা গসব করে নিয়ে গেছে। এই হিসেবে একজনে অপরজনের কাছে এক হাজার টাকা পাবে।

এদিকে আমানতকারী বা গসবকৃত ব্যক্তির কাছে অন্য এক ব্যক্তির এক হাজার টাকা পাওনা আছে। এহেন অবস্থায় আমানতকারী বা গসবকৃত ব্যক্তি যদি পাওনার ব্যক্তির পাওনাদার দায় আমানত গ্রহীতা বা গসবকারী ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করে দেয় এবং যে তোমার নিকট আমার যে এক হাজার টাকা পাওনা রয়েছে তা থেকে আমার পাওনাদার ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করে দিবে। তাহলে হাওয়ালা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মুহীল দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে নিজের পাওনা উসুল করে নিতে পারবে না। তা সত্ত্বেও যদি আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি তা মুহীলের কাছে হস্তান্তর করে দেয়, তবে সে এর জামিন বলে গণ্য হবে। যদি মুহীল দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে নিজের মাল নিয়ে নেয় এবং পরে পাওনাদার ব্যক্তিও দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে নিজের পাওনা বুঝে নেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে দায় গ্রহণকারী মুহীলের নিকট হতে নিজের পাওনা উসুল করে নিতে পারবে (আয-যাখীরা)। হাওয়ালা যদি আমানতি মালের ক্ষেত্রে হয়, আর আমানত গ্রহীতা বলে যে, আমানতী মাল নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে। আর হাওয়ালা যদি গসবের মাল সম্পর্কে হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে হাওয়ালা বাতিল হবে না (আল-খুলাসা)। যদি ঋণের দায় ভার স্থানান্তরিত করার পর আমানতি মাল বা গসবের মালের অন্য কোন হকদার বেরিয়ে আসে তাহলেও হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

১০. মাসআলা ঃ الحوالة المقيدة بالدين অর্থাৎ হাওয়ালাকে যদি এমন ঋণের সাথে সংযুক্ত করা হয় যা দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট মুহীল পাবে, তবে এর অবস্থা হবে, যেমন এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে। এমতাবস্থায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনাকে অপর এমন এক ব্যক্তির যিম্মায় ন্যস্ত করে দিল যার কাছে প্রথম ঋণী ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম পাবে এবং সে তাকে বলে দিল যে, তোমার কাছে আমার পাওনা থেকে আমার পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে দিবে (আন-নিহায়া)। হাওয়ালা যদি এমন عين-এর সাথে সংযুক্ত হয় যা দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির কাছে মুহীলের পাওনা হিসেবে রয়েছে এ জাতীয় হাওয়ালার ক্ষেত্রে পাওনাদার যদি দায় গ্রহণকারীকে সে মাল হিবা করে দেয়, তবে সে এর মালিক হয়ে যাবে (খাযানাতুল মুফ্তীন)। যদি পাওনাদার ব্যক্তি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করে দেয় এবং হাওয়ালা যদি الحوالة المقيدة بالدين হয়ে থাকে, তাহলে মুহীল দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে নিজের পাওনা উসুল করে নিতে পারবে। পক্ষান্তরে সে যদি তাকে হিবা করে দেয়, তবে মুহীল দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে নিজের পাওনা রুজু করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে. হিবা নিজের হক পুরা বুঝে পাওয়ারই অনুরূপ। যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তির নিকট হতে ঐ পরিমাণ মাল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহলে মুহীল দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে তার প্রাপ্য ঋণ উসুল করতে পারবে না। যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট মুহীলের কোন পাওনা না থাকে, তবে হিবা এবং মীরাসের ক্ষেত্রে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি মুহীলের নিকট হতে নিজের পাওনা নিয়ে নিবে (আল-কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১. মাসআলা ঃ যদি محتال له অর্থাৎ পাওনাদার ব্যক্তি জোর করে মুহীলের নিকট থেকে নিজের পাওনা নিয়ে নেয় এবং বলে যে, দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে গেছে। আর হাওয়ালা যদি مقيدة بالدين হয়, তবে সহীহ্ মতে মুহীল দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট থেকে নিজের পাওনা ঋণ উসুল করে নিতে পারবে (খাযানুতুল মুফ্তীন)। হাওয়ালা যদি এমন ঋণের সাথে সম্পর্কিত হয় যা দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির যিম্মায় রয়েছে অথবা এমন عين-এর সাথে সম্পর্কিত যা দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির হাতে রয়েছে, এমন হাওয়ালার ক্ষেত্রে মুহীল যদি মারা যায় এবং তার যিম্মায় আরো বহু ঋণ থাকে; এহেন অবস্থায় এই ঋণ বা عين ছাড়া যদি তার আর কোন সম্পদ না থাকে, তাহলে ইস্তিহ্সানের দৃষ্টিতে এই মালের সাথে পাওনাদার ব্যক্তির তেমন কোন সম্পর্ক থাকবে না (আয-যাখীরা)। এ অবস্থায় মুহীলের যত পাওনাদার আছে তারা সকলেই পাওনা উসুল করার ব্যাপারে অধিকারের দিক থেকে সমান সমান হবে (আল-হিদায়া)।

১২. মাসআলা ঃ দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট যে আমানতী মাল রয়েছে হাওয়ালা যদি এ জাতীয় মালের সাথে সম্পর্কিত হয় এ অবস্থায় মুহীল যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এ কারণে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি আমানতী মাল পাওনাদার ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তারপর মুহীল মারা যায়, আর তখন তার যিম্মায় বহু ঋণ থাকে, তাহলে আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি মুহীলের পাওনাদারদের পাওনার কোন দায় বহন করবে না এবং সে পাওনাদার ব্যক্তির নিকট আমানতের অর্থ হস্তান্তরও করবে না। বরং সমস্ত পাওনাদারদের মধ্যে তাদের পাওনা সমান হারে ভাগ করে দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি যদি আমানতের মাল আটকিয়ে রেখে নিজের মাল থেকে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে, তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে সে متبرع (স্বেচ্ছাদানকারী) বলে গণ্য হবে না (আল-কাফী)।

১৩. মাসআলা ঃ এক হাজার দিরহামের দেনাদার তার দেনার দায় এমন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করল যার কাছে সে নিজে এক হাজার দিরহাম পাবে। আর সে তাকে ঐ পাওনা পরিশোধ করে দিবে। এ অবস্থায় সে যদি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ না করে ইত্যবসরে মুহীল অসুস্থ হয়ে পড়ে এরপর দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তারপর মুহীল ব্যক্তি এই রোগেই মারা যায়। এ অবস্থায় সে যদি বহুবিধ ঋণে জর্জরিত থাকে এবং এ পাওনা মাল ছাড়া তার যদি আর কোন মাল না থাকে তাহলে এই হাজার দিরহাম পাওনাদার ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে।[১] এই মালের মধ্যে অপরাপর পাওনাদারদের কোন অধিকার থাকবে না (আল-খুলাসা)। মুহীল যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির সাথে কোন গোলামের মূল্য পরিশোধ করার শর্তের ভিত্তিতে হাওয়ালা চুক্তি সম্পাদন করে তারপর খিয়ারে রূয়ত আয়েব বা খিয়ারে শর্তের কারণে গোলাম কবজা করার আগে বা পরে বিচারকের নির্দেশে হাওয়ালা চুক্তি বাতিল হয়ে যায় অথবা বিক্রিত গোলাম হস্তান্তরের আগেই সে যদি মারা যায়,

১. অর্থাৎ পাওনাদার ব্যক্তি যা বুঝে পেয়েছে তা তার কাছেই বিদ্যমান থাকবে।

তাহলে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর থেকে মূল্য পরিশোধ করার দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে হাওয়ালা চুক্তি বাতিল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি পাওনাদার ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বিক্রিত গোলামের কোন হকদার বেরিয়ে আসে অথবা হাওয়ালার মধ্যে যে ঋণের শর্ত করা হয়েছে কেউ যদি এর হকের দাবী করে অথবা যদি এ কথা প্রকাশিত হয় যে, উক্ত বিক্রিত গোলাম স্বাধীন মানুষ ছিল তাহলে ফকীহ্দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত হাওয়ালা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)। মুনীব যদি পাওনাদারদের থেকে কোন এক পাওনাদারকে মুকাতাব ব্যক্তির হাওয়ালা করে এবং হাওয়ালার বিষয়টি مطلق (শর্তহীন) রাখে তবে এ হাওয়ালা জাইয হবে না। কেননা, গোলামের জামিন হওয়ার বিষয়টি বাতিল। পক্ষান্তরে হাওয়ালার বিষয়টিকে যদি বদলে কিতাবতের সাথে শর্তযুক্ত করে দেয়, তবে তা জাইয হবে। এ ক্ষেত্রে মুনীবের পাওনাদার ব্যক্তি মুনীবের পক্ষ হতে উকীল হবে। আর বদলে কিতাবত উসুল করার ব্যাপারে উকীল নিয়োগ করা জাইয আছে। উল্লেখ্য যে, বদলে কিতাবত দ্বারা ঋণের দায় পরিশোধ না করা পর্যন্ত মুকাতাব গোলাম আযাদ হবে না। ঋণ পরিশোধ করার আগেই মুনীব যদি মারা যায় এবং তার যিম্মায় বহু জাতীয় ঋণ থাকে তাহলে মুকাতাব গোলামের কাছে যে পরিমাণ পাওনা আছে তা শুধুমাত্র محتال له পাবে। অন্য কেউ পাবে না। মুনীব যদি মুকাতাব গোলামকে আযাদ করে দেয়ার কারণে তার বদলে কিতাবত রহিত হয়ে যায় তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে হাওয়ালা বাতিল হবে না। আমাদের ফকীহ্ত্রয় এ অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন। যেহেতু হাওয়ালা বাতিল হয় নি, তাই এ অবস্থায় মুকাতাব যদি محتال له-এর নিকট বদলে কিতাবত আদায় করে দেয়, তবে সে মুনীবের নিকট হতে এই পরিমাণ অর্থ উসুল করে নিবে (আল-মুহীত)। মুনীব যদি তার উম্মু ওয়ালাদকে মুকাতাব ঘোষণা করে, তারপর থেকে পাওনাদারের কোন একজনের দায় বদলে কিতাবাতের পরিবর্তে তার যিম্মায় হাওয়ালা করে, তারপর মুনীব মারা যায়, তাহলে উম্মু ওয়ালাদ আযাদ হয়ে যাবে এবং ইস্তিহ্সানের দৃষ্টিতে হাওয়ালা চুক্তি বাতিল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুকাতাব গোলাম তার মুনীবের প্রাপ্য বদলে কিতাবতের বিষয়টি যদি অন্য কারো যিম্মায় সাধারণভাবে হাওয়ালা করে তবে এ হাওয়ালা বাতিল বলে গণ্য হবে (আল-কাফী) এবং এতে সে আযাদ হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। পক্ষান্তরে হাওয়ালা যদি ঋণ, আমানত বা গসবের সাথে শর্তযুক্ত হয়, তবে হাওয়ালা সহীহ্ হবে এবং محتال عليه-এর নিকট মুকাতাব গোলামের যে মাল আছে বা তার কাছে যে পাওনা আছে তা থেকে বদলে কিতাবত আদায়ের ব্যাপারে সে উকীল বলে গণ্য হবে। যেহেতু হাওয়ালা সহীহ্ হয়েছে তাই দায়মুক্ত হয়ে আযাদ হয়ে যাবে। محتال عليه-এর কাছে মুকাতাব গোলামের যে মাল গচ্ছিত বা পাওনা ছিল তা যদি বদলে কিতাবত আদায় করার আগেই নষ্ট হয়ে যায়, তবে হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই বদলে কিতাবত পরিশোধ করার দায়িত্ব পুনরায় তার যিম্মায় বর্তাবে এবং عتق (আযাদকরণ)-ও বলবৎ থাকবে (আল-কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫. মাসআলা ঃ যায়েদের কাছে খালিদ টাকা পাবে এবং খালিদের কাছে টাকা পাবে বকর। এক্ষেত্রে খালিদ যদি মাল পরিশোধের দায়িত্ব কোন কাফীল তথা জামিনের উপর ন্যস্ত করে, তবে (পাওনাদার) খালিদের সাথে কাফীলের কোন সম্পর্ক থাকবে না। কাজেই পাওনাদার খালিদ مكفول عنه (যার পক্ষ হতে ঐ ব্যক্তি কাফীল হয়েছে)-এর কাছে তার পাওনা জমা করবে কাফীল مكفول عنه কে ধরে নিজেকে হাওয়ালার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারখসী)। এতদ্সত্ত্বেও (محتال যদি কাফীলের নিকট হতে তার পুরাপুরিভাবে উসুল করে নেয় مكفول عنه ঋণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং যা সে আদায় করেছে তা মুহীলের নিকট হতে উসুল করে নিতে পারবে না। অবশ্য مكفول عنه-এর নিকট হতে উসুল করে নিতে পারবে (আল-মুহীত)। কাফীল محتال له-এর নিকট মুহীলের ঋণ পরিশোধের আগেই مكفول عنه যদি মুহীলের নিকট পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তবে مكفول عنه-এর নিকট তাগাদা করার ব্যাপারে কাফীলের আর কোন অধিকার থাকবে না। তবে সে মুহীলকে পাকড়াও করতে পারবে যাতে সে তাকে হাওয়ালার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়। এহেন অবস্থায় কাফীল محتال له -এর হক থেকে দায়মুক্ত হতে পারবে না। যদি এরপর কাফীল محتال له-এর পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তাহলে এ অবস্থায় সে মুহীলের নিকট হতে নিজের হক উসুল করে নিবে। মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হতে নয় (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৬. মাসআলা ঃ এক পাওনাদার ব্যক্তির কাছে আরেক ব্যক্তির কিছু পাওনা আছে, এমতাবস্থায় ঐ পাওনাদার ব্যক্তি যদি তার পাওনাদার ব্যক্তিকে আসীল তথা ঋণী ব্যক্তির হাওয়ালা করে এবং এ হাওয়ালা শর্তযুক্ত হয়, তবে উক্ত হাওয়ালা জাইয হবে। এ অবস্থায় কাফীল থেকে পাওনা পরিশোধ করার ব্যাপারে محتال له -এর কোন ইখতিয়ার থাকবে না। সর্বোপরি মুহীলের তাগাদা থেকে মূল ঋণী ব্যক্তি এবং কাফীল উভয়ই মুক্ত থাকবে। এরপরও যদি প্রথম পাওনাদার তার পাওনাদারদের কোন একজনের পাওনার দায়কে কাফীলের যিম্মায় ঋণের সাথে শর্তযুক্ত করে হাওয়ালা করতে চায়, তবে তা জাইয হবে না (আল-মুহীত)। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে এক হাজার টাকা পাবে। এ অবস্থায় তৃতীয় অন্য এক ব্যক্তি এই টাকার কাফীল (জামিন) হয়েছে। এদিকে ঐ পাওনাদার ব্যক্তির কাছেও অপর দুই ব্যক্তির এক হাজার টাকা করে, দুই হাজার টাকা পাওনা রয়েছে, এমতাবস্থায় প্রথম পাওনাদার ব্যক্তি যদি তার দুই পাওনাদারের কোন একজনের ঋণের দায় ঋণের সাথে শর্তযুক্ত করে কাফীলের যিম্মায় ন্যস্ত করে এবং অপর পাওনাদার ব্যক্তির ঋণের দায় আসীল তথা মূল ঋণী ব্যক্তির যিম্মায় ন্যস্ত করে, তবে এই হাওয়ালার দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো উভয় হাওয়ালা চুক্তি পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হবে (অথবা উভয় হাওয়ালা এক সাথে সম্পাদিত হবে)। যদি উভয় হাওয়ালা চুক্তি পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়ে থাকে, তবে তাও আবার দুইভাবে হতে পারে। হয়তো কাফীলের উপর হাওয়ালা করার বিষয়টি প্রথমে সম্পাদন করা হবে অথবা আসীলের উপর হাওয়ালা করার বিষয়টি প্রথমে সম্পাদন করা হবে। যদি কাফীলের উপর হাওয়ালা

করার বিষয়টি প্রথমে সম্পাদন করা হয় তাহলে উভয় হাওয়ালাই সহীহ্ হবে। এহেন অবস্থায় কাফীল যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কিছু ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে সে এ ব্যাপারে مكفول عنه -এর নিকট কোন কিছু চাইতে পারবে না। অবশ্য সে তার পাওনা মুহীলের নিকট হতে উসুল করে নিবে। পক্ষান্তরে কাফীল যদি ঋণ পরিশোধ না করে বরং مكفول عنه তার নিজের পক্ষ হতে তা আদায় করে তাহলে مكفول عنه দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং কাফীলও কাফালতের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে আমাদের ফকীহ্ত্রয়ের মতে এ হাওয়ালা হাওয়ালায়ে মুতলাক বলে গণ্য হবে। কাফীল যদি محتال له -এর নিকট তার পাওনা মাল পরিশোধ করে দেয় তাহলে কাফীল مكفول عنه -এর নিকট এ ব্যাপারে কোন দাবী দাওয়া করতে পারবে না। বরং সে মুহীলের নিকট হতে তার পাওনা পরিশোধ করে নিবে। আসীল তথা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করার বিষয়টি যদি প্রথমে সম্পাদন করা হয়। তারপর কাফীলের উপর ঋণের দায় স্থানান্তরিত করা হয় তাহলে আসীলের উপর ন্যস্তকৃত হাওয়ালা সহীহ্ হবে, কিন্তু কাফীলের উপর ন্যস্তকৃত হাওয়াল বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি উভয় হাওয়াল একত্রে সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে উভয়টিই জাইয হবে (আয-যখীরা)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির পাওনা আছে এবং এ ব্যাপারে একজনে জামিনও হয়েছে। তারপর জামিন বা কাফীল ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তির মালের দায় অন্য কোন ব্যক্তির যিম্মায় মালসহ হাওয়ালা করে দিল এবং محتال عليه ও তা কবূল করে নিল তাহলে আসীল (মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি) এবং কাফীল উভয়ই দায়মুক্ত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তারপর দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিঃস্ব অবস্থায় মারা যাওয়ার কারণে ঐ মাল যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ঋণের দায় পুনরায় আসীল ও কাফীলের উপর বর্তাবে। অর্থাৎ পাওনাদার ব্যক্তি তাদের যে কারো নিকট হতে তার পাওনা উসুল করে নিতে পারবে। যদি কাফীল পাওনাদার ব্যক্তিকে এই শর্তের উপর একশ' দিরহাম কারো হাওয়ালা করে যে, সে তাকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করে দিবে তবে পাওনাদার ব্যক্তি আসীলের নিকট এবং محتال عليه -এর নিকট এই ঋণের দাবী করতে পারবে। যদি উক্ত অবস্থাসমূহে محتال عليه নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায়, তবে এ ক্ষেত্রেও পাওনাদার ব্যক্তি কাফীলকে পাকড়াও করতে পারবে। যদি কোন نسرعا বলে যে, তুমি এ মালের হাওয়ালা আমার উপর কবূল করে নাও তারপর সে তা কবূল করে নিল, তাহলে আসীল ও কাফীল উভয়ের পক্ষ হতে এ হাওয়ালা সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় তারা উভয়ই ঋণের দায় থেকে মুক্ত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে সে যদি হাওয়ালার মধ্যে কাফীলের দায়মুক্তির শর্ত করে নেয় তাহলে আসীল ঋণের দায় হতে মুক্ত হবে না (আশ-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তির পাওনার দায় অন্য কোন ব্যক্তির যিম্মায় হাওয়ালা করল এবং محتال عليه-ও তা কবূল করে নিল। তারপর পাওনাদার ব্যক্তি একে এমন ব্যক্তির যিম্মায় হাওয়ালা করল যা তার কাছে পাওনা রয়েছে এবং সে তা কবূলও করে নিল তাহলে দ্বিতীয় হাওয়ালা চুক্তির কারণে প্রথম হাওয়ালা নাকচ হয়ে যাবে। সুতরাং

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাওনাদার ব্যক্তি আর তার কাছে কোন কিছুর দাবী হাওয়ালা চুক্তি অনুসারে তার কাছে নিজের পাওনার মুতালাবা করতে পারবে (খাযানাতুল মুফ্তীন)। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পক্ষ হতে মালের হাওয়ালা এই শর্তে গ্রহণ করল যে, সে এই বাড়ির মূল্য থেকে হাওয়ালার মাল পরিশোধ করবে, তাহলে হাওয়ালা জাইয হবে। তবে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিকে তার বাড়ি বিক্রি করার জন্য এবং হাওয়ালার মাল পরিশোধ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু যখন সে ঐ বাড়ি বিক্রি করবে তখন তাকে এই বাড়ির প্রাপ্ত মূল্য হতে ঐ ঋণ পরিশোধ করার জন্য বাধ্য করা হবে। কেউ যদি এই শর্তের ভিত্তিতে হাওয়ালা গ্রহণ করে যে, সে মুহীলের বিক্রিত বাড়ির মূল্য থেকে তার অনুমতি ব্যতীরেকেই এই ঋণ পরিশোধ করবে তাহলে এই হাওয়ালা বাতিল বলে গণ্য হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। যদি মুহীল এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে এবং এই অনুমতির ভিত্তিতে হাওয়ালা জাইযও হয়ে যায় তথাপিও বাড়ি বিক্রি করার আগে محتال له -কে ঋণ পরিশোধের জন্য বাধ্য করা যাবে না। তবে বাড়ি বিক্রির জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে কিনা? এ সম্বন্ধে ফকীহ্গণ বলেন, যদি হাওয়ালার মধ্যে বাড়ি বিক্রয়ের শর্ত থাকে, তবে এ বিষয়ে তার প্রতি চাপ প্রয়োগ করা যাবে। যদি محتال عليه প্রথমোক্ত অবস্থায় নিজের বাড়ি বিক্রি করে এবং শেষোক্ত অবস্থায় মুহীলের বাড়ি বিক্রি করে এর মূল্য দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তবে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে বাড়ির মূল্য দ্বারা ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং পরিপূর্ণভাবে তা আদায়ও করে দিয়েছে (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ জনৈক ব্যক্তি অপর দুই ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে। এদিকে দেনাদার ব্যক্তিদের উভয়েই একে অপরের কাফীল হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের কোন একজনে যদি এই এক হাজার দিরহামের দায় অন্য ব্যক্তির যিম্মায় হাওয়ালা করে, তাহলে محتال له (দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি)-এর ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে এই পূর্ণ এক হাজার দিরহাম দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে নিয়ে নিতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে সে পাঁচশ' দিরহাম উসুল করে নিবে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট থেকে যে হাওয়ালা করেনি। যে ব্যক্তি হাওয়ালা করেনি তার থেকে সে পাঁচশতের বেশী উসুল করতে পারবে না। এ অবস্থায় محتال عليه মুহীলের নিকট হতে পাঁচশ' দিরহাম উসুল করে নিবে। পাওনাদার ব্যক্তি যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট থেকে পূর্ণ এক হাজার দিরহাম নিয়ে নেয়, তবে সেও মুহীলের নিকট হতে পূর্ণ এক হাজার নিয়ে নিবে। তারপর মুহীল তার অপর সাথীর নিকট থেকে বাকী অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশ' দিরহাম উসুল করে নিবে।

২০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির নিকট একশ' অচল দিরহাম পাওনা আছে। আবার এই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও আরেক ব্যক্তির নিকট একশ' ভাল দিরহাম পাবে। এহেন অবস্থায় যার কাছে অচল দিরহাম পাওনা ছিল সে তার ঋণের দায় ঐ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করে দিল যার কাছে সে ভাল ও সচল দিরহাম পাবে এবং বলে দিল যেন সে তার নিকট হতে অচল দিরহামের পরিবর্তে সচল দিরহাম নিয়ে নেয়। এদিকে محتال عليه অনুপস্থিত ছিল। তার অনুপস্থিতির অবস্থায়ই তার

কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছল এবং সে এ হাওয়ালার ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দিল তাহলে কিয়াস ও ইস্তিহ্সান উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এ হাওয়ালা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি হাওয়ালা সম্পাদনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে ইস্তিহ্সানের দৃষ্টিতে এই হাওয়ালা সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)। মুহীলের নিকট থেকে محتال له বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তবে তা জাইয হবে। অন্যথায় হাওয়ালা বাতিল বলে গণ্য হবে। তারপর হাওয়ালাকারী ব্যক্তি সেই অচল দিরহামেরই হকদার হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। যদি তারা পরস্পর আলাদা হয়ে যাওয়ার পর দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি ভাল ও সচল দিরহাম পরিশোধ করে, তবে মুআমালা সহীহ্ হবে। কেননা, হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পরিশোধ করার হুকুম বাকী রয়ে গেছে। আর বিনিময় যেহেতু হয়ে গেছে তাই محتال عليه ও মুহীলের ঋণ থেকে দায়মুক্ত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় মুহীল محتال له-এর নিকট থেকে উত্তম দিরহাম নিয়ে নিবে। কেননা, বায়' সরফ ফাসিদ হয়ে যাওয়ার পর সে তা কবজা করেছে। তারপর محتال له মুহীলের নিকট হতে তার পাওনা অচল দিরহামসমূহ নিয়ে নিবে (আল-কাফী)। এমনিভাবে যদি প্রথমোক্ত হাওয়ালার ক্ষেত্রে محتال له-কে সচল দিরহাম পরিশোধ করে, তবে এ অবস্থায় محتال عليه ঋণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর মুহীল محتال له -এর নিকট হতে নিজের পাওনা রুজু করে নিবে অর্থাৎ সে তার থেকে সচল দিরহামসমূহ নিয়ে তাকে অচল দিরহামসমূহ দিয়ে দিবে। যদি محتال عليه-এর কাছে মুহীলের একশ' দিরহাম পাওনা না থাকে আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয়, তাহলে محتال عليه মুহীলের নিকট হতে একশ' সচল দিরহাম রুজু করে নিবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ কারো কাছে এক হাজার সচল দিরহাম পাবে। আবার তার কাছে আরেকজনে এক হাজার অচল দিরহাম পাবে। এক্ষেত্রে অচল দিরহামের পাওনাদার যদি সচল দিরহামের ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তির উপর বিষয়টিকে এই শর্তে হাওয়ালা করে যে, সে তাকে সচল দিরহাম প্রদান করবে এবং সচল দিরহামগুলো তার মালিকানাধীন থাকবে, তাহলে এ হাওয়ালা বাতিল হবে (আল-কাফী)। চাই محتال عليه অনুপস্থিত থাকুক অথবা উপস্থিত অবস্থায় তা কবূল করে নেক। এটি কিয়াস ও ইস্তিহ্সান উভয়ের দাবী (আল-মুহীত)। যদি محتال عليه ঐ ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে মুহীলের নিকট হতে সে নিজের পাওনা উসুল করে নিবে। কেননা, সে মুহীলের নির্দেশেই এই ঋণ পরিশোধ করেছে। অথবা محتال له-এর নিকট হতে সে তার পাওনা উসুল করে নিবে। কেননা, সে ফাসিদ হাওয়ালার হুকুমের ভিত্তিতে তার কাছেই ঐ পাওনা পরিশোধ করেছে (আল-কাফী)। যদি محتال له-এর নিকট থেকে অচল দিরহাম রুজু করে নেয়, তাহলে মুহীল তার নিকট থেকে অচল দিরহাম উসুল করে নিবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ যদি মুহীল محتال عليه-এর সাথে সচল দিরহামের পরিবর্তে অচল দিরহাম পরিশোধের ব্যাপারে এই শর্তে সমঝোতা করে যে, অচল দিরহামের মালিক তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিকট এগুলো হাওয়ালা করে দিবে, তবে তা সহীহ্ হবে। এক্ষেত্রে محتال عليه সচল দিরহামের দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত বলে গণ্য হবে। কাজেই তার নিকট محتال له এক হাজার অচল দিরহাম পাবে বলে ধর্তব্য হবে। উপরোক্ত অবস্থায় محيل যদি মারা যায় এবং তার কাছে محتال له -এর পাওনা ছাড়াও আরো বহু মানুষের পাওনা থাকে, তাহলে محتال عليه এর নিকট হতে ঐ অচল হাজার দিরহাম উসুল করে নিয়ে তা محتال له এবং অপরাপর পাওনাদারদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। যদি محتال عليه-এর নিকট এক হাজার সচল দিরহাম গসব বা আমানতের ভিত্তিতে থাকে এবং তা তার কাছে নগদ বিদ্যমান থাকে, তারপর মুহীল যদি অচল টাকার মালিককে আমানত গ্রহীতা বা গসবকারীর হাওয়ালা করে; তারপর মুহীল محتال عليه-কে বলে, আমি তাকে তোমার কাছে সচল দিরহামের জন্য হাওয়ালা করেছি যাতে তুমি তাকে অচল দিরহামের পরিবর্তে সচল দিরহাম প্রদান কর, তাহলে হাওয়ালা জাইয হবে যদি محتال له মুহীলের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তা কবজা করে নেয়। এমনিভাবে মুহীল যদি محتال له -কে বলে, তোমার অচল দিরহামের জন্য আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির হাওয়ালা করলাম সে তোমাকে সচল দিরহাম প্রদান করবে যা তার কাছে আছে তবে এ হাওয়ালা জাইয হবে যদি মুহীলের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে محتال له তা কবজা করে নেয়। যদি কবজার পূর্বে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে বায়' সরফ বাতিল হয়ে যাবে। যদি মুহীল ও محتال له বিচ্ছিন্ন না হয়, কিন্তু তাদের আমানত গ্রহীতা বা গসবকারী তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে হাওয়ালা জাইয হবে। কেননা, তারা আক্দ সম্পাদনকারী নয় (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারো কাছে অচল দিরহাম পাবে। আবার তার কাছে কেউ সচল দিরহাম পাবে। এক্ষেত্রে সে যদি এই শর্তে হাওয়ালা করে যে, ঐ ব্যক্তি অচল দিরহামই নিবে, তবে হাওয়ালা সহীহ্ হবে। তদ্রূপ যদি মুহীল محتال له -এর সাথে সচল দিরহামের পরিবর্তে অচল দিরহামের উপর এই শর্তে সুলেহ করে যে, মুহীল একে অমুক ব্যক্তির কাছে হাওয়ালা করে দিবে, তাহলে তা জাইয হবে। যদি محتال عليه নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায়, তবে মুহীল থেকে অচল দিরহাম উসুল করে নেওয়া হবে। মুহীলের কাছে একজনে দিরহাম পাবে এবং সে পাবে আরেকজনের কাছে দীনার। এ অবস্থায় সে যদি এই ঋণ করযদার ব্যক্তির উপর এই শর্তে হাওয়ালা করে যে, সে তাকে দীনার পরিশোধ করবে অথবা দীনার থেকে দিরহাম পরিশোধ করবে, তাহলে এ হাওয়ালা বাতিল হবে। কিন্তু যদি এই মাল তার কাছে আমানত বা গসবের ভিত্তিতে থাকে এবং তা যদি তার কাছে বিদ্যমান থাকে, তবে হাওয়ালা বাতিল হবে না (আল-কাফী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ হাওয়ালার দাবী এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণের মাসাইল

১. মাসআলা ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির বক্তব্য এই যে, সে ঋণদাতার প্রাপ্যকে অমুক ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিয়েছে এবং সে তা কবূলও করে নিয়েছে কিন্তু ঋণদাতা তা অস্বীকার করছে। এক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্য পেশ করতে বলা হবে। যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে এবং محتال عليه -ও হাযির থাকে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে ঋণের দায় হতে মুক্ত হয়ে যাবে। যদি محتال عليه অনুপস্থিত থাকে, তাহলে حق توقيت (সময় নির্ধারণ করা)-এর ক্ষেত্রে তার উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঐ সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। তারপর যদি محتال عليه উপস্থিত হয়ে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কথা স্বীকার করে নেয়, তাহলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে। অন্যথায় তাকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার জন্য তাকে হুকুম দেওয়া হবে। যদি সাক্ষিগণ অনুপস্থিত থাকে বা মারা যায়, তাহলে محتال عليه -এর থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এবং তার কাছে কসম কামনা করা হয়, তাহলে محتال عليه আল্লাহ্র নামে এ মর্মে কসম করবে যে, আল্লাহ্র কসম অমুক ব্যক্তি আমার উপর মালের দায় হাওয়ালা করে নি। যদি সে এর থেকে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তবে مطلوب ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে (আল-বাহ্রুর রাইক)।

২. মাসআলা ঃ মুহীলের অনুপস্থিতিতে محتال عليه যদি দাবী করে যে, মুহীলের নিকট অমুকের পাওনা হচ্ছে মদের মূল্য, তাহলে তার এ দাবী সহীহ্ হবে না। এমনকি এ ব্যাপারে সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন 'কাফালাহ্' এর ক্ষেত্রে বিধান রয়েছে। যদি محتال عليه محتال عليه-কে মাল হস্তান্তর করে তা মুহীল থেকে উসুল করে নিতে চায়, আর মুহীল বলে যে, হাওয়ালাকৃত মাল (المال المحتال به) হচ্ছে মদের মূল্য, তাহলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সত্ত্বেও তা শ্রুত হবে না। বরং মুহীলকে বলা হবে, তুমি প্রমাণ তা محتال عليه -কে পরিশোধ করে দাও। তারপর প্রতিপক্ষের সাথে বিবাদ কর। তারপর মুহীল যদি محتال له -এর বিপক্ষে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এটি (محتال به) শরাবের মূল্যই ছিল, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এরপর محتال عليه -এর ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে তার পাওনা মুহীল থেকে উসুল করে নিতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে তা محتال له-এর নিকট থেকেও উসুল করে নিতে পারবে (ওয়াজীয ঃ আল-কুদূরী)। যদি محتال له বিচারকের আদালতে এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, তার প্রাপ্য মাল মূলত মদের মূল্যের টাকাই ছিল, তাহলে محتال له এবং محتال عليه -এর মাঝে কোন বিবাদ আর বাকী থাকবে না। এহেন অবস্থায় যদি মুহীল উপস্থিত হয়ে এ কথা বলে যে, محتال له-এর এ বক্তব্য ঠিক নয়। বরং এ টাকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হচ্ছে ঋণের টাকা, তাহলে محتال له তার বক্তব্যকে বিশ্বাস করলে উক্ত মাল (ঋণ) পরিশোধ করা তার উপর অপরিহার্য হবে, কিন্তু محتال عليه-এর উপর কোন কিছুই অপরিহার্য হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্ত্রীর পাওনা মহরের দায় অন্য কারো যিম্মায় হাওয়ালা করে এবং محتال عليه ও ঐ হাওয়ালাকে গ্রহণ করে নেয়, তৎপর স্বামী উধাও হয়ে যায়, ইত্যবসরে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, মহিলার বিয়ে ফাসিদ ছিল এবং সে ফাসিদ হওয়ার কারণও বয়ান করে দেয়, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

যদি সে এ মর্মে দাবী করে যে, উক্ত মহিলা তার স্বামীকে মহরের দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত করে দিয়েছে অথবা বলে যে, তার স্বামী তার মহরানা পরিশোধ করে দিয়েছে অথবা বলে যে, মহরানার টাকার বিনিময়ে স্বামী তার কাছে কোন পণ্য বিক্রি করেছে এবং স্ত্রী ঐ পণ্য হস্তগতও করে নিয়েছে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু বিক্রিত পণ্য হস্তগত না করে থাকলে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কিছু মদ বিক্রি করল। তারপর বিক্রেতা ক্রেতার উপর অন্য কোন মুসলমানকে শর্ত সাপেক্ষে হাওয়ালা করল এবং বলে দিল যে, তোমার কাছে আমার যে এক হাজার দিরহাম পাওনা রয়েছে তা অমুক ব্যক্তি পরিশোধ করে নিবে।

তারপর তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেল। ক্রেতা বলল, এই হাজার দিরহাম বিক্রিত মদেরই মূল্য। কিন্তু বিক্রেতা বলল যে, না, ইহা বিক্রিত পণ্যেরই মূল্য; তাহলে বিক্রেতা মুহীলের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি محتال عليه মুহীলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। হাওয়ালা যদি শর্তযুক্ত না হয়ে শর্তহীন (مطلقة) হয়, তাহলে হাওয়ালা বাতিল হবে না। যদিও ক্রেতা (সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা) এ কথা প্রমাণিত করতে সক্ষম হয় যে, এই এক হাজার পাওনা মূলত মদেরই মূল্য (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ কেউই কারো কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে। আর পাওনাদার কাউকে ঐ এক হাজার উসুল করার জন্য করযদার ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করল এবং সে তা কবজা করে নিল। তখন মুহীল কবজাকারীকে বলল, আমার কাছে তো তোমার কোন পাওনা নেই। আমি তো তোমাকে উকীল হিসেবে আমার পক্ষ হতে ঐ মাল কবজা করার আদেশ করেছি, আর সে বলে যে, তোমার কাছে আমার এক হাজার পাওনা ছিল। সে মাল কবজা করার জন্যই তুমি আমাকে তার হাওয়ালা করেছো, তাহলে মুহীলের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

محتال عليه ঋণ পরিশোধ করার পর যদি তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, মুহীল বলে, তোমার কাছে আমার যে পাওনা ছিল সে জন্যই আমি ঋণের দায় তোমার যিম্মায় হাওয়ালা করেছি এবং محتال عليه বলে, আমার কাছে তোমার কোন পাওনা ছিল না, কাজেই আমার

প্রদত্ত টাকা আমি তোমার থেকে নিয়ে নিব, তাহলে محتال عليه -এর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। محتال له অনুপস্থিত থাকার কারণে মুহীল যদি محتال عليه থেকে তার পাওনা উসুল করে নিতে চায় এবং আমি উকীল হিসেবে বিষয়টিকে তার হাওয়ালা করেছিলাম, আমার কাছে তার কোন প্রাপ্য ঋণ নেই, এ অবস্থায় উক্ত মাসআলার সমাধান কি হবে, এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমি তার কথা বিশ্বাস করব না এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণও গ্রহণ করব না। কেননা, এরূপ করা অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর রায় জারি করার শামিল। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুহীলের বক্তব্য 'আমি তাকে উকীল নিযুক্ত করেছিলাম' কথাটি গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ দুজন সাক্ষীর একজনে বলল যে, সে তার মালের দায় এক ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়জনে বলল যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করে দেওয়ার জন্য সে তার যামানাত গ্রহণ করেছে। অথবা দায়মুক্তির কথা সে উল্লেখই করল না। এক্ষেত্রে পাওনাদার ব্যক্তি যদি হাওয়ালার দাবী করে, তবে মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, সাক্ষিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, محتال عليه উক্ত ঋণের ব্যাপারে জামিন হয়েছে। তবে মূল ঋণী ব্যক্তির দায়মুক্ত তা সাব্যস্ত হবে হাওয়ালা দাবীকারী ব্যক্তির স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। যদি দাবীকারী ব্যক্তি বলে যে, সে হাওয়ালা ছাড়াই জামিন হয়েছে, তাহলে মূল ঋণী ব্যক্তি দায়মুক্ত হবে না। এহেন অবস্থায় দাবীকারী ব্যক্তি ঋণের ব্যাপারে তাদের যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে (আল-মুহীত)।

দুই ব্যক্তির কাছে এক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। এমতাবস্থায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদ্বয় তার পাওনার বিষয়টি এমন ব্যক্তির যিম্মায় ন্যস্ত করে দিল যার কাছে তাদের পাওনা রয়েছে। এহেন অবস্থায় পাওনাদার ব্যক্তি হাওয়ালা চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি অস্বীকার করার পর তার দুই পুত্রে বা পিতাও দাদা তার বিপক্ষে এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, ঐ দুই ব্যক্তি তাদের ঋণের বিষয়টি ঐ ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করে দিয়েছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে। কিন্তু যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদ্বয়ের দুই পুত্র এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাদের দাবী করার অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য অস্বীকার করা অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায় মুক্তির শর্তে কাফালা চুক্তি সম্পাদন করলে হাওয়ালা চুক্তি বলে গণ্য হবে। আর আসীল তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট ঋণের দাবী করার শর্তে হাওয়ালা চুক্তি সম্পাদন করলে তা কাফালা বলে গণ্য হবে (আস-সিরাজিয়্যা)। যদি পাওনাদার নিজ করযদারের উপর কাউকে হাওয়ালা করে, অথচ মুহীলের উপর محتال له-এর প্রাপ্য কোন পাওনা নেই, তবে এটি ওয়াকালা হবে। হাওয়ালা হবে না (আল-খুলাসা)। কেউ কারো প্রতি একশ' কেজি গম হাওয়ালা করল, অথচ محتال عليه -এর কাছে মুহীলের কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাওনা নেই; এমনিভাবে মুহীলের উপর محتال له -এরও কোন পাওনা নেই; এ অবস্থায় محتال عليه যদি হাওয়ালার দায় কবূল করে নেয়, তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (আল-কিনায়া)। দালাল ব্যক্তি গ্রাম্য লোকদেরকে গম বা তুলার মূল্য বাবদ কিছু দিরহাম দিয়েছে, উদ্দেশ্য ছিল, এসব দিরহাম পরে ক্রেতার নিকট থেকে উসুল করে নিবে। কিন্তু পরবর্তীতে ক্রেতা নিঃস্ব হয়ে যাওয়ায় দালাল সে টাকা তার থেকে উসুল করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে ইস্‌তিহ্‌সানের দৃষ্টিতে দালাল এ টাকা গ্রহণকারী গ্রাম্য ব্যক্তি থেকে ফেরত নিয়ে নিবে। আমাদের দেশেও এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, দালাল গ্রাম্য ব্যক্তিকে নিজের পক্ষ হতে মাল দেয় এবং পরে তা উসুল করে নেয়। এটি এমন হল, যেন বিক্রেতা কোন ব্যক্তিকে ক্রেতার হাওয়ালা করে দিল। শায়খ (র) বলেন, বুখারা শহরে দালাল এক সম্প্রদায় আছে শহরে তাদের দোকান আছে, গ্রামের লোকেরা গ্রাম থেকে শহরে এসে তাদের সে দোকানে নিজেদের মাল উঠায়। তারপর দালাল লোকেরা তাদের সে মালামাল বিক্রি করে দেয়। কখনো গ্রাম্য লোকদের তাড়া থাকে তখন দালালরা তাদেরকে তাদের মালের দাম দিয়ে দেয়, তারপর তারা আসল ক্রেতার নিকট থেকে এর মূল্য নিয়ে নেয় (আল-কিনয়া)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট কিছু মাল (বিক্রির জন্য) হাওয়ালা করল। তারপর محتال له ঐ মাল محتال عليه -এর নিকট বিক্রি করল। এহেন অবস্থায় সে যদি বিক্রিত মালের মূল্য কবজা না করে, তবে এই আক্‌দ সহীহ্ হবে না। কেননা, এটিও এক প্রকারের বেচাকেনা (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট এক দীনার দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল।

তারপর দীনার বিক্রেতা দিরহাম বিক্রেতার নিকট দীনারটি হস্তান্তর করে দিল। কিন্তু এখনো সে দিরহামসমূহ কবজা করে নি। এহেন অবস্থায় তৃতীয় কোন ব্যক্তি যদি তার নির্দেশে অথবা তার নির্দেশ ছাড়াই ঐ দিরহামসমূহের কাফীল হয়, তবে এ কাফালত (জামিন হওয়া) জাইয হবে। আকদের মজলিস থেকে তারা আলাদা হওয়ার আগেই যদি ঐ দশ দিরহামের হকদার ব্যক্তি আসীল এবং কাফীলকে এর থেকে দায়মুক্ত করে দেয়, তবে কাফীল তার কাফালত থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। চাই সে তা কবূল করুক বা না করুক। কেননা, এটি কাফীলের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দায়মুক্তি। আর কিছু নয়। কিন্তু مكفول عنه (যার পক্ষ হতে দায় গ্রহণ করা হয়)-এর ক্ষেত্রে হুকুম এর থেকে ভিন্নতর হবে। অর্থাৎ সে যদি দায়মুক্তির বিষয়টি কবূল করে নেয়, তবে তা সহীহ্ হবে। অন্যথায় সহীহ্ হবে না। উল্লেখ্য যে, যদি উক্ত দিরহামসমূহের ব্যাপারে কেউ কাফীল না হয় বরং দিরহাম বিক্রেতা নিজেই তা হস্তান্তরের বিষয়টি অন্য কোন উপস্থিত ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করে দেয় এবং তা সে কবূলও করে নেয়, তাহলে এ হাওয়ালা জাইয হবে। তবে আকদের মজলিসেই ঐ দিরহাম কবজা হয়ে যাওয়া শর্ত। আক্‌দ সম্পাদনকারী ব্যক্তিদ্বয় মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগেই যদি محتال له -محتال عليه -কে উক্ত দিরহামসমূহ পরিশোধ করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়, তবে এ দায়মুক্তি সহীহ্ হবে এবং সম্পাদিত বায়‘ সরফ নাকচ হয়ে যাবে। সে ابراء তথা দায়মুক্তির বিষয়টি কবূল করুক বা না করুক। যার কাছে দিরহাম পাওনা আছে যদি তার নির্দেশ ব্যতীত

হাওয়ালা চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহলে محتال عليه ও দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, এটি তার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দায়মুক্তি (ابراء)। অবশ্য দিরহাম বিক্রিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি তার সম্মতি ও গ্রহণ করার উপর নির্ভরশীল থাকবে (খাযানাতুল মুফ্‌তীন)। ফাসিদ হাওয়ালার ক্ষেত্রে যদি محتال عليه দায়বদ্ধ ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে তার ইখতিয়ার থাকবে; ইচ্ছা করলে সে দীনার কবজাকারী ব্যক্তির নিকট হতে নিজের পাওনা রুজু করে নিবে, আবার ইচ্ছা করলে মুহীলের নিকট হতেও নিজের পাওনা উসুল করে নিতে পারবে (আল-খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ যদি পাওনাদার ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর এই শর্তে হাওয়ালা করে যে, محتال له-এর ইখতিয়ার থাকবে, তাহলে তা জাইয হবে এবং তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। সে ইচ্ছা করলে হাওয়ালাকে বহাল রাখতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে মুহীলের নিকট হতে তা পরিশোধ করে নিতে পারবে। অনুরূপভাবে যদি এই শর্তের উপর হাওয়ালা করে যে, محتال له যখন ইচ্ছা তার পাওনা মুহীলের নিকট হতে উসুল করে নিতে পারবে, তবে এই হাওয়ালাও জাইয হবে এবং এক্ষেত্রে محتال له -এর ইখতিয়ার থাকবে, সে যে কারো নিকট থেকে ইচ্ছা তার পাওনা উসুল করে নিতে পারবে (আল-মুহীত)।

এক ব্যক্তি এই শর্তের ভিত্তিতে কিছু মাল বিক্রি করল যে, বিক্রেতা তার পাওনাদার ব্যক্তিকে ক্রেতার হাওয়ালা করবে, তাহলে এ বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এমন একটি শর্ত যা আকদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কিন্তু সে যদি এই শর্তে বিক্রি করে যে, মূল্যের দাং সে তার থেকে গ্রহণ করবে, তবে এ বিক্রি সহীহ্ হবে। কেননা, এতে আকদের দাবী আরো শক্তিশালী হয়েছে (আল-কাফী)।

বিক্রেতা যদি নিজের পাওনাদার ব্যক্তিকে তার পাওনাসহ ক্রেতার উপর শর্তযুক্ত করে হাওয়ালা করে, তবে মাল আটকিয়ে রাখার হক বিক্রেতার আর থাকবে না। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে ঐ ব্যক্তির হাওয়ালা করে যে তার কাছে দেনাদার তাহলে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুসারে এক্ষেত্রে বিক্রেতার বিক্রিত পণ্য আটকিয়ে রাখার হক হাসিল থাকবে।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে একশ' দিরহামের বিনিময়ে একটি পশু খরিদ করল এবং সে তা কবজাও করে নিল। তারপর ক্রেতা বিক্রেতার মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি অন্য কোন ব্যক্তির হাওয়ালা করল। এরপর ক্রেতা উক্ত পশুর মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পেয়ে আদালতের ফায়সালা সাপেক্ষে তা বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দিল, তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট নিতে পারবে না। তবে বিক্রেতা মূল্য ফেরত প্রদানের বিষয়টি محتال عليه -এর হাওয়ালা করে দিবে। চাই সে উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যে, সে محتال عليه-এর নিকট হতে ঐ একশ' দিরহাম বুঝে পায়নি। এমনিভাবে ক্রেতা যদি আদালতের ফায়সালা ছাড়া পশুটি ফেরত দিয়ে দেয়, তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায়ও বিক্রেতার নিকট হতে ঐ টাকা সে ফেরত পাবে না। ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাওয়ায় বিচারক যদি তা বাতিল করে দেয় এবং এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারণে ক্রেতা যদি ঐ পশু রদ করে দেয়, তাহলে ক্রেতা محتال عليه-এর কাছে তার যে পাওনা রয়েছে তা পুরাপুরি উসুল করে নিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ محتال عليه হাওয়ালার বিষয়টি কবুল করে নেওয়ার পর محتال له এ বিষয়ের কোন লিখিত বক্তব্য তার নিকট হতে হস্তগত করে নিল, তারপর সে মুহীলকে বলল যে, محتال عليه নিঃস্ব হয়ে গেছে। তখন মুহীল তাকে বলল, তাহলে তার থেকে যে কাগজটি নিয়েছো তা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও এবং হাওয়ালার বিষয়টি বাদ দাও। তারপর সে ঐ লেখাটি পাঠিয়ে দিল কিন্তু মুখে কিছুই বলল না, তাহলে হাওয়ালা ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি লেখাটি ফেরত প্রদান সম্পর্কে কোন কথা না বলে মুহীলের কিছু মাল তার উপর বিজয়ী হয়ে নিয়ে যায়, তাহলে দেখতে হবে যে, মুহীল এ মাল স্বেচ্ছায় প্রদান করেছে কিনা ? যদি স্বেচ্ছায় প্রদান করে থাকে, তবে মুহীল محتال عليه -এর নিকট হতে তার প্রাপ্য হক নিয়ে নিবে (আল-খুলাসা)।

যদি ক্রেতা-বিক্রেতাকে তার প্রাপ্য মূল্যের বিষয়টি কোন ব্যক্তির যিম্মায় হাওয়ালা করে, তবে বিক্রেতা বিক্রিত পণ্য আটক রাখতে পারবে না। তদ্রূপ যদি বন্ধকদাতা বন্ধকী মাল বন্ধক গ্রহীতার নিকট হাওয়ালা করে দেয়, তবে সে ঐ মাল ধরে রাখতে পারবে না (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

ক্রেতা যদি পণ্য মূল্যের বিষয়ে কাউকে কাফীল বানায়, তারপর ঐ কাফীল এই মালের বিষয়ে বিক্রেতাকে অন্য কোন ব্যক্তির হাওয়ালা করে, এরপর বিক্রেতা যদি দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে ক্রেতার নিকট হতে পণ্য মূল্য লাভ করতে চায়, তবে সে তা করতে পারবে না (আয-যাখীরা)।

অধ্যায় ঃ বিচারকের আদব ও নীতিমালা

[এ অধ্যায়ে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আদব ও কাযার অর্থ, কাযার প্রকারভেদ এবং এর শর্তাবলীর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ মানুষের সাথে লেনদেন এবং আচার-আচরণের ক্ষেত্রে উত্তম ব্যবহার, সদ্ভাব প্রদর্শন এবং উন্নত গুণাবলীতে নিজেকে বিভূষিত করাকে আদব বলা হয়। বিচারকের আদব অর্থাৎ তার জন্য উত্তম হল, শরীআত অনুমোদিত আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, জুলুম উৎখাত করা, কোন ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করা, হুদূদে শরীআত তথা দণ্ডবিধি প্রয়োগের বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং নিজে সুন্নাত তরীকার উপর চলা। কাযা (قضاء) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, الزام (সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া); اخبار (সংবাদ প্রদান করা) فراغ (সম্পন্ন করা, ফারিগ হওয়া) এবং تقدير (ভাগ্য বা নিয়তি) শরীআতের পরিভাষায় কাযা বলা হয় قول ملزم يصدر عن ولاية عامة সার্বজনীন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষ হতে জারীকৃত এমন বক্তব্য যা মেনে নেওয়া অপরিহার্য (খাযানাতুল মুফ্‌তীন)। প্রকৃত পক্ষে কাযা হচ্ছে এমন অকাট্য ফারীযা (বিধি-বিধান) ও অনুসরণীয় সুন্নাত যা বাস্তবায়িত করেছেন সাহাবা, তাবিঈন এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য যে, কাযা তথা ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা ইসলামী শরীআতের ফরযে কিফায়া (আল-কাফী)।

২. মাসআলা ঃ বিচারকার্যের যোগ্যতার ভিত্তিতে منصب قضاء (বিচার কার্যের দায়িত্বভার) গ্রহণের বিষয়টি পাঁচ প্রকার। (১) কাযা গ্রহণ করা ওয়াজিব। এটা তখনই হবে যখন বিচার কার্য সম্পাদনের দায়িত্বভার কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং সেখানে তিনি ছাড়া এ কাজের কোন যোগ্য ব্যক্তি না থাকে। (২) কাযা গ্রহণ করা মুস্তাহাব। এটা তখনই হবে যখন বিচার কার্য আঞ্জাম দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ছাড়াও আরো যোগ্য মানুষ থাকে। কিন্তু তিনি অধিকতর যোগ্য। (৩) কাযা গ্রহণ করা ইখতিয়ারাধীন। এ হুকুম তখনই হবে যখন বিচার কার্য আঞ্জাম দানের যোগ্যতার ক্ষেত্রে তিনি এবং অপর ব্যক্তি সমপর্যায়ের। এক্ষেত্রে তিনি স্বাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবেন কিংবা প্রত্যাখ্যানও করতে পারবেন। (৪) কাযা গ্রহণ করা মাকরূহ্। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এ দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হন। কিন্তু অন্য ব্যক্তি তাঁর থেকেও অধিক উপযুক্ত। (৫) কাযা গ্রহণ করা হারাম। এ হুকুম ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে বিচার কার্য আঞ্জাম দানের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্ষেত্রে নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে অবগত এবং এ বিষয়েও অবগত যে প্রবৃত্তি পূজার কারণে সে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে অপারগ। যদিও তার এ অভ্যন্তরীণ ত্রুটির কথা অন্য মানুষে না জানে। এহেন অবস্থায় তার জন্য বিচারকার্যের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করা হারাম (খাযানাতুল মুফ্তীন)।

৩. মাসআলা ঃ কাযী বা বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করা সহীহ্ হবে না, যতক্ষণ না নিযুক্ত ব্যক্তির মাঝে সাক্ষ্য প্রদানের শর্তসমূহ পাওয়া যাবে (আল-হিদায়া)। যেমন মুসলমার হওয়া; মুকাল্লাফ হওয়া; আযাদ হওয়া; অন্ধ না হওয়া (দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হওয়া); হদ্দে কযফ না হওয়া; বধির এবং মূক না হওয়া। বিশুদ্ধতম মতানুসারে الطرش অর্থাৎ যে ব্যক্তি বড় আওয়াজের কথা শুনে কিন্তু ছোট আওয়াজের কথা শুনে না সে কাযী তথা বিচারক হতে পারবে (আন-নাহ্রুল ফাইক)। বিচারকের জন্য ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সহীহ্ মতে ইজতিহাদের যোগ্যতা اولوية তথা অগ্রাধিকার লাভের জন্য শর্ত। (বিশুদ্ধতার জন্য শর্ত নয়) (আল-হিদায়া)। সুতরাং যদি কোন জাহিল বা মূর্খ ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা হয় এবং তিনি অন্যের ফাতওয়ার ভিত্তিতে বিচার কার্য পরিচালনা করেন, তবে তা জাইয হবে (আল-মুলতাকাত)। এতদ্সত্ত্বেও শরীআতের বিধি নিষেধের ব্যাপারে যে ব্যক্তি জাহিল এবং অজ্ঞতাকে বিচারকের দায়িত্বভার প্রদার করা সমীচীন নয়। এমনিভাবে আমাদের মাযহাবে বিচারকের পদ গ্রহণ করা জাইয হওয়ার জন্য আদালত তথা ন্যায়-নিষ্ঠা শর্ত নয়। বে এটি কামাল (كمال) তথা পূর্ণতার জন্য শর্ত হিসেবে গণ্য। কাজেই ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা জাইয আছে এবং ফায়সালা কার্যকরীও হবে যদি সে বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে শরীআত নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন না করে। তবুও ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারকের দায়িত্ব না দেওয়া উচিত (আল-বাদাই)। আদিল ব্যক্তিকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করার পর সে ফাসিক হয়ে গেলে, সে এই পবিত্র দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। কিন্তু পদচ্যুত হবে না। অধিকাংশ মাশায়েখ কিরাম এই অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন। তবে রাষ্ট্র প্রধানের উপর অপরিহার্য হল, তাকে এই দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত করে দেওয়া (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি এই শর্তে কাউকে বিচারক নিয়োগ করে যে, সে ফিসক তথা অন্যায় কাজ করলে এই দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত হয়ে যাবে, তাহলে অন্যথায় করার সাথে সাথে পদচ্যুত হয়ে যাবে (বায্যাযিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ ন্যায়-পরায়ণ এবং জালিম উভয় প্রকারের বাদশাহর পক্ষ থেকেই বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা জাইয আছে, তবে জালিম বাদশাহ্র তরফ থেকে তখনই এ দায়িত্ব গ্রহণ করা জাইয হবে যদি বিচারক ন্যায়সঙ্গত রায় দিতে সক্ষম হয় জালিম বাদশাহ শরীআতের বিধান বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় যদি বিচারকের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত রায় দেওয়া সম্ভব না হয়, জালিম বাদশাহ এবং কাযীকে স্বাধীনভাবে শরীআতের কোন কোন বিধান জারি করতে না দেয়, তাহলে এরূপ জালিম বাদশাহর অধীনে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত নয়। মাগনাকী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কাযীর পক্ষে অন্যায় অত্যাচারে জালিম বাদশাহর আনুগত্য করা এবং বাধ্য থাকা

জাইয নয়। মুলতাকাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যে বাদশাহর পক্ষ হতে বিচারকের পদ গ্রহণ করা হবে তার মুসলমান হওয়া শর্ত নয় (আত-তাতার খানিয়্যা)। বাগী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিদ্রোহকারী গভর্নরের পক্ষ হতে বিচারকের পদ গ্রহণ করা জাইয আছে। আসল গ্রন্থের 'খাওয়ারিজ' পরিচ্ছেদে এ কথা বর্ণিত আছে যে, বিদ্রোহী দলের লোকেরা কোন শহর দখল করে সেখানকার কোন একজনকে কাযী বানায়। তারপর সে কাযী কতেক বিষয়ে আইন জারি করার পর ঐ শহরের পূর্বতন বৈধ কর্তৃপক্ষ তা পূর্ণ দখল করে নেয়, তারপর পূর্ববর্তী বিচারকের কোন ফায়সালা যদি বৈধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত বিচারকের আদালতে উত্থাপিত হয়, তাহলে যে সব ফায়সালা আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে করা হয়েছে তা কার্যকরী হবে। পক্ষান্তরে ফায়সালাটি যদি বিতর্কিত হয় এবং এ রায়ের অনুরূপ যদি কোন ফকীহ্ রায় প্রদান করে থাকেন, তবে এ সিদ্ধান্তটিও বলবৎ থাকবে; যেমন অপরাপর বিচারকগণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ইমাম খাস্সাফ (র) 'আদাবুল কাযী' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, বিদ্রোহী সম্প্রদায় কর্তৃক নিয়োজিত বিচারক যদি কোন বিষয়ে আদেশ জারি করেন, তাহলে যথাযথ বৈধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত বিচারক তার সে ফায়সালাকে কার্যকরী করবেন না। কিন্তু কিতাবুল আকযিয়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তা কার্যকরী করবেন। তার মতে এ জাতীয় বিচারকগণ বৈধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত ফাসিক[১] বিচারকরে অনুরূপ বলে গণ্য হবে এবং বিশুদ্ধতম মতানুসারে তারাও বিচারক হতে পারবে। ফকীহ্ আবুল লায়স (র) নাওয়াফিল গ্রন্থের আদবুল কাযী অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, বিদ্রোহী শাসক যদি কোন শহরের কাযী পদে কাউকে নিয়োগ দান করে এবং ঐ কাযী কোন ব্যাপারে বিতর্কিত ফায়সালা করেন, তারপর অন্য কোন কাযীর নিকট ঐ ব্যাপারটি পেশ করা হল, তবে যদি ঐ ফায়সালা তাঁর রায়ের অনুরূপ হয়, তাহলে তিনি তা বলবৎ রাখবেন। আর তা তাঁর রায়ের বিপরীত হলে বাতিল করে দিবেন। তখন এটি অকাট্য হুকুমের অনুরূপ বলে গণ্য হবে।

৫. মাসআলা ঃ ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিদ্রোহী শাসকের পক্ষ হতে বিচারক নিয়োগ করা সহীহ্ আছে। শুধুমাত্র বিদ্রোহী শাসকদের জয়যুক্ত হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী বৈধ কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত কাযী তার পদ থেকে বরখাস্ত হবে না। বিদ্রোহী শাসক কর্তৃক বৈধ কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত বিচারকদেরকে তাদের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা জাইয আছে। সুতরাং যদি কোন বিদ্রোহী শাসক শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে তার নিযুক্ত বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী হবে না, যদি বৈধ কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয়বার তাদেরকে এ দায়িত্বে পুনঃবহাল না করে। ফাতাওয়া গ্রন্থে আরো আছে যে, জুমুআর নামায এমন বিদ্রোহী ব্যক্তির পিছনেও জাইয আছে যার নিকট খলীফার পক্ষ হতে কোন ফরমান নেই যদি জনগণের সাথে তার আচার ব্যবহার অনুরূপ হয়। অর্থাৎ যদি সে জনগণের মাঝে রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় আইনের শাসন জারি করে। কেননা, এতে বাদশাহী সাব্যস্ত হবে এবং শর্তও বিদ্যমান হবে।

১. এমন বিচারক যারা ঘুষ গ্রহণ করে, মদ খায় এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় ইত্যাদি। যারা এ জাতীয় কাজ করবে তারা ফাসিক বলে গণ্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য মুস্তাহাব হল, বিচারকার্যের দায়িত্বভার এমন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা যে, ধনবান ও প্রাচুর্যশালী, যাতে তিনি অন্যের মালের প্রতি লোভ না করেন (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। কিতাবুল আকযিয়া গ্রন্থের প্রণেতা কাযী আবূ জা'ফর (র) 'কারা কারা বিচারক হওয়ার যোগ্য' এ সম্পর্কে আলোচনা করার পর এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, কেবলমাত্র এমন ব্যক্তিই ফাতওয়া প্রদান করবেন, যিনি ন্যায়-পরায়ণ এবং কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে সম্যক অবগত। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি অন্য কারো নিকট হতে কোন মাসআলা শুনে সে মুতাবিক ফাতওয়া প্রদান করে, তবে তিনি যদি ও উপরোক্ত বিষয়সমূহের আলিম নয় তথাপিও তাঁর ফাতওয়া প্রদান করা জাইয আছে। কেননা, তিনি তো মুফতী থেকে শোনা কথা বর্ণনা করেছেন। কাজেই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবী (বর্ণনাকারী)-এর যে হুকুম তাঁর ক্ষেত্রেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ তার মধ্যে আকল, (জ্ঞান-বুদ্ধি) (স্মৃতি শক্তি); আদালত (ন্যায়-পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা) এবং ফাহম ও উপলব্ধি শক্তি (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ উসুলবিদ আলিমদের সিদ্ধান্ত এই যে, ইজতিহাদের গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই মুফতী হতে পারবেন। যার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই, কিন্তু মুজতাহিদ ফকীহ্দের কথা তার মুখস্ত আছে; সে মুফতী হিসেবে গণ্য হবে না। এ জাতীয় ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল, যখন তাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে তখন সে মুজতাহিদ ব্যক্তি যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বক্তব্য হিকায়াতস্বরূপ বর্ণনা করবে। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমাদের বর্তমান যামানায় যে সব ফাতওয়া প্রদান করা হচ্ছে; মূলত তা ফাতওয়া নয়, বরং এ হচ্ছে মুফতীদের বক্তব্য নকল করা মাত্র উদ্দেশ্য হল, যাতে ফাতওয়া প্রার্থী এর উপর আমল করতে পারে। মুজতাহিদের বক্তব্য নকল করার দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে। (১) হয়তো মুজতাহিদের বক্তব্য উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে নকলকারী ব্যক্তি তার থেকে শুরু করে মুজতাহিদ ব্যক্তি পর্যন্তের সূত্রও এতে উল্লেখ করবে। (২) অথবা ফিক্হ এর সুপ্রসিদ্ধ কোন কিতাব থেকে ইবারত নকল করে সে মুতাবিক মাসআলা প্রদান করবে। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কিতাবসমূহ যা মুজতাহিদ ফকীহ্গণের নিকট অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। কেননা, এগুলোও খবরে মতাওয়াতির (خبر متواتر) এবং খবরে মশহুরের (خبر مشهور) এর পর্যায়ভুক্ত। ইমাম রাযী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে বুঝা যাচ্ছে যে, আমাদের যামানায় যদি نوادو (দুর্লভ) রিওয়ায়াতের কোন কপি পাওয়া যায়, তবে এ জাতীয় কিতাবের কোন বক্তব্যকে ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়। অবশ্য যদি ঐ কিতাবসমূহে কোন প্রসিদ্ধ কিতাব যেমন হিদায়া ও মাবসূত ইত্যাদির বরাত উল্লেখ থাকে, তবে তা গ্রহণ করাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে নির্ভর করা হবে এই প্রসিদ্ধ কিতাবের উপর দুর্লভ রিওয়ায়াত সম্বলিত কিতাবের উপর নয় (আল-বাহ্রুর রাইক)।

৯. মাসআলা ঃ ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, মুফতীর জন্য মুজতাহিদ হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য (আয-যহীরিয়্যা)। মুলতাকাত নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল ফাতওয়া প্রদানের তুলনায় নির্ভুল ফাতওয়ার সংখ্যা বেশী হয়, তবে সে মুফতীর জন্য ফাতওয়া প্রদান করা জাইয আছে। পক্ষান্তরে মুফতী ব্যক্তি যদি ইজতিহাদের যোগ্যতা

৬. মাসআলা ঃ এ পর্যায়ে বাগী বা বিদ্রোহী শাসকের পরিচয় জানা আবশ্যক। শরীআতের পরিভাষায় বিদ্রোহী বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে অন্যায়ভাবে ইমামে বর হক অর্থাৎ বৈধ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরোধিতা করে এবং তার প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। উক্ত বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ হলঃ যখন মুসলমানগণ সকলেই কোন এক ইমাম অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের নের্তৃত্বের ব্যাপারে একমত এবং তাঁরা সকলেই তার নের্তৃত্বে নিরাপদ অবস্থায় আছেন, এ অবস্থায় মুসলমানদের একটি দল যদি তার নেতৃত্ব থেকে বের হয়ে আসে তবে তাঁর কারণ খুঁজে দেখতে হবে। যদি তাদের প্রতি কৃত জুলুমের কারণে তারা বের হয়ে আসে, তাহলে তারা বিদ্রোহী হবে না। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উচিত হবে তাদের প্রতি জুলুম বর্জন করে তাদের মাঝে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এ পর্যায়ে জনগণের জন্য উচিত হবে না বের হয়ে আসা লোকদের বিপক্ষে গিয়ে শাসকের সাহায্য করা। কেননা, এটা হবে জুলুমের ব্যাপারে সহায়তা দান। তদ্রূপ এক্ষেত্রে শাসকের বিরুদ্ধে ঐ দলকে সাহায্য করাও জনগণের উচিত হবে না। কেননা, এ কাজ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিষয়ে সহায়তা দান। পক্ষান্তরে যদি জুলুমের কারণে তারা তার নের্তৃত্ব থেকে বের হয়ে না আসে, বরং তারা হক ও নেতৃত্বের দাবী করে এবং বলে যে, হক ও ন্যায় আমাদের সাথে আছে তাহলে তারা বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে। এহেন অবস্থায় যুদ্ধ করতে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হবে এসব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানকে সাহায্য করা। কেননা, তারা নবী করীম (সা) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছে। তিনি তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে বলেছেন- لعن الله من الفتنة نائمة ايقظها 'ফিতনা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। যে ব্যক্তি এই ঘুমন্ত ও সুপ্ত ফিতনাকে জাগ্রত করে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন।' যদি কিছু সংখ্যক লোক বিদ্রোহ করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করে কিন্তু বিদ্রোহ করার সংকল্প না করে তবে রাষ্ট্রপ্রধান তাদের পেছনে লাগবেন না অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। আমাদের যামানায় বিজয়ী হওয়ার উপর হুকুম আবর্তিত হবে। কারা ন্যায়-নীতিতে অবিচল এবং বৈধ কর্তৃপক্ষ এবং কারা বিদ্রোহী তা জানা বর্তমানে বড়ই দুষ্কর। কেননা, বর্তমানে সকলেই পার্থিব লালসায় লিপ্ত (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ কাযী (বিচারক) নিয়োগ করা ফরয (আল-বাদাই)। মুসলমানদের জন্য এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যকীয় কাজ। যে ব্যক্তি অধিক জ্ঞাত, অধিক ক্ষমতাবান, অধিক সম্মানিত, বিপদ-আপদে অধিক ধৈর্যশীল এবং যার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় আছে সেই বিচারক হওয়ার জন্য অধিক যোগ্য। বিচারক নিয়োগকারী ব্যক্তির কর্তব্য হলো একমাত্র আল্লাহ্কে রাযী খুশী করার জন্য এ কাজ করা এবং যে ব্যক্তি তার বিবেচনায় উত্তম, তাকেই এ পদের জন্য নিয়োগ দান করা। কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন- من قلد انسانا عملا وفى رعيته من هو اولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين যদি কেউ কোন মানুষকে কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করে এমন অবস্থায় যে, তার প্রজাবর্গের মাঝে তার চেয়েও উত্তম লোক বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের জামাআতের সাথে খিয়ানত করল (আত-তাবয়ীন)। ফকীহ্গণ বলেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পন্ন না হয়, তবে তার জন্য ফাতওয়া দেওয়া জাইয হবে না। অবশ্য হিকায়েতস্বরূপ সে তা করতে পারবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় ফুকাহায়ে কিরামের যে সব অভিমত তার মুখস্ত আছে সে তা জনসাধারণের নিকট পেশ করতে পারবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)। ফাসিক ব্যক্তি মুফতী হতে পারে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, সে মুফতী হবার যোগ্য নয়। আল্লামা আয়নী (র) বলেন, মুতাআখখিরীন তথা পরবর্তীকালের ফকীহ্দের অনেকেই এ মতটি গ্রহণ করেছেন। মাজমা এবং শরাহ (ব্যাখ্যা) গ্রন্থে এই অভিমতের উপরই আস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে। মুফতী ব্যক্তির মুসলমান হওয়া এবং জ্ঞানবান হওয়া যে শর্ত এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, মুফতী হওয়ার জন্য সচেতনতা এবং বিচক্ষণতাও শর্ত। তবে আযাদ হওয়া; পুরুষ হওয়া এবং বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া মুফতীর জন্য শর্ত নয়। কাজে কোন বোবা ব্যক্তি যদি ইশারা-ইঙ্গিতে এমনভাবে ফাতওয়া প্রদান করে যে, এতে তার বক্তব্য পরিষ্কার বুঝা যায়, তাহলে তা সহীহ্ হবে। এমনকি বাক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কোন বোবা ব্যক্তিকে ايجوز هذا (এ কাজটি কি জাইয?) বলে প্রশ্ন করার পর সে যদি মাথা নেড়ে এর প্রতি হাঁ সূচক সম্মতি ব্যক্ত করে, তবে তার ইশারার উপর আমল করা জাইয হবে। মুফতীর জন্য সমীচীন হল, মানবতা বিরোধী কাজ থেকে বেঁচে থাকা তাকে অবশ্যই ফকীহুন নফ্স বা স্বভাব ফকীহ্ এবং শান্ত প্রকৃতির হতে হবে। এমনিভাবে তার লেনদেন এবং আচার-আচরণও সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশুদ্ধ মতানুসারে যে ব্যক্তি ফাতওয়া দানের যোগ্য তার পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করা মাকরূহ্ নয়। রাষ্ট্র প্রধান এবং কর্তা ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল, মুফতীদের যোগ্যতা এবং অযোগ্যতার ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখা এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে ফাতওয়া প্রদানের এ মহান ব্রত থেকে বিরত রাখা (আন-নাহ্রুল ফাইক)।

১০. মাসআলা ঃ ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে বহু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম শর্ত হল, মুফতীকে অবশ্যই পর্যায়ক্রমিকতার প্রতি যত্নবান থাকতে হবে এবং ফাতওয়া প্রার্থীদের মাঝে ইনসাফ পূর্ণ আচরণ করতে হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আগে ইস্তিফতা (ফাতওয়া প্রার্থনা) করেছে তাকে অগ্রে জবাব দিতে হবে। এক্ষেত্রে সে মালদার আমীর-উমারা এবং রাজা-বাদশাহদের সহচর এবং পরিষদবর্গের প্রতি কোন রূপ পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করতে পারবে না। বরং যে আগে পাওয়ার যোগ্য তার ফাতওয়া আগে লিখে দিবে। এক্ষেত্রে ধনী-গরীবের পার্থক্য করা যাবে না। তবেই পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে। মুফতীর আদবের মধ্যে অন্যতম হল, কোন মাসআলার ব্যাপারে লিখিতভাবে মুফতীকে প্রশ্ন করা হলে সে তা তা'যীমের সাথে গ্রহণ করবে এবং প্রশ্ন খুব মনোযোগের সাথে কয়েকবার করে পড়বে। যখন মাসআলাটি তার নিকট সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যাবে তখন এর জবাব লিখবে। ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে শর্ত হল, সাধারণ মানুষের ন্যায় ফাতওয়া লেখা কাগজ ছুড়ে মারবে না। কেননা এতে আল্লাহ্র নাম লেখা থাকতে পারে। আর আল্লাহ্র নামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ওয়াজিব। মুফতী যখন মাসআলার জবাব লিখবে তখন তার জন্য বাঞ্ছনীয় হল, জবাবের শেষে والله اعلم (এ সম্পর্কে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত) বা অনুরূপ কথা লিখে দেওয়া। যদি কোন মাসআলা ইতিকাদী বিষয়ের হয় এবং এক্ষেত্রে আহলুস-সুন্নাত ওয়াল

জামাআতের লোকেরা সকলে একমত হয়, তাহলে জবাবের শেষে والله الموفق وبالله التوفيق বা وبالله العصمة লেখা বাঞ্ছনীয় (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। পূর্ববর্তীকালে কোন কোন মুফতী মাসআলার কাগজসমূহ মহিলা বা বালকের নিকট থেকে গ্রহণ করতেন না, বরং তাদের শিষ্যগণ তাদের হাত থেকে তা নিয়ে জমা করতেন, তারপর তা তাদের সামনে পেশ করতেন। ইলমের তা'যীম করার লক্ষ্যেই তারা এরূপ করতেন। তবে উত্তম হল, মুফতী সকলের নিকট হতে নিজেই তা বিনয়ের সাথে গ্রহণ করবেন। যুবক ব্যক্তি যদি রিওয়ায়াতসমূহের হাফিজ হয়। দিরায়েত সম্পর্কে প্রাজ্ঞ হয়, খাহিশাত তথা প্রবৃত্তি পূজার এবং সন্দেহজনিত কাজে নিমগ্ন না থাকে, তবে তার জন্য ফাতওয়া দেওয়া জাইয হবে। আলিম ব্যক্তি বয়সে ছোট হলেও আল্লাহ্র কাছে অনেক বড়। আর জাহিল বা মূর্খ ব্যক্তি বয়সে বড় হলেও আল্লাহ্র কাছে সে অনেকটা ছোট (আল-বাহ্রুর রাইক)।

১১. মাসআলা ঃ মুফতীর জন্য অপরিহার্য হল, ধৈর্যশীল, সহনশীল, নম্র-ভদ্র এবং হাস্যমুখ হওয়া (সিরাজিয়্যা)। মুফতীর জন্য শোভনীয় নয় জিজ্ঞেস না করা অবস্থায় ফাতওয়া প্রদান করা। ফাতওয়া ভুল হলে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে লজ্জা এবং সংকোচবোধ উচিত নয় (আন-নাহ্রুল ফাইক)।

মাসাইল সংশোধনের জন্য হিসাব সম্পর্কে অবগত থাকার যে শর্ত রয়েছে, এর দুটি অবস্থা হতে পারে। মুফতী যে মাযহাবের অনুসারী তার সে মাযহাবের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। এক্ষেত্রে শর্ত হল, মুফতীকে নিজ ইমামের মাযহাবের ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবগত হতে হবে এবং তাঁর ফাওয়ায়িদ, মূলনীতি ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। পক্ষান্তরে যে সব লোক মাসাইলের উসূল সম্পর্কে প্রাজ্ঞ এবং যারা আইম্মায়ে কিরামের বিতর্কিত মাসাইল নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করে তাদের জন্য উচিত নয় শরীআতের ফরূঈ (শাখাগত) বিষয়াদি সম্পর্কে ফাতওয়া প্রদান করা। অসংঘটিত কোন বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করা ওয়াজিব নয়। ফাতওয়ার ক্ষেত্রে কোন রূপ অলসতা, উদাসীনতা এবং অবহেলা প্রদর্শন করা, এমনিভাবে স্বার্থহানী হওয়ার আশংকায় কোনরূপ কৌশল অবলম্বন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। মাসআলা জানা আছে, তা সত্ত্বেও অন্যকে জব্দ করার জন্য ফাতওয়া প্রার্থনা করা হারাম। মুফতীর স্বভাব-চরিত্র যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় অর্থাৎ তার মেজাজ যদি স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, তবীয়তের ভারসাম্যতা যদি তার নষ্ট হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায় তার জন্য ফাতওয়া দেওয়া উচিত নয়। চাই তা অত্যধিক খুশীর কারণে হোক অথবা পেশাব-পায়খানার বেগ হওয়ায় বিরক্তি জনিত কারণে হোক। এহেন অবস্থায়ও তার যদি এই আত্মবিশ্বাস থাকে যে, এ অবস্থায় সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে, তবে এ অবস্থায় তার ফাতওয়া প্রদান করা সহীহ্ হবে। মুফতীর জন্য উত্তম হল, কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে রাযী ও খুশী করার জন্য ফাতওয়া প্রদান করা। ফাতওয়া প্রার্থী ব্যক্তির নিকট থেকে কোন বিনিময় নিবে না।

যদি শহরের লোকজন জীবন উপকরণ হিসেবে মুফতীর জন্য কিছু নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করা জাইয হবে। এমনিভাবে বিনিময় হিসেবে দিলেও তা জাইয হবে। এই পরিমাণ লেখার বিনিময়ে ন্যায্যভাবে যত টাকা পারিশ্রমিক হতে পারে, তত টাকা পারিশ্রমিক

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধার্য করা উত্তম। তবে এরূপ করা কারাহাত থেকে খালি নয়। দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের উপর কর্তব্য হল, মুদাররিস ও মুফতীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে দেওয়া। প্রত্যেক দেশ এবং শহরের পরিভাষা ভিন্ন, কাজেই ফাতওয়ার ক্ষেত্রে এমন পরিভাষা ব্যবহার করা জাইয নয় যা অন্য শহরের লোকেরা বুঝতে অক্ষম (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

১২. মাসআলা ঃ প্রথমত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে ফাতওয়া প্রদান করা হবে, তারপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে, তারপর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত অনুসারে, তারপর ইমাম যুফার (র)-এর অভিমত অনুসারে, তারপর ইমাম হাসান ইব্‌ন যিয়াদ (র)-এর অভিমত অনুসারে ফাতওয়া প্রদান করা হবে। ফকীহ্‌গণ বলেন, যদি কোন মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র) এক ধরনের মত পোষণ করেন এবং সাহেবাইন ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাহলে মুফতীর ইখতিয়ার থাকবে, সে এতদুভয়ের থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবে। তবে প্রথমোক্তটি গ্রহণ করাই উত্তম হবে, যদি মুফতী ব্যক্তি মুজতাহিদ না হয়। আল-হাবী আল কুদসীতে উল্লেখ আছে যে, বিশুদ্ধতম মতানুসারে এ ক্ষেত্রে مدرك-এর উপলব্ধির বিষয়টি ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ যে আলিম উভয় প্রমাণাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছে সে নিজের উপলব্ধি অনুসারে যে দিকটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উপযুক্ত মনে করবে সেটিকেই অগ্রাধিকার দিবে (আন-নাহ্‌রুল ফাইক)।

মুফতী এবং রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জাইয আছে হাদিয়া কবূল করা এবং বিশেষ দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করা (খাযানাতুল মুফতীয়্যীন)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাসআলার ফাতওয়া প্রদান কালে সাজসজ্জা করতেন, বিশেষ ধরনের চাদর ব্যবহার করতেন, তারপর মাথায় পাগড়ী বেঁধে ফাতওয়া প্রদান করতেন। ফাতওয়ার প্রতি আযমত প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ করতেন (আত-তাবয়ীন)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বিচারকের পদ গ্রহণ করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ইমাম খাস্‌সাফ (র)-বিচরকের পদ গ্রহণ করার অনুমতি এবং তা অপসন্দ হওয়া সম্বলিত কতিপয় হাদীস আদাবুল কাযী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এবং বলেছেন যে, মূল্যবান লোকদের কেউ কেউ বিচারকের পদ গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ তা প্রত্যাখানও করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এই পদ গ্রহণ না করাই ভাল এবং সেটাই অধিকতর নিরপেক্ষ। যদি কারো মধ্যে বিচারক হওয়ার যাবতীয় শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে তবে এ অবস্থায় তার জন্য বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা জাইয আছে কিনা ? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এ অবস্থায়ও বিচারকের পদ গ্রহণ করা তার জন্য মাকরূহ (মুহীত) কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন– من ابتلي بالقضاء فكانما ذبح بلا سكين যাকে বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তাকে যেন বিনা ছুরিতেই যবাহ্ করা হয়েছে। এমনি ভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাকে বিচার কার্যে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হলে তিনি গ্রহণ করেন নি। বরং পাগল সেজে নিজ গৃহে বসে ছিলেন। ঐ সময় যারাই তার সাক্ষাতে আসতেন তিনি তাদের চেহারায় খামচি দিতেন এবং তাদের কাপড় ছিড়ে ফেলতেন। ইত্যবসরে তার জনৈক বন্ধু জানালা দিয়ে তার কাছে আগমন করে তাকে বললেন, হে আবূ আব্দুল্লাহ্ তুমি যদি বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং ইনসাফের সাথে ন্যায় বিচার করতে তাহলে বড়ই ভাল হতো। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) বললেন ওহে এই কি তোমার! বুদ্ধি তুমি কি রাসূল্লাহ্ (সা)-কে এ কথা বলতে শুননি القضاة يحسرون مع السلاطين والعلماء لحسرون مع الانسان কাযী এবং বিচারকদের হাশর হবে রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে এবং উলামায়ে কিরামের হাশর হবে নবী (রাসূল) গণের সাথে। ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, বিচারকের পদে গ্রহণ করার জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে প্রচণ্ড চাপ দেয়ার পরও তিনি অসম্মতি ব্যক্ত করেছেন। অবশেষে তাকে নব্বই ঘা বেত লাগানো হয়েছে। এতে তার প্রাণ নাশের আশংকা দেখা দিলে তদানিন্তন বাদশাহ এ ব্যাপারে তার সহচরদের সাথে পরামর্শ করেন। তারপর (বাদশাহ ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর নিকট এ বিষয়ে প্রস্তাব করলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তা কবূল করলেন। তারপর তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট গিয়ে তাকে বললেন, আপনি এই পদটি গ্রহণ করলে এতে এর মাধ্যমে আপনি বহু মানুষের উপকার করতে পারতেন। এ কথা শুনে ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, তুমি যদি আমাকে অকুল সমুদ্র সাতরিয়ে পার হওয়ার জন্য আদেশ করতে তাহলে এ কাজও আমার পক্ষে সম্ভব এবং এতেও আমি সক্ষম।(কিন্তু ওটা আমার সম্ভব নয়) তারপর তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে, তুমি এইপদ গ্রহণ করে নিয়েছো। এ কথা বলে তিনি স্বীয় মস্তক অবনত করে নেন এবং তারপর আর কখনো তিনি তার প্রতি তুলে তাকাননি (খাযানাতুল মুফতিয়ান) ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কেও বিচারক বাদে নিয়োগদানের জন্য আহবান করা হয়েছিল এবং তিনি তা গ্রহণের ব্যাপারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। ফলে তাকে বন্দী করা হয়েছিল। অবশেষে তাকে বাধ্য করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন (ইনায়া শরহুল হিদায়া) ইমাম কারখী (র) ইমাম খাস্‌সাফ (র)-ইরাকের উলামায়ে কিরাম এবং সাহিবে মাযহাবের পসন্দনীয় অভিমত হল,কাউকে বাধ্য না করা হলে বিচারকার্যের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ নয়, আমাদের দেশের মাশায়িখে কিরামের মতে যোগ্য ব্যক্তি জুলুম ও অন্যায় করবেনা বলে যার অবস্থা আছে তার জন্য বিচারকের দায়িত্ব কবূল করাতে কোন দোষ নেই। অন্যথায় তা থেকে দূরে থাকা উত্তম। সাহাবা ও তাবিঈনে কিরামের কেউ কেউ বাধ্য বাধকতা ছাড়াই এ পদ গ্রহণ করেছেন (ওয়াজীয আল কুরদরী)। জুলুমের ব্যাপারে আশংকা থাকলে বিচারকের পদ গ্রহণ করা মাকরূহ। আর এরূপ আশংকা না থাকলে মাকরূহ হবে না (কাফী)

২. মাসআলা ঃ আল ইয়ানাবি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কাযীর পদ তলব করা এবং তা গ্রহণের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। বিচারকের পদ তলব করা বলতে বুঝায়, রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট এ কথা বলা যে, আমাকে বিচারক নিযুক্ত করুন। আর বিচারক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা বলতে বুঝায়, মানুষের নিকট এ কথা বলা যে, রাষ্ট্র প্রধান যদি আমাকে অমুক শহরের কাযী নিয়োগ করেন তবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। উক্ত বক্তব্য মানুষের কাছে বলে এ আশা পোষণ করা যেন তারা এ কথাটি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পৌঁছে দেয় এবং রাষ্ট্রপ্রধান তাকে বিচারক নিযুক্ত করেন। এরূপ বলা এবং আশা পোষণ করা মাকরূহ। ফকীহদের কেউ কেউ বলেছেন, বিনা প্রার্থনায় কাউকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করা হলে তা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু এ পদের জন্য আবেদন করা হলে তা মাকরূহ হবে। অধিকাংশ মাশায়েখ কিরামের প্রতিষ্ঠিত অভিমত হল, কিচার কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা রূখসত (رخصت) অর্থাৎ অবকাশযোগ্য বিষয়। আর তা থেকে দূরে থাকা আযীমত (عزميت) অর্থাৎ চূড়ান্ত স্তর সিরাজিয়া গ্রন্তে উল্লেখ আছে যে, এটিই পসন্দনীয় অভিমত (তাতার খানিয়া)। মুখে বা অন্তরে কোন ভাবেই বিচারকের পদ কামনা করবে না। কিন্তু যদি কোন স্থানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এ পদের যোগ্য না থাকে তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য মুসলমানদের অধিকার-সমূহে সংরক্ষণের তাগিদে উক্ত পদটি গ্রহণ করা অপরিহার্য বলে গণ্য হবে। যেমন, জানাযার নামাযের ক্ষেত্রে বিধান রয়েছে (শামানী) কোন শহরে বিচারক হওয়ার উপযুক্ত বহু মানুষ রয়েছে, এহেন অবস্থায় যদি কোন একজনে প্রকাশ করে তবে সে গুনাহ্‌গার হবে না (আল-মুহীত)।

পক্ষান্তরে উপযুক্ত সকলেই এই পদগ্রহণের ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করায় যদি কোন মূর্খ অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা হয় তবে উপযুক্ত ব্যক্তির সকলেই গুনাহ্‌গার হবে (ইনায়া শরহে হিদায়া)। আল ইয়ানাবী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তির উভয়েই বিচারক হওয়ার যোগ্য, কিন্তু তাদের একজন অপর জনের তুলনায় (افقه) বা অধিকতর ফকীহ, আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে اورع অধিক পরহিযগার তাহলে শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির তুলনায় বিচারক হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন (আত-তাতার খানিয়া)। শহরে উপযুক্ত লোক থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ দান করেন তাহলে রাষ্ট্র প্রধান গুনাহগার হবেন (খাস্‌সাফ কর্তৃক সংকলিত শরহু আদাবিল কাযী)।

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি ঘুষ প্রদান করে বিচারকের পদ লাভ করে তবে সহীহ্ মতে সে বিচারক বলে গণ্য হবে না এবং তার দেওয়া রায় কার্যকারী হবে না। যে ব্যক্তি ঘুষ দিয়ে বা সুপারিশের মাধ্যমে বিচারকের পদ লাভ করেছে সে যদি কোন বিতর্কিত বিষয়ে রায় প্রদান করে, তারপর যদি ঐ মাসআলা অন্য কোন বিচারকের আদালতে পেশ করা হয় এবং পূর্বের বিচারকের রায় এই বিচারকের রায়ের অনুরূপ হয় তবে শেষোক্ত বিচারক এই রায় কার্যকারী করবেন। আর আগের বিচারকের রায় যদি তার রায়ের পরিপন্থী হয় তবে তিনি তা বাতিল করে দিবেন। এটি আদেশদাতা ব্যক্তির অকাট্য হুকুমের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে যে ব্যক্তি সুপারিশের মাধ্যমে বিচারক হয়েছে এবং যে ব্যক্তি বিনা আবেদনে বিচারক হয়েছে তারা উভয়েই হুকুম জারী করার ক্ষেত্রে সমান। বিচারক যদি ঘুষ গ্রহণ করে কোন বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করে তবে যে বিষয়ে ঘুষ গ্রহণ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে তার রায় কার্যকরী হবে না। কিন্তু যে বিষয়ে সে ঘুষ গ্রহণ করেনি সে ক্ষেত্রে তার রায় কার্যকারী হবে ইমাম সারাখসী এবং ইমাম খাস্‌সাফ (র) এই অভিমতটি পসন্দ করেছেন। বিচারকের পুত্র বা বিচারকের ফায়সালা লিপিবদ্ধকারী ব্যক্তি অথবা তার কোন পেয়াদা যদি ঘুষ গ্রহণ করে তবে দেখতে হবে যে এ কাজ তারা বিচারকের আদেশ এবং সম্মতিতে করেছে কিনা? যদি বিচারকের আদেশ এবং সম্মতিতে তারা এ কাজ করে তবে তাদের ঘুষ গ্রহণ করা এবং খোদ বিচারকের ঘুষ গ্রহণ করা উভয়ই সমান। এতে কোন তফাৎ হবে না। বরং তা প্রত্যাখ্যাত হবে। পক্ষান্তরে যদি বিচারকের অজান্তে তারা এরূপ করে তবে উক্ত বিচারকের রায় কার্যকর হবে। উপরোক্ত অবস্থায় ঘুষ গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে সে যা গ্রহণ করেছে তা ফেরৎ দিয়ে দেওয়া (খাযানাতুন মুফতিয়ান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে দলীল প্রমাণের ক্রমধারা রক্ষা করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ (বিচারকের জন্য উচিত, বিচারকার্য সম্পাদনের সময় দলীল-প্রমাণের মধ্যে ক্রমধারা রক্ষা করে নিজের রায় ঘোষণা করা)। বিচারকের জন্য সমীচীন হল প্রথম কুরআন মজীদের বিধান মুতাবিক ফায়সালা করা। এ ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কেও তাকে অবগত থাকতে হবে। জানতে হবে নাসিখের মাঝে কোনটি দ্ব্যর্থহীন এবং কোনটি দ্ব্যর্থবোধক যার ব্যাখ্যায় মতভেদ রয়েছে। যেমন-(قروء) একটি শব্দ যদি কোন মুকাদ্দমার ক্ষেত্রে বিচারক পবিত্র কুরআনে কোন বিধান খুঁজে না পান তবে সে বিষয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। এ ক্ষেত্রেও বিচারকের নাসিখ-মানসুখের জ্ঞান থাকতে হবে। যদি একই বিষয়ে হাদীসের বক্তব্য বিভিন্ন রকমের হয় তাহলে যেটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যে হাদীসের প্রতি তার ইজতিহাদ অধিক ধাবিত হয় সেটি গ্রহণ করবেন। বিচারককে অবশ্যই হাদীসের বিভিন্ন প্রকরণ তথা মুতাওয়াতির, মশহুর এবং খবরে ওয়াহিদ সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকতে হবে। তা ছাড়া হাদীস বর্ণনাকারীদের স্তর সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা, তাদের মধ্যে কতক রাবী এমন আছেন যারা ফিকহ্ এবং আদালত (বিশ্বস্ততার) বিষয়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। যেমন, খুলাফায়ে রাশিদীন,আবাদালায়ে সালামা (আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। আবার কতেক রাবী এমন যারা দীর্ঘ মুহ্ববত (সাহচার্য) এবং প্রখর স্মৃতি শক্তির ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। যে সব রাবী ফিকহ্ বিষয়ে প্রসিদ্ধ তাদের বর্ণনাকে প্রধান্য দেওয়া হবে ঐ সব রাবীদের বর্ণনার উপর যারা ফিকহ্ বিষয়ে প্রসিদ্ধ নয়। এমনিভাবে যে সব সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)- থেকে দীর্ঘ সুহবত পেয়েছেন তাদের বর্ণনা কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ঐ সমস্ত সাহাবীদের বর্ণনার উপর যারা তার থেকে দীর্ঘ মুহাববত হাসিল করতে সক্ষম হননি। যদি বিচারক এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হোন যে ব্যাপারে নবী (সা)-এর কোন হাদীস নেই তাহলে সে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা থাকলে সে মুতাবিক ফায়সালা করতে হবে। কেননা,সাহাবায়ে কিরামের ইজমার উপর আমল করা ওয়াজিব। যদি কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ হয়ে থাকে এবং বিচারক নিজে যদি মুজতাহিদ হয়ে থাকেন তাহলে তিনি নিজ ইসতিহাদ অনুসারে সাহাবায় কিরামের মতামত সমূহের মাঝে কোন একটি মতকে প্রাধান্য দিয়ে তার উপর আমল করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় কোন মতের উদ্ভাবন ঘটিয়ে তাদের সকলের মতামতের বিরোধিতা করা যাবে না। কেননা তাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তারা এ ব্যাপারে একমত যে, উপরোক্ত দুই ধরনের অভিমত ছাড়া বাকী সবই বাতিল। ইমাম খাস্সাফ (র) বলেন, বিচারক প্রয়োজন মনে করলে এ ক্ষেত্রে

তৃতীয় ধরনের রায়ও প্রদান করতে পারবেন। কেননা সাহাবায়ে কিরামের মতভেদ থেকে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ বিষয়ে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। তবে সহীহ্ এবং বিশুদ্ধ। যদি কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে কোন তাবিঈ উক্ত ইজমার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন বলে জানা যায় তাহলে দেখতে হবে যে, এই তাবিঈ সাহাবীগণের যুগ পেয়েছেন কিনা? যদি সাহাবীগণের যুগ না পেয়ে থাকেন তাহলে তার এই বিপরীত মত গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং কোন বিচারক সাহাবায়ে কিরামের ইজমার বিপরীত উক্ত তাবিঈর রায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা দিলে তা বাতিল হবে। পক্ষান্তরে তিনি যদি সাহাবায়ে কিরামের যুগ পেয়ে থাকেন এবং সাহাবায়ে কিরামের ইজমার খিলাফ ফাতওয়া প্রদানের পর সাহাবীগণ তার ইজতিহাদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে থাকেন তাহলে এ ক্ষেত্রে ইজমা সংঘটিত হয়েছে বলেই গণ্য হবে না। প্রখ্যাত ফকীহ্ শুরায়হ্ এবং শাবী (র) এ পর্যায়ের তাবিঈনে কিরামের অন্তর্ভুক্ত। যদি কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের কোন মতামত না পাওয়া যায়। শুধুমাত্র তাবিঈনে কিরামের কারো কারো থেকে কিছু দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় তাহলে এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর থেকে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনায় তিনি বলেন, আমি তাদের তাকলীদ করব না। এটিই তার যাহিরী রাযহাব নাওয়াদির গ্রন্থের বর্ণনায় আছে। তিনি বলেন, যারা সাহাবায়ে কিরামের যামানায় করতেন এবং যাদের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম ইজতিহাদ করাকে বৈধ মনে করতেন, আমি তাদের তাকলীদ করবো। যেমন, শুরায়হ মাসরূক ইব্ন আজদা এবং হাসান (র) প্রমুখ (আল-মুহীত)।[১]

২. মাসআলা ঃ যদি কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের কোন মতামত না পাওয়া যায় কিন্তু তাবিঈনে কিরামের ইজমা পাওয়া যায়, তাহলে এর ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে। আর যদি এ বিষয়ে তাবিঈগণের মাঝেও মতপার্থক্য হয়ে থাকে তাহলে তাদের কোন একজনের মতকে প্রধান্য দিয়ে সে মুতাবিক ফায়সালা করা হবে। যদি ঘটনা এমন হয় যে, এ ক্ষেত্রে তাবিঈনে কিরামের কোন একক মতামত নেই। সে ক্ষেত্রে বিচারক নিজে মুজতাহিদ হলে অপরাপর বিধানের উপর কিয়াস করে ইজতিহাদের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবেন। তারপর সে মুতাবিক ফায়সালা করবেন। পক্ষান্তরে বিচারক মুজতাহিদ তিনি এ ব্যাপারে বিজ্ঞ মুফতিদের নিকট ফাতওয়া তলব করবেন এবং সে ফাতওয়া মতে ফায়সালা করবেন। না জেনে কোন বিষয়ে রায় দিবেন না এবং জিজ্ঞেস করতেও কোন রূপ লজ্জা ও দ্বিধা বোধ করবে না।

৩. মাসআলা ঃ বিচারকের দুটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক। ১.যদি আমাদের ইমামগণ তথা ইমাম আবূ হানীফা ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) কোন বিষয়ে একমত পোষণ করেন তাহলে বিচারকের জন্য উচিত নয়। নিজের রায় অনুসারে তাদের সে অভিতের বিরুদ্ধাচার করা। ২.যদি কোন বিষয়ে আমাদের ইমামত্রয়ের মধ্যে মতভেদ হয়ে থাকে তাহলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) বলেন, এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত গ্রহণ করা হবে। কেননা, তিনি তাবিঈনে কিরামের অন্তর্ভুক্ত এবং ফাতওয়ার

১. এ শব্দটি একটি দ্ব্যর্থ বোধক শব্দ। এটি হাইয এবং তুহর (পবিত্রতা) উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্ষেত্রে তিনি বহু ফকীহ্ এর সাথে মুকাবিলা করেছেন (মুহীত ঃ আস-সারাখসী) কোন বিষয়ে যদি ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং সাহেবাইনের পক্ষ থেকে কোন রিওয়ায়াত ফুকাহায়ে কিরামের ফাতওয়া পাওয়া যায় তাহলে তাদের মতানুসারেই সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে। যদি উক্ত বিষয়ে মুতাআখখিরীনে কিরামের মধ্যে মতভেদ থাকে তাহলে তাদের যে কোন একজনের অভিমতকে গ্রহণ করা যাবে। অগত্যা যদি উক্ত বিষয়ে মুতাআখখিরীন কিরামের থেকেও কোন অভিমত না পাওয়া যায় তাহলে বিচারক এ ব্যাপারে নিজের রায় দিয়ে ইজতিহাদ করবেন, যদি তিনি ফিকহের বিষয়াদি সম্পর্কে জানেন ও বুঝেন। এ পর্যায়ে ফকীহদের সাথে পরামর্শ করা বিচারকের জন্য ভাল।

৪. মাসআলা ঃ শরহুত তাহাবী গ্রন্থে আছে যে, ইজতিহাদের ভিত্তিতে রায় প্রদানের পর তা যদি লস তথা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী হয়, তাহলে এই ফায়সালা জাইয হবে না। পক্ষান্তরে তা যদি নসের পরিপন্থী না হয়, কিন্তু এর পর আবার দ্বিতীয় এক রায় প্রকাশ পায় তাহলে যে সব সিদ্ধান্ত অতীতে প্রদান করা হয়েছে তা বাতিল হবে না। তবে ভবিষ্যতে উক্ত রায় অনুসারে ফায়সালা করা হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন,বিচারক প্রথমবার ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফায়সালা করার পর যদি দ্বিতীয় রায়টি তার কাছে উত্তম বলে মনে হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে ফায়সালা হবে। কোন মাসআলায় মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী) ফুকাহায়ে কিরামের দুই ধরনের রায় ছিল। তারপর উক্ত দুই অভিমতের কোন একটির উপর ফুকাহায়ে কিরামের ইজমা সংঘটিত হয় উক্ত ইজমার কারণে পূর্বের মতভেদটি বিলুপ্ত ও রহিত হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে এ মতভেদ বিলুপ্ত হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে। শায়খুল ইসলাম শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইজমার কারণে পূর্বোক্ত মতভেদ বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে। এতে আমাদের ইমামত্রয়ের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। অবশ্য এ বিষয়ে কোন কোন আলিম আমাদের ইমামগণের সাথে মতভেদ করেছেন। এক মাসআলার ব্যাপারে তৎকালীন সময়ের মানুষ সকলেই একমত হয়েছিল। তারপর ঐ সময়টি অতিক্রান্তও হয়ে যায়। পরবর্তীকালে কোন এক বিচারক তাদের সেই অভিমতকে বর্জন করে তাদের মতের বিপরীত ফায়সালা প্রদান করেন, এই কারণে যে, তার মতে সঠিক সিদ্ধান্ত এই মতের বিপরীতে রয়েছে, তাহলে দেখতে হবে যে, ঐ মতভেদ একমত হওয়ার আগে হয়েছে না পরে হয়েছে ? যদি একমত হওয়ার আগে ঐ মতভেদ সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে মাশায়েখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ ক্ষেত্রে বিপরীত মত ব্যক্ত করার কোন সুযোগ নেই। আবার কেউ কেউ বলেন, বিপরীত মত ব্যক্ত করার অবশ্যই সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত মতভেদ একশ' হওয়ার আগে সংঘটিত না হয়ে থাকে তাহলে বিপরীত মত ব্যক্ত করা কোন ইমামের মতেই জাইয হবে না। ফাতাওয়ায়ে ইতাবিয়া এ আছে যে, কোন ঘটনায় বিচারক কোন মুফতীর নিকট ফাতওয়া তলব করলেন কিন্তু ফাতওয়ার জবাব বিচারকের রায়ের বিপরীত দেখা গেল। এ অবস্থায় দেখতে হবে যে, বিচারক আহলে

রায় কিনা? আহলে রায় হলে তিনি নিজের রায়ের উপর আমল করবেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি নিজের রায় বর্জন করে মুফতীর রায় অনুসারে ফায়সালা প্রদান করেন। তবে সাহেবাইনের অভিমত অনুসারে তা কার্যকর হবে না। যেমন তাহাররীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা কার্যকরী হবে। কেননা এটি একটি (مختلف فيه) মাসআলা এবং একে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কাজেই তা কার্যকরী হবে। বিচারকার্য পরিচালনার সময় যদি বিচারকের এ ব্যাপারে নিজস্ব কোন রায় না থাকে আর এ অবস্থায় তিনি মুফতীর রায় অনুযায়ী ফায়সালা করেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুফতীর রায়ের বিপরীত তার নিজস্ব কোন রায় সৃষ্টি হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ রায়ের ভিত্তিতে তিনি তার পর্বের ফায়সালাকে নাকচ করে দিবেন।কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে নাকচ করবে না। যেমন কোন বিচারক তার নিজস্ব রায়ের ভিত্তিতে প্রথমে এক ভাবে ফায়সালা করেন। তারপর তার পূর্বের রায় বদলিয়ে যায় তাহলে একারণে তিনি তার পূর্বের ফায়সালাকে বাতিল করতে পারেন না (আত-তাতার খানিয়া)।

৫. মাসআলা ঃ বিচারকের রায়ের বিপরীতে যদি কোন নস বা ইজমা না থাকে তবে দেখতে হবে যে, বিচারক মুজতাহিদ কিনা মুজতাহিদ হলে তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার নিজের রায়ের উপর আমল করা, তার উপর ওয়াজিব হবে। যদিও তা অন্য মুজতাহিদের রায়ের বিপরীত হয়, এক্ষেত্রে উক্ত বিচারকের জন্য অন্য মুজতাহিদের রায়ের অনুগমন করা জাইয হবে না। কেননা তিনি তার্ ইজতিহাদের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা বাহ্যত আল্লাহ্র নিকটে হক হিসাবে গণ্য। যদি বিচারক নিজের রায় অনুসারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হোন এবং সেখানে অপর কোন মুজতাহিদ থাকে যিনি ঐ বিচারক অপেক্ষা অধিক ফকীহ বিচারকের রায়ের বিপরীত। এমতাবস্থায় মুজতাহিদ ব্যক্তি বিচারকের তুলনায় অধিক ফকীহ্ হওয়া বিচারক যদি চিন্তা ভাবনা ছাড়া তার রায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে সে মত আমল করতে চায় তবে তার জন্য এরূপ করার সুযোগ আছে কিনা? এ সম্পর্কে কিতাবুল হুদ্দ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার এরূপ করার সুযোগ আছে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এরূপ করার তার কোন সুযোগ নেই। বরং সে এ ক্ষেত্রে তিনি নিজের রায়ের উপর আমল করবে না কিন্তু কোন কোন বর্ণনায় এ মতভেদকে উল্টাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি ঘটনা এমন হয় যে, এ সম্পর্কে রায় দেওয়া বিচারকের জন্য খুবই দুষ্কর এবং কষ্ট সাধ্য তাহলেও তাকে নিজের রায় প্রয়োগ করে এর উপর আমল করতে হবে। তবে এরূপ অবস্থায় উত্তম হল, ফকীহদের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া। যদি উক্ত ঘটনার ব্যাপারে তাদের মাঝে মতভেদ হয়ে যায় তাহলে এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে যে, রায়ের মাধ্যমে বাহ্যত হকের কাছাকাছি পৌছা যায় তা গ্রহণ করবেন। যদি লোকজন কোন রায়ের উপর একমত হয় এবং বিচারকের রায় এর বিপরীত হয় তাহলে বিচারক নিজের রায়ের উপর আমল করবেন। তবে হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে তার তাড়াহুড়া করা উচিত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনার পর তার নিকট হক বিষয়টি উদঘাটিত না হবে। যখন তার নিকট হক বিষয়টি উদঘাটিত হবে তখন সে তার ইজতিহাদ দ্বারা উদঘাটিত হুকুম অনুসারে ফায়সালা করবেন। হক উদঘাটনে নিজের সকল চেষ্টা ব্যয় করার পর বিচারক নিজ ইজতিহাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাপারে কোনরূপ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে না। পক্ষান্তরে এ পর্যায়ে বিচারক যদি অনুমান করে কোন ফায়সালা করেন তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার এ ফায়সালা কার্যকারী হবে না। যদিও মুজতাহিদ হয়ে থাকেন। কিন্তু যদি তার অবস্থা জানা না যায় তবে মনে করা হবে যে, হয়তো নিজস্ব রায় অনুসারে ফায়সালা করেছেন। কাজেই তার এ ফায়সালা সহীহ্ হবে। কারন মুসলমানদের যে কোন বিষয় যথা সম্ভব সহীহ্ খাতে প্রয়োগ করাই বাঞ্চনীয়। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বিচারক ব্যক্তি মুজতাহিদ অর্থাৎ ইজতিহাদের গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকেন। যদি বিচারক ব্যক্তি মুজতাহিদ না হোন এবং তিনি যদি আমাদের ইমামগণের মতামত সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং এগুলোকে মযবুতীর সাথে সংরক্ষন করেন তাহলে যার অভিমতের উপর তার অবস্থা হবে তার কথার উপর আমল করবেন একথা প্রমাণ করার জন্য যে, তাকলীদ হক। পক্ষান্তরে আমাদের ইমামগণের মতামত সম্পর্কে তার যদি সম্যক কোন ধারণা না থাকে তবে ঐ শহরে আমাদের আলিমগণের মধ্যে যারা ফিক্হবিদ তাদের ফাতওয়ার উপর আমল করবেন। আর যদি শহরে কেবল মাত্র একজন ফকীহই থাকে তাহলে তার কথাও গ্রহণ করা যাবে এবং আমরা আশা করি যে, এক্ষেত্রে তার উপর কোন দায় দায়িত্ব বর্তাবে না (বাদায়েক)।

৬. মাসআলাঃ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করাকে ইজতিহাদ বলা হয়। কোন ব্যক্তি বিশেষের মুজতাহিদ হওয়ার জন্য শর্ত হল, কুরআন হাদীসের যে অংশের সাথে আহকাম তথা বিধি-বিধানের সম্পর্ক রয়েছে সে অংশটুকুর ব্যাপারে তার গভীর জ্ঞান ও বুৎপত্তি থাকা। পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসের যে অংশ বিশেষের সাথে ওয়াজ এবং উপদেশের সম্পর্ক রয়েছে সে অংশ বিশেষের ব্যাপারে বুৎপত্তি থাকা শর্ত নয়। মাশায়িখে কিরামের কেউ কেউ বলেছেন যে, ফকীহ্র ইজতিহাদের মধ্যে ভুল সিদ্ধান্তের তুলনায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরিমাণ বেশী তার জন্য ইজতিহাদ করা জাইয আছে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ (আল উসুলুল ইমাদিয়া) মুজতাহিদ হওয়ার জন্য যে সব যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে এ পর্যায়ে বিশুদ্ধতম অভিমত এই যে, যদি কোন ব্যক্তির কিতাবুল্লাহ্ সংক্রান্ত সমুদয় ইল্ম এর অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক অবগতি থাকে এবং সনদ ও মতনসহ সমুদয় হাদীস এর অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে যদি তার বুৎপত্তি থাকে তদ্রূপ কিসাসের ক্ষেত্রে তিনি যদি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হোন এবং মানুষের ওরফ ও দেশ প্রচলন সম্বন্ধে যদি তিনি ওয়াকিফহাল থাকেন তবে এই ব্যক্তি মুজতাহিদ হতে পারবে না (অন্যথায় হতে পারবেন) (কাফী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কোন শহরে একাধিক ফকীহ্ থাকে তবে বিচারক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করবেন। পরামর্শের পর যদি তার এবং তাদের রায় এক ধরনের হয় তাহলে তো ভালো পক্ষান্তরে তাদের সাথে মতভিন্নতা দেখা দিলে যে অভিমতটি তার কাছে হকের অধিক কাছাকাছি তা দেখে স্বীয় ইজতিহাদ মুতাবিক ফায়সালা করা হবে। যদি তিনি মুজতাহিদ হন এ ক্ষেত্রে বয়সের গুরুত্ব বিবেচ্য নয়। তদ্রূপ সংখ্যাধিক্যের বিষয়টিও ধর্তব্য নয়। কেননা অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি একা হয়েও এমন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয় যা কোন জামাআতের পক্ষেও সম্ভব হয়ে উঠে না। এটি ইমাম আবূ

হানীফা (র)-এর অভিমত হওয়াই সমীচীন বলে মনে হচ্ছে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি ধর্তব্য হয়ে থাকে। বিচারক যদি স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম না হয় এবং সংশ্লিষ্ট মুকাদ্দমার ফায়সালার বিষয়টি যদি পূর্ববৎ বিতর্কিত এবং জটিলই থেকে যায় তবে ঐ শহর ব্যতীত অন্য শহরে যদি কোন উপযুক্ত ফকীহ্ থাকেন তাহলে তাদের নিকট পত্র লিখে এর সমাধান কামনা করা হবে। শরঈ মাসআলা মাসাইলের ক্ষেত্রে এভাবে পত্র লিখে পরামর্শ ও সমাধান চাওয়ার রীতি বহু পূর্বকাল হতেই বলে আসছে। বিচারক যাদের কাছে পত্র লিখেছেন তারা যদি কোন এক বিষয়ে একমত্য পোষণ করেন। এবং বিচারকও তাদের সাথে একমত হোন আর তিনিও রায় এবং ইজতিহাদের গুণ সম্পন্ন হয়ে থাকেন তাহলে তিনি এই রায়ের উপর আমল করে ফায়সালা প্রদান করবেন। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে যদি মতভেদ দেখা দেয় তাহলে বিচারকের মতে যার অভিমতটি হকের অধিক কাছাকাছি হবে তার রায় অনুসারে ফায়সালা করা হবে। যদি বিচারক মুজতাহিদ হোন। উপরোক্ত অবস্থায় সমূহে বিচারক যদি মুজতাহিদ না হয় এবং ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে বিচারকের দৃষ্টিতে যিনি অধিক ফকীহ্ এবং অধিক পরহেযগার তার মতামত অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। কোন সমস্যায় বিচারক যদি একদল ফকীহ্র সাথে পরামর্শ করেন এবং তারা কোন ঐকমত্য পোষণ করেন কিন্তু বিচারকের রায় তাদের রায়ের বিপরীত হয় তাহলে বিচারক নিজের রায় বর্জন করে তাদের রায় অনুসারে আদেশ জারী করবে না। এহেন অবস্থায় বিচারক যদি শুধুমাত্র একজন ফকীহ্ এর সাথে পরামর্শ করে তবে তাও যথেষ্ট হবে। কিন্তু একাধিক ফুকাহায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করা উত্তম। এতেই অধিক সতর্কতা নিহিত রয়েছে। যার সাথে পরামর্শ করা হয়েছে সে কোন রায় প্রকাশ করে এবং সে রায় যদি বিচারকের রায়ের বিপরীত হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচারক নিজের রায় বর্জন করবেন যদি বিচারক ব্যক্তির রায়কে তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এবং ফিকহ্ সম্পর্কে তার অধিক বুৎপত্তির কারণে বেশী গুরুত্ব দেয় তবে এ ক্ষেত্রে তার করনীয় কি? এ সম্পর্কে এখানে কোন কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু দণ্ডবিধি অধ্যায়ে এ কথা বর্ণিত আছে যে, এ অবস্থায় বিচারক যদি তার রায় অনুপাতে ফায়সালা করে তবে আশা করা যায় যে, তার এরূপ করার অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে বিচারক যদি তাকে এভাবে গুরুত্ব না দেন তবে বিচারকের জন্য সমীচীন হবে না। তার নিজের রায়কে বর্জন করে অপরের রায় অনুসারে ফায়সালা করা (মুহীত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদ করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ

১. মাসআলা ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে মুজতাহিদ সাহাবায়ে কিরামের জন্য ইজতিহাদ করা জাইয ছিল কিনা ? এ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মধ্যে হাঁ না দুরকমের মত রয়েছে। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের অভিমত এই যে, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দূরে থাকতেন তার জন্য ইজতিহাদ জাইয ছিল।

আর যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছাকাছি থাকতেন তার জন্য ইজতিহাদ জাইয ছিল না। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কোন ওহী নাযিল হয় নি, সে বিষয়ে তিনি ইজতিহাদ করে কোন হুকুম দিতেন কিনা; এ সম্বন্ধে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ জাতীয় বিষয়ে তিনি ইজতিহাদ করতেন না; বরং ওহীর অপেক্ষা করতেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের শরীআতের উপর আমল করতেন।

কেননা, তাদের শরীআতের কোন বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত তা আমাদের শরীআতে স্বীকৃত ও অনুমোদিত।

কেউ কেউ বলেছেন, ওহী আসার ব্যাপারে নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ইজতিহাদের উপর আমল করতেন না। অবশ্য এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনি ইজতিহাদ করতেন। ইজতিহাদ করে কোন বিধান উদ্ভাবনের পর সেটিই তার শরীআত হিসেবে গণ্য হত।

পক্ষান্তরে উক্ত ইজতিহাদের বিপরীত ওহী নাযিল হলে এটি আগের ইজতিহাদের জন্য নাসিখ বলে গণ্য হত। কেননা, কিতাবুল্লাহ্র দ্বারা হাদীসে রাসূলকে রহিত করা আমাদের মাযহাবে জাইয আছে।

উল্লেখ্য যে, ইজতিহাদের ভিত্তিতে পূর্বে যে সব ফায়সালা করেছেন পরবর্তী তিনি তা রহিত করতেন না। তবে ভবিষ্যতে তিনি নতুন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ফায়সালা করতেন (আল-মুহীত)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বিচারক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যদি বাদশাহ্ কোন ব্যক্তিকে কোন শহরের কাযী নিয়োগ করেন আয় কর মানে শহরের বাইরের উল্লেখ না থাকে, তাহলে সে ঐ শহরের বাইরের এলাকা অর্থাৎ গ্রাম অঞ্চলের কাযী বলে গণ্য হবে না। উপরোক্ত মাসআলা নাওয়াদির গ্রন্থের বর্ণনা মত ঠিক আছে। কেননা, নাওয়াদির গ্রন্থের বর্ণনায় এ কথা উল্লেখ আছে যে, বিচারকের ফায়সালা কার্যকর হওয়ার জন্য শহর হওয়া শর্ত নয়। কিন্তু জাহিরী রিওয়ায়াতের বর্ণনা অনুসারে বিচারকের ফায়সালা কার্যকর হওয়ার জন্য শহর হওয়া শর্ত। কাজেই উপরোক্ত অবস্থায় উক্ত বিচারক গ্রাম অঞ্চলেরও বিচারক বলে গণ্য হবে না। এমনকি ফরমান পত্রে লেখা থাকলেও না। যদি বাদশাহ্ ইমারত এবং কাযার বিষয়টিকে কোন শর্তের সাথে যুক্ত করে দেন অথবা এগুলোকে যদি ভবিষ্যত কোন সময়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেন, যেমন বললেন, যখন তুমি অমুক শহরে প্রবেশ করবে, তখন থেকে তুমি ঐ শহরের কাযী বা বিচারক অথবা বললেন, যখন তুমি মক্কা শহরে পৌঁছাবে তখন থেকে তুমি ঐ শহরের ইমাম বা গভর্নর অথবা বললেন, মাসের শেষ ভাগে আমি তোমাকে বিচারক নিয়োগ করলাম বা এ কথা বললেন যে, মাসের শেষ মাথায় আমি তোমাকে আমীর নিয়োগ করলাম তবে তা জাইয হবে (মুলতাকাত)। এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে (আল-খুলাসা)।

২. মাসআলা ঃ বিচারককে বরখাস্ত করার বিষয়টিকেও শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা জাইয আছে। সুতরাং বাদশাহ্ যদি কাউকে এক দিনের জন্যও বিচারক নিয়োগ করেন, তবে তা জাইয হবে এবং তা এক দিনের জন্য নির্দিষ্ট হবে। এমনিভাবে বিচারক নিয়োগের বিষয়টিকে কোন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত করাও জাইয আছে এবং তা ঐ স্থানের সাথেই খাস হবে। উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে বলা হয় যে, বিচারক যদি কোন ব্যক্তিকে কোন খাস মসজিদে তাঁর স্থলে বিচার করার দায়িত্ব দেন, তাহলে প্রতিনিধি বিচারকের জন্য জাইয হবে না অন্য মসজিদে গিয়ে বিচারকার্য আঞ্জাম দেওয়া (মুলতাকাত)। যদি দুই ব্যক্তির মাঝে ফায়সালার জন্য কাউকে বিচারক নিযুক্ত করা এবং এটাকে কোন শর্ত সম্পৃক্ত করা কিংবা ভবিষ্যত সময়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা সহীহ্ নয়। এর উপরও ফাতওয়া। উল্লেখ্য যে, কোন কোন মুকাদ্দমার শুনানিকে استثناء করা অর্থাৎ খারিজ করে দেওয়া জাইয আছে। যেমন আমাদের যামানায় تلجئة [১] এর দাবীর শুনানি গ্রহণ না করা, কোন ব্যক্তি বিশেষের মুকাদ্দমায় রায় প্রদান করা থেকে বিরত থাকা। এরূপ استثناء করা সহীহ্ আছে এবং এ জাতীয় استثناء কৃত বিষয়ে উক্ত

১. ফকীহ্দের মতে تلجئة বলা হয়, কাউকে এমন কোন কাজের ব্যাপারে বাধ্য করা যার জাহির বাতিনের পরিপন্থী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তি বিচারক বলে গণ্য হবে না। যদি কোন বিচারক এ কথা বলে যে, আমি সফর থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত অমুক ব্যক্তির মামলার শুনানি গ্রহণ করা যাবে না, তাহলে তার সফর থেকে না আসা পর্যন্ত ঐ মামলার শুনানি গ্রহণ করা যাবে না। এ অবস্থায় উক্ত মামলা সম্পর্কে রায় ঘোষণা করা হলেও তা কার্যকরী হবে না (খাযানাতুল মুফতীন)। বিচারক কোন মামলার রায় ঘোষণা করার পর বাদশাহ্ যদি বিচারককে বলেন, এই মামলার শুনানি আলিমদের উপস্থিতিতে পুনরায় গ্রহণ করুন, তাহলে বাদশাহ্র এই হুকুম পালন করা বিচারকের উপর অপরিহার্য হবে না (আল-খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ জাহিরী রিওয়ায়াতের বর্ণনা মতে বিচারকার্য কার্যকরী হওয়ার জন্য মহর হওয়া শর্ত। কিন্তু নাওয়াদির গ্রন্থের বর্ণনা মতে তা শর্ত নয়। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (খাযানাতুল মুফতীন)। বাদশাহ্ যদি কাউকে বলেন যে, আমি তোমাকে বিচারক নিয়োগ করলাম, কিন্তু কোন শহরে নিয়োগ করলেন, তা বললেন না তাহলে উক্ত ব্যক্তি যে শহরে বসবাস করে সে ঐ শহরের কাযী বলে গণ্য হবে না। কিন্তু পসন্দনীয় অভিমত অনুসারে উক্ত বাদশাহ্র অধীনে যত শহর আছে সে ঐ তামাম শহরের কাযী বলে গণ্য হবে (আল-খুলাসা)। এটিই পরিষ্কার এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা। শহরবাসী লোকেরা যদি কোন ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হয়ে তাকে বিচারক নিযুক্ত করে, তাহলে এতে সে (শরীআত অনুমোদিত) কাযী হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি শহরের সব লোক একত্রিত হয়ে কোন এক ব্যক্তির হাতে সালতানাত বা খিলাফতের শপথ বা বায়আত গ্রহণ করে, তাহলে ঐ শহরের কাযী বা সুলতান (বাদশাহ্)-রূপে গণ্য হবে (আল-মুহীত)। বাদশাহ্ যদি কোন ব্যক্তিকে বলেন, আমি তোমাকে কাযী নিযুক্ত করলাম, তাহলে কাযী অন্য কাউকে এ কাজে নিজের স্থলবর্তী নিযুক্ত করতে পারবে না। কিন্তু বাদশাহ্ যদি তাকে স্পষ্ট কিংবা ইঙ্গিতবহ কোন শব্দে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন, তবে তা জাইয হবে। যেমন বাদশাহ্ কোন ব্যক্তিকে বললেন, আমি তোমাকে প্রধান বিচারপতি (قاضى القضاة) নিযুক্ত করলাম, তবে সে প্রয়োজন অনুপাতে বিচারক নিয়োগ করতে পারবে। কেননা, এমন ব্যক্তিই তো প্রধান বিচারপতি হয়ে থাকে যে নতুন বিচারপতি নিযুক্ত করতে পারে এবং প্রয়োজনে নিয়োজিত বিচারপতিকে উক্ত পদ থেকে বরখাস্তও করতে পারে (আয-যাখীরা)। শায়খ নাজমুদ্দীন (র) কোন একটি নিয়োগপত্র দেখে বলেছিলেন যে, এটি সহীহ্ নয়। ঐ নিয়োগপত্রে লেখা ছিল যে, এই বিচারক প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। অথচ তাতে এ কথা উল্লেখ ছিল না যে, বাদশাহর পক্ষ হতে প্রধান বিচারপতিকে স্থলাভিষিক্ত বিচারক নিয়োগ করা অনুমতি প্রদান করা হয়েছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)। কাযী শামসুল আইম্মা উযজন্দী (র) বলেন, বিচারক নিয়োগের বিষয়টি যদি হাকিম বা গভর্নরের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে নিয়োগপত্রে এ কথা লেখা সমীচীন যে, খলীফার নির্দেশ অমুক অমুক বিচারকের পক্ষ হতে যারা স্থলাভিষিক্ত বিচারক নিযুক্তির জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। যদি বাদশাহ কোন ব্যক্তিকে বলেন, বিচার কার্যের জন্য আমি তোমাকে এই শর্তে আমার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলাম যে, তুমি এ কাজে কারো থেকে উৎকোচ গ্রহণ করতে পারবে না, মদ পান করতে পারবে না এবং শরীআতের বরখেলাফ কারো নির্দেশ বাস্তবায়িত

করতে পারবে না, তাহলে এভাবে বিচারক নিয়োগ করা এবং শর্ত আরোপ করা উভয়টিই সহীহ্ আছে এবং পরে শর্তের পরিপন্থী কোন একটি কাজ করলে নিজে নিজেই এই পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কাউকে বিচারক নিয়োগ করার সাথে সাথেই তাকে এ হুকুমও দেয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তির মুকাদ্দমার শুনানি তুমি গ্রহণ করবে না। উক্ত অবস্থায় যদি এই বিচারক মুকাদ্দমার শুনানি গ্রহণ করে তবে সে তার পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি রাষ্ট্রপ্রধান কোন ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করে এবং সাথে সাথে তাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করার অনুমতি প্রদান করে, তারপর বিচারক কাউকে হুকুম করে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তুমি অমুক ব্যক্তির দাবী এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুন, তারপর সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ কর এবং তাদের স্বীকারোক্তিও শ্রবণ কর। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা করবে না। বরং বিষয়টি সম্পর্কে বিচারককে লিখবে এবং নিজে এ সম্পর্কে কিছু বলা থেকে বিরত থাকবে। তারপর বিচারক নিজে এ সম্পর্কে ফায়সালা করবে। মোদ্দাকথা হচ্ছে এ জাতীয় প্রতিনিধির ফায়সালা করার ইখতিয়ার নেই। শুধু আদেশ পরিমাণ কাজই করতে পারবে। তারপর বিষয়টি পুনরায় বিচারকের আদালতে উত্থাপিত হবার পর সে উপরোক্ত সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা করবে না। বরং বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে একত্রিত করে তাদেরকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে বলবে। তারপর উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানের পর বিচারক এ সাক্ষ্য অনুসারে ফায়সালা করবে। এ জাতীয় মাসআলায় অনেক বিচারকই ভুল করে বসে। এমনও দেখা যায় যে, বিচারক কোন ব্যক্তিকে মুকাদ্দমার সাক্ষ্য শুনার জন্য নিযুক্ত করে বলল যে, শুনানির পর এ মর্মে আমাকে পত্র লিখবে। তারপর 'স্থলাভিষিক্ত বিচারক' সাক্ষ্যের বক্তব্য শুনে এ সম্পর্কে বিচারককে পত্র লিখল যে, তারা আমার নিকট এ মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সাক্ষ্যের শব্দমালাও সে এই পত্রে উল্লেখ করল অথবা পত্রের মধ্যে এ কথা উল্লেখ করল যে, বিবাদী আমার নিকট এ মর্মে স্বীকারোক্তি করেছে। এ ক্ষেত্রে বিচারক সাক্ষীদের বক্তব্য পুনরায় শ্রবণ না করে এই পত্রের ভিত্তিতে দিয়ে দিলে এই বিচারকার্য সহীহ্ হবে না। কেননা, বিচারক নিজে প্রত্যক্ষভাবে তাদের স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য শ্রবণ করে নি। শুধুমাত্র প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের সাক্ষ্য এবং স্বীকারোক্তির কথা জানতে পেরেছে। এর ভিত্তিতে সে কেমন করে ফায়সালা করবে? অবশ্য 'স্থলাভিষিক্ত বিচারক' যদি অন্য ব্যক্তিসহ এসে উক্ত স্বীকারোক্তির ব্যাপারে বিচারকের নিকটে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে এর ভিত্তিতে বিচারক ফায়সালা করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, 'স্থলাভিষিক্ত বিচারক' নিযুক্তি ফায়দা হল ঃ উক্ত বিচারক যাচাই করে দেখবে যে, বাদী যে দাবী করছে এর সমর্থনে সাক্ষী আছে, না সে মিথ্যা কথা বলছে? হতে পারে; তার দাবীর সমর্থনে সাক্ষী তো আছে; কিন্তু তারা আদিল বা বিশ্বস্ত নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, সাক্ষীদের সাক্ষ্যের শব্দমালা এক ধরনের নয়। বিষয়টি ভালভাবে যাচাই করে দেখার জন্যও মাননীয় বিচারক তা সহকারী বিচারকের নিকট ন্যস্ত করে থাকে। বাদশাহ যদি আমি যায়দ অথবা আমরকে অমুক শহরের বিচারক নিয়োগ করলাম বলেন, তাহলে অস্পষ্টতার কারণে এই নিযুক্তি সহীহ্ হবে না (আত-তাতারখানিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ বাদশাহর পক্ষ হতে স্থলাভিষিক্ত বিচারক নিযুক্তির ব্যাপারে অনুমতি প্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও বিচারক যদি অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে তাহলে উক্ত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির বিচারকার্য কার্যকারী হবে না। চাই সে সুস্থ অবস্থায় অথবা অসুস্থ অবস্থায় অথবা সফরের অবস্থায় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করুক. সব অবস্থায় উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে বিচারক যদি স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে তাহলে এই প্রতিনিধি রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ হতে নিযুক্ত বিচারক বলে গণ্য হবে। এমনকি বিচারক তাকে এই পদ থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু খলীফা যদি বিচারককে এ কথা বলে থাকে যে, যাকে তোমার মন চায় বিচারক নিয়োগ কর এবং তোমার মন যাকে চায় বরখাস্ত কর তাহলে এ অবস্থায় সে তাকে বরখাস্ত করতে পারবে। কিন্তু জুমুআর সালাত কায়েমের ব্যাপারে আদিষ্ট ব্যক্তির হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এ জাতীয় ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়াও প্রতিনিধি নিযুক্ত করা জাইয আছে। বিচারক রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ হতে প্রতিনিধি নিয়োগ করার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও যদি প্রতিনিধি যদি প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং উক্ত প্রতিনিধি যদি বিচারকের ইজলাসে তার সামনে কোন বিষয়ে আদেশ জারী করে তবে তা জাইয হবে। যদি বিচারকের অনুপস্থিতিতে কোন আদেশ জারী করে তারপর বিষয়টি কাযীর আদালতে উত্থাপিত হয় এবং সে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তবে আমাদের মাযহাবে তা কার্যকরী হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তদ্রূপ ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে বিচারক যদি কোন অকাট্য হুকুমের অনুমতি দিয়ে দেয় তবে তাও জাইয হবে (আয-যহীরিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ বিচারক যদি তার নিজের নাবালেগ পুত্রকে কাযী বানানোর সংকল্প করে, তারপর সে বালেগ হয়ে যায় তাহলে উক্ত হুকুম মতে তার কাযী হওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি বিচারক কোন গোলামকে কাযী বানানোর সংকল্প করে; তারপর সে আযাদ হয়ে যায়, তাহলে উক্ত অবস্থায় সে কাযী পদে নিযুক্ত হতে পারবে। ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে, এক ফকীহ্‌কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন এক বাদশাহর মৃত্যু হল। তারপর প্রজাগণ একমত হয়ে তার নাবালেগ পুত্রকে বাদশাহ বানিয়ে দিল। এহেন অবস্থায় কাযী এবং খতীব নিয়োগের বিষয়টি কেমন করে সমাধান করা হবে? কেননা, এই বালক বাদশাহ তো এখনো পর্যন্ত কোন কর্তৃত্বের অধিকারী হয় নি! জবাবে তিনি বললেন যে, এহেন অবস্থায় দেশের প্রজাগণ সকলে মিলে কোন এক বয়স্ক ব্যক্তিকে গভর্নর নিযুক্ত করবে। তারপর এই গভর্নর তাদেরকে নিয়োগ দান করবে। এই অবস্থায় উক্ত গভর্নর নিজেকে ঐ নাবালেগ বাদশাহর অনুগত মনে করবে এবং মর্যাদার কারণে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই হবে এই দেশের সুলতান (রাষ্ট্রপ্রধান) (আয-যখীরা)।

৭. মাসআলা ঃ বাদশাহ যদি তার নিজ গোলামকে হুকুম করে যে, অমুক শহরে কাযী নিয়োগ কর, তারপর সে কাযী নিয়োগ করল তাহলে বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে তার এ নিয়োগ সহীহ্‌ হবে। পক্ষান্তরে সে যদি নিজের পক্ষ থেকে হুকুম করে তবে তা সহীহ্‌ হবে না (বায্‌যাযিয়া)। যদি খলীফা শহরের গভর্নরকে বলেন, যাকে ইচ্ছা তুমি কাযী নিয়োগ

কর, তবে তা সহীহ্‌ হবে আছে। পক্ষান্তরে যদি বলে 'কোন একজনকে কাযী নিয়োগ কর তবে তা সহীহ্‌ হবে না। যদি বাদশাহ তার কোন এক আমীরকে বলেন, فلان ولايت بتو رادم অথবা বলেন, ترا دادم (আমি তোমাকে অমুক কাজের কর্তৃত্ব দান করলাম) তাহলে এতে সে কাযী নিয়োগের কর্তৃত্বের অধিকারী হবে না। বাদশাহ যদি কাউকে কোন শহরের খাজনা আদায় করার ভার তার উপর ছেড়ে দেন এবং জনসাধারণের সার্বিক বিষয়াদি দেখাশুনার জন্য তাকে কর্তৃত্ব প্রদান করেন, তাহলে সে কাযী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাকে বরখাস্তও করতে পারবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ রাষ্ট্রপ্রধান ন্যায়পরায়ণ না হলে তার দেওয়া ফায়সালা কার্যকর হবে। তদ্রূপ সে কাউকে হাকিম নিয়োগ করলে তাও বৈধ হবে। কিন্তু বাদশাহ নাবালেগ হলে তার দেওয়া নিয়োগ জাইয হবে না। রাষ্ট্রপ্রধানকে কুরায়শ বংশীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হাশিমী বংশীয় হওয়া শর্ত নয়। কুরায়শ বংশীয় লোক না পাওয়া গেলে উক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ, আমানতদার এবং কাযীর শর্তাবলীর ব্যাপারে সম্যক পরিজ্ঞাত হতে হবে। নিয়োগের সময় সুলতান (রাষ্ট্রপ্রধান) নাবালেগ ছিল। তারপর সে বালেগ হল। এ অবস্থায়ও সে রাষ্ট্রপ্রধান পদে বহাল থাকবে, না কি নতুনভাবে বায়আতের প্রয়োজন হবে? বিশুদ্ধতম মতানুসারে এ ক্ষেত্রে নতুন বায়আত আবশ্যক। কোন শহরে একজন কাযী থাকা অবস্থায়ও বিচারক যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে নতুনভাবে কাযী নিয়োগ করে, অথচ রাষ্ট্রপ্রধান পূর্বের কাযীকে স্পষ্ট ভাষায় তার পদ থেকে বরখাস্ত করেনি তাহলে স্পষ্ট মতানুসারে প্রথম কাযী বরখাস্ত হবে না (মুলতাকাত)। বাদশাহ কোন অঞ্চলের বিচারকার্যের দায়িত্বভার দুই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করার পর যদি একজনে কোন মুকাদ্দমার রায় প্রদান করেন তাহলে তা জাইয হবে না। যেমন কোন কাজে দুইজন উকীল নিযুক্ত করলে ঐ কাজ একজনে করা সহীহ্‌ হয় না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপ্রধান যদি এইভাবে তাদেরকে বিচারক নিয়োগ করেন যে, বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাপারে উভয়ে স্বতন্ত্র তাহলে তা জাইয হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

৯. মাসআলা ঃ রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার আছে, তিনি ইচ্ছা করলে বিচারককে তার পদ থেকে বরখাস্ত করে দিতে পারবেন। সন্দেহ হলেও পারবেন এবং সন্দেহ ছাড়াও পারবেন। তদ্রূপ এক বিচারকের পরিবর্তে অন্যজনকেও তার স্থানে নিয়োগ দিতে পারবেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে সহীহ্‌ সনদে বর্ণিত আছে যে, এক বছরের অধিক কোন বিচারককে উক্ত পদে বহাল রাখা উচিত নয় (আত-তাতারখানিয়্যা)। রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হল, তিনি বিচারকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। যখনই এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখনই তিনি বিচারককে বলে দিবেন, তোমার কোন দোষ নেই। তবে আমার আশংকা এই যে, তুমি তোমার ইল্‌ম ভুলে যাবে। কাজেই তুমি গিয়ে কিছু দিন ইল্‌ম শিক্ষা দাও। পরে আবার আসবে। তখন পুনরায় তোমাকে এই পদে নিয়োগ দান করব (আন-নিহায়া)। রাষ্ট্রপ্রধান কোন কাযীকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করার পর তার নিকট এই সংবাদ না পৌছা পর্যন্ত তার পদ থেকে বরখাস্ত হবে না। এমনকি বরখাস্তের পর উক্ত সংবাদ তার নিকট পৌছার আগে সে যদি কোন ফায়সালা দিয়ে থাকে, তাহলে তার এ সব ফায়সালা বৈধ বলে গণ্য হবে। মূলত বিচারক

pdf By Syed Mostafa Sakib

বরখাস্তের মাসআলা উকীল বরখাস্তের মাসআলার অনুরূপই। অর্থাৎ বরখাস্তের সংবাদ উকীলের নিকট না পৌঁছা পর্যন্ত সে তার পদ থেকে কার্যত বরখাস্ত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, বরখাস্তের সংবাদ জানার পরও সে বরখাস্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্থলে অন্য আরেকজন বিচারককে নিয়োগ দান না করা হয়। যাতে আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিকারসমূহ সংরক্ষিত থাকে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এ বিষয়টিকে জুমুআর ইমামের বরখাস্তের উপর কিয়াস করেছেন। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি শর্তহীনভাবে বরখাস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে যদি বিচারককে শর্ত সাপেক্ষে বরখাস্ত করা হয় যেমন তাকে তার নিকট অব্যাহতিপত্র পৌঁছার শর্তে বরখাস্ত করা হল, তাহলে অব্যাহতিপত্র তার নিকট পৌঁছার আগে সে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত হবে না। পত্র পৌঁছার আগে সে এ বিষয় সম্পর্কে জানুক অথবা না জানুক (আত-তাতারখানিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ যদি খলীফা মারা যান এবং তার অধীনে বহু কাযী ও গভর্নর থাকে তবে তারা নিজ নিজ পদে বহাল থাকবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টি ওকালতের বিষয় থেকে ভিন্নতর। 'হিদায়াতুন নাতিফী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি বিচারক মারা যায় অথবা বরখাস্ত হয়ে যায়, তবে তার নিয়োগকৃত প্রতিনিধি কাযীও বিচারকার্যের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি কোন অঞ্চলের আমীর মারা যায়, তবে তার নিয়োগকৃত বিচারকগণও বরখাস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু খলীফা মারা গেলে এর হুকুম ভিন্নতর হবে (মুলতাকাত)।

'জামিউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ হতে খুরাসান (বা অন্য এলাকার) গভর্নরের নিকট এ মর্মে ফরমান পৌঁছে যে, এই শহরের বিশিষ্ট ফকীহ্ এবং বিজ্ঞ লোকদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে বলে দাও যেন তারা বিচারকের গতিবিধি এবং আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখে। যদি তারা তাকে পসন্দ করে তবে তুমি তাকে বহাল রাখবে। আর যদি পসন্দ না করে তবে তুমি তাকে বরখাস্ত করে দিবে। তারপর ঐ সমস্ত লোকজন একত্রিত হয়ে সব কিছু জেনে-বুঝে ঐ বিচারকের প্রতি নিজেদের অসন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করল। এহেন অবস্থায় গভর্নর তার থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট এ মর্মে পত্র লিখল যে, তারা তাকে পসন্দ করেছেন। তারপর গভর্নর তাকে তার পূর্বের পদে বহাল রেখে দিল। ইত্যবসরে ঐ বিচারক যদি কোন ফায়সালা করে তবে তা সহীহ্ হবে। কেননা, এখনো সে যথানিয়মে বরখাস্ত হয় নি। যদি কাযী নিয়োগের সূচনাতেই এরূপ ঘটনা ঘটে এবং গভর্নর রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট এ মর্মে পত্র লিখে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই তাকে পসন্দ করেছে, এরপর সে তাকে কাযী নিয়োগ করে তাহলে উক্ত কাযীর ফায়সালা কার্যকরী হবে না (আত-তাতারখানিয়্যা)।

১১. মাসআলা ঃ বিচারক অন্ধ হওয়ার পর যদি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় তাহলে সে তার পদে বহাল থাকবে। যেমন মুরতাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি যেমন। তবে মুরতাদ এবং অন্ধ অবস্থায় কোন ফায়সালা করে থাকলে তা কার্যকর হবে না। কোন বিচারকের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি কারণ পাওয়া গেলে সে নিজে থেকেই উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে।

(১) দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়া, (২) শ্রবণ শক্তি বিলুপ্ত হওয়া, (৩) জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়া, (৪) মুরতাদ তথা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা (খাযানাতুল মুফতীন)।

কাযী যদি বরখাস্ত হয়ে যায় তবে কারো কারো মতে তার নায়েবও বরখাস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বিচারক মারা গেলে তার নায়েব বরখাস্ত হবে না। তবে ফাতওয়া হচ্ছে এই যে, বিচারক বরখাস্ত হলে তার নায়েব বরখাস্ত হবে না। কেননা, সে তো বাদশাহ বা জনসাধারণের প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত। পক্ষান্তরে বিচারকের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে বরখাস্ত করার কারণে বিচারক বরখাস্ত হবে না (বায্যাযিয়া)।

১২. মাসআলা ঃ রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে বিচারক নিয়োগ করার পর উক্ত ব্যক্তি যদি তা রদ বা প্রত্যাখ্যান করে দেয় তবে এর বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। যদি বাদশাহ তাকে সরাসরি কাযী নিয়োগ করে তবে একবার তা রদ করার পর সে আর এই পদ গ্রহণ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে বাদশাহ যদি তার অনুপস্থিতিতে তাকে বিচারক নিয়োগ করে থাকেন, যেমন বাদশাহ তার নিকট ফরমান পাঠিয়ে দেওয়ার পর সে তা প্রত্যাখ্যান করে দিল তাহলে এ ব্যাপারে পুনরায় প্রস্তাব আসার পর সে তা গ্রহণ করতে পারবে।

পত্রের মাধ্যমে বিচারকের পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করার পর সে যদি তা প্রত্যাখ্যান করে দেয় তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে সে এই পদ গ্রহণ করে নিতে পারবে, যদি নিজেই বলে, আমি নিজেকে বিচারকের এই দায়িত্ব থেকে আলাদা করে নিলাম অথবা বলে, আমি নিজেকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিলাম এবং রাষ্ট্রপ্রধান নিজ কানে এ কথা শুনেন তাহলে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বাদশাহ যদি বিচারকের এ বক্তব্য না শুনেন তাহলে বিচারক তার পদ থেকে বরখাস্ত হবে না। এমনিভাবে বিচারক যদি বাদশাহর নিকট এ মর্মে পত্র লিখে যে, انى عزلت نفسى (আমি নিজেকে এই দায়িত্ব থেকে আলাদা করে নিলাম) এবং এ পত্র বাদশাহর নিকট পৌঁছে তাহলে বিচারক তার পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপ্রধান ও আমীরদের হুকুম এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে কাযীর ফায়সালার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ নাওয়াযিল গ্রন্থে আছে, যদি বাদশাহ দুই ব্যক্তির মাঝে হুকুম জারী করেন তবে তা কার্যকারী হবে না। কিন্তু ইমাম খাস্‌সাফ (র)-এর আদাবুল কাযীতে বর্ণিত আছে যে, এ হুকুম কার্যকর হবে। আর এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। এই অভিমত অনুসারেই ফাতওয়া প্রদান করা হয়ে থাকে (খুলাসা) বিচারক যদি আমীরের পক্ষ হতে নিয়োজিত না হয়ে খলীফার পক্ষ হতে নিয়োজিত হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে আমীরের ফায়সালা করার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। তা সত্ত্বেও যদি ফায়সালা করেন তবে তার এই ফায়সালা কার্যকর হবে না। হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-কে বলতে শুনেছি, যদি খলীফার পক্ষ হতে বিচারক নিয়োজিত হয়, তারপর খলীফার ইনতিকাল হয়ে যায় তাহলে আমীর কাযী নিয়োগ করতে পারবেন না। যদিও আমীর ব্যক্তি উশর খারাজ আদায়ের ব্যাপারে আমীর নিয়োজিত হয়ে থাকেন। যদি এই আমীর উক্ত ব্যাপারে হুকুম করেন তবে তা জাইয হবে না। তদ্রূপ যদি এই আমীর নিজের পক্ষ হতে কোন কাযী নিযুক্ত করেন তবে তার নিয়োগ এবং কাযীর বিচার বৈধ হবে না। আমীর কর্তৃক নিয়োজিত কাযী যদি খলীফার পক্ষ হতে কোন পত্র নিয়ে আসেন তবে তা বিচার কার্যের দায়িত্ব প্রদানের ব্যাপারে অনুমোদন বলে গণ্য হবে না (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ মাজমুউন নাওয়াযিল গ্রন্থে আছে, শায়খুল ইসলাম আবুল হাসান (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যদি কাযীর কোন লোকের সাথে বিবাদ থাকে এবং সে তা ফায়সালা করার জন্য তার নায়েবের নিকট পেশ করে তারপর সে তা ফায়সালা করে দেয় তাহলে তার এ ফায়সালা কার্যকর হবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, না কার্যকর হবে না। কেননা কাযীর পক্ষে নায়েবের ফায়সালা করা কাযীর নিজের পক্ষে নিজের ফায়সালা করারই অনুরূপ। কাজেই এ ফায়সালা কার্যকর হবে না। শায়খ আবুল হাসান (র) বলেন এক্ষেত্রে কেউ আক্রান্ত হলে সে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট আবেদন করবে যাতে রাষ্ট্রপ্রধান অন্য কোন কাযী নিযুক্ত করে যার কাছে তারা উভয়ে মুকাদ্দমা দায়ের করবে পরে সে তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবে। অথবা বিচারক বাদী ও বিবাদী উভয়ে অপর কোন হাকিমের আদালতে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করবে। তারপর সে হাকিম তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবে। এভাবে ফায়সালা করা হলে তা কার্যকর হবে। কোন কোন মাশায়িখ কিরামের মতে কাযীর প্রতিনিধি কাযীর পক্ষে বিপক্ষে উভয় ভাবেই ফায়সালা দিতে পারবে। নাওয়াযিল গ্রন্থের বক্তব্য থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয়। সেখানে একথা আছে যে, কোন ব্যক্তি বাদশাহর বিরুদ্ধে বিচারকের আদালতে মামলা দায়ের করল। তারপর বাদশাহ বিচারকের সাথে কোন এক স্থানে আসন গ্রহণ করলেন। কিন্তু

বাদী যমীনের উপর আসন গ্রহণ করল। শায়খ (র) বলেন, এহেন অবস্থায় উচিত হবে, বিচারক নিজ আসন থেকে উঠে মাটিতে গিয়ে বসবে এবং বাদশাহর প্রতিপক্ষকে নিজ আসনে বসাবে। তারপর সে তাদের মাঝে ফায়সালা করবে। সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর যমানায় কোন এক ইয়াহূদী খলীফা হারূনুর রশীদের বিরুদ্ধে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর আদালতে নালিশ করল। ইমাম আবূ ইউসূফ (র) এই মামলার শুনানি গ্রহণ করেছেন। খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযীতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা) শরায়হ (র)-কে কাযী নিযুক্ত করেছিলেন। এবং নিজেই তার নিকট কোন একটি বিষয়ে নালিশ করেছিলেন। ইমাম খাস্‌সাফ (র) বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিয়োজিত কাযী যদি তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন রায় ঘোষণা করে তবে তা জাইয হবে। এমনিভাবে যদি উক্ত কাযী বাদশাহর পুত্র বা পিতা অথবা তার স্ত্রী সম্পর্কে কোন ফায়সালা করে তবে তা জাইয হবে এবং কার্যকর হবে। একই ভাবে যদি প্রধান বিচারপতি নিজের নিয়োগকৃত কোন বিচারকের আদালতে নিজের কোন বিষয়ে নালিশ করে, তারপর উক্ত বিচারক তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন রায় ঘোষণা করে তবে তা জাইয হবে। অনুরূপভাবে যদি রাষ্ট্রপ্রধান কোন ব্যক্তিকে খুরাসান (বা অন্য কোন শহরের) কাযী নিয়োগ করে তাকে হুকুম করেন যেন সে, বিভিন্ন অঞ্চলে আরো কতেক কাযীকে নিয়োগ দান করে। বাদশাহর নির্দেশমত সে তাই করল। তারপর প্রধান বিচারপতি তার নিয়োগকৃত কাযীদের থেকে কোন একজনের নিকট নিজের কোন বিষয়ে মুকাদ্দমা দায়ের করে তাহলে ঐ বিচারকের জন্য তার পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেওয়া জাইয আছে। হিশাম (র) তৎপ্রণীত নাওয়াদির গ্রন্থে যে মাসআলা বর্ণনা করেছেন তাতে প্রথমোক্ত অভিমতের প্রতি সমর্থন রয়েছে। হিশাম (র) বলেন, একদা আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম। জনৈক কাযী প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে কারো কাছে হক্কে শুফআর দাবীদার হল।কিন্তু প্রতিবেশী ব্যক্তি তাকে তা দিল না। বরং বলল, এই শহরে এমন কোন ওয়ালী বা গভর্নর নেই, যে কাযী নিয়োগ করতে পারে। এহেন অবস্থায় কি করা হবে? জবাবে তিনি বললেন, এই শহরের গভর্নর তাদের উভয়কে বলবে, তোমরা কোন এক ব্যক্তিকে সালিস মেনে নাও, সে তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবে, আমি বললাম, যদি সে এই কথা না মানে তাহলে কি তাকে বাধ্য করা যাবে ? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ বাধ্য করা যাবে। মোট কথা ইমাম মুহাম্মাদ (র) উক্ত অবস্থায় সালিস নির্বাচন করার প্রতি ইশারা করেন। কিন্তু এ কথা বলেননি যে, কাযীর নায়েব উভয়ের মধ্যে ফায়সালা করে দিবে। এভাবে সালিস নির্বাচন করার বৈধতা হযরত উমর (রা)-এর এ ঘটনা থেকেও প্রমাণিত। কিতাবে আছে একবার কোন এক ব্যাপারে হযরত উমর (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাঝে বিবাদ বেধে যায়। তারপর হযরত উমর (রা) তা মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-কে সালিস বা বিচারক নিয়োগ করেন। এমনিভাবে অপর এক মুকাদ্দমায় কাযী শুরায়হ (র)-কে সালিস নিয়োগ করা হয়েছিল (বুখারী)।

৩. মাসআলা ঃ হিশাম (র) বলেন, একদা আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, যদি কোন শহরের কাযী মারা যায় এবং ঐ শহরের ওয়ালী (গভর্নর) যদি কাযী নিয়োগের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাপারে অধিকারপ্রাপ্ত না হয় তাহলে মুকদ্দমার নিস্পত্তির জন্য বাদী বিবাদীকে এ ব্যাপারে কোন চাপ দেওয়া যাবে কি যে, তোমরা উভয়ে মিলে কাউকে সালিস বা বিচারক বানিয়ে নাও ? জবাবে তিনি বলেছেন, যে অবস্থায় আরবী (যার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয়েছে) এর অন্যের থেকে কোন কিছু রুজু করার ব্যাপার থাকবে সে ক্ষেত্রে তাদেরকে চাপ দেওয়া জাইয হবে না। কিন্তু ঋণ বা গাসাব সংক্রান্ত মুকাদ্দমা হলে তাদের প্রতি চাপ প্রয়োগ করা যাবে।

মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে যদি বিচারকের পুত্র অন্য কারো ব্যাপারে তার আদালতে মামলা করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যদি বিচারকের আদালতে তার পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, তবে বিষয়টির প্রতি বিচারক খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করবে। যদি বিচারক এ মামলায় তার পুত্রের বিরুদ্ধে রায় হবে বলে মনে করেন তাহলে পুত্রের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দিবেন। আর বিচারক যদি একথা মনে করেন যে, এ মামলায় রায় তার পুত্রের পক্ষে যাবে তাহলে তিনি এ মামলা তার কোর্ট থেকে খারিজ করে দিবেন এবং বাদী বিবাদীকে বলবেন, তোমরা অন্য কোন বিচারকের আদালতে এই মুকাদ্দমা পেশ কর। (আমি এ ব্যাপারে রায় দিতে পারব না) (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যে আমীর কোন ব্যক্তিকে কাযী নিয়োগ করেছে তার মামলা মুকাদ্দমার ব্যাপারে ফায়সালা করা (রায় ঘোষণা করা) কাযীর জন্য জাইয আছে। এমনিভাবে যে বিচারক নিম্ন আদালতে বসে তার জন্য জাইয আছে উচ্চ আদালত এবং নিম্ন আদালতের বিচারকদের দায়েরকৃত মামলা মুকাদ্দমার ব্যাপারে ফায়সালা করা। অনুরূপভাবে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর মা তথা শাশুরীর অনুকূলে ফায়সালা প্রদান করাও বিচারকের জন্য জাইয আছে। কিন্তু স্ত্রী থাকলে তা করা জাইয হবে না। একই ভাবে পিতা মারা যাওয়ার পর পিতার স্ত্রীর পক্ষে ফায়সালা করাও বিচারকের জন্য জাইয আছে। কিন্তু পিতা জীবিত থাকলে তা করা জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। রাষ্ট্রপ্রধান হদ্দে কাযাফ, কিসাস এবং তাযীরের ক্ষেত্রে নিজের ইল্‌ম তথা জানা তথ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন (সিরাজিয়া)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ বিচারকের ইজলাস এবং ইজলাসের স্থান সম্পর্কিত মাসাইল

১. মাসআলা ঃ বিচারক মসজিদের প্রকাশ্য কোন স্থানে বসে বিচার কার্য পরিচালনা করবেন যাতে বহিরাগত এবং স্থানীয় লোকদের বিচারকের ইজলাস চিনতে কোন অসুবিধা না হয় (ইনায়া)।

বিচারকার্য পরিচালনার জন্য জামে মসজিদই উত্তম। তারপর এমন স্থান যেখানে জামাআত হয়। যদিও সেখানে জুমুআ পড়া না হয় (আন নাহরুল ফায়িক)। শায়খ ফখরুল ইসলাম আলী আল বাযদুবী (র)- বলেন,এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি জামে মসজিদ শহরের মাঝখানে থাকে। পক্ষান্তরে জামে মসজিদ যদি শহরের এক প্রান্তে হয় তবে এর পরিবর্তে শহরের মাঝখানে অবস্থিত কোন মসজিদে ইজলাস বসানো উচিত যাতে বিচার প্রার্থীকে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে না হয়। যদি মহল্লার মসজিদে বিচারকের ইজলাস বসানো হয় তবে এতে কোন অসুবিধা নেই। পূর্ববতী কোন কোন ফকীহ্ থেকে এ মর্মে বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন যুগে বিচারকগণ মহল্লার মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কাযী ফখরুল ইসলাম (র)- বলেন, এ হুকুম তখনই হবে যদি মহল্লার মসজিদ শহরের মাঝখান থাকে। বিচারক ইচ্ছা করলে বাজারের মসজিদেও ইজলাস বসাতে পারবেন। কেননা বাজারের মসজিদ সাধারণত সকলেরই জানা শুনা থাকে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ মসজিদে প্রবেশের পর আমার মতে বিচারকের জন্য উত্তম হল, প্রথমে দুই রাকআত অথবা চার রাকআত সালাত আদায় করবেন। তবে চার রাকআত আদায় করাই উত্তম। কেননা এটি তো দিবসের নামায। তারপর আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবেন যেন, তিনি তাকে উচিত বিচার করার তাওফীক দান করেন এবং যেন তিনি তাকে গুনাহ থেকে হিফাযত করেন। তারপর কাযী বিচারের জন্য আসন গ্রহণ করবেন। বিচারক যদি দেশের বিশিষ্ট ফকীহ্ এবং প্রচার প্রতিপত্তি সম্পন্ন লোকদের একটি দল নিজের সাথে বসাতে চান তবে তাদেরকে তিনি নিজের কাছে বসাবেন এমনিভাবে আমানতদার ব্যক্তিবর্গের একটি দলকেও তিনি তার নিজের সাথে বসাতে পারবেন। বিচারক যদি বিচারকার্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ হন তাহলে ইজলাসে একা বসলেও কোন অসুবিধা হবে না (মুহীত, আস-সারাখসী)। কিন্তু অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ হলে তার নিজের সাথে আলিমদের কাউকে বসিয়ে বিচারকার্য আঞ্জাম দেওয়া মুস্তাহাব (তাবয়ীন)। এবং তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবেন (আন-নাহরুল ফায়িক)। তবে মামলার শুনানি চলাকালে তাদের সাথে পরামর্শ করবেন না (বাযযাযিয়া)। বিচারক তার জরুরী কাগজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পত্রের থলে নিজের ডান পার্শ্বে রাখবেন। কেননা এতে রেজিষ্টার মুকাদ্দমার নথি পত্র অনেক কিছুই থাকে। কাজেই এগুলো সামনেই থাকবে। বিচারকের পেশকার তার এক পার্শ্বে বসবে যাতে বিচারক তাকে দেখতে পান। যাতে সে উৎকোচ গ্রহণ করে সাক্ষ্যের শব্দের মধ্যে কোন প্রকার কম বেশী করতে না পারে (মুহীত, আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা ঃ বিচারক নিজ বাড়িতেও বিচারের ইজলাস বসাতে পারবেন। তখন তার জন্য উচিত হবে। লোকদের সেখানে আসা যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেওয়া। বিচারকের নিজ বাড়িতে বিচার কার্যের ইজলাস বসানোর পর ইতিপূর্বে যারা তার সাথে বসত তারা তার সাথে বসতে পারবে (হিদায়া)। মসজিদের ন্যায় বিচারকের বাড়িটি শহরের মাঝখানে হলে ভাল হয় (আন নাহরুল ফায়িক)। মাবসূত গ্রনোথ উল্লেখ আছে যে, বিচারকের নিজ বাড়িতে অথবা পছন্দমত স্থানে ইজলাস বসানোর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, বিচারকার্য কোন স্থানের সাথে খাস নয় (তাতার খানিয়া)। বিচারক যদি নিজ বাড়িতে বসে বিচারকার্যে আঞ্জাম দেন এবং তা যদি শহরের মাঝখানে থাকে তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে এতে কোন অসুবিধা নেই (বাযযাযিয়া)। খানিয়া গ্রন্থে আছে যে, বিচারক যদি মসজিদে অথবা নিজ গৃহে বিচারের ইজলাস বসান তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ভীড় ও বিশৃংখলা রোধের জন্য ইজলাসের প্রধান ফটকে একজন প্রহরী নিযুক্ত করাতেও কোন অসুবিধা নেই। অনুমতি প্রদান কালে প্রহরী বা দ্বাররক্ষী কারো থেকে কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করতে পারবে না (তাতার খানিয়া)।

৪. মাসআলা ঃ বিচারক যদি মসজিদেই ইজলাস কায়েম করেন তাহলে ঋতুমতী মহিলা এবং পশুদের ক্ষেত্রে রায় প্রদান কালে তাকে ইজলাস থেকে বের হয়ে আসতে হবে। মসজিদের মধ্যে হদ্দ তাযীর কোন প্রকার শাস্তিই প্রয়োগ করা যাবে না (আন-নাহরুল ফায়িক)। বিচারকের ইজলাসের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট নেই। কাজেই রাস্তায় বসেও বিচারক বিচার কার্য আঞ্জাম দিতে পারবেন। যদি পথিকদের চলাচলে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় (তাবয়ীন)। বিচারক মসজিদে প্রবেশ করার পর আমভাবে বাদী বিবাদীকে সালাম করাতে কোন অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে মাশায়েখ কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আমভাবে সকলকে সালাম করাতে দোষের কিছু নেই। অবশ্য বিচারকের প্রতি যাতে লোকদের ভয়ভীতি বাকী থাকে এবং মানুষের মাঝে যাতে তাদের শান-মান অক্ষুণ্ন থাকে এ জন্য লোকদেরকে সালাম না দেওয়াতেও কোন দোষ নেই। এ জন্যই এরূপ নিয়ম চালু আছে যে, আমীর উমারাগণ যখন কোন জনসমাগমে প্রবেশ করবেন তখন তারা লোকদেরকে সালাম করবেন না। কিন্তু কোন কোন ফকীহ্ বলেন যে, সালাম করা বিচারকের উপর ওয়াজিব। সালাম তরফ করার কোন অবকাশ তার জন্য নেই। উক্ত হুকুম মসজিদে প্রবেশ কালীন সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বিচারক যখন বিচারের উদ্দেশ্যে মসজিদের কোন এক প্রান্তে বসবেন তখন বাদী বিবাদী এবং অন্য কাউকে সালাম করবেন না। এই নীতির কারণেই কোন কোন মাশায়িখ বলেছেন যে, লোকজন যখন আমীর উমারাদের নিকট গমন করবে তখন তারা তাদেরকে সালাম করবে না এবং অন্যান্য লোকদেরকেও সালাম করবে না। কেননা বিচারক যখন বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বসবেন তখন তিনি কাউকে সালাম করবেন না এবং

লোকেরাও তাকে সালাম করবে না। এতে বোঝা যায় যে, আমীর উমারাদেরকেও সালাম করা যাবে না। পক্ষান্তরে বিষয়টি তেমন নয় যেমন, উপরোক্ত মাশায়িখগণ বলেছেন। বস্তুত সহীহ্ মাসআলা এই যে, লোকজনও আমীর উমারাদেরকে সালাম করবে এবং তারাও লোকদেরকে সালাম করবেন। তবে বিচারকের বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা আমীর এবং গভর্নর তারা তো বৈঠকে বসেন শুধুমাত্র দশনার্থীদের দর্শনের জন্য ফায়সালার জন্য নয়। আর সালাম হল, দর্শনার্থীদের অভিবাদন। তাই তারা সালাম বিনিময় করবে। পক্ষান্তরে বিচারকের ইজলাস হয়ে থাকে ফায়সালা এবং মীমাংসার জন্য দর্শনের জন্য নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে বাদী-বিবাদী এবং অপরাপর লোকেরা বিচারককে সালাম করবে না। এতদসত্ত্বেও যদি সালাম করে তবে সালামের জবাব দেওয়াতে তাদের কোনঅসুবিধা হবে না। এই ইংগিত রয়েছে যে, সালামের জবাব দেওয়া তার উপর ওয়াজিব নয় ।বরং তার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ সালামের জবাব দিতেও পারে নাও দিতে পারে (আদাবুল কাযী ইমাম খাস্সাফ) বিচারক যদি সালামের জবাব দেওয়ার ইচ্ছা করে তবে তিনি শুধুমাত্র (وعليكم) বলবেন। এর চেয়ে বেশী কিছু বলবেন না। সাক্ষিগণ বিচারককে সালাম করবেন এবং বিচারকও তাদের সালামের জবাব দিবেন (তাতার খানিয়া)।

৫. মাসআলা ঃ শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ফযল আল-বুখারী (র) বলেন, কেউ ছাত্রদেরকে ফিকহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য বসে তাদেরকে তালীম করছেন। এমতাবস্থায় যদি কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী এসে তাকে সালাম করে তাহলে সালামের জবাব না দেওয়ার ব্যাপারে তার সুযোগ থাকবে। এমনিভাবে তার মতে কেউ যদি ফিকর করতে বসে তা যে, কোন ধরনের ফিকরই হোক না কেন এমতাবস্থায় যদি কোন দর্শনার্থী এসে তাকে সালাম করে তবে তার জন্য সালামের জবাব না দেওয়ারও সুযোগ রয়েছে। বিচারক যখন মামলার ফায়সালার জন্য বসবেন তখন এক ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে বিচারকের সম্মুখ দিয়ে হাঁটা চলা করতে নিষেধ করে দিবেন এবং তারা যেন তার সাথে কোন রূপ বেআদবী না করে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিবে। এ জাতীয় ব্যক্তিকে (صاحب المجلس) (বৈঠক নিয়ন্ত্রণকারী) বলা হয়। এর আরো বিভিন্ন নাম আছে, যেমন (عرف شركى جلواز) ইত্যাদি। শিষ্টাচার ও আদব শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে এ জাতীয় ব্যক্তির কাছে একটি চাবুক থাকা বাঞ্ছনীয়। এমনভাবে ঐ লোকটি আমানতদার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই লোকটি লোভী এবং ঘুষখোর না হওয়া উচিত যাতে সে পয়সা খেয়ে কোন এক পক্ষের দিকে ধাবিত না হয়ে যায় এবং বেআদবী করার পরও তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে পাশ কেটে যায়। বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ বিচারকের সামনে বসার পর বিচারক ভাল মনে করলে বৈঠক নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিকে সেখান থেকে উঠিয়ে দিবেন এবং সে এমন দূরে চলে যাবে যাতে বিচারক ও বাদী বিবাদীর মাঝে কি আলোচনা হয়েছে তা সে বুঝতে না পারে। ফলে সে কোন এক পক্ষকে কোন কথা জানাতেও পারবে না এবং শিখাতেও পারবে না। পক্ষান্তরে ঐ লোকটি যদি এ জাতীয় আশংকা থেকে নিরাপদ থাকে এবং এ কারণে বিচারক তাকে কাছে বসার জন্য সুযোগ দেন তবে এতে কোন অসুবিধা নেই। মোদ্দাকথা হল, মানুষের মামলা-মুকাদ্দমার ক্ষেত্রে বিচারককে যথা সাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবে এবং যে কাজে মানুষের কল্যাণ এর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর ঐ বৈঠক নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির জন্য সমীচীন হবে না, বাদী বা বিবাদী কোন পক্ষের সাথে গোপনে কোন আলাপ আলোচনা করা (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬. মাসআলা ঃ উত্তম হল, বিচারকের ইজলাসে বসার পূর্বে সে স্থানে ঐ আমী
ব্যক্তিকে অগ্রে পাঠিয়ে দিবে, সে গিয়ে দেখবে কারা আগে এসেছে এবং যারা পরে এ
যারা আগে এসেছে তাদের বিচারের ব্যবস্থা আগে করা হবে এবং যারা পরে এসেছে
বিচার পরে হবে। পরে এসেছে এমন কোন ব্যক্তিকে তার প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে
ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। বিচারক বা ঐ আমীন ব্যক্তি ভাল মনে করলে ভি
লোকদেরকে বিচারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে পারবেন। যদি ভিন দেশী বিচারপ্রার্থী
এতবেশী হয় যে, তাদের বিচার করতে গেলে শহরের লোকেরা একবারে পেছনে পড়ে
তবে মর্যাদা অনুসারে অপরাপর লোকদের বিচারের সাথে তাদের বিচারকার্য আনজাম
ব্যবস্থাও করতে হবে। মহিলা বিচারপ্রার্থীদের বসার জায়গা এবং পুরুষ বিচার প্রার্থীদের
জায়গা পৃথক রাখবে। যদি মহিলা বিচারপ্রার্থীদের জন্য পৃথক ভাবে এক দিন নির্দিষ্ট
দেওয়া হয় তবে তা ভাল এবং এতে তাদের পর্দার বিষয়টিও সংরক্ষিত থাকবে (হাবী,ফি
হানাফী) ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি কোন বিচারপ্রার্থী বিচারের পর রাতের মধ্যেই
বাড়িতে পৌছে যেতে পারে তাকে বিদেশী গণ্য না করে মুকীম গণ্য করা হবে। পক্ষা
বিচারকার্য আঞ্জাম দানের পর বিচারপ্রার্থী যদি নিজ বাড়িতে গিয়ে রাত্র যাপন করতে সক্ষম
হয় বরং অন্য কোথাও তার রাত্র যাপন করতে হয় তবে তাকে ভিন দেশী ও মুসাফির গণ্য ক
হবে। তবে মুসাফির ব্যক্তির অবস্থা কিছুটা জটিল হয়ে থাকে (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ ভিন দেশী বা মুসাফির হওয়ার কারণে বিচারক যদি কারো বিচারকার্য অ
সম্পাদন করা সমীচীন মনে করেন তা তিনি করতে পারেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজে যদি
মুসাফির পরিচয় দিয়ে আগে বিচারের আবেদন করে, তবে বিচারক তার কথায় বিশ্বাস না করে
এ ব্যাপারে তার কাছে সাক্ষী তলব করবেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত
রয়েছে। তবে এ সাক্ষীর ক্ষেত্রে আদালত (ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা) শর্ত নয়। বরং এ
ক্ষেত্রে সাক্ষীর স্বভাব চরিত্র আচার-আচরণ যদি না জানা থাকে তবে তাতেও কোন অসুবিধে
নেই। আমাদের মাযহাবের কোন কোন ফকীহ্ এও বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে বিচারক ঐ
ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন যে, সে কাদের সঙ্গে সফর করতে চায়। তার সফর সঙ্গী কারা,
তারপর তিনি তাদেরকেও জিজ্ঞেস করবেন যে, তারা কখন রওনা হতে চায় এবং অমুক ব্যক্তি
তোমাদের সাথে যাবে কিনা? যদি তারা হাঁ বলে তাহলে তার ওযর সাব্যস্ত হবে। যদি
বিচারকের আদালতে সাক্ষী শপথকারী বিচারপ্রার্থী ভিনদেশী লোক এবং মহিলাগণ এবং
হয় এবং বিচারক প্রথমে সাক্ষীদের থেকে সাক্ষী গ্রহণ করেন তবে এরূপ করার তার ইখ
রয়েছে। যদি বিচারক শপথকারীদেরকে অগ্রাধিকার দেন তবে তাও ঠিক আছে। যদি তি
ভিন দেশী মুসাফিরদেরকে অগ্রাধিকার দেন তবে এটিও যথার্থ হবে। আর যদি তি
মহিলাদের কে অগ্রাধিকার দেন তবে এরূপ করারও তার ইখতিয়ার রয়েছে (মুহীত ঃ আস-
সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ আদালতে উপস্থিত হওয়ার পর বিচারকের উচিত
হবে তাদেরকে তার সামনে বরাবর করে পাশাপাশি বসানো এবং তাদের মাঝখানে বিচারকের

উপবিষ্ট হওয়া (মুহীত)। পক্ষ বিপক্ষের প্রতি তাকানো এবং কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে সমতা
রক্ষা করা বিচারকের জন্য জরুরী। কাজেই তিনি কোন এক পক্ষের সাথে গোপনে আলাপ
করতে পারবেন না এবং কারো প্রতি গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনরূপ ইংগিতও করতে পারবেন
না (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। হাত, মাথা এবং ভ্রু কোন কিছুর দ্বারাই ইংগিত করতে পারবেন
না (ইনায়া)। কোন এক পক্ষের দিকে তাকিয়ে হাসতে পারবেন না। বিচার চলাকালে বিচারক
পক্ষ বিপক্ষের সাথে বা কোন এক পক্ষের সাথে কিংবা কোন কারো সাথে হাসি ঠাট্টা করতে
পারবেন না। এটা তাকে পরিহার করতেই হবে। কেননা এতে তার, গুরুত্ব ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়
(তাবয়ীন)। বিচারক অন্য পক্ষকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এক পক্ষের সাথে মন খুলে আলাপ
আলোচনা করবেন না (মুহীত)। যদি দুই পক্ষের কোন এক পক্ষের প্রতি বিচারকের মনে
আকর্ষণ জমায় এবং তিনি চান যে, ঐ পক্ষের দলীল প্রমাণাদি যেন স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়
তাহলে এ কারণে তাকে পাকড়াও করা যাবে না। কেননা এতে তার কোন ইখতিয়ার নেই
(খুলাসা)। মোটকথা বিচারক যথা সম্ভব সমতা রক্ষা করার জন্য আদিষ্ট। কাজেই তার সাধ্য
যতটুকু সম্ভব সমতা রক্ষা করে চলবেন। বিচারক যদি সাধ্যের ভিতরে সমতা রক্ষার ব্যাপারে
অবহেলা করেন তবে তিনি জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন। আর যে যে ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করা
তার পক্ষে সম্ভব নয় সে সে ক্ষেত্রে তিনি মাযুর জবাব দিহির সম্মুখীন হতে হবে না (মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি বাদী বিবাদীর মধ্যে এক পক্ষে বাদশাহ বা গণ্যমান্য আলিম থাকেন
এবং বাদশাহ যদি বিচারকের পার্শ্বে সম আসনে উপবিষ্ট হোন আর মুকাদ্দমার অপর পক্ষ
ভুমিতে আসন গ্রহণ করে তাহলে বিচারক নিজ আসন থেকে উঠে তার আসনে ঐ ব্যক্তিকে
বসতে দিবেন এবং নিজে ভুমিতে আসন গ্রহণ করবেন। এতে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের মধ্যে
সমতা সৃষ্টি হবে এবং একের উপর অপরের প্রাধান্য সূচিত হবে না (খুলাসা)। বিচারক
মুকাদ্দমার এক পক্ষকে আপ্যায়ন করবে না। অবশ্য যদি এই পক্ষের সাথে অন্য পক্ষও থাকে
তবে তা জাইয হবে (নিহায়া)। বিচারক এক পক্ষের সাথে এমন ভাষায় কথা বলবেন না যা
অন্য পক্ষের বোধগম্য নয় (বাদায়ে)। খাহারযাদা (র)-এর মুখতাসার গ্রন্থে আছে যে, বিচারক
বাদী বিবাদী দুই পক্ষের কোন এক পক্ষের সাথে তার নিজ গৃহে অবস্থান করবেন না (তাতার
খানিয়া)। বিচারকের জন্য এমন কোন কাজ করা সমীচীন নয় যাতে করে। অর্থাৎ যে তার
উপর অপবাদ আসবে এ জাতীয় কোন কাজ করা তার জন্য শোভনীয় নয় (খাযানাতুল
মুফতিয়্যীন)। বিচারক যখন বাদী বিবাদীর সাথে কথা বলবেন, তখন কোন এক পক্ষের প্রতি
ঘাড় বাকিয়ে তাকিয়ে থাকবেন না। অর্থাৎ উভয়ের সাথে কথা বলার যার কোন এক পক্ষের
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিচারকের জন্য মাকরূহ। বরং এরূপ করা শরীআতের দৃষ্টিতে
নিষিদ্ধ। এমনি ভাবে দুই পক্ষের কোন এক পক্ষকে খাসভাবে বিচারকের জন্য মাকরূহ।
পক্ষান্তরে যাদের কোন মামলা মুকাদ্দমা নেই তাদেরকে বিচারকের সালাম দেওয়ার জন্য বা
অন্য কোন প্রয়োজনে বিচারকের বাড়িতে প্রবেশের জন্য অনুমতি দেওয়াতে কোন দোষ নেই
(মুহীত সারাখসী)। বাদী বিবাদী উভয়ের মধ্যে একপক্ষকে ডানে এবং অপরপক্ষকে বামে
বসাবেন না। কেননা বামের তুলনায় ডানের গুরুত্ব বেশী। সে হিসাবে যাকে ডাইনে বসাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রকাশ পাবে। এজন্য বিচারকের জন্য উচিত হবে বাদী-বিবাদীকে ডানে বামে না বসিয়ে তাদেরকে তার সম্মুখে বসাবে। বড় ছোটর মধ্যেও সমতা রক্ষা করবে। এমনকি পিতা-পুত্র, রাজা-প্রজা, এবং যিম্মী ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করাও বিচারকের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য (তাতয়ীন)।

১০. মাসআলা ঃ সাহিবুল আকযিয়া (صاحب القضايا) বলেন, বাদী-বিবাদী বিচারক থেকে দুই হাত দুরত্বে অথবা এ পরিমাণ দূরত্বে বসবে যাতে উচ্চকণ্ঠে বক্তব্য প্রদান করা ছাড়াই বিচারক তাদের আওয়াজ শুনতে পান। আদালত ইজলাসে বসার সময় বিচারকের জন্য সমীচীন হল, মেহরাবের সাথে হেলান দিয়ে বসা। কাযী খাস্‌সাফ এবং অপরাপর বিচারকদের সময়ে নিয়ম ছিল যে, তারা কিবলামুখী হয়ে বসতেন। তবে আমাদের যমানায় যে নিয়ম চলছে তাই উত্তম বিচারক মহোদয়কে যে সব পাইক-পেয়াদা সহায়তা প্রদান করবে তারাও বিচারকের সামনেই থাকবে যাতে দরবারের দৃশ্যটি একটি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। তবে এ সব পাইক পেয়াদা বিচারক থেকে এই পরিমাণ দূরে থাকবে যাতে তারা বিচারক এবং বিবাদীর পরস্পরের আলাপ শুনতে না পায় এবং যাতে তারা কোন কোন মুকাদ্দমার রায় সম্বন্ধে অবগত হয়ে তা বাতিল করার অপচেষ্টা লিপ্ত না হতে পারে (মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ বাদী বিবাদীর আদালতে উপস্থিত হওয়ার পর বিচারক প্রথমে বাদীকে তার দাবী সম্বন্ধে জিজ্ঞেসবাদ করে জবানবন্দী শ্রবণ করবেন। ইমাম খাস্‌সাফ (র) এবং কিতাবুল আকযিয়ার প্রণেতা ইমাম আবূ জাফর (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি একটি বিতর্কিত মাসআলা। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন,বিচারক বাদীকে তার দাবী সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন না। বরং তিনি চুপ থেকে তার দাবীটি শুধুমাত্র শ্রবণ করবেন। কেউ কেউ বলেন যে, বিচারক প্রথমে তার দাবীটি কী, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং তার জবানবন্দী শ্রবণ করবেন। ইমাম খাস্‌সাফ এবং সাহিবুল আকযিয়া ইমাম আবূ জাফর (র) এই অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন। ইব্‌ন সিমাআ (র)-এর মুহাযির গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। মুনতাকা গ্রন্থে একথা উদ্ধৃত রয়েছে। ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী আল-বাযদুবী (র) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বিচারক প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তারপর তার জবানবন্দী শ্রবণ করবেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জিজ্ঞেস করবেন না। বরং তিনি চুপ করে তার জবানবন্দী শ্রবন করবেন। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বাদী বিবাদী যখন বিচারকের সামনে বসবে, তখন ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বিচারক নিজ থেকেই তাদের বক্তব্য শুনার চেষ্টা করবেন। তিনি বলবেন, তোমাদের মধ্যে বাদী কে বিবাদী কে? বাদী বিবাদী সম্পর্কে জানার পর তিনি বাদীকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার দাবী কী? পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিচারক এমনটি করবেন না। প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমতটিই সর্বাধিক পসন্দনীয় (তাতার খানিয়া)।

১২. মাসআলা ঃ বাদী বিবাদী আদালতে উপস্থিত হওয়ার পর বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে তিনি নিজে তাদের সাথে কথাবার্তার সূচনা করবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমাদের কি হয়েছে? আবার ইচ্ছা করলে তিনি এমনও করতে পারেন যে, তিনি প্রথমে তাদেরকে কিছুই বলবেন না। বরং তারাই তার সাথে কথা বলা শুরু করবেন। এটিই

উত্তম ব্যবস্থ যাতে এ কথা প্রতীয়মান না হয় যে, সেই মূলত বিবাদ সৃষ্টিকারী (তাবয়ীন)। বিচারক বাদীকে কোন কথা জিজ্ঞেস করুক বা না করুক বাদী যদি নিজেই প্রথমে তার বক্তব্য পেশ করে তাহলে বিচারক বিবাদীকে বাদীর বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাহিবে আকযিয়া শায়খ আবূ জা'ফর (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযীতে উল্লেখ করেছেন যে, বিচারক বাদীর বক্তব্য কাগজে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করে দেখবেন যে, তা ঠিক না বে-ঠিক। যদি বাদীর ঐ বক্তব্য ঠিক না হয় তাহলে বিবাদীর বিরুদ্ধে এ কথা গ্রহণ যোগ্য হবেনা। তাই বিচারক বাদীকে বলবেন যাও, তোমার বক্তব্য সংশোধন করে দাও। আদাবুল কাযীর এক স্থানে ইমাম খাস্‌সাফ (র) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে আদাবুল কাযীর অন্য স্থানে উল্লেখ আছে যে,বিচারক বাদীকে এ জাতীয় কোন কথা বলবেন না। কোন কোন মাশায়িখে কিরাম এই অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন। তবে বিচারক এ কথা বলতে পারবেন যে, তোমার দাবী ঠিক নয়। কাজেই এর শুনানী গ্রহণ করা আমার জন্য জরুরী নয়। বিচারকের এরূপ বলা বাদীকে তালকীন (শিক্ষা দেওয়া) নয়। বরং এটি হচ্ছে বাদীর বক্তব্য সঠিক না হওয়ার ব্যাপারে ফাতওয়া প্রদানের শামিল। পক্ষান্তরে বাদীর দাবী যদি সঠিক হয় তাহলে বিচারক বিবাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং বলবেন,তোমার প্রতিপক্ষ তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছে। এ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী? ইমাম খাস্‌সাফ এবং কিতাবুল আকযিয়া প্রণেতা এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মূলত এ ব্যাপারেও মাশায়িখ কিরামের মতভেদ রয়েছে, যেমন বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারে মাশায়িখ কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেননা কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন যে, বিচারক মহোদয় বিবাদীর নিকট উত্থাপিত অভিযোগের জবাব জিজ্ঞেস করবেন না। বরং তিনি শুধুমাত্র তার দিকে স্বীয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন যাতে সে নিজেই বাদীর বক্তব্যের জবাব দিতে শুরু করে (মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ বাদীর বক্তব্য পেশ করার সময় বিচারক অপর পক্ষকে চুপ করিয়ে দিবেন এবং মনযোগসহকারে বাদীর বক্তব্য শ্রবণ করবেন, যাতে বাদীর পেশকৃত দলীল প্রমাণ বিচারক মহোদয়ের বুঝে আসে। কেননা, বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ একই সাথে কথা বলতে থাকলে কারো কথাই বুঝে আসবে না। বাদীর বক্তব্য শেষ হলে বিচারক তাকে চুপ থাকতে বলবেন এবং বিবাদীকে বাদীর বক্তব্যের জবাব দিতে বলবেন। এতে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, বিচারক অপর পক্ষ অর্থাৎ বিবাদী পক্ষকে জবাব দিতে বলবেন, যদিও বাদী পক্ষ তা কামনা না করে। কোন কোন কাযীর পসন্দনীয় অভিমত হচ্ছে যে, বাদী চাইলেই বিচারক এমনটি করবেন। অন্যথায় তিনি এরূপ করবে না। আমাদের মাযহাবের বিশুদ্ধতম মতানুসারে বিচারক বিবাদী পক্ষের নিকট জবাব চাইবেন, যদিও বাদী তা কামনা না করে। সাগনাকীতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। মুকাদ্দমার মধ্যে সাক্ষীকে এ বলে তালকীন করা যাবে না যে, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর? কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যে সব ক্ষেত্রে কোনরূপ সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ সে সব ক্ষেত্রে সাক্ষীকে তালকীন করা ভাল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তি আমানতদার এবং আলিম মানুষ যার কোন কিছু শিখবার দরকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নেই। এরূপ ক্ষেত্রে তালকীন করাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা অনেক সময় বিচারকের এবং ইজলাসের ভীতি মানুষকে নির্বাক করে দেয়। এ ক্ষেত্রে তালকীন করা হলে মুসলমানদের হক বেঁচে যায়। তাই তালকীন করা ভাল। কিনায়া এবং খাযানা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যে সব মাসআলা কাযার তথা বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সে সব মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারেই ফাতওয়া প্রদান করা হবে। কেননা তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিচারকার্যের সাথে জড়িত থাকার কারণে এ ব্যাপারে তার অধিক জ্ঞান ও অধিক অভিজ্ঞতা হাসিল হয়েছিল (শরহু আবিল আকারিম)।

১৪. মাসআলা ঃ বিচারকের জন্য সমীচীন নয় বাদী ও বিবাদীদের কোন এক পক্ষকে মামলায় জিতার জন্য কৌশল অর্থাৎ দলীল প্রমাণ পেশ করার রীতি নীতি শিখিয়ে দেওয়া। কিন্তু যদি বিচারক কোন এক পক্ষের নিকট কসম তলব করেন এবং কসম গ্রহণের সময় হয় আর এ অবস্থায় যদি বাদীর সাক্ষী উপস্থিত না থাকে তাহলে বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমার কোন সাক্ষী প্রমাণ আছে কী? নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একদা শায়খ আবূ নসর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, দুই ব্যক্তি বিচারকের আদালতে উপস্থিত হয়ে একজনে অন্যজন সম্পর্কে বলল যে, তার কাছে আমার এক হাজার টাকা পাওনা আছে। এ ছাড়া সে আর কিছু বলল না। এহেন অবস্থায় বিচারক তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, এরূপ অবস্থায় বিচারক বিবাদীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। ফকীহ্ আবূ বকর (র) বলেন, একদা দুই ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইব্ন আকসাম (র)-এর নিকট এসে তাদের একজনে বলল যে, এই ব্যক্তির কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। এ কথা শুনে ইয়াহ্ইয়া (র) বললেন, তুমি তো আমাকে একটি খবর শুনালে মাত্র। এখন বল, তুমি কি করতে চাও? অর্থাৎ তিনি একথা বলতে চাচ্ছেন যে, তোমার এই দাবী সঠিক নয়– যতক্ষণ না তুমি একথা বলবে যে, আপনি তাকে হুকুম করুন যেন সে আমার হক (পাওনা) দিয়ে দেয় অথবা এ জাতীয় অন্য কোন কথা বলে। শায়খ আবূ নসর (র) বলেন, আমাদের নিকট এই কথার কোনই গুরুত্ব নেই। কেননা, তারা তো বিচারকের কাছে নিজ পাওনা তলব করার জন্যই এসেছে। কাজেই বাদীর পক্ষ হতে ঐ কাজ এভাবে খুলে বলার কোন প্রয়োজন নেই। বিবাদীর বক্তব্য শুনার পর বিচারক তা কাগজে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন অথবা কোন লেখককে তার সামনে এসব কথা লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য নির্দেশ দিবেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত বক্তব্য এভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অমুকের ছেলে অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক দিনে বিচারকের আদালতে হাযির হয়েছে। বিচারক যদি বাদী বিবাদী উভয়কে চিনেন তাহলে একই কাগজে উভয়ের কথা উল্লেখ করবেন এবং লিখবেন অমুক ব্যক্তি আদালতে হাযির হয়েছে এবং তার সাথে অমুককে নিয়ে এসেছে। পক্ষান্তরে বিচারক যদি তাদেরকে না চিনেন তাহলে এভাবে লিখবেন এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বলছেন যে, সে অমুকের ছেলে অমুক। অর্থাৎ ব্যক্তির পরিচয় লেখার সময় বাপ-দাদার কথাও উল্লেখ করবে অথবা গোলাম হলে মুনীবের কথা উল্লেখ করবে। এভাবে লিখবে অমুকের ছেলে অমুক এর অমুক গোলাম। যদি ঐ

ব্যক্তির কোন ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকে যার সাথে সে ব্যক্তি সুপরিচিত তাহলে পরিচিতির বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য বিবরণের মধ্যে এর কথাও উল্লেখ করা হবে। এমনিভাবে পরিচিতির বিষয়টিকে আরো বিকশিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গঠন প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করাও সমীচীন। শরীরের গঠন প্রকৃতি লিখতে গিয়ে এমন বিষয়েই উল্লেখ করতে পারবে যাতে তার সৌন্দর্য প্রকাশ পায়-দোষ প্রকাশ পায় না। তারপর এ কথা লিখবে যে উক্ত ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে আদালতে নিয়ে এসেছে। সে হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুক যে ভাবে আমরা বাদীর ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছি। তারপর লিখবে যে, অমুকের ছেলে অমুক বাদী হয়ে আদালতে উপস্থিত হয়ে অমুকের ছেলে অমুকের বিরদ্ধে মুকাদ্দমা দায়ের করেছে এবং তাকে আদালতে হাযির করেছে। তদ্রূপ বাদীর দাবীসমূহও কম বেশী না করে কাগজে লিপিবদ্ধ করা হবে। তারপর বিচারক বাদীর উত্থাপিত আপত্তির জবাব বিবাদীর নিকট জানতে চেয়েছেন তাও কাগজে লিপিদ্ধ করবেন। বিবাদী যদি বাদীর বক্তব্যের প্রতি নিজের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে তাও কাগজে লিখতে হবে। তাতার খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তারপর বিচারক বিবাদীকে বাদীর পাওনা হক পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য হুকুম দিবেন (তাতার খানিয়া)।

বিবাদী যদি বাদীর বক্তব্যকে অস্বীকার করে তাহলে তাও লিখে রাখা হবে। যাতে পরবর্তীতে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করা হবে কিনা ? তা জানা যায় ও বুঝা যায়। উল্লেখ্য যে, বিবাদীর অস্বীকৃতিমূলক বক্তব্য হুবহু লিপিবদ্ধ করা হবে। একে আরবী (বা অন্য কোন ভাষায় ভাষান্তর করা যাবে না। কিন্তু যদি কোনরূপ রদ বদল ব্যতীত ভাষান্তর করা সম্ভব হয় এবং এর মধ্যে কোন অস্পষ্ট (مبهم) এবং দ্ব্যর্থবোধক শব্দ সন্নিবেশিত না করা হয় তাহলে তা জাইয হবে। কেননা অস্বীকৃতির বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। সে হিসাবে এর হুকুমও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন কোন আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি প্রথমে আমানত গ্রহণের বিষয়টিকে অস্বীকার করে বলল, আমার নিকট অমুক ব্যক্তি কোন কিছু আমানত রাখেনি। তারপর আবার বলল যে, আমি তার আমানত ফিরিয়ে দিয়েছি কিংবা বলল যে, আমানতের বস্তু নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে তার এই দাবী (বক্তব্য) শ্রুত হবে না। পক্ষান্তরে যদি উক্ত ব্যক্তি প্রথমে এ কথা বলে যে, তুমি যে মালের দাবী করেছো তা এবং এর মূল্য আদায় করা আমার যিম্মায় ওয়াজিব নয়। তারপর দাবী করে যে, ঐ মাল ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি অথবা বলে যে, তা খোয়া গেছে তাহলে তার বক্তব্য শ্রুত হবে এবং তার বক্তব্য হুবহু শব্দে লিখে রাখা হবে। এতে কোন প্রকার কমবেশী করা যাবে না। কেননা, রায়ের বিষয়টি এর উপরই নির্ভরশীল। এখানে যে সব নিয়ম নীতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে খাস্সাফ (র)-এবং সাহিবুল আকযিয়ার প্রণেতা ফকীহ্ আবূ জাফর (র)-এর যুগের বিচার ব্যবস্থার কথা। বস্তুত তাদের সে যমানার কথা আমাদের সকলেই জানা আছে।

১৫. মাসআলা ঃ স্মর্তব্য যে, তৎকালীন যমানার বিচার ব্যবস্থার চেয়ে আমাদের যামানার বিচার ব্যবস্থা অনেক ভাল। আমাদের দেশীয় বিচারকদের নিয়ম হল, বাদী প্রথমে বিচারকের আদালতে নিয়োজিত পেশকারের নিকট আসে তারপর তিনি বাদীর আরজি সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। তাতে এ কথাও লিপিবদ্ধ করা হয় যে, অমুক বাদী কাযীর আদালতে হাযির

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়েছে। তারপর তিনি ঐ কাগজে বিচারকের নাম লিখে রাখেন। তারিখের জায়গাটা খালি রেখে দেন। তারপর বাদীর নাম এবং তার পূর্বপুরুষদের নামও লিখে রাখেন। তারপর বিবাদীর নাম তার পুর্বপুরুষদের নাম ঠিকানাসহ লিপিবদ্ধ করে নেন। তারপর তার দাবী দাওয়া শর্তাবলীসহ লিপিবদ্ধ করে নেন। তারপর পেশকার জবাব লেখার স্থানটি খালি রেখে দেন। তারপর যখন বাদী তার উকীল মামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বসে তখন ঐ লেখা অনুসারেই তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। তারপর বিচারক বিবাদীর নিকট এর জবাব চান। বিবাদী হা সূচক জবাব দিক বা না সূচক জবাব দিক উভয় অবস্থাতেই পেশকার বা পিপি ঐ সাদা কাগজটি বিচারক মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করেন। তারপর কাগজের শুরুতে তারিখ লেখা হয় এবং বিবাদীর বক্তব্য অনুসারে জবাব লেখার স্থানটি পুরা করা হয়। বিবাদীর জবাব হাঁ সূচক হলে অর্থাৎ বাদীর দাবী মেনে নিলে বিচারক তাকে বাদীর দাবী পরিশোধ করার আদেশ প্রদান করেন। পক্ষান্তরে বিবাদীর জবাব না সূচক হলে অর্থাৎ বাদীর দাবী সে মেনে না নিলে বিচারক বাদীকে বলে দেন, তোমার প্রতিপক্ষ তোমার দাবী প্রত্যাখান করছে এখন তুমি কি করতে চাও ? ইমাম খাস্‌সাফ এবং কিতাবুল আকযিয়া প্রণেতা ফকীহ্ আবূ জাফর (র)-অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই অভিমতটিকে কোন কোন মাশায়িখ কিরামও পসন্দ করেছেন। তবে প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। যদি বাদী বলে যে, তার থেকে শপথ গ্রহণ করা হোক তাহলে ইমাম খাস্‌সাফ ও আকযিয়া গ্রন্থের প্রণেতা ফকীহ্ আবূ জাফর (র)-এর মতানুসারে এ অবস্থায় বিচারক বাদীকে বলেন, তোমার নিকট কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? এটিই কোন কোন ফকীহ্ এর অভিমত যদি সে বলে যে, না নেই তাহলে বিচারক বিবাদীর থেকে শপথ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, হা আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে তাহলে বিচারক তাকে সাক্ষীদের উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং সাক্ষীদের নাম বংশ বাড়ি ঘর ঠিকানা ইত্যাদি সব কিছু লিপিবদ্ধ করে নেন। এ কাজটি তিনি নিজে করেন অথবা পেশকারকে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য আদেশ দেন। বাদী তার সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করার পর পেশকার তাদের দেওয়া সাক্ষ্য হুবহু খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। এতে কোনরূপ কম বেশী করা হয়না। সাক্ষিগণ বিচারকের সামনে আদালত ইজলাসে আসার পর সাক্ষ্য গ্রহণের সময় বিচারক মহোদয় একটি সাদা কাগজে নিয়ে তাদেরকে তাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় যদি বিচারক নিজে তাদের বক্তব্য খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। তবে তা অধিক শক্তিশালী এবং সতর্কপূর্ণ কাজ হবে। তারপর বিচারক তাদের সাক্ষ্যকে বাদীর দাবীর সাথে মিলিয়ে দেখেন। যদি সাক্ষ্য বাদীর সাথে মিলে যায় এবং বিচারক বুঝতে পারেন যে, সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ন ও বিশ্বস্ত তখন তিনি বিবাদীকে বলেন এর বিপক্ষে তোমার কোন বক্তব্য আছে কী ? যদি হাঁ বলে এবং সময় প্রার্থনা করে তাহলে বিচারক তাকে সময় দেবেন।যদি বলে আমার কোন বক্তব্য নেই তাহলে বিচারক তার বিপক্ষে রায় দিয়ে দেন। আর যদি বিচারক তাদের আদালত ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানতে সক্ষম না হোন তাহলে বিষয়টিকে মওকুফ রাখেন। পক্ষান্তরে বাদী যদি বলে, আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে, কিন্তু তারপরও আমি বিবাদীর শপথ কামনা করছি। এ অবস্থায় দেখতে হবে যদি সে বলে আমার

সাক্ষী এই মজলিসেই উপস্থিত আছে তাহলে তার কোন জবাব দিবেন না। এবং বিবাদীর নিকট থেকে শপথও গ্রহণ করবেন না। এ ব্যাপারে ফুকায়ে কিরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। ইমাম কুদুরী (র) উক্ত কিতাবের শরাহ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর যদি বলে, সে যে শহরে বসবাস করছে ঐ শহরে হাযির আছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে বিচারক বিবাদীর নিকট হতে শপথ গ্রহণ করবেন না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার বক্তব্যের জবাব দিবেন। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর বক্তব্য এ ব্যাপারে (مضطرب) অর্থাৎ একাধিক ও বিভিন্ন ধরনের।

১৬. মাস্‌আলা ঃ বিচারক শপথ নেওয়াকে বৈধ মনে করে শপথ নিয়েছিল এবং বিবাদীও শপথ করেছিল, তারপর সে বিচারকের নিকট দাবী করল যে, তিনি যেন তাকে এ মর্মে একটি কাগজ লিখে দেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করেছিল এবং সে দাবীর প্রেক্ষিতে বিবাদী শপথ করেছিল যাতে এই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এই বিচারকের নিকট বা অন্য কোন বিচারকের নিকট পুনরায় নালিশ না করতে পারে। এবং যাতে আমার থেকেও পুনরায় শপথ না নিতে পারে। এরূপ দাবী করা হলে বিচারক তাকে এ জাতীয় একটি কাগজ লিখে দিবেন। তবে এই লেখার ব্যাপারে বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে তিনি ইচ্ছা করলে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করবেন আবার ইচ্ছা করলে যে কাগজে দাবী, অস্বীকৃতি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাতেও এই কথা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন। তারপর তাতে তারিখ লিখে ঐ কাগজটি বিবাদীর হাতে প্রদান করা হবে। তারপর দাবী হয়তো (عين)সম্পর্কে হবে অথবা (دين) সম্পর্কে। যদি (دين) সম্পর্কে হয় এবং (مدعى) (দাবীকৃত বস্তু) পরিমাপযোগ্য বস্তু হয় তাহলে দাবী সহীহ্ হবে। যদি বাদী এর (جنس) অর্থাৎ তা কি জাতীয় বস্তু সেকথা উল্লেখ করে যেমন সে গম বা যবের কথা উল্লেখ করল (২) তা কি প্রকারের বস্তু তা উল্লেখ করে যেমন সে বলল যে, তা সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে ফলানো হয় বা সেচ ছাড়াই ফলে অথবা হেমন্তকালীন ফসল বা বসন্তকালীন ফসল (৩)এর গুণাগুণের কথা উল্লেখ করে যেমন তা উত্তম মানের মধ্যম মানের বা নিম্নমানের বস্তু (৪) এর রঙ্গের কথাও বর্ণনা করে অর্থাৎ লাল গম না সাদা গম তা বলে। (৫) পরিমাণের কম উল্লেখ করে। যেমন-এত কাফীয গম ইত্যাদি (৬) কোন দেশী কাফীয তাও উল্লেখ করে কেননা কাফীয বা পরিমাপ পাত্র বিভিন্ন রকমের আছে। (৭) কিভাবে সে পাওনাদার হল তাও বর্ণনা করে। কারণ পাওনাদার হওয়ার বিভিন্ন পাওনাদার হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সে যদি বায়য়ে সালামের ভিত্তিতে পাওনাদার হয় তাহলে এতে পরিবর্তন জাইয হবে না। এক্ষেত্রে তা কোথায় পরিশেষ করা হবে তাও উল্লেখ থাকতে হবে। যাতে এ নিয়ে কোনরূপ মতভেদ সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে পাওনা টাকা যদি কোন মালের মূল্য হয়ে থাকে তবে তাতে পরিবর্তন জাইয আছে। এ ক্ষেত্রে স্থানের কথা উল্লেখ করা শর্ত নয়। আর পাওনা যদি করয জাতীয় হয় তবে তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করা অপরিহার্য নয়। স্মর্তব্য যে, (৮) বায়য়ে সালামের (دين)-এর ক্ষেত্রে বায়য়ে সালাম সহীহ্ হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে তা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন جنس راس المال (কোন জাতীয় মূল ধন)-এর ওজন যদি তা ওজন যোগ্য বস্তু হয়, আকদের মজলিসেই তা গ্রহণ করে নেওয়া যাতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অনুসারে ঐ লেন-দেন সহীহ্ হয়ে যায়, আরবী (যে মালের ব্যাপারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বায়য়ে সালাম করা হয়েছে) পরিশোধের মেয়াদ একমাস বা তদুর্ধ সময় নির্ধারণ করা যাতে এ বিষয়ে আর কোনরূপ মতভেদের সুযোগ না থাকে। এমনিভাবে বায়য়ে সালামের অবশিষ্ট শর্তাবলীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (৯) করজের ক্ষেত্রে কবজা এবং তা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করার কথাও বর্ণনা করে কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে (دين) (ঋণ) دين ই হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ব্যয় করা হয়। (১০) বাদী যদি কাউকে ঋণ প্রদানের দাবী করে তবে সে ক্ষেত্রে এ কথাও উল্লেখ করতে হবে যে, সে নিজের মাল থেকে অমুক ব্যক্তিকে এই পরিমাণ ঋণ দিয়েছে। কেননা হতে পারে,সে কারো উকীল হয়ে কাউকে টাকা পয়সা ঋণ দিয়েছে। আর করযের ক্ষেত্রে উকীল ব্যক্তি শুধুমাত্র سفر (দূত) হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি (سفر) বা দূত হয়ে থাকে সে ঋণ উসুলও করতে পারে না এবং উসুলের জন্য তলবও করতে পারে না। (১১) এমনিভাবে কোন জাতীয় (دين) (سبب دين) সে কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর শর্তাবলীও উল্লেখ করতে হবে। কারণ পাওনা উসুলের যে শর্তাবলী আছে সে সম্পর্কে সকলে অবগত থাকে না। কাজেই বিচারকের সামনে তা বর্ণনা করা আবশ্যক যাতে বিচারক এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। যদি তিনি বর্ণনা সমূহ ঠিক ঠিক পেয়ে যান তাহলে তা কার্যকরী করবেন। অন্যথায় তা প্রত্যাখান করে দিবেন। مدعى যদি ওযন যোগ্য বস্তু হয় তাহলে এটি কোন জাতীয় জিনিস তা করতে হবে। যদি স্বর্ণ হয় তবে কত দীনার তা উল্লেখ করতে হবে। তারপর কোন ধরনের দীনার তাও বর্ণনা করতে হবে। অর্থাৎ নীশাপুরী না বুখার নাকি অন্য কোন অঞ্চলের। তারপর এর গুণাগুণও উল্লেখ করতে হবে যে, কোন মানের দীনার উত্তম, নাকি মধ্যম, নাকি নিম্নমানের। যদি বুখারা বা নীশাপুরের কথা উল্লেখ করা হয় তখন লাল রঙ্গের (احمر) কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা বুখারা এবং নীশাপুরের দীনার সাধারণত লাল রঙ্গেরই হয়ে থাকে। তবে এর গুণাগুণের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অধিকাংশ মাশায়িখে কিরাম এ অভিমতই পোষণ করেন।

১৭. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে যে, যদি احمر خالص (গাঢ় লাল রং) এর কথা উল্লেখ করা হয় তবে এতটুকুই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে جيد (উন্নত মানের) হওয়ার কথা বলার পয়োজন নেই। কোন কোন মাশায়িখে কিরামের মতে এটি কোন ধরনের দীনার এবং সে দেশের গভর্নরকে তা উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু কারো কারো মতে এটি শর্ত নয়। তবে এ বিষয়ে ব্যাপকতা রয়েছে। মিছকাল হলে তাও বর্ণনা করতে হবে এবং কোন ধরনের মিছকাল সে কথা বলতে হবে। যদি সীল মহরকৃত মুদ্রা না হয় তাহলে দীনারের কথা উল্লেখ করতে হবে না। বরং মিছকালের কথা বর্ণনা করবে। মুদ্রা যদি خالص হয় এবং এতে কোনরূপ খোট না থাকে তবে তা উল্লেখ করবে। আর যদি তাতে কোনরূপ খোট থাকে তবে তাও উল্লেখ করবে। যদি (مدعى) গলানো রূপা হয় এবং (مضروب) হয় তাহলে এর ধরনও বর্ণনা করতে হবে। এর গুণাগুণও উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ এটি উন্নতমানের না নিম্ন মানের তা বর্ণনা করতে হবে। পরিমাণও উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ এটি কি পরিমাণের দিরহাম তা উল্লেখ করতে হবে। ওযনে সাবআ (وزن سبعة) হলে তা উল্লেখ করতে হবে। (وزن سبعة) হল, যে দশ দিরহামের সমষ্টি সাত মিছকালের সম পরিমাণ হয়ে থাকে। যদি তা (غير مضروب) রূপা হয় এবং তাতে যদি কোনরূপ খোট না থাকে তবে এর কথা উল্লেখ

করতে হবে এবং তা কোন ধরনের তাও উল্লেখ করতে হবে। তারপর এর গুণাগুণের কথাও উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ এটি উন্নতমানের না নিম্নমানের তা উল্লেখ করতে হবে। সাথে সাথে এর পরিমাণের কথাও উল্লেখ করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, এটি গলিত কিনা তাও উল্লেখ করতে হবে। এটি উল্লেখ করার পর তা কি মানের সে কথা উল্লেখ করার আর কোন প্রয়োজন নেই। দাবী যদি মহরকৃত দিরহাম সম্বন্ধে হয় এবং তাতে খোট বেশী হয় তাহলে দেখতে হবে যে, এটি ওযন হিসাবে লেন-দেন করা হয় না কি সংখ্যা হিসাবে লেন-দেন করা হয়। যদি ওজন হিসাবে লেন-দেন করা হয় তাহলে এর ধরন, গুণাগুণ এবং ওজনের পরিমাণ বর্ণনা করতে হবে। আর যদি সংখ্যা হিসাবে তা লেন-দেন করা হয় তাহলে এর সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

১৮. মাসআলা ঃ দাবী যদি(عين) এর ব্যাপারে হয় তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো তা অস্থাবর বস্তু হবে অথবা স্থাবর বস্তু হবে। যদি (مدعى) অস্থাবর জিনিস হয় এবং তা খোয়া গিয়ে থাকে তাহলে প্রকৃত পক্ষে এটিই (دين) সংক্রান্ত দাবীর অনুরূপ। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মূল্যের বিষয়টি ধর্তব্য হবে। কাজেই পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ ক্ষেত্রেও পরিমাণ গুণাগুণ, ধরন (جنس) ইত্যাদি সব কিছু বর্ণনা করতে হবে। পক্ষান্তরে ঐ জিনিস যদি কাইম থাকে খোয়া না গিয়ে থাকে এবং সে জিনিসের অবস্থা যদি এমন হয় যে, ইচ্ছা করলে সেটিকে বিচারকের আদালতে উপস্থিত করা যায় তাহলে সেটিকে অবশ্যই বিচারকের আদালতে উপস্থিত করতে হবে। দাবী উথাপন এবং সাক্ষ্য শুনানীর সময় এর দিকে ইশারা করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে দাবী যদি এমন (عين)-এর ব্যাপারে হয় যা অনুপস্থিত এবং এর স্থানও অজ্ঞাত যেমন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এ মর্মে দাবী করল যে, সে তার থেকে একটি কাপড় বা একটি দাসী গাসাব করে নিয়ে গেছে। কিন্তু জানা নেই যে, তা আছে না খোয়া গেছে। এহেন অবস্থায় যদি এটি কোন জাতীয়, এর গুণাগুণ কী এবং এর মূল্য কত ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয় তাহলে বাদীর দাবী শ্রুত হবে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। মূল্য জানা না থাকার কারণে যদি মূল্যের কথা উল্লেখ না করা হয় তাহলে অধিকাংশ কিতাবের বর্ণনা মতে এ দাবী শ্রুত হবে। অর্থাৎ গ্রহণ যোগ্য হবে। কেননা রাহন (বন্ধক)অধ্যায় একথা উল্লেখ আছে যে, যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এ মর্মে দাবী করে যে, সে তার কাছে একটি কাপড় বন্ধক রেখেছে। অথচ সে এ বিষয়টি অস্বীকার করছে তাহলে তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে গাসাব অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এ মর্মে দাবী করেছে যে, সে একটি দাসী তার থেকে গাসাব করে নিয়ে গেছে। তারপর সে তার দাবীর অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে তাহলে তার দাবী ও সাক্ষ্য সবই শ্রুত ও গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কোন কোন মাশায়িখ কিরামের মতে তার দাবী তখনই শোনা হবে যদি সে মূল্য বর্ণনা করে। কিন্তু ফকীহ্ আবূ বকর আমাল (র) বলেন, এই মাসআলার ব্যাখ্যা হল, যদি সাক্ষিগণ এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বিবাদী গাসাবের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে। তাহলে حبس (বন্দী করা) এবং قضاء (রায় প্রদান করা) উভয় ক্ষেত্রে দাসী গাসাব করার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে। আর অধিকাংশ মাশায়িখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিরামের মতে এই দাবী সহীহ্ হবে এবং সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তবে এটি শুধুমাত্র গাসাবকারী ব্যক্তিকে বন্দীকে করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিতাবে যে মাসআলা বর্ণনা করেছেন তা থেকেও এই কথাই প্রতিভাত হয়। ফখরুল ইসলাম আলী আল-বাযদুবী (র) বলেন, মাসআলা যেহেতু (مخلف فيه) অর্থাৎ বিতর্কিত তাই বিচারকের জন্য উচিত হবে। বাদীকে মূল্য বয়ান করার জন্য চাপ দেওয়া। বিচারক বাদীকে মূল্য বয়ান করার জন্য চাপ দেওয়া সত্ত্বেও সে তা বর্ণনা করতে না পারে তবুও তার দাবী শোনা হবে। কেননা অনেক সময় এমনও হয় যে, মানুষ তার মালের মূল্য জানে না। এহেন অবস্থায় যদি তাকে মূল্য বয়ান করার জন্য বাধ্য করা হয় তবে এতে তার কষ্ট হবে এবং স্বীয় হক প্রাপ্ত হওয়া তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। কাজেই মূল্য বয়ান করার আবশ্যক তা তার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। আর এটি যেহেতু বাদীর উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে তাই এ আবশ্যকতা সাক্ষীদের উপর থেকেও রহিত হয়ে যাবে।

১৯. মাসআলা ঃ যদি বাদীর দাবী স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ বাড়ি ঘর সম্পর্কে হয় তাহলে এটি কোন শহরে, মহল্লায় এবং কোন গলিতে অবস্থিত তা বর্ণনা করতে হবে। প্রথমে আম বিষয় তথা শহরের কথা বর্ণনা করবে, পরে কোন মহল্লায় এবং কোন গলিতে অবস্থিত তা বর্ণনা করবে। উপরোক্ত বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথমে আম স্থানের কথা বর্ণনা করবে, তারপর খাস স্থানের কথা বর্ণনা করবে। তারপর আম স্থানের কথা বর্ণনা করবে। কিন্তু অধিকাংশ মাশায়িখ কিরামের মতে এ বিষয়ে বাদীর ইখতিয়ার থাকবে। আম খাস যে কোনটি ইচ্ছা প্রথমে সে বর্ণনা করতে পারবে। তারপর সে এর চৌহদ্দী বর্ণনা করবে। ফকীহ্গণ বলেন, এ পর্যায়ে তাকে এ কথা বর্ণনা করতে হবে যে, এটি অমুক ব্যক্তির বাড়ির সাথে মিলিত। এ কথা বললে হবে না যে, তারপর অমুক ব্যক্তির বাড়ি। কেননা এতে অমুক ব্যক্তির বাড়িটিও مدعى-এর মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। কারণ محدود-এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের নিকটে উভয় বাক্যই সমপর্যায়ের। সীমানা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যাহিরী রিওয়ায়াত অনুসারে দুই দিকের সীমানা বর্ণনা করা যথেষ্ট নয়। কমপক্ষে তিন দিকের সীমানা বর্ণনা করতে হবে (আল-মুহীত)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ বিচারকের কর্ম-কাণ্ড এবং তার গুণাগুণের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিচারকের জন্য বাঞ্ছনীয় হল আল্লাহ্কে ভয় করা এবং সঠিকভাবে ফায়সালা প্রদান করা। পথভ্রষ্টকারী প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে বা কারো প্রতি দূর্বলতার বশীভূত হয়ে ফায়সালা করবে না। বরং মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্র আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করা আল্লাহ্র পক্ষ হতে মহা পুরস্কার লাভের আশা ও মর্মন্তুদ আযাব থেকে বাচার লক্ষ্যে কোরআন ও হাদীসের অনুসরণে রায় প্রদান করবে (মুহীত, আস-সারাখসী)। বিচারক ফাতওয়া দিতে পারেন কিনা এ বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে আদালত ইজলাসে কিংবা অন্য কোন স্থানে মুআমালা (লেন-দেন) এবং দিয়ানাতের ব্যাপারে ফাতওয়া দেওয়াতে কোন দোষ নেই (খুলাসা)। ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন রায়ের ব্যাপারে ঐকমত্য না হওয়া পর্যন্ত বাদী বিবাদীর কোন বিষয়ে বিচারক ফায়সালা দিতে পারবেনা। কেননা এরূপ করা হলে তারা তার রায় সম্পর্কে অবগত হয়ে হয়তো কোন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে পারে। ইব্ন সিমাআ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যদি দুই ব্যক্তি কোন এক বিষয়ে বিচারকের নিকট আগমন করে এবং বিচারক বুঝতে পারেন যে, তারা মামলার রায় সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যই তার কাছে এসেছে তাহলে তিনি তৎক্ষনাৎ তাদেরকে তার দরবার থেকে উঠিয়ে দিবে।

২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) আসল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আদালত ইজলাসে কোন কিছু বেচাকেনা করা বিচারকের জন্য শোভনীয় নয়। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বেচাকেনা বিচারকের নিজের জন্য হয়ে থাকে। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, নিজের জন্য হলে (لنفسه) বাক্যে দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াতীম বা ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির জন্য তার পক্ষে বেচা-কেনা করলে এতে কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে বিচারক যদি আদালত ইজলাসের বাইরে নিজের জন্য নিজের বেচা-কেনা করেন, তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে এতে কোন অসুবিধা নেই। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,সহীহ্ মতে বিচারক মহোদয়ের জন্য আদালত ইজলাসে হোক বা অন্য কোথাও হোক বেচা-কেনা করা উচিত নয়। কেননা এ জাতীয় কাজ করা হলে বিচারকার্যের ব্যাপারে মানুষ তাকে হালকা মনে করবে। কাজেই তার জন্য সমীচীন হল, নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য নিয়োগ করা। বিচারকের জন্য শোভনীয় নয় কারো নিকট হতে ধার-করজ গ্রহণ করা। তবে যে ব্যক্তি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু তার থেকে এবং কাযী হওয়ার আগে যার সাথে তার মেলামেশা ছিল তার থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এরূপ করা হলে মানুষ তার নিকট মামলা দায়ের করবে না। বরং তাকে এ মর্মে অপবাদ দিবে যে, সে প্রতিপক্ষকে সাহায্য করেছে। এমনিভাবে আরিয়ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। বিচারক জানাযার পেছনে পেছনে চলতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পারবেন। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে পারবেন। কিন্ত এ জাতীয় মজলিসে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবেন না। এমনিভাবে এ জাতীয় মসলিসে বাদী বিবাদীর কোন পক্ষকে তার সাথে কথা বলার সুযোগ দেওয়া যাবে না। সাগনাকীতে উল্লেখ আছে, বিচারক মহোদয় রোগী ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষায় যেতে পারবেন। যদি সে বাদী বিবাদীর কোন পক্ষ না হয়। পক্ষান্তরে সে যদি বাদী বিবাদীর কোন পক্ষ হয় তবে বিচারক তার সেবায় যেতে পারবেন না (তাতার খানিয়া)।

৩. **মাসআলা ঃ** বিচারকের জন্য রূঢ় ও কঠোর চিত্ত,অত্যাচারী এবং জংগী মনোভাব সম্পন্ন না হওয়া অপরিহার্য। চারিত্রিক পবিত্রতা জ্ঞান,বুদ্ধি,সততা ও যোগ্যতা কুরআন সুন্নাহ্র জ্ঞান এবং ফিক্হ সম্পর্কে বুৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিচারককে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে। তিনি আইন প্রয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর হবেন কিন্তু তথা রুক্ষভাষী হবেন না। নম্র হবেন কিন্তু দূর্বল বা প্রভাবান্বিত হবেন না (তাবয়ীন)। বিচারক মহোদয় তার সঙ্গী-সাথীদেরকেও নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিবেন (বাযযাযিয়া)। আল ইয়ানাবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রাগান্বিত অবস্থায় বিচারক মানুষের মাঝে ফায়সালা করবেন না। এরূপ অবস্থায় রায় প্রদান করা মাকরূহ। এমনিভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়ও বিচারক কোন বিষয়ে ফায়সালা করবেন না। ক্ষুধার্ত এবং পিপাসিত অবস্থায়ও বিচারক ফায়সালা করবেন না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি (وجه قضا) (হুকুম কার্যকারী করার দিকটি) স্পষ্ট না হয়। পক্ষান্তরে যদি (وجه قضا) স্পষ্ট হয় তাহলে এ অবস্থায় ফায়সালা প্রদান করাতে কোন অসুবিধা নেই। আমাদের কোন কোন মাশায়িখ এ কথা বলেছেন যে, বিচারক মহোদয় বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য যে দিন আদালত ইজলাসে বসবেন সে দিন তার রোযা না রাখাই সমীচীন (তাতার খানিয়া)।

অনুরূপভাবে অতি উৎফল্লিত অবস্থায়,স্ত্রী,সম্ভোগের প্রতি তীব্র আকর্ষণ মনে সৃষ্টি হওয়ার অবস্থায় অথবা প্রচণ্ড শীত বা গরমের অবস্থায় কিংবা পেশাব-পায়খানার প্রচন্ড বেগ হওয়া অবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনা করবেন না (আন-নাহরুল ফায়িক)।

মন খুব খারাপ অথবা খানা খেয়ে শরীর ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে এ অবস্থায় বিচারকার্য সম্পাদন করা বিচারকের জন্য সমীচীন নয়। যদি বিচারক কোন বিষয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হোন অথবা রাগান্বিত অবস্থায় থাকেন অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তাহলে এ অবস্থা না কাটা পর্যন্ত ইজলাসে বসা তার জন্য সমীচীন নয়। অবশ্য এ অবস্থা কেটে যাওয়ার পর যখন মনের অবস্থা স্বাভাবিক হবে তখন আদালত ইজলাসে বসে বিচারকার্য আঞ্জাম দিবেন। বিচারকের জন্য অপরিহার্য হল যতক্ষণ তিনি আদালত ইজলাসে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার চোখ,কান, বিবেক, বিবেচনা এবং হৃদয় এক কথায় সব কিছু মুকাদ্দমার বিষয়বস্তু এবং মুকাদ্দমা সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ রাখবেন। এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনষ্ক হবেন না। তিনি বাদী বিবাদীর বিষয়ে কোনরূপ তাড়াহুড়া করবেন না। বিচারক বাদী বিবাদীর কোন পক্ষের প্রতি অযথা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করবেন না। কেননা ভয় ভীতি প্রদর্শন করলে মানুষের পক্ষে দলীল প্রমাণ পেশ করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে (হাবী, ফিকহে হানাফী)।

৪. **মাসআলা ঃ** বিচারক যখন বিচারকার্য আঞ্জাম দানের নিমিত্তে আদালতে আসবেন তখন তিনি অপেক্ষাকৃত উত্তম পোশাক পরিধান করে আসবেন (যহীরিয়া)। বিচার আসনে কাযী হয়তো কোন কিছুর উপর হেলান দিয়ে অথবা চারজানু হয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় মামলার রায় ঘোষণা করবেন (বায়যাযিয়া)। তবে বরাবর চারজানু হয়ে বসে ফায়সালা করাই ভাল। এতে বিচারকার্যের আযমত গুরুত্ব ও শান রক্ষিত হয় (তাবয়ীন)।

দীর্ঘ মজলিস করে নিজেকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করা সমীচীন নয়। বরং এ কাজ আনজাম দানের নিমিত্তে তিনি দিনের দুই ভাগে বসবেন। অথবা যতটুকু সময় তার পক্ষে বসা সম্ভব বসবেন। ফকীহ্ এবং মুফতীর ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য। বিচারক যদি নওজোয়ান ব্যক্তি হোন তাহলে আদালত ইজলাসে বসার পূর্বে স্ত্রী সম্ভোগ করে নিবেন (যাতে বেগানা মহিলার প্রতি বদ খেয়াল সৃষ্টি না হয়) (সিরাজিয়া)। হাটা চলা অবস্থায় অথবা সওয়ারীর উপর আরোহণ করে ভ্রমণ করা অবস্থায় কোন মাসআলার ফায়সালা দেওয়া যাবে না। আমাদের মাশায়িখ কিরাম মুফতি সম্পর্কেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, মুফতির জন্য সমীচীন নয় হাটা চলা অবস্থায় ফাতওয়া প্রদান করা। বরং তিনি যখন কোন স্থানে স্বস্তিতে বসবেন তখনই কেবল ফাতওয়া প্রদান করবেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, মাসআলা যদি সরল সহজ হয় তাহলে রাস্তায় হাঁটা চলার সময় ফাতওয়া প্রদান করাতে কোন অসুবিধা নেই (আল-মুহীত)। উয়ুন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিচারকের সহোদর ভাই বা তার চাচাত ভাইগণ কোন বিষয়ে বিচারকের আদালতে মামলা দায়ের করে তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে ফায়সালা করার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করবেন না। বরং তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবেন যাতে তারা আপোস মীমাংসা করার সুযোগ পায়। কুবরা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এ হুকুম শুধুমাত্র আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে খাস নয়। বরং অনাত্মীয় লোক মামলা করতে আসলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতি অবলম্বন করা বিচারকের জন্য ভাল (তাতার খানিয়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবম পরিচ্ছেদ ঃ বিচারকের খাদ্য ভাতা, হাদিয়া এবং তাকে দাওয়াত প্রদানের বিবরণ

১. **মাসআলা ঃ** বিচারক যদি গরীব অভাবী ব্যক্তি হোন তাহলে তিনি তার প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ বায়তুল মাল থেকে গ্রহণ করবেন। বরং বায়তুল মাল থেকে তা গ্রহণ করা তার উপর অপরিহার্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে তিনি যদি ধনী মানুষ হোন তাহলে এ ব্যাপারে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। উত্তম হল এ অবস্থায় বায়তুল মাল থেকে খাদ্য ভাতা গ্রহণ না করা (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। উল্লেখ্য যে, বিচারক যে শহরের বিচার বিভাগীয় দায়িত্বে আছেন ঐ শহরের বায়তুল মাল থেকে তিনি খাদ্য ভাতা গ্রহণ করবেন। কেননা, তিনি এই শহরের অধিবাসীদেরই খিদমত করছেন। তাই এই শহরের বায়তুল মাল থেকে তাকে খাদ্য ভাতা প্রদান করা সমীচীন (ইতাবিয়্যা)। যেমনিভাবে বায়তুল মাল থেকে বিচারকের প্রয়োজন অনুপাতে তাকে খাদ্য ভাতা প্রদান করা জাইয এমনিভাবে তার ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন এবং তাকে সহায়তাকারী লোকদের খাদ্য ভাতাও বায়তুল মাল থেকে প্রদান করা জাইয। তবে বিচারক ছুটির দিনের ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন কিনা, এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-থেকে কোন কথা বর্ণিত নেই। এ সম্পর্কে পরবর্তী কালের (متاخرين) ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ মতানুসারে তিনি এ দিনের ভাতাও নিতে পারবেন (তাতার খানিয়া)।

২. **মাসআলা ঃ** বায়তুল মাল থেকে খাদ্য ভাতা গ্রহণ করার কারণে বিচারককে (عامل بالاجر) (পারিশ্রমিক গ্রহণকারী শ্রমিক) বলে গণ্য করা যাবে না। বরং এ অবস্থায়ও তিনি عامل لله আল্লাহ্র ওয়াস্তে কর্মসম্পাদনকারী বলে গণ্য হবেন। কাজেই তিনি আল্লাহ্র মাল থেকে তার পাওনা হক পুরাপুরি উসুল করে নিতে পারবেন। ফুকাহায়ে উলামা এবং শিক্ষকগণের ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য হবে। যারা লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা মনোনীত হওয়ার পর বায়তুল মাল থেকে খাদ্য ভাতা গ্রহণ করতেন। এমনিভাবে হযরত উমর এবং হযরত আলী (রা) সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু হযরত উসমান (রা) যেহেতু ধনী এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি বিনা ভাতায় কাজ করতেন। বায়তুল থেকে কিছুই নিতেন না (খুলাসা) রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উচিত বিচারক এবং তার পরিবার-পরিজনের লোকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাতা নির্ধারণ করা যাতে মানুষের মালের প্রতি তার দিলে কোনরূপ লালসা সৃষ্টি না হয়। বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সা) যখন হযরত আত্তাব ইব্ন উসায়দ (রা)-কে মক্কার গভর্নর মনোনীত করে তাকে মক্কা প্রেরণ করেন তখন তিনি তার জন্য চারশ' দিরহাম বাৎসরিক ভাতা নির্ধারণ করেন। আরো বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবূ

বকর সিদ্দীক (রা)-এর জন্য বায়তুল মাল থেকে অনুরূপ পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা)-এর জন্য বায়তুল মাল থেকে রোযনা এক পেয়ালা ছরীদধার্য করা ছিল। এমনি ভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা)-এর জন্য মাসিক পাঁচশ' দিরহাম ভাতা ধার্য করা হয়েছিল (বাদায়ে)।

৩. **মাসআলা ঃ** পেশকার, পিপি ইত্যাদি লোকদের বেতন ভাতার বিষয়টি বিচারকের রায়ের উপর নির্ভরশীল। বিচারক ইচ্ছা করলে তাদের বেতন ভাতার বিষয়টি বাদী বিবাদীর উপর ধার্য করতে পারবেন। আবার ইচ্ছা করলে তা বায়তূল মাল থেকেও ধার্য করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে উভয়টিরই সুযোগ রয়েছে। এতে কোন অসুবিধা নেই। বাদীর দাবী এবং সাক্ষ্যদের সাক্ষ্য যে কাগজে লিপিবদ্ধ করা হবে সে কাগজের ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। বিচারক ইচ্ছা করলে কাগজের খরচ বাদী থেকে নিতে পারবেন। আবার ইচ্ছা করলে তা বায়তুল মাল থেকেও নিতে পারবেন। যদি বায়তুল মাল থেকে নেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে বায়তুল মাল থেকে গ্রহণ করা হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। নাওয়াযিল গ্রন্থে আছে, ফকীহ্ ইবরাহীম (র) বলেন, আমি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে শুনেছি একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, বিচারক যদি পেশকার (كاتب) এবং কাগজ বাবত ত্রিশ দিরহাম উসুল করে তারপর বিশ দিরহাম পেশকার (كاتب)-এর জন্য দশ দিরহাম ঐ পেয়াদার জন্য রাখে যে, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর কাগজের মল্য বাদীকে দিতে বলে, তাহলে এরূপ করা তার জন্য জাইয হবে কী ? জবাবে তিনি বললেন, যে নামে বা যে খাতে সে টাকা নিয়েছে এর বাইরের কোন খাতে ঐ টাকা ব্যয় করা আমার মতে পসন্দনীয় নয় (তাতার খানিয়া)।

৪. **মাসআলা ঃ** শরীয়াতের পরিভাষায় (الهدية مال يعطيه ولايكون معه شرط) হাদিয়া এমন মাল বা বস্তু যা কোনরূপ শর্ত এবং স্বার্থ ব্যতিত কাউকে প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে (الرشوة مال يعطيه بشرط ان يعينه) ঘুষ এমন মাল বা বস্তুকে বলা হয় যা সাহায্য এবং স্বার্থ লাভের বিনিময়ে কাউকে প্রদান করা হয় (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। বিচারকের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে তিনি রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ করতে পারবেন এবং এমন ব্যক্তি থেকেও হাদিয়া গ্রহণ করতে পারবেন যাদের সাথে তার বিচার কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্তির পূর্বেও হাদিয়া রিওয়াজ প্রচলিত ছিল। তবে শর্ত এই যে, যদি তাদের কেউ উক্ত কাযীর ইজলাসে মামলা দায়েরকারী কোন ব্যক্তি না হয়। মোদ্দাকথা হচ্ছে যদি বিচারকে হাদিয়া প্রদান করা হয় তবে তা কয়েক প্রকারের হতে পারে। (১) যার পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা আছে এমন ব্যক্তির তরফ থেকে বিচারকে হাদিয়া প্রদান করা। এ জাতীয় হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে না। চাই বিচার কার্যের দায়িত্ব প্রাপ্তির আগে উক্ত কাযী এবং হাদিয়া দাতা ব্যক্তির মাঝে হাদিয়া দেওয়ার প্রচলন থাকুক বা না থাকুক এমনি ভাবে চাই তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকুক বা না থাকুক (২) এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাদিয়া প্রদান করা যার কোন মামলা মুকাদ্দমা তার আদালতে নেই। এটিও আবার দুই প্রকার হতে পারে। (ক) হয়তো বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রাপ্তির পূর্বেও তাদের মধ্যে হাদিয়ার লেন-দেন ছিল– আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের কারণে (খ) অথবা তাদের মধ্যে হাদিয়ার লেনদেন ছিল না। যদি তাদের মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদিয়ার প্রচলন পূর্ব হতে না থাকে তবে উক্ত বিচারকের জন্য হাদিয়া কবূল করা জাইয হবে না। পক্ষান্তরে বিচারকার্যের দায়িত্বভার প্রাপ্তির আগেই যদি তাদের মধ্যে হাদিয়া লেন-দেনের প্রচলন থাকে তাহলে দেখতে হবে এ হাদিয়া কি পূর্বের হাদিয়ার অনুরূপ না কি কোন পার্থক্য আছে ? যদি এই হাদিয়া পূর্বের হাদিয়ার অনুরূপ হয় তবে তা গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ অবস্থায় এ কথা হবে যে সে পারস্পরিক সম্পর্কের কারণেই এ হাদিয়া প্রদান করেছে। কারণ মুসলমানের কোন কাজকে যথা সম্ভব সঠিক খাতে বা সঠিক অর্থে প্রয়োগ করাই সমীচীন। আর যদি এখনকার হাদিয়া পুর্বের হাদিয়া থেকে বেশী হয় তবে অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করা হবে না। ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী আল বাযদুবী (র) বলেন, যদি অন্তবর্তীকালীন সময়ের মধ্যে হাদিয়াদাতা ব্যক্তির মাল বর্ধিত হয়ে থাকে এবং অনুপাতে সে হাদিয়াও কবূল করাতে কোন দোষ নেই। বিচারক যদি এমন কোন হাদিয়া গ্রহণ করে ফেলেন যা তার পক্ষে গ্রহণ না করাই উচিত ছিল তাহলে এ ব্যাপারে ফায়সালা কি হবে এ সম্পর্কে মাশায়িখ কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন মাশায়িখে কিরামের মতে এ জাতীয় হাদিয়া বিচারক মহোদয় বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিবেন। কিন্তু অধিকাংশ মাশায়িখে কিরামের মতে হাদিয়াদাতাকে চিনেন তাহলে তিনি তা ঐ মালিকের কাছে ফেরৎ দিয়ে দিবেন। সিয়ারে কবির গ্রন্থে এই কথার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে (নিহায়া)। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে প্রত্যেক ঐ ক্ষেত্রে যার থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা বিচারকের জন্য উচিত নয়, এ জাতীয় কোন ব্যক্তির নিকট থেকে বিচারক হাদিয়া গ্রহণ করলে তা হয়তো বায়তুল মালে জমা করে দিবেন অথবা হাদিয়া দাতা ব্যক্তির নিকট তা পৌছিয়ে দিবেন (খুলাসা)। বিচারক যদি হাদিয়াদাতাকে না চিনেন অথবা চিনেন কিন্তু এত দূরে যে, তার কাছে ঐ হাদিয়ার মাল পৌছানো কষ্ট সাধ্য কাজ তাহলে তা বায়তুল মালে জমা করে দিবে।এ ক্ষেত্রে উক্ত মাল হারানো প্রাপ্ত মালের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে (নিহায়া)। হাদিয়াদাতাকে হাদিয়া ফেরৎ দিলে সে যদি মনে দুঃখ পায় তবে তার হাদিয়া গ্রহণ করত এর সম পরিমাণ মূল্য হাদিয়াদাতাকে দিয়ে দিবে (খুলাসা)। যে গভর্নর বিচারক মহোদয়কে বিচারকার্যে নিয়োগ দান করেছেন তার দেওয়া হাদিয়া বিচারক কবূল করতে পারবেন। কিন্তু যদি উক্ত বিচারকের আদালতে খলীফার কোন মামলা থাকে তাহলে রায় প্রদানের পর হাদিয়া গ্রহণ করবেন (ইতাবিয়া)। কেউ যদি কোন ওয়ায়েয বা বক্তাকে হাদিয়া প্রদান করে তবে তা কবূল করা তার জন্য জাইয আছে এবং তা তার জন্যই খাস হবে (মুহীত)। ইমাম এবং মুফতীর জন্যও জাইয আছে হাদিয়া কবূল করা এবং এ হাদিয়া তার জন্যই খাস বলে বিবেচিত হবে।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি বিচারককে দাওয়াত প্রদান করে তবে এ দাওয়াত গ্রহণ করা জাইয কিনা? এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মাদ (র) আসল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আম দাওয়াত কবূল করাতে বিচারকের কোন দোষ নেই। কিন্তু খাস দাওয়াত কবূল করা তার জন্য জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সহীহ্ মতানুসারে খাস দাওয়াত বলতে এমন দাওয়াকে বুঝায় যে, যদি দাওয়াতকারী ব্যক্তি জানতে পারে যে, এ দাওয়াতে বিচারক মহোদয় আসবে না তাহলে সে খানাপিনার ইন্তেজাম করবে না তবে এ দাওয়াত খাস দাওয়াত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তার না আসার কথা জানা সত্ত্বেও দাওয়াতকারী ব্যক্তি যদি খানাপিনার ইন্তেজাম

করে তবে তা আম দাওয়াত বলে গণ্য হবে (কাফী)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) খাস দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিকট আত্মীয় এবং অনাত্মীয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। এমনি ভাবে তিনি এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি যদি বিচারক ও সাহিবে দাওয়াতের মধ্যে বিচারকার্যের ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই সম্পর্ক বা যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে। চাই সে কাযীর উদ্দেশ্য খানাপিনার ইন্তেজাম করুক বা না করুক। ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বিচারক নিকট আত্মীয়-স্বজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবেন। শরহু আদাবিল কাযীতে ফকীহ্ শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাবী (র) মুখতাসার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে কাযী নিকটবর্তী আত্মীয়েরও কোন খাস দাওয়াত গ্রহণ করবেন না। শামসুল আইম্মা সারাখসী এবং শায়খূল ইসলাম (র) বলেন, সাহিবে দাওয়াতের অবস্থা যদি এমন হয় সে কাযী হওয়ার আগে বিচারক মহোদয়কে দাওয়াত করত না তাহলে বিচারক তার দাওয়াত গ্রহণ করবে না। এক্ষেত্রে নিকটাত্মীয় এবং আজনবী উভয়ই সমান। যদি অবস্থা এমন হয় যে, বিচারক হওয়ার আগে সে লোক তাকে মাসে একবার দাওয়াত করত আর বিচারক হওয়ার পর প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে দাওয়াত করছে তাহলে বিচারক তার দাওয়াত কবূল করবেন না। অবশ্য মাসে একবার করে কবূল করতে পারবেন। এমনিভাবে যদি সাহিবে দাওয়াত আমন্ত্রিত মেহমানের কাযী হওয়ার পর তার খানার আইটেম অর্থাৎ প্রকার বাড়িয়ে দেয় তাহলে বিচারক তার দাওয়াত কবূল করবেন না। কিন্তু যদি সাহিবে দাওয়াতের ধনৈশয্য পরিমাণে বেড়ে যায় তবে যে পরিমাণ মাল বেড়েছে সে অনুপাতে, সে যদি খাদ্যের প্রকারও বাড়িয়ে দেয় তবে বিচারক তার দাওয়াত কবূল করতে পারবেন। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি উক্ত বিচারকের আদালতে সাহিবে দাওয়াতের কোন মামলা না থাকে। যদি সাহিবে দাওয়াতের কোন মামলা উক্ত বিচারকের আদালতে থাকে তবে বিচারক তার দাওয়াত কবূল করবেন না। যদিও সাহিবে দাওয়াত ও বিচারকের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকে অথবা ঐ ব্যক্তি বিচারকের পূর্ব পরিচিত কোন ব্যক্তি হয়ে থাকে (আল-মুহীত)। আর আম দাওয়াতের মধ্যে যদি কোন বিদআতী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেখানে যাওয়া বিচারকের জন্য বৈধ নয়। কেননা এ জাতীয় দাওয়াতে বিচারক তো দূরের কথা সাধারণ মানুষের জন্যও যাওয়া জাইয নেই। বিচারকের তো এ জাতীয় দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই আসে না। আর যদি সুন্নতী দাওয়াত হয় যেমন ওয়ালীমা বা খাতনার দাওয়াত। এ জাতীয় দাওয়াত কবূল করা বিচারকের জন্য জাইয আছে। কেননা এতে রয়েছে একদিকে সুন্নাতের প্রতি সাড়া দেওয়া এবং এতে অপবাদের কোন সুযোগ নেই (বাদায়ে)।

৬. মাসআলা ঃ বিচারক কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের বিষয়টি একটি মারাত্মক ঘৃণিত বিষয়। উল্লেখ্য যে ঘুষ ও হাদিয়া কয়েক প্রকারের হতে পারে। (১) বন্ধুত্ব ও মহব্বতের ভিত্তিতে এক ব্যাক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির জন্য কিছু মাল পাঠিয়ে দেওয়া। এভাবে মালামাল আদান-প্রদান করা مهدى (হাদিয়া দাতা) এবং (مهدى اليه) (যাকে হাদিয়া দেওয়া হয়) উভয়ের জন্যই জাইয আছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২)এক ব্যাক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়েছে তারপর তার সে ভয়-ভীতি থেকে আত্ম রক্ষা করার জন্য মাযলুমের পক্ষ থেকে জালিমকে কিছু মাল প্রদান করা অথবা নিজের জান এবং মালের উপর থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের যুলুমকে প্রতিহত করার জন্য তাকে কিছু মাল প্রদান করা অথবা নিজের জান এবং মালের উপর থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের জুলুমকে প্রতিহত করার জন্য তাকে কিছু উপঢৌকন দেওয়া। এ জাতীয় উপঢৌকন গ্রহণ করা কারো জন্যই জাইয নেই। যদি গ্রহণ করে তবে তাকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে হবে। তবে দাতার জন্য এরূপ উপঢৌকন দেওয়া জাইয আছে কিনা ? এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে অধিকাংশ মাশায়িখে কিরামের মতে এভাবে উপঢৌকন প্রদান করা জাইয আছে। কেননা এরূপ উপঢৌকন দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, নিজের জান-মাল সংরক্ষণ করা অথবা কিছু মাল ব্যয় করে বাকী মাল সংরক্ষণ করা।

(৩) অথবা এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে মাল উৎকোচ হিসাবে প্রদান করা যাতে সে তার এবং বাদশাহর মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক ঠাক করে দেয় এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সে যেন তাকে সাহায্য করে। এর আবার দুই অবস্থা হতে পারে।

(ক) ঐ ব্যক্তির সেই প্রয়োজনীয় কাজটি হচ্ছে শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম উক্ত অবস্থায় দাতার জন্য এরূপ উৎকোচ প্রদান করা হারাম এমনিভাবে যাকে প্রদান করা হয়েছে তার জন্যও তা গ্রহণ করা হারাম। (খ) ঐ ব্যক্তির সেই প্রয়োজনটি হল একটি মুবাহ বিষয়। এরও আবার দুই অবস্থা হতে পারে।

(ক) কাউকে কোন উপঢৌকন দেওয়ার সময় এই শর্তে দেওয়া যে, সে তাকে উপঢৌকন দিচ্ছে যাতে উপঢৌকনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাদশাহর নিকট কোন কাজের ব্যাপারে তাকে সহায়তা দান করে। এরূপ শর্তে উৎকোচ গ্রহণ করা কারো জন্যই জাইয নেই। তবে দাতার জন্য এ জাতীয় কিছু প্রদান করা জাইয আছে কিনা? এ সম্পর্কে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, জাইয নেই। এ জাতীয় লেন-দেন করতে হলে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কৌশল (حيلة) হল কেউ কাউকে কিছু মাল দিতে চাইলে দাতা উক্ত ব্যক্তিকে (যেমন) এইভাবে মজুর নিয়োগ করবে যে, তুমি আমার এই কাজটি একদিন এক রাতে করে দিবে। তাহলে তার সাথে ইজারা চুক্তি সহীহ্ হয়ে যাবে এবং উক্ত ব্যক্তিও পারিশ্রমিকের হকদার বলে গণ্য হবে। এহেন অবস্থায় (مستأجر) অর্থাৎ দাতার ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে তাকে এই কাজে ব্যবহার করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে অন্য কাজেও ব্যবহার করতে পারবে। ফকীহ্গণ বলেন, যে কাজের উপর মজুর নিয়োগ করা হয়েছে সে কাজে মজুর নিয়োগ করা সহীহ্ হলে তবেই কেবল এই হীলা সহীহ্ বলে গণ্য হবে (আল-মুহীত) যেমন পয়গাম পৌছানো ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যদি ইজারার মধ্যে মুদ্দত বর্ণনা করা হয় তবে ইজারা সহীহ্ হবে না (খুলাসা)। দাতার জন্য হীলা ছাড়া উপঢৌকন হিসাবে কিছু দেওয়া জাইয কিনা? এ সম্পর্কে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন জাইয নেই। আবার কেউ বলেছেন জাইয আছে। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ঐ লোক কাজটি করে দেওয়ার পূর্বেই তাকে কিছু দেওয়া হয়। আর যদি কাজ করে দেওয়ার পর এবং জুলুম থেকে নিষ্কৃতি প্রাপ্তির পর

দেওয়া হয় তবে দাতার জন্য দেওয়া জাইয আছে এবং গ্রহণকারীর জন্য গ্রহণ করাও জাইয আছে। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

এটিই সহীহ্ অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। (খ)পরিষ্কার শর্ত না করে কাউকে কোন কিছু প্রদান করা। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল, সে যেন বাদশাহর নিকট তাকে সাহায্যে সহায়তা করে এ ক্ষেত্রে মাশায়িখ কিরামের মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ মাশায়িখে কিরামের মতে মাকরূহ হবে না।

এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তাদের উভয়ের মধ্যে পূর্ব হতে হাদিয়ার লেন-দেন না থাকে। পক্ষান্তরে যদি বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার কারণে পূর্ব হতে তাদের মাঝে হাদিয়া লেন-দেনের প্রচলন থাকে এবং সে অনুসারেই হাদিয়া পাঠায় তারপর যার কাছে হাদিয়া প্রেরণ করা হয়েছে সে যদি তার কাজটি সমাধা করে দেয় তবে এতে দোষের কিছু নেই। বরং এটি খুব ভাল কাজ। ইহসানের বিনিময়ে ইহসান করা এবং ভালোর সাথে ভাল করার শামিল।

(৪) কোন ব্যক্তি কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান (বা উচ্চপদস্থ কোন কর্মকর্তা)-কে কিছু হাদিয়া দেওয়া যাতে তিনি তার প্রতি বিচারকার্য বা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। দাতার জন্য এরূপ হাদিয়া প্রদান করা জাইয নেই। এমনিভাবে গ্রহীতার জন্যও তা গ্রহণ করা জাইয নেই (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশম পরিচ্ছেদ ঃ বিচারকের যে কথা হুকুম হিসাবে গণ্য হয় এবং যে কথা হুকুম হিসাবে গণ্য হয় না। আর যে কারণে রায় প্রদানের পর বিচারকের হুকুম বাতিল হয়ে যায় এবং যে কারণে তা বাতিল হয় না ইত্যাদির বিবরণ

১. মাসআলা ঃ আমাদের মাশায়িখে কিরাম (র) বলেছেন যে, বিচারকের কর্তব্য এই যে, রায় ঘোষণা কালে তিনি বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে লক্ষ্য করে বলবেন, (احكم بينكم) আমি তোমাদের সম্পর্কে এই হুকুম দিচ্ছি। এটি হচ্ছে অধিক সতর্কতা মূলক কথা। কেননা যদি তার বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে বাদী-বিবাদী কর্তৃক তাকে (حكم) (সালিস বা বিচারক) নিযুক্ত করাতে সে বিচারক হিসাবে গণ্য হয়ে যাবে। বিচারক যদি এ কথা বলে যে, "আমার নিকট এ মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, এই ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির নিকট এই পরিমাণ মালামাল পাবে।" তাহলে এ কথা বিচারকের পক্ষ হতে হুকুম বলে গণ্য হবে কী? ইমাম আবূ আসিম আমিরী (র) বলেন যে, ইহা হুকুম হিসাবে গণ্য হবে। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) এবং সদরুশ শহীদ (র) এ অভিমতটিকেই পসন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া। শামসুল ইসলাম উযজন্দী (র) বলেন, ফায়সালা প্রদান কালে বিচারকের বলা উচিত (قضيت) (আমি ফায়সালা করেছি); حكمت (আমি হুকুম করেছি) অথবা (انفذت عليك القضاء) (আমি তোমার উপর কাযা তথা আদেশ জারী করলাম)। ইমাম নাতিফী তৎপ্রণীত ওয়াকিআত (واقعات) গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সেখানে আছে যে, কেউ যদি অন্যের দখলাধীন গৃহের মালিকানা দাবী করে; আর বিচারক বিবাদীকে বলেন যে, এই গৃহে আমি তোমার কোন হক দেখছি না তাহলে এ কথা ফায়সালা বলে গণ্য হবে না।

ইমাম যহীরুদ্দীন মরগীনানী (র) অনুরূপ ফাতওয়া প্রদান করতেন। তিনি বলতেন, যদি কোন গৃহের হক সম্পর্কে সাক্ষীদের আদালত প্রকাশ পায় এবং বিচারপতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন যে, اين محدود باين مدعى ده (এই গৃহে আমি তোমার কোন অধিকার দেখছি না। কাজেই তুমি তা বাদীকে দিয়ে দাও) তাহলে এ কথাও বিচারকের পক্ষ হতে হুকুম হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তিনি এরূপ বলবেন, حكم ردم باين محدود مرين مدعى را (আমি এ মর্মে হুকুম জারী করলাম যে, এই বাড়ি অমুক বাদী ব্যক্তির)। সহীহ্ মতে حكمت ও قضيت বলা শর্ত নয়। বস্তুত বিচারক যদি বলেন, ثبت عندى (আমার নিকট এ কথা প্রমাণিত) তাহলে হুকুম গণ্য হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে বিচারক যদি ظهر عندى (আমার নিকট প্রকাশ পেয়েছে) صح عندى (বিশুদ্ধ সূত্রে আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে) অথবা

علمت (আমি জেনেছি) বলেন, তবে এসব কথা হুকুম হিসাবে গণ্য হবে। কোন বিষয়ে ফায়সালা দেওয়ার পর বিচারক যদি বলেন, আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে রুজু করলাম অর্থাৎ ফিরে গেলাম অথবা এরূপ বলেন যে, বিষয়টি আমার কাছে অন্যরূপ বলে মনে হচ্ছে। খুলাসা গ্রন্থে আছে যে, বিচারক যদি বলেন, আমি আমার হুকুমকে বাতিল করলাম, মুহীত গ্রন্থে আছে, তিনি যদি বলেন, আমি সাক্ষীদের ছলচাতুরী জানতে পেরেছি। এ কারণে তিনি তার প্রদত্ত রায়কে বাতিল করতে চান তাহলে এরূপ কথার কোন অর্থ নেই। বরং বাদীর দাবী সহীহ্ হলে এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য সঠিক হলে আর সাক্ষীদের আদালত এবং বিশ্বস্ততা স্পষ্ট হলে তার পূর্বোক্ত হুকুম যথারীতি কায়েম থাকবে।

২. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে, কোন গোলাম দাবী করল যে, আমি আযাদ। তারপর সে তার আযাদ হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকে বিচারক তার আযাদ হওয়ার অনুকূলে ফায়সালা দিল। এরপর উক্ত গোলাম নিজেই আবার বলল যে, আমি অমুক ব্যক্তির গোলাম। এ অবস্থায় বিচারকের পূর্ব প্রদত্ত রায় বাতিল হবে কিনা এ সম্পর্কে কিতাবে কোন ফায়সালা উল্লেখ নেই। তথাপিও শায়খ (র) বলেছে যে, এ ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত রায় বাতিল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো কাছে মালামাল পাওনা আছে বলে দাবী করে এবং বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করত বাদীর পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। তারপর বাদী যদি বলে, আমি আমার দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিলাম তাহলে বিচারকের পূর্বোক্ত রায় বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি বাদী আদালতের ফায়সালার পর এ কথা বলে যে, যে জিনিস সম্পর্কে আদালতে (আমার বলে) ফায়সালা প্রদান করা হয়েছে তা মূলত আমার মালিকানাধীন মাল নয়, এতে পূর্বোক্ত ফায়সালা বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে যদি ملكى (আমার মালিকানাধীন মাল নয়) না বলে لم يكن ملكى (আমার মালিকানাধীন মাল ছিল না) বলে, তাহলে পূর্বোক্ত ফায়সালা বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা ليس ملكى মানে বর্তমানে আমার মালিকানাধীন মাল নয়। বস্তুত পূর্বেও এটি তার মালিকানাধীন ছিল না। এর দ্বারা এ কথা অপরিহার্য হয় না। কিন্তু لم يكن ملكى বাক্যটি অনুরূপ নয়। আদালত যার পক্ষে রায় ঘোষণা করেছে- সে যদি বলে, আমার অনুকূলে যে হকের ফায়সালা দেওয়া হয়েছে তা আমার জন্য হারাম। তারপর সে অন্য কোন ব্যক্তিকে এ মর্মে আদেশ দিল যে, তুমি বিবাদীর পক্ষ থেকে ঐ বস্তুটি আমার জন্য খরিদ করে নিয়ে এসো। তাহলে এতে পূর্বোক্ত রায় বাতিল হয়ে যাবে (তাতার খানিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করল যে, খরিদ অথবা মীরাস সূত্রে এই মালের মালিক আমি। এরপর সে আবার বলল যে, এ মাল কখনো আমার মালিকানাধীন ছিল না অথবা "কখনো" ছাড়াই বলল, তাহলে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং আগের রায় বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, هذه ليست ملكى (এটা আমার মালিকানাভুক্ত নয়) তাহলে এতে পূর্বোক্ত হুকুম বাতিল হবে না (খুলাসা)। বিচারক কর্তৃক ফায়সালা ঘোষণার আগেل مشهود (যার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে সে) যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষীদেরকে মিথ্যাবাদী বা ফাসিক প্রতিপন্ন করে তাহলে এ অবস্থায় ফায়সালা দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে বিচারকের রায় ঘোষণার পর مشهود له যদি সাক্ষীদেরকে মিথ্যাবাদী বা ফাসিক প্রতিপন্ন করে তবে এতে পূর্বোক্ত ফায়সালা বাতিল হয়ে যাবে। আসল ও জামে কিতাবে এ কথার প্রতিই ইংগিত বিদ্যমান রয়েছে। কাযী আবূ আলী নাসাফী (র) বিচারের রায় ঘোষণার পর مشهود له কর্তৃক সাক্ষীদেরকে ফাসিক সাব্যস্ত করা হলে পূর্বের রায় বাতিল হবে না। কিন্তু কোন কোন মাশায়িখে এরূপ ধারণা করেছেন যে, কাযী নাসাফী যা বলেছেন তা জামে গ্রন্থের বর্ণনার পরিপন্থী। আসলে তা নয়। কেননা, জামে গ্রন্থে ফাসিক সাব্যস্ত করার যে কথা বলা হয়েছে তা থেকে ঐ ফিসক উদ্দেশ্য যা مشهود له কর্তৃক সাক্ষীদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা পূর্বের রায় বাতিল হয়ে যাবে। যেমন এ অবস্থায় রায় প্রদান করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর কাযী আবূ আলী নাসাফী (র) যে কথা বলেছেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, نفس التفسيق (শুধুমাত্র ফাসিক বলা)। যেমন مشهود له বলল, সাক্ষীগণ সকলেই যিনাকারী অথবা তারা সকলেই শরাবখোর এতে পূর্বের জারীকৃত রায় বাতিল হবে না। কেননা বিচারকের ফায়সালার পর তার বক্তব্য এমন হয়ে গেল যে, তারা একটি অহেতুক কথা বলেছে (মূলতাকাত)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বাদী কর্তৃক সাক্ষ্য পেশ করার পর বিচারক যদি তার পক্ষে কোন বাড়ির ফায়সালা প্রদান করেন, তারপর مقضى له (যার অনুকূলে রায় প্রদান করা হয়েছে) এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, এই বাড়ি অমুকের। এতে আমার কোন হক নেই। তারপর সেই ব্যক্তিও এই স্বীকারোক্তি সত্যায়ন করে, এরপর যদি مقضى عليه (যার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয়েছে) له مقضى কে বলে, তুমি নিজেই তো তোমার সাক্ষীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে এবং বিচারকের ভুল হয়েছে বলে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করলে। সুতরাং তুমি আমাকে আমার বাড়ি বা এর মূল্য ফিরিয়ে দাও। এক্ষেত্রে পূর্বের জারীকৃত ফায়সালা কার্যকরী থাকবে এবং বাদী বা ঐ বাড়ির উপর বিবাদীর কোন হস্তক্ষেপ চলবে না। যদি সে এরূপ না বলে ফায়সালা দেওয়ার পর এ কথা বলে যে, এই বাড়িটি অমুকের এবং এটি কখনো আমার ছিল না। অর্থাৎ প্রথমে সে এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করল যে, এ বাড়িটি অমুকের, তারপর তার নিজের হওয়ার কথাটিকে অস্বীকার করল অথবা প্রথমে অস্বীকার করল, তারপর অমুকের বলে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করল। যেমন বলল, এ বাড়ি কখনো আমার ছিল না বরং এটি অমুকের। এক্ষেত্রে مقرله (যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয়েছে) যদি তার সমস্ত কথাকে বিশ্বাস করে নেয় তাহলে সব অবস্থায় বাড়ি বিবাদীকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এ পর্যায়ে স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর উপর مقر له এর কোন কিছু পাওনা থাকবে না। পক্ষান্তরে مقر له যদি তাকে স্বীকারোক্তির ব্যাপারে বিশ্বাস করে এবং অস্বীকৃতির বিষয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যেমন, مقرله বলল, এই বাড়িটি মূলত مقر অর্থাৎ স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তির ছিল। বিচারকের ফায়সালার পর সে আমাকে তা হিবা করে দিয়েছে এবং আমিও তার থেকে তা বুঝে নিয়েছি; তাহলে এ অবস্থায় ফায়সালা কি হবে, এ সম্পর্কে আল-কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এই বাড়ি مقرله (যার পক্ষে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করা হয়েছে) কে প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, স্বীকারোক্তি আগে এবং অস্বীকৃতি পরে হওয়ার

ক্ষেত্রে উক্ত মাসআলা খুবই স্পষ্ট। কেননা বাহ্যত সে স্বীকারোক্তি সহীহ্ হওয়ার পর তা আবার বাতিল হওয়ার দাবী করছে। কাজেই তার ঐ স্বীকারোক্তি বাতিল হবে না। এ অবস্থায় বিবাদীকে বাড়ির মূল্য প্রদান করতে হবে। কেননা সে তার ধারণা অনুসারে বাড়ির মালিক। কিন্তু যেহেতু প্রথমে সে এটি অমুক ব্যক্তির বাড়ি বলে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে, তাই সে ঐ বাড়ি হস্তান্তর করতে অক্ষম। কাজেই সে এর মূল্য পরিশোধ করবে। যেমন বাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া অবস্থায় তাকে এর মূল্য পরিশোধ করতে হয়। উল্লেখ্য যে, পূর্বে যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে তা ঐ অবস্থায় বড় মুশকিল, যে অবস্থায় সে অস্বীকৃতির কথা বর্ণনা করে। উক্ত অবস্থায় তার স্বীকারোক্তি সহীহ্ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা যখন সে অস্বীকৃতির মাধ্যমে তার কথার সূচনা করল তখন সে নিজেই তার নিজের সাক্ষীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। কারণ তারা তো এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, মূলত এ বাড়িটি তার। কিন্তু স্বীকারোক্তিতে এ কথা বলা হল যে, মূলত এ বাড়িটি তার নয়। এ কথা বলে প্রকৃত অর্থে সে পূর্বের জারীকৃত রায়কে বাতিল বলে স্বীকার করে নিল এবং এ কথার ইকরার করে নিল যে, মূলত এই বাড়িটি বিবাদীর।

তারপর সে যখন অন্যের মালিকানার কথা স্বীকার করে নিল তখন এই স্বীকারোক্তি পরের স্বীকারোক্তির পরে হল, কাজেই তার এই স্বীকারোক্তি সহীহ্ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উক্ত আপত্তির জবাব হচ্ছে এই যে, যথাসম্ভব তার স্বীকারোক্তিকে সহীহ্ রাখা ওয়াজিব। আর এ ক্ষেত্রে এটির সম্ভাবনাও রয়েছে। কারণ স্বীকারোক্তি মূলক বক্তব্যের বিষয়টি অস্বীকৃতির থেকে অগ্রে রয়েছে। কাজেই তার স্বীকারোক্তি সহীহ্ হবে।

উল্লেখ্য যে, বাক্যের মধ্যে تقديم ও تاخير এর বিষয়টি একটি বহুল প্রচলিত বিষয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে "তবে এটি অমুকের" কথাটি অস্বীকৃতির সাথে متصل (সংযুক্ত) থাকা অপরিহার্য। কেননা স্বীকারোক্তিকে সহীহ্ রাখার ক্ষেত্রে একে مؤخر ও مقدم গণ্য করার বিষয়টি তখনই ধর্তব্য হবে যদি পূর্বের বাক্য পরের বাক্যের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৫. মাসআলা ঃ ফকীহ্গণ বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র) আল কিতাবে যে মাসআলা বর্ণনা করেছেন "مقرله যদি আদালত কর্তৃক কোন রায় জারী করার পর বলে যে, অমুক ব্যক্তি এ মাল আমার প্রতি হিবা করেছে এবং আমি তা হস্তগত করে নিয়েছি। কাজেই হিবা সূত্রে আমি এই মালের মালিক উক্ত মাসআলা তখনই সহীহ্ হবে যদি বিচারক তখন আদালত কক্ষে উপস্থিত না থাকেন। যাতে বাদী (مقرله) এর দাবী অর্থাৎ হিবার কথাটিকে বিচারক সত্যায়ন করে নিতে পারেন। পক্ষান্তরে যদি ব্যক্তি বিচারকের আদালত কক্ষেই এ কথা বলে, তবে তো বিচারক এ কথা জেনে নিল যে, সে মিথ্যা বলেছে। কেননা তাদের হিবার কোন ঘটনা ঘটেনি। কাজেই এ ক্ষেত্রে مقر (স্বীকারোক্তি ব্যক্তকারী) এর স্বীকারোক্তি সহীহ্ হবে না।

মাশায়িখে কিরাম এও বলেছেন যে, বাদী বিবাদীকে বাড়ির মূল্য পরিশোধ করবে। এটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এরও প্রথম অভিমত। ফকীহ্দের কেউ কেউ বলেন, এটি আমাদের ইমামত্রয়ের সকলের অভিমত। مقضى له (যার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পক্ষে ফায়সালা প্রদান করা হয়েছে) এর বক্তব্য "এ বাড়িটি আমার নয়, বরং এটি অমুকের বাড়ি" এবং তার এ কথা বলা যে, "এ বাড়িটি অমুকের, এতে আমার কোন হক নেই" উভয় বাক্যই সম পর্যায়ের। অর্থাৎ উভয় বাক্যের হুকুম একই। সুতরাং বিচারকের পূর্বোক্ত ফায়সালা বাতিল হবে না।

৬, মাসআলা ঃ জামে গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তির কবজায় একটি বাড়ি আছে। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, এ বাড়িটি আমার পিতার ছিল। তিনি মারা গেছেন এবং মীরাস সূত্রে আমি এর উত্তরাধিকারী। তারপর সে এ ব্যাপারে সাক্ষী প্রমাণও পেশ করল। তার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক তার পক্ষে ফায়সালা দিয়ে দিলেন। এরপর তৃতীয় অপর ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, এই বাড়িটি তার। সে তার পিতার জীবদ্দশায় তার নিকট থেকেই ইহা তার নিকট থেকে খরিদ করেছিল।

তারপর ঐ লোকটিও যদি তার কথা সত্যায়ন করে তাহলে ইহা বিবাদীকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে বিচারকের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। তারপর খরিদের দাবীদার ব্যক্তিকে বলা হবে, তুমি বিবাদীর বিরুদ্ধে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ কর যে, এই বাড়িটি বাদীর পিতার মালিকানাধীন ছিল। তুমি তার থেকে এটি খরিদ করে নিয়েছ। যদি সে এভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে বাড়িটি তার বলে ফায়সালা দেওয়া হবে। অন্যথায় এরূপ ফায়সালা দেওয়া যাবে না (আল-মুহীত)।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিবাদীকে হাযির করার জন্য লোক প্রেরণ, বিবাদীর বাড়ির সদর দরজা সীল করে দেওয়া অথবা বিবাদীকে ধরার জন্য নিরাপত্তা কর্মী নিয়ে তার বাড়িতে অবস্থান নেওয়া ইত্যাদির মাসাইল

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বিচারকের আদালতে উপস্থিত হয়ে এ মর্মে মামলা দায়ের করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার হক দখল করে রেখেছে। কিন্তু বিচারক কিছুই বুঝতে পারছেন না যে, সে সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে, এহেন অবস্থায় সে যদি বিচারকের নিকট বিবাদীকে আদালতে হাযির করার জন্য আবেদন করে তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। (১) হয়তো বিবাদী শহরের অধিবাসী হবে (২) অথবা হবে না। যদি শহরের অধিবাসী হয় তাহলে এরও আবার দুই অবস্থা হতে পারে। (ক) হয়তো বিবাদী সুস্থ পুরুষ হবে কিংবা এমন সুস্থ মহিলা হবে, যে বাইরে বের হয়ে সচরাচর পুরুষদের সাথে মেলামেশা করে। এ ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবী হল, বিবাদীকে হাযির করার জন্য লোক প্রেরণ করা হবে না। আর ইসতিহ্সানের দাবী হল, লোক প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, বিবাদীকে হাযির করার জন্য লোক প্রেরণের বিষয়টি দুইভাবে হতে পারে। (ক) হয়তো তাকে ধরে আনার জন্য বিচারক নিজেই যাবেন (খ) অথবা তাকে হাযির করার জন্য অন্য কাউকে তিনি পাঠাবেন। রাসূলুল্লাহ্ উভয় প্রক্রিয়াই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালে এই কাজ করার জন্য বিচারক নিজে যাবেন না। (গ) বিবাদী শহরের অধিবাসী বটে কিন্তু সে অসুস্থ অথবা পর্দানশিন মহিলা যে সাধারণত বাইরে চলাফেরা করে না, এ জাতীয় বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করার জন্য বিচারক কোন লোক প্রেরণ করবেন না। কি পরিমাণ অসুস্থ হলে তাকে ধরে আনার জন্য বিচারক কোন লোক প্রেরণ করবেন না তা নিরূপণের ক্ষেত্রে মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এমন অসুস্থ হওয়া যে, সে নিজে আদালতে আসতে পারে না এবং পায়ের উপর ভর করেও হাটাচলা করতে পারে না। সর্বোপরি যদি তাকে মানুষের হাতের উপর করে উঠিয়ে নেওয়া হয় বা সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তবে এতেও তার রোগ আরো বেড়ে যায়। আবার কোন কোন ফকীহ্ বলেন, এমন অসুস্থ হওয়া যে, সে নিজে আদালতে যেতে পারে না। যদিও সওয়ারীতে আরোহণ করে বা মানুষের উপর ভর করে রোগ বৃদ্ধি করা ছাড়াও তার পক্ষে আদালতে যাওয়া সম্ভব হয়। এই অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সহজতর। পক্ষান্তরে রোগী ও পর্দানশিন মহিলাকে যদি বিচারক আদালতে হাযির না করেন তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি করা হবে? এ পর্যায়ে দুটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে। (১) হয়তো বিচারককে খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া থাকবে (২) অথবা থাকবে না। যদি বিচারককে খলীফা অর্থাৎ তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্তির ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া থাকে তবে তিনি তাকে উপস্থিত করার জন্য নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। তারপর তিনি বাদী-বিবাদীর উপস্থিতিতে মামলার রায় ঘোষণা করবেন। পক্ষান্তরে বিচারক যদি স্থলাভিষিক্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত হোন তাহলে বিচারক কোন একজন আমানতদার ফকীহ্ ব্যক্তিকে তাকে নিয়ে আসার জন্য পাঠাবেন এবং সাথে দুই জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীকেও প্রেরণ করবেন। যাতে তারা তার সাথে যা কিছু ঘটবে তা বিচারকের নিকট এসে বর্ণনা করতে পারেন (যখীরা)। এমন দুইজন সাক্ষী প্রেরণ করা হবে যারা ঐ মহিলা এবং রোগী ব্যক্তিকে চিনে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ বিচারকের জন্য সমীচীন হল, যখন তিনি বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করার জন্য তার কাছে কোন আমানতদার ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, তখন তিনি তাকে শপথ গ্রহণের অবস্থা এবং এর ধরন কি হবে তা বলে দিবেন। যাতে বিবাদী বাদীকে অস্বীকার করলে বিচারকের মর্জি অনুসারে সে তার নিকট হতে শপথ গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য শপথ গ্রহণের প্রক্রিয়া কি হবে, এ সম্বন্ধে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, তাকে এ বিষয়টি বলে দিতে হবে। তারপর তারা যখন বিবাদীর নিকট যাবে তখন আমীন ব্যক্তি বাদীর দাবীর কথা তাকে শুনাবে। যদি সে এ কথা স্বীকার করে নেয় তাহলে এই বিষয়ে দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। তারপর তাকে বলবে, যেন সে একজনকে উকীল নিয়োগ করে। এই উকীল তার সাথে আদালতে হাযির হবে যাতে এই উকীলের উপস্থিতিতে ঐ সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য পেশ করতে পারে। বিচারক উকীলের উপস্থিতিতে তার ব্যাপারে ফায়সালা দিবেন। পক্ষান্তরে বিবাদী যদি তার পেশকৃত বক্তব্যকে অস্বীকার করে তখন আমীন ব্যক্তি বাদীকে বলবে, তোমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? যদি বলে, হা, আছে। তখন আমীন ব্যক্তি বিবাদীকে হুকুম করবে যেন সে একজনকে তার পক্ষে উকীল নিয়োগ করে যে তার প্রতিপক্ষের সাথে আদালতে উপস্থিত থাকবে। তারপর ঐ উকীলের উপস্থিতিতে তার সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হবে। পক্ষান্তরে বাদী যদি বলে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, তাহলে আমীন ব্যক্তি বিবাদীর নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করবেন। যদি সে শপথ করে তাহলে সাক্ষীদ্বয় এ সম্পর্কে বিচারককে অবগত করবে। তখন বিচারক বাদীকে নিষেধ করে দিবেন যে, তুমি আর দাবী করতে পারবে না- যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম না হও। পক্ষান্তরে যদি সে শপথ করতে তিনবার অস্বীকার করে তবে আমীন ব্যক্তি তাকে হুকুম করবে যেন সে কোন একজনকে উকীল নিয়োগ করে যে প্রতিপক্ষ ব্যক্তির সাথে আদালতে গিয়ে উপস্থিত হবে। তারপর সাক্ষীগণ তার অস্বীকৃতির ব্যাপারে কাযীর সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণ করবে। তারপর বিচারক তার অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে বাদীর অনুকূলে ফায়সালা প্রদান করবেন। আদাবুল কাযীতে ইমাম খাস্সাফ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩. মাসআলা ঃ উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রজোয্য হবে যদি বিবাদী শহরের অধিবাসী হয়। পক্ষান্তরে বিবাদী যদি শহরের অধিবাসী না হয় অর্থাৎ শহরের বাইরের মানুষ হয় (এটিই হল পরিচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখিত মাসআলার দ্বিতীয় অবস্থা) তাহলে এরও দুই অবস্থা হতে পারে। (১) হয়তো তার বাড়ি শহরের কাছাকাছি স্থানে হবে (২) অথবা শহর থেকে দূরে হবে। যদি তার বাড়ি শহরের কাছাকাছি স্থানে হয় তাহলে শহরে বিবাদীর ক্ষেত্রে যে মাসআলা বর্ণিত হয়েছে এ ক্ষেত্রেও মাসআলা ঠিক তদ্রূপই হবে। অর্থাৎ সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রে

শুধুমাত্র দাবীর ভিত্তিতে বিচারক তাকে উপস্থিত করার জন্য লোক পাঠাবেন। পক্ষান্তরে যদি তার বাড়ি শহর থেকে দূরে হয় তাহলে আর তার জন্য লোক পাঠানো হবে না। কাছে এবং দূরে হওয়ার মানদণ্ড হল, যদি তার অবস্থা এমন হয় যে, সকালে সে নিজ বাড়িতে থাকার পর সেখান থেকে আদালতে উপস্থিত হয়ে প্রতিপক্ষের জবাব প্রদান করত আবার নিজ বাড়িতে গিয়ে রাত্রিযাপন করতে পারে তাহলে তাকে নিকটবর্তী মনে করা হবে। পক্ষান্তরে যদি তাকে রাস্তায় রাত্রিযাপন করতে হয় তবে তাকে দূরবর্তী মানুষ হিসাবে গণ্য করা হবে (যখীরা)। বিবাদীর বাড়ি অনেক দূরে এহেন অবস্থায় যদি বাদী দাবী করে তাহলে বিচারক কি করবেন, এ সম্পর্কে মাশায়িখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন, এ অবস্থায় বিচারক বাদীকে তার দাবীর অনুকূলে দলীল প্রমাণ পেশ করার জন্য আদেশ দিবেন। এ সাক্ষ্য মুকাদ্দমার ফায়সালার জন্য নয়। বরং এটি হল, বিবাদীকে হাযির করার জন্য এবং এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে, বাদীর দাবী সাক্ষ্য সমৃদ্ধ। আর এ জাতীয় সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত এবং অখ্যাত ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট। এ জাতীয় সাক্ষ্য উপস্থাপনের পর বিচারক কোন ব্যক্তিকে হুকুম করবেন, যেন সে বিবাদীকে হাযির করে। তার হাযিরীর পর বিচারক তাকে হুকুম করবেন যেন সে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ পুনরায় উপস্থাপিত করে। সাক্ষ্য-প্রমাণ পুনরায় উপস্থাপিত হওয়ার পর সাক্ষীদের আদালত (নির্ভরযোগ্যতা) স্পষ্ট হয়ে যাবে, এবং বিচারক এর ভিত্তিতে ফায়সালা দিবেন। কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন, এহেন অবস্থায় বাদীর নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে তাহলে বিচারক এক ব্যক্তিকে আদেশ দিবেন যেন সে বিবাদীকে বিচারকের আদালতে হাযির করেন। প্রথমোক্ত অভিমতটিই বিশুদ্ধতম এবং বিচারকের ফাতওয়াও এর উপরই (শরহু আফাবিল কাযী খাস্সাফ)।

৪. মাসআলা ঃ বিবাদীকে হাযির করানোর জন্য লোক প্রেরণের পর তাকে না পাওয়া গেলে বাদী যদি বিচারকের সামনে দাবী করে যে, সে তার বাড়িতেই আত্মগোপন করে আছে; কাজেই তার বাড়ির দরজা ছিল করে দেওয়া হোক; তাহলে বিচারক বাদীকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য পেশ করতে বাধ্য করবেন। যদি সে এমন দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করতে সক্ষম হয় যারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, হা, সে তার নিজ বাড়িতেই আত্মগোপন করে আছে ; তাহলে বিচারক তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা এ কথা কেমন করে জানলে ? জবাবে যদি তারা বলে যে, আমরা তাকে আজ অথবা গতকাল অথবা তিন দিন আগে এই বাড়িতে দেখেছি তাহলে বিচারক তাদের বক্তব্য মেনে নিবেন এবং ঐ লোকের বাড়ি সীল করে দিবেন (আল-মুহীত)। বাড়ির সামনের ও পেছনের সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার বাড়িটিকে কার্যত জেলখানা বানিয়ে দেওয়া হবে। যাতে সে সব দিক থেকে সংকুচিত হয়ে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয় (যহীরিয়্যা)। আর যদি অনেক আগের দেখা হয় তাহলে বিচারক তাদের বক্তব্য গ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ সাক্ষীদ্বয় যদি তিন দিনের আগের সংবাদ দেয় তবে একে অনেক আগের সংবাদ বলে গণ্য করা হবে। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) বলেন, সহীহ্ মতানুসারে এই বিষয়টি বিচারকের রায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি সাক্ষিগণ বিবাদীকে অনেক দিন আগে দেখে থাকে এবং মধ্যখান দিয়ে অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় বাদীর পক্ষে দাবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা সম্ভব হয়নি। যেমন লটারীতে তার নাম পরে এসেছিল। অর্থাৎ কাদের শুনানি কোন দিন হবে তা নির্ধারণের জন্য বিচারক লটারীর ব্যবস্থা করেছিলেন, এতে তার নাম পরে আসায় সে আর দাবী করতে পারেনি তাহলে বিচারক তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য কবূল করে নিবেন।

৫. মাসআলা ঃ বিবাদীর বাড়ি সীল করার কয়েক দিনের মধ্যেও যদি সে ফিরে না আসে আর বাদীর পক্ষ থেকে বিচারকের আদালতে দাবী করা হয় যে, সে বাড়ির ভেতরই বসে আছে- সে বের হবে না, কাজেই আপনি তার পক্ষে কাউকে উকীল নিয়োগ করুন যাতে আমি তার সামনে আমার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারি। তখন বিচারক কি করবেন, এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এহেন অবস্থায় বিচারক দুইজন সাক্ষীসহ একজন দূতকে বিবাদীর বাড়িতে পাঠাবেন। এই দূত একাধারে তিন দিন পর্যন্ত বিবাদীর বাড়ির সামনে ঘোষণা দিবে- প্রচারকার্য চালাবে। সে প্রতি দিন তিনবার এ মর্মে ঘোষণা দিবে যে, হে অমুকের পুত্র অমুক! বিচারক মহোদয় আদেশ দিয়েছেন, তুমি তোমার প্রতিপক্ষ অমুকের ছেলে অমুকের মুকাবিলায় বের হও এবং আদালতে উপস্থিত হও। যদি আদালতে হাযির না হও তাহলে আমি তোমার পক্ষে একজনকে উকীল নিয়োগ করে তার উপস্থিতিতে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষীদের থেকে শুনানি গ্রহণ করে নেব। এরূপ ঘোষণা করা সত্ত্বেও সে যদি আদালতে হাযির না হয় তাহলে বিচারক তার পক্ষে একজনকে উকীল নিয়োগ করে তার সামনে বাদী পক্ষের সাক্ষীর শুনানি গ্রহণ করত বিবাদীর বিপক্ষে রায় জারী করে দিবেন। ইমাম খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযীতে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ব্যতীত অন্য এক ইমাম এ কথা বলেছেন যে, "বিবাদীর পক্ষে উকীল নিয়োগ করা আমাদের অভিমত নয়।" এক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ব্যতীত অন্য ইমাম বলতে ফকীহ্ খাস্‌সাফ (র) কাকে বুঝিয়েছেন তা তিনি বলেননি। কারো কারো মতে এখানে ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে বুঝানো হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে নয়। কেননা ইমাম সিমাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাদের উভয়ের মত একই ধরনের। কাযী আবূ আলী নাসাফী (র) বলেন, কোন কোন নাওয়াফির রিওয়ায়াতে আমি দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমতের অনুরূপ। কুবরা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত যে, এ অবস্থায় বিচারক তার পক্ষে একজনকে উকীল নিয়োগ করে তার উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ করত বিবাদীর বিপক্ষে রায় দিয়ে দিবেন। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উদ্ভূত কোন মামলা মুকাদ্দমার ব্যাপারে যদি এক বিচারক অপর এক বিচারকের নিকট পত্র লিখেন। তারপর এই বিচারক যদি বিবাদীকে হাযির করতে সক্ষম না হোন তাহলে এ ক্ষেত্রেও বিচারক অন্য কোন ব্যক্তিকে তার পক্ষ হতে উকীল নিয়োগ করে মামলার কাজ চালিয়ে যাবেন (তাতার খানিয়্যা)। নাওয়াদিরে হিশাম গ্রন্থে তিনি বলেন, একদা আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, "বাদশাহের কাছে কারো কিছু পাওনা আছে কিন্তু সে বাদীর সাথে আদালতে উপস্থিত হতে অসম্মত। এক্ষেত্রে কি করা যাবে?" জবাবে তিনি বললেন, এক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) লোক প্রেরণ করে বিবাদীকে হাযির করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এটি বসরাবাসী

ফুকাহায়ে কিরাকের অভিমত। এর প্রক্রিয়া হল, বিচারক তার পক্ষ থেকে কোন এক ব্যক্তিকে দূত হিসাবে ঐ বিবাদী (বাদশাহ্)-এর নিকট প্রেরণ করবেন। সে তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে থাকবে যে, আপনি আপনার প্রতিপক্ষের অভিযোগের জবাব দিন। এভাবে কয়েক দিন পর্যন্ত সে ঘোষণা করতে থাকবে। যদি বাদশাহ্ জবাব দেন কোর্টে উপস্থিত হন তবে তো ভাল। অন্যথায় বিচারক একজনকে বাদশাহের পক্ষে উকীল নিয়োগ করে তার সামনে মামলার রায় ঘোষণা করতেন। তখন আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এরূপ উকীল নিয়োগ করেন? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, করি। তৎক্ষণাৎ আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম যে, এটি কি قضاء على الغائب (অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর রায় প্রদানের) অন্তর্ভুক্ত নয়? তিনি বললেন, না। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) লোক পাঠিয়ে বিবাদীকে হাযির করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন না (যখীরা)।

৬. মাসআলা ঃ বিবাদীকে আদালতে হাযির করার আরেকটা পদ্ধতি হল هجوم على الخصوم। এর অবস্থা এবং প্রক্রিয়া এই যে, এক ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির কাছে কিছু পাওনা আছে। এক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নিজ বাড়িতে আত্মগোপন করে এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিচারক জানতে পারেন, তাহলে তিনি দুইজন আমানতদার এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির নেতৃতে কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মী ও কয়েকজন মহিলার একটি বিশেষ দলকে বিবাদীর বাড়িতে প্রেরণ করবেন। সেখানে গিয়ে তারা অবস্থান গ্রহণ করবেন। নিরাপত্তা কর্মীরা এভাবে তার বাড়ি ঘেরাও করবে যাতে সে কোন ভাবেই পালাতে না পারে। তারপর মহিলা সদস্যরা কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই ঘরের ভেতর ঢুকে বাড়ির মহিলাদের বলবে, তোমরা বাড়ির একপ্রান্তে চলে যাও। তারপর নিরাপত্তা কর্মীরা প্রবেশ করবে। বাড়ির ভেতরে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালাবে। প্রতি কামরায় ঢুকে তারা তল্লাশী চালাবেন।

খাটের নীচে অর্থাৎ সম্ভাব্য সব জায়গায় তল্লাশী চালানো হবে। এভাবে তার সন্ধান পেলে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। কিন্তু ধরতে না পারলে মহিলা সদস্যাদেরকে হুকুম করা হবে, যেন তারা মহিলাদের মাঝেও তল্লাশী চালায়। কারণ অনেক সময় আসামীরা মহিলাদের বেশে লুকিয়ে থাকে। এটিই হল هجوم على الخصوم এর নিয়ম। বাদী যদি আসামী ধরার জন্য বিচারকের নিকটে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানায় তাহলে বিচারক তা করতে পারবেন বলে আমাদের কোন কোন ইমাম বলেছেন। ফকীহ্দের মতে এখানে কোন কোন ইমাম বলতে তারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-কে বুঝিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকালে এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। হিশাম (র) বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকেও আসামী ধরার ব্যাপারে এ জাতীয় পন্থা অবলম্বনের কথা বর্ণিত আছে। এক্ষেত্রে ইমাম ও ফুকাহায়ে কিরামের দলীল হল, হযরত উমর (রা)-এর আমল। একবার তিনি খবর পেলেন যে, এক কুরায়শী ও ছকীফী ব্যক্তির বাড়িতে শরাব আছে। তখন তিনি সৈন্য নিয়ে তাদের বাড়িতে হানা দিলেন। একজনের বাড়িতে কিছু শরাব পেলেন। কিন্তু অন্য জনের বাড়িতে কিছুই পেলেন না। হযরত উমর (রা)-এর এই আমল থেকেই আমাদের ইমামগণ এ মর্মে মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, যদি জানা যায় যে, এই বাড়িতে ফিতনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সৃষ্টিকারী লোক আছে এবং আমর-বিল-মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের খিলাফ কাজ করছে তাহলে অনুমতি ছাড়া ঐ ঘরে প্রবেশ করাতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) বলেন, আমাদের যাহিরী মাযহাব মতে এভাবে সৈন্য নিয়ে হানা দেওয়া বিচারকের জন্য জাইয নেই (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ বিবাদীকে হাযির করানোর জন্য বিচারক ভাল মনে করলে বাদীর নিকট লিখিত কোন কাগজ, সীলমোহর বা এ জাতীয় কোন আলামত প্রদান করতে পারবেন। এরূপ করা তার জন্য জাইয হবে (যখীরা)। শহরের বাইরের লোকদের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে শহরের কোন অধিবাসী যদি মামলার বিবাদী হয় তবে তাকে ধরে আনার জন্য বিচারক সর্বাবস্থাই সৈন্য ইত্যাদি প্রেরণ করতে পারবেন। কিন্তু ইমাম খাস্‌সাফ (র) মাসআলাটি এর উল্টা বর্ণনা করেছেন (খুলাসা)।

এরূপ কোন আলামত দিয়ে বিবাদীর নিকট বাদীকে প্রেরণ করার ব্যাপারে বিচারকদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ ক্ষেত্রে বাদীকে ছাপ মারা কাগজ প্রদান করা হবে। কারো মতে কোন লেখাযুক্ত কাগজের টুকরা প্রদান করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সীলমোহর প্রদান করা হবে। যদি বিচারক বাদীকে কোন কিছুর ছাপ অথবা সীলমোহর প্রদান করেন এবং এটি নিয়ে সে যদি বিবাদীর কাছে যায় তাহলে বাদী বিবাদীকে বলবে, এই দেখ, অমুক বিচারকের সীলযুক্ত কাগজ। তিনি তোমাকে তলব করেছেন। তুমি কি তাকে চিন ? যদি সে জবাবে বলে যে, হাঁ, তাকে চিনি। তবে আমি তার কাছে যাব না। তাহলে বাদী তৎক্ষণাৎ তার অবাধ্যতার ব্যাপারে দুইজনকে সাক্ষী রাখবে। তারা এ ব্যাপারে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করবে। আর তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক তার কাছে এমন কোন শক্তিমান ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যে তাকে ধরে এনে আদালতে উপস্থিত করবেন অথবা এ ক্ষেত্রে বিচারক স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যও গ্রহণ করতে পারবেন। প্রেরিত ব্যক্তির পারিশ্রমিক সম্পর্কে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, বায়তুল মাল থেকে প্রদান করা হবে। আবার কারো কারো মতে متمرد অর্থাৎ যার সামনে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা হয়েছে সে প্রদান করবে (যখীরা)। এটিই সহীহ্ অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ বাদীকে তার বাড়ি থেকে বের করে আনার জন্য বিচারক যে ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন তার খরচাদি কোত্থেকে প্রদান করা হবে এ সম্পর্কে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। কাযী সদরুল ইসলাম (র)-এর মতে এ দায় বিবাদীর উপর বর্তাবে। অপরাপর বিচারকদের কেউ কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ দায় বাদীর উপর বর্তাবে। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। তারপর বিবাদী যখন বিচারকের আদালতে উপস্থিত হবে তখন বিচারক তার সেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ব্যাপারে পুনরায় শুনানি গ্রহণ করবেন। শুনানির পর বিচারক উক্ত বেআদবী এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। তদ্রূপ বিবাদী যদি প্রথমে 'আমি যাব' বলে পরে না যায় তাহলেও তাকে সাজা প্রদান করা হবে। তবে আগের সাজা থেকে এটি কিছুটা হালকা হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আদালত (সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা ও বিশুদ্ধতা) শর্ত নয়। এখানে সাক্ষ্য বলতে বিচারকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের কথাকে বুঝানো

হয়েছে। এ ক্ষেত্রে مستور الحال অর্থাৎ অজ্ঞাত অবস্থায় ব্যক্তির সাক্ষ্যও যথেষ্ট। এটি ইমাম খাস্‌সাফ (র)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও সাক্ষীদের মাঝে আদালত ও ন্যায়পরায়ণতা শর্ত। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে (যখীরা)। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিবাদী বাদীকে দেখার পর যদি একেবারে নাখোশ হয়ে যায়, কোন উত্তর না করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা এর দ্বারাই তার ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়ে গেছে।

৯. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে ইতাবিয়্যাতে আছে যে, বিবাদী আদালতে উপস্থিত হওয়ার পর তার শাস্তির ব্যাপারে বিচারকের ইচ্ছা। তিনি তাকে প্রহার করতে পারেন, আবার বন্দীও করতে পারেন। যদি বিচারক সূচনাতেই বাদীকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তুমি রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট হতে ছাপ বিশিষ্ট একটি ডকোমেন্ট নিয়ে গিয়ে বিবাদীকে হাযির করার চেষ্টা কর, তবে তা জাইয হবে।

ফাতওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি শাহী প্রাসাদের নিকট থেকেই নিজের হক বুঝে নিতে চায়, বিচারকের আদালতে না যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে শরীআতের দৃষ্টিতে কোন বাধ্য বাধকতা নেই। তবে এই ভাবে ফাতওয়া দেওয়া যাবে না। কিন্তু বর্তমান কালের আমাদের কোন কোন মাশায়িখ বলেন যে, এ ব্যাপারে তাকে বাধ্যবাধকতা থেকে তখনই মুক্ত করে দেওয়া হবে যদি সে প্রথমে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে নিজের পাওনা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে নিজের পাওনা আদায়ের জন্য সে প্রথমেই বাদশাহর শরণাপন্ন হতে চাইলে তাকে এই সুযোগ দেওয়া যাবে না। এর উপরই ফাতওয়া।

বাদী যদি শাহী প্রাসাদের সামনে হাযির হয়ে দূতকে বলে যে, সে যেন বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করে দেয়। তারপর চোরদার যদি বিবাদীর নিকট থেকে নিয়মের চেয়েও বেশী ফি উসুল করে তাহলে বিবাদী কী অতিরিক্ত বাদীর নিকট হতে আদায় করে নিতে পারবে? ফকীহ্‌গণ বলেন, এহেন অবস্থায় দেখতে হবে যে, বাদী প্রথমে কাযীর কাছে গিয়েছে না বাদশাহের কাছে গিয়েছে? যদি সে প্রথমে কাযীর কাছে গিয়ে থাকে এবং সেখানে নালিশ দেওয়া সত্ত্বেও নিজের হক উসুল করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে তাহলে উক্ত অতিরিক্ত ফির টাকা বিবাদী বাদীর নিকট ফেরত পাওয়ার দাবী করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে সে যদি প্রথমে বিচারকের কাছে না গিয়ে থাকে তাহলে বিবাদী বাদীর নিকট ঐ টাকার দাবী করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ভাড়া বাড়িতে বসবাসকারী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যদি পাওনাদার ব্যক্তি আদালতে আনতে চায় আর সে আসতে না চায় তবে বিচারক তার বাড়ির দরজায় সীল করে দিবেন কিনা? এ বিষয়ে মাশায়িখগণের মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ মতানুসারে তার বাড়ির দরজায় সীল করে দেওয়া হবে। মাজমুউন নাওয়াযিল গ্রন্থে আছে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর বাড়িতে বসবাস করে এবং সেখান থেকে বের হয়ে আদালতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে সে যদি অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তাহলে এ অবস্থায়ও বিচারক তার বাড়ির দরজায় সীল লাগিয়ে দিবেন। কেননা এ ক্ষেত্রে বসবাস করা বিষয়টিই মূল ধর্তব্য বিষয়। সুতরাং যদি বিশ্বস্ত সূত্রে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিচারকের নিকট এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সে এই বাড়ি থেকে তার মাল-সামান অন্যত্র নিয়ে গেছে, এখন আর সে এখানে বসবাস করে না তাহলে এ বাড়ির দরজায় সীল করা হবে না।

জামে' সগীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কয়েক ব্যক্তি মীরাস সূত্রে যৌথভাবে কোন বাড়ির মালিকানায় শরীক আছে। এহেন অবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি যদি কোন অংশীদের অংশের ব্যাপারে নিজের বলে দাবী করে এবং এ ব্যাপারে সে বাদশাহ্‌র নিকট সহযোগিতা কামনা করে; এরপর তিনি সে বাড়িতে সীল করে দেন, এ পর্যায়ে সীল তুলে দেওয়ার জন্য হাকিমের নিকট আবেদন করা অপরাপর শরীকরে জন্য জাইয হবে কি? জবাবে শায়খ আবুল কাসিম সাফ্‌ফার (র) বলেন, হাঁ, তাদের জন্য এরূপ আবেদন করা জাইয আছে এবং আবেদন করা হলে ঐ সীল তুলে দেওয়া হবে। কেননা একজনের কারণে শরীকী বাড়িতে সীল করা আদল ও ইনসাফ পরিপন্থী কাজ।

খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যে বালকের জন্য লেনদেন করা নিষিদ্ধ এ জাতীয় বালকের কাছে কেউ যদি হকের দাবী করে এবং বাদীর কাছে যদি তার এ দাবীর পক্ষে কোন দলীল প্রমাণ না থাকে তাহলে বিচারক তাকে আদালতে হাযির করবেন না (তাতার খানিয়্যা)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ যে যে অবস্থায় বিচারক নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন এবং যে যে অবস্থায় নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন না তার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ বিচারক যদি তার দায়িত্বভুক্ত শহরে সংঘটিত কোন ঘটনা সম্পর্কে যদি তিনি নিজেই অবগত হন এবং তিনি বিচারক থাকা অবস্থায়ই যদি উক্ত ঘটনার মামলা তার নিকট পেশ করা হয় তাহলে এ মামলায় তিনি হুককুল ইবাদের ব্যাপারে নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন। এটিই কিয়াস এবং সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। উল্লেখ্য আছে যে, চাই এ মামলা মালামাল সংক্রান্ত বিষয়ে হোক বা অন্য কোন বিষয় সংক্রান্ত হোক যেমন- বিয়ে-শাদী, নিকাহ্, তালাক ইত্যাদি। সাহিবুল আকযিয়া এ মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, যদি তিনি বিচারকার্যে নিয়োজিত ও মজলিসে কাযাতে থাকা অবস্থায় এ ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন তাহলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এখানে "মজলিসে কাযা" বলতে আদালত যে শহরে আছে ঐ শহরকে বুঝানো হয়েছে। ঐ জায়গা নয় যে জায়গাতে বিচারকার্য পরিচালনা করা হয়। উক্ত মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম খাস্‌সাফ (র) বলেছেন, যদি বিচারক ঐ শহরে থাকা অবস্থায় যে শহরে তিনি বিচারকার্যে নিয়োজিত আছেন এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন- তাহলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। চাই তিনি তখন বিচারকের আসনে সমাসীন থাকেন অথবা না থাকেন। "মজলিসে কাযা" মানে এমন স্থান যেস্থানে বিচারকার্য সম্পাদন করা হয়। আর "গায়রে মজলিসে কাযা" মানে বিয়ের অনুষ্ঠানের স্থান ছাড়া অন্য স্থান (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ নির্ভেজাল হুদূদ ও দণ্ড বিধি যেমন- চুরি, যিনা, মদ্যপান ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফাতাওয়ায়ে আল-ওয়ালজিয়্যাতে উল্লেখ আছে যে, কিয়াসের দৃষ্টিতে বিচারক নিজের ইলম তথা জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন। কিন্তু সূক্ষ্ম কিসাসের কথা হল, এ সব ক্ষেত্রে তিনি নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন না। শরহুত তাহাবীতে উল্লেখ আছে যে, চুরির ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্নতর হবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র এ ক্ষেত্রে বিচারক নিজের জানার ভিত্তিতে মাল ফেরত দেওয়ার হুকুম দিবেন। কিন্তু হাত কাটার হুকুম দিবেন না (তাতার খানিয়্যা)।

কিসাস এবং হদ্দে কযফ (অপবাদ আরোপজনিত দণ্ড)-এর বিচারক নিজ জানার ভিত্তিতে ফায়সালা দিতে পারবেন (খুলাসা)। কিন্তু যদি কোন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিচারকের আদালতে হাযির করা হয় তাহলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন তার অপবাদ আরোপের কারণে। কারণ তার মধ্যে নেশাগ্রস্ত হওয়ার আলামত বিদ্যমান রয়েছে। তবে এই শাস্তি হদ্দ হিসাবে গণ্য হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিচারক নিয়োজিত হওয়ার আগেই কোন ব্যক্তির একটি ঘটনা জানা ছিল, কিন্তু তখন তিনি বিচারক ছিলেন না। তারপর তিনি বিচারক নিয়োজিত হলেন এবং তারপর তার নিকট এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে উক্ত বিচারক নিজের সাবেক জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত অনুসারে বিচারক স্বীয় ইলমের ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতের প্রতি রুজু করেছেন। বিচারক কোন ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন এবং তখন তিনি বিচারক পদে বহালও আছেন কিন্তু ঐ ঘটনা এমন শহরের ঘটনা যে শহরের তিনি বিচারক নন, তারপর তিনি যদি এই ঘটনার বিচার এই শহরে তার আদালতেই উপস্থাপিত হয় এবং তিনি যদি তার অবগতির ভিত্তিতে এ সম্পর্কে ফায়সালা করতে চান তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত মতভেদ প্রযোজ্য হবে।

বিচারকার্যে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় যদি বিচারক মহোদয় কোন ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন, কিন্তু এই ঘটনা শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে সংঘটিত হয়েছে তারপর উক্ত ঘটনার বিচার তার আদালতে চাওয়া হয়েছে, তাহলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাহেবাইনের মতে বিচারক নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা দিবেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে এ সম্পর্কে মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, উক্ত ব্যক্তি যদি শহর অঞ্চলের জন্য নিয়োজিত বিচারক হয়ে থাকেন তাহলে তিনি তার জানার ভিত্তিতে গ্রাম্য ঘটনার ক্ষেত্রে রায় দিতে পারবেন না।

আর যদি তিনি গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলের জন্য বিচারক নিয়োজিত হয়ে থাকেন তাহলে ফায়সালা করতে পারবেন। উক্ত অভিমত ঐ মাযহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যাতে এ কথা বর্ণিত আছে যে, রায় কার্যকরী হওয়ার জন্য শহর শর্ত নয়। ইহা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর একটি রিওয়ায়াতও বটে। কোন কোন মাশায়িখে কিরাম বলেছেন যে, যদি উক্ত ব্যক্তি গ্রামের জন্য বিচারক নিয়োজিত হয়ে থাকেন তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে তিনি তার পূর্বের জানা-শোনার ভিত্তিতে ফায়সালা দিতে পারবেন না। উক্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কাযা তথা রায় কার্যকরী হওয়ার জন্য শহর হওয়া শর্ত। আমাদের ইমামগণের এটিই যাহিরী মাযহাব।

৩. মাসআলা ঃ মুনতাকা গ্রন্থে আছে যে, বিচারক যদি কোন প্রয়োজনে শহরের বাইরে যান এবং কোন ঘটনা দুর্ঘটনার কথা শুনতে পান তবে এর উপর ভিত্তি করে তিনি কোন ফায়সালা দিতে পারবেন না। কিন্তু যদি ঈদোপলক্ষে বিচারক শহরের বাইরে যান এবং তখন কোন ঘটনা সম্পর্কে শুনতে পান তাহলে এর উপর ভিত্তি করে তিনি ফায়সালা দিতে পারবেন। কেননা উক্ত ঘটনার শ্রবণ আদালতে বসে কোন কথা শ্রবণ করারই অনুরূপ। এটি ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম যুফার (র)-এর কিসাসের অনুরূপ কথা।

যদি বিচারক তার পদে বহাল থাকা অবস্থায় কোন ঘটনার বিবরণ শুনতে পায়, তারপর তিনি বরখাস্ত হন, তারপর আবার পদে বহাল হন তবে এ ক্ষেত্রে তিনি তার পূর্ব অবগতির

ভিত্তিতে উক্ত ঘটনার ফায়সালা করতে পারবেন কি পারবেন না, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহেবাইনের অভিমত অনুসারে তিনি ফায়সালা করতে পারবেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে তিনি ফায়সালা করতে পারবেন না।

নাওয়াদিরে ইব্ন সিমাআ গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন হাকীমের নিকট যদি এরূপ খবর পৌঁছে যে, এক ব্যক্তি তার গোলামকে আযাদ করেছে অথবা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে তাহলে খবরের সত্যতা যাচাই করে দেখতে হবে।

যদি দুই জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তাকে এ মর্মে সংবাদ প্রদান করে তাহলে বিচারকের জন্য উচিত হবে, বিষয়টির সত্যতা উদঘাটনের লক্ষ্যে যথাযথ চেষ্টা ও অনুসন্ধান করা যে, আসলেই সে গোলামকে আযাদ করেছে কিনা এবং সে তার খিদমতে নিয়োজিত আছে কিনা, তদ্রূপ আসলেই সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে কিনা এবং সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা? আর যদি সংবাদদাতা একজন হয় এবং সে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হয় আর তার সম্পর্কে বিচারকের প্রবল ধারণা এই হয় যে, সে সত্য খবরই তার নিকট পরিবেশন করেছে তাহলে এ ক্ষেত্রেও উত্তম হল, উক্ত ব্যক্তিকে হাযির করে তার নিকট হতে ঐ ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করা। আর যদি সাক্ষিগণ ন্যায়পরায়ণ হওয়ার কারণে বিচারক এইরূপ তদন্ত ও অনুসন্ধান না করে তবে তার সে অবকাশ থাকবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিচারকের আদালত কক্ষে এমন কিছু কাগজ-পত্র পাওয়ার কথা তার মনে নেই এবং বিচার সংক্রান্ত কোন কথা তার ভুলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ অনেক দিন আগে বিচারক কোন বিষয়ে ফায়সালা করেছেন। কিন্তু রায়ের পর অনেক দিন চলে গেছে। তারপর বাদী অথবা যার অনুকূলে ফায়সালা দেওয়া হয়েছে সে ব্যক্তির যদি ঐ ফায়সালার নকলের প্রয়োজন হয়, তারপর দুইজন সাক্ষী এসে বিচারকের নিকটে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি অমুক ব্যক্তির জন্য অমুক ব্যক্তির উপর এই পরিমাণ মাল প্রদানের ফায়সালা প্রদান করেছেন। কিন্তু বিচারকের সে কথা কোন ভাবেই মনে আসছে না ; তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিচারক এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। বরং তার যা স্মরণে আছে সে মুতাবিকই ফায়সালা করবেন। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) প্রথমে এ কথা বলতেন যে, বিচারক এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এ মত পরিবর্তন করে বলেছেন যে, বিচারক এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। ফকীহ্‌গণ এ বিষয়ে একমত যে, যদি সাক্ষীদ্বয় مقضى عليه (যার বিপক্ষে রায় প্রদান করা হয়েছে)-এর কথা বর্ণনা না করে তাহলে বিচারক তাদের সাক্ষ্য কবূল করবেন না। যেমন সাক্ষীদ্বয় বলল, আপনি অমুক ব্যক্তির জন্য এই পরিমাণ মাল প্রদানের ফায়সালা করেছেন। কিন্তু এ কথা বলল না যে, কার উপর এ রায় প্রদান করা হয়েছে (মুলতাকাত)।

২. মাসআলা ঃ বিচারক যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের কাগজের উপর নিজের সীলমোহর দেখতে পান এবং এই সাক্ষ্যপত্রের লেখাও তার বা তার নিজস্ব প্রতিনিধির তা সত্ত্বেও উক্ত সাক্ষ্যের কথা তার কোন ভাবেই মনে পড়ছে না, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিচারক উক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবেন না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ফায়সালা করতে পারবেন। এমনিভাবে বিচারক তার থলিতে লিখিত কোন কাগজ পেয়েছেন। এবং ঐ কাজে বিচারকের সীলও রয়েছে। আর ঐ লেখার হস্তলিপিও তার বা তার নিজস্ব কোন প্রতিনিধির তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এই অবস্থাও বিচারক এই লেখাকে কার্যকরী করতে পারবেন না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে কার্যকরী করতে পারবেন (আল-মুহীত)। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে বিচারকের নিকট গেল। তারপর বলল, আপনি এই ব্যক্তির উপর রায় দিয়েছিলেন যেন সে আমাকে এই পরিমাণ মাল বা এই পরিমাণ জমি বা এই পরিমাণ হক প্রদান করে। কিন্তু বিচারক এই কথা মনে করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় সে যদি কতিপয় আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করে এবং তারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বিচারক মহোদয় তাদেরকে সাক্ষী বানিয়েছেন এই কথার উপর যে, তিনি অমুক ব্যক্তির জন্য অমুক ব্যক্তির উপর এই পরিমাণ হকের ফায়সালা দিয়েছেন। তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে বিচারক এই ফায়সালাকে বাস্তবায়িত করবেন

না এবং এ অনুপাতে রায়ও ঘোষণা করবেন না। হাসান ইব্‌ন যিয়াদ এবং বিশর ইব্‌ন ওয়ালীদ ইম্ম আবূ ইউসুফ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (মুহীতঃ আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা ঃ সাক্ষী যদি তার প্রদত্ত সাক্ষ্য নিজ হস্তাক্ষরে কোন কাগজে বিদ্যমান দেখতে য় কিন্তু ঘটনার কথা তার মনে না থাকে তাহলে অধিকাংশ মাশায়িখে কিরামের মতে এটি টি বির্তকিত বিষয়- যেমন পূর্বেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটিই যাহিরী রিওয়ায়াত। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে এভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা জাইয নেই। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে সাক্ষ্য প্রদান করা জাইয হবে। "জামিউল ফাতাওয়া" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমামত্রয়ের কারো মতেই এভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা জাইয নেই। ফাতাওয়ায়ে আল-জিয়্যাতে উল্লেখ আছে যে, সহীহ্ মতে এই মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ইমাম হানীফা (র)-এর সাথে আছেন। ভিন্নমত পোষণকারী হলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র)। নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একদা ফকীহ্ আবুল কাসিম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হল, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ব্যাপারে সাক্ষী হয়েছিল। সে বলছে, আমি আমার হস্ত াক্ষর চিনি এবং ঐ লোকটিকেও চিনি। তবে সময় ও স্থানের কথা আমার মনে নেই। এ অবস্থায় ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে কি সমাধান হবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, যদি সে নিশ্চিতভাবে জানে যে সে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারেই সাক্ষ্য প্রদান করছে এবং مقر (স্বীকারোক্তি ব্যক্তকারী ব্যক্তি) কেও সে চিনে তাহলে তো সে সাক্ষ্য প্রদান করবেই। জামিউল ফাতাওয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি নিরক্ষর হয় এবং তাকে কোন কিছু লিখে দেওয়া হয় তবে স্মরণ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা জাইয হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস রিওয়ায়াত করার ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুমসম ভাবে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নিজ শায়খ থেকে কতিপয় হাদীস শ্রবণ করার পর সেগুলো কোন একটি খাতায় লিখিত ভাবে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু এসব হাদীসের কথা তার মনে নেই তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এই হাদীস রিওয়ায়াত করা তার জন্য জাইয হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে জাইয হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে হাদীস রিওয়ায়াত করার জন্য শর্ত হল, শ্রবণকাল থেকে শুরু বর্ণনা করার সময় পর্যন্ত ঐ হাদীসটি তার মুখস্ত থাকতে হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে মুখস্ত থাকা শর্ত নয় (তাতার খানিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম খাস্‌সাফ (র) বর্ণনা করেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, চারকের আদালত থেকে যদি কারো মামলার রেজিস্টার হারিয়ে যায় এবং এতে তার প্রাপ্য ব্যাপারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকে। কিন্তু বিচারকের এসব কথা কিছুই মনে ই। এহেন অবস্থায় যদি বিচারক মহোদয়ের সহযোগী দুইজন কাতিব (কাযীর রায় লিপিবদ্ধকারী) এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি সাক্ষীদের সাক্ষের ভিত্তিতে মামলার রায় ঘোষণা করেছিলেন। তাহলে বিচারক এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। উপরোক্ত মাসআলা ও নিম্ন বর্ণিত মাসআলার মধ্যে পার্থক্য আছে। আর তা হল, যদি কোর্ট থেকে কারো মামলার জরুরী কাগজ-পত্র হারিয়ে যায়, তারপর বিচারকের সহায়তাকারী লেখকবৃন্দ থেকে দুইজনে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বিচারক এ ব্যাপারে আদেশ জারী করেছিলেন। তাহলে এ সাক্ষ্য বিচারক গ্রহণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করবেন। এমনিভাবে যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তার কোন হকের ব্যা
স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে, তারপর দুইজন লেখক বিচারকের নিকটে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান
যে, এই ব্যক্তি আপনার নিকটে অমুক ব্যক্তির জন্য এই পরিমাণ- মালের ব্যাপারে স্বীকারে
করেছে এবং আমরা তা শুনেছি তাহলে বিচারক এই সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং তার ভিত্তি
মামলার ফায়সালাও ঘোষণা করবেন। প্রথমে বিচারকার্যের দায়িত্বে কোন এক বিচারপ
নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বদলী হয়ে যাওয়ার পর অন্য বিচারপতি তার স্থলাভিষিক্ত হোন।

এমতাবস্থায় যদি প্রথম বিচারপতির বিচার কক্ষে মামলা সংক্রান্ত কোন কাগজ-পত্র যেম
ইকরারনামা বা সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পর্কিত কোন কাগজ-পত্র পাওয়া যায় তাহলে এর কোনটা
কার্যকরী হবে না। বরং নতুন বিচারপতির আদালতে পুনরায় মামলা দায়ের করতে হবে
আগের কাগজ-পত্র যথেষ্ট হবে না (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে এক মত যে, সাবেক বিচারপতির কাচারীতে যা কিছু পাওয়া যা
যদিও তা সীল যুক্ত হয় তথাপিও পরবর্তী বিচারপতি. এগুলোকে কোন আমলে আনবেন
(বাযযাযিয়া)।

৫. মাসআলা ঃ কোন বিচারক বরখাস্ত হওয়ার পর যদি পুনঃবহাল হন তাহলে ফকীহ্গণে
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ববর্তী কাগজপত্র এবং দলীল দস্তাবেজের কথা তার স্মরণে
থাকলে তিনি এর ভিত্তিতে কোন ফায়সালা প্রদান করতে পারবেন না। এমনিভাবে স্মরণে
থাকলেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তিনি এর ভিত্তিতে কোন ফায়সালা প্রদান করতে
পারবেন না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর থেকে ভিন্নমত। পক্ষান্তরে
যদি কারো হকের ব্যাপারে তার আদালতে সাক্ষীদের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়, তারপর এর ভিত্তিতে
ফায়সালা প্রদানের আগেই তাকে ঐ পদ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়, তারপর আবার
তাকে ঐ পদে বহাল করা হয়, তৎপর আবার তার আদালতে ঐ মামলা পুনরুত্থিত হয় তাহলে
বাদীকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য বাধ্য করা হবে। চাই ঐ মামলার কথা
বিচারকের মনে থাকুক বা না থাকুক (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ বিচারক কর্তৃক কোন মুকাদ্দমার ফায়সালা প্রদানের পর ঐ রায় প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ রায় ঘোষণার পর যদি বিচারকের মনে হয় যে, এই রায় প্রত্যাহার করা উচিত, তাহলে দেখতে হবে যে, এটা কি ভুল রায়? নাকি এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। যদি উক্ত রায়ের মধ্যে এমন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে যার ভ্রান্তির ব্যাপারে ফকীহ্দের কোন মতভেদ নেই তাহলে বিচারক অবশ্যই এই রায়কে বাদ করে দিবেন। আর যদি এটা ফকীহ্দের মতভেদপূর্ণ বিষয় হয়, তাহলে তিনি আগের রায়কে বহাল রাখবেন এবং ভবিষ্যতে নিজে যেটিকে ভাল মনে করেন সে মুতাবিক ফায়সালা করবেন (মুলতাকাত)।

২. মাসআলা ঃ জেনে রাখা উচিত যে, এক রায় পরিবর্তন করে ভিন্ন রায় প্রদান করা মুজতাহাদ ফীহ অর্থাৎ বির্তকিত মাসআলার ক্ষেত্রে জাইয আছে। যদি বিচারকের ফায়সালা বাস্তব ঘটনার বিপরীত হয়ে যায় তাহলে তা দুই অবস্থা থেকে খালি নয়।

(১) হয়তো তিনি এই রায়ের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভুল করেছেন। (২) অথবা জুলুম করার নিয়্যতে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছেন এবং তিনি তা অস্বীকারও করেছেন। যদি অনিচ্ছাকৃত ভুল করে থাকেন তবে এরও আবার দুই অবস্থা হতে পারে।

(১) হয়তো তা হুকূকুল্লাহ্র ক্ষেত্রে হবে। (২) অথবা হুকূকুল ইবাদের ক্ষেত্রে হবে। হুকূকুল ইবাদের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে দেখতে হবে যে, এর ক্ষতি পূরণ ও সংশোধন সম্ভব কিনা? সম্ভব হলে রায় বাতিল করে নতুন রায় জারী করতে হবে। যেমন কারো পক্ষে ধন-সম্পদ প্রদান, তালাক প্রদান অথবা গোলাম আযাদ করার রায় প্রদানের পর জানা গেল যে, এ ফায়সালা ভুল ছিল। যেমন এই মামলার সাক্ষীরা ছিল গোলাম অথবা কাফির অথবা তারা ছিল মিথ্যা অপবাদ প্রদানের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত, তাহলে উক্ত ফায়সালা বাতিল বলে গণ্য হবে। কাজেই গোলামকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ; মহিলাকে তার স্বামীর কাছে পৌছিয়ে দেওয়া হবে এবং মাল যার থেকে নেওয়া হয়েছে তার কাছে তা ফেরৎ দেওয়া হবে। আর যদি রায়ের সংশোধন করা সম্ভব না হয় যেমন কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা)-এর ফায়সালা প্রদানের পর তা কার্যকর হয়ে গেছে, তাহলে এর বিনিময়ে যার পক্ষে এই রায় প্রদান করা হয়েছিল তাকে হত্যা করা হবে না। যদিও দৃঢ়-প্রত্যয়ের সাথে জানা যায় যে, এই হত্যাকাণ্ডটি একান্তই অন্যায়- ও না হক হত্যাকাণ্ড। এই হিসাবে এই ফায়সালাতে এমন সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যা কিসাস ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। তাই এ ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে না। বরং مقضى له (যার পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হয়েছে)-এর মাল থেকে কিয়াত (রক্তপণ) উসুল করা ওয়াজিব হবে। এ হুকুম তখনই ওয়াজিব হবে যদি বিচারকের রায় ভুল হওয়ার বিষয়টি সত্য সাক্ষ্য দ্বারা অথবা বিচার যার পক্ষে গিয়েছে তার স্বীকারোক্তি থেকে প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিচারকের ভুল যদি তার নিজের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তাহলে বিচারকের রায় যার পক্ষে গিয়েছে তার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি প্রকাশিত হবে না। কাজেই مقضى له এর ক্ষেত্রে বিচারকের পূর্বোক্ত ফায়সালা কার্যকর হবে না। যেমনিভাবে সাক্ষীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে অর্থাৎ যদি সাক্ষীদ্বয় নিজেদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে مقضى له এর ক্ষেত্রে তা কার্যকরী হয় না। এবং এ অবস্থায় সাবেক রায় বাতিলও হয় না। কিন্তু সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তির উপর যামানত ওয়াজিব হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত মাসআলার ক্ষেত্রেও হুকুম ঠিক তদ্রূপই হবে।

৩. মাসআলা ঃ বিচারকের ভুল যদি হুকূকুল্লাহ্ সম্পর্কে হয় যেমন চুরি, যিনা বা মদ্যপানের বিষয়ে হদ্দের ফায়সালা দেওয়ার পর তা কার্যকরীও হয়ে গেছে, এক্ষেত্রে যদি এ কথা প্রকাশিত হয় যে, সাক্ষিগণ গোলাম কিংবা কাফির অথবা মিথ্যা অপবাদ আরোপের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ছিল তাহলে বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি বিচারক ইচ্ছাকৃতভাবে জুলুম করার উদ্দেশ্যে ভুল রায় প্রদান করেন এবং তিনি একথা স্বীকারও করে নেন তাহলে উপরোক্ত সকল অবস্থায় বিচারকের সম্পত্তি থেকে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হবে। তাছাড়া সে যেহেতু এ কাজের মাধ্যমে মহা অপরাধ করেছে তাই তাকে (বিচারককে) তাযীর করা হবে। অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তাকে বিচারকের পদ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হবে। উক্ত বক্তব্যে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধুমাত্র ফিসকের দ্বারাই বিচারক তার পদ থেকে মাযূল (বরখাস্ত) হয় না- যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে উক্ত দায়িত্ব থেকে মাযূল করা হয় (আল-মুহীত)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিচারকের কথাবার্তা এবং কি কি কাজ বিচারকের জন্য শোভনীয় আর কি কি কাজ বিচারকের জন্য শোভনীয় নয় এর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ইব্ন সিমাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বিচারকের একথা বলা জাইয নেই যে, অমুক ব্যক্তি আমার নিকটে এই মর্মে অর্থাৎ হত্যা, মাল আত্মসাৎ করা বা তালাক প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে স্বীকারোক্তি করেছে। আর বিচারকের উদ্দেশ্য হল, এর ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা। কিন্তু এর ভিত্তিতে রায় প্রদান করা যাবে না, যতক্ষণ এ বিষয়ে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, "অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে" বিচারকের এ বক্তব্যের ভিত্তিতে আমি কারো উপর দণ্ড প্রয়োগ করব না যাবত অপর এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি তার সাথে একথা না বলবে। বস্তুত বিচারক যদি আমার দৃষ্টিতে ন্যায়পরায়ণ হয় এবং সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তিও এ জাতীয় গুণে গুণান্বিত হয় তাহলে এ অবস্থায় তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা আমার দৃষ্টিতে বৈধ হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি অবিশ্বস্ত হয় তবে তাদের কথা বিশ্বাস করা হবে না। যদি আদেশদাতা ব্যক্তি (হাকিম) নিজেই হাত কাটার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে ঐ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে যা তার ধারণা মতে উক্ত হুকুম প্রদানের জন্য যথার্থ তাহলে কিয়াসের দাবী তো এরূপই যে, আমিও যেন তার হস্ত কর্তনের হুকুম দেই। কিন্তু আমি তার ব্যাপারে কিসাসের হুকুম দেই না। যেহেতু اقر عندى بكذا (সে আমার নিকটে এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে) বিচারকের এ বক্তব্য কার্যকরী হবে কিনা, এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এহেন অবস্থায় বিচারকের মাল থেকে তার দিয়্যত পরিশোধ করার জন্য আমি নির্দেশ দিব। ইব্ন সিমাআ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে যা বর্ণনা করেছেন এর সারমর্ম মোটামোটিভাবে এই।

২. মাসআলা ঃ প্রকাশ থাকে যে, কোন ব্যক্তির কোন কিছু স্বীকার করা সম্পর্কে বিচারকের দেওয়া খবর (১) হয়তো এমন বিষয়ে হবে যা থেকে রুজু করা যায় (২) অথবা এমন হবে না। (১) যদি বিষয়টি এমন হয় যে, তা থেকে রুজু করা যায় যেমন যিনার হদ্দ, চুরির হদ্দ বা মদ্যপানের হদ্দ। এ সব বিষয়ে ফকীহ্দের সর্বসম্মত রায় হল, বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (২) পক্ষান্তরে কোন বিষয়ে কারো স্বীকারোক্তি প্রদান করা সম্পর্কে বিচারকের দেওয়া খবর যদি এমন বিষয় হয় যা প্রত্যাহার করা যায় না যেমন কিসাস, হদ্দে কাযাফ ইত্যাদি হুকূকুল ইবাদ সংক্রান্ত বিষয়াদি। আমাদের ইমামগণের যাহিরী রিওয়ায়াত অনুসারে এ জাতীয় বিষয়ে বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইব্ন সিমাআ ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তার বক্তব্য গ্রহণ করা যাবে না। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) বলেন, যাহিরী রিওয়ায়াতে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তা ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর প্রথম দিকের অভিমতও এটিই। আর ইব্ন

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিমাআ (র) যা বর্ণনা করেছেন তা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর শেষের দিকের অভিমত। কোন কোন কিতাবে ইব্ন সিমাআ (র)-এর রিওয়ায়াত مقيد তথা শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তদ্রূপ কোন কোন বর্ণনা মতে আরেকজন আদিল ব্যক্তির সমর্থক বক্তব্যদাতা, তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না। আমাদের মাশায়িখদের অনেকেই বর্তমান কালে এই বর্ণনাটি গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মাশায়িখদের কেউ কেউ বলেছেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) উক্ত রিওয়ায়াত থেকে ফিরে এসেছেন। শায়খুল ইসলাম ইমামুল হুদা ইমাম আবূ মনসূর মাতরিদী (র) এ মাসআলাটির কয়েকটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হল। বিচারক যদি আলিম এবং আদিল (ন্যায়পরায়ণ) হয় তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সে আদিল হয়- আলিম না হয় তাহলে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি সে ভালভাবে জবাব দেয় তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে বিচারক যদি জাহিল (মূর্খ) ও ফাসিক হয় অথবা ফাসিক হয় কিন্তু জাহিল না হয় তাহলে তার কথা গ্রহণযাগ্য হবে না। কিন্তু সে নিজে যদি এর কারণও প্রত্যক্ষ করে থাকে তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে কোন কোন মাশায়িখে কিরাম উক্ত অভিমতটি প্রত্যাখান করে বলেছেন যে, মূর্খতা ও ফিসকের সাথে তার কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন বিচারক স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কারো হক সাব্যস্ত হওয়ার খবর প্রদান করে। পক্ষান্তরে তিনি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সংবাদ প্রদান করেন, যেমন বিচারক বললেন যে, আমার সামনে তার পক্ষে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রদান করেছে এবং তারা বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, আর আমি তাদের কবূল করে নিয়েছি তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং এ বক্তব্যের ভিত্তিতে তিনি ফায়সালাও করতে পারবেন। কিন্তু স্বীকারোক্তির বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা خصم এর স্বীয় মত প্রত্যাহার করে নেওয়া পূর্বোক্ত মাসআলায় কার্যকরী হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে তা কার্যকরী হয় না। উক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বিচারক মহোদয় বিচারক থাকা অবস্থায় এই সংবাদ প্রদান করেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি উক্ত দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর এ মর্মে সংবাদ প্রদান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন এক বিচারক স্বীয় পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে যাওয়ার পর জনৈক বাদী এসে বর্তমান বিচারকের নিকট এ মর্মে মামলা দায়ের করল যে, বরখাস্তকৃত অমুক বিচারক আমার থেকে এই পরিমাণ মাল অন্যায় ভাবে নিয়ে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দিয়েছে। অথবা এই দাবী করল যে, সে বিচারক থাকা অবস্থায় অমুক ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এ কথা শুনে বরখাস্তকৃত বিচারক বলল, আমি স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তার ব্যাপারে উক্ত হুকুম জারী করেছি, তাহলে ইব্ন সিমাআ (র)-এর মতে যেহেতু বিচারক থাকা অবস্থায়ই তার কথা গ্রহণযোগ্য হয় না, সেহেতু বরখাস্তের পর গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্ন আসে কিভাবে? যাহিরী রিওয়ায়াত অনুসারে উক্ত মাসআলার দুই অবস্থা হতে পারে। যে বিষয়ে মামলা-মুকাদ্দমা হয়েছে তা (১) হয়তো কায়েম থাকবে (২) অথবা থাকবে না। উপরোক্ত উভয় অবস্থায় বিচারকের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে বরখাস্তকৃত বিচারক যদি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তোমার নিকট অমুক ব্যক্তি এক হাজার টাকা পাবে বলে, আমি ফায়সালা দিয়েছিলাম এবং ঐ (এক হাজার) টাকা তোমার থেকে নিয়ে তাকে পরিশোধও করে দিয়েছি। আর এই ঘটনা আমি বিচারক থাকা অবস্থায়ই সংঘটিত হয়েছিল। একথা শুনে সে যদি বলে যে, না, আপনি বিচারক

থাকা অবস্থায় এই ফায়সালা করেননি। বরং বরখাস্ত হওয়ার পর জুলুম করে আপনি আমার থেকে এই মাল নিয়ে গেছেন, তাহলে যাহিরী রিওয়ায়াত অনুসারে বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যার পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হয়েছে তার থেকে ঐ মাল ফেরৎ নেওয়া হবে কিনা? এ বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে। অর্থাৎ ঐ বস্তুটি যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। (১) বস্তুটি যে ব্যক্তির কবজায় আছে, সে যদি বলে, আসলে এর মালিক আমিই আমি এটিকে তার থেকে হস্তগত করিনি এবং বরখাস্তকৃত বিচারকও এই বস্তুর ব্যাপারে আমার অনুকূলে কোন ফায়সালা করেননি। তাহলে এই মাল صاحب قبضة এর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। আর যদি صاحب قبضة এ কথা বলে যে, এই মাল আমার। কেননা বরখাস্ত কৃত বিচারক বিচারক থাকা অবস্থায় এই ব্যক্তির উপর হুকুম জারী করেছেন, যেন সে আমার নিকট এই মাল পরিশোধ করে দেয় তাহলে তার কবজা থেকে এই মাল নিয়ে مقضى عليه (যার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয়েছে) এর নিকট হস্তান্তর করে দেওয়া হবে।

৩. **মাসআলা ঃ** আদাবুল কাযীতে আছে যে, ইয়াতীমের মাল কাউকে ধার দেওয়া বিচারকের জন্য জাইয আছে। এটিই আমাদের মাযহাব (আল-মুহীত)। বিচারকের জন্য উচিত, (ঋণ দিতে হলে) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে ঋণ দেওয়া। নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য দুটি জিনিস শর্ত। (১) বিত্তশালী হওয়া এবং মানুষের সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লেন-দেন করা (২) ঝগড়াটে না হওয়া। কোন কোন মাশায়িখে কিরাম তৃতীয় অপর একটি শর্তও আরোপ করেছেন। তা হল, শহরের বাসিন্দা হওয়া, বসবাস করার মত তার বাড়ি-ঘর থাকা, মুসাফির না হওয়া, থাকার মত তার একটি কামরা থাকা এবং বিত্তশালী হওয়া। কিতাবুল আকযিয়াতে উল্লেখ আছে যে, বিচারক তখনই ইয়াতীমের মাল কাউকে ঋণ দিতে পারবে, যদি তিনি ইয়াতীমের টাকা পয়সা দ্বারা এমন কোন জিনিস খরিদ করতে না পারেন যা থেকে তার আয়-আমদানী হতে পারে। পক্ষান্তরে তিনি যদি এমন কোন ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে তিনি আর ইয়াতীমের টাকা-পয়সা কাউকে ধার দিতে পারবেন না। বরং এ অবস্থায় উক্ত টাকা-পয়সা দিয়ে মালামাল খরিদ করে রাখা বাঞ্ছনীয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। এমনিভাবে যদি মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার নিমিত্তে কারো নিকট টাকা-পয়সা দেওয়ার মত লোক পাওয়া যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। হিশাম (র) বলেন, আমরা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর নিকট এই বিষয়টি উল্লেখ করলাম যে, যদি বিচারকের নিকট ইয়াতীমের বহু মাল-সম্পদ জমা হয়ে থাকে তবে তা কারো কাছে আমানত রাখা উত্তম না যামানত রাখা উত্তম ? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাকে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম ইব্ন আবী লায়লা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন যে, তা কারো কাছে যামানত হিসাবে প্রদান করাই উত্তম। ইমাম মুহাম্মাদ (র)ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যদি যামানত হিসাবে প্রদান করা হয় তবে তা জীবন-মরণ উভয় অবস্থায়ই আদায় করতে হবে (যখীরা)।

৪. **মাসআলা ঃ** নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য ইয়াতীমের মাল ধার নেওয়া বিচারকের জন্য জাইয নেই। ফাতাওয়ায়ে ইতাবিয়্যাতে আছে যে, নিজের জন্য খরিদ করাও বিচারকের জন্য জাইয নেই। অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এতে যদি কল্যাণ থাকে তবে তা জাইয

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি বিচারক নিজে ইয়াতীমের মাল বিক্রি করে অথবা কারো কাছে আমানত রাখে অথবা তার জ্ঞাতসারে যদি তার নিয়োজিত কোন আমীন অর্থাৎ বিশ্বস্ত ব্যক্তি ইয়াতীমের মাল বিক্রি করে, তারপর এই বিচারক মারা যায় এবং অন্য বিচারক তার স্থানে স্থলাভিষিক্ত হয়, তারপর একদল লোক এসে তার নিকটে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আমরা পূর্বোক্ত কাযীকে বলতে শুনেছি যে, আমি অমুক ইয়াতীমের মাল অমুক ব্যক্তির নিকট আমানত রেখেছি অথবা অমুক ব্যক্তির নিকট এত মূল্যে বিক্রি করেছি। কিন্তু অমুক ব্যক্তি তা অস্বীকার করছে, তবে এক্ষেত্রে নব নিযুক্ত কাযী এ সাক্ষী কবূল করবেন এবং ঐ ক্রেতা বা আমানতগ্রহীতা ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে পাকড়াও করবেন, যদিও পূর্বের কাযী এই সমস্ত লোকদেরকে এই ব্যাপারে সাক্ষী বানিয়ে যাননি। ফকীহ্ খাহারযাদা (র)-এর রচিত মুখতামার গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি বিচারক ইয়াতীমের মাল কোন ব্যবসায়ীকে তিজারতের উদ্দেশ্যে প্রদান করে তারপর সে ব্যবসায়ী যদি এ কথা অস্বীকার করে তবে তিনি মাল ফেরৎ দেওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দিবেন। আর এ বিষয়ে বিচারককে সত্যবাদী বলে গণ্য করা হবে। এমনিভাবে বিচারক যদি কোন মৃত ব্যক্তির মাল বিক্রি করেন তারপর ক্রেতা যদি তা অস্বীকার করে তবে বিচারক এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়কে বহাল রাখবেন। যদি বিচারক কোন ইয়াতীম বা অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল তার পক্ষ হতে কবজা করে তা নিজ গৃহের কোথাও রেখে দেয় পরে তা কোথায় রেখেছে, এ কথা ভুলে যায় তাহলে তাকেই এই মালের জামিন হতে হবে। যদি বিচারক মহোদয়ের একথা মনে থাকে যে, তিনি কতিপয় লোকের নিকট রেখেছেন, কিন্তু কার কাছে রেখেছেন তা মনে নেই তাহলে ক্ষতিপূরণের দায় তার উপর বর্তাবে না। এমনিভাবে বিচারক যদি বলেন, আমি এই মাল ইয়াতীমের অভিভাবকদের থেকে কোন এক অভিভাবককে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কাকে দিয়েছি তা আমার মনে নেই তাহলে এক্ষেত্রেও তার উপর ক্ষতিপূরণের কোন দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না (তাতারখানিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষিগণ এমর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আমরা বিচারককে বলতে শুনেছি যে, আমি ইয়াতীমের মাল অমুক ব্যক্তির নিকট আমানত রেখেছি অথবা অমুক ব্যক্তি র নিকট এত টাকা মূল্যে এই পরিমাণ মাল বিক্রি করেছি তাহলে বিচারক ঐ ব্যক্তি কে পাকড়াও করবেন। কিন্তু مودع (আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি) যদি বলে, আমি আমানত রেখেছিলাম বটে, কিন্তু ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি এহেন অবস্থায় বিচারক যদি তার কথা অস্বীকার করে তাহলে তার উপর কসমের হুকুম বর্তাবে না। এমনিভাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি ক্রেতা আয়েবজনিত কারণে খরিদকৃত মাল ফেরৎ দিতে চায় এবং বিচারক তা অস্বীকার করে আয়েবমুক্ত বলে দাবী করেন তাহলে কসম ছাড়াই এই দাবী সত্য বলে গ্রহণ করা হবে। যদি নাবালেগ বালেগ হয়ে যাওয়ার পর বিচারক তার পক্ষ হয়ে যা কিছু বিক্রি করেছিলেন তা তাকে দিয়ে দেন তবে তা জাইয আছে। আমীনের ক্ষেত্রেও হুকুম অনুরূপ হবে। অর্থাৎ যদি আমীন ব্যক্তি ইয়াতীমের মাল বিক্রি করে এবং সে এর জামিন হয় তবে তা জাইয আছে। কিন্তু উকীলের হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা ওয়াকালতের ক্ষেত্রে হুকুম উকীলের সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। যদি পিতা বা অসী নাবালেগ পুত্রের মাল বিক্রি করে এবং তার বালেগ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হওয়ার পর বিচারকের নিকট এর মূল্য দিয়ে দেয় কিংবা তার নিকট দিয়ে দেয় তবে তা জাইয হবে না (ইতাবিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ কিনয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি বিচারক নাবালিগের মাল নিজের মালের সাথে মিলিয়ে ফেলে তবে বিচারক এই মালের জামিন হবে না। নাবালিগের পিতা যদি নাবালিগের মাল অপচয় করতে থাকে তাহলে বাচ্চা বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এই মাল তার থেকে নিয়ে অন্য কোন আদিল তথা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট রাখতে পারবেন (শরহু আবিল মাকারিম)। যখীরা গ্রন্থের লুকাতা (হারানো প্রাপ্ত মাল) অধ্যায়ের সূচনাতে একথা উল্লেখ আছে যে, বিচারক ইচ্ছা করলে হারানো প্রাপ্ত মাল প্রাপককে ঋণ হিসাবে দিতে পারবেন। শায়খুল ইসলাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল ঋণ দেওয়ার অধিকার বিচারকের রয়েছে। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে তা কাউকে ঋণ দিতে পারবেন। আর যদি ঐ মাল খোয়া যাওয়ার আশংকা থাকে তবে বিচারক তা বিক্রিও করে দিতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, তিনি অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল তখনই বিক্রি করতে পারবেন যদি ঐ ব্যক্তি কোথায় আছে তা তার জানা না থাকে। "ইবানা" গন্থে বর্ণিত আছে, সে কোথায় আছে বিচারক যদি এ কথা জানেন তবে তার এ কর্তৃত্ব হাসিল হবে না। "জামেউল ফাতাওয়া" গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিচারক ইচ্ছা করলে নিখোঁজ ব্যক্তির গোলাম এবং তার অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা উচিত নয়। এতদসত্ত্বেও বিক্রি করলে তা জাইয হবে। বিচারক যদি ইয়াতীমের কোন মাল যার মূল্য পাঁচ হাজার দিরহাম আছে তা মাত্র এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করে ফেলে, তারপর ঐ মালের মালিকের ওয়ারিসগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যদি অন্য বিচারকের নিকট এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করে এবং এতদসংক্রান্ত দলীল-প্রমাণও পেশ করে তাহলে বর্তমান বিচারক পূর্বের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দিবেন। পূর্বের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দেওয়ার পর বরখাস্তকৃত আগের বিচার কযদি বর্তআন বিচারকের নিকট এ মর্মে পত্র লিখে যে, বিক্রয়ের দিন এর মূল্য এক হাজার দিরহামই ছিল তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দেওয়ার পর একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে আগের বিচারক যদি অন্য কোথাও বিচারক পদে নিয়োজিত থাকেন এবং বর্তমান বিচারক কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে আগেই যদি তিনি তার কাছে পত্র লিখেন তবে তার কথা ধর্তব্য হবে। কিন্তু ইয়াতীমদের উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। ফাতাওয়ায়ে নাসিরীতে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তার কোন ওয়ারিস আছে বলে জানা না যায়, এহেন অবস্থায় বিচারক যদি ঐ মৃত ব্যক্তির বাড়ি যদি বিক্রি করে ফেলে তবে তা জাইয হবে। এরপরে যদি কোন ওয়ারিস বের হয় তবুও ক্রয়-বিক্রয় বহাল থাকবে (তাতারখানিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ বাড়ি বিক্রি করার জন্য বিচারক কাউকে উকীল নিয়োগ করেছেন তাহলে উক্ত বিচারক তার নিয়োজিত উকীল, উকীলের উকীল এবং বাপ-দাদার উকীলের পক্ষে কোন রায় জারী করতে পারবেন না। এমনিভাবে বিচারকের পক্ষে যে সব মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আত্মীয়তার কারণে) তাদের পক্ষেও বিচারক রায় দিতে পারবেন না। মোদ্দাকথা হচ্ছে, বিচারকের নিজের পক্ষে বা নিজের বিপক্ষে রায় দেওয়া জাইয নেই (খুলাসা)। আসল গ্রন্থের

সূত্রে মুনতাকা গ্রন্থে আছে, মামলার ধারা এবং রায়ের বিষয়টি যদি তার কাছে স্পষ্ট না হয় তাহলে বিচারকের জন্য করণীয় হল, মামলাটির আপোস-মীমাংসা করিয়ে দেওয়া। আর যদি মামলার ধারা এবং রায়ের বিষয়টি তার কাছে স্পষ্ট থাকে তবে শামসুল আইম্মা সারাখসী (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে আপোস-মীমাংসার চেষ্টা না করে যথাযথ ফায়সালা প্রদান করাই বিচারকের জন্য সমীচীন। শায়খুল ইসলাম বলেন (র), মামলার ধারা এবং রায়ের বিষয়টি স্পষ্ট থাকা অবস্থায়ও যদি আপোস-মীমাংসার দিকে বিচারকের আগ্রহ বেশী থাকে তবে এক্ষেত্রেও বিচারক আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করবেন। আপোসের ব্যাপারে নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। আদাবুল কাযী অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে একথা উল্লেখ আছে যে, যদি বিচারক আপোস-নিষ্পত্তির ব্যাপারে অধিক আগ্রহান্বিত হোন তাহলে তাদের উপর আইনী রায় প্রয়োগ না করে আপোস করিয়ে দেওয়াতে কোন দোষ নেই। তবে দুই বারের বেশী আপোসের চেষ্টা করা ভাল নয়। পক্ষান্তরে বিচারক যদি আপোস-মীমাংসার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহান্বিত না হোন তবে আইনের দৃষ্টিতে যা হুকুম হয় তা জারী করবেন। আপোস-মীমাংসার সম্ভাবনা ছিল, তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে চেষ্টা না করে বিচারক যদি কানূনী রায় ঘোষণা করে দেন, তবে তাও তার জন্য জাইয হবে। ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে যে, বিচারক যদি নিজেই কোন কিছু বণ্টন করে দেওয়ার ব্যাপারে মুতাওয়াল্লী হোন অর্থাৎ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন তবে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা তার জন্য জাইয হবে। আর যেসব বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া বিচারকের উপর ওয়াজিব, যেমন নাবালেগ বালক-বালিকার বিয়ে এ ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বিচারকের জন্য জাইয হবে না। পক্ষান্তরে যেসব পড়িয়ে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব নয় যেমন বালেগ বালক-বালিকার বিয়ে এ ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বিচারকের জন্য জাইয আছে (আল-মুহীত)। তবে এর পরিমাণ কত হবে, এ বিষয়ে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। ফাতাওয়ার জন্য পসন্দনীয় অভিমত হল, যদি কুমারী মহিলার বিয়ে পড়ায় তাহলে এক দীনার পাবে আর যদি অকুমারী মহিলার বিয়ে পড়ায় তাহলে অর্ধ দীনার পাবে এবং এ টাকা ভক্ষণ করা তার জন্য হালাল হবে। ফকীহ্‌গণ অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন (আল-বারজন্দী)।

৮. মাসআলা ঃ বিচারক যদি ভাল মনে করে ইয়াতীমের মাল বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করেন তাহলে শুধু এ অনুমতি প্রদানের কারণে ইয়াতীমের মাল থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বিচারকের জন্য জাইয হবে না। যদি পারিশ্রমিক নিয়ে মাল বিক্রয়ের হুকুম দেন তবে ঐ বিক্রয় কার্যকরী হবে না। এক বিদেশী মুসাফির ব্যক্তি বহু মালামাল রেখে কোন এক শহরে মারা গেছে। এ অবস্থায় বিচারকের মন যত দিন পর্যন্ত এ কথা বলবে যে, হয়তো তার কোন ওয়ারিস ব্যক্তি এসে এ মাল নিয়ে যাবে ততদিন পর্যন্ত তিনি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে অপেক্ষা করবেন। অপেক্ষা সত্ত্বেও যদি এরূপ কোন ব্যক্তি না আসে তাহলে বিচারক এ মাল বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিবেন।

তারপর তা ইয়াতীমদের খোরপোসের কাজে ব্যয় করা হবে। উক্ত মালামাল এ জাতীয় কাজে ব্যয়িত হওয়ার পর যদি মৃত বিদেশী ব্যক্তির কোন ওয়ারিস এসে উপস্থিত হয় তাহলে তার হক বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করে দেওয়া হবে। আসল গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,

বিচারকের মনে সাক্ষীদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ দেখা দিলে তিনি তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবেন। (এ ছাড়া অন্য কিছু করতে পারবেন না) তারপর আলাদা ভাবে ঘটনার দিন-ক্ষণ, স্থান ও কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন। এ সব প্রশ্ন শুধুমাত্র সতর্কতা হেতু করা হবে। যদিও এসবের জবাব দেওয়া সাক্ষীদের উপর ওয়াজিব নয়। এভাবে পৃথক পৃথক ভাবে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর যদি তারা ভিন্ন ভিন্ন জবাব দেয় যদ্দরুন প্রদত্ত সাক্ষী ফাসিদ হয়ে যায় তাহলে বিচারক পূর্বোক্ত সাক্ষ্য রদ করে দিবেন। আর যদি তাদের কথার দ্বারা তাদেরকে সন্দেহভাজন বলে মনে হয় তাহলে শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে তাদের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করা হবে না।

নাওয়াদিরে ইব্‌ন সিমাআ গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাক্ষীদের প্রতি সন্দেহ হলে তাদেরকে পরস্পরের থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তাদের ভিন্নতা এবং কাদের সাথে কোন কোন পুরুষ ও মহিলা ছিল এ বিষয়ের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। এমনিভাবে স্থানের ভিন্নতার প্রতিও কোন লক্ষ্য করা হবে না। তবে শর্ত হল, সাক্ষ্য, যবানী ও মৌখিকভাবে হতে হবে। পক্ষান্তরে সাক্ষ্য যদি فعلى (কর্মগত) হয় তবে স্থানের ভিন্নতাও সাক্ষ্যের মধ্যে ধর্তব্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি সাক্ষীদের সম্পর্কে আমার সন্দেহ হয় এবং আমার এরূপ ধারণা হয় যে, এরা সব মিথ্যা সাক্ষী তাহলে আমি তাদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের স্থান, কাল ও কাল লেবাস-পোশাক এবং তাদের সাথে কারা ছিল, সব কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। যদি তারা এ সবের বিবরণে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করে তবে আমার নিকট তাদের সাক্ষ্য মতভেদপূর্ণ বলে গণ্য হবে। এ কারণে আমি তাদের সাক্ষ্য রদ করে দেব (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ বরখাস্তকৃত বিচারকের কোর্ট থেকে কাগজ-পত্র কবজা করে নেওয়া

১. মাসআলা ঃ নব নিযুক্ত বিচারক বরখাস্তকৃত পূর্ববর্তী বিচারককে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। নব নিযুক্ত বিচারকের প্রথম কাজ হবে পূর্ববর্তী বিচারকের নিকট থেকে জরুরী কাগজ-পত্রসমূহ পুরোপুরি ভাবে বুঝে নেয়া। তারপর কয়েদীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিবেন। তারপর জেলখানায় কাউকে পাঠিয়ে কয়েদীদের নাম-ঠিকানা, তাদের সংখ্যা এবং তাদের যাবতীয় খবরাখবর নিয়ে আসবেন (ফতহুল কাদীর)। নব নিযুক্ত বিচারক দুইজন নির্ভরযোগ্য লোক প্রেরণ করে তার পূর্ববর্তী বরখাস্তকৃত বিচারক থেকে জরুরী কাগজ-পত্র জব্দ করার ব্যবস্থা করবেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মাত্র একজন নির্ভরযোগ্য লোক প্রেরণ করাও যথেষ্ট। কিন্তু দুইজন প্রেরণ করাতে অধিক সর্তকতা নিহিত রয়েছে (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ দীওয়ানে কাযী (ديوان قاضى) অর্থাৎ কাযীর কোর্ট-কাচারী বলতে এখানে ঐ খরীতা (কাগজ-পত্রের বাক্স)-কে বুঝানো উদ্দেশ্য যাতে মামলা-মুকাদ্দমার জবানবন্দী, হাযিরা খাতা, অসী নিয়োগ করা, ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দেওয়া, বন্দী খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত জরুরী কাগজ-পত্র সংরক্ষিত থাকে (আল-মুহীত)। প্রেরিত ব্যক্তিদ্বয় বরখাস্তকৃত বিচারকের নিকট থেকে জরুরী কাগজ-পত্রের বাক্স জব্দ করার পর তারা প্রতিটি ফাইল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজিয়ে বাক্সের ভিতর রাখবেন। অর্থাৎ জবানবন্দীর ফাইল এক বাক্সে জমা হবে, রেজিস্টার এক বাক্সে জমা হবে, অসী নিয়োগের ফাইল এক বাক্সে জমা হবে, এমনিভাবে ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ফাইল এক বাক্সে জমা হবে। এক কথায় প্রতিটি ফাইল এক এক বাক্সে জমা করা হবে। তারপর উক্ত ব্যক্তিদ্বয় বরখাস্তকৃত বিচারককে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন- যাতে কোন প্রকার প্রশ্ন দেখা দিলে তা সহজে নিরসন করা যায়। এসব কাগজ-পত্র কবে জব্দ করা হয়েছে তাও ফাইলে লিপিবদ্ধ করা হবে। যাতে এতে কোনরূপ বেশ-কম করার সুযোগ না থাকে। প্রেরিত ব্যক্তিদ্বয় এসব কাগজ-পত্র বরখাস্ত কৃত বিচারকের উপস্থিতিতে জব্দ করবেন। কিন্তু বিচারক যদি উপস্থিত না হয় তবে তার উপর জোর খাটানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে নব নিযুক্ত বিচারকের দুইজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট যাবতীয় কাগজ-পত্র বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বরখাস্তকৃত বিচারক তার পক্ষ হতে দুইজন আমানতদার বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকের লোকদ্বয় বরখাস্তকৃত বিচারকের লোকদ্বয়কে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে যাতে কোন বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে সহজেই তা নিরসন করতে পারেন (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা ঃ নব নিযুক্ত বিচারক কর্তৃক নিযুক্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদ্বয় বরখাস্তকৃত বিচারকের নিকট থেকে সমস্ত কাগজ-পত্র ইত্যাদি বুঝে নেওয়ার সাথে সাথে আমানতের সম্পত্তি ও ইয়াতীমের ধন-সম্পদ বুঝে নিবে এবং এগুলো সবই নব নিযুক্ত বিচারকের তত্ত্বধানে থাকবে। তারপর তারা কয়েদীদের নাম-তালিকাও সংগ্রহ করবে। কোন হকের কারণে বিচারক যখন কোন ব্যক্তিকে বন্দী করবেন তখন তিনি তার নাম, তার পিতার নাম, দাদার নাম, বন্দী করার কারণ এবং গ্রেফতার তারিখ ইত্যাদি সব কিছু খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। এমনকি বরখাস্তকৃত বিচারক কবে তাকে গ্রেফতার করেছে তাও নিজ স্মারক খাতায়ে লিখে রাখবে। নিজের নিয়োগ প্রাপ্তির সময় থেকে এ লেখা ধর্তব্য হবে না। তারা বরখাস্তকৃত বিচারকের নিকট বন্দীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং গ্রেফতারের কারণও জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এমনিভাবে তারা বন্দীদেরকেও গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারপর উভয় পক্ষকে একত্রে জমা করা হবে। কয়েদীদের মধ্যে যদি এমন লোকও থাকে যাদের প্রতিপক্ষ ঐ স্থানে উপস্থিত নেই এবং উপস্থিত হচ্ছে না, এক্ষেত্রে কয়েদীরা যদি বলে, আমাদেরকে অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে তাহলে নব নিযুক্ত বিচারক তাদেরকে ছেড়ে না দিয়ে কোন এক ব্যক্তিকে এ মর্মে ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন যে, আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে বন্দী অবস্থায় পেয়েছি, তাদের কাছে যাদের হক পাওনা আছে তারা যেন আমার কাছে আসে। এ ঘোষণার পর যদি কোন ব্যক্তি এসে হাযির হয় তাহলে বিচারক তাদের উপস্থিতিতে তাদের উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনে আইনানুগভাবে ফায়সালা করবেন। অন্যথায় কাউকে জামিন বানিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, কতদিন পর্যন্ত ঘোষণা করা হবে এবং কত দিনের মধ্যে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে তা নির্ভর করে বিচারকের বিবেচনার উপর। কেউ কেউ বলেন, কাউকে জামিন বানিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা সাহেবাইনের অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে এ ক্ষেত্রে কাউকে জামিন মনোনীত করা হবে না। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, জামিন মনোনীত করার কথাটি সমস্ত ইমামেরই অভিমত (আল-মুহীত)। সহীহ্ অভিমত অনুসারে জামিন নিয়োগ করার বিষয়টি একটি সর্বসম্মত বিষয় (ইনায়া)।

৪. মাসআলা ঃ আসামীকে গ্রেফতার করার বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। (১) حبس بالدين অর্থাৎ ঋণের কারণে কাউকে গ্রেফতার করা। এর আবার কয়েক অবস্থা হতে পারে। (ক) গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি যদি বলে, অমুক ব্যক্তির পাওনা ঋণের কারণে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি বরখাস্তকৃত বিচারকের নিকটে এ বিষয়ে নিজের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছি তাহলে নব নিযুক্ত বিচারক তাকে এবং তার প্রতিপক্ষকে এক স্থানে মুখামুখি করবেন। তারপর সে যদি বাদীর দাবীকে সত্য বলে জানায় এবং বাদী যদি তাকে পুনরায় জেলে দেওয়ার দাবী করে তবে বিচারক তাকে পুনরায় জেলখানায় অন্তরীণ করে রাখবেন। পক্ষান্তরে কয়েদী যদি ঋণের বিষয়টিকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, সে অন্যায়ভাবে আমার কাছে এই দাবী করছে, আমাকে জুলুম করে বন্দী করা হয়েছে। বিবাদীর এ বক্তব্যের পর বাদী যদি বলে, আমি তার কাছে এই পরিমাণ টাকা পাব এবং এই ঋণের কারণেই তাকে গ্রেফতার করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়েছে। তাহলে বিচারক বাদীকে তার এই দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার জন্য আদেশ দিবেন। তারপর সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং বিচারক মনে করেন যে, তারা আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত তাহলে তাকে সর্বদার জন্য বন্দী করে রাখবেন। পক্ষান্তরে তারা যে আদিল ও বিশ্বস্ত বিচারক যদি এ কথা বুঝতে না পারেন বরং বুঝার জন্য তাদেরকে কিছু কথা জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার হয় তাহলে কাউকে জামিন বানিয়ে তাকে ছেড়ে দিবে। যদি বান্দীদের কেউ একথা বলে যে, অমুকের ঋণের কারণে আমরা বন্দী হয়েছি, সুতরাং আপনি তাকে হুকুম করুন যেন সে আমার পক্ষ থেকে কাউকে জামিন রেখে আমাকে ছেড়ে দেয় তাহলে বিচারক তার প্রতিপক্ষকে হাযির করার ব্যবস্থা করবেন। যদি সে হাযির হয়ে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির কথাকে সত্যায়ন করে তাহলে দেখতে হবে, বিচারক مقرله (যার পক্ষে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করা হয়েছে)-কে নাম ও বংশসহ চিনেন কি চিনেন না। এবং সাক্ষিগণ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে কি দেয়নি? উপরোক্ত সব অবস্থায় বিচারক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে হুকুম করবেন যেন সে পাওনাদার ব্যক্তির পাওনা মাল পরিশোধ করে দেয়। আর এ ক্ষেত্রে যেহেতু সন্দেহ রয়েছে তাই তাকে ছাড়া হবে না। তারপর বিচারক কোন এক আহ্বানকারীকে হুকুম করবেন যেন সে উপরোক্তভাবে ঘোষণা করে দেয়। আর যদি প্রতিপক্ষদের থেকে কেউই হাযির না হয় তাহলে উপরোক্ত সব অবস্থাতেই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ইমাম খাস্সাফ (র) জামিন বানানোর কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় জামিন বানানোর কথা উল্লেখ করেছেন। মাশায়িখে কিরামের কেউ কেউ বলেছেন, উপরোক্ত সব অবস্থাতেই জামিন নিয়োগ করা জরুরী। যদি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি মাল না নিয়ে আসে এবং مقرله বলে যে, আমি তাকে অবকাশ দিলাম এবং আমি তাকে রেহাই দিয়ে দিলাম তাহলেও বিচারক তাকে রেহাই দিবেন না। বরং সতর্কতার পন্থা অবলম্বন করবেন এবং জামিনে তাকে মুক্তি দিবে। যদি সে বলে, জামিন হওয়ার মত আমার কেউ নেই অথবা জামিন পেশ করা আমার উপর ওয়াজিব নয়- কেননা জামিন তলব করার মত আমার কোন বাদী নেই তাহলে বিচারক তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। বরং নির্ধারিত নিয়মে ইলান করবে। ইলানের পরও যদি প্রতিপক্ষের কেউ হাযির না হয় তাহলে বিচারক বন্দী ব্যক্তিকে ছেড়ে দিবেন।

৫. মাসআলা ঃ কাউকে গ্রেফতার করার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, الجنس بسبب العقوبات الخالصة (খাসিল হক্কুল ইবাদের সাজা প্রদানের নিমিত্তে কাউকে বন্দী করা) যেমন কিসাস। যদি কোন কয়েদী বলে, আমি এ জন্য কয়েদ হয়েছি যে, আমি অমুক ব্যক্তির কিসাসের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছি। তারপর বিচারক বাদী পক্ষকে তার সামনে উপস্থিত করার পর সে তার স্বীকারোক্তির বিষয়টিকে যদি সত্যায়ন করে তবে এর দুই অবস্থা হতে পারে। (১) হয়তো উক্ত কিসাস القصاص فى النفس(প্রাণের বিনিময় হিসাবে) হবে। (২) অথবা তা القصاص فى الطريق (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময় হিসাবে) হবে। বস্তুত এই কিসাস যদি প্রাণ নাশের বিনিময় হিসাবে হয়ে থাকে তবে বিচারক তাকে অবিলম্বে কয়েদখানা থেকে বের করে দিবেন এবং বাদী পক্ষকে তার থেকে বদলা গ্রহণ করার হুকুম দিবেন। এ কাজ তিনি ধীর-

স্থিরভাবে আঞ্জাম দিবেন। আর যদি উক্ত কিসাস অঙ্গহানির বিনিময় হিসাবে হয়ে থাকে তবে এ ক্ষেত্রেও বিচারক তাকে কয়েদখানা থেকে বের করে দিবেন এবং তার প্রতিপক্ষকে তার থেকে বদলা নেবার সুযোগ করে দিবেন। তবে তাকে রেহাই দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। কেননা হতে পারে তার উপর অন্য কারোর জানের কিসাসের হক রয়েছে। অথচ সে রেহাই পাওয়ার জন্য অঙ্গহানির কিসাস স্বীকার করে নিয়েছে। এতে অন্যের কিসাসে নফসের হক বাতিল করার কৌশল বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা যাবে না।

৬. মাসআলা ঃ কাউকে বন্দী করার তৃতীয় একটি কারণ হল, الجنس بسبب العقوبات الخالصة حقالله (খাসিল হক্কুল্লাহ্‌র সাজা প্রদানের নিমিত্তে কাউকে গ্রেফতার করা) যেমন- চুরি, যিনা, মদ্যপান ইত্যাদি। যদি বান্দীদের থেকে কোন ব্যক্তি বলে, আমাকে বন্দী করা হয়েছে এই কারণে যে, আমি পদচ্যুত বিচারকের চার মজলিসে চারবার যিনার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছি। তারপর বিচারক আমার উপর দণ্ডবিধি কায়েম করার জন্য আমাকে বন্দী করেছেন। তাহলে এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে নব নিযুক্ত বিচারক তার উপর হদ্দ কায়েম করবেন না। অবশ্য সে যদি এই নব নিযুক্ত বিচারকের নিকটও চার মজলিসে চারবার যিনার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে তিনিও তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করবেন। চাই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হোক বা কম সময় অতিবাহিত হোক। উভয় অবস্থাতেই তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ যদি সে মুহসানা (বিবাহিত সতী-সাধ্বী) হয় তবে তাকে রজম (সঙ্গেসার) করা হবে। পক্ষান্তরে মুহসানা না হলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। কিন্তু তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে তার জানের কিসাস গ্রহণ করার মত প্রতিপক্ষ বের হয়ে আসারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তবে তা সহীহ্ আছে। যেমন প্রথম (বরখাস্তকৃত) বিচারকের নিকট নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া জাইয আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাকে রেহাই দেওয়ার ব্যাপারে বিচারক তাড়াহুড়া করবেন না। কেননা এখানে হিলা বা কৌশল অবলম্বন করার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে বন্দী ব্যক্তি যদি বলে, পদচ্যুত বিচারক আমাকে গ্রেফতার করেছেন আমার বিরুদ্ধে যিনা এর সাক্ষীর ভিত্তিতে আমার উপর দণ্ড প্রয়োগ করার জন্য। তাহলে পদচ্যুত বিচারকের সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্য নব নিযুক্ত বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই বর্তমান বিচারক এই সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করবেন না। এমনিভাবে যদি সাক্ষিগণ এই নব নিযুক্ত বিচারকের সামনে তার যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে আর এ অবস্থায় যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলেও বিচারক তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করবেন না। এবং এ ক্ষেত্রে যেহেতু হীলা বা কৌশল অবলম্বনের সম্ভাবনা রয়েছে তাই বিচারক তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। বরং ধীর-স্থিরভাবে কাজ করবেন। মুক্তি দিতে হলে জামিনে মুক্তি দিতে হবে। যদি বন্দীদের কেউ এ কথা বলে যে, আমাকে বন্দী করা হয়েছে যেহেতু আমি পদচ্যুত বিচারকের নিকট মদ্যপানের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছিলাম অথবা আমি যেহেতু মদ্যপান করেছি বলে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। তাই বিচারক আমার উপর হদ্দ কায়েম করার জন্য আমাকে বন্দী করেছেন। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বিচারক তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করবেন না। কেউ যদি বলে, আমাকে বন্দী করা হয়েছে, যেহেতু আমি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছি যে, আমি অমুকের মাল চুরি করেছি অথবা অমুকের মাল চুরি করার ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তাহলে নব নিযুক্ত বিচারক তাকে এবং তার দাবীকে একত্রিত করবেন। স্বীকারোক্তির কারণে বা সাক্ষ্য-প্রমাণের কারণে বিচারক তার হাত কর্তনের ফায়সালা দিবেন না। কিন্তু সে যদি এ নব নিযুক্ত বিচারকের নিকটও চুরির স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে তিনি তার হাত কর্তনের ফায়সালা দিবেন। চাই ইত্যবসরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হোক বা না হোক। এ ক্ষেত্রে তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে বিচারক তাড়াহুড়া করবেন না। যদি এই বিচারকের নিকট তার চুরির ব্যাপারে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয় এবং সময়ও বেশ অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে বিচারক তার উপর হস্ত কর্তনের ফায়সালা দিবেন না। উপরোক্ত হুকুমের ক্ষেত্রে চুরি এবং যিনার হদ্দের বিধানও একই ধরনের।

৭. মাসআলা ঃ কাউকে বন্দী করার অপর একটি কারণ হল,

الجنس بسبب عقوبات هى بين حقوق الله تعالى وبين حقوق العباد-

(হক্কুল্লাহ্ এবং হক্কুল ইবাত তথা উভয় হকের সাজা প্রদানের নিমিত্তে কাউকে বন্দী করা) যেমন হদ্দে কযফ (কারো প্রতি অপবাদ আরোপ জনিত হদ্দ) ইত্যাদি। বন্দীদের মধ্য থেকে কেউ যদি বলে, আমাকে বন্দী করা হয়েছে যেহেতু আমি অমুক ব্যক্তির উপর যিনার অপবাদ আরোপ করেছি। তারপর এই ব্যক্তিও যদি তার স্বীকারোক্তির প্রতি সত্যায়ন ব্যক্ত করে তাহলে বিচারক তাকে হদ্দে কযফের পূর্ণ শাস্তি প্রদান করবেন। তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করবেন না। পক্ষান্তরে সে যদি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তবে তা সহীহ্ হবে। কিন্তু খালিস হুদূদুল্লাহ্র বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। যদি পদচ্যুত বিচারক একথা বলে যে, অমুক ব্যক্তির কবজায় আমি অমুকের পুত্র অমুকের এই পরিমাণ মাল দিয়ে দিয়েছিলাম এবং কব্জাকারী ব্যক্তি এ কথার প্রতি সত্যায়ন ব্যক্ত করে তবে নব নিযুক্ত বিচারক مقرله এর নিকট এ মাল ফেরৎ প্রদানের জন্য হুকুম দিবেন। এটি অত্যন্ত যাহির ও পরিষ্কার কথা। আর যদি সে ব্যক্তি এরূপ বলে যে, পদচ্যুত বিচারক আমাকে এই পরিমাণ মাল দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি জানতাম না যে, তা কার মাল ? তবে এ পর্যায়েও مقرله এর নিকট মাল হস্তান্তর করার জন্য নব নিযুক্ত বিচারক তাকে হুকুম করবেন। কিন্তু কব্জাকারী ব্যক্তি যদি পদচ্যুত বিচারকের সমস্ত কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এটিই একটি যাহিরী কথা। পক্ষান্তরে কব্জাকারী ব্যক্তি এ কথা বলে যে, পদচ্যুত বিচারক আমাকে এই পরিমাণ মাল দিয়েছিলেন। তবে বিচারক তা যার মাল বলেছেন, মূলত তা তার মাল নয়, বরং এই মাল অন্য ব্যক্তির তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। (১) এক অবস্থা তো এটিই যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিচারক যার পক্ষে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছেন তার নিকট এই মাল হস্তান্তর করে দেওয়ার হুকুম করা হবে। (২) দ্বিতীয় অবস্থা হল, কব্জাকারী ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের মালিকানার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করা। যেমন সে বলল, আমার কব্জায় যে মাল আছে তা অমুক ব্যক্তির, এ ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি নয় যে ব্যক্তির কথা পদচ্যুত বিচারক উল্লেখ করেছেন,

তাহলে সে এই মাল পদচ্যুত বিচারকের নিকট দিয়ে দিবে। তারপর তিনি এই মাল ঐ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করার জন্য আদেশ দিবেন যার কথা কব্জাকারী ব্যক্তি বলেছেন। উল্লেখ্য যে, সে যদি আদালতের ফায়সালা ছাড়াই প্রথম ব্যক্তির নিকট মাল হস্তান্তর করে দেয় তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে সে দায়ী থাকবে। আর যদি আদালতের ফায়সালা সাপেক্ষে সে তা প্রথম ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে তাহলেও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে দায়ী থাকবে। কিন্তু ইমাম ইউসুফ (র)-এর মতে সে দায়ী থাকবে না।

৮. মাসআলা ঃ বরখাস্তকৃত বিচারক যদি বলেন যে, অমুক ব্যক্তির কব্জায় ইয়াতীমের এক হাজার দিরহাম আছে যা সে তার মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে লাভ করেছে। কব্জাকারী ব্যক্তিও যদি বিচারকের বক্তব্যকে সত্যায়ন করে এবং মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিসগণও যদি এই মালের ব্যাপারে কোনরূপ দাবী না করে তবে তা ঐ ইয়াতীমের মাল হিসাবেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি অন্য ওয়ারিসগণ এই দাবী করে যে, আমাদের মধ্য থেকে কেউই উক্ত মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে তার অংশ পায়নি, তাহলে এই সম্পদ ওয়ারিসদের যৌথ সম্পদ বলে পরিগণিত হবে। এবং উক্ত ইয়াতীমও এই সম্পদে তাদের সাথে শরীক থাকবে। তবে নব নিযুক্ত বিচারকের জন্য উচিত হবে, ইয়াতীমের প্রতি দয়া করা এবং তার হক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অপরাপর ওয়ারিসদের থেকে এ মর্মে শপথ নেওয়া যে, আল্লাহ্র কসম ! আমরা আমাদের অমুক পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কোন অংশই পাইনি। যদি বরখাস্তকৃত বিচারক বলে যে, এই মাল অমুক ইয়াতীমের। কিন্তু তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেননি। এহেন অবস্থায় যদি অন্যান্য ওয়ারিসগণ এ কথা বলে যে, এই মাল তাদের পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ এবং এখনো তারা তাদের পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাদের অংশ বুঝে পায় নি তবে এই মাল ঐ ইয়াতীমের মাল হিসাবে গণ্য হবে। কেননা পদচ্যুত বিচারক ইয়াতীমের মালিকানার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে, মীরাসের কথা ব্যক্ত করেনি, যদি ব্যক্ত করত তাহলে এতে ওয়ারিসদের হক সাব্যস্ত হত। আর ইয়াতীমের মালিকানা প্রমাণিত হওয়ার জন্য পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ হওয়া জরুরী নয়। এতদসত্ত্বেও ওয়ারিসগণ এই দাবী করছে যে, এতে তাদের পাওনা হক রয়েছে। কিন্তু তাদের কোন দলীল প্রমাণ নেই। আর দলীল প্রমাণ ছাড়া তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন একটি কাগজে লেখা আছে যে, অমুকের কাছে (অমুক ইয়াতীমের) এই পরিমাণ মাল পাওনা আছে। কি সূত্রে পাওনা বিচারক কাগজের মধ্যে তা লিখে দিয়েছেন এবং এই মাল যে অমুক ইয়াতীমের সাক্ষীদের আর সে তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে, এ ব্যাপারে সাক্ষীদের শুনানির কথাও তাতে তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, এমনিভাবে তাতে এ কথাও লেখা আছে যে, অপরাপর ওয়ারিসগণ তাদের পাওনা পুরাপুরিভাবে বুঝে নিয়েছে, তাহলে শুধু মাত্র কাগজের এই লেখা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে পদচ্যুত বিচারকের বক্তব্য, তার ওয়ারিসগণও তাদের হক পুরাপুরি বুঝে নিয়েছে। দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেবলমাত্র দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে, যদি কতিপয় সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, অন্যান্য ওয়ারিসদের তাদের হক বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে বিচারক মহোদয় সাক্ষীদের শুনানি গ্রহণ করেছেন অথবা ওয়ারিসগণ তাদের হক বুঝে পেয়েছেন বলে যে স্বীকারোক্তি করেছেন সে ব্যাপারে সাক্ষিগণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেন। যদি সাক্ষিগণ এভাবে সাক্ষ্য পেশ করেন তাহলে তা ইয়াতীমের মাল হিসাবে গণ্য হবে। অন্যথায় সেও অন্যান্য অংশীদের একজন বলে গণ্য হবে।

৯. মাসআলা ঃ বরখাস্তকৃত বিচারক যদি বলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকে আমার নিকট এ কথার প্রমাণ আছে যে, অমুক ব্যক্তি তার এই পরিমাণ যমীন অমুকের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে এবং আমি নিজে এ সম্পর্কে ফায়সালা করেছি। তারপর আমি তা অমুক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে দিয়ে উৎপাদ ওয়াকফে উল্লেখিত খাতে ব্যয়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছি। বিচারকের এরূপ বলার পর কজাকারী ব্যক্তি যদি তার কথার সত্যতা স্বীকার করে নেয় এবং ওয়াক্‌ফকারী ওয়ারিসগণও যদি এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে নব নিযুক্ত বিচারক উক্ত ওয়াক্‌ফকে কার্যকরী এবং বহাল আছে বলে ঘোষণা দিবে না। পক্ষান্তরে ওয়ারিসগণ যদি ওয়াক্‌ফের বিষয়টিকে অস্বীকার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহলে উক্ত যমীন তাদের উত্তরাধিকার সম্পদ বলে গণ্য হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ওয়ারিসদের ক্ষেত্রে শপথ গ্রহণ করা হবে, আল্লাহ্‌র কসম ! আমাদের مورث (যার থেকে তারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে) এই সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। এভাবে তাদের শপথ করার পর মীরাসের হুকুম বলবৎ থাকবে। পক্ষান্তরে তারা যদি শপথ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তবে তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারক এ সম্পত্তিকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বলে ঘোষণা দিবেন। এমনিভাবে যদি তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও এটি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। যেমনিভাবে ওয়াক্‌ফকারীর জীবদ্দশায় ওয়াকফের উপর দলীল- প্রমাণ পাওয়া গেলে তা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বলে গণ্য হয়ে থাকে। যদি বরখাস্তকৃত বিচারক وقفها على فلان (অমুকের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছে) না বলে এ কথা বলে যে, অমুক ব্যক্তি মসজিদের জন্য অথবা অমুক ارباء তথা ব্যক্তিবর্গের জন্য অমুক জমিটি ওয়াক্‌ফ করেছে তাহলে নব নিযুক্ত বিচারক এই ওয়াক্‌ফকে কার্যকরী ও বহাল রাখবেন। তিনি এ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করবেন না। উল্লেখ্য যে, নব নিযুক্ত বিচারকের জন্য মূলনীতি হল, জিজ্ঞেস করলে যে যে ক্ষেত্রে ক্ষতি হওয়ার বা জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে সেক্ষেত্রে বিচারক সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে বিষয়টি ছেড়ে দিবেন। বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের দিকে যাবেন না। বিচারকের জন্য সমীচীন হল, ছয় মাস বা বছর অন্ত র অন্তর যেরূপ তিনি ভাল মনে করেন সরকারী আমীনদের নিকট থেকে ইয়াতীমদের মালামাল এবং ধন-সম্পদের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা। এতে প্রতীয়মান হবে যে, দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সে আমানত রক্ষা করেছে নাকি খিয়ানত করেছে। নিরীক্ষণের পর যদি দেখা যায় যে, সে আমানত রক্ষা করেছে তাহলে তাকে উক্ত পদে বহাল রাখা হবে। আর যদি আমানতের খিয়ানত করে তবে তার স্থানে অন্যজনকে আমীন নিয়োগ করা হবে। এমনিভাবে যারা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক তাদের থেকেও হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং এ সম্পত্তি থেকে যা কিছু আমদানী হয়েছে, এর পরিমাণের ক্ষেত্রেও তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

১০. মাসআলা ঃ আলোচ্য মাসআলায় অসী এবং তত্ত্বাবধায়কের হুকুমও উপরোক্ত হুকুমের অনুরূপ। এক্ষেত্রে শরীআতের মূলনীতি হল, কবজাকৃত মালের পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং ইয়াতীম ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে কি পরিমাণ ব্যয় হয়েছে এর বর্ণনার ক্ষেত্রে قابض অর্থাৎ

কবজাকারী ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু অসী হলে محتمل (সম্ভাবনাময়) বিষয়ের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর সম্ভাবনাময় বিষয় না হলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ফকীহ্ খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযী অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, অসী (وصى) এবং তত্ত্বাবধায়ক (قيم)-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা অসী (وصى) বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যাকে সংরক্ষণ এবং হস্তক্ষেপ ও হস্তান্তরের অধিকার প্রদার করা হয়। আর তত্ত্বাবধায়ক (قيم) বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যাকে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার দেওয়া হয় না। তার প্রতি শুধুমাত্র হিফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব থাকে। কাজেই অসী যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে মাল খরচ করার দাবী করে তাহলে সে তার কর্তৃত্বাধীন একটি বিষয়েরই দাবী করল। সুতরাং তার কথা সম্ভাবনাময় বিষয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে قيم তথা তত্ত্বাবধায়ক যদি এমন দাবী করে তাহলে সে এমন এক বিষয়ের দাবী করল যা তার অধিকারভুক্ত নয়। কাজেই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মাশায়িখে কিরাম ভূমির জন্য যেসব জিনিস জরুরী সেক্ষেত্রে অসী এবং কায়্যিমকে একই পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ তাদের মতে এ ক্ষেত্রে কায়্যিমের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন অসীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। তারা উপরোক্ত মাসআলাটিকে নিম্নোক্ত মাসআলার উপর কিসাস করেছেন। তা হল, যদি মসজিদেও তত্তবধায়ক অথবা আহলে মসজিদের কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে মসজিদের জন্য জরুরী কোন সামান যেমন-চাটাই, তৈল ইত্যাদি খরিদ করে অথবা মসজিদের কোন আমদানী যেমন টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ মসজিদের জন্য নিয়োজিত খাদিমের পারিশ্রমিকের খাতে ব্যয় করে তাহলে এ কারণে তাকে জামিন হতে হবে না। অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা এ কাজের জন্য عرف তার প্রতি অনুমতি রয়েছে। কেননা সে যদি একাজ না করে তাহলে মসজিদ বিরান হয়ে যাবে। পূর্বোক্ত মাসআলাটি হুবহু উক্ত মাসআলার অনুরূপ। কাজেই উভয় ক্ষেত্রে একই ধরনের হুকুম হবে। বর্তমান যুগের মাশায়িখগণের মতে অসী এবং কায়্যিম তথা তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বর্তমান কালের প্রেক্ষিতে কায়্যিম এমন ব্যক্তিকে বলা হবে যাকে হিফাযতের এবং হস্তক্ষেপের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ অসী এবং কায়্যিম উভয়ের সংজ্ঞা একই। ইমাম খাস্‌সাফ (র) বলেন, বিচারক যদি কোন এক অসীকে সন্দেহ করে অর্থাৎ ইয়াতীমের খোর-পোসের জন্য সে যে টাকা-পয়সা ব্যয় করার দাবী করছে অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সংরক্ষণ ও তত্তবধানে সে যে টাকা-পয়সা ব্যয় করার দাবী করছে এ সব ব্যাপারে বিচারক যদি তাকে সন্দেহের নজরে দেখে তাহলে সে আমানতদার বলে পরিচিত হলেও তাকে শপথ করাবেন, তার হুকুম ঐ আমানত গ্রহীতা ব্যক্তির মত যে আমানতী মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অথবা ফিরিয়ে দিয়েছে বলে দাবী করছে। আমাদের কোন কোন মাশায়িখ একথা বলেছেন যে, যদি অসী নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের দাবী করে তবেই কেবল তার থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। কেননা সহীহ্ দাবীর ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র শপথ নেওয়া সহীহ্ হয়। আর অনির্দিষ্ট জিনিসের দাবী সহীহ্ দাবী হিসাবে গণ্য হয় না। আবার কোন কোন ফকীহ্ একথাও বলেছেন, সর্বাবস্থায় তার থেকে শপথ নেওয়া হবে। কেননা ইয়াতীমের হক নিশ্চিত করা এবং তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের লক্ষ্যেই শপথ গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং এতে অধিক সতর্কতাও নিহিত রয়েছে। কাজেই ইয়াতীমের মাসআলায় সর্বাবস্থায় শপথ গ্রহণ করা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১. মাসআলা ঃ নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক এবং অসীগণ যদি বিচারকের নিকটে একথা বলে যে, আমরা জমি চাষাবাদ করা এবং ইয়াতীমকে লালন-পালন করা বাবদ জমির উৎপাদিত ফসল থেকে এই পরিমাণ ব্যয় করেছি এবং এই পরিমাণ মাল-সম্পদ আমাদের কাছে আছে তাহলে তাদের মধ্যে যারা বিশ্বস্ততায় প্রসিদ্ধ বিচারক তাদের সংক্ষিপ্ত ও অবিস্তারিত বক্তব্য গ্রহণ করে নিবেন। বিস্তারিত বিবরণ দিতে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। আর তাদের মধ্যে যারা সন্দেহভাজন মানুষ বিচারক তাদেরকে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করার জন্য বাধ্য করবেন। তার থেকে সংক্ষিপ্ত ও ইজমালী বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এখানে বাধ্য করা অর্থ বন্দী করা নয়। বরং বাধ্য করার মানে হল, নব নিযুক্ত বিচারক তাকে দুই বা তিন দিন ডেকে এনে ধমকাবেন যেন সে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে। ইয়াতীমের জন্য এতেই রয়েছে অধিক সতর্কতা। বাধ্য করা সত্ত্বেও সে যদি বিস্তারিত বিবরণ না দেয় তাহলে বিচারক হয়তো তার থেকে শপথ গ্রহণ করবেন অথবা করবেন না। যদি অসী নব নিযুক্ত বিচারককে একথা বলে যে, বরখাস্তকৃত বিচারক আমার থেকে হিসাব নিয়ে নিয়েছেন, তাহলে নব নিযুক্ত বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে তাকে রেহাই দিবেন না। অসী অথবা কায়্যিম (তত্তবধায়ক) যদি বলে, ইয়াতীম এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির সংরক্ষণে আমি আমার ব্যক্তিগত মাল থেকে এই পরিমাণ ব্যয় করেছি, এ কথা বলার পেছনে তার উদ্দেশ্য হল, তার ব্যয়কৃত নিজের মাল ফেরৎ নিয়ে নেওয়া তাহলে দলীল প্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু অসী বা কায়্যিম যদি একথা বলে, তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম বা ওয়াক্ফের মাল থেকেই সে ইয়াতীম বা ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেছে তাহলে সম্ভাবনাময় (محتمل) বিষয়ের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম খাস্সাফ (র) বলেন, অসী বা কায়্যিম যদি এ মর্মে দাবী করে যে, বরখাস্তকৃত বিচারক আমার জন্য মাসিক বা বাৎসরিক এত টাকা ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন, তারপর উক্ত বিচারক তার কথার সত্যতা স্বীকার করুক বা না করুক নব নিযুক্ত বিচারক তার কথাকে কার্যকরী করবেন না। অবশ্য সে যদি এই ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং নব নিযুক্ত বিচারক তখন তার কথাকে কার্যকরী করবেন। তারপর নব নিযুক্ত বিচারক অসী বা কায়্যিমের দাবীকৃত মাশোহারার ব্যাপারে গভীরভাবে লক্ষ্য করবেন। যদি দেখেন যে, যে পরিমাণ পারিশ্রমিকের কথা তারা বলেছেন তা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের সমান বা কম তবে বিচারক তাদের কথা সর্বাবস্থায় কার্যকরী করবেন। আর যদি তা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের তুলনায় বেশী হয় তবে ন্যায্য পারিশ্রমিকের সম পরিমাণ মাশোহারা বাকী ও বহাল রেখে অতিরিক্ত পরিমাণ বাতিল করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে কায়্যিম অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত পরিমাণও উসুল করে নিয়ে যায় তাহলে বিচারক এই অতিরিক্ত পরিমাণ ইয়াতীমের নিকট প্রত্যর্পণ করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন। আসল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নব নিযুক্ত বিচারক বরখাস্তকৃত বিচারকের ফাইলপত্রে যে সব সাক্ষ্য, বিচারের রায় এবং স্বীকারোক্তি পাবেন সবই বাতিল বলে গণ্য হবে। নব নিযুক্ত বিচারক এসবের উপরে কোন আমলই করবেন না। তবে বরখাস্তকৃত বিচারক-বিচারক থাকা অবস্থায় কোন রায় প্রদান করে তা কার্যকর করেছে বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে তা কার্যকর ও বহাল থাকবে (মুহীত)।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিচারকের অজান্তে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় হয়ে গেলে এর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ বিচারকের অজান্তে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় হয়ে যাওয়ার ঘটনা عقوبة (চুক্তি) এবং فسوخ (চুক্তি রদ করা) এর ক্ষেত্রে হতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম দিকের অভিমত অনুসারে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তাদের মতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করা হলে তা عقد ও فسخ এর ক্ষেত্রে ظاهرا (প্রকাশ্যত) ও باطنا (অপ্রকাশ্যত) উভয় দিক থেকেই কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর শেষোক্ত অভিমত অনুসারে তা ظاهرا কার্যকর হবে, কিন্তু باطنا কার্যকর হবে না।

২. মাসআলা ঃ عقود তথা চুক্তি জাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে এ মাসআলার বহু অবস্থা রয়েছে। এর মধ্য হতে একটি মাসআলা হল ঃ যেমন এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করেছে দাবী করল। অথচ সে মহিলা ঐ বিয়ের কথা অস্বীকার করছে। তারপর বিয়ের দাবীকারী উক্ত ব্যক্তি দুই জন মিথ্যা সাক্ষী পেশ করল। সে প্রেক্ষিতে বিচারক তাদের বিয়ে সংঘটিত হয়েছে বলে ফায়সালা দিলেন। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম অভিমত অনুসারে উক্ত পুরুষের জন্য ঐ মহিলার সাথে সহবাস করা এবং মহিলা কর্তৃক পুরুষকে সংগত হওয়ার সুযোগ দান করা সবই বৈধ হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর শেষোক্ত অভিমত অনুসারে তাদের জন্য এরূপ কিছু করা বৈধ হবে না। আমাদের কোন কোন মাশায়িখ বলেন যে, বিচারকের ফায়সালা প্রদানের ভিত্তিতে তাদের বিয়ে নতুনভাবে সাব্যস্ত হবে বটে, তবে এ হুকুম তখনই হবে যদি বিচারক সাক্ষীদের উপস্থিতিতে এ ফায়সালা প্রদান করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উপরোক্ত অবস্থাসমূহে রায় প্রদানের সময় সাক্ষীদের উপস্থিতি শর্ত নয় (যখীরা)। ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, معدة الغير (অন্য স্বামীর ইদ্দত পালনরত স্ত্রী) এবং منكوحة الغير (অন্যের স্ত্রী)-এর ক্ষেত্রে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক যদি বিয়ে হয়ে গেছে বলে রায় প্রদান করেন, তবে তা কার্যকরী হবে না (নিহায়া)।

৩. মাসআলা ঃ فسخ তথা বিয়ে রহিত করার ক্ষেত্রেও মাসআলার বহু অবস্থা রয়েছে। একটি অবস্থা এই যে, কোন এক মহিলা দাবী করল যে, স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে সে মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করাল। তারপর বিচারক তাদের বিয়ে বিচ্ছেদের ফায়সালা দিয়ে দিলেন। এরপর ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে সে অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

শেষোক্ত অভিমত অনুসারে প্রথম স্বামীর জন্য এ মহিলার সাথে সহবাস করা باطنا ও ظاهرا কোনভাবেই বৈধ হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর জন্য ظاهرا ও باطنا সর্বাবস্থায় তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। চাই দ্বিতীয় স্বামীর এ কথা জানা থাকুক যে, তার প্রথম স্বামী তাকে তালাক দেয়নি। যেমন এই স্বামী সাক্ষীদ্বয়ের একজন ছিল অথবা জানা না থাকুক- দ্বিতীয় স্বামী একজন অপরিচিত ব্যক্তি। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর শেষোক্ত অভিমত এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত অনুসারে দ্বিতীয় স্বামীর যদি প্রকৃত অবস্থা জানা থাকে তবে তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না। প্রকৃত অবস্থা জানা না থাকলে সহবাস বৈধ হবে। শায়খুল ইসলাম (র) "কিতাবুর রুজুতে" অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর শেষোক্ত অভিমত অনুসারে প্রথম স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে কিনা, এ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, না, বৈধ হবে না। তবে তার মতে باطنا (আভ্যন্তরীণ ভাবে) বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে না। শায়খুল ইসলাম (র) رجوع عن الشهادات অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে অপ্রকাশ্যত প্রথম স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত অনুসারে দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস না করে থাকলে প্রথম স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় স্বামী আর সাথে সহবাস করে থাকলে প্রথম স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না। চাই দ্বিতীয় স্বামীর তার প্রকৃত অবস্থা জানা থাকুক বা না জানা থাকুক। উপরোক্ত সমাধান ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত অনুসারে খুবই স্পষ্ট ঐ অবস্থায় যদি দ্বিতীয় স্বামী তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে। কেননা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে দ্বিতীয় স্বামী তাকে বিয়ে করেছে এমতাবস্থায় যে, সে প্রকৃত পক্ষে প্রথম স্বামীর স্ত্রী। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। তাই তার মতে দ্বিতীয় স্বামীর বিয়ে ফাসিদ। এ অবস্থায় যখনই দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সংগত হবে তখনই দ্বিতীয় স্বামীর তরফ হতে ইদ্দত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে। কাজেই এ পর্যায়ে প্রথম স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না। যদিও সে প্রথম স্বামীরই স্ত্রী। এ হুকুম দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় স্বামীর যদি তার প্রকৃত অবস্থা জানা থাকে তবে সে অবস্থাটি তার জন্য জটিল হবে বলে গণ্য হবে। কেননা জানা থাকা সত্ত্বেও সে (দ্বিতীয় ব্যক্তি) যদি তাকে বিয়ে করে, এরপর তার সাথে সহবাস করে এ সহবাসের কারণে মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে না। কেননা "এই মহিলা তার প্রথম স্বামীর স্ত্রী" এ কথা জানা সত্ত্বেও যেহেতু সে তাকে বিয়ে করেছে তাই এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। কাজেই এই মহিলার সাথে তার সহবাস করা যিনা হিসাবে গণ্য হবে। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, অপরের বিবাহিতা স্ত্রী যদি কারো সাথে যিনা করে তবে তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয় না এবং প্রথম স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করাও হারাম বলে পরিগণিত হয় না।

৪. মাসআলা ঃ আকদ ভঙ্গ (فسخ) হওয়ার অপর এক অবস্থা হল ঃ কোন এক বালক এবং কোন এক বালিকাকে কয়েদ করে দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে আনা হল। তখন তারা উভয়েই নাবালেগ ছিল। তারপর তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদেরকে আযাদ করে দেওয়া হল। এরপর তারা পরস্পর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হল। ইত্যবসরে কোন এক হরবী মুসলমান হয়ে

দারুল ইসলামে আসল এবং এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তারা উভয়ে তার সন্তান। সাক্ষীদের জবানবন্দী শুনে বিচারক তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করে দিল। এহেন অবস্থায় সাক্ষীদ্বয় যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না। কেননা "এই মহিলা তার স্বামীর জন্য হারাম" এই মর্মে বিচারক একবার ফায়সালা দিয়েছেন। আর বিচারকের রায় باطنا ও ظاهرا উভয়ভাবেই কার্যকর হয়ে থাকে। কাজেই উক্ত হুকুমের বরখেলাফ করা যাবে না। এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত অনুসারেও এই স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। কেননা সাক্ষীদের মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কথা তার বাস্তবভাবে জানা ছিল না।

৫. মাসআলা ঃ عقد তথা চুক্তি জাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে এ মাসআলার একটি অবস্থা হল ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দেওয়া। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত মাসআলার দুই অবস্থা হতে পারে। (১) যেমন ক্রেতার পক্ষ হতে দাবী উত্থাপন করা হল। অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির ব্যাপারে এমর্মে দাবী করল যে, তুমি আমার নিকট এই দাসী এত টাকা মূল্যে বিক্রয় করেছিলে এবং এ ব্যাপারে সে যে মিথ্যা সাক্ষী পেশ করল। তারপর বিচারক দাসীকে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেওয়ার ফায়সালা দিল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ফায়সালা باطنا কার্যকরী হবে। সুতরাং তার সাথে সহবাস করা ক্রেতার জন্য জাইয হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। আমাদের কোন কোন মাশায়িখ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বেচা-কেনার মাসআলাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ যদি উল্লেখিত মূল্য দাসীর মূল্যের (قيمت) সমান হয় অথবা এই পরিমাণ কম হয় যা মানুষ স্বীকার করে নেয় ও মেনে নেয় অর্থাৎ غبن فاحش না হয় তাহলে باطنا তার ফায়সালা কার্যকরী হবে। মুনতাকা কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে স্পষ্ট ভাবে এ কথাই বর্ণিত আছে। আর যদি মূল্য এত কেশী কম হয় যা মানুষ সাধারণত মেনে নেয় না তাহলে এ ক্ষেত্রে باطنا বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী হবে না। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে عقود (চুক্তি) ও فسوخ (চুক্তি ভঙ্গ করা) এর ক্ষেত্রে باطنا বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী করা কারণ হল, বিচারক বিচার কর্তৃত্বের ভিত্তিতে ফায়সালা করার কারণে উক্ত ফায়সালার ক্ষেত্রে তিনি এর আবিষ্কারক (منشى) বলে গণ্য হয়েছেন। আর ক্রয়-বিক্রয়ের সে সব ক্ষেত্রেই বিচারক منشى (আবিষ্কারক) বলে গণ্য হয়ে থাকেন যে ক্ষেত্রে তার ولاية انشاء (আবিষ্কার কর্তৃত্ব) হাসিল আছে। আর ولاية انشاء হাসিল আছে তার مثل قيمت (সম পরিমাণ মূল্য) বা এর চেয়ে কম মূল্য (যা সাধারণত মানুষ মেনে নিয়ে থাকে) এর বিনিময়ে কোন বস্তু সম্পর্কে ফায়সালা প্রদানের ক্ষেত্রে। কাজেই উপরোক্ত দুই অবস্থায় বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি এমন কম মূল্যের দাবী করে যা সাধারণ মানুষ মেনে নেয় না তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচারকের ولاية بيع (ক্রয়-বিক্রয়ের কর্তৃত্ব) হাসিল হবে না। কেননা তখন এটি হবে বড় ঠক সহ এক ধরনের عقد تبرع। আর انشاء تبدء করার ক্ষেত্রে বিচারকের কোন কর্তৃত্ব নেই। কাজেই এ ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী হবে না। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, বিচারকের ফায়সালা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সর্বাবস্থায় কার্যকরী হবে। কেননা ক্রয়-বিক্রয় غبن فاحش এর সাথে হলেও এটি مبادلة রূপে গণ্য হবে (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের ফায়সালা প্রদানের আরেক অবস্থা হল ঃ দাবী বিক্রেতার পক্ষ থেকে হওয়া। এর অবস্থা হল ঃ যেমন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এ মর্মে দাবী করল যে, তুমি আমার নিকট থেকে এই দাসী খরিদ করেছো এবং এর উপর সে মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপন করল। তারপর বিচারক উক্ত মতে ফায়সালা দিয়ে দিল। আহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে ক্রেতার জন্য উক্ত দাসীর সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে যদি ক্রেতা এই ব্যাপারে বাদানুবাদ তথা মাম্‌লা-মুকাদ্দমা বর্জন করে তবে তার জন্য উক্ত দাসীর সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বাদী মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপন করে থাকে। পক্ষান্তরে বাদী যদি মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপন না করে থাকে এবং ক্রেতা হলফ করে দাসীকে বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিয়ে দেয়, আর বিক্রেতা যদি মামলা-মুকাদ্দমা বর্জন করার সংকল্প করে নেয় তবে তার জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। মামলা-মুকাদ্দমা বর্জন করার ব্যাপারে সংকল্প করার মানে কি এ বিষয়ে মাশায়িখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সংকল্প বলে মনের সংকল্প (عزم بالقلب) উদ্দেশ্য। আবার কেউ কেউ বলেন, হৃদয়ের সংকল্পের ব্যাপারে যবানী সাক্ষ্য রাখা। এ ক্ষেত্রে শুধু মনে মনে নিয়্যত করা যথেষ্ট নয়।

৭. মাসআলা ঃ চুক্তি জাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে এ মাসআলার আরেক অবস্থা এই যে, কেউ কারো বিরুদ্ধে হিবায়ে মাকবূযা (هبة مقبوضة) অর্থাৎ হস্তগতকৃত হিবার দাবী করল এবং এ ব্যাপারে সে মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থাপন করল। তারপর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক বাদীর পক্ষে ফায়সালা দিয়ে দিলেন। তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত অনুসারে ظاهرا (বাহ্যত) তার ফায়সালা কার্যকরী হবে। কিন্তু باطنا কার্যকরী হবে না। কাজেই له مقضى (যার পক্ষে ফায়সালা প্রদান করা হয়েছে) এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর থেকে দুই ধরনের রিওয়ায়াত রয়েছে। এক রিওয়ায়াত মতে তার ফায়সালা কার্যকরী হবে না। কেননা انشاء تبدء করার ব্যাপারে বিচারকের কোন অধিকার ও কর্তৃত্ব নেই। অন্য রিওয়ায়াত মতে باطنا তা কার্যকরী হবে। কেননা فى الجملة বিচারকের জন্য انشاء تبدء করার ইখতিয়ার রয়েছে (যখীরা)। সাদাকার বিষয়েও ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে দুই ধরনের রিওয়ায়াত রয়েছে (কাফী)।

৮. মাসআলা ঃ الاملاك المرسلة[১] (আমলাকে মুরসালা)-এর ক্ষেত্রে باطنا বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী হয় না। এ ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে (যখীরা)। এ ব্যাপারেও ফকীহ্‌গণ একমত যে, যদি প্রকাশ পায় যে, সাক্ষীগণ গোলাম অথবা অপবাদ

১. এমন মালিকানা- যে মালিকানার দাবীতে নির্দিষ্ট কোন সূত্রের কথা উল্লেখ নেই। একে আমলাকে মুরসালা বলা হয়।

আরোপের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত অথবা কাফির, তাহলে বিচারকের ফায়সালা ظاهرا কার্যকরী হবে। কিন্তু باطنا কার্যকরী হবে না। এমনিভাবে ফকীহ্‌গণ এ ব্যাপারেও একমত যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার কথা স্বীকার করে, আবার তা অস্বীকার করতঃ শপথও করে, এরপর বিচারক ঐ মহিলাকে তার স্ত্রী আছে ফায়সালা দেন তাহলে এই ব্যক্তি উক্ত মহিলার সাথে সহবাস করতে পারবে না। উক্ত সমুদয় বিবরণ ইমাম ফখরুদ্দীন কাযী খান (র) কর্তৃক সংকলিত জামে সগীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে (খুলাসা)।

৯. মাসআলা ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক যদি কারো নসব তথা বংশ সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে ফায়সালা প্রদান করেন তবে ফকীহ্‌দের কারো কারো মতে এ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালা باطنا কার্যকরী হবে না। এ বিষয়ে ফকীহ্‌দের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে এর অবস্থায় মাসআলা এরূপ হবে, যেমন কোন দাসী তার মুনীবের ব্যাপারে দাবী করল যে, সে তার কন্যা এবং এ কথাটি তার মুনীব স্বীকারও করেছে। তারপর এ বিষয়ে দাসী মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপন করলে বিচারক তার পক্ষে রায় দিয়ে দেন। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুনীবের জন্য উক্ত দাসীর সাথে সংগত হওয়া হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এটি কোন কোন ফকীহ্ এর অভিমত। কিন্তু কোন কোন মাশায়িখে কিরামের মতে ফকীহ্‌দের সর্বসম্মত রায় (اجماع) অনুসারে এই দাসী তার মুনীবের জন্য হারাম হবে না।

এহেন অবস্থায় যদি দাসীর পিতা (ঐ মুনীব) মীরাস রেখে মারা যায় তাহলে উক্ত দাসীর জন্য তার সে মাল ভক্ষণ করা বৈধ হবে কিনা ? এ সম্বন্ধে رجوع عن شهادة অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, সে তা থেকে ভক্ষণ করতে পারবে। এতে কারো দ্বিমত উদ্ধৃত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে মাশায়িখদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ ক্ষেত্রে পূর্বানুরূপ মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মতভেদ উল্লেখ না করেই বলেছেন যে, এই মাল ভক্ষণ করা তার জন্য বৈধ হবে না।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত দাসী ঐ ব্যক্তির মীরাস থেকে ভক্ষণ করতে পারবে এবং এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। পক্ষান্তরে যদি ঐ দাসী মারা যায় তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) كتاب الرجوع তে উক্ত মাসআলা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই ব্যক্তির জন্য উক্ত দাসীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ভোগ করা বৈধ হবে। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, উক্ত মাসআলা ইমামগণের সকলের মতেই সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা বাঁদী মহিলা হয়তো উক্ত ব্যক্তির দাসী হবে অথবা তার কন্যা হবে। যদি দাসী হয় তাহলে তার পরিত্যাজ্য সম্পদ তো তার দাসীরই উপার্জিত সম্পদ। কাজেই তার পরিত্যক্ত মাল ভক্ষণ করা তার জন্য সর্বসম্মতিক্রমেই বৈধ হবে। আর যদি সে তার কন্যা হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও কন্যার মীরাস সর্বসম্মতভাবে পিতার জন্য হালাল হয়।

১০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, যদি দুই সাক্ষী কোন ব্যক্তির ব্যাপারে শাওয়াল মাসে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার গোলামকে রমযান মাসে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আযাদ করে দিয়েছে। সাক্ষ্যের দিন গোলামের মূল্য ছিল দুই হাজার দিরহাম এবং রমযান মাসে তার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঐ সাক্ষীদের আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয়নি।

ইতিমধ্যে গোলামের মূল্য তিন হাজার দিরহাম হয়ে গেল। তারপর সাক্ষীদের আদালত প্রমাণিত হল এবং তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালাও ঘোষণা করা হল। এহেন অবস্থায় সাক্ষীদ্বয় যদি তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে বিচারকের গোলামকে আযাদ ঘোষণার দিন তার যে মূল্য ছিল অর্থাৎ তিন হাজার দিরহাম সেটা তাদেরকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আদায় করতে হবে (যখীরা)।

ফাতাওয়ায়ে ইতাবিয়্যাতে আছে যে, বিচারক কোন দাসীকে আযাদ ঘোষণা করার পর যদি সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে দাসী আযাদ হয়ে যাবে এবং তাদের দু'জনের যে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে বিয়ে করতে পারবে। মুনতাকা গ্রন্থে সাহেবাইনের অভিমত অনুসারে এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, সাক্ষীদ্বয়ের উপর দাসীর মূল্য পরিশোধ করার ফায়সালা প্রদানের পর উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (তাতার খানিয়্যা)।

কোন মহিলা নিজের স্বামীর ব্যাপারে এ মর্মে দাবী করল যে, সে তাকে তিন তালাক বা এক তালাক দিয়ে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করছে এহেন অবস্থায় বিচারক যদি তাকে শপথ করতে বলেন এবং সে বিচারকের নির্দেশ অনুসারে শপথও করে তাহলে বিষয়টি মহিলার অবগতির উপর নির্ভরশীল হবে। মহিলা যদি জানে যে, বিষয়টি ঠিক তেমনি যেমন সে বলেছে অর্থাৎ তার কথা সঠিক তবে ঐ ব্যক্তির সাথে ঘর-সংসার করা তার জন্য জাইয হবে না এবং ঐ ব্যক্তিও তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কোন কিছুই নিতে পারবে না (নিহায়া)।

অষ্টদশ পরিচ্ছেদ ঃ বাদী-বিবাদীর আকীদা পরিপন্থী রায় দেওয়া হলে

১. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে অবশ্যই তালাক। আর তার উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যাহার যোগ্য এক তালাক। তারপর সে তাকে পুনঃগ্রহণ করল। তারপর উক্ত মহিলা এমন এক বিচারকের কাছে মামলা দায়ের করল যার মতে এটা তিন তালাক। তাই তিনি তাদের মাঝে পুনঃবিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল অথবা স্বামীর নিকট এই তালাক এক তালাকে বায়িন ছিল-এ কারণে সে তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে নিল। তারপর উক্ত মহিলা এ সর্ম্পকে এমন এক বিচারকের আদালতে মামলা দায়ের করল যার মতে এর তিন তালাক হয়, তাই তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন তাহলে তার এ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত ফায়সালা। ظاهر (বাহ্যত) ও باطنا (প্রকৃত) উভয় ভাবেই কার্যকর করে। কাজেই এই স্বামীর জন্য উক্ত মহিলার সাথে ঘর-সংসার করা কোন ভাবেই বৈধ হবে না। এমনি ভাবে মহিলার জন্যও বৈধ হবে না তাকে তার সাথে সহবাস করার সুযোগ প্রদান করা। পক্ষান্তরে স্বামী যদি একে তিন তালাক মনে করে আর এ অবস্থায় যদি এ বিষয়ে এমন বিচারকের আদালতে মামলা দায়ের করে যার দৃষ্টিতে এতে এক তালাকে বায়িন বা এক তালাকে রাজঈ পতিত হয়, তারপর তিনি যদি একে এক তালাকে বায়িন বা এক তালাকে রাজঈ– সাব্যস্ত করে সে অনুসারে হুকুম প্রদান করেন তবে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ হুকুম باطنا কার্যকর হবে। কাজেই স্বামীর জন্য জাইয হবে ঐ মহিলাকে রুজু তথা প্রত্যাহার করে নেওয়া অথবা তাকে পুনঃ বিয়ে করা। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ হুকুম باطنا কার্যকর হবে না। আসল গ্রন্থের ইস্‌তিহ্‌সান অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে এভাবেই তাদের মতভেদ উদ্ধৃত হয়েছে। মোটকথা যদি এরূপ ঘটনার শিকার এমন কোন আম মানুষ (অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যে আলিম নয়) হয়- যার নিজস্ব কোন রায় নেই, তবে তার উপর অপরিহার্য হবে উক্ত ঘটনায় বিচারক যে রায় দিবেন তা মেনে নেওয়া। চাই তা তার অনুকূলে হোক, যেমন রায় হল বৈধ হওয়ার অথবা প্রতিকূলে হোক- যেমন রায় হল হারাম হওয়ার। পক্ষান্তরে যদি উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি আলিম বা ফকীহ্ হোন এবং বিচারক যদি তার রায় বা ধারণার বিপরীত হুকম জারী করেন, এক্ষেত্রে এই রায় যদি তার বিপক্ষে যায়- যেমন ঐ ব্যাক্তির হালাল হওয়ার ধারণা ছিল, কিন্তু বিচারক হারাম হওয়ার ফায়সালা দিলেন। তাহলে তার উপর ওয়াজিব হবে বিচারকের ফায়সালা মেনে নেওয়া এবং তার নিজের রায় বর্জন করা। এতে কোন ফকীহ্‌রই দ্বিমত নেই। আর বিচারকের রায় যদি তার পক্ষে থাকে যেমন তার ধারণা ছিল হারাম হওয়ার কিন্তু বিচারক হালাল হওয়ার ফায়সালা দিয়েছেন তাহলে এ অবস্থায় তার করণীয় কি ? এ সম্বন্ধে কোন কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্থানে উল্লেখ আছে যে, এ ক্ষেত্রেও সে বিচারকের রায়ের অনুসরণ করবে এবং নিজের রায় পরিত্যাগ করবে। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। ইস্‌তিহ্‌সান তথা সুক্ষ্ম কিয়াসের মধ্যে একথা উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে তার নিজের রায় তরক করবে না এবং যে বস্তুকে সে নিজে হারাম জানে একে বিচারক মুবাহ্ হওয়ার হুকুম দিলেও সে এর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করবে না। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কথার যুক্তি হচ্ছে এই যে, আমরা এ ব্যাপারে একমত যে, ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সাধারণ মূর্খ মানুষ হয় এবং বিচারক তার পক্ষে ফায়সালা প্রদান করেন তবে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। এমনিভাবে যদি সে ব্যক্তি আলিম হয় তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা বিচারকের ফায়সালা সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই ملزم (হক বা অধিকার অপরিহার্যকারী) হিসাবে স্বীকৃত ও গৃহীত। এ কথার ব্যাখ্যা হল, বিচারক মূলত শরীআতের দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেই আদেশ জারী করে থাকেন। আর যে কাজ مظاف الى الشرع (শরঈ বিধি-বিধানের সম্বধিত) হয় তার তা নস (কুরআন-হাদীস)-এর অনুরূপ বলে গণ্য হয়ে থাকে। কাজেই রায়ের ভিত্তিতে একে প্রত্যাখান করা যাবে না। যেমনিভাবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে নসকে প্রত্যাখ্যান করা য়ায় না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে الزام এর বিষয়টি مقضى عليه (বিবাদী)-এর ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হবে। কিন্তু مقضى له (বাদী)-এর ক্ষেত্রে الزام এর ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হবে না। এ কারণেই তার পক্ষ হতে আর্জি করা ব্যতিরেকে বিচারক কোন ফায়সালা করেন না। সর্বোপরি তার মতে এ অবস্থায়ও বিচারক যদি কোন ফায়সালা করেন তবে এ ক্ষেত্রে তিনি مخطى তথা ভুল সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে গণ্য হবেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সে তার আনুগত্য করবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে হিশাম গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিয়ে করল। তারপর তার মস্তিষ্ক বিকৃতি جنون مطبق[১] দেখা দিল। ঐ ব্যাক্তির পিতাও জীবিত আছে। এ ক্ষেত্রে মহিলা যদি দাবী করে যে, এই ব্যক্তি বিয়ে করার আগে এই কসম করেছিল যে, সে যাকেই বিয়ে করবে তার উপর তিন তালাক বর্তাবে। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, বিচারক এই ক্ষেত্রে তার পিতাকে বিবাদী সাব্যস্ত করবে। বিবাদী সাব্যস্ত করার পর বিচারক মনে করলেন যে, মহিলার ঐ সব কথা কিছুই নয়। তাই তিনি তার কথাকে বাতিল ঘোষণা করে বিয়ে বহাল রেখে দিলেন। তারপর মহিলার স্বামী সুস্থ হয়ে যদি মনে করে যে, উক্ত কথার দ্বারা তালাক হয়ে যায় তাহলে সে উক্ত মহিলার সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে কিনা ? এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে তার সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে জাইয হবে না। কেননা বিচারকের রায় তার পক্ষে হয়েছে। হাবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি স্বামী আলিম ব্যক্তি হয় এবং এ কথার দ্বারা সে যদি তালাক পতিত হওয়ার নিয়্যত করে তাহলে সে আর এ মহিলার সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে আলিম ও জাহিল উভয়ই সমান। তারা উভয়েই

১. পাগলামি বা মস্তিষ্ক বিকৃতি যদি বছরের অধিকাংশ সময় বিদ্যমান থাকে তবে একে جنون مطبق বলা হয়।

বিচারকের রায় মেনে নেবে। খানিয়া গ্রন্থে আছে, ঐ ব্যাক্তির পিতাকে বিবাদী সাব্যস্ত করার জন্য ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে শর্ত হল, ঐ ব্যাক্তির جنون অর্থাৎ মস্তিষ্ক বিকৃতির বিষয়টি مطبق বছরের অধিকাংশ সময় বিদ্যমান থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, مطبق শব্দের ব্যাখ্যায় ফকীহ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যাহিরী রিওয়ায়াত এ ব্যাপারে একই ধরনের যে, দুই এক দিনের جنون (পাগলামী) ধর্তব্য নয়। এহেন অবস্থায় অন্য ব্যক্তি তার পক্ষ হতে বিবাদী হতে পারবে না। এ ব্যক্তি যদি সুস্থ হয় তবে তার যাবতীয় تصرف (কর্মকাণ্ড) কার্যকর হবে যেমন, বেহুশির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ফকীহ্ নাতিফী এবং শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কমপক্ষে এক মাস মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকলে তা جنون مطبق বলে গণ্য হবে। এর উপরই ফাতওয়া (তাতার খানিয়া)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কোন ফকীহ্ ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে অবশ্যই তালাক এবং সে একে তিন তালাক মনে করে। তারপর এ অনুসারে সে যদি তার রায় জারী করে দেয় এবং এ মর্মে সংকল্প করে নেয় যে সে তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। তারপর সে যদি মনে করে যে এতে তো এক তালাকে রাজঈ-হয়েছে তাহলে যে রায়ের উপর তার দৃঢ় সংকল্প হয়েছে ঐ রায়কেই সে বলবৎ রাখবে। পরবর্তী নতুন রায়ের ভিত্তিতে উক্ত মহিলাকে সে তার স্ত্রী হিসাবে ফিরিয়ে আনবে না। পক্ষান্তরে বিচারক যদি তার দৃঢ় সংকল্পের খেলাফ ফায়সালা করেন তবে এর হুকুম পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে ভিন্নতর হবে। এমনিভাবে স্বামী যদি প্রথমে একে এক তালাকে রাজঈ মনে করে এবং এরূপ সংকল্প করে নেয় যে, এখনো সে তার স্ত্রী আছে, কিন্তু পরে তার মনে এ কথা আসে যে, এতে তো তিন তালাক হয়ে গেছে তাহলে এই মহিলা তার জন্য হারাম হবে না। কিন্তু প্রথমে সে যা চিন্তা করেছে এ বিষয়ে যদি তার কোন দৃঢ় সংকল্প না হয় এবং এ রায়কে সে কার্যকরী না করে, এ অবস্থায় যদি তার মনে এ কথা আসে যে, এতে তো তিন তালাক হয়ে গেছে তাহলে সে এই মহিলার সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে না। এমনিভাবে প্রথমেই সে যদি মনে করে যে, এতে তিন তালাক হয়ে গেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে তার মনে দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি হয়নি এবং সে তা কার্যকরী করেনি, এ অবস্থায় যদি তার রায় পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সে মনে করে যে এতে তো এক তালাকে রাজঈ পতিত হয়েছে, তারপর সে এই রায় কার্যকরীও করে এবং একে এক তালাকে রাজঈ বলে গণ্য করে তবে এই ব্যক্তি উক্ত মহিলার সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে এবং পরিবর্তিত রায়ের কারণে এই মহিলা তার জন্য হারাম হবে না।

৪. মাসআলা ঃ মুনতাকা কিতাবের শুরুর দিকে আছে যে, যদি কোন ফকীহ্ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে অবশ্যই তালাক। এবং ঐ ব্যক্তির রায় অনুসারে এতে যদি এক তালাকে রাজঈ হয়, আর সে যদি নিশ্চিতরূপে মনে করে যে, এই মহিলা এখনো তার স্ত্রী আছে এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সে যদি তাকে পুনরায় স্ত্রী রূপে বরণ করে নেয়, তারপর ঐ স্বামী যদি তার অপর স্ত্রীকে বলে, তোমাকে অবশ্যই তালাক আর তখন তার ধারণা ছিল যে, এতে তিন তালাক হয়ে গেছে এবং সে তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। সুতরাং একই শব্দে এক স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবে এবং অন্য স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এমন ফকীহ্-যার নিজস্ব রায়ও আছে, এহেন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ফকীহ্ এর নিকট এ মর্মে ফাতওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

চায়-, তারপর সে ঐ ব্যক্তির রায়ের খেলাফ ফাতওয়া প্রদান করে তাহলে এ ক্ষেত্রে সে নিজের রায়ের উপর আমল করবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি আলীম না হয়ে মূর্খ জাহিল মানুষ হয় তাহলে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে সে এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রজ্ঞাবান ও উত্তম ব্যক্তির রায়ের উপর আমল করবে। আর এটি তার ইজতিহাদরূপে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি সে ব্যাক্তি অজ্ঞ-মূর্খ হয় এবং এ ঘটনার বিষয়ে কোন মুফতীর নিকট ফাতওয়া চায় আর ঐ মুফতীও এ ব্যাপারে ফাতওয়া প্রদান করে, তারপর বিচারক ঐ মুফতীর ফাতওয়ার বিপরীত ফায়সালা প্রদান করে, তাহলে দেখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কোন مجتهد فيه (ইজতিহাদ নির্ভর) বিষয় কিনা ? যদি مجتهد فيه বিষয় হল এবং বিচারকের ফায়সালা তার রিপক্ষে হয় তাহলে এ বিষয়ে সে বিচারকের রায়ের আনুগত্য করবে। মুফতীর ফাতওয়ার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করবে না। যদিও সর্বসাধারণের ধারণা অনুসারে মুফতী ব্যক্তি বিচারকের তুলনায় অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি বিচারকের ফায়সালা তার পক্ষে হয় তবে এ ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। কেননা অজ্ঞ-মূর্খ ব্যাক্তির ক্ষেত্রে মুফতীর অভিমত তার নিজস্ব রায় ও ইজতিহাদেও অনুরূপ বলে গণ্য। কাজেই এই মাসআলা হুবহু পূর্বোক্ত মাসআলার অনুরূপ হয়ে গেল।

৫. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইব্ন রশীদে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, ফকীহ্ নয় এমন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর ব্যাপারে কোন এক দুর্ঘটনার স্বীকার হল, তারপর সে তার (স্ত্রীর) ব্যাপারে কোন এক ফকীহ্ এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এই মহিলা তোমার জন্য হালাল আছে বা হারাম হয়ে গেছে। তারপর সে এই ফাতওয়ার উপর ইয়াকীন করে তা কায়েম ও বলবৎ রাখল।

তারপর ঐ ফকীহ্ বা অন্য কোন ফকীহ্ তার দ্বিতীয় স্ত্রীর অনুরূপ কোন ঘটনার ব্যাপারে পূর্বোক্ত ফাতওয়ার বিপরীত ফাতওয়া জারী করল এবং উক্ত ব্যাক্তি এই ফাতওয়ার উপর ইয়াকীন করে তা গ্রহণ করে নিল তাহলে উপরোক্ত উভয় প্রকার ফাতওয়ার আমল করাই তার জন্য জাইয আছে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য কোন মুফতীর নিকট ফাতওয়া চায় এবং সে মুফতী তাকে এ মর্মে ফাতওয়া প্রদান করে যে, এই মহিলা এখনো তোমার জন্য হালাল আছে বা হারাম হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর ব্যাপারে উক্ত ফাতওয়ার উপর আমল করেনি। ইত্যবসরে ঐ লোক যদি এই বিষয়ে অন্য কোন মুফতীর নিকট ফাতওয়া তলব করে, তারপর ঐ ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর ব্যাপারে ঐ ফাতওয়াকে কার্যকরী করে এবং প্রথম জনের ফাতওয়াকে প্রত্যাখান করে তবে এরূপ করা তার জন্য জাইয আছে। কিন্তু যদি উক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রথম মুফতীর ফাতওয়াকে প্রয়োগ করতঃ এর প্রতি দৃঢ় সংকল্প করে নেয়, তারপর দ্বিতীয় মুফতী উক্ত ফাতওয়ার বিপরীত ফাতওয়া প্রদান করে তাহলে যে ফাতওয়ার উপর সে দৃঢ় সংকল্প করেছে তা প্রত্যাখান করে দ্বিতীয় মুফতীর ফাতওয়া গ্রহণ করার ব্যাপারে তার কোন সুযোগ থাকবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উক্ত অভিমত ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং আমাদের সকলের অভিমত। কুদূরী গ্রন্থে আছে, ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ফকীহ্ না

হওয়ার কারণে যদি সে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ফাতওয়া চায় এবং সে ব্যক্তি তাকে ফাতওয়া দেয় যে তোমার স্ত্রী তোমার জন্য এখনো হালাল আছে কিংবা হারাম হয়ে গেছে, কিন্তু সে এর উপর দৃঢ় সংকল্প করেনি, ইত্যবসরে অন্য কোন মুফতী তাকে এর বিপরীত ফাতওয়া প্রদান করেছে। অমনি সে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির ফাতওয়া মেনে নিয়ে তার স্ত্রীর উপর একে প্রয়োগ করে দিয়েছে। এহেন অবস্থায় সে যদি এই দ্বিতীয় মুফতীর ফাতওয়া যা সে বাস্তবায়িতও করেছে বর্জন করে প্রথম মুফতীর ফাতওয়া গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে তা করতে পারবে না (যখীরা)।

যদি কোন ব্যক্তি তার সব স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে কসম করে এবং তারপর কোন বিশ্বস্ত মুফতীর নিকট এ ব্যাপারে ফাতওয়া চায় এবং তিনি যদি উক্ত কসম বাতিল হয়ে যাওয়ার ফাতওয়া প্রদান করেন তবে তার জন্য জাইয হবে উক্ত মুফতীর ফাতওয়ার ইত্তেবা করে নিজ স্ত্রীকে রেখে দেওয়া। নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ফকীহ্ এর নিকট ফাতওয়া চাওয়ার পর তিনি যদি কসম বাতিল হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করেন, তারপর সে অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করে তারপর অন্য কোন ফকীহ্ এর নিকট এ বিষয়ে ফাতওয়া কামনা করলে মুফতী ফাতওয়া দিলেন যে, তার কসম সহীহ্ আছে, তাহলে সে উভয় মুফতীর ফাতওয়ার উপর আমল করার লক্ষে প্রথমা স্ত্রীকে রেখে দেবে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীকে পৃথক করে দিবে (তাতার খানিয়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ইজতিহাদী বিষয়ে বিচারকের রায় প্রদান করা

১. মাসআলা ঃ প্রথম বিচারকের প্রদত্ত ফায়সালা এমন বিষয়ে হবে যে বিষয়ে নস তথা কুরআন, সুন্নাতে মুতাওয়াতিরা বা ইজমার ব্যাখ্যা রয়েছে অথবা এমন বিষয়ে হবে যা যাহিরী নস এবং কিয়াসের ভিত্তিতে مجتهد فيه (ইজতিহাদী)। যদি প্রথম বিচারকের প্রদত্ত ফায়সালা এমন বিষয়ে হয় যে বিষয়ে কুরআন, সুন্নাতে মুতাওয়াতিরা এবং ইজমার ব্যাখ্যা রয়েছে-তাহলে দেখতে হবে যে, বিচারকের ফায়সালা এ সবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ? যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে দ্বিতীয় বিচারক অবশ্যই উক্ত ফায়সালা কার্যকরী করবেন এবং তার জন্য এ ফায়সালা নাকচ করা জাইয হবে না। পক্ষান্তরে এ ফায়সালা যদি উপরোক্ত নসত্রয়ের পরিপন্থী হয় তবে তিনি তা রদ করে দিবেন। ফায়সালা যদি এমন বিষয়ে প্রদান করা হয় যা مجتهد فيه তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো এর ইজতিহাদী বিষয় হওয়ার উপর ইমামগণের ইজমা (ঐকমত্য) থাকবে অথবা ঐকমত্য থাকবে না। বরং এর ইজতিহাদী বিষয় হওয়ার ব্যাপারে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। যদি এর ইজতিহাদী হওয়ার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য থাকে তবে এরও আবার দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো এই ইজতিহাদী বিষয়টি مقضى به (বিচারকের প্রদত্ত ফায়সালা) হবে অথবা نفس القضاء (হুকুম প্রদান করা) হবে। যদি مقضى به হয় এবং এ বিষয়টি অন্য বিচারকের আদালতে পুনরায় উপস্থাপন করা হয় তবে দ্বিতীয় বিচারক আগের বিচারকের রায়কে প্রত্যাখান না করে তা অবশ্যই কার্যকরী করবেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিচারক বিষয়টি প্রত্যাখান করে দেওয়ার কারণে তা যদি তৃতীয় কোন বিচারকের আদালতে উপস্থাপন করা হয় তাহলে তিনি প্রথম বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী করবেন। এবং দ্বিতীয় বিচারকের ফায়সালা বাতিল করে দেবেন। আর যদি نفس قضاء তথা হুকুম প্রদান করার বিষয়ে ইজতিহাদ হয় অথাৎ এ হুকুম প্রদান জাইয আছে কিনা এ বিষয়ে ইজতিহাদ হয়, যেমন আযাদ ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর রায় প্রদান করা ইত্যাদি। এহেন অবস্থায় যদি দ্বিতীয় কাযীর ইজতিহাদ প্রথম কাযীর ইজতিহাদের বিপরীত হয়, তাহলে দ্বিতীয় কাযী প্রথম কাযীর রায়কে নাকচ করে দিতে পারবেন। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি উপরোক্ত বিষয়টি ইজতিহাদী বিষয় হওয়ার উপর ফকীহ্দের সকলেই একমত থাকেন। আর যদি রায় প্রদান করা এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে হয় যার ইজতিহাদী বিষয় হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যেমন উম্মু ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী হবে। কেননা তাদের মতে এটি একটি ইজতিহাদী বিষয়। কারণ উম্মু ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভিন্নতা ছিল। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-

এর মতে এ ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী হবে না। কেননা প্রাথমিক অবস্থায় সাহাবীগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও পরবর্তীকালে সাহাবা ও তাবিঈগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে যে, উম্মু ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় না জাইয। এই হিসাবে এই বিষয়টি ইজতিহাদের আওতা বহির্ভূত হয়ে গেছে। কাজেই এখন দেখতে হবে যে, দ্বিতীয় কাযীর রায় হিসাবে এই মাসআলা ইজতিহাদী মাসআলা কিনা ? যদি ইজতিহাদী মাসআলা হয় তবে তিনি প্রথম কাযীর রায়কে রদ না করে তা কার্যকরী করবেন। আর যদি দ্বিতীয় কাযীর রায় হিসাবে এটি ইজতিহাদের আওতা বহির্ভূত বিষয় হল এবং এ ব্যাপারে তারা সকলেই একমত হয়ে যান তাহলে তিনি তার রায়কে রদ করে দিবেন, কার্যকরী করবেন না (বাদায়ে)।

২. মাসআলা ঃ যদি نفس قضاء তথা হুকুম প্রদানের বিষয়টি مختلف فيه (বিতর্কিত) হয় যেমন বিচারপতি কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর কারো কোন হকের ব্যাপারে ফায়সালা দিলেন অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে ফায়সালা দিলেন তাহলে এ ফায়সালা কার্যকরী হবে কিনা ? এ ব্যাপারে আমাদের ইমামদের থেকে দুই ধরনের রিওয়ায়াত আছে। এক রিওয়ায়াত মতে তা কার্যকরী হবে না। ইমাম খাস্সাফ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটিই সহীহ্ মতামত (মুহীত ঃ আস-সারাখসী)। ইব্ন সিমাআ (র) তৎপ্রণীত নাওয়াদির গ্রন্থে এ কথা বর্ণনা করেছেন, যে বিষয় সম্পর্কে নবী করীম (সা) থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, তিনি এরূপ করেছেন, আবার ভিন্নরূপ করেছেন বলেও বর্ণিত আছে অথবা কোন সাহাবী থেকে একটি কথা বর্ণিত আছে, আবার ঐ সাহাবী বা অন্য কোন সাহাবী থেকে এর বিপরীতও বর্ণিত আছে এবং লোকেরা এই দুইটি কথার কোন একটি বিষয়ের উপর আমল করেছে দ্বিতীয়টির উপর নয়, এমনকি কোন ব্যক্তি ঐ শেষোক্ত বিষয়টি অথবা কথাটির ব্যাপারে কোন হুকুমও করেনি তাহলে এটি মানসূখ এবং রহিত বলে গণ্য হবে। যদি আমাদের যামানায় তদনুযায়ী কেউ হুকুমও করে তবে তা জাইয হবে না। ইব্ন সিমাআ (র) "যদিও সে ব্যক্তি নস অনুসারে হুকুম প্রদান করেছে" বলে এ কথার প্রতিই ইংগিত করেছেন। কিন্তু উম্মতের কেউই যেহেতু এর উপর আমল করেনি তাই উম্মতের ইজমা দ্বারা এর রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। আর রহিত বিষয়ের উপর আমল করা বাতিল, জাইয নেই। ইব্ন সিমাআ (র) বলেন, مختلف فيه বিষয়ের শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রেই তা জাইয হতে পারে যে ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তারপর শহরের হাকিমদের থেকে কেউ কেউ এর পক্ষে ফায়সালা প্রদান করেন। তারপর কেউ একজনের কথা গ্রহণ করে, আবার অন্য কেউ অপর জনের কথা গ্রহণ করে। ইব্ন সিমাআ নিম্নোক্ত বক্তব্য "শুধুমাত্র উলামায়ে কিরামের মতবিরোধের কারণেই কোন বিষয় ইজতিহাদী বিষয় (محل اجتهاد) বলে পরিগণিত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আলিমগণ একে محل اجتهاد রূপে গণ্য না করে। যেমন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ফকীহ্ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি নগদ মুদ্রার সুদের ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু এরপরও একে محل اجتهاد বলে গণ্য করা হয়নি। সর্বোপরি হযরত আবূ সাঈদ (রা) এ ব্যাপারে কঠোর অস্বীকৃতি ব্যক্ত করেছেন। কাজেই এরূপ মতভেদ ধর্তব্য হবে না। অতএব যদি কোন বিচারক এ মর্মে ফায়সালা ঘোষণা করেন যে, দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহামের লেনদেন জাইয আছে তাহলে এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফায়সালা বৈধ হবে না। "যে ক্ষেত্রে মানুষ মতভেদ করবে সে ক্ষেত্রে তা জাইয হবে" বলে ইব্ন সিমাআ এ কথার প্রতি ইংগিত করেছেন যে, কোন বিষয় ইজতিহাদী বিষয় হওয়ার জন্য সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষেই মানুষের মতভেদ থাকতে হবে। ইমাম খাস্‌সাফ (র) এই মতটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর মধ্যকার মতভেদটি তার নিকট ধর্তব্য নয়। তার নিকট ধর্তব্য হল متقدمين এর মধ্যকার মতভেদটি। এখানে متقدمين বলে সাহাবায়ে কিরাম এবং যারা তাদের যুগে ছিলেন এবং তৎপরবর্তী প্রথম যুগের তাবিঈনে কিরামকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে কাযী আলী আস সাগদী (র) সিয়ারে কবীরের শেষ পর্যায়ে ইমাম শাফিঈ (র) মতভেদের বিষয়টি ধরেছেন। উক্ত মাসআলার অবস্থা হল ঃ যদি রাষ্ট্রপ্রধান আরব মুশরিকদেরকে দেখে তাদেরকে গ্রেফতার করতঃ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন তবে তা জাইয হবে। কিন্তু পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধানের এ সিদ্ধান্ত বাতিল করার কোন ইখতিয়ার নেই। কেননা এটি محل اجتهاد (মতভেদের স্থল)। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে আরব মুশরিকদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখা জাইয। এমনিভাবে শায়খুল ইসলাম শামসুল আইম্মা সারাখসী (র)-ও 'কাযায়ে জামে'র এক মাসআলায় ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতভেদটি ধর্তব্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য যে, খুলার মধ্যে বিচারক কর্তৃক একে فسخ نكاح বা طلاق বলে আদেশ জারী করাও অপরাপর ইজতিহাদী মাসাইলের অনুরূপ। কেননা এ ব্যাপারেও সাহাবায়ে কিরাম মতভেদ করেছিলেন। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এখানে এই বিষয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মতভেদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য طشبه دليل (সন্দেহযুক্ত দলীল)ও ধর্তব্য। প্রকৃত মতভেদ থাকা জরুরী নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে এবং সিয়ারে কবীর গ্রন্থদ্বয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাহিবুল আকযিয়াও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। সিয়ারে কবীর গ্রন্থে যে মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে এর অবস্থা হল ঃ মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান যদি আরব মুশরিকদের থেকে যিয়্যা গ্রহণ করা ভাল মনে করেন এবং সে মতে তিনি তা উসুল করেন তা এটি জাইয হবে। যদিও কোন ইমামের মতে তা ঠিক নয়, কেননা এটি একটি ইজতিহাদী মাসআলা (যখীরা)। যেমনিভাবে কোন মাসআলার মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার ফলে তা مجتهد فيه মাসআলা হয়ে যায়, এমনিভাবে ঐ মাসআলার অনুরূপ কোন মাসআলার মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলেও সে মাসআলাটি مجتهد فيه মাসআলারূপে গণ্য হবে (বায্‌যাযিয়া)।

৩ . মাসআলা ঃ ইজতিহাদী বিষয়ের ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী হবে। তবে উচিত হল, ইখতিলাফী তথা মতভেদ সম্বলিত মাসআলাগুলোর ব্যাপারে তার অবগতি থাকা এবং পরিপন্থী মতটি বর্জন করা এবং নিজের রায় অনুসারে ফায়সালা করা। যাতে সমস্ত উলামায়ে কিরামের অভিমত অনুসারে তার ফায়সালাটি সহীহ্ বলে পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে বিচারক যদি ইজতিহাদী এবং ইখতিলাফী স্থানগুলো সম্পর্কে অবগত না থাকেন তবে তার ফায়সালা কার্যকরী হবে কি হবে না, এ বিষয়ে দুই ধরনের রিওয়ায়াত রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে তার ফায়সালা কার্যকরী হবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন) صلح عن لانكار কোন বিষয়ে অস্বীকৃতির পর সন্ধি করা)-এর মাসআলায় বাদী যদি সন্ধির বদলা (بدل الصلح) চায়

এবং বিবাদী এ কথা বলে যে, সন্ধি যেহেতু ফাসিদ হয়ে গেছে তাই এর বদলা আদায় করা আমার যিম্মায় অপরিহার্য নয়। কেননা এই সন্ধি انكار তথা অস্বীকৃতির পর সম্পাদিত হয়েছে। আর ইব্ন আবূ লায়লা এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে এ জাতীয় সন্ধি সহীহ্ নয়। এ অবস্থায় যদি কাযী বিপরীত অভিমতকে বাতিল করে সন্ধি সহীহ্ হওয়ার ফায়সালা দেন, তাহলে সমস্ত রিওয়ায়াতের আলোকে সকল ইমামের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। শায়খ যহীরুদ্দীন (র) বিচারকের রায় কার্যকর হওয়ার শর্তাদির আলোচনায় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শরহুত তাহাবী এবং জামেউল ফাতাওয়া গ্রন্থদ্বয়ে আছে যে, বিচারক মুজতাহিদ নন, এহেন অবস্থায় তিনি অন্য কোন ফকীহ্ এর তাকলীদের ভিত্তিতে ফায়সালা প্রদানের পর যদি জানা যায় যে, এ রায়টি তার নিজের মাযহাবের পরিপন্থী ছিল তাহলে এই রায় কার্যকর হবে এবং কেউ তা রদ করতে পারবে না। অবশ্য বিচারক নিজে তা নাকচ করতে পারবেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে অনুরূপ অভিমত বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, অন্যরা এবং বিচারক নিজেও তা নাকচ করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে বিচারক নিজে যদি মুজতাহিদ হোন এবং নিজের ইজতিহাদের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি যদি অন্যের রায় মুতাবিক ফায়সালা প্রদান করেন তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার এই রায় কার্যকরী হবে। এটিই তার সহীহ্ মাযহাব। পক্ষান্তরে সাহেবাইন বলেন, তার রায় কার্যকরী হবে না । আর নিজের ইজতিহাদের কথা ভুলে গিয়ে অন্যের ইজতিহাদ অনুসারে ফায়সালা প্রদানের পর যদি বিচারকের নিজের ইজতিহাদের কথা স্মরণ হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার ফায়সালা কার্যকরী হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে তার ফায়সালা কার্যকরী হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)। বর্তমানে ফাতওয়া সাহেবাইনের অভিমতের উপরই (হিদায়া)। আল ফাতাওয়াস সুগরাতে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতের উপর ফাতওয়া। সুতরাং ফাতওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়ে গেল। বর্তমান কালে সমীচীন হল, সাহেবাইনের অভিমতের উপর ফাতওয়া প্রদান করা। কেননা মানুষ সাধারণত কোন সদুদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রবৃত্তি তাড়িত হয়েই নিজের মাযহাব তরক করে থাকে। উপরোক্ত হুকুম মুজতাহিদ বিচারকের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে বিচারক মুকাল্লিদ হলে তাকে তো শুধু এ কারণেই বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে যে, তিনি শুধুমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অনুসারে ফায়সালা দিবেন। ইমাম আযম (র)-এর বিরোধিতা করার ব্যাপারে তার কোন ইখতিয়ার নেই। এতদসত্ত্বেও তিনি যদি ইমাম আযম (র)-এর মাযহাব পরিপন্থী ফায়সালা করেন তবে তিনি উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত বলে গণ্য হবেন (ফাতহুল কাদীর)।

৪. মাসআলা ঃ ইজতিহাদী বিষয়ে বিচারক নিজের রায় অনুসারে ফায়সালা প্রদানের পর যদি এইরূপ মামলা তার আদালতে পুনরায় পেশ করা হল এবং এ অবস্থায় যদি তার মতের পরিবর্তন ঘটে তাহলে তিনি এই দ্বিতীয় মতের উপর আমল করবেন। এতে প্রথম মতের ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়সালা নাকচ করা অপরিহার্য হবে না। তারপর যদি এই মামলা তৃতীয়বার আবার তার আদালতে পেশ করা হয় এবং এ অবস্থায় যদি তার রায়ের আবার পরিবর্তন ঘটে এবং তা আবার প্রথম রায়ের অনুরূপ হয়ে যায় তাহলে তিনি এই তৃতীয় রায়ের উপর আমল করবেন এবং প্রথম রায়ের উপর আমল করার কারণে দ্বিতীয় রায়ের ভিত্তিতে যে ফায়সালা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রদান করা হয়েছিল তা বাতিল হবে না, যেমনিভাবে দ্বিতীয় রায়ের উপর আমল করার কারণে তার প্রথমোক্ত ফায়সালা বাতিল হয়ে যায়নি (বাদায়ে)।

৫. মাসআলা ঃ সাহিবুল আকযিয়া বলেন, এখনো সহবাস করেনি এমন স্ত্রীর মায়ের সাথে যদি কেউ যিনা করে এবং এ কারণে বিচারক তাকে বেত্রাঘাত করেন, আর বিচারকের মতে এ মহিলা যদি তার জন্য হারাম না হয়, ফলে বিচারক তার স্ত্রীত্ব বহাল থাকার ফায়সালাও করেন তাহলে তার ফায়সালা কার্যকরী হবে। ইমাম কুদূরী (র) তাঁর শরাহ্ গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ যদি এমন কোন মহিলাকে বিয়ে করে যার সাথে তার পিতা বা পুত্র যিনা করেছে, তারপর কাযী ঐ বিয়ের বৈধতার ফায়সালাও প্রদান করেন, তাহলে এ ফায়সালার কার্যকারিতা সম্বন্ধে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতভেদ রয়েছে। ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উক্ত ফায়সালা কার্যকরী হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কার্যকরী হবে (আল-মুহীত)। বিচারক যদি ঐ মহিলার সাথে বিয়ে জাইয হওয়ার হুকুম দেয় যার মা অথবা কন্যার সাথে উক্ত ব্যক্তি যিনা করেছে তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এই রায় কার্যকরী হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)। বিচারক যদি উম্মু ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার ব্যাপারে ফায়সালা প্রদান করেন তবে তা কার্যকরী হবে না। উল্লেখ্য যে, উম্মু ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় জাইয কিনা; এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের যমানায় মতভেদ ছিল। হযরত উমর ও আলী (রা) তারা উভয়ই উম্মু ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয়কে জাইয মনে করতেন না। হযরত আইশা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু হযরত আলী (রা) পরবর্তীকালে এর ক্রয়-বিক্রয় জাইয বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মুতাআখখিরীন তথা পরবর্তীকালের ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, উম্মু ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় জাইয নয় এবং তারা আলী (রা)-এর অভিমতকে বর্জন করেছেন। শায়খ শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) বলেন, কিতাবে বিচারকের ফায়সালা কার্যকরী হবে না" বলে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, ফায়সালা কার্যকরী হওয়াই অধিক সমীচীন। উপরোক্ত মাসআলার ব্যাখ্যা হল, ফুকাহায়ে মুতাআখখিরীন যদি দুইটি মতের কোন একটিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে মতভেদ করে এবং পরে এতদুভয়ের একটির উপর তাদের ইজমা হয়ে যায় তাহলে এ অবস্থায় পূর্বোক্ত মতভেদটি আরবী অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে কিনা ? এ বিষয়ে ফকীহ্দের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মতভেদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ মতভেদটি নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ অবস্থায় যেহেতু পূর্বোক্ত মতভেদ নিঃশেষ হয়ে যায় তাই বিচারকের উক্ত ফায়সালা আর ইজতিহাদী বিষয় থাকল না। আর ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ অবস্থায় যেহেতু পূর্বোক্ত মতভেদ নিঃশেষ হয় না তাই এ অবস্থায় যে ফায়সালা প্রদান করা হবে তা ইজতিহাদী বিষয়ের প্রদত্ত ফায়সালা হিসাবে গণ্য হবে। কাজেই উপরোক্ত ফায়সালা কার্যকরী হবে। ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, আমাদের ইমামগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কারোই কোন দ্বিমত নেই যে, ان اجماع المتاخر (পরবর্তী ফকীহ্গণের ইজমা পূর্বের মতভেদকে নিঃশেষ করে দেয়)। কাজেই সমস্ত

ইমামগণের মতে উপরোক্ত মাসআলা ইজতিহাদ বহির্ভূত বিষয়ের ক্ষেত্রে হল। সুতরাং তা কার্যকরী হবে না। উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আলোচ্য মাসআলায় "বিচারকের রায় কার্যকরী হবে না" বলে কিতাবে যে কথা উক্ত হয়েছে তা মূলত সমস্ত ইমামেরই অভিমত। ইমাম খাস্সাফ (র) আদাবুল কাযী অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত ফায়সালা কার্যকরী হবে না এবং এ ক্ষেত্রে তিনি কোন মতভেদের কথা উল্লেখ করেননি। আকযিআতুল জামে কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে এ কথা বর্ণিত আছে যে, উম্মু ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়া সংক্রান্ত কাযীর হুকুম মওকূফ (স্থগিত) থাকবে অন্য কাযী কর্তৃক তা বাস্তবায়িত ও বলবৎ করার উপর। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। পরবর্তীতে যদি অন্য কোন কাযী তা বাস্তবায়িত করেন তবে তা পরে আর কেউ বাতিল করতে পারবে না। যদি বাতিল করে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এরপর আর অন্য কোন কাযী তা কার্যকর করতে পারবে না। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে প্রত্যেক ঐ ঘটনায় যে ঘটনার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে যে, প্রকৃত অর্থেই এটি ইখতিলাফী বিষয় কিনা ? এ জাতীয় ক্ষেত্রে আগের বিচারকের হুকুম স্থগিত থাকবে পরবর্তী অপর বিচারক কর্তৃক তা বাস্তবায়িত করার উপর। বস্তুত যদি অপর বিচারক একে বাস্তবায়িত করে তবে তা কার্যকর হবে এবং পরবর্তীতে কেউ আর তা বাতিল করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও বাতিল ঘোষণা করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এরপর কেউ আর তা বাস্তবায়িত করতে পারবে না ।

৬. মাসআলা ঃ যিয়াদাত কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি মুসলিম সৈন্যরা হরবী লোকদেরকে বন্দী করে তাদেরকে দারুল ইসলামে নিজ হিফাযতে নিয়ে আসে, তারপর পাল্টা আক্রমণ করে ঐ দেশ মুশরিক লোকেরা দখল করে যদি ঐ কয়েদীদেরকে তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে নিজ হিফাযতে সংরক্ষণ না করে তারপর আবার অন্য কোন মুসলিম দল যদি ঐ দেশ পুনঃদখল করতঃ ঐ ব্যক্তিদেরকে মুশরিকদের নিকট থেকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে ঐ কয়েদীদেরকে প্রথম মুসলিম দলের নিকট সোর্পদ করা হবে। চাই দ্বিতীয় মুসলিম দল তাদেরকে ভাগ করে নিয়ে যাক বা না নিয়ে যাক। কিতাবে উল্লেখ আছে, কিন্তু যুদ দ্বিতীয় মুসলিম দলের ইমাম তথা নেতার রায় অনুসারে এই কাজ মুশরিকদের হিফাযত; কবজা এবং স্বত্ব পূর্ণ হওয়ার পর হয়ে থাকে তবে দ্বিতীয় দলই এর অধিক হকদার বলে গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ সিয়ারে কবীর গ্রন্থে আছে, যদি মুশরিকরা মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করতঃ তাদের মালামাল ছিনিয়ে নিজেদের শিবিরে নিয়ে হিফাযত করে এবং এই ঘটনা দারুল ইসলামে হয়। তারপর এ সব মালামাল দারুল হরবে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে একদল মুসলমান তাদের উপর জয়যুক্ত হয়ে ঐগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে আসে তাহলে মূল মালিক মুসলমানরাই এই মালের হকদার হবে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি না জেনে দখলকারীদের মাঝে তা বণ্টন করে দেন তবে এ বণ্টন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উক্ত মাল-সামান তার প্রকৃত মালিকদের নিকট ফেরত প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রকৃত অবস্থা রাষ্ট্রপ্রধানের জানা থাকে এবং তিনি যদি উক্ত মাল ছিনিয়ে নিয়ে তা নিজ সৈন্যদের মধ্যে রাখাকে পূর্ণ হিফাযত বলে ধারণা করে এবং তদনুযায়ী তা অন্যান্য গনীমতের মালের সাথে মিশ্রিত করে তা গনীমত

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রাপকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়, তারপর এই মুকাদ্দমা এমন এক বিচারকের আদালতে পেশ করা হয় যিনি উক্ত প্রকার কবজাকে মুশরিকদের জন্য পূর্ণ সংরক্ষণ মনে করেন না, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান যা কিছু আদেশ জারী করেছেন তা জাইয হবে এবং কাযী উক্ত আদেশকে বাতিল করতে পারবে না। উপরে যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নের মাসআলায় এর নজীর বিদ্যমান রয়েছে। মাসআলাটি হল, যদি কেউ ফাসিক লোকদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর ফায়সালা করেন অথবা এক পুরুষ ও দুই মহিলার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন অনুপস্থিয় ব্যক্তির উপর বিয়ের হুকুম জারী করেন তবে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। যদিও যে ব্যক্তি قضاء على الغائب (অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর রায় প্রদানকে বৈধ মনে করে সে এ কথা বলে যে, বিয়ের মধ্যে মহিলাদের সাক্ষ্য ধর্তব্য নয় এবং ফাসিকের মধ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার আদৌ কোন যোগ্যতা নেই। কিন্তু যেহেতু উভয় অবস্থাই ইজতিহাদী তাই বিচারকের ইজতিহাদ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সিয়ারে কবীর গ্রন্থে যা কিছু উল্লেখ আছে, তা এ ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট যে, দারুল হরবে কোন মাল সংরক্ষণ করা ছাড়া শুধুমাত্র বিজয় লাভের ভিত্তিতে বিচারক যদি কাফিরের ব্যাপারে কোন মালের মালিকানার ফায়সালা করে তবে এ ফায়সালা কার্যকর হবে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন যে, জামে কবীর কিতাবের শরাহ গ্রন্থে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ফায়সালা কার্যকর হবে না (যখীরা)।

৮. মাসআলা ঃ কাযী এক সাক্ষী এবং এক কাজের ভিত্তিতে মামলার ফায়সালা প্রদান করে তবে (কিতাবুল ইসতিহ্সানে বর্ণিত আছে যে) ইমাম আবূ হানীফা এবং সুফয়ান সাওরী (র)-এর মতে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তা কার্যকর হবে না। আকযিয়াতুল জামে কিতাবে বর্ণিত আছে, এক সাক্ষী এবং এক কসমের ভিত্তিতে ফায়সালা করা হলে তা অন্য কাযীর বাস্তবায়নের উপর মওকূফ (স্থগিত) থাকবে। অবশ্য সে যদি তা বাস্তবায়িত করে তবে উক্ত ফায়সালা কার্যকর হবে। পশু যবাহ করার সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ বর্জন করার পর কোন কাযী যদি তা হালাল হওয়ার ফায়সালা দেয় তবে তা কার্যকর হবে কিনা ? এ সম্পর্কে নাওয়াযিল গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা কার্যকর হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তা কার্যকর হবে না। এক পুরুষ এবং দুই মহিলার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হদ্দ বা কিসাসের মামলায় বিচারক কর্তৃক রায় ঘোষণার পর যদি ঐ মামলা অন্য কোন কাযীর আদালতে পেশ করা হয় যিনি প্রথমোক্ত কাযীর রায়ের বিপরীত রায় ঘোষণা করেন তাহলে তিনি আগের রায় কার্যকর করবেন। তিনি তার রায় বাতিল করতে পারবেন না। সিয়ারে কবীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে, কেউ একটি সওয়ারী খরিদ করল এবং এর উপর সওয়ার হয়ে সে জিহাদও করল। তারপর সে তার মধ্যে এমন কোন আয়েব দেখতে পেল যা দারুল হরবে এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল, এক্ষেত্রে সৈন্যদের মধ্যে তার সাথে যদি ঐ বিক্রেতা ব্যক্তিও হাযির থাকে তবে সে তার বিরুদ্ধে মামলা করবে। আর বিক্রেতা সেখানে হাযির না থাকলে তার কর্তব্য হবে ঐ ঘোড়ার উপর আরোহণ না করা। বরং এ অবস্থায় সে ঐ ঘোড়াটিকে হাকিয়ে দারুল ইসলামে নিয়ে আসবে। যদি সে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা মালামাল বহন করার জন্য এর উপর সওয়ার হয় তাহলে সওয়ারী ফেরত প্রদানের হক তার রহিত হয়ে যাবে। চাই তার কাছে

অন্য কোন সওয়ারী থাকুক আর না থাকুক। আর যদি সে এই মামলার বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকটে আসে এবং তাকে এ সম্পর্কে অবগত করে এবং তিনি তাকে তাতে সওয়ার হওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করায় সে তাতে সওয়ার হয় তাহলে সেটি ফেরত প্রদানের ব্যাপারে তার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। সওয়ারীর উপর আরোহণ না করলে তার জীবন ধ্বংসের আশংকা থাকায় রাষ্ট্রপ্রধান যদি জবরদস্তিমূলক তাকে সওয়ারীর উপর আরোহণ করার নির্দেশ দেন এবং সে তাতে আরোহণ করে এবং এতে সওয়ারীর কোন ক্ষতি না হয় তাহলে সে তা ফেরৎ দিতে পারবে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপ্রধান যদি সওয়ার হওয়ার জন্য তাকে বাধ্য না করে, শুধুমাত্র এ কথা বলেন যে, তুমি এতে আরোহণ কর। উক্ত সওয়ারী ফেরৎ প্রদানের হক তোমার অবশ্যই বজায় থাকবে। এই কথার উপর সে যদি তাতে সওয়ার হয়, তবে সওয়ারী ফেরৎ প্রদানের হক তার বাতিল হয়ে যাবে। এরপর তারা উভয়ে যদি কোন কাযীর আদালতে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করে এবং তিনি আমিরে লস্করের কথায় ইজতিহাদের ভিত্তিতে আয়েবের কারণে পশুটি ফেরৎ প্রদানের নির্দেশ দেন, তারপর এই মামলা এমন এক কাযীর আদালতে উপস্থাপন করা হয় যার ধারণা হল যে, প্রথম কাযী তার রায়ে ভুল করেছেন তাহলে তিনি প্রথম কাযীর ফায়সালাকেই কার্যকর করবেন। বিচারক যদি এরূপ ফায়সালা দেন যে, জোর করে যাকে তালাক প্রদানের জন্য বাধ্য করা হয়েছে তার তালাক বাতিল, তাহলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। কোন ইজতিহাদী এবং ইখতিলাফী বিষয়ে বিচারক যদি (ইজতিহাদী হওয়ার কথা) না জেনে ফায়সালা প্রদান করে সেক্ষেত্রে কোন কোন ফকীহ্ এর মতে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইকরাহ অধ্যায়ে এ দিকেই ইংগিত করেছেন। হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে উক্ত ফায়সালা কার্যকর হবে না। সিয়ারে কবীরে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। সিয়ারে কবীরের ফিদয়া অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি একটি গোলাম রেখে মারা গেছে এবং তার যিম্মায় রয়েছে বহু ঋণ। তারপর বিচারক ঐ গোলামকে বিক্রি করে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে। তারপর এ মর্মে সাক্ষী পাওয়া গেল যে, মুনীব তার জীবদ্দশায় উক্ত গোলামকে মুদাব্বার করে দিয়েছিল। তাহলে বিচারকের গোলাম বিক্রি বাতিল হবে। পক্ষান্তরে তিনি যদি জানা সত্ত্বেও মুদাব্বার চুক্তিকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজে ইজতিহাদ করতঃ গোলামকে বিক্রি করে ঐ ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে, তারপর অন্য এক ব্যক্তি বিচারক নিয়োজিত হয়ে দেখলেন যে, পূর্বের বিচারকের ফায়সালা ভুল ছিল তাহলে তিনি প্রথম বিচারকের ফায়সালাই কার্যকর করবেন। رجوع عن الشهادات অধ্যায়ে এ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে, অপরাধ আরোপের অপরাধে দণ্ড প্রাপ্ত দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করল। বিচারকের এ সম্বন্ধে জানা ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি যদি ঐ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করে দেন, তারপর তাদের দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত হোন তাহলে তার রায় যদি এরূপ হয় যে, অপরাধ আরোপের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য ও তওবার পর তার নিকট প্রমাণ্য দলীল তবে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। আর যদি তার রায় এরূপ না হয় তাহলে তিনি তার পূর্বোক্ত ফায়সালা বাতিল করে দিবেন। সাক্ষ্য প্রদানের সূচনাতেই যদি বিচারকের এ কথা জানা থাকে যে, সাক্ষী দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং এ অবস্থায় তার রায় অনুসারে ফায়সালা করে দিবেন। এরূপ না হলে ফায়সালা করবেন না। উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে এ কথা প্রতিভাত হচ্ছে যে, এটি مجتهد

pdf By Syed Mostafa Sakib

فيه বিষয় তাহলে এই ইজতিহাদী বিষয়ের ক্ষেত্রে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। জামে গ্রন্থে একথার প্রতিই ইংগিত রয়েছে। ইমাম খাস্সাফ (র) ও তৎপ্রণীত গ্রন্থে অনুরূপ মতামত বর্ণনা করেছেন (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ কোন ইজতিহাদী এবং ইখতিলাফী মামলার বিষয়ে যদি ফায়সালা ঘোষণা করেন এবং তার এই বিষয়ে কোন অবগতি না থাকে তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে তার ফায়সালা প্রদান জাইয হবে না । কিন্তু এটি যে ইজতিহাদী বিষয় একথা যদি তার জানা থাকে তাহলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। শামসুল আইম্মা (র) বলেন, এটিই যাহিরী মাযহাব হওয়া (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন) "এটি যে ইজতিহাদী বিষয়" বিচারকের তা জানা থাকা শর্ত হওয়ার কথাটি যাহিরী মাযহাব হওয়া সত্ত্বেও ফাতওয়া হচ্ছে এর বিপরীত রায়ের উপর। (আল বাহরুর রায়িক) ইজতিহাদী বিষয়ের ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালা কার্যকর হওয়ার জন্য এখানে আরেকটি শর্তও রয়েছে। তা এই যে, হুকুমটি এমন ঘটনা সম্পর্কে হতে হবে যে, ব্যাপারে বাদীর পক্ষ থেকে বিবাদীর বিরুদ্ধে বিচারকের আদালতে সহীহ্ ভাবে মামলা করা হয়েছে (যখীরা)। বিচারক যদি তওবার পর অপবাদের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে ফায়সালা করেন এবং তিনি মনে করেন যে, তার সাক্ষ্য শরীআতে প্রমাণ্য দলীল তাহলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। কেননা এটি একটি ইজতিহাদী বিষয়। আকযিয়াতুল জামে গ্রন্থে শায়খ আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তওবার পর অপবাদ আরোপের অপবাদে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষের ভিত্তিতে বিচারকের ফায়সালা প্রদানের পর এ ফায়সালা যদি অন্য বিচারকের আদালতে উত্থিত হয় তাহলে দ্বিতীয় বিচারক প্রথম বিচারকের ফায়সালাকে বাতিল করতে পারবেন না। যদি প্রথম বিচারক এ সাক্ষ্যকে হক মনে করেন এবং তিনি যে এটাকে হক মনে করেন একথা দ্বিতীয় বিচারকও জানেন। যেমন প্রথম বিচারক দ্বিতীয় বিচারকের নিকট এ কথাটি প্রকাশ করে দিয়েছেন অথবা প্রথম বিচারক একে হক জানতেন কিনা, এ কথাটি দ্বিতীয় বিচারকের জানা নেই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিচারক যদি জানেন যে, প্রথম বিচারক একে হক মনে করতেন না, যেমন প্রথম বিচারক এ কথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সহীহ্ হল, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত। অর্থাৎ তওবা করা সত্ত্বেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তাহলে দ্বিতীয় বিচারক প্রথম বিচারকের ফায়সালাকে বাতিল করে দিতে পারবেন (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ বিচারক নিজে অপবাদ আরোপের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে, এক্ষেত্রে তওবা করার আগে সে যদি কোন মামলার রায় দেয় তাহলে পরবর্তী বিচারক অবশ্যই তার এ রায় বাতিল করে দিবেন। এমনকি যদি ঐ রায় কার্যকর করার পর তা তৃতীয় কোন বিচারকের আদালতে উত্থাপিত হয় তাহলে তিনিও ঐ রায়কে নাকচ করে দিতে পারবেন। কেননা এ ব্যাপারে ফকীহ্দের ইজমা রয়েছে যে, এ জাতীয় ব্যক্তি বিচারক হতে পারে না। কাজেই দ্বিতীয় বিচারক যদি তার রায়ের পক্ষে রায় দেয় তবে এটিও ইজমার পরিপন্থী হবে এবং তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এ জাতীয় বিচারক যদি তওবার পর কোন বিষয়ে রায় প্রদান করে তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে তার এ রায়ও কার্যকর হবে না। কিন্তু অন্য বিচারক ইচ্ছা করলে এই রায় কার্যকর করতে পারবেন। অন্য বিচারক কর্তৃক তা কার্যকর হওয়ার পর এ মামলাটি

যদি তৃতীয় কোন বিচারকের আদালতে পুনরায় উত্থাপিত হয় তাহলে তৃতীয় বিচারক একে বাতিল করতে পারবেন না (আদাবুল কাযী ঃ ইমাম খাস্সাফ (র))। ফাসিক কাযী কোন মামলার রায় দেওয়ার পর ঐ মামলা যদি অপর কোন বিচারকের আদালতে পুনরুত্থিত হয় এবং তিনি তা বাতিল করে দেন তাহলে তৃতীয় কোন বিচারক একে বাতিল করতে পারবেন না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা ঃ বিচারক অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যদি কোন মামলার রায় ঘোষণা করেন তবে এই রায় অন্য বিচারক কর্তৃক কার্যকর হওয়ার উপর মওকূফ থাকবে। অন্য বিচারক একে কার্যকর করার পর তৃতীয় কোন ব্যক্তি একে আর বাতিল করতে পারবে না। দ্বিতীয় বিচারক যদি একে কার্যকর না করে বরং বাতিল করে দেয় এবং এটি তার মতে বাতিলযোগ্য হয় তবে তথা বাতিল বলেই গণ্য হবে। স্বামী বা স্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় বিচারক যদি অপর এক সাক্ষীর সাথে তাদের কোন একজনের সাক্ষের ভিত্তিতে মামলার রায় প্রদান করেন অথবা পিতার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পুত্রের পক্ষে কিংবা পুত্রের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পিতার পক্ষে ফায়সালা প্রদান তার এই ফায়সালা কার্যকর হবে। কাজেই অন্য বিচারক এই রায়কে বাতিল করতে পারবেন না। যদিও তার অভিমত অনুসারে এ রায় বাতিলযোগ্য (তাতার খানিয়্যা)। দুধ সম্পর্ক বিষয়ে কোন এক মহিলার সাক্ষ্য দানের ভিত্তিতে বিচারক যদি স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছেদ করে দেন তাহলে তার এ ফায়সালা প্রত্যাখান হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ কাযীয়ে মুতলাক যদি এক পুরুষ ও দুই মহিলার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হুদূদ কিসাস সংক্রান্ত কোন মামলায় ফায়সালা ঘোষণা করেন এবং তার মতে এ জাতীয় সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা প্রদান করা জাইযও বটে তাহলে এই ফায়সালা কার্যকর হবে। কেননা মতভেদ তো কেবলমাত্র কাযা (বিচার) সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে। আর ফকীহ্দের মধ্যে কতেক এমনও আছেন যারা একে জাইয মনে করেন, যেমন কাযী শুরায়হ (র) (তাতার খানিয়্যা)। কাযী যহীরুদ্দীন (র) কর্তৃক প্রণীত ফাতওয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বিচারক যদি হুদূদ বা কিসাস সংক্রান্ত মামলায় শুধুমাত্র মহিলাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন ফায়সালা প্রদান করেন তবে তা কার্যকর হবে। এই রায় বাতিলের জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও অন্য কেউ তা বাতিল করতে পারবে না। কেননা কাযী শুরায়হ (র) এবং এক জামাআত তাবিঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা এরূপ ফায়সালা প্রদান করাকে জাইয মনে করতেন (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা) বিচারক দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে ফায়সালা করলেন। তারপর জানতে পারলেন যে, তারা কাফির ছিল। তাহলে উক্ত ফায়সালা যদি ইজমার বিপরীত বলে প্রকাশিত হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। ফায়সালা প্রদানের পর যদি বিচারক জানতে পারেন যে, তারা গোলাম ছিল তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি একথা জানা যায় যে, তারা অন্ধ ছিল, তাহলে শামসুল আইম্মা সারাখসী (র), شرح كتاب الرجوع তে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই হুকুম প্রযোজ্য হবে যে হুকুম উদ্ধৃত হয়েছে محدود فى القذف অর্থাৎ অপরাধ আরোপের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বেলায়। কিন্তু শায়খুল ইসলাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, দুই গোলামের ক্ষেত্রে যে হুকুম প্রযোজ্য হয়েছে এখানেও সেই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুখতামার গ্রন্থে যে মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে এর যাহিরী ইবারত থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। গোলাম বালক বা খৃস্টান কোন ব্যক্তির নিকট রায় চাওয়ার পর সে যদি তার রায় শুনিয়ে দেয়, তারপর উক্ত মামলা পুনরায় অন্য কোন বিচারকের আদালতে উপস্থাপিত হয় এবং তিনি পূর্ব প্রদত্ত রায় বহাল রাখেন তাহলে এরূপ করা তার জন্য জাইয হবে না। উক্ত সমাধান বালক ও খৃস্টানের ব্যাপারে তো খুবই স্পষ্ট। কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে খুবই জটিল। কেননা গোলামের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করা শরীআতে গ্রহণযোগ্য। বালক কখনো সাক্ষী হতে পারে না। কাজেই সে কাযী হতে পারবে না। এমনিভাবে খৃস্টান ব্যক্তিও মুসলমানের বেলায় সাক্ষী হতে পারে না। তাই সে কাযীও হতে পারবে না। আর গোলামের বিষয়টি হচ্ছে ভিন্নতর। কেননা গোলাম ইমাম মালিক এবং কাযী শুরায়হ (র)-এর মতে সাক্ষী হতে পারে। কাজেই সে কাযীও হতে পারবে। অতএব গোলাম কাযী যখন কোন হুকুম জারী করবে তখন এর সাথে যদি অন্য কাযীর দস্তখতও বিদ্যমান থাকে তবে অপরাধ আরোপের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় উক্ত ফায়সালাও কার্যকর হবে। যদি মহিলাকে কোন মামলায় কাযী বানানো হয় তবে হুদূদ ও কিসাস ব্যতীত সকল বিষয়েই তার ফায়সালা কার্যকর হবে। হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না। তা সত্ত্বেও সে যদি হুদূদ বা কিসাসের ক্ষেত্রে ফায়সালা প্রদান করে; তারপর তার এ ফায়সালা অন্য কোন বিচারকের আদালতে পেশ করা হয় এবং তিনি আগের ফায়সালাকে বহাল রাখেন তাহলে তার এ বহাল রাখা জাইয হবে। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এ ফায়সালা বাতিল করার অন্য কারো অধিকার নেই। ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী আল বাযদূবী (র) মুকাদ্দামাতু কাযাইল জামে কিতাবে লিখেছেন যে, তা কার্যকর হবে না। ফাতাওয়ায়ে ফযলীর ওয়াক্‌ফ অধ্যায়ে অনুরূপ উল্লেখিত হয়েছে (তাতার খানিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কোন বিচারক কাসামাত (قسامة)-এর মধ্যে কতল তথা হত্যার আদেশ প্রদান করেন তবে তার এ ফায়সালা কার্যকর হবে না। কাসামার অবস্থা হল ঃ যেমন কোন একজন নিহত ব্যক্তিকে কোন মহল্লায় পাওয়া গেল। তারপর নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিসদের কেউ এক ব্যক্তির উপর এ মর্মে অভিযোগ করল যে, তুমিই তাকে হত্যা করেছ। কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন, এটি ইমাম মালিকের ব্যাখ্যা এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর পূর্বতন ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তাদের মতে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে নিহত ব্যক্তির কোন শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকে এবং বাহ্যত ঐ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির সাথে নিহত ব্যক্তির কোনরূপ শত্রুতা না থাকে এবং নিহত ব্যক্তির ঐ মহল্লায় আগমন করা ও তাকে নিহত রূপে পাওয়ার সময়ের মধ্যে অল্প ব্যবধান থাকে তবে বিচারক নিহত ব্যক্তির ওলীর নিকট হতে তার দাবীর সমর্থনে শপথ গ্রহণ করবেন। ওলী ওয়ারিসদের শপথ করার পর বিচারক কিসাসের (হত্যার বদলে হত্যার) ফায়সালা ঘোষণা করবেন। কিন্তু আমাদের মাযহাব মতে এ অবস্থায় ফিয়াত ও কাসামা ওয়াজিব হবে (আল-মুহীত)। যদি বিচারক কিসাসের হুকুম দিয়ে দেন এবং পরে তা অন্য কাযীর আদালতে পেশ হয়, তাহলে পরবর্তী বিচারক পূর্বোক্ত রায়কে নাকচ করে দিবেন। কেননা এটি ইজমার বিপরীত ফায়সালা। কারণ সাহাবীদের যুগে ইমাম মালিক (র) ছিলেন

না। অর্থাৎ তিনি সাহাবী নন। কাজেই তার অভিমতটি (এ ক্ষেত্রে) গ্রহণযোগ্য হবে না (শরাহ আদাবিল কাযী ইমাম খাস্‌সাফ (র)।

১৪. মাসআলা ঃ যখীরা গ্রন্থে আছে,শায়খুল ইসলাম আবুল হাসান সাগদী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রেখে গাইব হয়ে গেল এবং নিখোঁজ অবস্থা অব্যাহত থাকল। এদিকে সে তার স্ত্রীর জন্য কোন খোরপোসও রেখে যায়নি। এ অবস্থায় মহিলা কাযীর আদালতে মামলা দায়ের করল। তারপর কাযী এ সম্পর্কে এমন এক আলিমের নিকট পত্র লিখলেন যার মতে এভাবে খোরপোস সরবরাহ করতে অক্ষম হলে পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া জাইয আছে। পত্র পাওয়ার পর আলিম ব্যক্তি তাই করলেন। এতে প্রকৃত পক্ষে বিচ্ছেদ হবে কিনা ? জবাবে শায়খুল ইসলাম (র) বলেন,হা বিচ্ছেদ হবে যদি খোরপোস দানে অক্ষমতা প্রমাণিত হয়ে যায়। তারপর শায়খুল ইসলাম (র)-কে আবার প্রশ্ন করা হল যে, যদি সেখানে তার জায়গা-জমি এবং অন্যান্য মাল-সামান থাকে, তাহলেও কি খোরপোস প্রদানের ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রমাণিত হবে ? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, হবে-যদি এগুলো খোরপোস জাতীয় জিনিস না হয়। কারণ খোরপোসের জন্য এসব জিনিস বিক্রি করা জাইয নেই। কেননা এটিই قضاء على الغائب (অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর রায় প্রদান করা) এর অনুরূপ। যখীরা গ্রন্থের লেখক বলেন,এই জবাবের মধ্যে আপত্তি রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে এই ফায়সালা সহীহ্ নয়। এহেন অবস্থায় যদি উক্ত ফায়সালার বিষয়টি অন্য কাযীর আদালতে উপস্থাপন করা হয় এবং তিনিও এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন তাহলেও সহীহ্ মতে উক্ত ফায়সালা কার্যকর হবে না।

১৫. মাসআলা ঃ মাজমূউন নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে, একদা শায়খুল ইসলাম আতা ইব্‌ন হামযা (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, নাবালেগা কন্যার পিতা তার কন্যাকে কোন নাবালেগ পাত্রের কাছে বিয়ে দিল এবং পাত্রের পিতা তার পক্ষ থেকে তা কবূল করে নিল। তারপর তারা উভয়ে বড় হল। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। এবং বিয়ের সাক্ষী ছিল ফাসিক। এহেন অবস্থায় (হানাফী মাযহাবের) বিচারকের জন্য জাইয হবে কি, বিষয়টিকে শাফিঈ মাযহাবের বিচারকের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া যাতে তিনি ফাসিক সাক্ষীর সাক্ষের ভিত্তিতে বিয়ে সম্পাদিত হওয়ায় উক্ত বিয়েকে বাতিল করে দেন। জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, এরূপ করা যাবে। এমনকি হানাফী কাযী নিজেই উক্ত মাযহাবের অনুসরণে এ কাজ করতে পারবেন। যদিও এটি তার মাযহাব নয়। মূলত এটা হল, নিজ মাযহাবের পরিবর্তে অন্য মাযহাবের উপর ফায়সালা প্রদান। এমনি ভাবে ওলী ব্যতীত সম্পাদিত বিয়ের হুকুমও তাই। অর্থাৎ ওলী ব্যতীত সম্পাদিত বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে, তারপর দ্বিতীয় স্বামীর দ্বারা হিলা করিয়ে তার সহবাসের পূর্বে যদি আবার তাকে বিয়ে করে নেয়। এ অবস্থায় যদি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মাযহাবের অনুসরণে বিয়ে সহীহ্ হওয়ার এবং তালাক পতিত না হওয়ার হুকুম প্রদান করা হয় তবে তা জাইয হবে। ফকীহ্ নাজমুদ্দীন (র) বলেন, আমার উস্তাদ এটিকে জাইয মনে করতেন না। কিন্তু যদি তাদেরকে শাফিঈ মাযহাবের কাযীর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি তাদের মধ্যে আকদ করিয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিয়ে সহীহ্ হওয়ারও হুকুম দিয়ে দেয় তবে তা জাইয হবে কিন্তু শর্ত হল, এ ক্ষেত্রে كاتب (পত্র লেখক) এবং مكتوب اليه (পত্র প্রাপক) কোন প্রকারের ঘুষ গ্রহণ করতে পারবে না। এ ফায়সালার অর্থ এ না যে, প্রথম বিয়েটি হারাম ছিল কিংবা সেটি সন্দেহযুক্ত বিয়ে ছিল (ফাতাওয়ায়ে নাসাফী)।

যখীরা গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যদি বিচারক ফায়সালা দেন যে, সাক্ষী বিহীন বিয়ে জাইয আছে তাহলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে (জামিউল ফাতাওয়া)। মুলতাকাত গ্রন্থের নিকাহ অধ্যায়ে আছে, জনৈক মহিলা এক মজলিসে বলল, এই লোক আমার স্বামী আর পুরুষ লোকটি বলল, এই মহিলা আমার স্ত্রী। এতে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হবে কিনা? এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিচারক যদি বিয়ের ফায়সালা দেন তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে বিয়ে হয়ে যাবে। যদি কোন মহিলা দশ দিনের জন্য বিয়ে করে এবং কোন কাযীর মতে তা জাইয থাকে তাহলে এ বিয়ে বৈধ হবে। কেননা ইমাম যুফার (র)-এর মতে যদি কোন মহিলা এক মাসের জন্য বিয়ে করে তবে তা সহীহ্ আছে। তবে মুদ্দত উল্লেখ করার বিষয়টি অনর্থক বলে গণ্য হবে। কাজেই বিচারক যদি এ ধরনের বিয়ে জাইয হওয়ার ফায়সালা দেন তা কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে কোন বিচারক যদি মুতআ বিয়ে জাইয হওয়ার হুকুম দেন তবে তা জাইয হবে না। মুতআ বিয়ের অবস্থা এই যে; কেউ কোন মহিলাকে বলল, اتمتع بك كذا مرة بكذا من المال (আমি এত টাকার বিনিময়ে তোমাকে এত দিন পর্যন্ত ভোগ করব)। পক্ষান্তরে যদি উক্ত ব্যক্তি تمتع শব্দের পরিবর্তে تزويج (তাযবীজ). যেমন বলল تزوجتك الى شهر او الى عشر ايام (আমি তোমাকে এক মাস বা দশ দিন পর্যন্তের বিয়ে করলাম) তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। যদি বিচারক এ বিয়ের বৈধতার ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দেন তবে তা জাইয হবে। যদি অন্ধত্ব বা মস্তিষ্ক বিকৃতি এ জাতীয় কোন আয়েবের কারণে উক্ত মহিলার বিয়ে রদ হওয়ার হুকুম প্রদান করা হয় তাহলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। কেননা হযরত উমর (রা) বলতেন,পাঁচ ধরনের আয়েবের কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে রদ করে দিতে পারে । উপরোক্ত আয়েবের কোন একটির কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে রদ করে দেওয়ার ব্যাপারে কাযী যদি রায় প্রদান করেন তবে তার রায় কার্যকর হবে। কেননা এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বিয়ে রদ করে দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন। বিচারক যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং স্বীকারোক্তি ছাড়াই মহর বাতিল হওয়ার ফায়সালা দেন এবং এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মতামতকে গ্রহণ করে নেন যার মতে "বিয়ে পুরান হয়ে গেলে মহর বাতিল হয়ে যায়"। কেননা মহর যিম্মায় না থাকাই স্বাভাবিক কথা। কারণ হয়তো স্বামী নিজেই মহর আদায় করে দিয়েছে অথবা স্ত্রী তাকে এর থেকে দায়মুক্ত করে দিয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত জাতীয় ফায়সালা কার্যকর হবে না। বিচারক যদি কোন নপুংসক সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেন যে, তাকে আর সময় দেওয়া যাবে না তাহলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না।

বরং তাকে সময় দেওয়া হবে। সুগরা গ্রন্থে উল্লেখ আছে,বিচারক কর্তৃক খুলাকে فسخ (বিয়ে ভঙ্গকারী) বলে হুকুম দেওয়া অন্যান্য ইজতিহাদী বিষয়ের হুকুমের অনুরূপ বলেই গণ্য। কেননা ইমাম খাহারযাদা (র) এতে সাহাবায়ে কিরামের মতভেদ নকল করেছেন। সুতরাং বিচারক যখন একে فسخ نكاح বলে ফায়সালা দিবেন তখন তা অবশ্যই কার্যকর হবে। বিচারক যদি "বিয়ের

পূর্বে তালাক বাতিল" হওয়ার হুকুম জারী করেন অথবা জীব-জন্তুর মধ্যে বাইয়ে সলম জাইয হওয়ার আদেশ জারী করেন তবে তা জাইয বলে গণ্য হবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৬. মাসআলা ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াই স্বামী যদি তাকে ফেরত (رجعت) নিয়ে নেয় এবং পরে এ ব্যাপারে এমন বিচারকের আদালতে মামলা করা হয় যার মতে স্ত্রীকে ফেরত গ্রহণের জন্য তার সম্মতি শর্ত-যেমন ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, এ কারণে তিনি যদি পূর্বের ফেরৎ গ্রহণের বিষয়টিকে বাতিল করে দেন তবে তার ফায়সালা কার্যকর হবে কিনা এবং এতটুকুর কারণে বিষয়টি ইজতিহাদী বিষয় বলে গণ্য হবে কিনা ? এ সম্পর্কে ফকীহ্গণ বলেন যে,উক্ত ফায়সালা কার্যকর না হওয়া উচিত। কেননা রাজআত তথা ফেরৎ নেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলার সম্মতি থাকা ইমাম শাফিঈ (র)-এর যাহিরী মাযহাব নয় এবং একথা তাদের কিতাবে উল্লেখও নেই। পক্ষান্তরে আমাদের ইমামগণ ইজমার দাবী করে জোর গলায় একথা বলেছেন যে,রাজআত সহীহ্ হওয়ার জন্য মহিলার সম্মতি কোনক্রমেই শর্ত হতে পারে না। কেননা রাজআত মানে হচ্ছে استدامة النكاح (বিয়েকে টিকিয়ে রাখা); পক্ষান্তরে এটি انشاء النكاح (বিহের সূচনা করা) নয়। কাজেই এটি কোন ইজতিহাদী বিষয় নয়। অতএব এক্ষেত্রে বিচারকের উক্ত ফায়সালা কার্যকর হবে না (যখীরা)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে হায়েয বা হামলের অবস্থায় তালাক প্রদান করে অথবা নিজ স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তিন তালাক প্রদান করে, তারপর বিচারক ঋতুমতী বা গর্ভবতী মহিলাকে তালাক প্রদান করা বাতিল বলে ফায়সালা করেন এবং একাধিক তালাককে বাতিল বলে ঘোষণা করেন যেমন কারো কারো মাযহাবে আছে তাহলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না। তদ্রূপ যদি একই বাক্যে প্রদত্ত তিন তালাককে বাতিল বলে ফায়সালা করেন অথবা যে তুহরে সহবাস করা হয়েছে ঐ তুহরে তালাক দেওয়ার বিষয়টিকে বাতিল বলে আদেশ দেন তবে উক্ত ফায়সালা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে বল প্রয়োগ করে কারো থেকে তালাক আদায় করার পর বিচারক যদি ঐ তালাককে বাতিল করে দেন তাহলে সে ফায়সালাও কার্যকর হবে। আর এ মামলা অন্য কোন বিচারকের আদালতে পেশ করা হলে তিনিও পূর্বোক্ত ফায়সালাকেই কার্যকর করবেন। ফাতাওয়ায়ে রশীদুদ্দীনে আছে যে, বিচারক যদি ফায়সালা দেন যে, মাতাল ব্যক্তির তালাক কার্যকর হয় না তাহলে উক্ত ফায়সালা কার্যকর হবে। কেননা এটি সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতভেদপূর্ণ ফায়সালা। ফাতাওয়ায়ে রশীদুদ্দীনে বিয়ের দাবী সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ আছে যে,দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের পর স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার পর ইদ্দতের অবস্থায় সে যদি তাকে পুনরায় বিয়ে করে তারপর সহবাসের পূর্বে আবার তাকে তালাক দিয়ে দেয় তারপর ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার আগে প্রথম স্বামী তাকে বিয়ে করে নেয়, আর হাকিমও এ বিয়ের বিশুদ্ধতার ফায়সালা দিয়ে দেন তাহলে উক্ত ফায়সালা কার্যকর হবে। কেননা এই অবস্থায় ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। ইমাম যুফার (র)-এর মাযহাব এটিই। যদি নাবালেগ সন্তানের পক্ষ হতে তার পিতা খুলা গ্রহণ করে এবং বিচারক এর বৈধতার ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দেন তাহলে এ ফায়সালা কার্যকর হবে। বিচারক যদি ممتلئة الطهور (যার তুহরের সময় দীর্ঘ সময় হয়ে থাকে) মহিলার ব্যাপারে এ মর্মে ফায়সালা করেন যে,সে মাসের গণনা হিসাবে ইদ্দত পালন করবে তবে "মিনহাজুশ শরীআ" গ্রন্থে ইমাম মালিক (র) থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণিত আছে,ইমাম মালিক (র) বলেন কোন মহিলাকে তার স্বামী তালাক প্রদানের পর যদি ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং এ সময়ের মধ্যে সে কোন খুন দেখতে না পায় তাহলে এই মহিলা سن اياس (নিরাশার বয়স) এ পৌছে গেছে বলে ফায়সালা প্রদান করা হবে। এরপর তার ইদ্দতকাল হবে তিন মাস। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সে ইদ্দত পালন করবে। হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। উপরোক্ত মাসআলা থেকে বোঝা যায় যে, দীর্ঘ তুহরওয়ালী মহিলার حد اياس (ঋতু নিস্কৃতির বয়স) তথা পঞ্চান্ন বছর বয়সে পৌছার আগে পঞ্চাশ বছর বয়সে যদি তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় অথবা পঞ্চাশের এক দুই বছর আগে যদি তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় অথবা পঞ্চাশের এক দুই বছর আগে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তবে শায়খ বুরহান উদ্দীন (র)-এর পসন্দীয় অভিমত অনুসারে এই জাতীয় মহিলাকে তার স্বামী তালাক প্রদান করে; এরপর ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তারপর যে মাসত্রয়ের মাধ্যমে সে ইদ্দত পালন করে এবং কোনও এক বিচারক অনুরূপ ফায়সালা প্রদান করে তাহলে উক্ত ফায়সালা কার্যকর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা এটি একটি ইজতিহাদী মাসআলা। এটি মুখস্ত রাখা উচিত। কেননা এ জাতীয় ঘটনা বহু ঘটে থাকে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়েছে এবং বিচারক তাকে অর্ধেক জাহীয দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করেন, অথচ মহিলা মহরের টাকা পুরা কবজা করে নিয়েছে এবং জাহীযও উসুল করে নিয়েছে তাহলে বিচারকের ফায়সালা কার্যকর হবে না। কেননা এ ফায়সালা জমহুর ফুকাহায়ে কিরামের মতের পরিপন্থী।

যদি কোন ব্যক্তি নিজ গোলামদের মধ্য থেকে কোন এক গোলামকে আযাদ করে তার নাম ঘোষণা করার আগে মারা যায়,এ অবস্থায় বিচারক যদি লটারী দেওয়ার হুকুম করেন তবে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। কেননা এটি একটি ইজতিহাদী বিষয়। ইমাম মালিক এবং শাফিঈ (র)ও অনুরূপভাবে লটারী দেওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ তার নিজের অর্ধেক গোলাম আযাদ করল অথবা দুই ব্যক্তির ইজমালী গোলামকে একজন আযাদ করে দিল। অথচ সে হল অভাবগ্রস্ত। এক্ষেত্রে বিচারক অপর মালিককে হুকুম করলেন যে, তুমি তোমার অর্ধাংশ বিক্রি করে দাও। আর সে তাই করল। এরপর তারা উভয়ে যদি অন্য এমন এক বিচারকের আদালতে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করে যে,এরূপ করাকে জাইয মনে করে না তাহলে ইমাম খাস্সাফ (র) বলেন যে, দ্বিতীয় বিচারক উক্ত বিক্রি এবং ফায়সালা উভয়ই বাতিল করে দিবেন। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) ফুকাহায়ে কিরামের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম খাস্সাফ যা বলেছেন, এটি কেবলমাত্র ইমাম খাস্সাফ (র)-এরই অভিমত। এ জাতীয় কোন রিওয়ায়াত আমাদের কোন কোন ইমামের থেকে বর্ণিত নেই। খাস্সাফ (র)-এর এ জাতীয় অভিমত না থাকলে আমরা অবশ্যই বলতাম যে, বিচারকের উক্ত ফায়সালা অবশ্যই কার্যকর হবে। কেননা তিনি ইজতিহাদী বিষয়েই ফায়সালা প্রদান করেছেন (যহীরিয়্যা)।

১৯. মাসআলা ঃ مسئلة الخمسة (পাঁচটি ইজতিহাদী মাসআলা যার বিবরণ সামনে প্রদত্ত হবে।)-এর ব্যাপারে বিচারক যদি রায় প্রদান করেন তবে তার রায় কার্যকর হবে। কেননা এটা ইখতিলাফী ও ইজতিহাদী মাসআলা। ফাতাওয়ায়ে রশীদুদ্দীনে আছে, যদি বিচারক رهن مشاع

(অবন্টিত রাহন) জাইয হওয়ার পক্ষে ফায়সালা দেন তবে তার ফায়সালা কার্যকর হবে। ইমাম দাবূসী (র) শরূতে আবূ নসর (شروط ابى نصر)-এর মধ্যে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা তিনি বলেছেন,যদি অবন্টিত বস্তু রাহন হিসাবে রাখা হয় তবে এ ব্যাপারে হাকিমের পক্ষ হতে একটি আদেশনামা লেখিয়ে নেওয়া উচিত যাতে উক্ত ফায়সালা সহীহ্ হয়ে যায়। বিচারক যদি "পানি বিক্রি করা জাইয" বলে রায় প্রদান করেন তবে অন্য বিচারক তা বাতিল করতে পারবেন না। যদি বাতিল করে দেন তবে আর কেউ এর অনুমতি দিতে পারবে না। জামেউল ফাতাওয়া এবং সিয়ারে কবীর গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে, সময় অজ্ঞাত থাকার কারণে যে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে গেছে এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার ব্যাপারে যদি কোন বিচারক যদি কোন ফায়সালা প্রদান করেন তবে এই ফায়সালা কার্যকর হবে। যদি এ জাতীয় বিষয়ে কেউ বিচারকের আদালতে মামলা করে এবং ক্রেতার জন্য ঐ মাল রেখে দেওয়া হালাল হয়। কোন বিচারক যদি মুদাব্বার গোলামের বিক্রয় জাইয হওয়ার ফায়সালা প্রদান করেন তবে ঐ ফায়সালা কার্যকর হবে। কোন মুকাতাব গোলামকে বিক্রি করা হলে এ বিক্রির ব্যাপারে যদি তার সম্মতি থাকে তবে তবে এ ব্যাপারে দুই ধরনের রিওয়ায়াত রয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে স্পষ্টতর বর্ণনা অনুসারে তা সহীহ্ হবে। কোন গোলাম যাকে বিশেষ ধরনের ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যদি তার সম্পর্কে বিচারক এরূপ ফায়সালা করেন যে, সব ধরনের ব্যবসার ব্যাপারে তার প্রতি অনুমতি নেই তাহলে এ ফায়সালা কার্যকর হবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২০. মাসআলা ঃ ইয়ামীনে মুযাফা (يمين مضافة) এবং বাইয়ে মুদাব্বার (بيع مدبر)-কে فسخ করার জন্য হানাফী মাযহাবের বিচারকের পক্ষ থেকে শাফিঈ মাযহাবের বিচারকের আদালতে মামলা হস্তান্তর করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া বিচারকগণ অবলম্বন করে থাকেন তা তখনই জাইয হবে যদি مفوض (যার আদালতে মামলা হস্তান্তর করা হয়েছে)ও বিষয়টিকে জাইয মনে করে যেমন তিনি বললেন,বিষয়টি আমার ইজতিহাদে এরূপ প্রকাশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে উক্ত বিচারক যদি বিষয়টিকে জাইয মনে না করেন তাহলে আদালতে মামলা হস্তান্তর করা সহীহ্ হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, সহীহ্ হবে। যদিও তিনি তা জাইয মনে না করেন। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। হানাফী মতালম্বী কোন বিচারক যদি কোন মামলা তার আদালত থেকে খারিজ করে শাফিঈ মতাবলম্বী কোন বিচারকের আদালতে হস্তান্তর করেন যাতে তিনি তার রায় মুতাবিক অথবা শরীআতের হুকুম মুতাবিক ফায়সালা করেন তবে সকলের মতেই এই ফায়সালা হস্তান্তর হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১ মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি একটি বাড়ি করার পর অন্য কেউ যাতে استحقاق এর ভিত্তিতে এই বাড়ি ক্রেতার হাত থেকে না নিতে পারে এ জন্য বিচারক বললেন, যদি এ বাড়ি কেউ নিয়ে যায় তবে অনুরূপ বাড়ি ক্রেতাকে দিতে হবে। এ জন্য কাউকে জামিন হওয়ার জন্য তিনি ফায়সালা দিলেন। তারপর অন্য বিচারকের আদালতে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করার পর তিনি তা বাতিল করে দিলেন। এ অবস্থায় মাসআলা হল ঃ এক ব্যক্তির একটি বাড়ি ছিল। সে ঐ বাড়িটি কারো কাছে বিক্রি করে দিল। তারপর বিক্রেতা বা অন্য কোন ব্যক্তি ক্রেতার জন্য ঐ বাড়িটি খালাস করে দেওয়ার জামিন হল। খালাসের জন্য জামিন হওয়ার মানে হল, জামিন ব্যক্তির পক্ষ হতে ক্রেতাকে একথা বলা যে, যদি এই বাড়ি তোমার নিকট থেকে হকের

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাবীতে কেউ নিয়ে যায় তবে আমি এর জামিন থাকলাম। বিক্রয় বা হিবা ইত্যাদির মাধ্যমে যে করেই হোক এটিকে আমি তোমার নিকট সোপর্দ করে দিব। যদি কোন ভাবেই ইহা আমি তোমার নিকট হস্তান্তর করতে না পারি তবে অনুরূপ বাড়ি খরিদ করতঃ তা আমি তোমার নিকট সোপর্দ করে দিব। আমাদের মাযহাবে এভাবে জামিন হওয়া বাতিল বলে গণ্য। কারো কারো মতে এভাবে জামিন হওয়া সহীহ্ হবে। খালাসীর ব্যাপারে জামিন হওয়ার যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। সাহিবে আকযিয়াও এই মতটি পসন্দ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে- ضمان خلاص والعهده والدرك সবই হল এক। অর্থাৎ এ সবের মানে হল, হকের দাবীতে কেউ যদি খরিদকৃত সম্পত্তি নিয়ে যায় তবে প্রদত্ত মূল্য ফেরত প্রদানের জামিন হওয়া। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ضمان الخلاص এর ব্যাখ্যা সেটিই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বস্তুত সাহেবাইন যা বলেছেন, তা ضمان الدرك এর ব্যাখ্যা। আর ضمان العهدة এর মানে হল পুরাতন দস্তাবেজ যা বিক্রেতার নিকট থাকে। যেহেতু সাহেবাইনের মতে ضمان الخلاص এবং ضمان الدرك এর অর্থ একই (অর্থাৎ হকের দাবীতে কেউ যদি খরিদকৃত মাল নিয়ে যায় তবে ক্রেতাকে তার প্রদত্ত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার জামিন হওয়া) কাজেই উক্ত ضمان (জামিন হওয়া) সহীহ্ হবে। পরবর্তীতে কেউ যদি মালিকানা দাবী করে ক্রেতার হাত থেকে ঐ মাল নিয়ে যায় তাহলে সে জামিন ব্যক্তির নিকট থেকে তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। অতএব বিচারক যদি এরূপ ضمان সহীহ্ হওয়ার ফায়সালা দেন এবং ক্রেতার জন্য জামিন ব্যক্তির সাথে আইনী লড়াই করা সাব্যস্ত করে তবে উক্ত ফায়সালা কার্যকর হবে। সুতরাং পরবর্তীতে যদি এই মামলা অন্য বিচারকের আদালতে উপস্থাপন করা হয় তবে তিনি তা বাতিল করতে পারবেন না। এহেন অবস্থায় কেউ যদি ক্রেতার নিকট বাড়ি হস্তান্তর করে দেওয়ার ব্যাপারে জামিন হয়, তাহলে এই যামানত সহীহ্ হবে না। তাই কাযাও সহীহ্ হবে না। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

২২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা কন্যা ইচ্ছাকৃতভাবে তার হত্যাকারীর খুন মাফ করে দেয় এবং বিচারক ঐ মাফ করাকে বাতিল করে দেন, কেননা তার রায় অনুসারে মহিলার মাফ করার অধিকার নেই, যেহেতু কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে তার কোন হক নেই, যেমন কোন কোন ফকীহ্ এর এরূপ মাযহাব রয়েছে। এ অবস্থায় বিচারক যদি ঐ ব্যক্তির কিসাস স্বরূপ হত্যাকারীকে কতল করার ফায়সালা দেন এবং রায় কার্যকর হওয়ার পূর্বে যদি এই মামলা এমন বিচারকের আদালতে যায় যার মতে মহিলা কর্তৃক খুন মাফ করে দেওয়া সহীহ্ আছে তাহলে উক্ত বিচারক এই ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টিকে কার্যকর করবেন এবং কিসাসের হুকুমকে বাতিল করে দিবেন। পক্ষান্তরে প্রথম বিচারকের ফায়সালার পর যদি উক্ত ব্যক্তিকে কতল করা হয়ে যায় তাহলে উক্ত ফায়সালা কার্যকর বলে গণ্য হবে। কাজেই এ অবস্থায় দ্বিতীয় বিচারক এ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করবেন না। ইমাম খাস্সাফ (র) এবং সাহিবুল আকযিয়া অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন, এঁ ক্ষেত্রে এরূপ বলা উচিত, যে ব্যক্তির জন্য কিসাস গ্রহণের হুকুম দেওয়া হয়েছে যদি সে আলিম হয় তবে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে। আর যদি সে জাহিল মূর্খ হয় তবে তার উপর কিসাসের হুকুম দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ আল ফাতাওয়াল খুলাসা কিতাবে আছে, যদি কোন বিচারক বন্ধক রাখা এবং ইজারা দেওয়া বস্তুর বিক্রির পক্ষে ফায়সালা দেন তবে তা কার্যকর হবে। জামেউল ফাতাওয়া কিতাবে উল্লেখ আছে,যদি বিচারকের আদালতে এ মর্মে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, তার দাসী তার কন্যা এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক অনুরূপ ফায়সালা দিয়ে দেন তাহলে আইনের দৃষ্টিতে সে তার কন্যা বলে গণ্য হবে এবং এই দাসীর সাথে সহবাস করা তার জন্য বৈধ হবে না। সে তার মীরাস ভোগ করতে পারবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উক্ত দাসীর মীরাস ভোগ করাতে তার কোন অসুবিধা নেই। যতটুকুন সফর করলে শরীআতের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি মুসাফির বলে গণ্য হয় এর চেয়ে কম দূরত্বের বিষয়ে যদি কোন বিচারক شهادة على الشهادة (সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য প্রদান) এর ভিত্তিতে কোন রায় প্রদান করেন তবে তার এ রায় কার্যকর হবে। যদি একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে নিজের পুত্রের লেখা বলে বিচারক ফায়সালা দেন তবে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না। যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে এক মহরী ওসিয়তের ফায়সালা প্রদান করা হয় কিন্তু ঐ ওসিয়ত যদি সাক্ষীদের সামনে পাঠ না করা হয় তবে ঐ বিচারকও ঐ ফায়সালাকে বলবৎ রাখবেন। এমনিভাবে বিচারকের অফিস বক্সে যে সব কাগজ পত্র আছে যদি এর ভিত্তিতে ফায়সালা করার পর তিনি এসবের কথা ভুলে যান অথবা লিখিত কোন ডকোমেন্টের উপর সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা প্রদানের পর তারা যদি এর বিষয় বস্তুর কথা ভুলে যায়। এহেন অবস্থায় তাদের যদি শুধুমাত্র তাদের হস্ত লিপি এবং মহরের কথা মনে থাকে এবং এগুলো তারা চিনতে পারে তাহলে দ্বিতীয় বিচারক পূর্বোক্ত বিচারকের ফায়সালাকে বলবৎ রাখবেন। তবে প্রথমোক্ত বিচারকের জন্য এরূপ করা উচিত নয়। উপরে বর্ণিত মাসআলা সমূহ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম যুফার (র)-এর কিসাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি এ মর্মে কসম করল যে, যদি সে গোশত খায় তবে তার স্ত্রী তালাক অথবা তার গোলাম আযাদ। তারপর সে মাছ ভক্ষণ করলে তার স্ত্রী এ ব্যাপারে বিচারকের আদালতে মামলা দায়ের করল। ফলে বিচারক তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করে দিলেন। এরপর এই একই মামলা অপর এমন এক বিচারকের আদালতে উপস্থাপন করা হল যার মতে মাছ গোশত নয় তাহলে এ অবস্থায়ও পরবর্তী বিচারক প্রথম বিচারকের ফায়সালাকে বলবৎ রাখবেন (তাতার খানিয়্যা)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি করযদার পাওনাদার ব্যক্তিকে বলে, আমি যদি আজ তোমার ঋণ পরিশোধ না করি তবে আমার স্ত্রীর উপর তিন তালাক। তারপর তার পাওনাদার গা ঢাকা দিল। এতে করযদার ব্যক্তি খুবই আশংকাগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, যদি আজ সে যাহির না হয়, বাইরে না আসে তাহলে তো আমি আমার কসমে মিথ্যাবাদী হয়ে যাব অর্থাৎ আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। তারপর সে এ সম্পর্কে বিচারককে অবহিত করলে বিচারক তার পক্ষে একজনকে উকীল নিযুক্ত করলেন এবং তাকে আদেশ দিলেন যে, তুমি এই করযদার ব্যক্তির নিকট থেকে এই পরিমাণ মাল উসুল করে নিবে। যাতে সে তার কসমে মিথ্যাবাদী না হয়। তারপর অন্য বিচারকও এই হুকুমের অনুরূপ ফায়সালা দেন তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এরূপ করা জাইয নয় (আকযিয়া)। সমস্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফকীহ্দের অভিমত এরূপই। যদিও এখানে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নাতিফী (র) বলেন, বিচারক নিজে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে একজনকে উকীল নিয়োগ করবেন। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে যা পাওনা আছে সে তা উসুল করে নিলে ঐ ব্যক্তির কসম মিথ্যা হবে না। নাতিফী (র) বলেন, এর উপরই ফাতওয়া (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান হরবীদের কোন দেশের উপর জয়ী হোন এবং তিনি তাদের জান-মাল ও জায়গা-জমির ব্যাপারে অনুগ্রহ করতে চান তবে তার এ ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে। অর্থাৎ তিনি তা করতে পারবেন। এ অবস্থায় তিনি তাদের ব্যক্তির উপর জিযয়া এবং জমা-জমির উপর খারাজ ধার্য করবেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জমিতে যদি অধিক পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয় তবে এ কারণে হযরত উমর (রা) কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ হতে অতিরিক্ত পরিমাণ তাদের উপর ধার্য করা যাবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। অবশ্য ফসলের উৎপাদন হ্রাস পেলে খারাজের পরিমাণও কমাতে হবে। এ ব্যাপারে ফকীহ্দের ইজমা হয়েছে। উপরোক্ত পরিমাণ হতে খারাজের পরিমাণ কমানোর পর যদি জমিতে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হতে শুরু করে তাহলে হযরত উমর (রা) কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ পুনরায় ধার্য করা যাবে। যদি রাষ্ট্রপ্রধান হযরত উমর (রা)-এর নির্ধারিত পরিমাণের অনুরূপ খারাজ ধার্য করেন তাহলে পরিমাণ আর বৃদ্ধি করা যাবে না। যদিও উৎপাদিত ফসল অনুপাতে উপরোক্ত পরিমাণের বেশী খারাজ ধার্য করার সুযোগ উক্ত জমিতে রয়েছে। অনুরূপভাবে খারাজের মধ্যে তাহবীল[১] করারও তার কোন অধিকার নেই। যেমন জমির উপরে প্রথমে খারাজ হিসাবে দিরহাম ধার্য করা হয়েছিল তারপর একে خراج مقاسمة (উৎপাদিত ফসলের নির্ধারিত অংশ খারাজ হিসাবে ধার্য করা) রূপান্তরিত করা হল অথবা প্রথমে خراج مقاسمة ধার্য ছিল। পরে খারাজ হিসাবে এতে দিরহাম ধার্য করা হল। এহেন অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান যদি হযরত উমর কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ হতে কিছু বাড়িয়ে দেন অথবা এক ধরনের খারাজ হতে অন্য ধরনের খারাজে একে রূপান্তরিত করে দেন আর তাদের উপর এ মর্মে আদেশও জারী করে দেন এবং তার রায়ও উক্ত ফায়সালার অনুরূপ হয়, ইত্যবসরে যদি তার স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি ওলী বা গভর্নর নিয়োজিত হোন যার রায় আগের বিচারকের রায়ের বিপরীত তাহলে দেখতে হবে যে, পূর্বের বিচারক কি হিসাবে এরূপ করেছেন। যদি তিনি যিম্মীদেরকে খুশী করার জন্য এরূপ করে থাকেন তাহলে দ্বিতীয় বিচারকও উক্ত ফায়সালাকে বলবৎ রাখবেন। পক্ষান্তরে যদি তাদেরকে খুশী করার জন্য তিনি এরূপ করে থাকেন তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। (১) হয়তো ঐ দেশকে জোরপূর্বক জয় করা হয়েছে, তারপর মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান তথাকার অমুসলিম অধিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে সেখানে বহাল রেখেছেন- তাহলে পরবর্তী গভর্নরও ঐ রায়কে বলবৎ রাখবেন। (২) অথবা সন্ধি সূত্রে তা বিজিত হবে। যদি এভাবে তা বিজিত হয়ে থাকে, এরপর যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা গভর্নর একে এক ধরনের খারাজ থেকে অন্য ধরনের খারাজে রূপান্তরিত করেন অথবা তাদের সম্মতি ছাড়াই বিচারক যদি পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেন তাহলে দ্বিতীয় বিচারক প্রথম বিচারকের ফায়সালা নাকচ করে দিবেন (যখীরা)।

১. এক জমি থেকে খারাজের হুকুম প্রত্যাহার করে তা অন্য জমির উপর আরোপ করা।

বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ যে যে ক্ষেত্রে বিচারকের রায় কার্যকর হয় এবং যে যে ক্ষেত্রে বিচারকের রায় কার্যকর হয় না

১. মাসআলা ঃ মানুষ নিজে নিজের মুকাদ্দমার বিচারক হওয়া জাইয নয়। কাজেই বিচারক যদি নিজেই নিজের মুকাদ্দমার ফায়সালা দেন হোক তা সর্ব বিবেচনায় তার অনুকূল কিংবা আংশিক বিবেচনায় তার অনুকূল তা কার্যকর হবে না। যে ফায়সালা সব বিবেচনায় বিচারকের অনুকূল বিচারকের নিজের পক্ষে নিজের এমন ফায়সালা অন্য বিচারক বহাল রাখলেও সেটি কার্যকর হবে না। কিন্তু যে ফায়সালা কোন এক দিকের বিবেচনায় বিচারকের নিজের জন্য উপকারী, এমন ফায়সালা অন্য বিচারক বহাল রাখলেও তা অবশ্যই কার্যকর হবে। বস্তুত যে বিষয়টি সার্বিক বিবেচনায় অন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট এ জাতীয় বিষয়ে রায় দানকারী ব্যক্তি যদি বিচারক হওয়ার আদৌ উপযুক্ত না হয় তাহলে অন্য বিচারক এই রায় বহাল রাখলেও এই রায় কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি উক্ত রায় প্রদানকারী ব্যক্তির যোগ্যতা নিয়ে মতভেদ হয় তাহলে অন্য বিচারক এই রায় বহাল রাখলে তা সর্বসম্মতভাবে কার্যকর হবে। যদি বিচারকের রায় সম্পর্কে এ মর্মে মতভেদ হয় যে, তিনি কি সার্বিক দিক থেকেই অন্যের জন্য রায় দিয়েছেন অথবা কোন দিক থেকে নিজের জন্য আবার কোন দিক থেকে অন্যের জন্য রায় দিয়েছেন তাহলে এই রায় অন্য কর্তৃক কার্যকর হওয়ার উপর মওকূফ (স্থগিত) থাকবে। ওকালত অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, বিচারক যদি তার বাড়ি বিক্রি করা কিংবা বাড়ি ভাড়া দেওয়া অন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা দায়ের কিংবা অন্যের আরোপিত অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য কোন উকীল নিয়োগ করে তবে তা জাইয হবে। এটি একটি স্পষ্ট কথা। কিন্তু বিচারকের জন্য জাইয হবে না নিজ উকীল অথবা উকীলের নিযুক্ত উকীলের পক্ষে ফায়সালা প্রদান করা। এমনিভাবে বিচারক তার পিতার উকীল এবং তদূর্ধ পুরুষদের উকীলের পক্ষে রায় প্রদান করতে পারবেন না। ঠিক এমনিভাবে নিজ পুত্র বা তদনিম্নবর্তী ব্যক্তিদের উকীলের পক্ষেও রায় দিতে পারবেন না। এই ভাবে বিচারক তার গোলাম এবং মুকাতাবের পক্ষে রায় দিতে পারবেন না। অনুরূপ ভাবে নিজের সেই আত্মীয়ের গোলাম এবং মুকাতাবের পক্ষেও রায় দিতে পারবেন না যার সাক্ষ্য তার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয় না। شركة مفوضة (সম অংশীদারী কারবার) বা شركت عنان (অসম অংশীদারী কারবার) এর ভিত্তিতে যাদের সাথে বিচারকের অংশীদারী ব্যবসা আছে তাদের পক্ষেও বিচারক রায় দিতে পারবেন যদি এই অংশীদারী মালের ব্যাপারেই মামলা করা হয়ে থাকে (আল-মুহীত)। যে সব ব্যক্তির পক্ষে বিচারকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় তাদের জন্যও ফায়সালা দেওয়া বিচারকের জন্য বৈধ নয়। যেমন- পিতা-মাতা,সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী। এটিই আমাদের মাযহাব (শরহুত তাহাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ যদি কোন বাক্তি মারা যায় এবং সে বিচারকের জন্য তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পতি সম্পর্কে ওসিয়ত করে যায় আর অসী বানায় অপর এক ব্যক্তিকে তাহলে ঐ মৃত ব্যক্তির পক্ষে বিচারকের কোন ধরনের ফায়সালা কার্যকর হবে না। এমনিভাবে বিচারক যদি মৃত ব্যক্তির কোন এক ওয়ারিস হোন তাহলে তিনি মৃত ব্যক্তির পক্ষে কোন ফায়সালা দিতে পারবেন না। অনুরূপভাবে যদি ওসীয়তকৃত ব্যক্তি বিচারকের পুত্র, স্ত্রী কিংবা এমন কোন আত্মীয় হয় যাদের পক্ষে বিচারকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়না অথবা যদি তাদের গোলাম হয় তাহলেও উক্ত হুকুম প্রজোয্য হবে। মৃত ব্যক্তির মীরাস বণ্টনের জন্য যাকে অসী নিয়োগ করা হয়েছে বিচারক যদি সে ব্যক্তির উকীল হোন তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা বাহ্যত এই বিচারকার্য বিচারকের অনুকূলেই হয়ে থাকবে। যদি মৃত ব্যক্তির নিকট বিচারকের টাকা-পয়সা পাওনা থাকে তবে এই মৃত ব্যক্তির পক্ষে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না। যদি বাদী-বিবাদীর কোন একজনে বিচারকের গোলাম কিংবা তার মুকাতাব অথবা এমন কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে যার ক্ষেত্রে বিচারকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় তবে উকীলের পক্ষে বিবাদীর বিরুদ্ধে ফায়সালা দেওয়া বিচারকের জন্য জাইয হবে না। নেনা এ ক্ষেত্রেও বাহ্যত ফায়সালা উকীলের স্বার্থের অনুকূলেই হবে। কোন ব্যক্তিকে মামলা চালানোর জন্য উকীল নিয়োগ করার পর ঐ উকীল যদি বিচারকের পদ লাভ করে তাহলে এই মামলার ক্ষেত্রে রায় প্রদান করা তার জন্য বৈধ হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রেও ফায়সালা বাহ্যত উকীলের পক্ষে যাবে। এহেন অবস্থায় তার জন্য জাইয হবে না মুআক্কিলের পক্ষ থেকে কাউকে উকীল নিয়োগ করা। কেননা তিনি যদি আদালতের ফায়সালার ভিত্তিতে উকীল নিয়োগ করেন তবে এটি (অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়সালা) বলে গণ্য হবে। আর যদি بحكم وكالت অর্থাৎ ওয়াকালতের অধিকারের ভিত্তিতে করে তবে এতে তো উকীল নিয়োগ হল বটে, অথচ মুআক্কিল তাকে এরূপ কোন কথা বলেনি যে, তুমি যাই করবে সব জাইয। পক্ষান্তরে মুআক্কিল যদি তাকে বলে, তুমি যা করবে সবই জাইয, তারপর সে মামলা করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করল তাহলে এ নিয়োগ প্রদান জাইয হবে। কিন্তু বিচারক এ উকীলের পক্ষে ফায়সালা দিতে পারবেন না।

৩. মাসআলা ঃ জামে কবীর কিতাবে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি মারা গেল। অথচ বিভিন্ন মানুষের কাছে তার বহু টাকা পাওনা আছে। কিছু পাওনা বিচারকের কাছে এবং কিছু পাওনা এমন ব্যক্তির কাছে যার সাক্ষ্য তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় যেমন তার স্ত্রী বা পুত্র ইত্যাদি। এই পরিস্থিতিতে যদি কোন ব্যক্তি উক্ত বিচারকের নিকট গিয়ে দাবী করে যে, মৃত ব্যক্তি আমাকে অসী নিয়োগ করে গেছে তবে এক্ষেত্রে তিন ধরনের মাসআলা রয়েছে । (১) প্রথম মাসআলাটি নিম্নে উদ্ধৃত হল। এ ব্যাপারে হুকুম হল বিচারক যদি ঐ ব্যক্তির অসী হওয়ার হুকুম প্রদান করেন তবে ইস্তিহ্সানের দৃষ্টিতে তার ফায়সালা সহীহ্ হবে। অতএব মৃত ব্যক্তির করযদারদের কেউ যদি এই ব্যক্তির নিকট ঋন পরিশোধ করে দেয় তবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি এই ফায়সালা অন্য কোন বিচারকের আদালতে পেশ করা হয় তবে উক্ত বিচারক একে বহাল রাখবেন। বাতিল করবেন না। পক্ষান্তরে যদি প্রথম বিচারক উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে অসী হওয়ার আদেশ জারী না করে থাকেন আর এ অবস্থায় যদি বিচারক বা করযদারদের অন্য কেউ তার

কাছে ঋণ পরিশোধ করে দেয়,এরপর বিচারক তার অসী হওয়ার ফায়সালা দেন তাহলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না। কাজেই মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ তার কাছে নিজেদের পাওনা দাবী করতে পারবে। এমনকি উক্ত ফায়সালা যদি অন্য বিচারকের আদালতে পেশ করা হয়, তাহলে তিনি তা বাতিল করে দিতে পারবেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিচারক এবং তার স্ত্রী-পুত্র সকলের ক্ষেত্রেই মাসআলা সমান। তিনি বলেন, যদি উক্ত ফায়সালা অন্য কোন বিচারকের আদালতে উপস্থাপন করা হয় তাহলে তিনি তা বাতিল করে দিবেন। বহাল রাখলেও তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন, বিচারকের নিজের ব্যাপারে যে মাসআলা উক্ত হয়েছে তার স্ত্রী-পুত্রের ক্ষেত্রে মাসআলাটি পূর্বোক্ত মাসআলার বিপরীত হওয়া চাই। আবার কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বে পুত্রের ক্ষেত্রে যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে তা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ঠিক আছে। কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে তা মোটেই ঠিক নয়। কোন কোন কিতাবে বর্ণিত আছে, বিচারকের ফায়সালা যদি তার স্ত্রীর পক্ষে যায় তবে উক্ত ফায়সালার কার্যকারিতা অন্য বিচারক কর্তৃক তা বহাল রাখার উপর মওকূফ থাকবে। যদি কোন ব্যক্তি অসী হওয়ার দাবী না করে বরং বিচারক নিজেই কাউকে অসী বানিয়ে দেয়, তারপর বিচারক কিংবা অপরাপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদি তার নিকট ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে অসী নিয়োগ করা এবং ঋণ পরিশোধ করা সবই জাইয হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথমে ঋণ পরিশোধ করা হয় তারপর অসী নিয়োগ করা হয় তবে এ নিয়োগ সহীহ্ হবে না।

৪. মাসআলা ঃ উপরোক্ত মাসআলার দ্বিতীয় অবস্থা হল, কারো ইনতিকালের পর অসী হওয়ার দাবী করার পরিবর্তে নসবের দাবী করা । যেমন কোন ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, সে মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং তার ওয়ারিস। তারপর সে এই দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল এবং বিচারক উক্ত সাক্ষী-সাবুদের প্রেক্ষিতে তার নসব প্রমাণিত হওয়ার ফায়সালা দিয়ে দিলেন তাহলে দেখতে হবে যে, এ ফায়সালা তার কাছে ঋণ পরিশোধ করার আগে দেওয়া হয়েছে নাকি পরে দেওয়া হয়েছে ? যদি তার কাছে ঋণ পরিশোধ করার পর নসবের ফায়সালা প্রদান করা হয় তবে তার এ ফায়সালা কার্যকর হবে না। আর যদি ঋণ পরিশোধের আগে ফায়সালা দেওয়া হয় তবে তা কার্যকর হবে। উক্ত মাসআলার তৃতীয় অবস্থা হল, অসী অথবা নসবের দাবী করার পরিবর্তে ওয়াকালতের দাবী করা। যেমন ঋণদাতা ব্যক্তির অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিচারকের নিকট এসে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এ মর্মে দাবী করল যে, ঋণদাতা ব্যক্তি আমাকে তার ঐ ঋণ উসুল করার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছে। যা সে বিচারকের কাছে বা তার উপরোক্ত আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাবে। তারপর বিচারক যদি উক্ত দাবীদার ব্যক্তিকে ঋণদাতার পক্ষ হতে উকীল বলে ফায়সালা দেন তবে এই ফায়সালা কার্যকর হবে না। এ ফায়সালা ঋণ পরিশোধ করার আগে হোক বা পরে। সর্বাবস্থায় একই বিধান হবে। যদি উকীল হওয়ার উক্ত ফায়সালা অন্য বিচারকের আদালতে যায় এবং ওয়াকালতের ফায়সালা যদি ঋণ পরিশোধ করার পর দেওয়া হয় তাহলে পরবর্তী বিচারক অবশ্যই ঐ হুকুম রদ করে দিবেন। বহাল রাখলেও তা বহাল হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে ওয়াকালতের ফায়সালা দেওয়া হয়ে থাকে এবং পরবর্তী বিচারক যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

. উক্ত ফায়সালাকে বহাল রাখেন তবে এ বহাল রাখা জাইয হবে। বিচারক যদি কোন নিখোঁজ ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাউকে مسخر নিয়োগ করেন তবে তা জাইয হবে না। এমনিভাবে তিনি যদি তার উপর কোন হুকুম জারী করেন তবে এ হুকুম প্রদান করাও জাইয হবে না। ঐ مسخر ব্যক্তিকে বলা হয় যাকে বিচারক অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার সামনে মামলার শুনানি গ্রহণের জন্য তাকে উকীল নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে মামলার শুনানি গ্রহণের জন্য বিচারকের নিকট উপস্থিত করেন এবং বিচারক জানেন যে, এই ব্যক্তি মামলার কোন পক্ষ নয় তাহলে বিচারক তার সামনে মামলার শুনানি গ্রহণ করবেন না (আল-মুহীত)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে কিতাবের সাক্ষ্য প্রদান (শাহাদত) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নিখোঁজ হল। তখন এক ব্যক্তি তৃতীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে নিখোঁজ ব্যক্তির করযদার আর নিখোঁজ ব্যক্তি তাকে উকীল নিয়োগ করেছে- যাতে সে কূফা শহরে তার যত করযদার আছে তাদের সকলের নিকট থেকে তার পাওনা উসুল করার এবং এ বিষয়ে মামলা দায়ের করল। এহেন অবস্থায় বিবাদী তার উকীল নিযুক্তির বিষয়টিকে অস্বীকার করল। তারপর বকর তার নিজের ওয়াকালতের উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। তখন বিচারক তার ওয়াকালতের ফায়সালা দিয়ে দিবেন। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, উক্ত মাসআলায় "مسخر ব্যক্তির উপর আদেশ জারী করা জাইয" হওয়ার উপর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কেননা এখানে বলা হয়েছে যে, একজন লোক একজন লোকের বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে নিখোঁজ ব্যক্তির করযদার। এ বক্তব্যটা এভাবে বলা হয়নি যে, একজন লোক এমন একজন লোকের বিরুদ্ধে দাবী করল, সে লোক নিখোঁজ ব্যক্তির করযদার (যখীরা)। মুতাআখখিরীন ফুকাহায়ে বলেছেন যে, مسخر হওয়ার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ কায়েম করা তখনই জাইয হবে যদি বিচারকের একথা জানা না থাকে যে, সে مسخر কিন্তু যদি জানা থাকে তবে জাইয হবে না। বুরহানুল আইম্মা শায়খ আবদুল আযীয (র) এই মতটিকে পসন্দ করেছেন (তাতার খানিয়্যা)। কেউ কেউ বলেন, এই মাসআলায় দুই ধরনের রিওয়ায়াত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা এ ক্ষেত্রে قضاء على الغائب (অনুপস্থিত ও নিখোঁজ ব্যক্তির উপর ফায়সালা প্রদান করা) হয়। আর قضاء على الغائب এর ক্ষেত্রে দুই ধরনের রিওয়ায়াত রয়েছে। এক রিওয়ায়াত মতে উক্ত অবস্থায় قضاء তথা ফায়সালা প্রদান করা কার্যকর হবে না। কেননা ফায়সালা প্রদানের বিষয়টি মূলতই مختلف فيه (বিতর্কিত) বিষয়। আর দ্বিতীয় রিওয়ায়াত মতে ফায়সালা কার্যকর হবে। কেননা قضاء বিষয়টি مختلف فيه বিষয় নয়। শায়খুল ইসলাম (র)ও এই মতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। ইমাম যহীরুদ্দীন (র) قضاء على الغائب না জাইয বলে ফাতওয়া প্রদান করতেন। যাতে আমাদের ইমামগণের মাযহাব ধ্বংস না হয়ে যায়। যদি বিচারক مسخر এর উপর আদেশ জারী করে দেন এবং অন্য বিচারকও তা বহাল রাখেন তবে তার এই বহাল রাখা জাইয হবে। এরপর আর কেউ তা বাতিল করতে পারবে না।

৫. মাসআলা ঃ কারো কব্যায় রক্ষিত কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ব্যাপারে বিচারক যদি ফায়সালা দেন যে, এটি অমুকের বস্তু এবং ঐ বস্তু যদি বিচারকের আওতায় না থাকে তাহলে উক্ত

ফায়সালা সহীহ্ হবে। কিন্তু মাল সোপর্দ করে দেওয়া সহীহ্ হবে না। উক্ত মাসআলার অবস্থা হল ঃ বুখারা শহরের এক ব্যক্তি বুখারা শহরের এক বিচারকের কোন সমরকন্দী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ মর্মে দাবী করল যে, সমরকন্দের অমুক মহল্লার অমুক গলিতে যে বাড়িটি অমুক ব্যক্তির কব্জায় আছে তা আমার বাড়ি। অন্যায়ভাবে সে এটি দখল করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। তাহলে বিচারক ঐ বাড়ির ব্যাপারে বাদীর পক্ষে রায় দিবেন। এবং তার রায় প্রদান করা সহীহ্ হবে। কেননা বাদী এবং বিবাদী উভয়ই হাযির আছে। কিন্তু ঐ বাড়ি সোপর্দ করে দেওয়া বিচারকের জন্য সহীহ্ হবে না। কেননা বাড়িটি তার অধিকারে নেই। তাই এই ক্ষেত্রে বুখারার বিচারক সমরকন্দের বিচারকের নিকট পত্র প্রেরণ করবেন। যাতে তিনি বাড়িটি বাদীর নিকট সোপর্দ করার ব্যবস্থা করেন (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি ঋণদাতা ব্যক্তি তার সাক্ষীদের উধাও ও নিখোঁজ অথবা মারা যাওয়ার আশংকা করে এবং সে যদি ঋণগ্রহীতা অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর তার পাওনা সাব্যস্ত করার ইরাদা করে তাহলে সে কি করবে ? এ সম্পর্কে কোন কোন ফকীহ্ বলেন, উক্ত ব্যক্তি মানুষের উপর তার হক সাব্যস্ত করার জন্য এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করবে এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর নিজের করয, তালাক,ইতাক ইত্যাদি যা কিছু সাব্যস্ত করতে চায় তা ওয়াকালতের মধ্যে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করবে। বলবে যদি অমুক ব্যক্তি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট নিজের গোলাম বিক্রি করে কিংবা সে তার নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা নিজের গোলামকে আযাদ করে তবে মানুষের উপর আমার হক সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তুমি আমার উকীল। তারপর এই উকীল বিবাদীর নিকট এই মর্মে দাবী করবে যে, অমুক গাইব (অনুপস্থিত) ব্যক্তি নিজের গোলাম বিক্রি করেছে অথবা নিজের গোলাম আযাদ করেছে এবং আমি আমার মুআক্কিলের হক সাবিত করার জন্য উকীল নিযুক্ত হয়েছি। আর আমার মুআক্কিল তোমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে। তখন বিবাদী বলবে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে উকীল নিয়োগ করেছে, তা ঠিক আছে। কিন্তু আমি জানি না যে, এ শর্ত পাওয়া গেছে কিনা ? তখন বাদী উকীল উক্ত শর্ত পাওয়া যাওয়ার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে। তারপর বিচারক ঐ শর্তের ভিত্তিতে ফায়সালা প্রদান করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে যে, এরূপ শর্ত যার মধ্যে অনুপস্থিত ব্যক্তির হক রয়েছে তা সাব্যস্ত করার জন্য কোন ব্যক্তি বাদী সাব্যস্ত হতে পারবে কিনা ? সহীহ্ মতে এভাবে কেউ বাদী সাব্যস্ত হতে পারবে না, যদি উক্ত শর্তের কারণে অন্যের ক্ষতি হয়। যেমন- তালাক,ইতাক ইত্যাদি। ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন তাই মূলত সহীহ্। ইমাম মুহাম্মাদ (র) কর্তৃক বর্ণিত মাসআলাটি হল, যদি কোন ব্যক্তি অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির উপর তার পাওনা (ঋণ) সাব্যস্ত করতে চায় তাহলে কোন ব্যক্তির জন্য উচিত হবে ঋণদাতা ব্যক্তিকে এরূপ বলা যে, আপনি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে যা কিছু পাবেন, এ ব্যাপারে আমি কফীল এবং জামিন হলাম। তারপর ঋণদাতা ব্যক্তি কফীলকে বিচারকের আদালতে উপস্থিত করবে এবং সে বলবে, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা রয়েছে এবং তার কাছে আমি যত মাল পাওনা আছি এসবের ব্যাপারে এই ব্যক্তি কফীল হয়েছে। আর তার কফীল হওয়ার আগে অমুক ব্যক্তির নিকট আমার একহাজার দিরহাম পাওনা রয়েছে। এই অবস্থায় কফীল কাফালতের কথা স্বীকার করবে। কিন্তু পাওনার কথা অস্বীকার করবে। আর তার এ অস্বীকৃতি সহীহ্ হবে। কেননা "অমুক ব্যক্তির কাছে আপনি যা কিছু পাবেন এর ব্যাপারে আমি কফীল (জামিন) হলাম" কথা তার পক্ষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হতে মাল প্রাপ্তির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি হিসাবে গণ্য নয়। এহেন অবস্থায় বাদী যখন এই ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে যে, সে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে তার কফীল হওয়ার আগে একহাজার দিরহাম পাওনা আছে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার পক্ষে কাফালত ও মাল গ্রহণ উভয়টির ফায়সালা প্রদান করা হবে। কেননা তার দাবীটি উপস্থিত ব্যক্তির অধিকার প্রাপ্তির কারণ। কাজেই উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে خصم (মামলার পক্ষ) হতে পারবে। এহেন অবস্থায় তার উপর যে ফায়সালা প্রদান করা হবে তা قضاء على الغائب বলে গণ্য হবে। সুতরাং যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে ঋণের বিষয়টিকে অস্বীকার করে তবে তার এই অস্বীকৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না এবং এটি قضاء عاى المسخر বলেও গণ্য হবে না। কারণ বাদী কফীলের উপর যা কিছুর দাবী করছে এ দাবীতে সে সত্যবাদী। তারপর সে (ঋণদাতা) কফীলকে কাফালত ও মালের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দিবে। অবশেষে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর তার পাওনা বাকী থাকবে। তদ্রূপ বিচারকের আদালতে কেউ যদি এভাবে কাফালতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে সে ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে কফীল হওয়ার দাবী করার যে কথা আমরা বর্ণনা করেছি- তা ঐ গাইব ব্যক্তির হুকুমে হোক বা তার হুকুম ছাড়া হোক উভয়ই সমান (যহীরিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক হাজার দিরহাম পাওনা দাবী করে এবং বলে যে, এই ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির তরফ হতে আমার জন্য ঐ টাকার ব্যাপারে কফীল হয়েছে এবং তার নির্দেশে হয়েছে, তাহলে এই মাসআলা এবং পূর্বোক্ত মাসআলার হুকুম একই ধরনের হবে। এই পরিস্থিতিতে বিচারক হাযির ব্যক্তির সামনে রায় দিবেন এবং এ রায় قضاء على الغائب হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিরহাম এবং এই ব্যক্তি তার তরফ থেকে আমার জন্য ঐ হাজার টাকার ব্যাপারে কফীল হয়েছে "সে তার নির্দেশে এরূপ করেছে" কথাটি বলেনি। এই পরিস্থিতিতে বিবাদী যদি বিষয়টিকে অস্বীকার করে এবং বাদী তার দাবীর অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে বিচারক উপস্থিত ব্যক্তির উপর এক হাজার দিরহাম প্রদান করার ফায়সালা দিবেন। তখন আর এ ফায়সালা قضاء على الغائب বলে গণ্য হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ বিচারক কর্তৃক লিখিত আর্জি গ্রহণ করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কোন অবস্থাতেই লিখিত আর্জি গ্রহণ করবে না এবং তা পাঠও করবে না। কারো কারো মতে ইজলাসে থাকা অবস্থায় গ্রহণ করবে না। কিন্তু বিচারক যখন নিজ বাড়িতে বা বাড়ির আঙ্গিনায় থাকবেন তখন তিনি তা গ্রহণ করতে পারবেন এবং তা পড়াও যাবে। এটিই আমাদের মাযহাব। কেননা খুলাফায়ে রাশিদীন লিখিত বয়ান গ্রহণ করতেন এবং তৎপরবর্তী আমীর ও খলীফাগণও অনুরূপ করতেন। কেননা হতে পারে যে, বাদী বা বিবাদী আযমী (ভিন দেশী) মানুষ। সে বিচারকের ভাষা বুঝে না এবং বিচারকও তার ভাষা বুঝেন না। কাজেই এ ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা জরুরী। সে বিচারকের ভাষায় মামলার বিবরণ লিখে তার কাছে হস্তান্তর করবে যাতে বিচারক মহোদয় বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম হোন। ঐ লিখিত বর্ণনা বিচারকের হস্তগত হওয়ার পর তিনি পক্ষদ্বয়ের যার আর্জি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এটি কি তোমার আর্জি ? যদি সে হাঁ বলে তাহলে বিচারক তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন যে, তুমি নিজেই

কি তা লিখেছ ? যদি বলে, হাঁ, আমি নিজেই তা লিখেছি, তাহলে তিনি তাকে বলবেন, আসলে কি বিষয়টি এমনই যেমন কাগজে লিখা আছে ? উত্তরে যদি ব্যক্তি বলে হাঁ বলে তাহলে বিচারক মহোদয় আর্জিটি পড়বেন। যদি এতে স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকে তাহলে শুধুমাত্র এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারক কোন ফায়সালা দিবেন না। অবশ্য এই লিখিত আর্জিতে যা কিছু লেখা আছে বিচারক যদি এর বিষয় বস্তু সম্পর্কে তাকে অবগত করেন এবং সে যদি তা স্বীকার করে নেয় তাহলে তিনি তার উক্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা দিতে পারবেন। تغير رضا الخصم (বাদী-বিবাদীর সম্মতি ছাড়া কাউকে উকীল নিয়োগ করা) এর মাসআলায় ফকীহ্গণ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাতে উক্ত মাসআলার নজীর (দৃষ্টান্ত) বিদ্যমান রয়েছে। অথাৎ বাদী-বিবাদীর কোন এক পক্ষ যদি কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং বিচারক যদি মনে করেন যে, সে এত শঠতা বা ষড়যন্ত্র (تلبيس - تدليس বা تغلب)-এর আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাহলে ঐ ব্যক্তিকে তিনি উকীল হিসাবে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু বিচারক যদি জানতে ও বুঝতে পারেন যে, সে নিজে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করতে সক্ষম নয় তাহলে তিনি তাকে উকীল বলে মেনে নিবেন। আলোচ্য মাসআলার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

৯. মাসআলা ঃ শামসুল আইম্মা উযজন্দী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, বিচারক যদি বাদীর দাবীর শুনানি গ্রহণ করেন এবং তার নায়েব সাক্ষীদের শুনানি গ্রহণ করেন, তাহলে বাদীর দাবী পুনরায় না শুনে সাক্ষীদের শুনানির ভিত্তিতে নায়েব এই মামলার ফায়সালা দিতে পারবেন কিনা ? জবাবে তিনি বললেন, না পারবেন না। কিন্তু বিচারক যদি তার নায়েবকে বলেন যে, তুমি সাক্ষীদের শুনানির ভিত্তিতেই হুকুম দিতে পারবে, তাহলে তিনিও ফায়সালা দিতে পারবেন। শামসুল আইম্মা (র)-কে আরো জিজ্ঞেস করা হয়েছে, বিচারক যদি বাদীর দাবী এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের শুনানি গ্রহণ করে এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা প্রদান না করেন বরং নায়েবকে ফায়সালা প্রদানের নির্দেশ দেন এবং উক্ত বিচারক যদি প্রতিনিধি বিচারক নিযুক্তির ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্তও হোন, তাহলে এ হুকুম দূরস্ত হবে কিনা ? এবং নায়েব উক্ত মামলার রায় প্রদান করলে তা সহীহ্ হবে কিনা ? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ সবই সহীহ্ হবে (তাতার খানিয়্যা)। ইমাম খাস্সাফ (র)-এর আদাবুল কাযী এবং শাহাদত অধ্যায়ে একথা উল্লেখ আছে, এক শহরের বিচারক কোন ব্যক্তির উপর এ মর্মে ফায়সালা দিলেন যে, তুমি এই পরিমাণ মাল অমুককে পরিশোধ করে দিবে এবং এ মর্মে তিনি একটি কাগজও লিপিবদ্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি মারা গেলেন। এ অবস্থায় বাদী محكوم عليه (যার উপর হুকুম জারী করা হয়েছে)-কে অন্য বিচারকের আদালতে হাযির করল এবং এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, অমুকের পুত্র অমুক বিচারক এই ব্যক্তির বিপক্ষে এই পরিমাণ পরিশোধ করার আদেশ দিয়েছেন যা এই কাগজে লিখিত আছে তাহলে দ্বিতীয় বিচারক এই পরিমাণ মাল আদায় করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে বাধ্য করতে পারবেন। যদি প্রথম বিচারক সহীহ্ভাবে মামলার রায় ঘোষণা করে থাকেন। যদি দ্বিতীয় বিচারকের নিকট সাক্ষিগণ এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, বিচারক আমাদেরকে সাক্ষী বানিয়ে ছিলেন যে, এই ব্যক্তির উপর এই পরিমাণ মাল পরিশোধ করা ওয়াজিব তাহলে দ্বিতীয় বিচারক তাকে বাধ্য করতে পারবেন না। অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে যদি সাক্ষিগণ কোন কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে কিন্তু এর কর্তা ও কর্তার নসবের কথা উল্লেখ না করে তবে এ সাক্ষ্য কবূল হবে না (খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ জারাহ্ এবং তা'দীল[১]-এর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বাদী-বিবাদী তথা কোন এক পক্ষের তরফ হতে সাক্ষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন ব্যতীত বিচারক সাক্ষীদের অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং জেরা করতে পারবেন না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রতিপক্ষের কোনরূপ অভিযোগ ছাড়াই বিচারক সাক্ষীদেরকে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন। ফাতওয়া তাদের অভিমতের উপরই। উপরোক্ত মতভেদ হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে প্রজোয্য হবে। হুদূদ ও কিসাসের ব্যাপারে সকল ইমামের মতে প্রতিপক্ষের অভিযোগ ছাড়াই বিচারক তাদেরকে তাদের বিভিন্ন অবস্থাদি এবং অপরাপর বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন। যদি কোন পক্ষ সাক্ষীদের সমালোচনা করে তবে বিচারক যাহিরী আদালতের ভিত্তিতে অর্থাৎ বাহ্যিক ন্যায়-নিষ্ঠার আলোকে তাৎক্ষণিক ভাবে কোন রূপ ফায়সালা করবেন না (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

২. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ কোন পক্ষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করার পরও ঐ পক্ষ যদি সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতার (عدالت) কথা স্বীকার করে তবে এর কয়েক অবস্থা হতে পারে । যেমন সে সাক্ষীদের ব্যাপারে বলল যে, তারা ন্যায়পরায়ণ সত্যবাদী। তারা এই সাক্ষ্য দানের সময় আমার বিরুদ্ধে যা বলেছে সত্য বলেছে। অথবা সে এইভাবে বলল যে, তারা ন্যায়পরায়ণ। কাজেই আমার বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য বৈধ। কিংবা একথা বলল যে, তারা আমার বিরুদ্ধে হক সাক্ষ্য দিয়েছে। অথবা এভাবে বলল যে, এই সাক্ষ্যে তারা যা বলেছে তা হক এবং সত্য। উপরোক্ত চার অবস্থায় সাক্ষীরা যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে বিচারক সে মুতাবিকই ফায়সালা প্রদান করবেন। কেননা এ সমস্ত শব্দ তার পক্ষ হতে মালের ব্যাপারে ইকরার (স্বীকারোক্তি) তুল্য। কাজেই এ অবস্থায় ফায়সালা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হয়েছে বলেই গণ্য হবে- সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নয়। বিবাদী পক্ষ যদি বলে, সাক্ষিগণ ন্যায়পরায়ণ, তবে তারা ভুল করেছে অথবা বলল, তারা অবশ্যই আদিল (ন্যায়পরায়ণ)। এরপর অতিরিক্ত কিছু না বলে তাহলে দেখতে হবে, مشهورعليه (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছেন) ন্যায়পরায়ণ কিনা? যদি مشهورعليه ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বিচারক সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা দিতে পারবেন। এ অবস্থায় مزكى (মুযাক্কি)[২]

১. জারাহ মানে কারো এমন সমালোচনা করা যার ফলে তার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। আর তা'দীল মানে সাক্ষীদের আদালত (ন্যায়নিষ্ঠা) এমন ভাবে প্রকাশ করা যাতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কারো আর আপত্তি থাকে না।

২. মুযাক্কি অর্থ পাককারী। এখানে উদ্দেশ্য হল এমন ব্যক্তি যিনি একথা বললেন যে, সাক্ষিগণ আয়েব থেকে মুক্ত।

এর নিকট তাদের (সাক্ষীদের) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কেননা مزكى এর ক্ষেত্রে عدد (সংখ্যা) শর্ত নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মুযাক্কির নিকট সাক্ষীদের অবস্থাদি জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বিচারক সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন ফায়সালা করবেন না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি ফাসিক হয় কিংবা অজ্ঞাত অবস্থার লোক হয়, তাহলে সাক্ষীদের ব্যাপারে তার তা'দীল বা সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এর ভিত্তিতে বিচারক ফায়সালাও করতে পারবেন না। "সাক্ষিগণ ন্যায়পরায়ণ" বিবাদীর এই বক্তব্যকে তার নিজের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে না। বিবাদী ফাসিক হলে বা অজ্ঞাত অবস্থার হলে যেহেতু তার তা'দীল সহীহ্ এ কারণে উক্ত অবস্থায় বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, সাক্ষীরা সত্য বলেছে না মিথ্যা বলেছে ? যদি বলে সত্য বলেছে, তবে তা স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে এবং এই স্বীকারোক্তির নিরিখে বিচারক ফায়সালা করবেন না। সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্বে বিবাদী যদি مشهور عليه তা বিবাদী যদি তাদেরকে আদিল বা ন্যায়পরায়ণ বলে প্রশংসা করে এবং পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার পর তাদের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে, তারপর সে যদি বিচারকের নিকট দাবী করে যে সাক্ষীদেরকে জেরা করা হোক এবং তাদের অবস্থাদি জানতে চাওয়া হোক তাহলে তাদেরকে জেরা করবেন এবং তাদের অবস্থাদি জিজ্ঞেস করবেন। সাক্ষ্য প্রদানের আগে বিবাদীর সত্যায়ন জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকারকে বাতিল করবেন। অর্থাৎ সে তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের আগে যে অভিমত ব্যক্ত করেছে তাতে সাক্ষীদেরকে জেরা করার ব্যাপারে তার যে অধিকার রয়েছে ঐ অধিকার বাতিল হবে না। কেননা তার জন্য এ কথা বলার অবকাশ রয়েছে যে, সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেওয়ার আগে ন্যায়পরায়ণ ছিল। কিন্তু তাদের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

৪. মাসআলা ঃ দুই জন সাক্ষী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন হকের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। তারপর সে তাদের একজনের তা'দীল করল এবং বলল, সে ন্যায়পরায়ণ বটে তবে এ ব্যাপারে তার ভুল হয়েছে বা সে এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছে, এ অবস্থায় দ্বিতীয় জনকে জেরা করবেন। তারপর সে যখন দ্বিতীয় সাক্ষীরও তা'দীল করবে তখন বিচারক তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা দিয়ে দিবেন। কেননা "এ ব্যাপারে তার ভুল হয়েছে বা সে এ ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হয়েছে" বিবাদীর এ বক্তব্য جرح (অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা নাকচকারী বলে গণ্য) নয়। কাজেই সে যখন দ্বিতীয় সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা স্বীকার করল তখন তাদের উভয়ের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হয়ে গেল। কাজেই তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করাও জাইয হবে। পক্ষান্তরে যদি দুইজন সাক্ষী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন হকের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে । তারপর مشهور عليه যদি বলে, অমুক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে তা হক অথবা হক বলে, অমুক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাই হক তাহলে বিচারক তার বিরুদ্ধে আদেশ জারী করবেন। এ অবস্থায় বিচারক দ্বিতীয় সাক্ষীকে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। কেননা مسهور عليه তার নিজের উপর অন্যের যে হক রয়েছে সে হকের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। কাজেই তার স্বীকারোক্তি মুতাবিক ফায়সালা প্রদান করা হবে। আর যদি সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে ঐ ব্যক্তি এরূপ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার বিষয়ে যা কিছু বলবে তা হক

pdf By Syed Mostafa Sakib

অথবা বলে, তা-ই হক। তারপর যখন উভয় সাক্ষী তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করল তখন সে বিচারকের নিকট দরখাস্ত করল যে, তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাবাদ করা হোক। কারণ আমার সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে। তারা আমার বিরুদ্ধে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করবে, তা আমার ধারণা ছিল না। তাহলে বিচারক তাদেরকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

যদি উভয় সাক্ষীর তা'দীল করা হয় তাহলে বিচারক তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন, পক্ষান্তরে যদি তাদের তা'দীল না করা হয় তাহলে তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করা যাবে না। কেননা الذى يشهد به فلان (অমুক যা সাক্ষ্য প্রদান করবে) কথাটি فى الحال (বর্তমানে) তার পক্ষ হতে স্বীকারোক্তি (اقرار) হিসাবে গণ্য নয়। বরং সাক্ষ্য দানের পর তা স্বীকারোক্তি হিসাবে গণ্য হবে। এ হিসাবে পূর্বোক্ত বক্তব্যটি تعليق الاقرار بالشرط (স্বীকারোক্তিকে শর্তের সাথে যুক্ত করা)-এর পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। অথচ স্বীকারোক্তি (اقرار)-কে শর্তযুক্ত করা ঠিক নয়। অতএব যেহেতু এ ক্ষেত্রে ইকরার তথা স্বীকারোক্তিই পাওয়া যায়নি। তাই তা'দীলও পাওয়া যায়নি। সুতরাং বিবাদী যদি বিচারকের নিকট সাক্ষীদেরকে জেরা করার আবেদন করে তবে তিনি তাদেরকে জেরা করবেন। জেরা না করে ফায়সালা দিবেন (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ তাযকিয়া[১] ও তা'দীল দুই প্রকারের হতে পারে। (১) تزكية السح (গোপন তাযকিয়া) (২) تزكية العلانية (প্রকাশ) তাযকিয়া। প্রকাশ্য তাযকিয়া ও তা'দীল হল, ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্তকারী ব্যক্তি বিচারকের আদালতে উপস্থিত হবেন। তারপর সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বিচারক ঐ ব্যক্তিকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাবাদ করবেন। সে তাদেরকে আয়েবমুক্ত ঘোষণা করবে এবং তাদের সামনে পরিষ্কারভাবে বলবে যে, তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ। আর গোপন তাযকিয়া হল, বিচারক গোপনভাবে সাক্ষীদের সম্পর্কে মুআদ্দিল (ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্তকারী)-কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তারপর সে তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ বলবে অথবা সে তাদেরকে অভিযুক্ত বলে জানিয়ে দিবে (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। মুয়াক্কি এবং মুআদ্দিলের জন্য এরূপ বলা জরুরী যে, এই সাক্ষী আদিল (ন্যায়পরায়ণ) এবং তার সাক্ষ্য প্রদান জাইয। কেননা গোলামও আদিল হয়ে থাকে; কিন্তু তার সাক্ষ্য জাইয নয় (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। যহীরিয়্যা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এটিই নির্ভরযোগ্য কথা। ফাতাওয়ায়ে ইতাবিয়্যাতে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বলে "هوعدل فيما اعلم" (আমার জানা মতে সে ন্যায়পরায়ণ) তবে এতে তা'দীল হবে না। কিন্তু যদি فى علمى عدا (আমার অবগতিতে সে ন্যায়পরায়ণ) অথবা اعلمه عدلا (আমি তাকে ন্যায়পরায়ণ জানি) বলে তবে এতে তা'দীল করা সহীহ্ হবে। আদাবুল কাযীতে উল্লেখ আছে যে, যদি মুযাক্কি বলে, هم عدول(তারা ন্যায়পরায়ণ) তবে এ কথায় তা'দীল হবে না। এমনিভাবে যদি এরূপ বলে যে, هم ثقات (তারা নির্ভরযোগ্য) তবে এতেও তা'দীল হবে না। কাজেই শুধু এতটুকু কথার উপর বিচারক নির্ভর করবেন না। কেননা অজ্ঞাত এবং অখ্যাত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এ জাতীয় বাক্য

১. সাক্ষীদেরকে আয়েব মুক্ত ও নির্দোষ ঘোষণা করাকে তাযকিয়া ও তা'দীল বলা হয়।

ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন মাশায়িখে বলেছেন যে, এতে তা'দীল হবে। যদি মুযাক্কি এরূপ বলে যে, আমি তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই জানি না তবে আদাবুল কাযীর বর্ণনা মতে এতে তা'দীল হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। আবার মাশায়িখে কিরামের কেউ কেউ এরূপও বলেছেন যে, এতে তা'দীল হবে না। কিন্তু বিশুদ্ধতম মতানুসারে এর দ্বারা তা'দীল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুযাক্কি যদি প্রজ্ঞাবান হুশিয়ার আলিম হয় তবে তার এতটুকুন বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি আলিম না হয় তবে তার এতটুকু কথার উপর ভরসা করা যাবে না। মুযাক্কি যদি বলে, আমি এই ব্যক্তির মধ্যে ভাল খাসলত ব্যতীত মন্দ কিছুই দেখছি না তবে এটি তা'দীল বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সে যদি বলে,هو عدل فيما علمنا (আমি যা জানি সে মতে এই ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠ) তবে কোন কোন আলিমের মতে এতে তা'দীল হবে। কাযী শুরায়হ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মতে এতে তা'দীল হবে না। মুযাক্কি যদি বলে, এই লোকটি আদিল যদি সে শরাব পান না করে তবে এ কথা তা'দীল হবে না। এমনিভাবে মুযাক্কি যদি বলে, আল্লাহ্ তা'আলাই এ সম্পর্কে ভাল জানেন তাহলে একথা তা'দীল তো হবেই না বরং তা জারাহ্ অভিযোগ হিসাবে গণ্য হবে (তাতার খানিয়্যা)।

৬.আসআলা ঃ তা'দীলুস সির অর্থাৎ গোপনীয় তাদীলের অবস্থা হল, বিচারক একপি কাগজে সাক্ষীদের নাম,নসব,আকৃতি,গোত্র,মহল্লা এমনকি বাজার ইত্যাদির নাম লিখে (যদি সে বাজারে বসবাসকারী মানুষ হয় তবে বাজারের কথা লিখবে) গোপনে তা মুযাক্কির নিকট হস্তান্তর করে দিবে। তারপর নির্ভরযোগ্য আমানতদার ব্যক্তিগণ তাদের প্রতিবেশীদের নিকট তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আর তা'দীলুল আলানিয়া (تعديل العلانية) তথা প্রকাশ্য তাদীলের অবস্থা হল ঃ বিচারক তলবকারী ব্যক্তিকে আদেশ দিবেন- যাতে সে এমন একদল লোক উপস্থিত করে যারা আদালত কক্ষে হাযির হয়ে প্রকাশ্যভাবে-সাক্ষীদের তা'দীল করবে এবং তাদের ন্যায়নিষ্ঠার কথা ঘোষণা করবে। এ ক্ষেত্রে শাহাদত শব্দ উচ্চারণ করাও জরুরী। এমনিভাবে এ ক্ষেত্রে সংখ্যাও শর্ত। কেননা এখানে শাহাদত তথা সাক্ষ্য দানের বিষয়টি বিদ্যমান। এ কারণেই যারা সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত নয় তাদের পক্ষ হতে তা'দীল সহীহ্ হয় না। যদিও সে ব্যক্তিগতভাবে আদীল হয়। প্রকাশ্য আদীল করার ক্ষেত্রে মুযাক্কি এবং শাহেদ (সাক্ষী) উভয়ের উপস্থিতি একান্ত জরুরী। আমাদের এই যমানায় গোপনভাবে তা'দীল করা যথেষ্ট। কেননা কারো ব্যাপারে প্রকাশ্যে তা'দীল বা প্রশংসা করা হলে তাতে ফিতনা এবং বিপদের আশংকা রয়েছে। সাক্ষীদের অবস্থাদি জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এমন লোকদেরকে মনোনীত করা উচিত যারা বিশুদ্ধতা পরহিযগারী এবং আমানতদারীতে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং যাদের লোকদের খবরাখবরও আছে এবং যারা ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতাও রাখেন। কিন্তু তারা তদন্তকারী হিসাবে মানুষের কাছে পরিচিত নয়। কেননা লোকেরা যদি একথা জানতে পারে যে, তারা তদন্তকারী তাহলে তাদের ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও হতে পারে। মুযাক্কির জন্য সমীচীন হল, সাক্ষীদের অবস্থা সম্বন্ধে তাদের প্রতিবেশী এবং বাজারী লোকদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা। তাদের তদন্ত করা এবং খোঁজ-খবর নেওয়ার পর যদি তার নিকট তাদের ন্যায়পরায়ণতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রমাণিত হয় তাহলে ঐ কাগজের নীচে এ কথা লিখে দেয়া যে, আমার নিকট ঐ ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ এবং বিশ্বস্ত এবং তার সাক্ষ্য জাইয। অন্যথায় এ কথা লিখবে যে, আমার নিকটে সে আদিল এবং বিশ্বস্ত নয়। তারপর এতে সীলমোহর লাগিয়ে তা ফেরত দিয়ে দিবে। এরপর বিচারক বাদী ব্যক্তিকে বলবেন, তোমার সাক্ষীদের ব্যাপারে অভিযোগ আছে। "তাদের جرح করা হয়েছে এ কথা বলবেন না। অথবা তিনি বলবেন, আমার নিকটে তোমার সাক্ষিগণ প্রশংসিত প্রমাণিত হয়নি। কেননা এরূপ বলাতে মানুষের দোষ গোপনীয় থাকে। আর যথা সম্ভব মানুষের দোষ গোপন করে রাখা ওয়াজিব (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

৭. মাসআলা ঃ গোপনে এবং প্রকাশ্যে উভয়ভাবেই সাক্ষীদের তাযকিয়া সংগ্রহ করা বিচারকের জন্য উত্তম। উভয় তাযকিয়া সংগ্রহ করার মানে হল, গোপনভাবে সাক্ষীদের তা'দীল করার পর বিচারক সাক্ষী ও মুযাক্কি উভয় পক্ষকে একই মজলিসে হাযির করে মুযাক্কিকে বলবেন, তোমরা কি এদেরই তাযকিয়া করেছিলে এবং তাদেরকেই নির্দোষ এবং বিশ্বস্ত বলেছিলে? কিতাবুল আকযিয়াতে বর্ণিত আছে, যে লোক প্রকাশ্যে তা'দীল করেছে গোপনভাবেও সেই তা'দীল করবে এটাই অধিক সমীচীন। এটিই আমাদের ইমামগণের অভিমত (আল-মুহীত)। বিচারক যদি সতর্কতা অবলম্বন করে প্রথম মুযাক্কি ব্যতীত অন্য কাউকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় তাহলে তিনি প্রথম জনের সাথে যেরূপ আচরণ করেছেন দ্বিতীয় জনের সাথেও ঐরূপ আচরণই করতে হবে এবং শেষোক্ত জনকে একথা জানতে দেওয়া যাবে না যে, তিনি অপর ব্যক্তিকেও তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। যদি প্রথম জনে তাদের সমালোচনা (جرح) করে এবং দ্বিতীয় জনে তা'দীল করে তবে দ্বিতীয় মতের কারণে উভয়ের বক্তব্য সাকিত (রহিত) হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে অবস্থা এমন হল, যেন বিচারক কাউকে জিজ্ঞাসাবাদই করেননি। যদি তৃতীয় ব্যক্তি তাদের তা'দীল করে তবে তা'দীল উত্তম বলে গণ্য হবে। আর যদি جرح করে তবে এটিই উত্তম বলে বিবেচিত হবে। তারীফ (تعريف) তাদীলেরই অনুরূপ। তারীফ ও তা'দীল উভয়টি মহিলার পক্ষ হতেও সহীহ্ আছে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। যাদের পক্ষ হতে সাক্ষ্য প্রদান করা জাইয নেই তাদের পক্ষ হতে প্রকাশ্য তা'দীল করাও সহীহ্ নয়। গোলাম, মুকাতাব, মহিলা, অপবাদ আরোপের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির তা'দীল সহীহ্ নয়। এমনিভাবে মাতা-পিতা এবং সন্তান-সন্ততির পক্ষ হতেও তা'দীল করা সহীহ্ নয়। কিন্তু উপরোক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ হতে গোপন তা'দীল করা সহীহ্ আছে। সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে যে যে শর্ত রয়েছে প্রকাশ্য তা'দীলের ক্ষেত্রে শর্তসমূহ প্রজোয্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ কাফির যদি কোন মামলার সাক্ষী হয় তবে মুসলমান মুআদ্দিলই তাদের তা'দীল করবে। যদি মুসলমানরা তাদেরকে না চিনে তাহলে মুসলমানরা জিজ্ঞেস করে জেনে নিবে; কারা কারা মুশরিকদের মধ্যে বিশ্বস্ত। তাদেরকে খুঁজে বের করার পর তারা কাফির সাক্ষীদের অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বাদীর তাযকিয়া কোন ধর্তব্য বিষয় নয়। যদি একদল লোক তা'দীল করে এবং দুইজনে جرح অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কোনরূপ تعصب তথা সাম্প্রদায়িক বদখেয়াল থাকে তবে তাদের جرح গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোন সাক্ষীর ফিসক প্রকাশ পায় তারপর সে এক

pdf By Syed Mostafa Sakib

বছর বা ততোধিক সময় সম্পূর্ণরূপে উধাও থাকে, এরপর আগমন করে এবং তখন তার মধ্যে ভাল ব্যতীত কোন মন্দ দেখা যায় না তবে এ অবস্থায় মুআদ্দিলের জন্য তার সমালোচনা (جرح) করা সমীচীন হবে না। যদি সাক্ষীদ্বয়ের তা'দীল তাদের মারা যাওয়ার পর করা হয় তবে বিচারক তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা দিতে পারবেন। এমনিভাবে যদি তারা গাইব হয়ে যাওয়ার পর তাদের তা'দীল করা হয় তবে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি সাক্ষিগণ মূক বা অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাদের তা'দীল করা হয় তবে এ অবস্থায় বিচারক তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবেন না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

৯. মাসআলা ঃ মুআদ্দিল (معدل) এরূপ হওয়া চাই যেন সে ফকীর বা লোভী না হয়। যেন তাকে অর্থ প্রলোভনের দ্বারা ধোঁকা দেওয়া সম্ভব না হয়। বরং উচিত হল তার এমন ফকীহ্ (প্রজ্ঞাবান আলিম) যে জারাহ্ এবং তাদীলের কারণাদি সম্পর্কে সর্বোতভাবে অবগত থাকবে। বিচারক যদি মুআদ্দিল হিসাবে এমন দুই ব্যক্তির সন্ধান পান যাদের একজন আলিম কিন্তু ফকীর আর অন্যজন ধনী তবে আলিম নয় তাহলে বিচারক আলিমকেই মুআদ্দিল হিসাবে মনোনীত করবেন। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, বিচারক এমন দুই ব্যক্তিকে মুআদ্দিল হিসাবে পেলেন যাদের একজন নির্ভরযোগ্য আলিম যিনি কোন মানুষের সাথে মেলামেশা করেন না এবং অপর জন এমন নির্ভরযোগ্য বটে কিন্তু আলিম নয় তবে সে মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাহলে আলিম ব্যক্তিকেই মুআদ্দিল মনোনীত করা হবে। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয় তার নিকট সহীহ্ বলে প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। সর্বোপরি সে তার ইলমের ভিত্তিতে জারাহ্ তা'দীল করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে গায়রে আলিম ব্যক্তির পক্ষে আদীল এবং গায়রে আদিল চিনা ভারী দুষ্কর। কাজেই মুআদ্দিল হওয়ার জন্য আলিমই সর্বাধিকযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে, মুযাক্কির জন্য উত্তম হল, উদাসীন এবং এমন নির্জনবাসী না হওয়া যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না। কেননা সে যদি গাফিল ও উদাসীন হয় এবং মানুষের সাথে মেলামেশা না করে তবে অবস্থা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে না। এবং তাদের হালত তাদের সামনে পরিষ্কার হবে না এবং বিশ্বস্ত এবং বিশ্বস্ত নয় এর মাঝে পার্থক্য করতে পারবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুযাক্কির ক্ষেত্রে বিচারকের পক্ষ হতে মুযাক্কির নিকট প্রেরিত দূতের ক্ষেত্রে এমনিভাবে অনারব ব্যক্তি, অনারব সাক্ষী এবং অনারব বিবাদীর বক্তব্যের যে ব্যক্তি অনুবাদ করে সে দোভাষীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা শর্ত নয়। এ সব কাজে এক ব্যক্তিও যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সংখ্যা নির্দিষ্ট পরিমাণ হওয়া শর্ত। এ সব কাজের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি যথেষ্ট নয়। যদি مشهود به (যে সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে তা) এমন হক সম্পর্কিত বিষয় হয় যে, ক্ষেত্রে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য জরুরী তাহলে দুইজন ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই ঐ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি এমন হক সংক্রান্ত বিষয় হয় যা চার ব্যক্তির সাক্ষ্য ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না তাহলে এই ক্ষেত্রে সাক্ষীর সংখ্যা চার হওয়া শর্ত। ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে এক মত যে, সংখ্যা এবং শাহাদত শব্দটি উচ্চারণ করা ছাড়া সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত রয়েছে অর্থাৎ ন্যায় নিষ্ঠা, বালেগ হওয়া, দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হওয়া এবং القذف فى محدود না হওয়া এগুলো এই ক্ষেত্রে শর্ত হিসাবে গণ্য। যাহিরী রিওয়ায়াত

অনুসারে আযাদ হওয়াও শর্ত- যা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।যদি مشهود عليه মুসলমান হয় তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামও শর্ত। ফকীহ্দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে শাহাদত শব্দ উচ্চারণ করা এ ক্ষেত্রে শর্ত নয়। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মতভেদ গোপন তাযকিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে প্রকাশ্য তাযকিয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যার বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে শর্ত। শায়খ আবূ আলী নাসাফী (র) তৎপ্রণীত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সূত্রে যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, গোপন তাযকিয়ার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর ক্ষেত্রে সংখ্যার বিষয়টি শর্ত নয়। দোভাষী যদি অন্ধ হয় তবে উসুলের কিতাব ছাড়া অন্য কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এমন ব্যক্তির জন্য দোভাষী হওয়া জাইয নেই। কেননা অন্ধত্ব এক প্রকারের অভিযোগ (جرح) কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর থেকে জাইয হওয়া কথা বলা হয়েছে। স্বাধীন ও বিশ্বস্ত নারী সাহেবাইনের মতে সেও পুরুষের ন্যায় দোভাষীর কাজ করতে পারবে। উপরোক্ত হুকুম মালামাল এবং এমন সব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আর যে ক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না সে ক্ষেত্রে মহিলার দোভাষী হওয়া জাইয হবে না। কিতাবুল আকযিয়াতে বর্ণিত আছে, মুযাক্কি যখন সাক্ষীদের তা'দীল করবে তখন তার জন্য এরূপ বলা উচিত যে, তারা ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত এবং তাদের সাক্ষ্য দেওয়া জাইয। তাদীলের ক্ষেত্রে এরূপ বলাই উত্তম। মুআদ্দিলের জন্য উচিত, সাক্ষীদের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য এমন লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা যার মধ্যে মুযাক্কি হওয়ার উপরোক্ত গুণাবলী বিদ্যমান আছে। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) বলেন, মুআদ্দিল সাক্ষীদের অবস্থা তাদের প্রতিবেশীদের নিকট জিজ্ঞেস করবেন যদি তাদেব পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্য কোন বিদ্বেষ না থাকে এবং তাদের প্রতি তার কোন অনুগ্রহ না থাকে। যেমন জমিদারকে খারাজ, কর ইত্যাদি না দেওয়া। শায়খ আবূ আলী নাসাফী (র) এ মতটি পসন্দ করেছেন। এবং এটি তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুআদ্দিল যাদের নিকট সাক্ষীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তাদের মধ্যে অন্যতম হল, সাক্ষীর গোলাম (থাকলে) এবং বন্ধু-বান্ধব ও নিকট আত্মীয়। যদি সাক্ষীদের এমন কোন প্রতিবেশী না থাকে যারা তা'দীল করার যোগ্য তাহলে মহল্লাবাসীদের নিকট তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর যদি তারা সকলেই অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বস্ত হয় তবে এক্ষেত্রে تواتر الاخبار (তাদের সম্পর্কে লোক সমাজে যে সমস্ত সংবাদ ছড়িয়ে আছে)-এর উপর নির্ভর করবে। এমনিভাবে মুআদ্দিল যদি প্রতিবেশী এবং মহল্লাবাসী ছাড়া অন্য লোকদেরকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তারা সকলেই অনির্ভরশীল ও অবিশ্বস্ত মানুষ হয়, এহেন অবস্থায় যদি তারা সকলেই কোন ব্যক্তির আদালত বা জারাহ্ করার উপর একমত হয়- আর মুআদ্দিলের মনে মনে এরূপ খেয়াল আসে যে, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তারা সত্যবাদী তাহলে এটিও تواتر الخبار এর অনুরূপ বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত ব্যক্তিদের কেউ যদি সাক্ষীদের তা'দীল করে আবার কেউ জারাহ্ করে তাহলে দুই মুযাক্কি দুই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করলে সে ক্ষেত্রে যে হুকুম হয় এ ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ হুকুমই হবে। সাক্ষী যদি পরদেশী মুসাফির মানুষ হয় এবং গোপনভাবে তার অবস্থা জানার কোন উপায় না থাকে তাহলে বিচারক নিজেই কারা কারা তার পরিচিত তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সে

তাদের নাম বলার পর তিনি গোপন ভাবে তাদের অবস্থা জেনে নিবেন। তারপর যখন বিচারকের নিকট এ কথা প্রকাশিত হবে যে, তার পরিচিত লোকেরা তা'দীল করার উপযুক্ত তখন তিনি তাদেরকে সাক্ষীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তারা জারাহ্ বা তা'দীল যা কিছুই করবে, বিচারক তাদের সে অভিমতের উপর নির্ভর করবেন। অন্যথায় এক্ষেত্রে (توقف) করা হবে। তারপর বিচারকের আয়ত্তাধীন শহরে ঐ ব্যক্তির এলাকায় যে মুআদ্দিল রয়েছে তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আর যদি তার আয়ত্তাধীন শহরে এ জাতীয় কোন মুআদ্দিল না থাকে তবে তার অবস্থা জানার জন্য ঐ শহরের দায়িত্বশীল বিচারকের নিকট পত্র লেখা হবে। ফকীহ্ হিশাম (র) বলেন, একদা আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি বিচারকের আদালতে কোন বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করল। অথচ সে পঞ্চাশ মাইল দূরের মানুষ। তখন বিচারক তার নিয়োজিত আমীনকে কিছু পয়সা দিয়ে সেখানে পাঠালেন। তারপর সে মুআদ্দিলকে সাক্ষীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এহেন অবস্থায় বিচারকের এই টাকাকে বহন করবে ? জবাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বললেন, বাদী এর ব্যয় বহন করবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ নাওয়াদির ইব্ন সিমাআতে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, বিচারকের জন্য উচিত নয়, সাক্ষীদের সম্পর্কে এমন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা যার مشهود له (যার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে)-এর কাছে কিছু মাল পাওনা রয়েছে। এ হুকুম হবে ঐ সময়ে যখন مشهود له مفلس (গরীব) হয় এবং বিচারক নিজে তাকে مفلس বা দেওলিয়া ঘোষণা করেন অথবা সে এমন কোন মৃত মানুষ হয় যার অসী অন্য ব্যক্তির সামনে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ কায়েম করেছে। উপরোক্ত মাসআলার নযীর এবং উদাহরণ হল, যেমন এক ব্যক্তি যে মামলার সাক্ষী সে مشهود له এর কাছে কিছু মাল পাবে। আবার এ দিকে সে বিচারকের নির্দেশে দেওলিয়া বা মুফলিস (مفلس) হয়ে গেছে। তাহলে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেহেতু সন্দেহের অবকাশ আছে তাই তার সাক্ষ্য مشهود له এর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু সে مفلس না হলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং সাক্ষীদের ব্যাপারে তার তা'দীলও সহীহ্ হবে। কেননা এ অবস্থায় তার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একজন পরদেশী মানুষ কোন এক কওমের মাঝে এসে বসবাস করতে শুরু করল। তারপর এই ব্যক্তি কোন এক ঘটনা সম্পর্কে বিচারকের আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করল। তারপর বিচারক বা মুআদ্দিল তার অবস্থা সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা তাকে সৎ লোক বলে পরিচয় দিল। তার আদালত বাতিল হওয়ার মত কোন কিছু যাহির হল না। এহেন অবস্থায় তারা কি তার তা'দীল করতে পারবে ? জবাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) প্রথমে এ কথা বলতেন যে, যদি উক্ত লোকটি তাদের মাঝে ছয় মাস অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় তারা তার মাঝে ভাল ছাড়া অন্য কিছু দেখতে না পায় তাহলে তারা তার তা'দীল করতে পারবে। কিন্তু এর থেকে কম সময় অবস্থান করলে তারা তার তা'দীল করতে পারবে না। তারপর তিনি তার এই অভিমত থেকে রুজু করেছেন এবং বলেছেন, যদি সে তাদের মাঝে এক বছর অবস্থান করে এবং তারা তাদের মাঝে ভাল ছাড়া অন্য কিছু দেখতে না পায় তাহলে তারা তার তা'দীল করতে পারবে। নতুবা তা'দীল করতে পারবে না। সুগরা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া। হিশাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

(র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঐ ব্যক্তির অবস্থানের মুদ্দত এই পরিমাণ হওয়া চাই ; যে সময়ের মধ্যে লোকজন তার চারিত্রিক অবস্থা সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা করে নিতে পারে। ফকীহ্ ইব্রাহীম (র) বর্ণনা করেছেন,যে ব্যক্তি তার অবস্থানের মুদ্দত নির্দিষ্ট করেছে সে ভুল করেছে। ইহা এই কারণে যে, মুদ্দত এই পরিমাণ সময় হতে হবে যে সময়ের মধ্যে মানুষের মনে তার আদালতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। অনেক সময় এমন হয় যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দুই মাসের মধ্যেই চিনে ফেলে। আবার কারো অবস্থা এমন হয় যে, এক বছরেও সে তাকে চিনতে পারে না। এই অভিমতটিই ফিকহের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াসও অনুরূপই (তাতার খানিয়্যা)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি এই ব্যাপারে কোন সময় নির্ধারণ করছি না। বরং এর মুদ্দত হল, এই পরিমাণ সময় যে সময়ের লোকটির আদালত সম্পর্কে মানুষের দিলে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়। ফাতওয়া এর উপরই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কোন বালক বালেগ হয় এবং কোন মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তার হুকুমও ঐ মুসাফির ব্যক্তির অনুরূপ যে অন্য স্থান থেকে এসে কোন কওমের মধ্যে বসবাস করতে আরম্ভ করে। কিন্তু তারা তার তা'দীল করে না যতক্ষণ তার সৎকর্মপরায়ণ হওয়া এবং তা'দীল হওয়ার বিষয়টি তাদের নিকট পরিষ্কার না হয়। তাদের নিকট তার অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার মুদ্দত ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর কিয়াস অনুসারেই সুনির্দিষ্ট হবে- যা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত অনুসারে তা সুনির্দিষ্ট নয়। বরং এর মুদ্দত হবে ঐ পরিমাণ সময় যে সময়ের মধ্যে তার সম্পর্কে মানুষের দিলে কোন একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়। যদি কোন খৃস্টান ব্যক্তি মুসলমান হয়ে পরে কোন মুকাদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে এর হুকুম কি হবে। এ সম্পর্কে ফকীহ্গণ বলেন, যদি বিচারক খৃস্টান থাকা অবস্থায় তাকে আদীল হিসাবে জানেন তাহলে বিনা দ্বিধায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি বিচারক তা না জানেন তাহলে খৃস্টান থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তার আফালত সম্পর্কে জানত এরূপ ব্যক্তির নিকট তার আদালত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি সে তা'দীল হয় তবে বিনা দ্বিধায় ঐ ব্যক্তি তার তা'দীল করতে পারবে। আমাদের কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন যে, যদি কোন বালক বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌঁছে এবং বাল্যকাল থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সে সর্বদাই বুদ্ধিমান ছিল তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুআদ্দিলের জন্য জাইয হবে তার তা'দীল করা। পক্ষান্তরে "সে বালেগ হওয়া পর্যন্ত সর্বদা বুদ্ধিমান ছিল কিনা" এ কথা যদি জানা না যায় তবে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে তা'দীল করবে এবং মুআদ্দিল ঐ পরিমাণ সময় অপেক্ষা করবে যে সময়ের মধ্যে তার দিলের মধ্যে এ কথা আসে যে, সে আদিল এবং ন্যায়পরায়ণ যেমন মুসাফিরের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। যিনি উপরোক্ত মত পোষণ করেন তিনি ন্যায়পায়ণতার শর্ত বিবেচনা করার ক্ষেত্রে বালক এবং খৃস্টান উভয়কে সমপর্যায়ের মনে করেন। শায়খ আবূ আলী নাসাফী (র) এই অভিমতটি পসন্দ করেছেন। কিন্তু বালক সম্পর্কে আমাদের পূর্ব বর্ণিত অভিমতটিই প্রসিদ্ধ (যখীরা)।

১২. মাসআলা ঃ কিতাবুল আকযিয়ায় ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে, দুই খৃস্টান ব্যক্তি কোন এক খৃস্টানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল এবং খৃস্টান থাকা অবস্থায় তাদের তা'দীলও

করা হয়েছিল। তারপর مشهود عليه (যার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছিল) ইসলাম গ্রহণ করল, এরপর সাক্ষীদ্বয়ও ইসলাম গ্রহণ করল তাহলে বিচারক উপরোক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন ফায়সালা করবেন না। কেননা সাক্ষ্য প্রদান কালে তারা কাফির ছিল। কিন্তু যদি মুসলমান হওয়ার পর তারা পুনরায় সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে বিচারক কোন মুসলমান মুআদ্দিলের নিকট তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কেননা পূর্বের তা'দীল ইসলাম গ্রহণের পর مشهود عليه -এর ক্ষেত্রে حجة হিসাবে গণ্য নয়। কেননা এ তা'দীল তো হয়েছিল কাফিরের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত তা'দীল কাফিরের পরিবর্তে কোন মুসলমান কর্তৃক হলে বিচারক এর ভিত্তিতে অবশ্যই ফায়সালা দিতে পারতেন। কারণ উক্ত তা'দীল حجة এবং শরীআতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যও বটে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি কবীরা গুনাহ্ করল- যার ফলে সে সাক্ষ্য দানের অনুপযুক্ত হয়ে গেল। তারপর সে তওবা করত বিচারকের সামনে সাক্ষ্য প্রদান করল। অথচ তওবা করার পর এখনও পর্যন্ত তার বেশ সময় অতিক্রান্ত হয়নি। এহেন অবস্থায় মুআদ্দিলের জন্য সমীচীন হবে না তার তা'দীল করা, যাবত না এই তওবার অবস্থায় তার দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে এবং মুআদ্দিলের দিলে এই ধারণা সৃষ্টি হবে যে, নিষ্ঠার সাথেই তার সম্পাদিত হয়েছে (আল-মুহীত)। আমাদের কোন কোন মাশায়িখ এরূপ অবস্থার জন্য ছয় মাস নির্ধারণ করেছেন। আবার কেউ কেউ এক বছর সাব্যস্ত করেছেন। তবে এ সম্পর্কে সহীহ্ অভিমত এই যে, বিষয়টি বিচারক এবং মুআদ্দিলের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে (যহীরিয়্যা)।

১৩. আসআলা ঃ যদি ফাসিক ব্যক্তি ফাসিক অবস্থায় কোন মামলার সাক্ষ্য প্রদান করে, তারপর তওবা করে এবং এ তওবার উপর তার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে এ সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে বিচারক কোন ফায়সালা দিবেন না। বরং তিনি তাকে পুনরায় সাক্ষ্য দিতে বলবেন। যদি সে পুনরায় সাক্ষ্য প্রদান করে এবং মুআদ্দিলও তার তা'দীল করে তাহলে বিচারক এর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, যদি ফিসকের অবস্থায় সে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে তা ফিসকের কারণে প্রত্যাখ্যাত না হয়ে থাকে। যদি প্রসিদ্ধ কোন ফাসিক ব্যক্তি গাইব (উধাও) হয়ে যায় এবং এক বা দুই বছর পর্যন্ত গাইব হয়ে থাকে, তারপর ফিরে আসে, এহেন অবস্থায় যদি তার মধ্যে ভাল গুণ ব্যতীত অন্য কিছু দেখা না পায়, তারপর সে যদি বিচারকের আদালতে কোন মামলার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং বিচারক মুআদ্দিলকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাহলে তার পূর্বের অবস্থানুসারে তার প্রতি জারাহ্ বা দোষারোপ করা মুআদ্দিলের জন্য সমীচীন হবে না। এমনিভাবে তার আদালত স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার তা'দীল করাও তার জন্য উচিত হবে না। মূলত তার অবস্থা হল, ঐ মুসাফিরের ন্যায় সে ভিন দেশ থেকে এসে কোন কওমের মাঝে বসবাস শুরু করেছে। এমনিভাবে যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম গ্রহণের আগে তার থেকে এমন কিছু ব্যাপার সংঘটিত হয়ে গিয়ে থাকে যা তার ক্ষেত্রে جرح অর্থাৎ আয়েব হিসাবে গণ্য তাহলে মুআদ্দিল পূর্বের অবস্থানুসারে তার জারাহ্ও করবে না এবং আদালত যাহির না হওয়া পর্যন্ত তার তা'দীলও করবে না। যদি মশহুর কোন আদীল ব্যক্তি কিছু দিন গাইব থাকার পর আবার ফিরে আসে এবং কোন মামলার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে, তারপর বিচারক তার সম্পর্কে মুআদ্দিলকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তার গাইব থাকার সময় যদি বেশী না হয় তাহলে মুআদ্দিল তার তা'দীল করতে পারবে। আর যদি গাইব থাকার সময় অনেক বেশী হয় যেমন ছয় মাস বা ততোধিক সময় তাহলে দেখতে হবে যে, লোকটি আদালতের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কিনা ? যদি সে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইব্ন আবী লায়লা (র)-এর মত প্রসিদ্ধ হয় তবে মুআদ্দিল তার তা'দীল করতে পারবে। আর প্রসিদ্ধ না হলে মুআদ্দিল তার তা'দীল করবে না। যদি বিচারকের সামনে সাক্ষীদের তা'দীল করা হয় এবং বিচারক নিজেও তাদের আদালত সম্পর্কে জানতে পারেন, তারপর তারা যদি বিচারকের আদালতে পুনরায় সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং তা'দীল ও দ্বিতীয় সাক্ষ্যের মাঝে ব্যবধান খুবই কম হয় তবে বিচারক কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবেন। আর যদি এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী হয় তাহলে বিচারক তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এরপর ফায়সালা দিবেন (আল-মুহীত)। ব্যবধানের পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার মুদ্দত কত ? এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ছয় মাস বা এর চেয়ে কম সময় হল কম মুদ্দত। আবার কেউ কেউ বলেন, এক বছর বা এর চেয়ে কম সময় হল কম মুদ্দত। বিশুদ্ধ মতানুসারে বিষয়টি বিচারকের রায়ের উপর ন্যস্ত থাকবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি মুযাক্কি সাক্ষীদের আদালত সম্পর্কে অবগত থাকে কিন্তু সে জানে যে, বাদী যে দাবী করছে তা বাতিল এবং সাক্ষ্যের কিছু কিছু বিষয়ে সাক্ষীদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়- তাহলে তার নিকট যে কথা সহীহ্ভাবে প্রমাণিত তা সে বিচারকের নিকট স্পষ্টভাবে বলে দিবে। অর্থাৎ সাক্ষীদের আদালত, সাক্ষ্যের কিছু কিছু বিষয়ে সাক্ষীদের সন্দেহ এবং বাদীর বাদী বাতিল এই কথাগুলো সে বিচারকের নিকট পরিষ্কারভাবে বলে দিবে। তারপর বিচারক মুযাক্কির এই খবরের উপর বিশেষভাবে খোঁজ-খবর নিবে। তাতে যদি এই খবর তার নিকট হক মনে হয় তাহলে বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্য রদ করে দিবেন। আর যদি এই খবর তার কাছে সত্য বলে প্রমাণিত না হয় তবে তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে নিবেন। যদি সাক্ষীদের এমন বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকে যা তাদের ক্ষেত্রে 'জারাহ্' হিসাবে গণ্য তাহলে এসব আয়েবের কথা সে স্পষ্টভাবে না বলে ইংগিতের মাধ্যমে বলবে। যেমন- তার সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এর উদ্দেশ্য হল, যথা সম্ভব মুসলমানের গোপন আয়েব বর্ণনা থেকে বেঁচে থাকা। কিন্তু কোন কোন মাশায়িখে বলেছেন যে, সাক্ষীদের এ আয়েবের কথা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা উচিত। যাতে বিচারক এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। যদি দেখেন যে, এটি প্রকৃত পক্ষেই জারাহ্ বা সমালোচনা তাহলে তিনি তার সাক্ষ্যকে রদ করে দেবেন। নতুবা রদ করবেন না (আল-মুহীত)। মুআদ্দিল সাক্ষীকে ভালভাবে চিনে না। এ অবস্থায় দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী যদি তার নিকটে উপস্থিত হয়ে সাক্ষী ব্যক্তির তা'দীল করে তবে মুআদ্দিলও তার তা'দীল করতে পারবে। কেননা এ ক্ষেত্রে মুআদ্দিল কাযীর স্থলাভিষিক্ত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়ম কিতাবে বর্ণিত আছে, দুইজন সাক্ষী বিচারকের নিকট কোন এক বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। বিচারক তাদের একজনের আদিল হওয়া সম্পর্কে জানেন কিন্তু অন্যজনের সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এহেন অবস্থায় যদি আদিল সাক্ষী অপর সাক্ষীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

তা'দীল করে তবে ফকীহ্ নাসীর (র)-এর অভিমত অনুসারে এ তা'দীল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ সালামা (র) থেকে এ সম্পর্কে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। ফকীহ্ আবূ বকর বলখী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিন ব্যক্তি বিচারকের আদালতে উপস্থিত হয়ে কোন বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করল। বিচারক তাদের দুইজনকে চিনে, কিন্তু তৃতীয় জনকে চিনে না। এক্ষেত্রে যদি পরিচিত দুইজনে তৃতীয় ব্যক্তির তা'দীল করে তবে অন্য বিষয়ে সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে তাদের তা'দীল জাইয হবে। কিন্তু এই সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে জাইয হবে না। এই অভিমতটি ফকীহ্ নাসীর (র)-এর মতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। এবং তিনি এ মতেই ফাতওয়া প্রদান করতেন। নাওয়াযিল কিতাবে বর্ণিত আছে, মুযাক্কিকে সাক্ষীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর যদি সে চুপ করে থাকে তবে তা জারাহ্ অর্থাৎ সাক্ষীদের আয়েব রূপে গণ্য হবে। ঐ কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, যদি কোন সাক্ষী গোপনে ফিস্কে লিপ্ত থাকে এবং বাহ্যিকভাবে আফিল (ন্যায়-নিষ্ঠ) পরিদৃষ্ট হয়, এ অবস্থায় বিচারক যদি ফায়সালা করতে চান আর ঐ লোক বিচারককে নিজের অবস্থা জানিয়ে দিয়ে বলে যে, আমি আদিল নই তাহলে তার এই স্বীকারোক্তি সহীহ্ হবে। কিন্তু এই সময়ে তার এইরূপ কথা বলা উচিত নয়। কেননা এতে বাদীর হক বিনষ্ট হচ্ছে এবং নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ পাচ্ছে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষিগণ হদ অথবা কিসাসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তাহলে বিচারক সাক্ষীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তাদের খোঁজ-খবর নিবেন এবং তাদের অবস্থা চূড়ান্তভাবে জানার জন্য চেষ্টা করবেন। চূড়ান্ত খোঁজাখুঁজির পর অনেক সময় এমন কারণও প্রকাশ পেয়ে যায় যার ফলে তার থেকে হদ (শাস্তি) রহিত হয়ে যায়। কেননা নিয়ম আছে যে, الحدود تدرأ بالشبهات (নিছক সন্দেহবশত 'হদ' রহিত হয়ে যায়) মুযাক্কি সাক্ষীদের উপর জারাহ্ করার পর বাদী যদি বলে আমি বিশ্বস্ত ও আমানতদার এমন লোকদেরকে নিয়ে আসছি- যারা সাক্ষীদেরকে তা'দীল করবে অথবা বিচারককে বলে, আমি আপনাকে একদল বিশ্বস্ত মানুষের নাম বলছি আপনি তাদেরকে সাক্ষীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। এই বলে সে এমন লোকদের নাম বলল, যারা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়ার উপযুক্ত। তাহলে বিচারক তার কথা শুনবেন।

তারপর বাদী যদি ঐরূপ লোকজন নিয়ে আসে এবং তারা আদিল ও ন্যায়পরায়ণ হয় আর তাদের নিকট সাক্ষীদের হাল অবস্থা জিজ্ঞেস করার পর তারা তাদের তা'দীল করে তাহলে বিচারকের জন্য সমীচীন হবে ঐ সমস্ত লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যারা সাক্ষীদের আয়েব প্রকাশ করেছে যে, তোমরা তার মধ্যে আয়েবের কোন জিনিসটি দেখেছো বা পেয়েছো ? কেননা হতে পারে যে, সাক্ষীদের মধ্যে বিদ্যমান কোন একটি বিষয় তাদের কাছে তো আয়েব কিন্তু বিচারকের নিকট তা আয়েবের বিষয় নয়। এমনিভাবে তা মুআদ্দিলের নিকটেও আয়েবের বিষয় নয়।

তারপর তারা যদি এমন আয়েবের কথা বর্ণনা করে যা সকলের নিকট আয়েব বা জারাহ্র বিষয় তাহলে জারাহ্কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অন্যথায় তা গ্রহণ করা হবে না। তা'দীল-কারীদের কথা গ্রহণ করা হবে। যদি مشهود عليه (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে)

বলে, তারা উভয় সাক্ষীই গোলাম। আর সাক্ষীদ্বয় বলে যে, আমরা আযাদ। আমরা কখনো গোলাম ছিলাম না, তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। (১) যদি বিচারক তাদেরকে চিনেন এবং তাদের আযাদ হওয়ার কথা জানেন তাহলে مشهود عليه তথা বিবাদীর কথার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। (২) আর যদি বিচারক তাদেরকে না চিনেন এবং তাদের পরিচয় না জানেন আর তারা অজ্ঞাত ও অখ্যাত মানুষ হয় তাহলে বিবাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা মানুষের মধ্যে আসল হল আযাদী। কিন্তু চারটি ক্ষেত্র এর থেকে ব্যতিক্রম।

(১) একটি হল, এই জায়গা। কিন্তু যদি বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে অথবা যদি সাক্ষীদ্বয় নিজেরাই তাদের আযাদীর উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি তারা বিচারককে বলে, আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন তাদের এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তারা যদি বলে, আমরা আযাদ এবং একথার প্রেক্ষিতে তাদের সাক্ষ্য কবূল করে নেওয়া হয় তবে এটি উত্তম হবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

আসল গ্রন্থের শাহাদত অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, বিচারক যদি তাদের আযাদীর সংবাদ শুনে একেই যথেষ্ট মনে করেন তবে তা ভাল কথা। কিন্তু তিনি ঐ খবরের উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করেন তবে তা আরো ভাল (আল-মুহীত)। বিচারকের জন্য সমীচীন হল, যেই সাক্ষীদের তা'দীল করা হয়েছে তাদের নাম-ঠিকানা নিজ রেজিষ্টারে লিখে রাখা। পক্ষান্তরে প্রথমে সমস্ত সাক্ষীদের নাম-ঠিকানা লিখে পরে যাদের তা'দীল করা হয়েছে তাদের নাম-ঠিকানা লিখা বিচারকের জন্য সমীচীন নয়। আদল বা ন্যায়পরায়ণতার মর্ম হল যে অশ্লীল কাজের জন্য দণ্ড প্রয়োগ করা হয় তা থেকে বেঁচে থাকা (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ মামলার বিষয়টিকে কোন আদীল ব্যক্তির সোপর্দ করা বা না করা সম্পর্কিত মাসাইল

১. মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি তার স্বামীর বিরুদ্ধে তাকে তালাক দিয়েছে বলে দাবী করে এবং আবেদন জানায় যে, আমাকে কোন আদীলের নিকট সোপর্দ করা হোক - যেন আমি সাক্ষীদের উপস্থিত করতে পারি। তাহলে শুধু আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক তা করবে না। আর যদি সে একজন সাক্ষী উপস্থিত করত: দ্বিতীয় সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য এই আবেদন জানায় তাহলে বিচারক তালাকের ধরন দেখবেন। যদি রাজঈ তালাক হয় তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে না। কেননা রাজঈ তালাক দ্বারা বিয়ে সমূলে বিনষ্ট হয় না। আর যদি বায়িন তালাক হয় এবং মহিলা এ কথা বলে যে, আমার অপর সাক্ষী অনুপস্থিত। সে শহরে বর্তমান নেই। তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ জবাব প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে না। আর যদি বলে, আমার এক সাক্ষী শহরে আছে, এহেন অবস্থায় উপস্থিত সাক্ষী যদি ফাসিক হয় তাহলে এক্ষেত্রেও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে না। কেননা ফাসিকের সাক্ষ্য হক্কুল্লাহ্ এবং হক্কুল ইবাদ কোন ক্ষেত্রেই প্রামাণ্য দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয় না। এই হিসাবে তার সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাক্ষ্য না দেওয়া উভয়ই সমান। যদি উপস্থিত সাক্ষী আ'দীল হয় তবে বিচারক মহিলাকে তিন দিনের সময় দিবেন। আর যদি তিনি তাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তরায় (জুদায়ী) সৃষ্টি করে দেন তবে সেটিও ভাল। আসল গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু জামে গ্রন্থে এর বিপরীত বর্ণিত আছে। জামে কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি একজন আদীল ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় তবে ইস্তিহ্সানের দৃষ্টিতে বিচারক স্বামীকে তার স্ত্রীর নিকট যেতে নিষেধ করে দিবেন। যদি মহিলা দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে এবং তাদের একজনে এক তালাকে বায়িন বা তিন তালাকের কথা বলে তাহলে এর সমাধান কি হবে, এ সম্পর্কে আসল গ্রন্থে কোন বিবরণ উল্লেখ নেই। কিন্তু জামে গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামীকে ঐ মহিলার নিকট গমন করতে এবং তার সাথে خلوف তথা বাধা মুক্ত নির্জন বাস করতে নিষেধ করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আদালত সাক্ষীদের তাযকিয়া ও সাফাই গ্রহণের কাজে মশগুল থাকবে। এটি ইস্তিহ্সানের কথা। এ অবস্থায় বিচারক ঐ মহিলাকে তার স্বামীর বাড়ি থেকে বের করবেন না। তবে তিনি একজন আমানতদার মহিলাকে সার্বক্ষণিকভাবে তার সাথে থাকার জন্য নিযুক্ত করবেন- যাতে স্বামী তার কাছে আসতে চাইলে সে তাকে বাধা দিতে পারে। যদিও উক্ত মহিলার স্বামী আদীল তথা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হয়। আর ঐ আমানতদার মহিলার খোরপোসের ব্যবস্থা বায়তুল মাল থেকে করা হবে। যদি সাক্ষীদের তাযকিয়া ও তা'দীল করা হয় অর্থাৎ তারা আদীল সাব্যস্ত হয় তবে বিচারক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবেন। নতুবা স্বামীর নিকট তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদি উক্ত মামলা নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং মহিলা বিচারকের নিকট

খোরপোস তলব করে অথবা তার মাসিক খোরপোস যদি নির্ধারিত থাকে তবে তিনি তার জন্য মাসিক খোরপোস ধার্য করে তা পরিশোধ করার জন্য স্বামীকে হুকুম দিবেন। তবে এ খোরপোস ধার্য হবে ইদ্দতের সময় কাল পর্যন্ত। এর বেশী সময়ের জন্য নয়। মহিলা ইদ্দতকালীন সময়ের খোরপোস নিয়ে নেওয়ার পর দেখতে হবে, তার সাক্ষীদের তা'দীল হয়েছে কিনা ? যদি তার সাক্ষিগণ আদিল সাব্যস্ত হয় তবে সে যা গ্রহণ করেছে ; তা তারই থাকবে। আর যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয় তবে মহিলাকে তার স্বামীর কাছে ফেরৎ দেওয়া হবে। তখন স্বামী তাকে খোরপোস বাবদ যা দিয়েছে তা তার থেকে ফেরৎ নিয়ে নিবে (যখীরা)।

২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) আসল গ্রন্থের ইতাক (عتاق) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন দাসী বা গোলাম তাদের মুনীব সম্পর্কে 'আযাদ করেছে' বলে অথচ দাবী করে, তাদের কোন সাক্ষী সেখানে উপস্থিত নেই, তাহলে তাদের কথা শোনা হবে না। যদি তারা একজন সাক্ষী উপস্থিত করে এবং বলে, আমাদের অপর সাক্ষী শহরে অনুপস্থিত তাহলে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি বলে, আমাদের অপর সাক্ষী শহরে আছে তাহলে দেখতে হবে, উক্ত সাক্ষীদ্বয় ফাসিক না আদিল ? যদি উভয় সাক্ষী ফাসিক হয় তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত জবাব প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে আদিল হলে তাদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে না। অর্থাৎ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না। এই হুকুম গোলামের ক্ষেত্রে তো ঠিক আছে। কিন্তু দাসীর ক্ষেত্রে একথাই বলা সমীচীন যে, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই উত্তম হবে। আসল গ্রন্থের বর্ণনা এটিই। কিন্তু জামে গ্রন্থের বর্ণনাতে আছে যে, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। মহিলা যদি অজ্ঞাত পরিচয় দুইজন সাক্ষী হাযির করে তাহলে সাক্ষীদের আদালতে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বিচ্ছন্ন করে রাখা হবে। উক্ত হুকুম তো দাসীর ক্ষেত্রে শর্তহীনভাবে ঠিক আছে। কেননা দাসীর ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতেও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। যদি সাক্ষী ফাসিক না হয়। সুতরাং অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম আরো স্বাভাবিকভাবেই প্রযোজ্য হবে। আর গোলামের ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মুনীব ভয় দেখায় এবং এ কারণে গোলামের এরূপ ভয় হয় যে, হয়তো মালিক তার প্রাণ নাশের আশংকা থাকে। তারপর সে গাইব হয়ে যায় এবং একথা সর্বজন জানাজানি হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এরূপ অবস্থা না হলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। বরং এ অবস্থায় মুনীব ও গোলামের (নফসের) ব্যাপারে একজনকে কফীল নিযুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য যে, দাসীকে বিচ্ছিন্ন করার অবস্থা হল, প্রথমে দাসীকে কোন এক বিশ্বস্ত মহিলার হাতে সোপর্দ করা হবে। কিন্তু তাকে তার স্বামীর ঘর থেকে বের করা হবে না। দাসীকে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করার পর সে যদি বিচারকের নিকট খোরপোস তলব করে তবে মালিককে হুকুম করা হবে যে, তার খোরপোস দিয়ে দাও। যদি এইভাবে দাসী মালিকের নিকট হতে এক মাস পর্যন্ত খোরপোস নিয়ে নেয়, তারপর দাসীর সাক্ষিগণ গায়রে আদিল সাব্যস্ত হয় এবং দাসীকে তার মুনীবের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মুনীব তার জন্য যা ব্যয় করেছে সে তা আর ফেরৎ নিতে পারবে না। যদি সাক্ষিগণ আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত হয় এবং মালিক দাসীকে قرض (দান) হিসাবে খোরপোস দিয়ে থাকে অথবা দাসী মালিকের ঘর থেকে যে কোন

ভাবেই হোক আহার গ্রহণ করে থাকে তাহলে অন্যান্য قرض এর ন্যায় এ ক্ষেত্রেও মালিক তার থেকে কোন কিছু ফেরৎ পাবে না। পক্ষান্তরে বিচাকর যদি মালিকের নিকট হতে জোরপূর্বক এসব কিছু উসুল করে দেন তবে মালিক তা ফেরৎ নিতে পারবে। দাস-দাসী আযাদ করার ব্যাপারে যারা সাক্ষী হয়েছে তারা উভয়ে যদি ফাসিক হয় তাহলে দাসীকে তার মুনীব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। তবে গোলামকে তার মুনীব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে কিনা, এ সম্পর্কে রিওয়ায়াত বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। কোন কোন রিওয়ায়াত অনুসারে পৃথক করা হবে। আবার কোন কোন রিওয়ায়াত অনুযায়ী পৃথক করা হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ অন্যের কবজাধীন দাসীর মালিকানা দাবী করল, কিন্তু দাসী নিজেকে স্বাধীন বলে দাবী করল। তাহলে এর তিন অবস্থা হতে পারে। (১) হয়তো সে কোন সাক্ষীই পেশ করল না। (২) অথবা সাক্ষী পেশ করল, কিন্তু একজন। (৩) অথবা অজ্ঞাত পরিচয় দুইজনকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করল। বস্তুত বাদী যদি কোন সাক্ষীই পেশ না করে এবং বিচারকের নিকট এ মর্মে আবেদন করে যে, সাক্ষী হাযির না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখা হোক তাহলে বিচারক তার একথায় সাড়া দিবেন না। বাদী যদি একজন সাক্ষী পেশ করে তাহলে দেখতে হবে যে, সে এই অবস্থায় কি বলে ! যদি বলে, আমার নিকট এই এক সাক্ষী ব্যতীত আর কোন সাক্ষী নেই তবে দাসীকে ঐ ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না। আর যদি বলে, শহরে আমার আর একজন সাক্ষী আছে আমি তাকে অন্য বৈঠকে হাযির করব তাহলে কিসাসের দৃষ্টিতে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না। কিন্তু সাক্ষী যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তবে ইস্‌তিহ্‌সানের দৃষ্টিতে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। বাদী যদি অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে তাহলে বিচারকের জন্য উচিত হবে দাসীকে কোন বিশ্বস্ত আমানতদার মহিলার হাতে সোপর্দ করা যে তার হিফাযত করবে- যতদিন পর্যন্ত না অজ্ঞাত পরিচয় সাক্ষীদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কোন অবস্থাতেই বিবাদী আদিল হোক বা নাহোক দাসীকে কবজাকারীর হাতে ছাড়া যাবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বাদী বিচারকের নিকট এরূপ দরখাস্ত করে যে, আমাকে কোন আদিল ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করা হোক। কিন্তু দরখাস্ত ছাড়া আদিল ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করা যাবে না। আর এ হুকুম তখনই হবে যদি দাসী কোন পুরুষের কবজায় থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি কোন মহিলার কবজায় থাকে এবং তার সম্পর্কে পুরুষ লোকটি এরূপ দাবী করে তবে বিচারক তাকে আদিল ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করবেন না। যদিও বাদী এরূপ দরখাস্ত করে। এমনিভাবে যদি কোন বিধবা মহিলার ব্যাপারে কেউ বিয়ে করার দাবী করে তবে বিচারক নিজে তার জামিন হবেন। তিনি তাকে কোন আদিল ব্যক্তির কাছে ন্যস্ত করবেন না। কেননা সে তো আযাদ, নিজেই নিজের সত্তার মালিক। তার সাথে হারাম সহবাসের আশংকা নেই। এমনিভাবে যদি কোন কুমারী দাসী নিজের পিতার গৃহে থাকে তবে বিচারক তাকে তার পিতার ঘর থেকে আলাদা করে দিবেন না। এক ব্যক্তির সাথে কোন এক মহিলা আছে। এ অবস্থায় মহিলা যদি দাবী করে যে, সে তাকে ফাসিদ তরীকায় বিয়ে করেছে এবং এ ব্যাপারে সে সাক্ষীও পেশ করে। কিন্তু পুরুষ ব্যক্তির ধারণা যে, সে তাকে সহীহ্‌ভাবেই বিয়ে করেছে তাহলেও বিচারক তাকে পৃথক করতঃ কোন আদিল ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করবেন না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি অন্যের

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবজায় রক্ষিত এক দাসীর ব্যাপারে দাবী করল যে, আমি এই দাসীকে ঐ ব্যক্তির নিকট বাইয়ে ফাসিদের মাধ্যমে বিক্রি করেছি এবং সে তার এই দাবীর উপর সাক্ষীও পেশ করল। কিন্তু কবজাকারী ব্যক্তি বলছে যে, আমি তাকে সহীহ্ ভাবেই খরিদ করেছি অথবা বলছে যে, এটি আমারই দাসী। আমি তাকে তার থেকে খরিদ করিনি। তাহলে বিচারক এই ক্ষেত্রে দাসীকে তার থেকে আলাদা করে দিবেন (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪. মাসআলা ঃ যায়দের নিকট একটি গোলামই আছে। এ অবস্থায় খালিদ দাবী করল যে, এই গোলামটি আমার। এই দাবীর উপর সে এমন দুইজন সাক্ষী পেশ করল- যাদেরকে বিচারক মহোদয় চিনেন না। তাহলে বিচারক বিবাদী যায়দের নিকট থেকে এই গোলামকে নিয়ে নিবেন না। বরং এ ক্ষেত্রে তিনি বিবাদী এবং গোলামের পক্ষ হতে একজনকে কফীল নিযুক্ত করবেন। তারপর বিচারক বিবাদীকে হুকুম করবেন, উক্ত কফীলকে মামলার উকীল নিযুক্ত করার জন্য। তারপর এই গোলাম যদি গাইব হয়ে যায় এবং কফীল তাকে হাযির করতে সক্ষম না হয় তাহলে বাদী এই কফীলের সাথেই আইনী লড়াই চালিয়ে যাবে এবং বিচারকও তার বিরুদ্ধে মামলার রায় ঘোষণা করবেন। কিন্তু বিবাদী যদি তাকে উকীল নিয়োগ করতে রাযী না হয় তবে বিচারক তাকে বাধ্য করবেন না। কিন্তু বিবাদী যদি কফীল নিয়োগ করতে অসম্মতি প্রকাশ করে তবে বিচারক তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করবেন। যদি বিবাদী কফীল বানানোর জন্য কোন মানুষ না পায় তাহলে বিচারক বাদীকে বলবেন, তুমি বিবাদী এবং গোলামের পিছনে লেগে থাক। যদি বাদীর পক্ষে এরূপ করা সম্ভব না হয় এবং বিবাদী এরূপ আশংকা ব্যক্ত করে যে, সে গোলামের জীবন ধ্বংস করে দিবে, এ ক্ষেত্রে বাদীর হক সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিচারক গোলামকে কোন আদিল ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করে দিবেন। তদ্রূপ বিবাদী যদি ফাসিক হয় এবং তার 'ফিসক' সবার জানা বিষয় হয় তাহলে বিচারক তাকে তার কাছ থেকে নিয়ে অন্য কোন আদিল ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করবেন। এ হুকুম দাবী-দাওয়ার সাথে খাস নয়। বরং যেখানেই কোন ব্যক্তি বালকের সাথে সমকামিতায় প্রসিদ্ধ হবে সেখানেই এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজে বাধা দান করার নিমিত্তে বিচারক ঐ বালকে তার কাছ থেকে নিয়ে কোন আদিল ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করে দিবেন। আদিল ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করার পর বিচারক তাকে উপার্জন করে নিজের ব্যয় নির্বাহ করার হুকুম দিবেন। যদি সে উপার্জন করতে সক্ষম হয়। দাসীর ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিধানের উল্লেখ নেই। কেননা দাসী সাধারণত উপার্জন করতে অক্ষম। পক্ষান্তরে কোন দাসী যদি উপার্জন করতে সক্ষম হয় যেমন- কোন মহিলা রুটি বানানো এবং গোসল দেওয়ার কাজে খুবই প্রসিদ্ধ তাহলে তাকেও উপার্জন করার নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি কোন গোলাম অসুস্থতা বা কম বয়সী হওয়ার জন্য উপার্জন করতে অক্ষম হয় তাহলে বিবাদীকে তার খোরপোস চালিয়ে নেওয়ার জন্য হুকুম দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে গোলাম ও দাসীর মাঝে কোন পার্থক্য হবে না। ফকীহ্ আবূ বকর বলখী এবং ফকীহ্ আবূ ইসহাক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইব্ন সিমাআ কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, কেউ সাক্ষীসহ কারো দখলাধীন দাসীর মালিকানা দাবী করল। তারপর এই সাক্ষীদের তাযকিয়া এবং তা'দীলও করা হল। তারপর বিচারক ঐ দাসীকে বিবাদীর নিকট হতে নিয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন আদিল ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করল। ইত্যবসরে বিবাদী পালিয়ে গেল। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এহেন পরিস্থিতিতে আমি আদিল ব্যক্তিকে আদেশ দিব, তুমি তার দ্বারা মজুরী করিয়ে তার খোরপোস চালিয়ে যাও। যদি এইরূপ দাসী মজদুরীর উপযুক্ত না হয় তাহলে আমি তাকে ঋণ গ্রহণ করে তার খোরপোস চালিয়ে যাওয়ার হুকুম দিব। উক্ত পরিস্থিতিতে যদি বিবাদীর ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকে তবে আমি হুকুম দিব তাকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। বিক্রির পর যে মূল্য হাসিল হবে প্রথমে এর দ্বারা আমি ঐ আদিল ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করব। তারপর অবশিষ্ট অর্থ ওয়াক্ফ করে দিব। ইত্যবসরে যদি ঐ বিবাদী ফিরে আসে তবে আমি তাকে হুকুম দিব দাসীর মূল্য পরিশোধ করার জন্য। কেননা আমি তো দাসীকে ঐ কবজাকারীর পক্ষ থেকেই বিক্রি করেছি। যদি مقضى عليه তথা বিবাদীর কারো পাওনা থাকে তাহলে অপরাপর পাওনাদারদের তুলনায় দাসীর مستحق ব্যক্তিই এই মূল্যের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। কেননা এই দাসীর বিষয়টি রাহ্ন তথা বন্ধকী মালের মতই যখন বিচারক তাকে কোন আদিল ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করেছেন। একটি সওয়ারী বা একটি কাপড় কোন ব্যক্তির কবজায় ছিল। এমতাবস্থায় যদি অন্য কোন ব্যক্তি এসে দাবী করে যে, এটি আমার এবং এ ব্যাপারে সে সাক্ষীও পেশ করে। তারপর দাবীদার ব্যক্তি বিচারকের নিকট এসে দরখাস্ত করল যে, এটি কোন আদিল ব্যক্তির হাতে রাখা হোক। তাহলে বিচারক তার এই দরখাস্ত মঞ্জুর করবেন না। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি বিবাদী এবং দাবীর ব্যাপারে একজনকে কাফীল হিসাবে মনোনীত করবেন এবং এই কাফীল উক্ত মামলার উকীল হিসাবে গণ্য হবে। যদি বিবাদী তা পসন্দ করে। এ ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাব অনুসারে কবজাকারী ব্যক্তিকে খোরপোস দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু গোলামের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। উপরোক্ত অবস্থায় বিবাদী যদি বলে, আমার কোন কাফীল নেই তাহলে বাদীকে বলা হবে, তুমি তোমার হক সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাত্র-দিন বিবাদী এবং [illegible] যে বিষয়ে সে দাবী উত্থাপন করেছে)-এর পেছনে লেগে থাকবে। যদি বিবাদী ফাসিক হয় এবং তার পক্ষ থেকে কবজাকৃত বস্তু ধ্বংস করে দেওয়ার আশংকা থাকে, আর যদি সে কাফীল দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং বাদীও তাদের পেছনে লেগে থাকতে সক্ষম না হয় তাহলে বিচারক বাদীকে বলবেন, সওয়ারীর খোরপোসের ব্যাপারে আমি বিবাদীকে বাধ্য করতে পারব না। তুমি চাইলে আমি একে কোন আদিল ব্যক্তির নিকট রাখতে পারি। তবে এর ব্যয় নির্বাহ করবে তুমি। নতুবা আদিলের কাছে আমি তা রাখব না (যখীরা)।

৬. মাসআলা ঃ হিশাম (র) বলেন, একদা আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এক ব্যক্তির নিকট কিছু তাজা খেজুর অথবা তাজা মাছ বা এ জাতীয় কিছু আছে। ইত্যবসরে অন্য এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, ইহা তার। এরপর সে এ বিষয়ে বিচারকের আদালতে মামলা দায়ের করল। আর সেগুলো এমন জিনিস যদি তা কিছু সময় এমনি রেখে দেওয়া হয় তবে নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর বাদী বলল, আমার সাক্ষী শহরেই আছে আমি তাদেরকে হাযির করব। এরূপ অবস্থা হলে কি করা হবে ? জবাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সাক্ষীদের হাযির করার জন্য আমি তাকে এ পরিমাণ সময় দিব না। তবে আমি তাকে এ কথা বলব যে, তুমি ইচ্ছা করলে ঐ ব্যক্তির নিকট হতে কসম নিতে পারবে। যদি কসম করে তবে

সে আর তার পেছনে লেগে থাকবে না। এহেন পরিস্থিতিতে বাদী যদি বলে, অদ্যই আমি সাক্ষী পেশ করব, তবে বিচারকের উপস্থিতি পর্যন্ত আমি তাকে সুযোগ দিব এবং বিবাদীকে বলব, তুমি বিচারকের উপস্থিতির পূর্বে এখান থেকে উঠবে না। এ সময়ের ভেতরে যদি ঐ বস্তু নষ্ট হয়ে যায় তবে বাদী এর জামিন হবে। অর্থাৎ তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

৭. মাসআলা ঃ ফকীহ্ 'আমর ইব্ন আবূ 'আমর (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে মাছ, তাজা গোশত বা এমন ফল-ফলাদি খরিদ করল যা স্বল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পরে বিক্রেতা তা অস্বীকার করল। তারপর ক্রেতা এ ব্যাপারে এমন দুইজন বা একজন সাক্ষী পেশ করল, যাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া বিচারকের জন্য আবশ্যক। এমতাবস্থায় বিক্রেতা বলল সাক্ষীদের তা'দীল করা পর্যন্ত যদি এগুলো এভাবে ফেলে রাখা হয় তবে তা নষ্ট হয়ে যাবে। এহেন অবস্থায় কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে; এ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করতঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এমন ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি একজন সাক্ষী পেশ করে এবং বলে যে, আমার দ্বিতীয় সাক্ষী হাযির আছে তাহলে ঐ বস্তু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঐ সাক্ষী হাযির করার জন্য সময় দেওয়া যাবে।

তারপর যদি ঐ সাক্ষী হাযির হয় তবে তো ভাল। অন্যথায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে মামলা থেকে খালাস করে দেওয়া হবে এবং ক্রেতাকে বলে দেওয়া হবে, যাতে সে এর সাথে পুনরায় আর না জড়ায়। আর ক্রেতা যদি দুইজন সাক্ষী পেশ করে এবং যে মালের ব্যাপারে মামলা করা হয়েছে তা যদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে বিচারক বিক্রেতাকে হুকুম করবেন যাতে সে ঐ মাল ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয়। তারপর ক্রেতা যখন ঐ মাল কবজা করে নিবে তখন বিচারক তার থেকে ঐ মাল নিয়ে নিবেন এবং সরকারী আমীনকে হুকুম করবেন ঐ মাল বিক্রি করতঃ এর মূল্য কোন আদিল ব্যক্তির নিকট আমানত রাখার জন্য। তারপর যদি সাক্ষীদের তা'দীল ও তাযকিয়া হয়ে যায় তাহলে এই মূল্য ক্রেতা পাবে বলে ফায়সালা দেওয়া হবে এবং আদিল ব্যক্তিকে হুকুম করা হবে যেন সে উপরোক্ত মূল্য ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয়। আর যদি সাক্ষীদের না করা হয়ে থাকে তাহলে বিচারক বিক্রিত মূল্য আদিল ব্যক্তির নিকট থেকে উসুল করে নিয়ে তা বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দিবেন।

শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) বলেন, مدعى به যদি স্থানান্তযোগ্য মাল হয় অর্থাৎ কেউ যদি স্থানান্তরযোগ্য মালের ব্যাপারে দাবী করে এবং বিচারকের নিকট দরখাস্ত করে যে, এই মাল কোন আদিল ব্যক্তির কাছে রাখা হোক। এহেন অবস্থায় সে যদি বিবাদী এবং مدعى به এর ব্যাপারে কাউকে كفيل তথা জামিন নিযুক্ত করাকে যথেষ্ট মনে না করে, তাহলে দেখতে হবে যে, বিবাদী আদিল কিনা ? যদি বিবাদী আদিল হয় বিচারক তার এ দরখাস্ত মঞ্জুর করবেন না। আর সে যদি ফাসিক হয় তবে বিচারক তার আবেদন মঞ্জুর করবেন (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ কারো নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমির ব্যাপারে অন্য কেউ যদি দাবী করে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষীও পেশ করে তাহলে বিচারক এই ভূমি কোন আদিলের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য

তাকে আদেশ দিবেন না এবং কফীলও নিয়োগের জন্যও হুকুম দিবেন না। কিন্তু যদি উক্ত জমিতে ফলবান গাছ থাকে তবে সেই ভূমি আদিল ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে (আল-মুহীত : সারাখসী)।

ইমাম খাস্সাফ (র)-এর আদাবুল কাযী কিতাবে উল্লেখ আছে, যদি কোন মহিলা বিচারককে বলে যে, আমার স্বামী হয়তো আমার সাথে হায়য অবস্থায়ই সহবাস করে ফেলতে পারে এ ব্যাপারে আমি নিরাপদ নই। কাজেই আপনি আমাকে কোন আদিল ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিন। তাহলে বিচারক তার এ কথা গ্রহণ করবেন না। এক দাসী দুই ব্যক্তির মাঝে ইজমালীভাবে আছে। তাকে নিয়ে উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি খারাপ ধারণা আছে। এক্ষেত্রে তাদের একজনে প্রস্তাব দিল যে, সে এক দিন তোমার নিকট এবং একদিন আমার নিকট থাকবে। এ কথা শুনে অপরজনে বলল যে, না, বরং একে আমরা কোন আদিল ব্যক্তির কাছে রাখব।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে আমি তাকে আদিল ব্যক্তির কাছে রাখার হুকুম দিব না। বরং 'পালাক্রম'-এর হুকুম দিব। আমাদের মাশায়িখে কিরামের মতে উপরোক্ত মাসআলা ব্যতীত জননেন্দ্রীয়ের সাথে সম্পর্কিত যতগুলো বিষয় আছে যেমন দাসীকে আযাদ করা ; স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ইত্যাদি সবকটি ক্ষেত্রেই সতর্কতা অলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা আলোচ্য মাসআলায় মালিকের মালিকানাসুলভ প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সচরাচর সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না (যখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ কাযীর প্রতি কাযীর পত্র প্রসঙ্গ

১. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাযীর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন জানায় যে, অপর কোন শহরে অবস্থিত এক ব্যক্তির কাছে তার কিছু পাওনা (হক) আছে, তিনি যেন সে সম্পর্কে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে সেই শহরের কাযীর কাছে তা লিখে দেন। তবে তার দাবী অনুযায়ী কাযী তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। আদাবুল কাযী অধ্যায়ে ইমাম আল-খাস্‌সাফ (র) বলেন, যদি অর্ধেক সাক্ষ্য পাওয়া যায়, অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কারও কাছে তার পাওনা (হক) সম্পর্কে কাযীর সমীপে একজন সাক্ষী পেশ করে বা তার পক্ষে একজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেয় কিংবা সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়, তবে কাযী সে সম্পর্কে পত্র লিখবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারখসী)।

২. মাসআলা ঃ জেনে রাখা উচিত যে, লেনদেন সম্পর্কে এক কাযীর প্রতি অপর কাযীর পত্র শরীআতী প্রমাণ হয় কিয়াস বহির্ভূতভাবে। কেননা পত্র জাল হতে পারে লেখার সাথে লেখা সাদৃশ্য হতে পারে এবং একের সীলমোহরের সঙ্গে অন্যের সীলমোহরের পর্যন্ত মিল হতে পারে, তবু আমরা ইজমা এর ভিত্তিতে একে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করি। অবশ্য যে কাযীর উদ্দেশ্যে লেখা হয়, তিনি কেবল তখনই তা গ্রহণ করবেন। যখন গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায়। যেমন একটি শর্ত হচ্ছে সাক্ষ্য-প্রমাণ যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ কাযী তা গ্রহণ করবেন না।

যেসব ক্ষেত্রে পত্রের ব্যাপারে কিয়াসের অনুসরণ করা হয় (অর্থাৎ পত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয় না), তার মধ্যে রয়েছে হুদুদ (শরীআতী শাস্তি) কিসাস অস্থাবর সম্পত্তি, যথা আসবাবপত্র বস্ত্র ও গোলাম-বাঁদী। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও প্রথমে এরূপ মত পোষণ করতেন। তাদের মতে এ সকল ক্ষেত্রে কাযীর পত্র পরিবর্তন করে বলেন, গোলামের পলায়ন সম্পর্কে কাযীর পত্র গ্রহণযোগ্য, অন্যান্য ক্ষেত্রে নয়। তার পক্ষ হতে আরেকটি বর্ণনা মতে সব প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কাযীর পত্র গ্রহণযোগ্য। আমাদের মাযহাবের পরবর্তীকালীন কোন কোন ফকীহ্ এটাই অনুসরণ করেছেন।

কাযী ইমাম আল-ইসবীজাবী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে কাযীর পত্র গ্রহণযোগ্য বলে ফাতওয়া দিতেন। এমনিভাবে কাযীর পত্র গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী যথা যে বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হবে তবে তা নির্দিষ্টকরণ এবং এরকম আর যত শর্ত আছে, তা যে সব ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব তাতেও তিনি এরকম ফাতওয়া দিতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে কোনও প্রকার অস্থাবর সম্পত্তিতে কাযীর পত্র এ কারণে জাইয নয় যে, এ জাতীয় দ্রব্যে সাক্ষ্য সংশিষ্ট বস্তু নির্দিষ্ট করতে হয় ইশারা দ্বারা

আর চিঠি পত্রে তো ইশারা চলে না। কাজেই এ অবস্থায় দাবী ও সাক্ষ্যও শুদ্ধ হবে না আর দাবী ও সাক্ষ্য যখন শুদ্ধ নয়, তখন পত্রও বৈধ নয় (আল-মুলতাকাত)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, অমুক শহর নিবাসী অমুক ব্যক্তির কন্যা অমুক আমার স্ত্রী, কিন্তু সে আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা অস্বীকার করছে, যারা বিয়ের সাক্ষী ছিল, তারা সকলে এইখানে ফলে তা সে একত্র সাক্ষীগণকে এবং করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, সুতরাং আপনি এ সম্পর্কে আমাকে একটি পত্র লিখে দিন, তবে কাযী তার সাক্ষিগণের সাক্ষ্য শুনে একটি পত্র লিখে দেবে।

এমনিভাবে কোন স্ত্রীলোক যদি দাবী করে যে, সে অমুক দেশান্তর ব্যক্তির স্ত্রী, বা কেউ যদি দেশে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির ওয়ালা দাবী করে অর্থাৎ তাকে আযাদকরণ প্রসূত উত্তরাধিকার বা মৈত্রি সূত্রের উত্তরাধিকার দাবী করে, তখনও একই বিধান।

এমনিভাবে যদি বংশ পরিচয় দাবী করে, যেমন বলল অমুকের পুত্র অমুক আমার পিতা কিন্তু সে আমার বংশ পরিচয় অস্বীকার করে অথচ আমার সাক্ষী আছে, যারা এখানে থাকে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে তার পুত্র বলে স্বীকার করেছিল অথবা সে স্বীকার করেছিল যে, সে আমার মাকে বিয়ে করেছিল আর আমি তার ঘরে জন্ম নিয়েছি এবং আমাকে তার পুত্র বলে মনে করা হয়েছে, এভাবে সে ব্যক্তি যদি কাযীর সামনে সাক্ষী পেশ করে তবে কাযী তার জন্য চিঠি লিখে দিবে।

এমনিভাবে কেউ যদি দাবী করে যে, যে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির পিতা এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করত কাযীকে পত্র লিখে দেওয়ায় অনুরোধ জানায় তবে তা লিখে দিবে।

যদি দাবী করে যে, সে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির ভাই বা তার চাচা এবং যে মর্মে পত্র লেখার অনুরোধ জানায়, তবে কাযী তা লিখবে না। হাঁ সে যদি উত্তরাধিকার দাবী করে বা খরচা চায় অথবা পড়ে পাওয়া বাচ্চার লালন-পালনের দাবী করে কিংবা পিতা ও সন্তানের মধ্যে প্রতিপালনের দাবী হয়ে থাকে তবে কাযী সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে তা সে ব্যক্তির জীবদ্দশায় হোক বা তার মৃত্যুর পর।

যদি কোন পুরুষ ও নারী কোন ছেলে বা মেয়ের ব্যাপারে দাবী করে যে, সে আমাদের সন্তান হিসাবে খ্যাত, কিন্তু সে এখন অমুক শহরের অমুকের পুত্র অমুকের হাতে রয়েছে এবং সে ব্যক্তি তাকে গোলাম মনে করছে, তো তারা যদি সে ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং সে ব্যাপারে পত্র লিখে দেওয়ার দাবী জানায়, তবে ইমাম আবূ ইফসুফ (র)-এর মতে কাযী পত্র লিখে দিবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে বংশ পরিচয় সম্পর্কে যদিও পত্র লেখার সুযোগ আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কাযী তা লিখবে না।

সারকথা সন্তান সম্পর্কিত দাবীর মাঝে যদি গোলাম বানানোর দাবী থাকে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে কাযী পত্র লিখবে না, হাঁ যদি এই দাবী করে যে, সে আমার পুত্র, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি তাকে দখল করে নিয়ে গেছে তবে তিন ইমামের মতে পত্র লেখা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাড়ি ও স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কাযী পত্র লিখবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত তাতে সে বাড়িটি বিবাদী যে শহরে অবস্থান করছে সেখানেই হোক বা অন্য কোন শহরের অথবা যে কাযী পত্র লিখবে তার শহরের।

পত্রের সাক্ষিগণ যদি পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা তাদের দেশে ফেরার প্রয়োজন দেখা দেয় কিংবা তারা অন্য কোন শহরে সফরের ইচ্ছা করে আর এ অবস্থায় তারা অপর কিছু লোককে তাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রাখে, তবে তা জাইয হবে, যেমন কাযীর পত্র ছাড়া অন্য বিষয়েও এটা জাইয। সাক্ষী রাখার পদ্ধতি এই যে, তারা বলবে, এটা অমুক শহরের অমুক কাযীর পক্ষ হতে অমুক শহরের অমুক কাযীর প্রতি লেখা পত্র। এটা অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই দাবীদারের দাবী সম্পর্কে লেখা হয়েছে। কাযী এটা আমাদের সম্মুখে পাঠ করত আমাদের উপস্থিতিতে সীলমোহর করেছেন এবং আমাদেরকে সে সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছেন। এখন তোমরা আমাদের এই সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী থাক। এমনিভাবে এই দ্বিতীয় সাক্ষিগণ যদি তৃতীয় এক দলকে সাক্ষী রাখে আবার তারা চতুর্থ দলকে তারপর দশম দলকে এবং এভাবে এ সংখ্যা যতই বাড়ুক তা জাইয হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ এক কাযীর নিকট অন্য কাযীর পত্র জাইয হওয়ার জন্য পাঁচটি বিষয় জানা থাকা শর্ত (ক) পত্র প্রেরক কাযীর পরিচয় জানা থাকা (খ) প্রাপক কাযীকে পরিচয় জানা থাকা (গ) যে বিষয়ে লেখা হবে তা অর্থাৎ দাবীর বিষয়বস্তু জানা থাকা (ঘ) যার জন্য পত্র লেখা হবে, অর্থাৎ দাবীদার সম্পর্কে জানা থাকা এবং (ঙ) যার বিরুদ্ধে লেখা হবে অর্থাৎ বিবাদীর পরিচয় জানা থাকা।

যে কাযী পত্র লিখবে তার পরিচয় জানা থাকা অপরিহার্য। আর এ জন্য দরকার পত্রে তার নিজের নাম, পিতার নাম ও দাদার নাম বা গোত্রের নাম উল্লেখ করা। যদি পিতা ও দাদার নাম উল্লেখ না করে, তবে সর্ব সম্মতিক্রমেই এ পরিচয় যথেষ্ট নয়। যদি পিতার নাম উল্লেখ করে। কিন্তু দাদা বা বংশের নাম না লেখে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সেটা যথেষ্ট হবে না, কাযী যদি খ্যাতনামা হয়ে থাকে, তবে যে নামে খ্যাত তার উল্লেখই যথেষ্ট।

এমনিভাবে যদি উপনাম (অমুকের পিতা) দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়, তবে উপনাম লিখলেও চলবে। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) তো উপনামেই পরিচিত। এমনিভাবে কেউ যদি পুত্র পরিচয় (অমুকের পুত্র) প্রসিদ্ধ হয়, যেমন ইব্ন আবী লায়লা (র) [আবূ লায়লার পুত্র] তবে তা লিখলেও যথেষ্ট হবে।

কাযীর নাম ও বংশ পরিচয় যদি পত্রে লেখা না থাকে তবে সে ব্যাপারে সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

এমনিভাবে যে কাযীর কাছে পত্র লেখা হবে, পত্রে তার পরিচিতি থাকাও শর্ত। তার ক্ষেত্রেও পরিচিতি সম্পন্ন হবে তার নিজের পিতার ও বংশের নামোল্লেখ দ্বারা। তার নাম ও বংশ পরিচয় পত্রে লেখা না থাকলে সে ব্যাপারে সাক্ষিগণের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না।

এমনিভাবে বিবাদী অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে দাবী, তার পরিচিতি উল্লেখ থাকাও শর্ত। এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কেবল তার ও পিতার নামোল্লেখ দ্বারা পরিচিতি দান পূর্ণাঙ্গ হবে না। বরং তার দাদার নামও উল্লেখ করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সম্পর্কে বর্ণনা পরস্পর বিরোধী। কাযী ইমাম আবূ আলী আস-সুগদী (র) প্রথম দিকে বলতেন, দাদার নাম উল্লেখ করা শর্ত নয়। জীবনের শেষ দিকে তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং শর্তের পক্ষে রায় দেন। এটাই সহীহ্ এবং এরই উপর ফাতওয়া।

যদি দাদার নামোল্লেখ না করে কিন্তু গোত্র পরিচয় দান করে তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, সেটা গোত্রের সর্বনিম্ন শাখা কিনা। যদি সর্বনিম্ন শাখার নাম উল্লেখ করে যে শাখার পরিচয়ে সে পরিচিত, তবে সেটা যথেষ্ট হবে এবং এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। তার গোত্রের নামই দাদার নামের বিকল্প পরিগনিত হবে। যেহেতু এর দ্বারা তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ গোত্রের সর্বনিম্ন শাখার এমন দুই ব্যক্তি কদাচ মেলে যাদের নিজেদের ও পিতার নাম অভিন্ন।

যদি বংশের সর্বোচ্চ স্তরের নাম উল্লেখ করে (যার অধীনে অনেক শাখা-প্রশাখা আছে।) যেমন বলল, তামীম গোত্রীয় বা এ জাতীয় কিছু তবে তা যথেষ্ট হবে না।

যদি বাসস্থানের নাম উল্লেখ করে, দাদা বা গোত্র পরিচয় প্রদান না করে যেমন বলল কূফা নিবাসী বা মিসরীয় তবে তা যথেষ্ট হবে না।

যদি কাজও পেশা উল্লেখ করে এবং বংশ পরিচয় বা দাদার নাম উল্লেখ না করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যথেষ্ট হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে যদি বিশেষ পেশায় পরিচিত হয় তবে তার উল্লেখ অবশ্যই যথেষ্ট হবে।

যদি পিতার নাম ও উপাধি উল্লেখ করে এবং সেই উপাধিতে সে পরিচিত হয়ে থাকে তবে উভয়ের উল্লেখ করতে হবে। উপাধিতে উল্লেখ না করলে যথেষ্ট হবে না।

যদি তার নিজের ও দাদার নাম উল্লেখ করে পিতার নাম উল্লেখ না করে তবে তাতে যথেষ্ট হবে না।

যদি লিখে অমুক শহরের কাযী অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে অমুক শহরের কাযী অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি তবে আমাদের কোন কোন ফকীহের মতে কোনরূপ মতভেদ ছাড়াই সেটা যথেষ্ট কেননা তার কাযী হওয়াটাও একটা পরিচয় বটে। কাজেই এটা উল্লেখ হলে দাদার নাম উল্লেখ না করলেও চলবে।

যদি লিখে অমুক শহরের কাযী অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে মুসলিম সাধারণের এমন যে কোন কাযী ও প্রশাসকের প্রতি যার হাতে আমার এ পত্র পৌছবে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও যুফার (র)-এর মতে জাইয হবে। বাহ্যত ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতেরই অনুরূপ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) যখন কাযী পদে অভিষিক্ত হন এবং মানুষের অবস্থা লক্ষ্য করেন, তখন এ বিষয়ে তিনি কিছুটা শিথিলতা অবলম্বন করেন এবং বহু ক্ষেত্রে তিনি মানুষের সুবিধার্থে

pdf By Syed Mostafa Sakib

(কিয়াসের পরিবর্তে) ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস)-এর আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আলোচ্য মাসআলা ও তার অন্তর্ভুক্ত (আল-মুহীত)।

বর্তমানকালে ফুকাহায়ে কিরাম এ মতেরই অনুসরণ করে থাকেন (আল খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ যদি লিখে অমুক বংশীয় অমুকের পুত্র অমুকের অমুক সিন্ধী গোলামের কাছে অমুক ব্যক্তি এত টাকা পাবে, তবে জাইয হবে। কেননা মুনীবের পরিচয়েই গোলামের পরিচয়। কাজেই যখন সুপরিচিত মুনীবের সঙ্গে তাকে সম্বন্ধযুক্ত করা হল বা মুনীবের নিজের পিতার এবং দাদা বা গোত্রের নাম উল্লেখ করল তখন পূর্ণাঙ্গ ভাবেই তার পরিচয় পাওয়া গেল। যদি গোলামের মুনীবের এবং মুনীবের পিতার নাম উল্লেখ করে কিন্তু তার দাদার বা গোত্রের নাম উল্লেখ না করে তবে শামসুল আইম্মা সারাখসী (র)-এর বর্ণনা মতে জাইয হবে না। কিন্তু শায়খুল ইসলাম (র)-এর বর্ণনা মতে জাইয হবে। কেননা স্বাধীন ব্যক্তির মত গোলামের ক্ষেত্রেও পরিচিতি দানের জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয়। এ স্থলে তিনটি পাওয়া গেছে আর তা হচ্ছে গোলামের নাম, মুনীবের নাম এবং মুনীবের পিতার নাম। যদি গোলাম ও মুনীবের নাম উল্লেখ করে কিন্তু মুনীবের বংশ পরিচয় উল্লেখ না করে তবে জাইয হবে না। যদি বংশ পরিচয় উল্লেখ করে তবে শামসুল আইম্মা (র) উপরের মাসআলায় যা বলেছেন তার উপর কিয়াস করলে জাইয হওয়ার কথা নয়। কিন্তু শায়খুল ইসলাম (র)-এর বর্ণনার সংগে কিয়াস করলে জাইয হয়ে যায়।

যদি লিখে অমুকের পুত্র অমুকের হাতে যে সিন্ধী তাতী গোলামটি আছে বা অমুকের পুত্র অমুকের বাড়িতে যে তাতী গোলামটি বাস করছে তার কাছে অমুক ব্যক্তির এত পরিমাণ পাওনা আছে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা পরিচয়ের জন্য এমন সম্পর্ক উল্লেখ করা চাই, যা স্থায়ী। আর তা হয় মালিকানা দ্বারা হাতে থাকার দ্বারা নয়। কেননা হাতে (দখলে) অনেক সময় অন্যায়ভাবেও থাকে (আয-যাখীরা)

৬. মাসআলা ঃ সাক্ষীদের সম্মুখে পত্র পাঠ করা অত্যাবশ্যক যাতে তারা তার বিষয় বস্তু জানতে পারে। আর যদি না পড়ে তবে তাদেরকে জানতে হবে যে, তাতে কী আছে, কেননা অজ্ঞ অবস্থায় সাক্ষ্য হয় না। তারপর তাদের সম্মুখেই তাতে সীলগালা করবে এবং তাদের হাতে অর্পণ করবে। যাতে কোনরূপ পরিবর্তনের সন্দেহ না হয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত। তাদের মতে চিঠির বিষয় বস্তু সম্পর্কে সাক্ষীদের অবগত থাকা এবং তাদের সামনে সীলমোহর করা চিঠি অনুযায়ী ফায়সালা জাইয হওয়ার জন্য শর্ত। এমনিভাবে তাদের মতে এটাও শর্ত যে, সাক্ষী হওয়ার সময় থেকে আদায় করার কাল পর্যন্ত পত্রের বিষয়বস্তু সাক্ষীদের মুখস্থ থাকতে হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর পরবর্তীকালীন মতে এসবের কোনও কিছুই শর্ত নয়। শর্ত এই যে কাযী তাদেরকে এই বিষয়ে সাক্ষী রাখবে যে এটা তার পত্র এবং তার সীলমোহর। এক বর্ণনা অনুযায়ী সীলমোহরের বিষয়টিও শর্ত নয়। তিনি কাযী পদে অভিজ্ঞতা লাভের পর বিষয়টি এরূপ সহজ করে দিয়েছেন। বস্তুত শোনা কথা বা পুঁথিগত বিদ্যা কখনও প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতার মত হয় না। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর রায় গ্রহণ করেছেন (আল-কাফী)।

৭. মাসআলা ঃ আল-খাস্‌সাফ (র) বর্ণনা করেন যে, বর্তমানকালে কাযী সাহেবদের রীতি হচ্ছে যে, তারা বাদীর হাতে চিঠি সম্পূর্ণ করেন। এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এবং শামসুল আইম্মা (র)-এর মতে ফাতওয়ার জন্য এটাই গ্রহণযোগ্য (আল-নিহায়া)।

৮. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত যখন এটাই সাব্যস্ত হল যে, পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষিগণ কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদান শর্ত তখন কাযীর উচিত তাদের হাতে পত্রের একটা অনুলিপি দেওয়া যাতে তা দেখে পত্রের বিষয় বস্তু তারা মুখস্থ রাখতে পারে এবং পত্র খোলার আগে তারা সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করতে সক্ষম হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র) যা বলেছেন, সেটাই সতর্কতার পরিচায়ক আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সুবিধাজনক।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে আরও শর্ত হচ্ছে যে, পত্রের উপরে এরূপ শিরোনাম থাকতে হবে অমুকের পুত্র অমুক কাযীর পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুক কাযীর প্রতি। এরূপ লেখা না থাকলে প্রাপক তা গ্রহণ করবে না। যদিও তাতে লেখা থাকে আল্লাহ্ আমাকে ও আপনাকে নিরাপদে রাখুন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে শিরোনাম শর্ত নয়। শর্ত শুধু এই যে, সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেবে, এটা অমুকের পুত্র অমুক কাযীর পক্ষ হতে আপনার কাছে লেখা পত্র এবং তার সীলমোহর।

যখন সাব্যস্ত হল যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে শিরোনাম শর্ত, তখন আমাদের মতে চিঠির ভিতরে ও উপরে উভয় স্থানে শিরোনাম লেখা থাকলে প্রাপক তা গ্রহণ করবে। যদি কেবল ভিতরে লেখা থাকে। উপরে লেখা না থাকে তবুও গ্রহণ করবে। আর যদি কেবল উপরে লেখা থাকে, কিন্তু ভিতরে না থাকে তবে প্রাপক তা গ্রহণ করবে না। আমাদের পরবর্তী কালীন ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কেউ কেউ উপরে লেখা শিরোনামকেও যথেষ্ট মনে করেছেন (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ নাম ও বংশ পরিচয় সবই উভয় শিরোনামায় লিখতে হবে। ভিতরের শিরোনামে তা না লিখতে সঠিক হবে না। আমাদের কালে উপরের শিরোনাম লেখার পদ্ধতি নিম্নরূপ

বিসমিল্লাহ্ লিখার আগে বাম দিকে লিখবে অমুক শহরের কাযী অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে আর ডান দিকে বিসমিল্লাহ্‌র উপর লিখবে بسم الله الملك الحق المبين বা এ জাতীয় কিছু। তারপর লিখবে অমুক শহরের কাযী অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি এবং মুসলিমদের এমন যে কোন কাযী ও প্রশাসকের প্রতি যার হাতে আমার এ পত্র পৌঁছবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার ও তাদের প্রতি স্বীয় তাওফীক স্বায়ী রাখুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি লিখে অমুক শহরের কাযীর প্রতি আর সে শহরে কাযী একজনের বেশী না থাকে, তবে শায়খ ইমাম আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-বায়দাবী (র)-এর মতে তা সহীহ্ হবে। একাধিক কাযী থাকলে সহীহ্ হবে না।

তারপর পত্রের ডান দিকে উপরে লিখবে– অমুক শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কাযী অমুকের পুত্র অমুক তস্য পুত্র অমুকের পক্ষ হতে। ডান দিকে লিখবে بسم الله الملك الحق المبين অমুক শহরের কাযী অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি এবং মুসলিমদের এমন যে কোন কাযী ও প্রশাসকের প্রতি যার হাতে আমার এ পত্র পৌছে। আল্লাহ্ তা'আলা তার ও তাদের সকলের প্রতি স্বীয় তাওফীক স্থায়ী করুন। তারপর বিসমিল্লাহ্ লেখার পর পর লিখবে এটা আমার পত্র আল্লাহ্ তা'আলা অমুক কাযীকে দীর্ঘায়ু দান করুন। এভাবে শুরুতে যা লেখার রেওয়াজ আছে লিখবে। তারপর লিখবে তারপর বক্তব্য এই যে, যদি দাবীদারের চেহারা, নাম ও বংশ পরিচয় কাযীর জানা থাকে তবে চিঠিতে তা উল্লেখ করবে। তারপর লিখবে অমুক বংশের অমুকের পুত্র অমুক ব্যক্তি অমুক শহরে আমার আদালতে উপস্থিত হয়। আমি সে শহরে অবস্থানরত আছি এবং অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে কাযী পদে নিযুক্ত রয়েছি। বাঁদীর হুলিয়াও উল্লেখ করবে (আন নিহায়া)।

১০. মাসআলা ঃ সঠিক মত অনুযায়ী আমার আদালতে লেখা অপরিহার্য নয়, বরং যদি লিখে অমুক জেলার বিচার সভায় উপস্থিত হয় তাও যথেষ্ট। অবশ্য সে অঞ্চলে যদি দুজন কাযী থাকে এবং প্রত্যেক কাযীর জন্য এলাকা নির্দিষ্ট থাকে, তবে আলাদা কথা (আল-মুলতাকাত)।

১১. মাসআলা ঃ কাযী যদি তাকে না চেনে আর সে বলে, আমি অমুকের পুত্র অমুক তবে তার কাছে সে সম্পর্কে সাক্ষী তলব করবে। চিঠিতে লিখবে অমুক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে নিজেকে অমুকের পুত্র অমুক বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারিনি। আমি তার কাছে সাক্ষী তলব করি।

সে ব্যক্তি যে সকল সাক্ষী উপস্থিত করবে কাযী তাদের নাম, বংশ পরিচয়, হুলিয়া ও নিবাস পত্রে উল্লেখ করবে। এ সবগুলো লিখলে সেটাই উত্তম। যদি তাদের নাম ও বংশ পরিচয় উল্লেখ না করে এবং কেবল এতটুকু লিখে যে, তারা বিশ্বস্ত সাক্ষী, তাদের বিশ্বস্ততা আমার জানা আছে অথবা তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি। লোকে বিশ্বস্ততা তা'দীক করেছে এবং বিশ্বস্তরূপে তারা পরিচিতি, তবে তাও জাইয হবে। তারপর লিখবে তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, ঠিকই সে অমুকের পুত্র অমুক। কাযী তার যত রকমের পরিচয় দেওয়া সম্ভব তা দেবে। এতদসঙ্গে যদি তার গোত্র উল্লেখ করে সেটা আরও ভাল। আর তা উল্লেখ না করলেও দোষ নেই। তারপর লিখবে এ ব্যক্তি তার বিবাদীকে নিয়ে আসেনি কিংবা বিবাদীর কোন প্রতিনিধি তার সাথে আসেনি। তার দাবী হচ্ছে যে, অমুক শহরের অমুক মহল্লায় তার একটি বাড়ি আছে, যার তফসিল এই এই। বাড়িটি অমুকের পুত্র অমুকের দখলে আছে। তারপর বিবাদীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান করবে। সে যদি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হয় তবে অতটা লেখার দরকার নেই। বরং এতটুকু লিখলেই চলবে যে, বাদী অমুকের পুত্র অমুকের বিরুদ্ধে দাবী করেছে। পত্রে এ কথার উল্লেখ অপরিহার্য যে, দাবীদার লোকটি দাবী করছে যে, সে এই শহর থেকে সফরের দুরত্ব

পরিমাণ ব্যবধানে অবস্থান করছে। কেননা কী পরিমাণ দূরত্বের ভেতর কাযীর পত্র গ্রহণযোগ্য নয় যে ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেরই মত হচ্ছে যে, সফরের দূরত্ব পরিমাণ না হলে সে ক্ষেত্রে পত্র জাইয নয়, যেমন এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য জাইয নয় (আন-নিহায়া)

১২. মাসআলা ঃ জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী সফরের কম দূরত্বের ভেতর এক কাযীর নিকট অপর কাযীর পত্র জাইয নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি এতটুকু দুরত্বে থাকে যে, সকাল বেলা কাযীর আদালতে রওনা হয়ে গেলে সেদিন আর বাড়িতে ফেরা সম্ভব হবে না। তবে সে ক্ষেত্রে পত্র গ্রহণযোগ্য। এরই উপর ফাতওয়া (আস-সিরাজিয়া)।

১৩. মাসআলা ঃ কাযী পত্রে লিখবে নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের দ্বারা আমার কাছে তার দেশে না থাকা প্রমাণিত হয়েছে, যাতে প্রাপক কাযী জানতে পারে যে, পত্রটি শর্তাবলী রক্ষা করেই লেখা হয়েছে। তারপর লিখবে সে নিজে এখন জেলায় অবস্থানরত আছে (আল-মুলতাকাত)।

১৪. মাসআলা ঃ তারপর লিখবে দাবীকর্তার দাবী সে অস্বীকার করছে, কিন্তু সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তার দাবী সঠিক। এদিকে তার পক্ষে বিবাদী ও সাক্ষীদেরকে একত্র করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই সে আমার কাছে আরয করেছে, আমি যেন তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা আমার কাছে যা সাব্যস্ত হয় তা অমুক কাযীর নিকট লিখে জানাই। আমি তার আরয গ্রহণ করেছি। সে মতে সে সাক্ষীদেরকে হাযির করে, যারা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক। এভাবে তাদের প্রত্যেকের নাম, পিতার নাম, বংশ পরিচয়, ব্যবসায়ী হয়ে থাকলে ব্যবসার নাম, তাদের প্রত্যেকের ঠিকানা, ঈদগাহের নাম তথা তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিখবে। তারপর লিখবে বাদীর দাবী পেশ এবং সাক্ষীদের কাছে সাক্ষ্য তলবের পর সাক্ষীদের সকলেই ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দিয়েছে। তাদের শব্দাবলী ছিল এক এবং অর্থ অভিন্ন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে এরূপ বর্ণিত আছে, ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, কেবল এতটুকুতেই ক্ষান্ত করা উচিত নয় বরং সাক্ষ্যের বিবরণও উল্লেখ করবে। সুতরাং লিখবে প্রথম ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য দিয়েছে। এভাবে তার সাক্ষ্যের বিবরণ লিখবে এবং তা সংশোধন করে নেবে। দাবী স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে হলে তার অবস্থান ও চর্তুসীমাও উল্লেখ করবে। গোলাম হলে তার নাম, হুলিয়া গুণাবলী ও পেশা উল্লেখ করবে। সেই সঙ্গে মালিকের নাম এবং তার পিতা ও দাদার নামও লিখবে। যদি ঋণের মাল হয় তবে তার শ্রেণী, পরিমাণ ও গুণগত মান উল্লেখ করবে।যেমন রেওয়াজ আছে। সুতরাং লিখবে তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, অমুকের পুত্র অমুকের কাছে, যার নাম ও বংশ পরিচয় এ পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, অমুক ব্যক্তির এই পাওনা আছে। পাওনার শ্রেণী প্রকার গুণগত মান এবং দাবী (দাওয়া) অধ্যায়ে যা উল্লেখ করেছি তা সবই উল্লেখ করবে। তারপর লিখবে সুতরাং এ পত্রে যে বিবাদীর নাম ও বংশ পরিচয় লেখা হয়েছে তার কর্তব্য এ পরিমাণ মাল আদায় করা, যাতে বাদী তা নিজের জন্য কবজা করতে পারে। পরবর্তীকালীন ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে যে, এই শেষোক্ত কথা লেখা জরুরী কিনা। সঠিক মত হচ্ছে যে, এটা লেখা জরুরী নয়। বরং পাওনার সূত্র বর্ণনাই শর্ত, যাতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য বাদীর দাবীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারপর লিখবে প্রথমোক্ত সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়েছে অপর দুই সাক্ষীও সেই সাক্ষ্য দিয়েছে। যেখানে যে ইশারা করা দরকার সেখানে সে ইশারাও করবে। তার সাক্ষ্যের মত সাক্ষ্য দিয়েছে লিখবে না।

তারপর লিখবে তারা সাক্ষ্য দানের নিয়ম অনুসারেই সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তার রীতিনীতি অনুযায়ী তা আদায় করেছে। আমি তা শুনেছি এবং আদালতের স্থায়ী রেজিস্টারে তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।

তারপর কাযী যদি সাক্ষীদের সম্পর্কে অবগত থাকে তবে পত্রে তা এভাবে উল্লেখ করবে যে, তারা আমার কাছে বিশ্বস্ত ও সন্তোষজনক হিসেবে পরিচিত। আর যদি তাদেরকে না চেনে, তবে মুযাক্কিকে[১] জিজ্ঞেস করবে। একজনকে জিজ্ঞেস করলেই যথেষ্ট, তবে দুজন হলে উত্তম। তারা যদি তাদের বিশ্বস্ততা তাসদীক করে তবে লিখবে আমি তাদের অবস্থা জানার জন্য মুযাক্কি (প্রত্যায়নকারী)-এর শরণাপন্ন হয়েছি। তারা হচ্ছে অমুক ও অমুক। এভাবে প্রত্যায়নকারীদের পরিচয় দান করবে। তারপর লিখবে তারা তাদেরকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত এবং কথা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যায়ন করেছে।

বাঁদীর হক সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাকে বিশ্বস্ততা যখন পত্র লেখক কাযীর কাছে প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন তিনি বাদীর কাছ থেকে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বল, এ মাল তুমি তার কাছ থেকে কবজা করনি এবং তোমার প্রেরিত ব্যক্তি বা উকীল তা তার কাছ থেকে হস্তগত করেনি।

পত্রের লেখক যদি কাযীর কেরানী হয়, তবে উপরি উক্ত নিয়মে পত্র লেখার পর শেষে লিখবে অমুক শহরের কাযী অমুক, যার পিতা অমুক এবং দাদা অমুক বলেন, লেখক আমার আদেশে এ পত্র লিখেছে। সে এতে যা কিছু লিখেছে তা আমার সম্মুখে এবং আমার পক্ষ হতে ঘটেছে। এর যাবতীয় বিবরণ সঠিক। এতে দুটি শিরোনাম আছে। একটি ভিতরে এবং একটি বাইরে। এতে আমার সীলমোহর করা আছে আর আমার সীলের স্বাক্ষর নকশা এইরূপ। পত্রটি তিন পাতায় লেখা হয়েছে। এতে আমার স্বাক্ষর আছে। আমার স্বাক্ষর এরূপ আর তা দেওয়া হয়েছে পত্রের উপরিভাগে। এ সম্পর্কে সাক্ষীও রেখেছি। সাক্ষিগণ অমুক ও অমুক। তাদের নাম, পিতার নাম, দাদার নাম ও হুলিয়া উল্লেখ করবে।

তারপর লিখবে আমি তাদের সামনে পত্রটি পড়েছি এবং তার বিষয়বস্তু তাদেরকে জানিয়েছি। তারপর তাদের সামনেই পত্রে সীলমোহর করেছি। এ সব কিছুর উপরই তাদেরকে সাক্ষী রেখেছি। আর এই লাইনগুলো সবশেষে অমুক তারিখে লিখেছি।

পত্রের শেষে ইনশাআল্লাহ্ লিখবে না। পত্রের দুটি অনুলিপি করা চাই। একটি বাঁদীর হাতে সীলগালা অবস্থায় থাকবে এবং তাতে কোনরূপ কম বেশী থাকবে না। অপরটি থাকবে

১. সাক্ষীর বিশ্বস্তার সনদ প্রদান করতে পারে এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

সাক্ষীদের হাতে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষ্যদান শর্ত (ফাতাওয়া কাযীখান, আল-মুগনী, আন-নিহায়া)।

১৫. মাসআলা ঃ পত্রে তারিখ লেখা না থাকলে প্রাপক তা গ্রহণ করবে না। তারিখ লেখা থাকলে লক্ষ্য করবে সে তারিখে প্রেরক কাযী পদে বহাল ছিলেন কিনা। তারিখ লেখা না থাকলে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না। এমনিভাবে বিনা লেখায় কেবল সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা সেটা কাযীর পত্র বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে তারা যদি ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে কিন্তু কোন পত্র লেখা না থাকে তাও গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা)।

১৬. মাসআলা ঃ প্রাপকের হাতে যখন চিঠি পৌছবে তখন তার কর্তব্য হবে পত্র-বাহক ও তার আরজি অনুযায়ী তার প্রতিপক্ষকে একত্র করা। প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্যদের এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত হবে না যে, সেটা কাযীর পত্র। বাদী ও বিবাদী যখন উপস্থিত হয়ে যাবে তখন প্রথমে বাদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তার দাবী উত্থাপন করবে। কাযী সে দাবী সম্পর্কে বিবাদীকে জিজ্ঞেস করবে। সে তা স্বীকার করলে কাযী সে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় প্রদান করবে। তখন আর পত্রের কোন প্রয়োজন থাকবে না। আর সে যদি তার দাবী অস্বীকার করে যে, কারণে বাদীর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সে কাযীর সম্মুখে পত্র পেশ করবে। কাযী সেটি দেখে জিজ্ঞেস করবে এটি কী ? সে বলবে অমুক কাযীর পত্র। কাযী বলবে এটা যে সে কাযীর পত্র এর পক্ষে প্রমাণ পেশ কর (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে পত্র গ্রহণ করে তা জাইয হবে, কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে এই মর্মে সাক্ষ্য গ্রহণ জাইয না যে, সেটা কাযীর পত্র। প্রতিপক্ষের উপস্থিতি পত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য শর্ত, পত্র গ্রহণের জন্য শর্ত নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) শর্তাবলীর আলোচনায় যে বলেছেন, প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে যদি তা গ্রহণ করে, তবে তা জাইয হবে। এর অর্থ পত্র গ্রহণ করা পত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করা নয় (আল-মুলতাকাত)।

১৮. মাসআলা ঃ সাক্ষীগণ যখন সাক্ষী দেবে যে, এটা আপনার প্রতি অমুক কাযীর পত্র। এটা সীল-গালা করা এবং এ সীল তারই, তখন তিনি তা গ্রহণ করবেন। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তিনি কি এটা তোমাদের সম্মুখে পাঠ করেছিলেন এবং তোমাদের সম্মুখেই সীলগালা করেছেন ? তারা যদি বলে, না অথবা যদি বলে আমাদের সামনে পাঠ করেছেন, কিন্তু সীলগালা আমাদের সামনে করেননি কিংবা যদি বলে, আমাদের সামনে পাঠ করেননি, তবে সীলমোহর আমাদের সামনেই করেছেন, তবে সে চিঠি গ্রহণ করবেন না। আর যদি বলে, হাঁ আমাদের সামনে এটা পাঠ করেছেন, আমাদের সামনেই সীলমোহর করেছেন এবং আমাদেরকে এ সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছেন, তবে সে চিঠি খুলবে। তাদের এতটুকু কথাকে যথেষ্ট মনে করবে না যে, আমাদের কাছে ও আমাদের উপস্থিতিতে সীলমোহর করেছেন (আন-নিহায়া)।

১৯. মাসআলা ঃ তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা কাযীর পত্র এবং তারই সীলমোহর কিন্তু পত্রের বিষয় বস্তু সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে গ্রহণ করা হবে (আস সারাখসী, আল মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০. মাসআলা ঃ চিঠি খোলার পর লক্ষ্য করবে তাদের সাক্ষ্যর সাথে তার বিষয় বস্তুর মিল আছে কিনা। সাক্ষ্য যদি চিঠির বিষয় বস্তুর বিপরীত হয় তবে সে চিঠি প্রত্যাখান করবে। যদি উভয়ের মধ্যে মিল থাকে, তবে সাক্ষীদের প্রতি লক্ষ্য করবে। লেখক কাযী যদি তাদের নির্ভর যোগ্যতার কথা লিখে থাকে কিংবা প্রাপক-কাযী নিজেই তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে জানে, তবে বিবাদীর বিরুদ্ধে রায় প্রদান করবে, যাতে সে দাবীদারের পাওনা মিটিয়ে দেয়। আর যদি এরূপ না হয় তবে কাযী সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিবে। তাদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হলে তাদের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে রায় দিবে (আন-নিহায়া)।

২১. মাসআলা ঃ পত্রটি বিবাদীর সম্মুখে খোলাই উত্তম। তবে তার অনুপস্থিতিতে খুললেও জাইয হবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ আল-কিতাব এ পত্র খোলার জন্য সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়নি। কেননা তাতে বলা হয়েছে, তারা যখন সাক্ষ্য দিবে যে, এটা অমুক কাযীর পত্র তিনি তার আদালতে বসে এটা আমাদের হাতে সম্পূর্ণ করেছেন। তখন কাযী তা খুলবে। তাতে একথা বলা হয়নি যে, তারা যখন সাক্ষি দেবে এবং তাদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হবে। এর দ্বারা বোঝা গেল, পত্র খোলার জন্য সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হওয়া শর্ত নয় কিন্তু সঠিক কথা এই যে, বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হওয়ার পরই পত্র খুলবে।

এই যে বলাহল, বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হওয়ার পরই পত্র খুলবে এটা আস-সাদরুশ শাহীদ (র)-এর শারহ আদাবিল কাযী এর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিন্তু আল-মুগসী গ্রন্থে গৃহীত মতের পরিপন্থি। তাতে বলা হয়েছে আল খাস্‌সাফ(র)- আদাবুল কাযী তে বলেন সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাযী পত্র খুলবে না। তারপর বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতই বিশুদ্ধতর। অর্থাৎ সাক্ষিগণ যখন বলবে এটা কাযীর পত্র এবং সীলমোহর তখনই পত্র খোলা জাইয। সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হওয়া এর জন্য অপরিহার্য নয় (আন নিহায়া)।

২৩. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সামাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যখন কোনও হক সম্পর্কে পত্র নিয়ে উপস্থিত হবে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী কাযীর কর্তব্য হবে। বিবাদীকে উপস্থিত করা। সে উপস্থিত হলে কাযী পত্রবাহককে জিজ্ঞেস করবে এই কি সেই ব্যক্তি যার কাছে তুমি হক দাবী কর। সে যদি বলে, হাঁ তবে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি প্রতিনিধি (উকীল) হিসেবে পত্র নিয়ে এসেছে, না স্বয়ং পত্রওয়ালা। যদি বলে আমিই পত্র ওয়ালা তবে এটা যে কাযীর পত্র সে ব্যাপারে তার কাছে সাক্ষী তলব করবে। যদি বলে আমি বাদীর প্রতিনিধি এবং আমি অমুকের পুত্র অমুক, তবে সে যে অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুক ব্যক্তি তাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে, সে সম্পর্কে তার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করবে। তার প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে দলীল প্রমাণ পেশ করে তবে কিয়াস অনুযায়ী তা গৃহীত হবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুযায়ী গৃহীত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) সে মতই পোষণ করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে দু'রকম মত বর্ণিত আছে। ইব্‌ন সামাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র)থেকে বর্ণনা করেন যে, সাক্ষীদের বিশ্বস্ত

তা প্রমাণিত হওয়ার আগে যদি কাযী পত্র বাহকের প্রতিনিধি এবং পত্র উভয় সম্পর্কে সাক্ষ্য শ্রবণ করে তারপর পত্র লেখক (কাযী) তার পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে যায় এবং তারপর সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয় তবে কাযী উভয় বিষয় সম্পর্কে ফায়সালা করবে। যদি প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের বিশ্বস্ততা প্রত্যাহিত হয়, কিন্তু পত্র সম্পর্কে সাক্ষ্যদাত বরখাস্ত হয়ে যায় আর এ অবস্থায় উকীল (প্রতিনিধি) পত্র ও সীলমোহর সম্পর্কে অন্য সাক্ষী পেশ করতে চায়, তবে তা গৃহীত হবে না।

যদি পত্র সম্পর্কিত সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা তাসদীক করা হয়, প্রতিনিধি সম্পর্কিত সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা তাসদীক করা না হয়, ইত্যবসরে পত্র লেখক কাযী বরখাস্ত হয়ে যায় এবং তারপর প্রতিনিধি এই মর্মে সাক্ষী পেশ করতে চায় যে, সে দিন অমুক ব্যক্তি তাকে উকীল নিযুক্ত করেছিল, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে যদি তাদের বিশ্বস্ততা তসদীক করা হয়ে থাকে। সুতরাং তার প্রতিনিধিত্বের পক্ষে রায় দেওয়া হবে। উল্লেখ্য এ মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর নীতি অনুযায়ী প্রযোজ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নীতি অনুযায়ী নয়।

তারপর কাযী যদি পত্র গ্রহণ করত তা খুলে দেখতে পান যে, উপরে বর্ণিত যাবতীয় শর্ত তাতে রক্ষা করা হয়েছে। তবে কাযী কি পত্র অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন ? হাঁ যদি তিনি জানতে পারেন যে, পত্রবাহক অমুক গোত্রীয় অমুকের পুত্র অমুক সেই পত্রওয়ালা তবে রায় প্রদান করবেন। আর যদি এরূপ না হয়, তবে তার কাছে এই মর্মে সাক্ষী তলব করবে যে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি আগেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য তলব করে তবে সেটাই উত্তম। কেননা তাতে দীর্ঘসূত্রিতা লাঘব হয় (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ আল-খানিয়া গ্রন্থে আছে, যে কাযীর প্রতি পত্র লেখা হয়েছে। বাদী যদি তার কাছে কাযীর পত্র নিয়ে হাযির হয় এবং তার প্রতিপক্ষকেও হাযির করে আর তার উপস্থিতিতে সাক্ষিগণ সাক্ষ্যদান করে যে, সেটা কাযীর পত্র ও তারই সীলমোহর। তারপর কাযী সে পত্র খুলে বিবাদীর সামনে পড়ে এবং পত্রের ভিত্তিতে রায় দেওয়ার যা কিছু শর্ত আছে তা পালন করে কিন্তু তার রায় দেওয়ার আগেই বিবাদী অন্য কোন শহরে চলে যায় এবং বাদী এই কাযীর কাছে অনুরোধ জানায় যে, তার প্রতিপক্ষ যে শহরে আছে তথাকার কাযীর কাছে যেন তিনি একটি পত্র লিকে দেন, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তিনি তা লিখবেন না, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে লিখবেন। যার কাছে লেখা হবে সেই কাযীর সমীপে যদি বিবাদী বলে, আমার কাছে এর জবাব আছে, তবে তিনি তার জবাব শুনবেন। পত্রের পরিবর্তে লোক পাঠানো জাইয নয়- যদিও সমস্ত শর্ত রক্ষা করা হয়।

কাযী পত্র বা দূত মারফত শহরের সেই শাসনকর্তার সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। যিনি তাকে কাযী পদে নিযুক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে সঙ্গে নিজের একজন বিশ্বস্ত ব্যাক্তিকে পাঠানো পত্রের শর্তাবলী রক্ষা করা দরকার হবে না। হাঁ শাসনকর্তা যদি অন্য শহরে থাকে তবে পত্রের শর্তাবলী রক্ষা করতে হবে। যেমন সীলগালা করা এবং এটা যে তার পত্র সে সম্পর্ক সাক্ষ্য রাখা (আত-তাতার খানিয়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৫. মাসআলা ঃ আল-খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযীতে উল্লেখ করেন যে, পত্রের উপর কাযীর প্রদত্ত সীলগালা যদি নষ্ট হয়ে যায় অথবা পত্র খোলা থাকে এবং তার নিচের দিকে সীলমোহর করা হয়। তবে যে কাযীর কাছে তা লিখা হয়েছে তিনি সে পত্র তখনই গ্রহণ করবেন। যখন সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিবে যে, এটা অমুক কাযীর পত্র এবং তিনি আমাদের সম্মুখে এটা পাঠ করেছেন।

এ মাসআলার পর খাস্‌সাফ (র) বলেন, এটা ইমাম আবূ ইউসুফ(র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ এর মতে সীল-গালাকৃত না হলে কাযী সে পত্র গ্রহণ করবেন না। অবশ্য পত্র সীল-গালাবিহীন হলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সাক্ষিগণ যতক্ষণ না পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। পত্র সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

ফকীহ্ আবূ বকর আর-রাযী (র) ও শায়খ ইমাম শামসুল আইম্মা আল হালাওয়ালী (র)-বলেন, সীল-গালা নষ্ট হয়ে গেলে তিন ইমামের মতেই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হওয়াটা মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক (আয-যাখীরা)। এটা যে তাদের সকলের মতে, একথাই সঠিক।

২৬. মাসআলা ঃ আল-কুবরা গ্রন্থে আছে, কোন স্ত্রীলোক যদি অনুপস্থিত কাউকে উকীল (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষী রাখে আর সাক্ষিগণ সে শহরের কাযীর আদালতে উপস্থিত হয়ে এই উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, কাযী যেন উকীল যেখানে অবস্থান করছে সেখানকার কাযী কাছে পত্র লিখে দেন যাতে তিনি তার ওকালতের পক্ষে রায় প্রদান করেন, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আত-তাতার খানিয়া)।

২৭. মাসআলা ঃ বাদী যদি উত্তরাধিকার সূত্রে কোন বাড়ির মালিকানা দাবী করে, তবে পত্র লেখক (কাযী) তার পত্রে লিখবে, বাদীর বক্তব্য এই যে, অমুকের পুত্র অমুক মারা গেছে এবং সে কূফায় অমুক গোত্রের মাঝে একটি বাড়ি রেখে গেছে। এভাবে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে শেষ পর্যন্ত লিখবে। তারপর লিখবে এ বাড়িটি মালিকানাসূত্রে অমুকের পুত্র অমুকের হক ছিল এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার ভোগ দখলে ছিল, সে অমুক ব্যক্তিকে রেখে গেছে। সে ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিস নেই। এই চতুর্থ সীমানা বিশিষ্ট এই বাড়িটি তারই জন্য মীরাস স্বরূপ রেখে গেছে। বাদীর এই কথাকে যথেষ্ট মনে করবে না যে, আমি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে আমার জানা নেই। তারপর লিখবে অমুক বাদী আমার কাছে অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে হাযির করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, অমুকের পুত্র অমুক মারা গেছে। তারপর উপরে বর্ণিত সব কথা লিখবে।

বাদী যদি স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে দাবী করে এবং সে সম্পর্কে পত্র লিখে দিতে কাযীকে অনুরোধ করে তবে এটা দু'রকমের হতে পারে। (ক) সম্পত্তি বাঁদীর শহরেই আছে এবং বিবাদী অন্য শহরে (খ) অথবা সম্পত্তি বাদীর অবস্থান থেকে ভিন্ন শহরে। এটাও আবার দু'রকম হতে পারে। (ক) সম্পত্তি বিবাদীর অবস্থানের শহরে অথবা কোন শহরে। এ সকল অবস্থায়ই কাযী তার জন্য পত্র লিখে দিবে। কেননা এ ক্ষেত্রে বিবাদীর অনুপস্থিতিটাই বিবেচ্য বিষয়। এখন সে যেখানে অবস্থান করছে জমিটা যদি সেই শহরেরই হয় এবং যার উদ্দেশ্যে

লেখা হয়েছে সেই কাযীর হাতে পত্র পৌছে যায়। তবে পূর্বে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী তিনি সে পত্র অনুসারে ব্যবস্থা নেবেন এবং বাদীর পক্ষে রায় দেবেন। বিবাদীকে আদেশ করবেন সে যেন বাড়িটি তাকে বুঝিয়ে দেয়। যদি সে বাড়ি সমর্পণ করতে না চায়, তবে কাযী নিজেই তা সমর্পণ করবে। যেহেতু বাড়িটি তার ক্ষমতাধীন অঞ্চলে অবস্থিত।

সে সম্পত্তি যদি বাদীর অবস্থিত শহরে হয় তবে পত্র প্রাপক কাযীর ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে বিবাদী বা তার উকীল (প্রতিনিধি)-কে বাদীর সাথে লেখক (কাযীর) এর কাছে পাঠাবেন যাতে তিনি বাদীর পক্ষে রায় দেন এবং বিবাদী সে সম্পত্তি বাদীর হাতে সমর্পণ করে। আবার চাইলে প্রমাণ উপস্থিত থাকার কারণে নিজেও প্রদান করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তিনি রায়ের বিষয়টি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এবং বাদীর পক্ষে ফায়সালা সম্পর্কে পত্র লিখে তার হাতে সমর্পণ করবে। সেই সঙ্গে সে সম্পর্কে সাক্ষীও রাখবে। কিন্তু সম্পত্তি তার কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে না হওয়ার কারণে তা সমর্পণ করবে না। তারপর বাদী যখন ফায়সালা সংক্রান্ত নথিপত্র লেখক (কাযী)-এর নিকট পেশ করবে এবং কাযীর রায় সম্পর্কে সাক্ষী হাযির করবে। তখন তিনি এ সাক্ষী গ্রহণ করবেন না। কেননা বাদীর প্রয়োজন হচ্ছে রায় কার্যকর করার। আর রায় কার্যকর করা রায় প্রদান করারই পর্যায়ভুক্ত। যা অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে জাইয নয়। বরং যার কাছে পত্র লেখা হয়েছিল সেই কাযীর কর্তব্য, তিনি যখন বাদীর পক্ষে রায় দেবেন এবং তা নথিভুক্ত করবেন। তখন বিবাদীকে আদেশ করবেন, সে যেন বাদীর সঙ্গে তার কোন আস্থাভাজন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দেয়, যাতে সে বাদীর হাতে সম্পত্তি করে। সে যদি করতে সম্মত না হয়। তবে পত্র প্রেরক কাযীর কাছে একটি পত্র লিখবে এবং তাতে তার (লেখক কাযীর) প্রেরিত পত্রের অবস্থা তুলে ধরার পর তার আদালতে বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতি বাদীর পক্ষে রায় প্রদান, সম্পত্তি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিবাদীকে তার বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিকে প্রেরণের নির্দেশ দান এবং তার তা পালনে অস্বীকৃতি এই যাবতীয় বিষয় লিখে জানাবে। তারপর লিখবে, সে সম্পত্তি আপনার কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে। বাদী আমাকে অনুরোধ করেছে। আমি যেন আপনাকে পত্র লিখি এবং অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ও তার পক্ষে যে রায় দিয়েছি তা আপনাকে অবগত করি, যাতে সে ব্যক্তি এ সম্পত্তি তাকে সমর্পণ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সে অনুযায়ী এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ও আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। কাজেই এ পত্রে তফসীলকৃত ভূমি এ পত্রের বাহক অমুকের পুত্র অমুককে বুঝিয়ে দিন।

এ পত্র যখন কাযীর কাছে পৌছবে তখন তিনি সংশ্লিষ্ট ভূমি বিবাদীর দখল মুক্ত করত বাদীর হাতে সমর্পণ করবে।

আর ভূমি যদি বিবাদীর শহর ছাড়া অন্য এ হয়ে থাকে, তবে যে কাযীর কাছে পত্র লেখা হয়েছে তার ইখতিয়ার থাকবে। তিনি চাইলে বিবাদী বা তার উকীলকে বাদীর সাথে সেই শহরের কাযীর কাছে প্রেরণ করবেন। যেখানে সে ভূমি অবস্থিত আর তাকে একটি পত্র লিখবেন। যাতে বিবাদীর উপস্থিতে বাদীর পক্ষে রায় প্রদান করেন যে, জমি তারই প্রাপ্য আবার চাইলে তিনি নিজেই বাদীর পক্ষে রায় দেবেন এবং তা নথিভুক্ত করবেন। কিন্তু জমি তাকে সমর্পণ করবেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাযীর কোন পলাতক গোলাম সম্পর্কে পত্র লিখতে চাইলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার পদ্ধতি কী? উদাহরণত বুখারার এক ব্যক্তির একটি গোলাম পালিয়ে সমরকন্দ চলে গেল। সমরকন্দের কোন এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করল এবং মুনীবের খবর দিল। কিন্তু মুনীবের কোন সাক্ষী সমরকন্দে নেই, রয়েছে বুখারায়। এমতাবস্থায় মুনীব যদি বুখারার কাযীর নিকট অনুরোধ জানায় যে, তিনি যেন তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী একটি পত্র লিখে দেন, তবে কাযী তার অনুরোধ রক্ষা করবেন এবং ঋণ সম্পর্কে আমাদের বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী তার জন্য সমরকন্দে কাযীর নিকট একটি পত্র লিখে দেবেন। তবে গোলামের ক্ষেত্রে তাকে লিখতে হবে যে, আমার আদালতে অমুক ও অমুক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই নামের এক সিক্কী গোলাম, যার হুলিয়া এইরূপ এবং দৈহিক গঠন প্রকৃতি ও উচ্চতা ইত্যাদি এইরূপ (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ গোলামের বয়স ও মূল্যও লেখা চাই (আন-নিহায়া)

২৯. মাসআলা ঃ তারপর লিখবে এই দাবীদার তার মালিক যার নাম এই। গোলামটি পালিয়ে সমরকন্দ চলে গেছে। বর্তমানে সে সমরকন্দ নিবাসী অমুক ব্যক্তির হাতে আছে কিন্তু এতে তার কোন হক নেই।

এ পত্র সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী রাখবে এবং তাদেরকে সমরকন্দ পাঠিয়ে দেবে। পত্রের বিষয় বস্তু তাদেরকে অবগত করবে। যাতে সমরকন্দের কাযীর নিকট তারা পত্র ও তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষী দিতে পারে।

যখন সমরকন্দের কাযীর হাতে এ চিঠি পৌছবে, তখন তিনি গোলাম তার কবজাকারীকে উপস্থিত করবেন। সাক্ষীদ্বয় তাদের উপস্থিতিতে সমরকন্দের কাযীর সম্মুখে পত্র ও তার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে। কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

কাযী যখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং তার কাছে তার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হবে। তখন তিনি পত্র খুলবেন। সাক্ষিগণ লেখক কাযীর নিকট যেমন সাক্ষ্য দিয়েছিল এ গোলামের হুলিয়া যদি তার ব্যতিক্রম হয় তবে তিনি পত্র প্রত্যাখ্যান করবেন। কেননা পত্রে যে গোলামের সাক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে এই গোলাম যে সে গোলাম নয় এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর যদি পত্রের সাথে মিল পাওয়া যায় তবে পত্র গ্রহণ করবে এবং গোলামটি বাঁদীর হাতে সমর্পণ করবে। তবে এ ব্যাপারে তার পক্ষে রায় প্রদান করবে না। বরং তার নিকট হতে গোলামের ব্যাপারে কোনও কাফিল (জামিন) রেখে দেবে। গোলামের গলদেশে একটি শীসার আংটি লটকিয়ে দেবে, যাতে পথে কেউ তাকে এই সন্দেহে আটকাতে না পারে যে, সে গোলামটি চুরি করে এনেছে। সেই সঙ্গে বুখারার কাযীর কাছে এ সম্পর্কে পত্র লিখবে এবং চিঠি, চিঠির সীলমোহর ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী রাখবে।

বুখারার কাযীর কাছে যখন এ পত্র পৌছবে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেবে যে, এটা সমরকন্দের কাযীর পত্র ও তার সীল-মোহর, তখন তিনি বাদীকে আদেশ করবেন, সে যেন

তার সেই সাক্ষিগণকে হাযির করে, যারা প্রথমে তার আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিল। তারা গোলামের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য দেবে যে, এ গোলামটি এই বাদীর মালিকানাধীন। তারপর বুখারার কাযী কী করবে, সে সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, বুখারার কাযী গোলামটি বাঁদীর বলে রায় প্রদান করবে না। বরং সমরকন্দের কাযীর কাছে আরেকটি পত্র লিখবে এবং তাতে তার আদালতে যা কিছু হয়েছে তার বিবরণ দেবে। তার এ পত্র পত্রের সীল-মোহর ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী রাখবে। তারপর বাদীকে গোলামসহ সমরকন্দের কাযীর কাছে পাঠাবে। যাতে সমরকন্দের কাযী বিবাদীর উপস্থিতিতে রায় প্রদান করে যে গোলামটি বাদীর প্রাপ্য।

এ পত্র যখন সমরকন্দের কাযীর কাছে পৌছবে এবং তার সামনে সাক্ষীদ্বয় পত্র, সীল-মোহর ও পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে এবং তাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হবে। তখন তিনি বিবাদীর সম্মুখে রায় প্রদান করবেন যে, গোলামটি বাদীর প্রাপ্য। তারপর বাঁদীর কাফীল (জামিন)-কে দায়মুক্ত করে দেবেন।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন বুখারার কাযীই গোলামটি বাদীর বলে রায় দিবে তারপর সমরকন্দের কাযীকে তা জানিয়ে পত্র লিখবে যাতে বাদীর কাফীলকে রেহাই দান করেন।

যে বর্ণনামতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বাদীর ব্যাপারে কাযীর পত্রকে জাইয বলেছেন।সে বর্ণনা অনুযায়ী এরূপ পত্র লেখার পদ্ধতি গোলামের ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হয়েছে তারই মত। অবশ্য বাদী যদি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক না হয়। তাহলে যে কাযীর কাছে পত্র লেখা হবে তিনি তার হাতে বাঁদী সমর্পণ করবেন না। বরং তিনি দাবীদারকে আদেশ করবেন। সে যেন কোন বিশ্বস্ত দীনদার ও বুদ্ধিমান লোক উপস্থিত করে। যার মাধ্যমে তিনি সে ক্রীতদাসীকে প্রেরণ করবেন। কেননা সতীত্বের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ যার কাছে পত্র লেখা হয়েছে সেই কাযীর হাতে পৌছার আগে যদি লেখক কাযীর ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে আমাদের মতে সে কাযী এ পত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তাঁর আমালী তে বলেন, কাযী তা গ্রহণ করবেন। এটাই ইমাম শাফিঈ (র)-এর মত।

তা সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী রায় প্রদান করেন, তারপর অপর কোন কাযীর আদালতে তা উত্থাপিত হয়, তবে সেই কাযী তা বহাল রাখবেন। যেহেতু তার রায় ইজতিহাদ সম্মত হয়েছে। এমনিভাবে পত্র পৌছার পর তা পাঠ করার আগে যদি প্রেরক কাযীর ইন্তিকাল হয়, তখনও একই বিধান। পক্ষান্তরে পত্র পৌছা ও পড়ার পর ইন্তিকাল হলে সে কাযী পত্র গ্রহণ করবেন। জাহিরী রিওয়ায়াতে এমনই বলা হয়েছে আর সেটাই সঠিক। পত্র লেখক (কাযী) বরখাস্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান (আয-যখীরা)।

৩১. মাসআলা ঃ পত্র পৌছার আগে যদি পত্র প্রেরক কাযী ঐ পত্রের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে তবে প্রাপক পত্র গ্রহণ করবে না (আল কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩২. মাসআলা ঃ পত্রপ্রাপক কাযী মারা গেলে বা বরখাস্ত হলে এবং তার স্থলবর্তী কাযীর হাতে পত্র পৌঁছলে তিনি কি এ পত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ? এর জবাব হচ্ছে যে তিনি শিরোনাম লক্ষ্য করবেন। যদি লেখা থাকে এবং মুসলিমদের এমন যে কোন কাযীর প্রতি যার হাতে এ পত্র পৌঁছবে। তবে তিনি এ পত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আর যদি শিরোনামায় একথা লেখা না থাকে। তবে আমাদের মতানুযায়ী তিনি এ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কিতাবুল হাওয়ালাতে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি যদি কাযীর পত্র নিয়ে অপর কাযীর নিকট উপস্থিত হয় এবং সেখানে তার প্রতিপক্ষকে না পায় ফলে সেই কাযীকে অনুরোধ জানায়, তিনি যেন অপর কাযীর নিকট অনুরূপ পত্র লিখে দেন, যেমন প্রথম কাযীর পক্ষ হতে সে নিয়ে এসেছে তবে কাযী তা লিখে দেবে। যদি তার কাছে সে পত্রের সত্যতা প্রমাণিত হয়। অপর প্রমাণিত হওয়ার শর্তাবলী তাই, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, লেখক কাযীর সমীপে সাক্ষিগণ যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তা আইনত দ্বিতীয় কাযীর নিকটে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন মনে করা হবে, যেন বাস্তবে তার আদালতেই তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল। যদি বাস্তবে তার আদালতে তারা সাক্ষ্য দিত এবং বাদী তাকে এই অনুরোধ জানাত, তবে কি তিনি তা লিখতেন না ? কাজেই এস্থলেও তাই হবে। অবশ্য যার কাছে পত্র লেখা হয়েছে। তিনি কেবল ততটুকুই লিখবেন। যতটুকু তার কাছে প্রমাণিত হয়েছে। আর তার কাছে অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট বাদীর হক সম্পর্কে প্রথম কাযীর লেখা পত্রই প্রমাণিত হয়েছে। সরাসরি হক প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং তিনি পত্র লিখবেন এবং প্রথম বাদীর পত্র তাতে হুবহু তুলে দেবে। চাইলে তার উদ্ধৃতিও দিতে পারে। এমনি ভাবে দাবীদার ব্যক্তি যদি প্রথম কাযীকে বলে, আমি এমন কোন সাক্ষী পাচ্ছি না। যারা আমার সঙ্গে আমার প্রতিপক্ষের অবস্থিত শহরে যাবে। সতরাং আপনি অমুক শহরের কাযীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে দিন। যাতে তিনি আমার প্রতিপক্ষের অবস্থিত শহরের কাযীর কাছে পত্র লেখেন। তবে কাযী দাবীদারের এ অনুরোধ রক্ষা করবে।

দাবীদার ব্যক্তি যদি প্রথম কাযীকে বলে, আপনি মারবের কাযীর কাছে একটি এবং নীশাপুরের কাযীর কাছে আরেকটি পত্র লিখে দিন। আমি প্রথমে মারব যাব। সেখানে আমার প্রতিপক্ষকে পেলে তো ভাল, নচেৎ নীশাপুরের কাযীর আদালতে হাযির হব, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কাযী তার আবেদন রক্ষা করবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে এভাবে পত্র লিখবে না।

দাবীদার ব্যক্তি যদি প্রথম লেখকের কাছে ফিরে আসে এবং বলে, আপনি অন্য এক শহরের কাযীর নিকট পত্র লিখে দিন, কেননা আমি সে শহরে আমার প্রতিপক্ষকে পাইনি। তবে যতক্ষণ না আগের পত্র তাকে ফেরত দেবে, নতুন কোন পত্র লিখবে না। সেটি ফেরত দিবে তবেই নতুন পত্র লিখবে। আগের পত্র ফেরত দেওয়ার আগেই যদি কাযী তার জন্য দ্বিতীয় পত্র লিখতে চায়, যদিও তার পক্ষে তা উচিত নয়। তবে সে চিঠিতে তাকে এ কথা উল্লেখ করতে হবে যে, তিনি তার জন্য একবার অমুক শহরের কাযীর কাছে একই পত্র লিখেছিলেন। যাতে কোন রকম বিভ্রান্তি না থাকে (আয-যাখীরা)।

৩৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি দেশে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির কাছে হক দাবী করে এবং কাযী তার জন্য পত্র লিখে সীল-মোহর করে দেয়। তারপর দাবীদার এসে বলে, আমি পত্রটি হারিয়ে ফেলেছি এই বলে সে আরেকটি পত্র প্রার্থনা করে। তবে কাযীর যদি তার ব্যাপারে সন্দেহ হয়। তবে আরেকটি পত্র লিখবে না আর সন্দেহ না হলে লিখবে কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে উল্লেখ করবে যে, আমি এ ব্যাপারে অমুক তারিখে আপনার কাছে একটি পত্র লিখেছিলাম। তারপর এই ব্যক্তি এসে জানায় সে পত্রটি হারিয়ে ফেলেছে এবং আরেকটি পত্র প্রার্থনা করে। সে মতে এই পত্রটি লিখলাম। এ পত্রেও তারিখ লিখে দেবে, যাতে দুই পত্রের ভিত্তিতে দুই বার হক উসুল করতে না পারে।

বাদীর জন্য পত্র লেখার পর যদি এসে বলে, আমার প্রতিপক্ষ অন্য এক শহরে চলে গেছে। সুতরাং আমার জন্য সেই শহরের কাযীর কাছে আরেকটি পত্র লিখে দিন। তবে তা লিখবে এবং তাতে উল্লেখ করবে যে, আমি তার জন্য এই ঘটনা সম্পর্কে অমুক শহরের কাযীর কাছে আরেকটি পত্র লিখেছিলাম তারপর সে এসে জানায় যে, তার প্রতিপক্ষ অন্য শহরে চলে গেছে তাই সে এই পত্রটির জন্য আবেদন করে। একথা লিখবে সতর্কতা হিসেবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৩৪. মাসআলা ঃ কারও কাছে কারও হক সম্পর্কে পত্র লেখার পর তা হস্তান্তর করার আগেই যদি সেই বিবাদী দেশে ফিরে আসে যার বিরুদ্ধে পত্রটি লেখানো হয়েছে। তারপর বাদী তাকে কাযীর আদালতে উপস্থিত করে, তবে সে পত্রের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা কাযীর পক্ষে সমীচীন হবে না। বরং তার উচিত হবে তার উপস্থিতিতে বাদীকে আবার সাক্ষী পেশ করতে বলা–

যে শাসনকর্তা কাযীকে নিয়োগ দান করেছে।সে যদি কাযীর সাথে একই শহরে অবস্থান করে এবং কাযী তার কাছে পত্র লেখে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমীরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন এই সম্ভাষণের সাথে পূর্ণ ঘটনা তাতে বিবৃত করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণও তুলে ধরে। তারপর আমীর চেনে এমন কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মারফত তা তার কাছে প্রেরণ করে, তবে আমীর সে পত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং তা জাইয হবে যদিও তা শিরোনামা যুক্ত ও সীল-গালাকৃত না হয় এবং তার সাক্ষিগণ এ সাক্ষ্য না দেয় যে, এটা কাযীর পত্র ও তার সীল-মোহর। এটা ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) সম্মত। কিন্তু কিয়াস হচ্ছে যে, তাতে যদি কাযী ও আমীরের নামের সাথে শিরোনাম না থাকে। তাদের পিতা ও দাদার নাম উল্লেখ করা না হয়। সীলমোহর না থাকে এবং দু'জন সাক্ষী সে সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়, তবে এর ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ জাইয হবে না।

৩৫. মাসআলা ঃ আল-আসল গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, পাড়া বা গ্রামের কাযীর পত্র গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে গ্রামের প্রশাসকের পত্রও গ্রহণযোগ্য নয়। কেবল এমন নগরের কাযীর পত্রই গ্রহণযোগ্য, যেখানে মিম্বর ও জামাআত (জুমুআ) আছে। এটা জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী। কেননা জাহিরী রিওয়ায়াতে কাযীর রায় কার্যকর হওয়ার জন্য নগর হওয়া শর্ত। কাযীর পত্র তার রায়ের মর্যাদা রাখে (সুতরাং এ ব্যাপারেও সে শর্ত প্রযোজ্য হওয়া চাই)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু যে রিওয়ায়াতে নগর হওয়া শর্ত নয়, সে অনুযায়ী গ্রাম ও পাড়ার শাসনকর্তার পত্র গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে পাড়া ও গ্রামের কাযীর পত্র ও গ্রহণযোগ্য হবে।

কোন ব্যক্তির হাতে যদি একটি বাদী থাকে এবং এক ব্যক্তি দাবী করে যে, সেটি তার এবং তার পক্ষে সে প্রমাণও পেশ করে। আর কাযী সে অনুযায়ী তার পক্ষে রায় প্রদান করে। তারপর যার হাতে বাদীটি আছে সে বলে যে, অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে আমি এটি কিনেছি। সে অমুক শহরে থাকে। আমি তাকে এর দামও দিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আপনি আমার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনুন এবং আমার পক্ষে একটি পত্র লিখে দিন, তাহলে কাযীর দৃষ্টিতে যা সঠিক মনে হবে, সে অনুযায়ী তিনি তার পক্ষে একটি পত্র লিখে দেবেন।

যদি কোন ব্যক্তির হাতে একটি বাদী থাকে আর সে প্রথমে নিজেকে বাদী বলে স্বীকার করার পর দাবী করে যে, সে জন্মগতভাবে স্বাধীন নারী এবং তার পক্ষে সে প্রমাণ পেশ করে, যার ভিত্তিতে কাযী তার স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়ে দেয়, এখন যার হাতে বাদীটি আছে। সে যদি এই মর্মে সাক্ষী পেশ করে যে, সে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছ থেকে এত টাকার বিনিময়ে বাদীটি কিনেছে এবং তাকে মূল্যও পরিশোধ করে দিয়েছে। আর সে কাযীর কাছে এ সম্পর্কে পত্র লিখে দেওয়ার আবেদন জানায়। তবে কাযী তা লিখে দিবে। কেননা সে চায় বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে এবং সেটা তার কাছে তার পাওনা।

বাদীটি যদি তার স্বাধীনতার পক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ না করে, বরং সে নিজেকে স্বাধীন বলে দাবী করে বরং সে নিজেকে স্বাধীন বলে দাবী করে এবং ইতোপূর্বে যে গোলামীর কথা স্বীকার করেছিল তা অস্বীকার করে। এদিকে যার হাতে সে আছে তার কাছেও বাঁদীটির সে স্বীকারোক্তি সম্পর্কেও কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে। তবে কাযী তাকে স্বাধীন বলেই রায় দেবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে বাদীর গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার কসম করারও দরকার হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে তাকে কসম করতে হবে।

যার হাতে বাদীটি আছে, সে যদি বলে, আমি তাকে অমুকের কাছ থেকে কিনেছি এবং তার মূল্য পরিশোধ করেছি। সুতরাং আপনি আমার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনুন, যাতে আমি তার থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারি, তবে কাযী তার কথার কর্ণপাত করবে না। এটা উপরের মাসআলার বিপরীত।

এমনিভাবে বাঁদীটি প্রথমে নিজের গোলামী স্বীকার করার পর যদি দাবী করে, সে জন্মগতভাবেই স্বাধীন এবং যার হাতে আছে, সেও তার কথা তাসদীক করে, তবে বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয়-মূল্য ফেরত নিতে পারবে না।

এমনিভাবে প্রথমে যদি গোলামীর কথা অস্বীকার করে এবং নিজেকে জন্মগতভাবে স্বাধীন নারী বলে দাবী করে আর বিচারে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। তবে তখনও ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে না। ক্রেতা যদি চায় বিক্রেতা এ দুই ক্ষেত্রে কসম করে বলুক। সে জানে না যে, বাঁদীটি আসলে জন্মগতভাবে স্বাধীন আর ক্রেতার লক্ষ্য থাকে তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়া, তবে সে অধিকার তার থাকবে। কেননা সে তার কাছে এমন একটা বিষয়ের দাবী করছে যা সে মেনে নিলে অবধারিত হয়ে যেত। কাজেই অস্বীকার করলে

কসম করতে হবে বৈ কি। তো বিক্রেতা যদি কসম করে, তবে তাকে কিছুই পরিশোধ করতে হবে না। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে তবে সে ক্রেতার দাবীই মেনে নিল। কাজেই তাকে পূর্ণ মূল্য ফেরত দিতে হবে।

আর এ দুই ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতাকে কসম করাতে না চায় বরং সে বাঁদীটির জন্মগত স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করতে চায় আর এভাবে তার লক্ষ্য থাকে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়া। তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনা হবে (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি কারও কাছে তার পাওনা সম্পর্কে কাযীর পত্র নিয়ে অন্য কাযীর কাছে রওয়ানা হয়ে আসে এবং শহরে পৌঁছেও যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে যার কাছে তার পাওনা তার মৃত্যু হয়ে যায়। ফলে সে তার ওয়ারিস বা ওসীকে উপস্থিত করে আর পত্রটি নিয়ে কাযীর আদালতে উপস্থিত হয় এবং পত্র সম্পর্কে যারা সাক্ষী ছিল তাদেরকেও ওয়ারিস বা ওসীর সামনে কাযীর আদালতে উপস্থিত করে। তবে কাযী ওয়ারিস বা ওসীর উপস্থিতিতে পত্র গ্রহণ করবে এবং পত্র সম্পর্কে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শ্রবণ করবে। তারপর পত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাতে পত্রের তারিখ লোকটির মৃত্যুর আগের হোক বা পরের।

কেউ যদি কোন বিষয়ে এক কাযীর পত্র অপর কাযীর নিকট উপস্থিত করে আর সে বিষয়ে প্রথম কাযীর যে মত প্রকাশ করেছে দ্বিতীয় কাযী সে মত পোষণ না করে আর সে বিষয়টা এমন যে, ফুকাহায়ে কিরামের ভেতরও তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে কাযী পত্রের রায় কার্যকর করবে না। যেহেতু সিজিল্লের[১] সাথে পত্রের পার্থক্য রয়েছে। কেউ যদি এক কাযীর কাছে অন্য কাযীর সিজিল্ল নিয়ে আসে এবং দ্বিতীয় কাযীর রায় তা হতে ভিন্ন হয়। সে সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ থাকে। তবে সে তা বহাল রাখবে ও কার্যকর করবে (আল-মুলতাকাত)।

৩৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছে তার প্রাপ্য সম্পর্কে কাযীর চিঠি অপর কাযীর নিকট উপস্থিত করে আর সে চিঠিতে প্রতিপক্ষের নাম, তার বাপ দাদার নাম। পেশা এবং মূল ও শাখা গোত্রের নাম উল্লেখ করা থাকে। কিন্তু সে পেশার বা সেই শাখা গোত্রে একই নামের দুইজন লোক থাকে। যাদের বাপ-দাদার নাম অভিন্ন, তাহলে কাযী সে পত্র গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না বাদী তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে যে, পত্রে যার কথা লেখা আছে এই ব্যক্তিই সেই লোক।

যদি সেই পেশা বা সেই গোত্রে একই নামের দুই ব্যক্তি না থাকে, তবে কাযী সে পত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রতিপক্ষ যদি বলে, এই গোত্র বা এই ব্যবসায়ে এই একই নামের আরও এক ব্যক্তি আছে। যার বাপ দাদার নামও এই রকমের তবে বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে তার কথা গৃহীত হবে না। এবং তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করা হবে না।

১. সিজিল্ল জুডিশিয়াল রেকর্ড। কাযীর রায় লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার। যে পত্রের কাযীর রায় লেখা হয়ে রায়পত্র। এ স্থলে সম্ভবত শেষোক্ত অর্থটি বুঝানো উদ্দেশ্যে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে যদি বলে, আমি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করব যে, এই গোত্র বা এই ব্যবসায়ে একই নামের আরও এক ব্যক্তি আছে এবং তার বাপ-দাদার নামও এইরূপ। তবে এটা দুই রকমের হতে পারে। সে যদি বলে, আমি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করব যে, এই গোত্রে বা এই বংশে একই নামের আরও এক ব্যক্তি আছে। যার বাপ ও দাদার নামও এই রকম। তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করা হবে। আর যদি বলে, আমি সাক্ষ্য হাযির করব যে, এই গোত্র বা এই ব্যবসায়ে আরও এক ব্যক্তি ছিল যার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে যাবে।

পত্র যদি কোন মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হয়। তবে কাযী তার ওয়ারিসদের মধ্য হতে কাউকে হাযির করবে এবং তার উপস্থিতিতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনবে এবং পত্র গ্রহণ করবে।

৩৮. মাসআলা ঃ ইব্ন সামা'আ (র) তার নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির কাছে যদি কারও মেয়াদী পাওনা থাকে এবং সেই ব্যক্তি কাযীর কাছে গিয়ে সে সম্পর্কে একটি পত্র লিখে দেওয়ার আবেদন জানায়। তবে কাযী তার আবেদন মনজুর করবে এবং তাকে পত্র লিখে দেবে। তাতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী মেয়াদ উল্লেখ করবে।

দেনাদার ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, পাওনাদার অল্পবিস্তর সব কিছু হতে আমাকে দায়মুক্ত করে দিয়েছে। কিংবা বলে, আমার কাছে তার যা পাওনা ছিল আমি তা পরিশোধ করেছি এবং এর পক্ষে সে সাক্ষী উপস্থিত করে, তারপর কাযীকে বলে আমার পাওনাদার যে শহরে আছে আমি সেখানে যেতে চাই। কিন্তু আমার ভয় সে আমাকে তার পাওনার জন্য ধরবে এবং সে মাফ করে দেওয়া বা উসুল করার কথা অস্বীকার করবে।

এদিকে আমার সাক্ষিগণ তো এই শহরে, সুতরাং আপনি আমার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনুন এবং সেখানকার কাযীর কাছে আমার জন্য একটি পত্র লিখে দিন। তো এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কাযী তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনবে না এবং এ সম্পর্কে তার জন্য পত্র লিখবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে লিখবে। তিন ইমামই এ ব্যাপারে একমত যে, সে যদি বলে, পাওনাদার একবার উসুলের কথা অস্বীকার করেছে এবং আমার বিরুদ্ধে একবার মামলা করেছে। আমার আশংকা সে আবার আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে। সুতরাং আপনি আমার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনুন এবং সেই শহরের কাযীর নিকট একটি পত্র লিখে দিন, তবে তা লিখে দেবে।

৩৯. মাসআলা ঃ অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে ঋণ মওকুফ করে দেওয়ার দাবী করা জাতীয় আরও দুটি মাসআলা আছে। তার একটি হচ্ছে শুফ'আ সম্পর্কিত। যেমন এক ব্যক্তি কাযীকে বলল, আমি একটি বাড়ি কিনেছি এবং অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি তার শফী (অগ্রক্রয়ের অধিকারী)। কিন্তু সে শুফ'আর দাবী পরিত্যাগ করেছে। আমার আশংকা আমি সেখানে গেলে সে শুফ'আর দাবীতে আমাকে ধরে বসবে এবং দাবী ত্যাগের কথা অস্বীকার করবে। এই বলে সে দাবী ত্যাগ সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ ও সে সম্পর্কে পত্র লিখে দেওয়ার জন্য কাযীর কাছে

আবেদন জানাল। কাযী পত্র লিখবে কিনা সে সম্পর্কে উপরে বর্ণিত মতভেদের অনুরূপ মতভেদ আছে। দ্বিতীয় মাসআলাটি তালাক সম্পর্কে। যেমন এক স্ত্রীলোক কাযীকে বলল, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছে। সে বর্তমানে অমুক শহরে অবস্থান করছে। আমি সেই শহরে যেতে চাচ্ছি কিন্তু আমার আশংকা আমার স্বামী আমাকে তালাক দেওয়ার কথা অস্বীকার করবে। সুতরাং আপনি আমার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনুন এবং সেই শহরের কাযীর কাছে একটি পত্র লিখে দিন। এখন কাযী কি তার আবেদন মনজুর করবে ? এ সম্পর্কেও উপরিউক্ত মতভেদ রয়েছে। সে যদি কাযীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলে যে সে ইতোপূর্বে আরেকবার অস্বীকার করেছিল এবং এ নিয়ে মামলা করেছিল। তবে সকলের মতেই কাযী পত্র লিখবে।

৪০. মাসআলা ঃ পাওনাদার যদি কাযীর সম্মুখে দেনাদারকে মাফ করে দেয় অথবা কাযীর সম্মুখে শফী শুফ'আর দাবী পরিত্যাগ করে। তবে কাযী তাদের কাছ থেকে যা শুনবে তা লিখে দিবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মূলনীতি অনুযায়ী তো এটা সুস্পষ্ট। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী এটাই সমীচীন মনে হয়ে যে, কাযী পত্র লিখবে না।

৪১. মাসআলা ঃ জ্ঞাতব্য যে, কাযী নিজ জানা অনুযায়ী পত্র লিখতে চাইলে সেটা তার নিজের জানা অনুযায়ী মামলার রায় দেওয়ার মত। সুতরাং যে সকল ক্ষেত্রে তার জানা অনুযায়ী রায় দেওয়া জাইয। সে সকল ক্ষেত্রে জানা অনুযায়ী পত্র লেখাও জাইয। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুসারে একটি ক্ষেত্রে নিজের জানার ভিত্তিতে পত্র লেখা জাইয হবে কিনা সে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। আর তা এই যে, কাযীর আদালতে বিচার প্রার্থনার আগেই যদি কাযী ঘটনা সম্পর্কে অবগত থাকে এবং তারপর বিচার প্রার্থনা করা হয়। তবে কারও মতে সেই অবগতি অনুযায়ী পত্র লিখবে না। যেমন সেই অবগতি অনুযায়ী বিচার করবে না। কেউ বলেন, পত্র লিখবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) ওয়াকালা অধ্যায়ে বলেন, কোনও ব্যক্তি যদি কাউকে অন্য কোনও শহরে অবস্থিত তার বাড়ি সম্পর্কে মামলার উকীল (প্রতিনিধি) বানায়। সেই সঙ্গে সেটি কবজা করা বা ইজারা দেওয়ারও ইখতিয়ার দেয় এবং সে সম্পর্কে কাযীর কাছে পত্র চায়। তবে কাযী সে সম্পর্কে পত্র লিখে দেবে। তারপর কাযী যদি মক্কেলকে চিনে থাকে, তবে তাও লিখবে আর যদি তাকে না চিনে, তবে লিখবে– আমি তার কাছে এই মর্মে সাক্ষী চেয়েছি যে, সে অমুকের পুত্র অমুক, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। তারপর লিখবে -সে অমুকের পুত্র অমুককে উকীল (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেছে। এই বলে উকীলের নিজের ও তার বাপ দাদার নাম লিখবে, যেমন পূর্বে পত্র লেখার নিয়মে বলা হয়েছে। তাকে যদি বাড়ি কবজার উকীল বানায়, তবে লিখবে কূফার অমুক গোত্রের মহল্লায় তার যে বাড়ি আছে। সে তাকে সেটি কবজা করার উকীল বানিয়েছে। আর যদি বাড়িটি সম্পর্কে মামলা চালানোর উকীল বানায়, তবে লিখবে কূফাস্থ বাড়িটি নিয়ে মামলা করার জন্য সে তাকে উকীল বানিয়েছে।

মোদ্দাকথা -যে বিষয়ে উকীল নিযুক্ত করা হয় কাযীকে পত্রে তা উল্লেখ করতে হবে। উকীল যদি উপস্থিত থাকে তবে যতটা বেশী সম্ভব তার পরিচিতি দান শ্রেয়। তবে তা না করলেও

pdf By Syed Mostafa Sakib

দোষ নেই। আর অনুপস্থিত হলে লিখবে সে এক ব্যক্তিকে উকীল বানিয়েছে, যে অমুক গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক নামে পরিচিত। এতদদ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করা জাইয। এটাই আমাদের উলামায়ে কিরামের মত। তবে উকীল সম্মত না হওয়া পর্যন্ত ওকালত অনিবার্য হবে না। যাতে উকীলকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়। উপস্থিত ব্যক্তিকে উকীল বানানোর ক্ষেত্রেও বিধান এমনই। তারপর পত্রটি যখন প্রাপক কাযীর কাছে পৌছবে। তখন বাড়িটি যার দখলে আছে। তিনি তাকে এবং তার উপস্থিতিতে পত্র ও তার সীলমোহর সম্পর্কে সাক্ষী তলব করবে। সাক্ষী পেশের পর তিনি পত্র খুলবেন এবং সাক্ষীদের সম্মুখে তা পাঠ করবেন। যাতে সাক্ষিগণ তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে।

তারপর উকীলকে এই মর্মে সাক্ষী পেশ করতে বলবে যে, সে অমুকের পুত্র অমুক। সে সাক্ষী পেশ করলে তারপর বাড়ি যার দখলে আছে তাকে বাড়িটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। সে যদি স্বীকার করে যে, বাড়িটি আসলে মক্কেলের, তবে তাকে সেটি ফেরত দেওয়ার আদেশ করবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে পত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণের আগে যদি উকীলকে সাক্ষী পেশ করতে বলে যে সে অমুক গোত্রের পুত্র অমুক। তবে সেটাই ভাল। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কাযীর কর্তব্য প্রথমে উকীলকে তার নাম পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করতে বলা। তারপর তাকে পত্র সম্পর্কে উপস্থিত করতে বলবে। পশু, গোলাম, আসবাবপত্র ও আমানতী মালের ওকালত সম্পর্কেও মাসআলা এরকমই।

বাড়ি নিয়ে মামলা চালানোর ব্যাপারে যাকে উকীল বানানো হয়। তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, যে কেউ সে বাড়ি নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হবে তার বিরুদ্ধেই সে লড়তে পারবে। যেহেতু তাকে সাধারণভাবে উকীল বানানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মক্কেল নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম বলে থাকলে সে অন্য কারও বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না।

যাকে ইজারার উকীল বানানো হয়। সে বাড়ি ইজারা দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করতে পারবে না। যার কাছে ইজারা দেবে মক্কেলের পক্ষ হতে সে তার বিরুদ্ধে লড়তে পারবে। কোন স্ত্রীলোক যদি তার মোহরানা ও খোরপোসের ব্যাপারে কাউকে উকীল নিযুক্ত করে এবং এ ব্যাপারে কাযীর কাছে পত্র প্রার্থনা করে। তবে কাযীর উচিত পত্রে এ কথার উল্লেখ করা যে, স্ত্রীলোকটি বলেছে যে, তার স্বামী অমুকের পুত্র অমুক। যার কাছে তার এই পরিমাণ মোহরানা পাওনা আছে। সে তার স্বামীর কাছ থেকে তা বুঝে নেওয়ার জন্য অমুকের পুত্র অমুককে উকীল বানিয়েছে এবং সে যদি তা অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে মামলা করারও দায়িত্ব দিয়েছে। মামলা করার ইখতিয়ার দানের বিষয়টা উল্লেখ করবে এ কারণে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে পাওনা কবজার জন্য যাকে উকীল বানানো হয় সে মামলা করার ইখতিয়ার রাখে না। আরও লিখবে তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে খোরপোস কবজা করার এবং সে ব্যাপারে মামলা করার জন্য উকীল বানিয়েছে।

এ পত্র যখন কাযীর নিকট পৌছবে, তখন কাযী স্বামীকে হাযির করে মোহরানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। সে তা স্বীকার করলে তা উকীলের কাছে সমর্পণ করতে আদেশ করবে। যদি স্ত্রীলোকটি তার মোহরানা কবজা এবং তার খোরপোসের ব্যাপারে মামলা করার জন্য উকীল

নিযুক্ত করে। যাতে তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মাসিক খরচা এবং বার্ষিক কাপড় স্থির করে দেয়। তবে এ সম্পর্কিত পত্র কাযীর নিকট পৌছলে কাযী স্বামীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য শ্রবণ করবে না। যেহেতু এ স্বামীই মামলার প্রতিপক্ষ। তার উপস্থিতিতে যখন তা প্রমাণিত হয়ে যাবে তখন তার কাছে মোহরানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। সে তা স্বীকার করলে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করবে। আর তার উপযুক্ত খোরপোস স্থির করে দেবে (আল-মুহীত)।

৪২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কাযীর নিকট অপর কাযীর পত্র নিয়ে উপস্থিত হওয়ার পর কাযী সে পত্র সম্পর্কে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শ্রবণের আগেই যদি বিবাদী শহরে আত্মগোপন করে। তবে কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী কাযী একজন ঘোষক পাঠিয়ে দেবে। সে তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে বলবে, বের হয়ে আস। এভাবে তিন দিন তাকে ডাকবে। আর বলবে, তুমি বের না হলে তোমার পক্ষে একজন উকীল নিযুক্ত করা হবে এবং উকীলের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে। ফুকাহায়ে কিরামের অধিকাংশই এ মতকে সহীহ্ মনে করেন না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা ঃ 'আল আকযিয়া' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কেউ যদি তার কেনা গোলামের কোন ত্রুটি সম্পর্কে মামলা চালানোর জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে এবং সে সম্পর্কে কাযীর নিকট হতে গ্রহণ করতে চায়, তা জাইয হবে না। কেননা মক্কেলের অর্থাৎ ক্রেতার উপস্থিতি ছাড়া গোলাম ফেরত দেওয়া যায় না। তাকে আল্লাহ্র নামে কসম করে বলতে হবে যে, সে ত্রুটিসহ ক্রয়ে সম্মত হয়নি। কেননা ক্রেতার কসমের অপেক্ষা না করেই ত্রুটির কারণে গোলাম ফেরত দেওয়া হলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর তার সে ক্ষতির প্রতিকার করারও কোন উপায় থাকে না। কারণ বাহ্যত ও গুণগত উভয়ভাবেই রহিতকরণ কার্যকর হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পরে কসম করতে অস্বীকার করলে তাতে কোন লাভ হবে না। পক্ষান্তরে ঋণ বা পাওনার বিষয়টা তো এমন নয়।

তারপর এস্থলে বলা হয়েছে যে, উকীল ফেরত দেওয়ার অধিকার রাখে না-যতক্ষণ না ক্রেতা উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্র নামে কসম করবে যে, সে ত্রুটিসহ কিনতে সম্মত হয়নি যদিও বিক্রেতা তার সম্মতির দাবী না করে। আল-খাস্সাফ (র) ও আল-জাস্সাস (র) এরূপ উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে হাসান (র)-এর বর্ণনাও এরূপ। ইমাম মুহাম্মাদ (র) আল-মাবসূত গ্রন্থে বলেন, উকীল ত্রুটির কারণে মাল ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার রাখে। তবে বিক্রেতা যদি দাবী করে যে, ক্রেতা এই দোষসহই কিনতে সম্মত ছিল, তবে আলাদা কথা। এ স্থলে যা বলা হয়েছে, তার যুক্তি এই যে, রায় বাতিল হওয়া ও সর্বপ্রকার সন্দেহ হতে রায়কে নিরাপদ রাখা ও মানুষের অধিকার রক্ষা করা কাযীর দায়িত্ব। আর এটা তখনই সম্ভব যখন ক্রেতার কসমের অপেক্ষা করা হবে। এটাকে কিয়াস করা হয়েছে এই মাসআলার সাথে যে, বিক্রেতার মৃত্যুর পর ক্রেতা যদি ত্রুটির কারণে কেনা মাল ফেরত দিতে চায়, তবে কাযী ক্রেতাকে আল্লাহ্র নামে কসম করতে বলবে যে সে ত্রুটিসহ সম্মত হয়নি যদিও ওয়ারিস তা দাবী না করে। আর 'আল মাবসূতে' বক্তব্যের যুক্তি এই যে, কাযীকে তার পদে বসানো হয়েছে মামলার নিষ্পত্তির জন্য মামলার সূত্রপাতের জন্য নয়। দাবী না থাকা সত্ত্বেও কসম নেওয়া মামলার সূত্রপাত ঘটানোরই নামান্তর,যা জাইয নয়। এ জন্যই তো লক্ষ্য করা যায় 'কিসাস'-

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর ক্ষেত্রে হত্যাকারী দাবী ব্যতিরেকে নিহতের অভিভাবকে আল্লাহ্‌র নামে এই মর্মে কসম করতে বলা হয় না যে, সে তাকে ক্ষমা করেনি। কিসাস এমন একটা বিষয় যা সন্দেহের কারণে মওকুফ হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রেই যখন কসম নেওয়া হয় না, তখন এ ক্ষেত্রে তো নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা কসম নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিক্রেতার প্রতি আনুকূল্য দেখানো। অথচ বিক্রেতা এ আনুকূল্যটা নিজেই নিজের প্রতি দেখাতে পারত। আর তা এভাবে যে, সে দাবী করত ক্রেতা দোষসহই গোলামটি কিনতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু সে নিজে এ দাবী না করে যখন নিজের স্বার্থ রক্ষার উদ্যোগে নিলে না, তখন এ অবস্থায় (উপর পড়া হয়ে) তাকে সুবিধা করে দেওয়ারও প্রশ্ন আসে না।

পক্ষান্তরে ওই মতের সপক্ষে দৃষ্টান্ত হিসেবে যে মাসআলাটি পেশ করা হয়েছে। সেখানে তো মৃত ব্যক্তি নিজে তার স্বার্থ রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণে অক্ষম। আর আপন স্বার্থ রক্ষায় অক্ষম এরকম যে, কোনও ব্যক্তির অনুকূলে কাজ করার জন্যই কাযীকে তার পদে বসানো হয়েছে। এ কারণেই কাযী তার পক্ষে কসম গ্রহণ করবে (আয-যাখীরা)।

৪৪. মাসআলা ঃ মুসলিমদের কোন শহর বা মুসলিম সাম্রাজ্যের কোন অঞ্চলের শাসনকর্তা যদি বিচার সংক্রান্ত পত্র লিখতে চায়, তবে লক্ষ্য করতে হবে খলীফার পক্ষ হতে তাকে বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিনা। তা দেওয়া হয়ে থাকলে এ পত্র লেখা জাইয হবে অন্যথায় জাইয হবে না।

এই শাসনকর্তা যদি কাউকে নিয়োগ দান করে এবং তাকে বিচার করার অনুমতি দেয়, তবে সেই কাযীর পত্র কি গ্রহণযোগ্য হবে ? এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে খলীফা সে শাসনকর্তাকে কাউকে কোন পদে বসানোর ক্ষমতা দিয়েছে কিনা। সে ক্ষমতা দিয়ে থাকলে এর কাযীর পত্র গৃহীত হবে। অন্যথায় গৃহীত হবে না।

'আল-আকযিয়া' অধ্যায়ে আছে খলীফা যদি তার বিচারকদের কাছে পত্র লেখেন এবং তা বিচার সংক্রান্ত পত্র হয় আর তার সম্মুখে দুই সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তা লেখা হয়ে থাকে, তবে তা এক কাযীর প্রতি অন্য কাযীর লেখা পত্রের পর্যায়ভুক্ত।

সুতরাং কাযীর পত্র গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যে শর্তাবলী উপরে বর্ণিত হয়েছে এ ক্ষেত্রে সেগুলো প্রযুক্ত হবে। পক্ষান্তরে সে পত্র যদি কাউকে নিয়োগ দান বা বরখাস্ত করা সম্পর্কিত হয়। তবে তা সেমত শর্ত ছাড়াই গ্রহণযোগ্য। যার কাছে সে পত্র লেখা হবে তার যদি মনে হয় ঠিকই তা খলীফার পত্র তবে তা গ্রহণ করবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

এটা প্রজা-সাধারণের পত্রের মত। তারা তাদের কোন ব্যাপারে পত্র লিখলে তা উপারি উক্ত শর্তাবলী ছাড়াই গৃহীত হয় এবং প্রাপক তা সত্য মনে করলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়। এ পত্রও ঠিক তেমনই।

৪৫. মাসআলা ঃ 'আল-আসল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এক যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-এর বিরুদ্ধে অপর যিম্মীর পক্ষে মুসলিম কাযীর পত্র সম্পর্কে যিম্মীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৪৬. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোনও ব্যক্তি যদি এক কাযীর পত্র নিয়ে অপর কাযীর নিকট উপস্থিত হয় এবং দ্বিতীয় কাযী সে পত্র গ্রহণ করে আর সাক্ষিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তা কাযীর পত্র।

তারপর প্রকৃত হক সম্পর্কে হকদার ব্যক্তির সাক্ষিগণ দ্বিতীয় কাযীর শহরে উপস্থিত হয়। তবে সে ক্ষেত্রে কাযী পত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। বরং দাবীদারকে বলবে, সে যেন তার হক সম্পর্কে সাক্ষী উপস্থিত করে।

৪৭. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে ইবরাহীম (র) বর্ণনা করেন। বিদ্রোহীরা যদি তাদের দখলভুক্ত শহরে ঐ শহরের কাউকে কাযী নিযুক্ত করে। তারপর সেই কাযী যদি কোন বৈধ কাযীর নিকট পত্র লেখে। তবে যার কাছে পত্র লেখা হয়েছে তিনি সাক্ষীদের প্রতি লক্ষ্য করবেন। তিনি যদি জানতে পারেন লেখকের সম্মুখে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তারা বিদ্রোহী গ্রুপের লোক। তবে সে পত্র গ্রহণ করবেন না।

যদি জানতে পারেন, তারা সরকারের অনুগত লোক তাব পত্র গ্রহণ করবেন। আর তারা কোন পক্ষের লোক তা জানা সম্ভব না হলে পত্র গ্রহণ করবেন না (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ তাহকীম (সালিস নিয়োগ) প্রসঙ্গ

১. মাসআলা ঃ তাহকীম অর্থ কাউকে বিচারক বানানো। সকল মানুষের ক্ষেত্রে কাযী যেমন-বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে নিযুক্ত বিচারকও তেমন। আর অপরাপর লোকের পক্ষে সে একজন মীমাংসাকারীর পর্যায়ভুক্ত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ জ্ঞাতব্য যে, সালিস বানানো জাইয আর তা জাইয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে যাকে সালিস বানানো হবে। তাকে সাক্ষ্য দানের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে তাকে সালিস নিযুক্ত করার সময়ও এবং সে যখন বিচার করবে তখনও। সুতরাং তাকে সালিস বানানোর সময় যদি সে সাক্ষ্য দানের যোগ্য না হয়। কিন্তু সালিসী করার সময় যোগ্য হয়ে যায়। যেমন পূর্বে সে গোলাম ছিল এবং বিচার করার সময় মুক্তি লাভ করেছে বা সে যিম্মী ছিল এবং বিচার করার সময় ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে তার বিচার কার্যকর হবে না।

নিয়োগপ্রাপ্ত কাযী ও (বাদী প্রতিবাদী কর্তৃক নিযুক্ত) সালিসের বিচারে মধ্যে পার্থক্য এই যে, সালিসের বিচার কেবল বাদী ও প্রতিবাদী এবং তার বিচার যে মেনে নেয় তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তার বিচার যে ব্যক্তি মানবে না তার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্ত কাযীর বিচার এমন নয় (তা সকলেই ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হয়) (আল-মুলতাকাত)।

৩. মাসআলা ঃ কাফির,গোলাম, যিম্মী, সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফাসিক (প্রকাশ্যে পাপাচারকারী) ও নাবালেগ ব্যক্তিকে সালিস বানানো জাইয নয়। ফাসিক যদি সালিস নিযুক্ত হয়ে সালিসী করে, তবে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তা জাইয হওয়া চাই। সালিস যতক্ষণ পর্যন্ত সালিসী না করবে, ততক্ষণ বাদী ও প্রতিবাদী তাকে সালিস বানানোর সম্মতি প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। কিন্তু সে সালিসী করে ফেললে তাদের পক্ষে তা অবধারিত হয়ে যাবে (আল-হিদায়া)।

৪.মাসআআ ঃ যিম্মীকে সালিস বানানো জাইয না হওয়ার অর্থ মুসলিমদের মধ্যে সালিস বানানো। পক্ষান্তরে যিম্মীদের পারস্পারিক বিষয়ে তাকে সালিস বানানো হলে তা জাইয হবে। আল-মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে,যিম্মী যদি যিম্মীদের মধ্যে সালিসী করে তবে জাইয হবে। কেননা তাদের ব্যাপারে সে সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা রাখে মুসলিমদের ব্যাপারে নয়। কাজেই দুই যিম্মী যদি তাদের মধ্যে তাকে বিচারক মেনে নেয় তবে তাদের পক্ষে সেটা সরকার কর্তৃক বিচারক নিয়োগের পর্যায়ভুক্ত। সরকার যদি কোন যিম্মীকে যিম্মীদের মধ্যে বিচারক নিযুক্ত করে তবে তা জাইয হয়। পক্ষান্তরে যিম্মীকে যদি মুসলিমদের মধ্যে বিচারক নিযুক্ত করে তবে তা বাতিল হয়ে যায়। সালিস নিযুক্ত করার বিষয়টাও এ রকমই (আন-নিহায়া)।

৫. মাসআলা ঃ বাদী ও প্রতিবাদী নিজেরা যে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। সেই কাজেই তারা কাউকে তারা কাউকে সালিস বানাতে পারে। আর তা হচ্ছে হক্বুল ইবাদ (বান্দার হক) বিষয়ক কার্যাবলী। আর যে কাজ তার নিজেরা করার ক্ষমতা রাখে না। সে ক্ষেত্রে অর্থাৎ হক্বুল্লাহ্ (আল্লাহ্র হক) বিষয়ে তারা কাউকে সালিস বানালে তা জাইয হয় না। সুতরাং ধন-সম্পদ, তালাক, দাসমুক্তি, বিয়ে, কিসাস ও চুরির জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে সালিস বানানো জাইয। ব্যভিচার, চুরি ও ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার হদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি)-এর ক্ষেত্রে সালিস নিয়োগ জাইয নয়।

আল-খাস্সাফ (র) উল্লেখ করেন যে হদ্দ ও কিসাস সম্পর্কে সালিসের রায় প্রদান জাইয নয়।

আল-আসল গ্রন্থে বলা হয়েছে। কিসাসের ক্ষেত্রে সালিস নিয়োগ জাইয এবং সালিসের ফায়সালা সর্বপ্রকার ইজতিহাদী মাসআলায় কার্যকর হয় যেমন কিনায়া, তালাক ও ইতাক (দাসমুক্তি) এটাই সঠিক, তবে আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম এ মত অনুযায়ী ফাতওয়া দান হতে বিরত থাকেন। যাতে এ জাতীয় ব্যাপারে আম লোক দুঃসাহসী না হয়ে পড়ে।

ভুলবশত হত্যার বিচারে সালিসের রায় গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আকিলা (হত্যাকারীর মিত্রবর্গ ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী) তো তার প্রতি সম্মতি জানায়নি অথচ সালিসের রায় কেবল তাদের জন্যই প্রযোজ্য। যারা তার সালিসীতে সম্মতি প্রদান করেছে। সালিস যদি রায় দেয় যে, হত্যাকারীকে দিয়্যত পরিশোধ করতে হবে, তবে তাও জাইয হবে না। অবশ্য হত্যাকারী যদি ভুলক্রমে হত্যা করার কথা স্বীকার করে তা হলে দিয়্যত আদায়ের রায় প্রদান জাইয হবে।

৬. মাসআলা ঃ দুই যিম্মী যদি একজন যিম্মীকে সালিস নিযুক্ত করে এবং তারপর তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে। তবে সে ব্যক্তি আর তাদের মধ্যে সালিসী করতে পারবে না। এর মানে সে মুসলিম ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দিতে পারবে না। যিম্মীর বিরুদ্ধে রায় দিতে পারবে। সুতরাং সে যদি মুসলিম ব্যক্তির বিরুদ্ধে ও যিম্মীর পক্ষে রায় দেয়, তা জাইয হবে না। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে ও যিম্মীর বিরুদ্ধে রায় দিলে তা জাইয হবে। আল-মাবসূত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, মুসলিম ও যিম্মী মিলে যদি একজন যিম্মীর বিরুদ্ধে রায় দিলে কার্যকর হবে। মুসলিমের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না। এমনিভাবে যদি মুসলিম ও যিম্মী মিলে একজন মুসলিম ও একজন যিম্মীকে সালিস নিযুক্ত করে। তবে তারা যিম্মীর বিরুদ্ধে ও মুসলিমের পক্ষে রায় দিলে তা জাইয হবে। কিন্তু মুসলিমের বিরুদ্ধে ও যিম্মীর বিরুদ্ধে রায় দিলে জাইয হবে না। এমনিভাবে দুই ব্যক্তি যদি একজন গোলাম ও একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে সালিস নিযুক্ত করে এবং তারা দুজন রায় প্রদান করে। তবে তা জাইয হবে না। কেননা, গোলামের রায় প্রদানের ক্ষমতা নেই। এখন স্বাধীন ব্যক্তি, একা সালিস থাকল। অথচ তাদের সম্মতি ছিল দুই সালিসের ব্যাপারে। কাজেই একজন সালিসী করলে তা গৃহীত হবে না।

৭. মাসআলা ঃ কোন যিম্মী যদি দুইজন মুসলিমের মধ্যে ফায়সালা প্রদান করে এবং তারা দুজন তা অনুমোদন করে, তবে তা জাইয হবে না। যেমন শুরুতেই তারা তাকে সালিস বানালে জাইয হত না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ দুইজন যিম্মী যদি একজন যিম্মীকে তাদের মধ্যে সালিস নিযুক্ত করে আর রায় দেয়ার আগেই যদি সালিস ইসলাম গ্রহণ করে। তবে তার সালিসী বহাল থাকবে। একজন মুসলিম ও একজন মুরতাদ যদি কাউকে তাদের মধ্যে সালিস নিযুক্ত করে এবং সে তাদের মধ্যে ফায়সালা দেয়। তারপর মুরতাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় অথবা সে কাফির রাষ্ট্রে চলে যায়। তবে তার বিরুদ্ধে সালিসের রায় বৈধ হবে না। সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে রায় বৈধ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে সর্বাবস্থায়ই জাইয হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি তাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোককে সালিস নিযুক্ত করে। তা জাইয হবে। কিন্তু তা অবশ্যই হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে হতে হবে। কেননা পূর্বে বলা হয়েছে কাউকে সালিস নিয়োগের বিষয়টা সাক্ষ্যের শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল। স্ত্রীলোক হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কাজেই সে সব বিষয়ে সালিসও হতে পারবে। হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে তারা সাক্ষী হতে পারে না। তাই সে ক্ষেত্রে তারা সালিসও হতে পারবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কোন সন্দেহযুক্ত বিষয়ের সঙ্গে শর্তযুক্ত করে সালিস নিয়োগ জাইয নয়।এমনিভাবে ভবিষ্যতের কোন সময়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করাও জাইয নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন জাইয। আল-ফাতাওয়া আল-আত্তাবিয়্যাতে বলা হয়েছে জাইয নয় এবং তারই উপর ফাতওয়া (আত-আতাখানিয়া)।

১০. মাসআলা ঃ শর্তযুক্ত করার রূপ এই যে, দুই ব্যক্তি কোন গোলামকে বলল, তুমি যখন মুক্তি লাভ করবে, তখন আমাদের মধ্যে সালিসী করো অথবা কোন ব্যক্তিকে বলল, যখন নতুন চাঁদ উঠবে, তখন আমাদের মধ্যে সালিসী করো।

ভবিষ্যত সময়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় এভাবে যে, দুই ব্যক্তি কোন লোককে বলল, তোমাকে আমাদের মধ্যে সালিসী নিযুক্ত করলাম আগামীকাল বা মাসের শেষে।

দুই ব্যক্তি যদি কাউকে এই শর্তে তাদের মধ্যে সালিস নিযুক্ত করে যে, সে প্রথমে অমুক ফকীহ্দের কাছে মাসআলা জেনে নেবে এবং তারপর তাদের মধ্যে বিচার করবে, তবে তা জাইয। এমনিভাবে যদি দুই ব্যক্তি মিলে কাউকে এই কথার উপর তাদের মধ্যে সালিস বানায় যে, সে প্রথমে ফুকাহায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করবে তারপর তারা সে মতের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়। সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফায়সালা করবে, তাও জাইয। প্রথম অবস্থায় যদি সেই নির্দিষ্ট ফকীহের নিকট জিজ্ঞেস করে এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা দেয় তবে তা জাইয হবে এবং এটা তো স্পষ্ট আর দ্বিতীয় অবস্থায় যদি একজন ফকীহ্কে জিজ্ঞেস করে এবং তার রায় অনুযায়ী ফায়সালা করে তাও জাইয হবে।

দুই ব্যক্তি মিলে যদি কাউকে এই কথার উপর সালিস নিযুক্ত করে যে, সে আজকের মধ্যে তাদের মধ্যে সালিসী করবে অথবা এই মজলিসে ফায়সালা করবে তবে তা জাইয হবে। সুতরাং সেই দিন শেষ হয়ে গেলে বা সেই মনজিল থেকে সে উঠে গেলে সে আর তাদের মধ্যে

সালিস থাকবে না। সালিসের বিচার কাযীর নিকট পেশ করা হলে কাযী তা নিরীক্ষা করে দেখবে। যদি সে বিচার তার নিজ রায়ের সাথে মিলে যায় তবে তা কার্যকর করবে, আর যদি তার রায়ের বিরোধী হয় তবে বাতিল করবে, যদিও সেটা এমন বিষয় হয় যা নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। যদি দুই ব্যক্তি মিলে কাউকে তাদের মধ্যে সালিস নিযুক্ত করে। কিন্তু তাকে তা অবগত না করে আর এ অবস্থায় তারা তার নিকট মামলা পেশ করে এবং সে ব্যক্তি তাদের মধ্যে ফায়সালা দেয়। তবে সে ফায়সালা জাইয হবে।

দুই ব্যক্তি যদি অনুপস্থিত কোন ব্যক্তি সম্পর্কে একমত হয় যে, সে তাদের মধ্যে সালিসী করবে। তারপর সে ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাদের মধ্যে সালিসী করে, তবে জাইয হবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি এই কথার উপর একমত হয় যে, তদের মধ্যে অমুক অথবা অমুক সালিসী করবে। তবে তাদের যে কোনও একজন সালিসী করলে জাইয হয়ে যাবে। তারা যদি তাদের কোন একজনের নিকট মুকাদ্দমা নিয়ে হাযির হয়ে যায় তবে সালিস হিসেবে সেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। অপর ব্যক্তি আর সালিস থাকবে না (আল-মুলকাত)।

১২. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি এই কথার উপর একমত হয় যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদে ঢুকবে,সে তাদের মধ্যে সালিসী করবে, তবে সেটা বাতিল।

সালিস যদি সফরে যায় বা অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা বেহুঁশ হয়ে যায়। তারপর সে সফর হতে ফিরে আসে বা সুস্থ হয়ে যায় কিংবা তার হুঁশ ফিরে আসে এবং তারপর তাদের মধ্যে সালিসী করে তবে তা জাইয হবে।

সালিস যদি অন্ধ হয়ে যায় এবং তারপর তার অন্ধত্ব ঘুচে যায়। তবে এ অবস্থায় তার সালিসী জাইয হবে না।

সালিস যদি ইসলাম ত্যাগ করে; (নাউযুবিল্লাহ্) তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে বিচার করে তবে জাইয হবে না।

কাযী যদি বাদী ও প্রতিবাদীর কোনও একজনকে রায়ের পূর্বাভাস দেয় এবং বলে, তোমার প্রতিপক্ষ তোমার বিরুদ্ধে যে দাবী উত্থাপন করেছে, আমার নিকট সে সম্পর্কে তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তারপর সেই ব্যক্তি তাকে সালিস বরখাস্ত করে আর এ অবস্থায় সে তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে তবে তার সে রায় কার্যকর হবে না।

বাঁদী ও প্রতিবাদীর কোন ও একজন যদি সালিসকে তার পক্ষ থেকে উকীল নিযুক্ত করে এবং সে তা গ্রহণ করে নেয় তবে সে সালিস পদ হতে খারিজ হয়ে যাবে।

আল-আকযিয়া' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কতকের মতে উল্লিখিত জবাব ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী ঠিক আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী এ জবাব সঠিক নয়। আবার কারও মতে এটা তাদের সকলেরই মত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাদী ও প্রতিবাদী যেই গোলামের ব্যাপারে কাউকে সালিস মেনেছে, সালিস যদি সে গোলাম ক্রয় করে অথবা তার পুত্র বা এমন কেউ কেনে যার সাক্ষ্য তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। তাবে সালিসী পদ হতে সে খারিজ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ সালিস যদি বাদী ও প্রতিবাদীর যে কারও স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সংবাদ দেয়। যেমন- তাদের একজনকে বলল, তুমি আমার কাছে স্বীকার করেছিল যে, এই ব্যক্তি এই পরিমাণ পাবে অথবা সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সংবাদ দেয় যে, তোমার কাছে এই ব্যক্তির এই পরিমাণ পাওনা আছে বলে আমার কাছে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে এবং আমার নিকট সাক্ষিগণের বিশ্বস্ততা তাসদীক করা হয়েছে। যদ্দরুন আমি তোমার প্রতি তা অবধারিত করেছি কিন্তু যার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হল সে সালিসের কাছে স্বীয় স্বীকারোক্তির কথা বা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা অস্বীকার করে। তবে তার কথায় কর্ণপাত করা হবে না। বরং রায় কার্যকর হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সালিস যদি এই সংবাদ দেয় যে, আমি তার পক্ষে এই রায় দিয়েছিলাম যে, সে তোমার কাছে এই পরিমাণ পাবে, তবে তার সে কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-ইনায়া)।

১৪.মাসআল ঃ যদি দুইজন সালিস নিযুক্ত করা হয়, তবে তাদের দুজনকে একত্র হয়ে রায় দিতে হবে। সুতরাং যদি একজন একজনে রায় দেয় এবং অন্যজন না দেয়, তবে তা জাইয হবে না। বিচারের মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পর বিচার সম্পর্কে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যাবত না সে সম্পর্কে অন্য লোক সাক্ষ্য প্রদান করবে। কেননা মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পর তারা আম জনগণের পর্যায়ে চলে যায়। সুতরাং তারা নিজেরা যে কাজ করেছে সে সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মাবসূত, আল-নিহায়া)।

১৫. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কাউকে সালিস নিযুক্ত করে এবং সে ব্যক্তি রায় দেওয়ার আগেই কাযী তার রায় অনুমোদন করে তারপর সে রায় দেয় এবং তা কাযীর রায়ের বিরোধী হয়, তবে তা জাইয হবে না। বাদী ও প্রতিবাদী যদি একজনকে সালিস নিযুক্ত করে এবং সে তাদের একজনের পক্ষে রায় দেয় তারপর তারা অপর কাউকে সালিস মানে, তবে কাযী প্রথম ব্যক্তির রায় অনুমোদন করবে যদি তার মতে সে রায় জাইয হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তার মতে যদি সেটা জুলুম হয়, তবে তা বাতিল ঘোষণা করবে।

১৬. মাসআলা ঃ বাদী ও প্রতিবাদী যদি কাউকে সালিস মানে এবং সে বিচার করে দেয় তারপর তারা অন্য একজনকে সালিস মানে এবং সে স্বতন্ত্র রায় দেয়,কিন্তু প্রথম ব্যক্তির কথা তারা জানা না থাকে, তারপর তারা বিষয়টি কাযীর আদালতে পেশ করে। তবে কাযী সেই রায় অনুমোদন করবে, যেটা তার মতে সঠিক।

১৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কাউকে তাদের মজলিসের ভেতর রায় দেওয়ার জন্য সালিস নিযুক্ত করে। তারপর তারা বলে, তুমি আমাদের মধ্যে ফায়সালা করনি। কিন্তু সালিস বলে, আমি ফায়সালা করেছি, তবে সালিস যতক্ষণ মজলিসে থাকবে তার কথাই গৃহীত হবে। মজলিসের পর তার কথা গৃহীত হবে না।

১৮. মাসআলা ঃ বাদী বা প্রতিবাদী যদি প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে যে, সালিস রায় দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে তবে তার বিপরীতে প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে।

সালিস যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে প্রমাণের ভিত্তিতে অমুকের পক্ষে ও অমুকের বিপরীতে রায় দিয়েছে। তবে সে সাক্ষ্য জাইয হবে। যেমন কাযীর এ রকম সাক্ষ্য জাইয হয়ে থাকে।

১৯. মাসআলা ঃ যদি দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সালিস অমুকের পক্ষে রায় দিয়েছে যে, সে অমুকের কাছে এক হাজার টাকা পাবে আবার অপর দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সালিস দাবীকৃত এক হাজার হতে তাকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছে। তবে দায়মুক্তির পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। তাতে সালিস উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত এবং সে তা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক।

২০. মাসআলা ঃ যদি কোন বাড়ি নিয়ে বিবাদ হয় এবং দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সালিস বাড়িটি অমুকের বলে রায় দিয়েছে। অপর দিকে অন্য দুজন সাক্ষী প্রতিপক্ষের পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয়, তবে বাড়িটি তাদের উভয়ের বলে ফায়সালা দেওয়া হবে যদি সেটি উভয়েরই দখলে থাকে। আর যদি কোন একজনের দখলে থাকে। তবে সেই ব্যক্তির পক্ষেই ফায়সালা দেওয়া হবে। যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তির দখলে থাকে, যে ব্যক্তি সালিসের রায়ে সম্মত নয়। তবে বাড়িটি তার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে আস-সারাখী, (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যদি এক হাজার দিরহাম নিয়ে বিবাদ থাকে আর বাদী সাক্ষী পেশ করে যে, সে যে এক হাজার দিরহামের সাক্ষী করেছিল সে ব্যাপারে শনিবার দিন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, অপর দিকে প্রতিবাদী সাক্ষী পেশ করে যে, সে তার আগেই সালিসী পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করেছিল। তবে তার কথাই গৃহীত হবে। সুতরাং সালিসের রায় বাতিল হয়ে যাবে।

২২. মাসআলা ঃ বাদী যদি এই মর্মে সাক্ষী পেশ করে যে, সালিস জুমুআর দিন তার পক্ষে রায় দিয়েছে যে, দাবীকৃত অর্থ সে পাবে। অপর দিকে প্রতিবাদী সাক্ষী পেশ করে যে, সালিস শনিবার দিন সে অর্থ থেকে তাকে দায়মুক্ত করে দিয়েছে অথবা প্রতিবাদী সাক্ষী পেশ করে যে, সালিস জু'মুআর দিন তাকে অর্থ আদায়ের দায় হতে তাকে মুক্ত করে দিয়েছে আর বাদী সাক্ষী পেশ করে যে, সালিস শনিবারে সে অর্থ তার প্রাপ্য বলে রায় দিয়েছে। তবে আগের রায় কার্যকর হবে। পরেরটা বাতিল হয়ে যাবে।

২৩. মাসআলা ঃ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের বিবরণ সম্পর্কে কাযীর উদ্দেশ্যে সালিসের পত্র লেখা জাইয নয়। এমনিভাবে দুই ব্যক্তি যাকে সালিস নিযুক্ত করেছে তার উদ্দেশ্যেও কাযী কর্তৃক অনুরূপ পত্র লেখা জাইয নয় (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ কাযীর প্রতি লেখা অপর কাযীর পত্র অনুযায়ী সালিস রায় দিতে পারে না। কেননা তা তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়নি। অবশ্য বাদী ও প্রতিবাদী যদি সম্মত হলে তা জাইয হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৪. মাসআলা ঃ সালিসের সম্মুখে যে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিয়েছি, সালিস যদি কোন সন্দেহের কারণে তাদের সাক্ষ্য দিয়েছে, সালিস যদি কোন সন্দেহের কারণে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখান করে। তারপর তারাই অন্য কোন কাযী বা সালিসের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করে। তবে তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হবে। তাদের বিশ্বস্ততা তাসদীক করা হলে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখান করবে। পক্ষান্তরে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কাযী সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাখান করলে সে ক্ষেত্রে এ সুযোগ থাকে না।

বাদী ও প্রতিবাদী একমত হয়ে যদি কাউকে তাদের মধ্যে বিচার করার জন্য সালিস নিযুক্ত করে এবং সে তাদের মধ্যে বিচার করার আগেই কাযী তার বিচার অনুমোদন করে। তবে কাযীর সে অনুমোদন অর্থহীন। কেননা, এরপর যদি সালিস বিচার করে এবং তা কাযীর রায়ের পরিপন্থী হয় তবে কাযী তা বাতিল করতে পারে। শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র)- বলেন, এ জবাব সেই ক্ষেত্রে সহীহ্, যখন কাযী কাউকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত না হয়। পক্ষান্তরে তাকে যদি এই অনুমতি দেওয়া হয় যে, সে কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করতে পারবে। তবে সালিসকে দেওয়া তার অনুমতি জাইয হওয়া চাই। সে ক্ষেত্রে তার অনুমোদনকে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে বিচার করার জন্য সালিসকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার পর্যায়ে ধরা হবে, সুতরাং এ অবস্থায় সালিসের বিচার বাতিল করার কোন ইখতিয়ার তার থাকবে না (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ সালিস অন্য কারও উপর সালিসীর ভার ন্যস্ত করতে পারে না। কেননা বাদী ও প্রতিবাদী তাকে সে অধিকার প্রদান করেনি। তথাপি যদি সে অন্যের উপর সালিসীর ভার দেয় এবং তাদের সম্মতি ছাড়াই দ্বিতীয় ব্যক্তি তাদের মধ্যে ফায়সালা প্রদান করে আর প্রথম ব্যক্তি তা অনুমোদন করে, তবে বাদী প্রতিবাদীর অনুমোদন ছাড়াই তা বৈধ হবে না।

আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কারও কারও মতে প্রথম সালিসের অনুমোদনের পরও বৈধ না হওয়া সহীহ্ হওয়ার কথা নয়। কেননা প্রথম প্রথম সালিস উকীলের পর্যায়। প্রথম উকীল যদি দ্বিতীয় উকীলের বেচাকেনা অনুমোদন করে তবে সেবেচাকেনা জাইয হয়ে যায়। এমনিভাবে কাযীকে যদি স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের অনুমতি দেওয়া না হয় আর এ অবস্থায় সে তার স্থলাভিষিক্তের ফায়সালা অনুমোদন করে তবে তা জাইয হয়।

আস-সিয়ার গ্রন্থে আছে, শত্রুপক্ষ যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ফায়সালার শর্তে দুর্গ ত্যাগ করে যে, সে তাদের সম্পর্কে যে ফায়সালা করে তারা তাই মেনে নেবে, তারপর তাদের সম্মতি ছাড়াই অন্য কোন ব্যক্তি ফায়সালা দেয় তবে তা জাইয হবে না। হাঁ প্রথম ব্যক্তি যদি তা অনুমোদন করে তবে জাইয হবে। সুতরাং তার অনুমোদন বাতিল এ কথার অর্থ তার সালিস বানানোর ও দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করার অনুমোদন বাতিল। কেননা প্রথমেই যদি তাকে সালিস নিয়োগের অনুমতি দিত তা সহীহ্ হত না। তেমনি শেষের অনুমোদনও সহীহ্ হবে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তির ফায়সালা যদি অনুমোদন করে সেটা সহীহ্ তবে। যেন সে নিজেই ফায়সালা করেছে।

আবার কতক ফুকাহায়ে কিরাম উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। পার্থক্য এই যে,ফায়সালা কেবল কথা দ্বারাই সহীহ্ হয়। অন্য কিছুর দ্বারা নয়। সুতরাং বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে অন্য ব্যক্তি নিজ মুখে ফায়সালা ঘোষণা করবে আর সে তা অনুমোদন করবে তা হবে না। পক্ষান্তরে প্রথম উকীল যদি দ্বিতীয় উকীলের বিক্রি অনুমোদন করে তা জাইয হয়ে যায়। কেননা কথা ছাড়াও বেচা-কেনা সংঘটিত হয়। যেমন বিক্রেতা মাল দিল ও ক্রেতা মূল্য দিল। কাজেই এ ক্ষেত্রে উকীল বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বেচাকেনাকালে উকীলের রায় বিদ্যমান থাকা তার কথা পাওয়া যেতে হবে এমন নয়। তো সে যখন দ্বিতীয় বিক্রি অনুমোদন করল তখন তার রায় পাওয়া গেল। কাজেই বিক্রি সহীহ্ হয়ে যাবে। এমনিভাবে কাযীর প্রতিনিধি যদি ফায়সালা করে আর কাযী তা অনুমোদন করে তাও জাইয হয়ে যায়। কেননা বাদী ও প্রতিবাদীর সম্মতি ছাড়াও কাযী তার প্রতিনিধির রায়ের অনুরূপ রায় প্রদান করার ক্ষমতা রাখে। কাজেই তাদের সম্মতি ছাড়া যদি অন্যের ফায়সালা অনুমোদন করে তা জাইয হবে না কেন (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তির মধ্যে ফায়সালা করল। কিন্তু তারা তাকে সালিস বানায়নি। এখন তারা যদি বলে। আমরা তার ফায়সালা মেনে নিলাম এবং তার সালিসী অনুমোদন করলাম, তবে তা জাইয হবে।

দুই ব্যক্তি যদি একথার উপর একমত হয় যে, প্রত্যেকে তার পরিবার থেকে একজন সালিস মনোনীত করবে, তবে তা জাইয হবে। তাদের একজন যদি বাদী ও প্রতিবাদীর কোন একজনের বিরুদ্ধে রায় দেয় এবং অপরজন দেয় তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তবে তা জাইয হবে না।

সালিসী যদি বাদী ও প্রতিবাদীর কোনও একজনকে শপথ করতে বলে আর সে শপথ করতে অস্বীকৃত জানায়, ফলে তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে। কিন্তু যার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয় সে বলে, আমার বিরুদ্ধে প্রদত্ত তার রায় আমি অনুমোদন করব না। বরং আমি শপথ করব, তবে তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত ফায়সালাই কার্যকর হবে। বাদী যদি প্রথমেই তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষী পেশ করত এবং তার সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়ন করা হত আর সে অনুযায়ী সালিস রায় প্রদান করত তবে তা জাইয হত।

রায় যার বিরুদ্ধে যায় সে যদি সালিসী প্রত্যাখান করে এবং তাকে বিচারক মানার কথা অস্বীকার করে। অন্যদিকে বাদী তা দাবী করে। তবে বাদী তার কাছে কসম চাইতে পারবে। সে কসম করতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে বাদীর দাবী অবধারিত হয়ে যাবে।

বাদী যদি সালিস নিয়োগ ও সালিসের বিচার সম্পর্কে তার উত্থাপিত দাবীর সপক্ষে সাক্ষী পেশ করে, তবে দেখতে হবে সালিস নিয়োগের সাক্ষী এবং বিচার সংক্রান্ত সাক্ষিগণ আলাদা না অভিন্ন। সালিস নিয়োগের সাক্ষ্যদাতাগণ তাদের থেকে ভিন্ন হয় যাদের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে রায় দেওয়া হয়েছে। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর উভয় বিষয়ের সাক্ষিগণ অভিন্ন হলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয-যিয়াদাত গ্রন্থে আছে, ইজতিহাদী বিষয় সম্পর্কে সালিসের বিচার যদি কাযীর সম্মুখে পেশ করা হয় এবং সে বিচার তার রায়ের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও কাযী তা অনুমোদন করে। তারপর তা দ্বিতীয় কোন কাযীর আদালতে উত্থাপিত হয় এবং সালিসের সে বিচার তার রায়ের ও বিপরীত হয় তবে দ্বিতীয় কাযী তা রদ করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে বলে দাবী করল এবং এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দিল, তারপর সেই ব্যক্তি দাবী করল যে, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি এই ব্যক্তির পক্ষ হতে তার জন্য জামিন হয়েছিল। তারপর তারা তাদের মধ্যে একজন সালিস নিযুক্ত করল। জামিনদার তখনও অনুপস্থিত। তারপর বাদী তার প্রাপ্য অর্থ ও জামিনের জামিনদার হওয়া সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করল, তা সে ব্যক্তি খাতকের আদেশক্রমে জামিন হোক বা তার বিনা আদেশে। এখন সালিস যদি বিবাদীর কাছে বাদীর পাওনা থাকার পক্ষে রায় দেয় এবং সেই সঙ্গে এই রায়ও দেয় যে, ঠিকই অনুপস্থিত ব্যক্তি খাতকের পক্ষ হতে জামিন হয়েছিল। তবে দাবীকৃত অর্থ সম্পর্কে প্রদত্ত রায় তো বৈধ হবে। যেহেতু সে ব্যক্তি তাকে সালিস হিসেবে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু জামিনদার তো তাকে সালিসী মানেনি। কাজেই বাঁদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে তার সালিসী বৈধ হবে। কাফিলের ব্যাপারে বৈধ হবে না। এমনিভাবে জামিনদার যদি উপস্থিত থাকে এবং যার পক্ষ হতে সে জামিন হয়েছিল সে উপস্থিত না থাকে। তারপর বাদী ও জামিনদার কাউকে সালিস মানে এবং সালিস সে সম্পর্কে রায় প্রদান করে, তবে তার রায় জামিনের ব্যাপারে বৈধ হবে না। তাতে সে ব্যক্তি তার আদেশক্রমে জামিন হোক বা বিনা আদেশে হোক (আল-বাহরুর রাইক)।

২৮. মাসআলা ঃ বাদী ও প্রতিবাদী যদি কাউকে তাদের মধ্যে বিচারক মানে এবং সে বিচারক স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী তাদের একজনের পক্ষে রায় দেয় তারপর সে তার প্রত্যাহার করে নেয় এবং অপরজনের পক্ষে রায় ঘোষণা করে, তবে প্রথমটি কার্যকর এবং দ্বিতীয়টি বাতিল হয়ে যাবে।

দুই ব্যক্তি একমত হয়ে যদি কাউকে তাদের মধ্যে বিচার করার জন্য কাউকে সালিস মানে, তারপর তাদের মধ্যে বিচার করার জন্য কাউকে সালিম মানে, তারপর তাদের একজন কাযীর কাছে সাক্ষী উপস্থিত করে যে, সালিস তার পক্ষে এবং তার এই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে একমত হয় যে, সে তাদের মধ্যে বিচার করবে এবং সে অনুযায়ী সে বিচারক তাদের মধ্যকার বিচার্য বিষয়ের আংশিক সম্পর্কে একজনের পক্ষে রায় দেয়। তারপর রায় যার বিরুদ্ধে গেল সে বিচার্য বিষয়ের ব্যাপারে সে বিচারককে প্রত্যাখ্যান করে, তবে যে অংশের অবশিষ্টাংশের ভেতরে বিচার হয়ে গেছে তা বলবৎ থাকবে। আর বাকী অংশের ভেতর তার রায় গ্রহণযোগ্য হবে না।

বাদী ও প্রতিবাদী যদি একমত হয়ে কাউকে তাদের মধ্যে বিচারক মানে, তারপর বাদী তার সম্মুখে সাক্ষী পেশ করে যে, তার এই ব্যক্তি এবং তার অমুক অনুপস্থিত জামিনের কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, কিন্তু প্রতিবাদী এই বলে আপত্তি জানায় যে, সাক্ষী দুজন

গোলাম, তবে প্রতিবাদীর সে আপত্তি গৃহীত হবে। সাক্ষী দুজন যদি প্রমাণ পেশ করে যে, তাদের মালিক তাদেরকে মুক্তি দান সংক্রান্ত সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা তাসদীক করা হয়, তবে প্রতিবাদীর ব্যাপারে সালিস তাদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে রায় দেবে এবং সে মতে তার কাছে বাদীর পাওনা আছে বলেও ফায়সালা দেবে। তবে সে ফায়সালা জামিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, বিচারকের সে রায় অনুযায়ী মু'মিনের পক্ষ হতেও সে দুই গোলামের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। হাঁ এ বিচারক যদি সরকার নিযুক্ত কাযী হত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গোলামদের স্বাধীনতার পক্ষে সে রায় দিত তবে তাদ্বারা মালিকের পক্ষ হতেও তারা স্বাধীন সাব্যস্ত হয়ে যেত। সেই সঙ্গে কাযীর রায় জামিনের ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য হত। গোলামদের মালিক এসে যদি তাদের মুক্তি অস্বীকার করে এবং তাদেরকে কাযীর আদালতে পেশ করে আর যে সাক্ষিগণ সালিসের সম্মুখে তাদের মুক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল। তারাই কাযীর সম্মুখে তাদের মুক্তিলাভের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেয় তবে বাদীর পক্ষে সে গোলামদ্বয়ের সাক্ষ্য জাইয হবে। গোলামদ্বয়ের মুক্তিলাভ সম্পর্কে যদি সাক্ষী না থাকে এবং কাযী ফায়সালা দেয় যে তারা এখনও সে মালিকের গোলাম রয়ে গেছে, তবে সালিসের রায় বাতিল হয়ে যাবে।

২৯. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে একজন লোক দাবী করল যে, তারা তার একটি কাপড় অথবা কোন কায়লী বা ওজনী দ্রব্য জবর দখল করেছে। তারপর তাদের একজন অন্যত্র চলে গেল আর এ অবস্থায় উপস্থিত ব্যক্তি ও বাদী তাদের মধ্যে একজন সালিস নিযুক্ত করল, যাতে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয় এখন বাদী যদি সে দুই ব্যক্তির কাছে তার যে হক রয়েছে সে সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করে, তবে সালিস উপস্থিত ব্যক্তিকে অর্ধেক মাল পরিশোধ করতে হবে বলে রায় দেবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর তার কিছুই চাপাবে না।

এমনি ভাবে কেউ যদি কোন মৃত ব্যক্তির কাছে তার পাওনা থাকার দাবী করে এবং সেই ব্যক্তির একজন ছাড়া বাকি ওয়ারিসগণ অনুপস্থিত থাকে আর এ অবস্থায় উপস্থিত ওয়ারিস ও বাঁদী একমত হয়ে তাদের মধ্যে বিচার করার জন্য কাউকে সালিস মানে এবং সালিস সে ব্যাপারে ফায়সালা দেয় তবে অনুপস্থিত ওয়ারিসদের ক্ষেত্রে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না। হা ওয়ারিসদের মাসআলায় উপস্থিত ওয়ারিসকেই সবটা ঋণ পরিশোধের হুকুম দেওয়া হবে এবং তার হাতে মীরাসের যে অংশ আছে তা থেকেই তা উসুল করা হবে আর জবরদখলের মাসআলায় উপস্থিত ব্যক্তি অর্ধেক পাওনা মেটাবে বলে রায় দেওয়া হবে।

৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে একটি গোলাম কিনে কবজা করল এবং মূল্যও পরিশোধ করল। তারপর সে গোলামটির ভিতর কোন ত্রুটি থাকার অভিযোগ তুলল, এমতাবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা একমত হয়ে যদি কাউকে বিচারক মানে এবং বিচারক বিক্রেতাকে মূল্য ফেরত দেয়ার রায় দেয়, তবে তা জাইয হবে।

তারপর বিক্রেতা যদি সে ত্রুটির কারণে তার বিক্রেতার সঙ্গে বিবাদ করতে চায় তা জাইয হবে না। প্রথম বিক্রেতা, প্রথম ক্রেতা ও দ্বিতীয় ক্রেতা এরা সকলে একমত হয়ে তাদের মধ্যে কাউকে বিচারক মানে এবং বিচারক গোলামটি দ্বিতীয় বিক্রেতা (প্রথম ক্রেতা)-কে ফেরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেয়, তারপর দ্বিতীয় বিক্রেতা সেটি সে অধিকার থাকবে না। কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী তার সে অধিকার থাকবে।

কিয়াস এই যে, প্রথম বিক্রেতা তো ফিলহাল প্রতিপক্ষ নয়। কেননা, দ্বিতীয় বিক্রেতার হাতে গোলামটি ফেরত না আসা পর্যন্ত ত্রুটির কারণে তার সাথে কোন বিবাদের সুযোগ নেই। কাজেই গোলামটি দ্বিতীয় বিক্রেতার হাতে ফেরত না আসা পর্যন্ত ত্রুটির ব্যাপারে তার (প্রথম বিক্রেতার) সালিস নিয়োগ করা সহীহ্ নয়।

কাজেই তার পক্ষ হতে সালিস নিয়োগ করা ও না করা সমান কথা। দ্বিতীয় বিক্রেতার হাতে গোলামটি ফেরত আসার পর এবং প্রথম বিক্রেতার হাতে গোলামটি ফেরত আসার আগে প্রথম বিক্রেতা সালিস নিয়োগ প্রত্যাহার করে তবে সে প্রত্যাহার বৈধ হবে।

এই প্রত্যাহারের পর গোলামটি প্রথম বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার কোন ইখতিয়ার সে সালিসের থাকবে না।

তারপর একই ত্রুটির কারণে দ্বিতীয় বিক্রেতা যদি প্রথম বিক্রেতার বিরুদ্ধে কাযীর আদালতে মামলা করে। তবে কিয়াস অনুযায়ী কাযী সে গোলামটি প্রথম বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না, কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী সে ইখতিয়ার তার থাকবে।

৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির মাল তার আদেশক্রমে বিক্রি করল। ক্রেতা তাতে কোন দোষ আছে বলে অভিযোগ তুলল। আদেশদাতার সম্মতিক্রমে বিক্রেতা ও ক্রেতা তাদের মধ্যে কাউকে সালিস মানল। সালিস সে দোষের কারণে মালটি বিক্রেতাকে ফেরত দিল। এই ফেরত দেওয়ার ফায়সালা বিক্রেতার স্বীকারোক্তি বা তার কসম করতে অস্বীকার করা কিংবা দোষ সম্পর্কে সাক্ষী-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া এর যে কোনওটির ভিত্তিতেই হতে পারে। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ বা বিক্রেতা কর্তৃক কসমে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ভিত্তিতে ফেরত দেওয়ার ফায়সালা হয়ে থাকে, তবে বিক্রেতা (মালিকের উকীল) সেটি তার মক্কেলকে ফেরত দিতে পারবে।

যদি দোষ সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা হয় আর সেটা এমন দোষ হয়, যা নতুন করে সৃষ্টি হতে পারে না, তবে সে ক্ষেত্রে বিক্রেতা সেটি তার মক্কেলকে ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার রাখবেন কিন্তু স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা হওয়ার ক্ষেত্রে দোষটি যদি এমন হয় যে, সে রকমের দোষ নতুন করে সৃষ্টি হতে পারে, তবে যতক্ষণ না সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে যে, এ দোষ মালটি মক্কেলের কাছে থাকা অবস্থায়ই ছিল, ততক্ষণ সে মালটি তাকে ফেরত দিতে পারবে না।

সালিসী যদি আদেশদাতার সম্মতি ছাড়া হয়, তবে তার উপর এর কিছুই বর্তাবে না। হাঁ যদি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় বা সে দোষটি এমন হয়, যা নতুন করে সৃষ্টি হতে পারে না, তবে আলাদা কথা।

যদি এই ব্যক্তি কারও আদেশে তার জন্য গোলাম কেনে তারপর ক্রেতা তার মধ্যে কোন দোষ থাকার অভিযোগ তোলে আর এ অবস্থায় আদেশদাতার সম্মতিক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতা তাদের মধ্যে কাউকে বিচারক মানে এবং বিচারক প্রমাণ বা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অথবা কসম করতে না চাওয়ার ভিত্তিতে রায় প্রদান করে তবে সে রায় আদেশদাতার উপরও বর্তাবে।

আর এটা সুস্পষ্ট। বিচারক নিয়োগের বিষয়টা যদি আদেশদাতার সম্মতি ছাড়া হয় এবং উপরিউক্ত তিন ধারার কোনও এক ধারায় গোলাম ফেরত দেওয়া হয়, তখনও একই বিধান। সে ফেরত দানের রায় আদেশ দাতার উপরও বর্তাবে (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ আল-ইয়াতিমা গ্রন্থে আছে। আলী ইব্ন আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন নাবালকের ওসী এবং নাবালকের পিতার পাওনাদার যদি কাউকে তাদের মধ্যে বিচারক নিযুক্ত করে, তারপর পাওনাদার ওসীর বিরুদ্ধে সাক্ষী পেশ করে, তবে বিচারক কি সে সাক্ষীর ভিত্তিতে নাবালকের ওসীর বিরুদ্ধে রায় দিতে পারবে না কি সে বিচারের অধিকার কেবল কাযীরই আছে ? তিনি বললেন নাবালকের জন্য ক্ষতিকর রায় দেওয়ার ইখতিয়ার মালিকের নেই।

এই একই প্রশ্ন আবূ হামিদকে করা হয়েছিল,তিনি বলেন, না (সালিস এরূপ রায় দিতে পারবে না)। হিময়ার আল-ওয়ারী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সালিসের রায় দ্বারা যদি নাবালকের স্বার্থ রক্ষা হয়, তবে তার সে রায় জাইয হওয়ারই কথা। সুতরাং তা কার্যকর হবে এবং তা ওসীর আপোসরফার পর্যায়ভুক্ত হবে (আত-তাতারখানিয়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ওকালত, উত্তরাধিকার ও পাওনা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গ

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করল যে, অপর এক ব্যক্তি তাকে কূফাস্থ তার সমস্ত হক সম্পর্কে দাবী উত্থাপন তা কবজা করা এবং প্রয়োজনে মামলা করার জন্য উকীল বানিয়েছে। সে তার ওকালত সম্পর্কে সাক্ষীও উপস্থিত করল। কিন্তু মক্কেল অনুপস্থিত আর উকীল এমন কাউকেও উপস্থিত করল যার কাছে মক্কেলের হক রয়েছে। তো এরূপ অবস্থায় উকীল যদি তার ওকালত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে যতক্ষণ না সে কোনও একজন বিবাদী হাযির করবে, কাযী তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনবে না।

২. মাসআলা ঃ উকীল যদি কোনও লোক উপস্থিত করত তার কাছে মক্কেলের হক আছে বলে দাবী করে, তবে বিবাদী তা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক কাযী উকীলের ওকালত সম্পর্কে তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শ্রবণ করবে এবং তার ওকালত আইনসিদ্ধ ঘোষণা করবে। তারপর সে যদি আরেকজন প্রতিপক্ষ উপস্থিত করে এবং তার কাছে তার মক্কেলের হক দাবী করে, তবে তখন আর তার ওকালত সম্পর্কে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে না। সে যত প্রতিপক্ষকেই হাযির করে, তবে তার কাছে মক্কেলের হক দাবী করবে। কাযী তাদের সকলের বিপরীতেই তাকে মক্কেলের উকীল হিসেবে দেখবে এবং সে অনুযায়ী রায় প্রদান করবে।

৩. মাসআলা ঃ মক্কেল যদি তাকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির কাছে তার যাবতীয় পাওনার ব্যাপারে উকীল নিযুক্ত করে, তবে কাযী সেই নিদিষ্ট প্রতিপক্ষের উপস্থিতি ছাড়া তার ওকালত সম্পর্কে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শ্রবণ করবে না।

যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির কাছে তার যাবতীয় পাওনার ব্যাপারে উকীল নিযুক্ত করে, তারপর সে উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাওনা সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করে এবং তারপর আবার অন্য এক প্রতিপক্ষকে উপস্থিত করত তার কাছেও হক দাবী করে, তবে তাকে পুনরায় ওকালত সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করতে হবে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তার প্রয়োজন নেই।

৪. মাসআলা ঃ মক্কেল নিজে যদি কাযীর আদালতে উপস্থিত হয়ে কাউকে উকীল নিযুক্ত করে এবং বলে, কূফায় আমার যত হক আছে এই ব্যক্তিকে তার দাবী উত্থাপন এবং প্রয়োজনে মামলা লড়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করলাম। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন কাউকে উপস্থিত না করে, যার কাছে মক্কেলের কোন হক আছে, তবে দেখতে হবে, কাযী মক্কেলকে চেনে কিনা। যদি মক্কেল কাযীর চেনা হয় যে, সে অমুক গোত্রীয় অমুকের পুত্র অমুক, তবে কাযী উকীলের ওকালত মনজুর করবে। উকীল যদি কাউকে আদালতে উপস্থিত করত তার কাছে মক্কেলের হক দাবী করে এবং মক্কেল দেশে অনুপস্থিত থাকে। তবে উকীল সে ব্যক্তির আইনসিদ্ধ

প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। আর কাযী যদি মক্কেলকে না চিনে থাকে, তবে উকীলের ওকালত অনুমোদন করবে না (আল-খাস্‌সাফ, আদাবুল কাযী)।

৫. মাসআলা ঃ আল-খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযী গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তি কাউকে কাযীর আদালতে হাযির করে দাবী করল যে, এই ব্যক্তির কাছে অমুক গোত্রীয় অমুকের পুত্র অমুকের নামে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অর্থের মালিক আমি, যার নামে এ অর্থটা আছে, সেই অমুক ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, এ অর্থ আমারই যাতে তার নাম ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এখন সে ব্যক্তি আমাকে এ অর্থ কবজা করার এবং প্রয়োজনে মামলা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে কাযী প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করবে। এ দাবী সম্পর্কে তার বক্তব্য কী ? সে যদি এসব স্বীকার করে, তবে কাযী তাকে আদেশ করবে যেন সে অর্থ বাদীর হাতে সমর্পণ করে। কেননা এটা জানা কথা যে, ঋণ পরিশোধ করা হয় খাতক (দেনাদার)-এর অর্থ দ্বারা। কাজেই সে যে বাদীর দাবী স্বীকার করে নিল এটা তার একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়ে এবং নিজ অর্থে হস্তক্ষেপ। সুতরাং তা কার্যকর হবে।

খাস্‌সাফ (র)-এর মতে এই দাবী করা তো শর্ত যে, অমুক ব্যক্তি যার নামে এই পাওনাটা আছে, সে আমাকে এ অর্থ কবজা করার জন্য উকীল বানিয়েছে। তার মতে এটা জাহিরী রিওয়ায়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার মতে এটা শর্ত নয়। বরং প্রতিপক্ষ যদি স্বীকার করে যে, তার কাছে যে পাওনাটা অমুক ব্যক্তির নামে আছে তার প্রকৃত মালিক এই দাবীদার, তাহলে কাযী তার হাতে তা সমর্পণের আদেশ করবে। তারপর যখন সে এ যাবতীয় বিষয় স্বীকার করবে। এবং কাযী তাকে তা দাবীদারের হাতে সমর্পণের আদেশ করবে, তখন এর দ্বারা যে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় হয়ে যাবে তা নয়। সুতরাং সে ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাকে উকীল বানানোর কথা অস্বীকার করলে প্রতিপক্ষের হাত থেকে নিজ পাওনা বুঝে নেওয়ার ইখতিয়ার তার থাকবে।

প্রতিপক্ষ যদি দাবীর সবকিছু অস্বীকার করে এবং বাদী কাযীকে তার কাছ থেকে শপথ নেওয়ার প্রার্থনা জানায়, তবে কাযী বাদীকে বলবে, তুমি যে দাবী করছ এ অর্থ তোমার বলে সে ব্যক্তি স্বীকার করেছে এবং তোমাকে তা কবজা করার জন্য উকীল বানিয়েছে এর সপক্ষে তোমার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি ?

আল-কিতাব এ বাদীর উপরিউক্ত দাবীর সপক্ষে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে এ অর্থ বাদীর বলে স্বীকার করেছে এবং তাকে তা কবজা করার জন্য উকীল বানিয়েছে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করাকে শর্ত করা হয়েছে। মামলায় লড়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করা শর্ত নয়। কেবল ওকালত সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করাই শর্ত। কাযী তাকে ওকালত সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করতে বলবে। কাজেই এখন মাসআলাটির রূপ দু'রকম হতে পারে।

উকীল যদি তার ওকালত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তার বাদী হওয়াটা আইনসিদ্ধ হবে। এখন কাযী তাকে তার দাবী অনুযায়ী অর্থ সম্পর্কে সাক্ষী পেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতে বলবে। সে সাক্ষী পেশ করতে পারলে প্রতিপক্ষের নিকট হতে সে অর্থ আদায় করা হবে এবং এ ফায়সালা অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং সে ব্যক্তি যদি উপস্থিত হয়ে তাকে উকীল বানানোর কথা অস্বীকার করে, তবুও প্রতিপক্ষের নিকট তার অর্থ আদায়ের ইখতিয়ার থাকবে না।

বাদীর যদি অর্থ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে আর সে প্রতিপক্ষ হতে কসম নিতে চায় তবে কাযী তাকে বলবে তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম কর যে, অমুকের পুত্র অমুক তোমার কাছে অমুক গোত্রের অমুকের পুত্র অমুকের নামে যে, এই পরিমাণ অর্থ পাওনা থাকার দাবী করছে। তোমার কাছে তার তা বা তার আংশিক মাত্র পাওনা নেই। এরূপ কসম নেবে সেই অবস্থায় যখন বাদী ওকালত সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে তার যদি ওকালত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে আর সে কাযীকে বলে, এই বিবাদী জানে যার নামে এ অর্থ পাওনা আছে সেই অমুক ব্যক্তি আমাকে এ অর্থ কবজা করার জন্য উকীল বানিয়েছে, কাজেই সে ব্যাপারে আপনি এর কাছ থেকে শপথ নিন, তা হলে কাযী তাকে বলবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ কর যে, অমুক গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক এই ব্যক্তিকে তার দাবী অনুযায়ী অর্থ কবজা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছে বলে তুমি জান না। আল-খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযী গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এটাকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এমত আসলে তিন ইমামের বাকি খাস্‌সাফ (র) বিশেষভাবে শিষ্যদয়ের নাম উল্লেখ করেছে এ কারণেই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত তার স্মরণ ছিল না। এর কারণ এ নয় যে, তিনি তাদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। শামসুল আইম্মা আল হালওয়ালী (র)-এর ধারণা এরূপই আবার কারও মতে আল-কিতাবে যা বলা হয়েছে, সেটা শিষ্যদ্বয়েরই অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী এরূপ ক্ষেত্রে বিবাদী থেকে কসম নেওয়া উচিত নয়। শামসুল আইম্মার আস-সারাখসী (র) এ মতেরই পক্ষে।

৬. মাসআলা ঃ তো মাসআলায় মতভেদ বা ঐকমত্য যাই থাকুক না কেন, যদি কাযী প্রতিপক্ষকে শপথ করতে বলে এবং সে শপথ করে তবে তো বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে গেল। পক্ষান্তরে সে যদি শপথ করতে রাযী না হয়, তবে সে যেন উকীলের ওকালত মেনে নিল। সুতরাং তার এই মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে কাযী উকীলের ওকালত সঠিক বলে রায় দেবে। তারপর কাযী বিবাদীকে অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। সে যদি উকীলের দাবী মুতাবিক তা স্বীকার করে নেয়, তবে কাযী তাকে তা উকীলের হাতে সমর্পণের আদেশ দেবে। পক্ষান্তরে সে যদি অর্থের কথা অস্বীকার করে তবে সে এই হিসেবে বিবাদী সাব্যস্ত হবে যে, বাদী অর্থ সম্পর্কে তার কাছ থেকে কসম নেওয়ার ও সেমতে সে মাল হস্তগত করার ইখতিয়ার লাভ করবে। এ হিসাবে বিবাদী সাব্যস্ত হবে না যে, বাদী তার কাছে অর্থ পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ দাঁড় করাতে পারবে। সুতরাং বাদী যদি তার কাছে অর্থ পাওনা সপক্ষে সাক্ষী পেশ করতে চায়। তবে কাযী সে সাক্ষ্য শ্রবণ করবে না।

এমনিভাবে শুরু থেকেই যদি বাদী সুস্পষ্টভাবে ওকালত স্বীকার করে নেয়, কিন্তু তার কাছে অর্থ পাওনা থাকার কথা অস্বীকার করে, তবে সে ক্ষেত্রেও সে কসমের ব্যাপারেই

বাদীর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে, তার কাছে অর্থ পাওনা সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করতে পারবে– এ হিসাবে নয়।

আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম বর্ণিত নিম্নের মাসআলাটি এর একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। তারা বলেন, এক ব্যক্তি দাবী করল অমুক গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক এই ব্যক্তির কাছে তার যত পাওনা আছে, আমাকে তা চাওয়ার জন্য উকীল বানিয়েছে আর এ ব্যক্তির কাছে তার পাওনা হচ্ছে এক হাজার দিরহাম। প্রতিপক্ষ তার ওকালত স্বীকার করল কিন্তু পাওনার কথা অস্বীকার করল। এখন বাদী যদি বলে, তার কাছে যে এই পরিমাণ অর্থ পাওনা আছে আমি সে সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করব, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না,বরং সে একজন প্রতিপক্ষ হিসেবে এই দাবী জানাতে পারে যে, তার কাছ থেকে সে অর্থ গ্রহণ করারও ইখতিয়ার তার থাকবে।

অপর দিকে বিবাদী যদি তার ঋণের কথা স্বীকার করে কিন্তু বাদীর ওকালত অস্বীকার করে তবে কাযী বাদীকে বলবে, সে যেন তার ওকালত সম্পর্কে সাক্ষী হাযির করে। সে যদি সাক্ষী পেশ করতে পারে, তবে সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার ওকালত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সাধারণ ভাবেই সে একজন প্রতিপক্ষের মর্যাদা পাবে। তার যদি সাক্ষী না থাকে এবং সে চায় তার ওকালত সম্পর্কে বিবাদী হতে কসম নেওয়া হোক তবে তার থেকে নেওয়া হবে। অবশ্য উপরে বর্ণিত মতভেদ এ ক্ষেত্রেও রয়েছে। তারপরও যদি সে কসম করতে রাযী হয় তবে তো বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আর যদি কসম করতে রাযী না থাকে, তবে ওকালত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে কিন্তু সে ওকালত কেবল বিবাদীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে রায় দেওয়ার ব্যাপারে তাকে উকীল মনে করা হবে না।

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্য একজনকে কাযীর আদালতে হাযির হল। তারপর দাবী করল যে সে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির উকীল। এই ব্যক্তির কাছে তার যে পাওনা আছে তা কবজা করা এবং প্রয়োজনে মামলা করা সেই সঙ্গে এর হাতে তার যে মাল আমানত স্বরূপ আছে তা কবজা করার জন্য আমাকে উকীল বানিয়েছে। এখন প্রতিপক্ষ যদি এ সব কিছু স্বীকার করে নেয়। তবে তাকে ঋণের অর্থ এই বাদীর হাতে সমর্পণের আদেশ দেওয়া হবে কিন্তু আমানতের মাল সমর্পণ করতে বলা হবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কাযীর আদালতে উপস্থিত করে বলল, অমুক গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক এই ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে সে আমাকে সেই পাওনাসহ তার যাবতীয় হকের ব্যাপারে মামলা করার এবং তা কবজা করার জন্য উকীল বানিয়েছে। এখন সে যদি এই যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যতক্ষণ না সে তার ওকালত সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করবে, অর্থ সংক্রান্ত সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি এক সঙ্গে ওকালত ও মাল সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করে, তবে তার ওকালত সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে। তারপর মাল সম্পর্কে পুনরায় সাক্ষ্য শ্রবণ করা হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি সবগুলো বিষয় সম্পর্কে একত্রে সাক্ষী পেশ করে তবে, সবগুলো সম্পর্কেই রায় দেওয়া হবে। অর্থ সম্পর্কে পুনরায় সাক্ষ্য শ্রবণের দরকার হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত পরস্পর বিরোধী। তার প্রসিদ্ধ মত এই যে, সবগুলো বিষয় সম্পর্কে একত্রে সাক্ষী পেশ করলেও তা গৃহীত হবে। তবে কাযী প্রথমে ওকালত সম্পর্কে রায় দেবে। তারপর ঋণের অর্থ সম্পর্কে। অর্থ সম্পর্কে সাক্ষ্যর পুনরাবৃত্তি দরকার হবে না। কাযী কেবল রায় দানের ক্ষেত্রেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ শ্রবণের ক্ষেত্রে নয়। এমত সূক্ষ্ম কিয়াস সম্মত। ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি কিয়াসকেই অবলম্বন করেছি, যেহেতু কিয়াসের কারণ সুস্পষ্ট। ইমাম মুহাম্মাদ (র) মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে ইসতিহসানকে অবলম্বন করেছেন এবং তার মত অনুযায়ীই ফাতওয়া দেওয়া হয়।

ওই একই রকমের মতভেদ আছে ও ওয়ারিস সম্পর্কে। ওসী যদি পাওনা অর্থ ও ওসীয়তের সম্পত্তি সম্পর্কে একত্রে সাক্ষী পেশ করে অথবা ওয়ারিস যদি তার বংশ পরিচয়, সে যার ওয়ারিস তার মৃত্যু এবং পাওনা অর্থ সম্পর্কে একত্রে সাক্ষী পেশ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রথমে তার প্রতিপক্ষ হওয়াটা প্রমাণ করা শর্ত, তারপর হক সম্পর্কে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ কাউকে যদি পাওনার অর্থ কবজা করার জন্য উকীল বানানো হয় এবং মামলা করার সম্পর্কে কিছু বলা না হয়। তারপর দেনাদার ব্যক্তি ওকালত ও দেনা উভয়ই অস্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ওকালত ও অর্থ উভয় সম্পর্কেই উকীলের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে ওকালত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। কিন্তু অর্থ সম্পর্কে নয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) আয-যিয়াদাত গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তি মানুষের কাছে তার যত হক আছে, সে সম্পর্কে কাউকে উকীল বানাল। তারপর উকীল এক ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করল যার কাছে তার মক্কেলের পাওনা রয়েছে বলে তার দাবী, কিন্তু সেই ব্যক্তি দেনার কথা স্বীকার করলেনও ওকালত অস্বীকার করছে, অথবা ওকালত স্বীকার করছে আর দেনা অস্বীকার করছে। এক্ষেত্রে উকীল তার ওকালত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এখন সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যয়িত হওয়ার আগেই যদি সেই ব্যক্তি সফরে বলে যায় এবং তারপর সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যয়িত হয়, তবে সেই ব্যক্তি যতক্ষণ না উপস্থিত হয়, কাযী ওকালত সম্পর্কে রায় দেবে না। সে যদি অপর এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করত তার কাছে মক্কেলের পাওনা দাবী করে আর সে ব্যক্তি ওকালত অস্বীকার করে এবং কাযী প্রথমবারের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় প্রদান করে, তবে প্রথম বিবাদী ওকালত সম্পর্কিত সাক্ষ্য শ্রবণের ব্যাপারে অপরাপর সমস্ত মানুষের পক্ষ হতে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। কেননা ওকালতের দাবীদার ব্যক্তির প্রয়োজন হচ্ছে সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে তার ওকালত প্রতিষ্ঠিত করা যাতে সকলের ক্ষেত্রে তার ওকালত একটিই হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়েছিল। সেও সমস্ত মানুষের পক্ষ হতে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে এবং তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার সমতুল্য হবে। যদি সকলের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করত এবং তাদের একজন অনুপস্থিত থাকত, তবে কি তদ্বারা

উপস্থিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া যেত না। এস্থলেও বিষয়টা তেমনিই। আল-কিতাব এ আলোচ্য মাসআলাটিকে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, উকীলের বিরুদ্ধে যদি প্রমাণ সাব্যস্ত হয়, তারপর সে সফরে চলে যায় এবং মক্কেল উপস্থিত হয় অথবা মক্কেলের বিরুদ্ধে প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পর সে সফরে চলে যায় এবং উকীল উপস্থিত হয় অথবা মৃত ব্যক্তি যখন জীবিত ছিল তখন তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং তারপর সে মারা যায় তারপর ওয়ারিস উপস্থিত হয় অথবা এক ওয়ারিসের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে সফরে চলে যায় এবং অপর ওয়ারিস উপস্থিত হয় তবে এ সকল অবস্থায় প্রথমবারের প্রমাণ দ্বারাই পরবর্তীতে উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দেওয়া যাবে।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোনও লোককে কাযীর আদালতে উপস্থিত করে বলে, অমুক ব্যক্তি আমার পিতা, তিনি মারা গেছেন। আমি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই আর এই ব্যক্তির কাছে এ তার এই এই মাল পাওনা আছে, তবে এ মাসআলাটি দুই রকম হতে পারে।

(ক) হয়ত সে ব্যক্তি কোন অর্থ বা লোকটির দখলে থাকা কোন মাল সম্পর্কে দাবী করবে যে, তার মালিক ছিল তার বাবা, এই ব্যক্তি তার কাছ থেকে তা যবর দখল করেছে বা তার বাবা তার কাছে তা আমানত রেখেছিল কিংবা এসব না। শুধু বলবে যে, এ সম্পদের মালিক ছিল তার বাবা, তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং এ সম্পদ তার জন্য উল্টরাধিকারস্বরূপ রেখে গেছে আর সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। এ ক্ষেত্রে কাযী প্রতিপক্ষকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। সে বাদীর যাবতীয় দাবী স্বীকার করে নিলে তার সে স্বীকারোক্তি বৈধ হবে এবং তখন কাযী তাকে সে টাকা বা মাল বাদীর হাতে সমর্পণ করতে বলবে। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন বিবাদী তা স্বীকার করবে।

(খ) পক্ষান্তরে সে যদি তা সব অস্বীকার করে, সে ক্ষেত্রে সমাধান এই যে, বাদী যদি তার দাবী সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করে তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে এবং বিবাদীকে টাকা ও মাল পরিশোধ করতে বলা হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার নিয়ম এই যে, প্রথমে মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্কে সপক্ষে প্রমাণ পেশ করবে। যাতে সে মামলার একজন প্রতিপক্ষ হতে পারে। তারপর মাল সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করবে।

বাদীর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে আর সে বিবাদী থেকে কসম নিতে চায় তবে সে ব্যাপারে আল-খাস্‌সাফ (র) বর্ণনা করেন যে, আমাদের কোন কোন ফকীহ্ হতে বর্ণিত আছে এরূপ ক্ষেত্রে শপথ নেওয়া হবে না।

আল-খাস্‌সাফ (র) বলেন, এ ব্যাপারে আরেকটি মত এই যে, বিবাদী হতে কসম গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এটা কার মত তিনি তা উল্লেখ করেননি। আমাদের কতক মাশায়িখের মতে প্রথমোক্ত মতটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর, আর পরেরটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর শায়খ আলী আর রাযী (র) শামসুল আইম্মা আল হালাওয়ানী (র) বলেন। দ্বিতীয়টি আসলে তাদের তিন জনেরই মত এবং এ মতই সহীহ্। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) কসম না নেওয়ার কথা বলতেন, পরে কসম নেওয়ার পক্ষেই রায় প্রদান করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিবাদী হতে যদি কসম নেওয়া হয়, তবে তা নেওয়া হবে দাবীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে। অর্থাৎ কাযী তাকে বলবে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, এই লোক যে সূত্রে দাবী করছে সে সূত্রে তোমার কাছে এই মাল তার প্রাপ্য নয়। মাসআলার এ সমাধান জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী।

বাদী যদি মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্কের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, কিন্তু মাল সম্পর্কে পেশ না করে। তবে মাল সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। এ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। যদি মাল সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে কিন্তু মৃত্যু ও মৃতের সঙ্গে সম্বন্ধ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে না। যদি মৃতের সঙ্গে সম্বন্ধ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে কিন্তু মৃত্যু ও মাল সম্পর্কে পেশ না করে, তবে সেক্ষেত্রে ও প্রমাণ গৃহীত হবে না।

বিবাদী যদি বাদীর যাবতীয় দাবী মেনে নেয় এবং সে মতে তাকে অর্থ ও মাল সমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে সে রায় মৃত পিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সে যদি জীবিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে! তবে সে বিবাদীর কাছে তার হক দাবী করতে পারবে তখন বিবাদী তার পুত্রকে ধরবে।

বিবাদী যদি স্বীকার করে যে, সে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং বাদী তার ওয়ারিস, কিন্তু মালের কথা অস্বীকার করে তবে মাল সম্পর্কে তার কাছ থেকে কসম নেওয়া হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। যেমন শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র)- উল্লেখ করেছেন। অথবা এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রথমদিকের মত, যেমন কোনও কোনও স্থানে বর্ণিত আছে। কিন্তু শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র)- ও মুহাম্মদ (র)-এর মত এবং কোনও কোনও বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র)-এরও পরবর্তীকালীন মত হচ্ছে এই যে, বিবাদী থেকে এই মর্মে কসম নেওয়া হবে যে, বিষয়টা জানে কিনা (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ কোনও লোক যদি কাউকে কাযীর আদালতে উপস্থিত করত দাবী করে যে, এই ব্যক্তির পিতা মারা গেছে, তার কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে কাযীর কর্তব্য বিবাদী জিজ্ঞেস করা যে, তার পিতা মারা গেছে কিনা ? প্রথমেই তাকে বাদীর দাবীর জবাব দিতে বলবে না। তারপর মাসআলাটি দুই রকম হতে পারে। পুত্র পিতার মৃত্যুর কথা করবে কিংবা অস্বীকার করবে। করলে কাযী তাকে জিজ্ঞেস করবে, এই লোকটি তার পিতা সম্পর্কে যে দাবী করছে তা সত্য কিনা ? সে যদি স্বীকার করে যে, হা তার কাছে এই লোকের পাওনা আছে, তবে তার অংশের মীরাস থেকে তা পরিশোধ করা হবে। আর সে যদি তা অস্বীকার করে এবং তখন বাদী সে সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করে তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে। সুতরাং মৃতের দেনা সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে এবং তা বিশেষভাবে এই ওয়ারিসদের অংশ থেকে নয় বরং মৃতের রেখে যাওয়া মোট সম্পত্তি থেকে তা পরিশোধ করা হবে। অবশ্য কাযী বাদীর পেশকৃত প্রমাণের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেনা থাকার রায় দেবে

বাদীকে এই মর্মে কসম করানোর পর যে, সে তার পাওনা বুঝে পায়নি বা সে তা ক্ষমা করেও দেয়নি। যদিও ওয়ারিস তা দাবী না করে। পক্ষান্তরে জীবিত ব্যক্তির কাছে পাওনার দাবী হত, তবে সে যেহেতু দাবী জানাতে সক্ষম তাই তার দাবী ছাড়া বাদীকে শপথ করতে বলা হবে না। কিন্তু মৃত ব্যক্তি তো দাবী জানানোর ক্ষমতা রাখে না। আল-খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযী গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন।

১২. মাসআলা ঃ আল-নাতিফী (র)-এর আল-আজনাস গ্রন্থের আল-জিনসুর রাবি এর বরাতে আদাবুল কাযীতে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দেনা দাবী করে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কোন ওয়ারিস তা পরিশোধ করা হয়েছে বলে দাবী না করলে কাযী বাদীর কাছ থেকে সে সম্পর্কে শপথ গ্রহণ করবে না, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে কসম নেওয়া হবে তো আল-খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযী তে যা বর্ণনা করেছেন সেটা সাহেবাইনের মত এবং আল-খাস্‌সাফ (র) এটাই গ্রহণ করেছেন।

তারপর যখন বাদীকে কসম করাতে চাইবে তখন তাকে এই মর্মে কসম করাবে যে, তুমি সে দেনা উসুল করনি বা তার আংশিকও কবজা করনি, তার বদলে তুমি তার কাছ থেকে কোন কিছু বন্ধক রাখনি বা তার আংশিকের বদলেও বন্ধক রাখনি। সে তার সবটা বা তার আংশিক অন্য কারও উপর হাওয়ালা করেনি যে, তুমি সেই ব্যক্তির কাছ থেকে তা উসুল করে নেবে এবং তুমি এটাও জান না যে, তোমার কোন দূত বা উকীল তার সবটা বা আংশিক কবজা করেছে। এতদসঙ্গে যদি একথাও জুড়ে দেওয়া হয় যে, সে অর্থ কোনও ভাবেই তার কাছে পৌছায়নি, তবে সেটা আরও ভাল।

বাদীর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে আর সে উপস্থিত এই ওয়ারিসকে কসম করাতে চায় তবে আমাদের সকল ইমামের মতেই তার জানা সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। অর্থাৎ তাকে আদেশ করা হবে। তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, এই ব্যক্তি যে এক হাজার দিরহাম তোমার পিতার কাছে পাবে বলে দাবী করছে, প্রকৃতপক্ষে সে তার কাছে তার সবটা বা আংশিক পাবে বলে তোমার জানা নেই। এরূপ করলে তো বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আর কসম করতে না চাইলে তার অংশের মীরাস দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করা হবে। আল-খানিয়া গ্রন্থে আছে যে, জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী এই ওয়ারিস অর্থাৎ বিবাদী যদি তার পিতার দেনা স্বীকার করে কিংবা সে তা অস্বীকার করলেও যখন তাকে কসম করতে বলা হয়, আর সে কসম করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এভাবে সে দেনা স্বীকারকারী সাব্যস্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে বলে যে, পিতার উত্তরাধিকার থেকে তার অংশ এখনও পর্যন্ত তার হস্তগত হয়নি। তবে বাদী তার সে কথা সত্য বলে স্বীকার করলে তার কাছে সে কিছুই পাবে না। আর যদি মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং বলে এক হাজার বা তারও বেশী দিরহাম সে পেয়ে গেছে, আর এ অবস্থায় সে ওয়ারিসকে কসম করাতে চায় তবে তাকে নিশ্চিত রূপে কসম করতে বলা হবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল যে, তোমার পিতার সম্পদ থেকে একহাজার দিরহাম বা তার কিয়দংশ তোমার হস্তগত হয়নি। সে কসম করতে না চাইলে রায় তার বিরুদ্ধে যাবে। আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

কসম করলে তাকে কিছুই পরিশোধ করতে হবে না। এ জবাব সেই ক্ষেত্রে যখন বাদী প্রথমে তার পাওনা সম্পর্কে কসম নেবে। তারপর তা উসুল না হওয়া সম্পর্কে তার নিজের থেকে কসম নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, বাদী যখন প্রথমে ওয়ারিসকে তার পিতার দেনা সম্পর্কে কসম করতে বলল, তখন ওয়ারিস বলল, আমার কাছ থেকে কসম নেওয়ার কোন অধিকার তোমার নেই। কেননা পিতার সম্পত্তির কোন অংশ এখনও আমি পাইনি। কিন্তু বাদী তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলল, তোমার পিতার সম্পত্তির এই পরিমাণ তুমি পেয়েছ অথবা সে তার কথা সত্য বলেই গ্রহণ করল, কিন্তু তথাপি তার ইচ্ছা ওয়ারিস দেনা সম্পর্কে কসম করুক, তবে এরূপ ক্ষেত্রে কাযী ওয়ারিসের কথায় কর্ণপাত করবে না বরং তাকে দেনা সম্পর্কে কসম করতে বলবে।

আল-কুবরা-গ্রন্থে আছে, ফকীহ্ আবূ জাফর (র) বলেছিলেন, এরূপ অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়ারিসের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির প্রমাণ না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ বাদীর পক্ষ হতে সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং বিবাদীর নিকট থেকে কসম গ্রহণ করা হবে না। ফকীহ্ আবুল-লায়ছ (র)-এমতই গ্রহণ করেছেন এবং এরই উপর ফাতওয়া দেওয়া হয়।

ওয়ারিস যদি দেনা এবং উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কথা অস্বীকার করে এবং বাদী তার এসব কথা মিথ্যা সাব্যস্ত করে আর সে চায়, ওয়ারিসের নিকট হতে দেনা ও উত্তরাধিকার প্রাপ্তি সম্পর্কে কসম নেওয়া হোক, তবে সে ক্ষেত্রে বিধান কী ? সে সম্পর্কে আল-খাস্সাফ (র) তার কিতাবে কিছুই লিখেননি। ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে তার কাছ থেকে এই মর্মে একবার কসম নেওয়া হবে যে, আল্লাহ্র নামে কসম করে বল। তোমার পিতার সম্পত্তি হতে এক হাজার বা তার কিয়দংশ তোমার হস্তগত হয়নি এবং এই লোক যেমন দাবী করছে, তেমনি তোমার পিতার কাছে তার পাওনা আছে বলেও তোমার জানা নেই। এভাবে এ কসমের ভেতর নিশ্চয়তামূলক কসম ও জানামতে কসম উভয়ই একীভূত হয়ে গেল। কাসাস এর হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এরূপ কসম জাইয। অধিকাংশের মতে তার কাছ থেকে দুবার কসম নিতে হবে। এ সবই সেই অবস্থায় যখন বিবাদী তার পিতার মৃত্যুর এবং তার সম্পত্তি তার হাতে আসার কথা অস্বীকার করে আর পাওনাদার তার কাছ থেকে কসম গ্রহণ করতে চায় তবে সে সম্পর্কে এ গ্রন্থের কোনও কোনও সংকলনেও বলা হয়েছে যে, মৃত্যু ও উত্তরাধিকার লাভ সম্পর্কে একবারই কসম নেওয়া হবে। অবশ্য মৃত্যু সম্পর্কে শপথ নেয়া হবে তার জানা মতে আর সম্পত্তি লাভ সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। নিশ্চয়তমূলক অর্থাৎ তাকে বলা হবে যে, তুমি আল্লাহ্র নামে কসম করে বল যে, তোমার পিতার মৃত্যু হয়েছে বলে তুমি জান না এবং তার সম্পত্তির কোন অংশও তোমার হাতে পৌছেনি। একদল ফুকাহায়ে কিরাম এমতই গ্রহণ করেছেন। অপর কতকের মতে তার দুবার কসম করতে হবে। একবার তার জানা মতে মৃত্যু সম্পর্কে এবং আরেকবার নিশ্চিতরূপে সম্পত্তি লাভ সম্পর্কে। সে যদি কসম করতে সম্মত না হয়, যদ্দরূন পিতার মৃত্যু এবং তার সম্পত্তি তার হস্তগত হওয়ার বিষয়টা সাব্যস্ত হয়ে যায়, তবে তখন তার কাছ থেকে তার জানামতে পিতার দেনা সম্পর্কে কসম নেওয়া হবে। সে যদি দেনা ও মৃত্যুর কথা স্বীকার করে এবং আরও স্বীকার করে যে, সে এক হাজার দিরহাম রেখে

গেছে, সেই সঙ্গে একদল লোককে হাযির করত বলে, এরা সকলে আমার ভাই তবে এ মাসআলাটি দু'রকমের হতে পারে। হয়ত সে প্রথমে বলবে, এই এক হাজার দিরহাম তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি এবং তারপর বলবে এরা আমার ভাই। এ অবস্থায় সে এক হাজার পাওনাদারের হাতে সমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে প্রথমেই যদি ভ্রাতৃত্বের স্বীকারোক্তি প্রদান করে এবং তারপর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও দেনার কথা স্বীকার করে, তবে সেটা সেই সম্পত্তি তাদের অংশীদারিত্বের ও স্বীকারোক্তি বটে। কাজেই এ অবস্থায় সে এক হাজার তাদের মধ্যে মাথাপিছু ভাগ হয়ে যাবে। তারপর সে যখন পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও দেনার কথা স্বীকার করল, তখন তার সে স্বীকারোক্তি কেবল তার নিজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সুতরাং কেবল তার অংশ থেকেই দেনা পরিশোধ করা হবে (আত-তাতারখানিয়া)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল। তার ওয়ারিস এক ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী করল যে, তার কাছে তার পিতার এক হাজার দিরহাম পাওনা ছিল এবং সেটা এখন তার মীরাস হয়ে গেছে। প্রতিপক্ষ কথা স্বীকার করল কিন্তু তার দেনার কথা অস্বীকার করল। এখন ওয়ারিস যদি তার থেকে কসম নিতে চায়, তবে এই মর্মে কসম নেবে যে, তুমি আল্লাহ্র নামে কসম করে বল যে, আমি যেমন দাবী করছি, তেমনি তোমার কাছে আমার পিতার এক হাজার দিরহাম বা তার অংশবিশেষ পাওনা ছিল না। পুত্র যদি পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে আমাদের মাযহাবে পিতা কর্তৃক তা উসুল করা সম্পর্কে পুত্রের নিকট হতে কসম নেওয়া হবে না।

দেনাদার যদি দেনা স্বীকার করত দাবী করে যে, বাদীর পিতা তা উসুল করে নিয়েছিল অথবা পরোক্ষভাবে বলল, লোকে অনেক সময় দেনাদার থাকে, কিন্তু পাওনাদার তা উসুল করে নেওয়ার ফলে সে দেনা আবার শেষও হয়ে যায়। আমি কোনও কিছুই স্বীকার করতে চাই না। পাছে আমার উপর কিছু অবধারিত হয়ে যায়। আর পাওনাদার চায় যে পুত্রকে কসম করানো হোক তা হলে পুত্রকে এই মর্মে আল্লাহ্র নামে কসম করতে বলা হবে যে, সে জানে না তার পিতা এ অর্থ উসুল করে নিয়েছিল।

১৪. মাসআলা ঃ আয-যিয়াদাত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি মারা গেল। তারপর এক ব্যক্তি কাযীর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেকে মৃত ব্যক্তির একমাত্র ওয়ারিস বলে দাবী করল আর বললো যে, অমুক শহরের কাযী এই ফায়সালা প্রদান করেছে যে, সে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস। সে দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত করল, যারা সাক্ষ্য দিল যে, অমুক শহরের কাযী আমাদেরকে সাক্ষী রেখে এই রায় দিয়েছে যে, এই ব্যক্তি অমুক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস এবং এ ব্যক্তি অমুক মৃত ব্যক্তি ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিস নেই। বাকি আমরা জানি না কাযী এ রায় কী সূত্রে দিয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কাযী তাকে ওয়ারিস হিসেবে গ্রহণ করবে। হা, দ্বিতীয় কাযীর উচিত বাদীকে জিজ্ঞেস করা যে, সে মত ব্যক্তি কেমন আত্মীয় ? অবশ্য এ জিজ্ঞেস করাটাও রায় কার্যকর করার জন্য শর্ত নয়। সুতরাং বাদী যদি আত্মীয়তার সূত্র ব্যাখ্যা না করে, তবুও দ্বিতীয় কাযী প্রথম কাযীর রায় কার্যকর করবে, তথাপি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাযী তা জিজ্ঞেস করবে, যাতে সে জানতে পারে যে, বাদী উত্তরাধিকার লাভ করবে কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূত্রে ? সুতরাং পরে অন্য কোন আত্মীয় আত্মপ্রকাশ করলে দ্বিতীয় কাযী তখন বুঝতে পারবে উভয়ের মধ্যে কে উত্তরাধিকারের বেশী হকদার।

বাদী যদি এমন কোন সূত্রের কথা উল্লেখ করে যদ্বারা সে উত্তরাধিকারের হকদার হয়, তবে দ্বিতীয় কাযী প্রথম কাযীর মীরাস সংক্রান্ত রায় কার্যকর করবে এবং তার হাতে মাল সমর্পণ করবে, কিন্তু সে যেই সূত্রের দাবী করেছে সে সম্পর্কে ফায়সালা দান করবে না।

তারপর অন্য কোনও লোক এসে যদি দাবী করে সে মৃত ব্যক্তির পিতা এবং সে ছাড়া মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস নেই এবং সে তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণও পেশ করে তবে লক্ষ্য করতে হবে প্রথম ব্যক্তি উত্তরাধিকারে কী রকমের সূত্র উল্লেখ করেছিল। সে যদি এমন কোন সূত্রের উল্লেখ করে থাকে। যদ্বারা পিতার বর্তমানে উত্তরাধিকার লাভ হয় না। তবে কাযী সবটা মীরাসই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দান করবে। আর প্রথম ব্যক্তি যদি এমন কোন সূত্রের উল্লেখ করে যাদ্বারা পিতার বর্তমানেও উত্তরাধিকার লাভ হয়, যেমন সে হয়ত বলেছিল, সে মৃত ব্যক্তির পুত্র, তবে দ্বিতীয় কাযী পিতাকে মীরাসের এক-ষষ্ঠাংশ দান করবে। আর প্রথম ব্যক্তি যদি নিজেকে মৃতের পিতা বলে দাবী করে থাকে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেকে মৃতের পুত্র পরিচয় দিয়ে সে সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করে তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাঁচ-ষষ্ঠাংশ দেওয়া হবে। যদি প্রথম ব্যক্তি নিজেকে মৃতের পিতা বলে দাবী করে থাকে আর দ্বিতীয় ব্যক্তিও নিজেকে মৃতের পিতা বলে দাবী করে এবং তার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে আর সে প্রমাণের ভিত্তিতে কাযী তাকেই পিতা বলে রায় প্রমাণ করে তবে মীরাস সেই পারে, কেননা দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতৃত্ব প্রমাণ ও কাযীর রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে প্রথম ব্যক্তির পিতৃত্ব প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং সেটা কেবল তার স্বীকারোক্তি।

১৫. মাসআলা ঃ কোনও ব্যক্তি আদালতে এসে যদি প্রমাণ পেশ করে যে, সে এই মৃতের পিতা এবং তার পিতৃত্বের পক্ষে রায় প্রদান করত তাকে মীরাসের অধিকার করা হয়, তারপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এসে প্রমাণ পেশ করে যে, সেই মৃতের পিতা, তবে কাযী তার প্রমাণ গ্রহণ করে না এবং সে প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হবে না।

১৬. মাসআলা ঃ আল-কিতাবে বলা হয়েছে দ্বিতীয় কাযী যখন মীরাসের ব্যাপারে দ্বিতীয় ব্যক্তির সপক্ষে রায় দেবে তখন যদি প্রথম ব্যক্তি বলে, আমিই যে মৃতের পিতা সে সম্পর্কে আমি আপনার আদালতে প্রমাণ পেশ করব, তবে তার সে কথায় কর্ণপাত করা হবে না। প্রথম ব্যক্তি যদি প্রমাণ পেশ করে যে, প্রথম কাযী তার পিতৃত্বের পক্ষে রায় প্রদান করেছে, তবে দ্বিতীয় কাযী প্রথম ব্যক্তিকেই মিরাসের অধিকারী সাব্যস্ত করবে।

১৭. মাসআলা ঃ কাযী দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতৃত্বের পক্ষে রায় প্রদানের আগেই যদি প্রথম ব্যক্তি তার পিতৃত্বের পক্ষে প্রমাণ পেশ করে তবে কাযী রায় প্রদান করবে যে, তারা দুজনেই মীরাসের অধিকারী হবে, যেহেতু দাবী ও প্রমাণের দিক থেকে উভয়েই সমপর্যায়ের। আযাদ করণ (আতাকা) সূত্রের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও মাসআলা এ রকমই। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি যদি দাবী করে, সে মৃতের মাওলা সেই তাকে আযাদ করেছিল এবং সে কারণে প্রথম কাযী রায় দিয়েছিল যে, সেই মীরাস

পাবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাবী করে যে, সেই মৃতের আযাদকর্তার মাওলা তবে সে ক্ষেত্রে পিতৃত্ব সংক্রান্ত ফায়সালা অনুরূপ ফায়সালাই দেয়া হবে। কেননা দুই ব্যক্তির প্রত্যেক পরিপূর্ণরূপে এক ব্যক্তির আযাদকারী হবে এটা ভাবা যায় না। যেমন ভাবা যায় না দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেই পূর্ণাঙ্গ রূপে একই ব্যক্তির পিতা হবে। সুতরাং এদিক থেকে আযাদীদান-সূত্রের উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা পিতৃত্ব সূত্রের উত্তরাধিকারের মতই হল। যদি কোনও একজন সম্পর্কে আগে রায় হয়ে যায় যে, আযাদকরণ সূত্রে সেই উত্তরাধিকার পাবে, তবে তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে। যদি উভয়ে একত্র হয়ে যায়, তবে উভয়ের পক্ষেই রায় দেওয়া হবে, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে।

যদি প্রথম ব্যক্তি বলে যে, সে মৃতের পুত্র এবং কাযী সে হিসেবে তার পক্ষে উত্তরাধিকারের রায় দিয়েছে। আবার অপর এক ব্যক্তিও একই রকমের প্রমাণ পেশ করে তবে উভয়ে মীরাসে অংশীদার হবে। যদিও একজনের পক্ষে আগে রায় দেওয়া হয়ে থাকে।

যদি প্রথম ব্যক্তি দাবী করে সে মৃতের পুত্র এবং একজন স্ত্রীলোক প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের কন্যা, তবে উভয়ের মধ্যে মীরাস তিন ভাগে ভাগ করা হবে। যদিও প্রথম ব্যক্তির পক্ষে আগে রায় ঘোষণা হয়ে থাকে।

যদি প্রথম ব্যক্তি দাবী করে। সে মৃতের পুত্র বা তার পিতা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের ভাই তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি কিছুই পাবে না।

ফায়সালা লাভকারী যদি নারী হয় এবং স্ত্রীত্বের দাবীদার হয়, তারপর কোন পুরুষ এসে প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের ভাই, তবে এক-চতুর্থাংশের অতিরিক্ত সম্পত্তি স্ত্রীলোকটির হাত থেকে ফেরত আনা হবে। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের পুত্র তবে স্ত্রীলোকটির হাত থেকে এক-অষ্টমাংশের অতিরিক্ত সম্পত্তি ফেরত আনা হবে।

সারকথা প্রথম কাযী যদি প্রথম ব্যক্তির উত্তরাধিকারের পক্ষে রায় প্রদান করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় কাযীর কাছে এসে মৃত ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্কের পক্ষে প্রমাণ পেশ করে, তবে দ্বিতীয় কাযী প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে মৃতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী। যদি এমন কোন সম্বন্ধের কথা বলে, যদ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তির বর্তমানে সে মীরাস লাভ করতে পারে না। তবে সবটা মীরাসই দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে। আর যদি এমন কোন সম্বন্ধ উল্লেখ করে, যার ফলে তার বর্তমানে দ্বিতীয় ব্যক্তি মীরাসের অধিকারী হয় না। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি কিছুই পাবে না। আর যদি এমন কোন সম্বন্ধ উল্লেখ করে,যদ্দরুন সে দ্বিতীয় ব্যক্তির বর্তমানেও মীরাসের অধিকারী হয়, তবে উভয়ের মধ্যেই মীরাস বণ্টন করা হবে।

প্রথমে যে ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হল, সে যদি বোধবুদ্ধিহীন (معتوه) বা নাবালেগ হয়, যে নিজের দাবী দাওয়া পেশ করতে পারে না। তারপর উপরে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে কেউ প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের ওয়ারিস এবং সেই সঙ্গে মৃতের সঙ্গে তার সম্পর্ক বর্ণনা করে, তবে লক্ষ্য করতে সে সম্পর্ক কোন পর্যায়ের। যদি এমন কোনও আত্মীয় হয়, যে অবস্থা বিশেষে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার অবকাশ না থাকে। তবে প্রথম ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অংশ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সর্বনিম্ন অংশ প্রদান করবে। যেমন প্রথম ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় তবে তাকে মৃতের পুত্র সাব্যস্ত করা হবে এবং এ অবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তি পিতা হলে তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়া হবে, যেহেতু এটা কম অংশ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃতের স্ত্রী হলে তাকে এক-অষ্টমাংশ দেওয়া হবে। যেহেতু সেটাই কম অংশ।

কোন স্ত্রীলোক যদি প্রমাণ পেশ করে যে অমুক শহরের কাযী তাকে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস সাব্যস্ত করত সমস্ত সম্পত্তি তার প্রাপ্য বলে রায় প্রদান করেছে, তবে দ্বিতীয় কাযী সে রায় কার্যকর করবে। যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে এরূপ রায় কার্যকর করা হয়।

তারপর কোন পুরুষ যদি প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের পুত্র বা তার পিতা কিংবা কোন স্ত্রীলোক এসে যদি প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের স্ত্রী, তবে দ্বিতীয় কাযী প্রথম নারীকে জিজ্ঞেস করবে যে, আত্মীয়তার কোন সূত্র ধরে কন্যা তবে তার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল ? যদি বলে, সে মৃতের কন্যা তবে তার সে দাবী অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

প্রথম নারী যদি নাবালেগা হয় যে, নিজ দাবী দাওয়া পেশ করতে সক্ষম নয়, বা বোধবুদ্ধি হীনা হয়। তবে কাযী তার জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ অংশ নির্ধারণ করবে এবং বাকীদের জন্য নির্ধারণ করবে সে নারীর বর্তমানে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন অংশ। সুতরাং যে পরিমাণটা সুনিশ্চিত প্রথম কাযীর রায় কেবল সেই পরিমাণের ভেতরই কার্যকর হবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোন মৃতের ওয়ারিসদের কাছে মৃতের নেওয়া পাওনা দাবী করল এবং বলল, এদের পিতা মারা গেছে তার কাছে আমার এই পরিমাণ পাওনা রয়েছে, সে তার জীবদ্দশায়ই এটা স্বেচ্ছায় করেছিল। কিন্তু সে তা থেকে কিছুই পরিশোধ করেনি। ইতোমধ্যে তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে এবং সে এদের হাতে এই পরিমাণ সম্পত্তি রেখে গেছে যে, দেনা পরিশোধের পরও তা বেঁচে থাকে। এখন এই ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির খতিয়ান প্রদান না করে। তবে ফাতওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য মত এই যে, দেনা প্রমাণের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির খতিয়ান প্রদান শর্ত নয়। হা, কাযী ওয়ারিসদেরকে সে দেনা পরিশোধের নির্দেশ কেবল তখনই দেবে, যখন সম্পত্তি তাদের হস্তগত হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। তারা যদি উত্তরাধিকার সম্পত্তি হস্তগত হওয়ার কথা অস্বীকার করে, তবে বাদীকে তা প্রমাণ করার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এতটুকু ইখতিয়ার অবশ্যই প্রদান করতে হবে, যদ্বারা সে সম্পত্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভবপর হয়।

১৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দখলে থাকা বাড়ির অধিকার দাবী করল এবং বলল, এ বাড়িটি ছিল আমার পিতার। তার নাম এই। তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং এটি আমার এবং আমার বোন অমুকের জন্য উল্টরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছেন। আমরা ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। এ বাড়ির সাথে তিনি কিছু বস্ত্র বা গবাদি পশুও রেখে গেছেন। আমরা তার সম্পত্তি বণ্টন করেছি। আমার ভাগে পড়েছে এই বাড়িটি এবং সেই সূত্রে পূর্ণ বাড়িটির মালিক এখন আমি বাড়িটি অন্যায়ভাবে এই লোকটির দখলে আছে। তো তার এ দাবী বৈধ হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা অপরিহার্য যে, সে সম্পত্তি থেকে আমার বোন তার অংশ বুঝে নিয়েছে। যাতে

প্রতিপক্ষের কাছে তার হাতে সম্পূর্ণ বাড়ি সমর্পণের দাবী জানানো বৈধ হয়। যদি সে তার দাবীতে বলে, আমার পিতা মারা গেছেন, এবং বাড়িটি আমার ও আমার বোনের জন্য মীরাস স্বরূপ রেখে গেছেন, তারপর আমার বোন স্বীকার করেছে যে, সম্পূর্ণ বাড়িটি আমার এবং আমি তার এ স্বীকারোক্তি তাসদীক করেছি, তবে সঠিক মত অনুযায়ী এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে কাযী তার দাবী গ্রহণ করবে না। কেননা এটা এক-তৃতীয়াংশের ভেতর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মালিকানার দাবী আর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মালিকানার দাবী বৈধ নয়। সংখ্যা গরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কিরাম এরই উপর ফাতওয়া দিয়েছেন (আল-মুলতাকাত)।

২০. মাসআলা ঃ কারও যদি মেয়াদী পাওনা থাকে তাবে সে যখন ইচ্ছা তা প্রমাণ করতে পারবে, যদিও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তা আদায়ের দাবী করার ইখতিয়ার তার নেই। এমনিভাবে স্ত্রী যদি স্বামীর কাছে তার অবশিষ্ট মোহরানা প্রমাণ করতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু এখনই তা আদায় করতে বলার অধিকার তার নেই।

২১. মাসআলা ঃ কাযী ইমাম শামসুল ইসলাম আল আওযানদী (র)- কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোনও ব্যক্তি যদি কারও দখলে থাকা কোন বস্তুর দাবী করে বলে, এ আমার পিতা এর মালিক ছিলেন। তিনি মারা গেছেন এবং আমার ও অমুক অমুকের জন্য এটি উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছেন এভাবে সে কয়েকজনের নাম বলে, কিন্তু নিজের অংশ কত তা উল্লেখ না করে, তবে তার এ দাবী বৈধ হবে কি ? তিনি বলেন হাঁ, তার এ দাবী বৈধ হবে। সে যদি তার দাবীর পক্ষে প্রমাণ পেশ করে, তবে কাযী তা শুনবে, কিন্তু পরিণামে সে যখন তা সমর্পণের দাবী করবে তখন তাকে অবশ্যই নিজের অংশ বলতে হবে।

যদি নিজের অংশ উল্লেখ করে, কিন্তু ওয়ারিস কজন তা না বলে, যেমন বলল, আমার পিতা মারা গেছেন এবং এই মাল আমার ও আরও কজন ওয়ারিসের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছেন আর তাতে আমার অংশ এই পরিমাণ, তারপর সে তা সমর্পণের দাবী জানায়, তবে ইমাম আল-আওযাজানদী (র)-এর মতে সে দাবী সহীহ্ হবে না। তাকে অবশ্যই ওয়ারিসদের সংখ্যা বলতে হবে। কেননা এটা সম্ভব যে, ওয়ারিসদের সংখ্যা বললে তার অংশ কমে যাবে।

২২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে দাবী করল যে, অমুক ব্যক্তির কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। সে তা পরিশোধ করার আগেই মারা গেছে। তার এক হাজার দিরহাম তোমার হাতে আছে। তো এ ব্যক্তি যদি সেই এক হাজার দ্বারা তার পাওনা পরিশোধের দাবী জানায়, তবে কাযী তার দাবীতে কর্ণপাত করবে না। আর দাবীতে যখন কর্ণপাত করবে না, তখন বিবাদী কাছ থেকেও কসম নেওয়া হবে না। বাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে তাও গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ এক খৃস্টান মারা গেল। তার স্ত্রী মুসলিম পরিচয়ে কাযীর আদালতে আসল এবং বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তার মৃত্যুর পর। কাজেই আমি তার উত্তরাধিকার পাব। কিন্তু মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিসগণ বলল, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ তার মৃত্যুর আগে। সুতরাং তুমি উত্তরাধিকার পাবে না। এ ক্ষেত্রে ওয়ারিসগণের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি মুসলিম ব্যক্তি মারা যায় এবং তার খৃস্টান পত্নী থাকে এবং সে তার মৃত্যুর পর মুসলিম পরিচয়ে এসে বলে, আমি তার মৃত্যুর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছি আর ওয়ারিসগণ বলে, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ তার মৃত্যুর পর। তবে এ ক্ষেত্রেও ওয়ারিসগণের কথা গ্রহণযোগ্য (আল-কাফী)।

২৪. মাসআলা ঃ বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী ফায়সালা দেওয়া হবে না। কেননা বাহ্যিক অবস্থা হক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণ হতে পারে না। অথচ স্ত্রী হক প্রতিষ্ঠাই করতে চাচ্ছে। পক্ষান্তরে ওয়ারিসগণ হচ্ছে প্রতিহতকারী। (তাদের কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই) স্ত্রীর নতুন ইসলাম গ্রহণও তাদের পক্ষ সমর্থন করে।

২৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল। অপর এক ব্যক্তির কাছে তার এক হাজার দিরহাম আমানত আছে। যার হাতে আমানত রাখা হয়েছিল সে যদি কারও সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দেয় যে, এই ব্যক্তি মৃতের পুত্র এবং সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই, তবে তার হাতে সে দিরহাম হস্তান্তর করা হবে। পক্ষান্তরে কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে যদি এই স্বীকারোক্তি দেয় যে, সে আমানতকারীর পক্ষ হতে দিরহাম কবজা করার উকীল কিংবা সে এগুলো তার কাছ থেকে ক্রয় করেছে। তবে তার হাতে তা সমর্পণের আদেশ করা হবে না। কেননা সে আমানতকারীর হক প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা স্বীকার করেছে, যেহেতু আমানতকারী জীবিত। কাজেই এ স্বীকারোক্তি অন্যের অর্থ-সম্পদের বিরুদ্ধে হয়ে গেল। অপর দিকে দেনাদার যদি কাউকে পাওনাদারের পক্ষ হতে পাওনা কবজার উকীল বলে স্বীকার করে, তবে তার হাতে তা সমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হবে। যেহেতু দেনা মিসলী দ্রব্য (যে বস্তুর হুবহু অনুরূপ দ্রব্য পাওয়া যায়) দ্বারা আদায় করা হয়, (আমাদের মত নয় যে, যেটা গ্রহণ করা হয়েছিল সেটাই আদায় করতে হবে।) সুতরাং দেনার ক্ষেত্রে এ স্বীকারোক্তি নিজের মাল সম্পর্কে স্বীকারোক্তিরই পর্যায়ভুক্ত।

যার কাছে আমানত রাখা হয়েছিল সে যদি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলে, এ লোক মৃতের পুত্র আর প্রথম ব্যক্তি বলে, আমি ছাড়া মৃতের আর কোন পুত্র নেই, তবে সে মাল প্রথম ব্যক্তিকেই দেওয়া হবে (আল-হিদায়া)।

২৬. মাসআলা ঃ আল-ফাওয়াইদুজ জাহীরিয়া এর আল-ওয়াদীআ অনুচ্ছেদে আছে, যার কাছে আমানত রাখা আছে, তাকে তা সমর্পণের নির্দেশ না দেওয়া সত্ত্বেও যদি তা সমর্পণ করে। তারপর সে তা ফেরত গ্রহণ করতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার আছে কি ? শায়খুল ইসলাম আলাউদ্দীন (র) বর্ণনা করেন যে, তার সে ইখতিয়ার নেই। আমার পিতা তার উসতায জাহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, এ মাসআলার ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। আল-ওয়াদীআ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সমর্পণের আদেশ না করা অবস্থায় সে যদি সমর্পণ না করে এবং তারপর তার হাতে মাল খোয়া যায়, তবে কি তাকে জরিমানা দিতে হবে। কেউ বলেন, জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু জরিমানা আবশ্যিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

পাওনাদার ও ওয়ারিসদের মধ্যে মীরাস বন্টন কর হলে সে ক্ষেত্রে জাহীরুদ্দীন (র)-এর মতে পাওনাদার ও ওয়ারিস কারও পক্ষ জামিন রাখা হবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও

কোনও কাযী সতর্কতামূলক পন্থাও অবলম্বন করেছেন (আন্-নিহায়া)। কিন্তু এটা জুলুম। এ হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত (আল-হিদায়া)

২৭. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র) বলেন, কাফীল (জামিন) গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ জামিন না রাখা পর্যন্ত তাদের হাতে সম্পত্তি অর্পণ করা হবে না।

এই যে বাদীর হাতে মাল সমর্পণের কথা বলা হল, এটা সেই ক্ষেত্রে সহীহ্, যখন বাদী এমন কোন ওয়ারিস হবে, যে অন্য কারও কারণে বঞ্চিত হয় না। অন্যের কারণে বঞ্চিত হয়ে থাকে এ জাতীয় ওয়ারিস হয়ে থাকলে মাসআলা অন্য রকম হবে। সাদরুশ-শাহীদ (র)-এর আদাবুল কাযী গ্রন্থে এ মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোনও লোক আদালতে উপস্থিত হয়ে যদি কারও দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, এ বাড়িটি ছিল তার পিতার, যার মৃত্যু বয়ে গেছে এবং তার জন্য এটি মীরাস-স্বরূপ রেখে গেছে এবং এ সম্পর্কে সে প্রমাণ ও পেশ করে, কিন্তু সাক্ষীগণ ওয়ারিসদের সংখ্যা উল্লেখ না করে এবং তাদেরকে তারা চিনতেও সক্ষম না হয়, বাকি এতটুকু বলে যে, মৃত ব্যক্তি ওয়ারিসদের জন্য এটি রেখে গেছে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং বাদীর হাতে কিছুই সমর্পণ করা হবে না যাবত না সে ওয়ারিসদের সংখ্যা কিছুই সমর্পণ করা হবে না। যাবত না সে ওয়ারিসদের সংখ্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে। কেননা সাক্ষিগণ সে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত এই এক ব্যক্তির অংশ নির্ধারিত হবে না। আর অংশ নির্ধারিত না পর্যন্ত রায় প্রদান সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি মাসআলা আছে। একটি তো এই বর্ণিত হল।

দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, সাক্ষিগণ যদি বলে, এই লোক মৃত ব্যক্তির পুত্র ও তার ওয়ারিস একে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিসকে আমরা জানি না, তবে কাযী এখনই সমুদয় সম্পত্তি তাকে প্রদান করবে।

তৃতীয় মাসআলা এই যে, সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই বাড়ির মালিক ছিল অমুক ব্যক্তি আর এই লোক তার পুত্র কিন্তু তা ওয়ারিসদের সংখ্যাও না বলে এবং একথাও না বলে যে, তার অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে কাযী তার বিবেচনা অনুযায়ী কিছু কাল অপেক্ষা করবে। এ সময়ের মধ্যে অন্য কোন ওয়ারিস উপস্থিত হলে সম্পত্তি তাদের মধ্যে ভাগ করবে আর যদি কেউ না আসে তবে সে বাড়ি তার হাতে অর্পণ করা হবে। এ ব্যাপারে কোন জামিন রাখা হবে কি ? ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জামিনের প্রয়োজন নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে জামিন রাখতে হবে।

কিছুকাল অপেক্ষা করার পর সমুদয় সম্পত্তি যে উপস্থিত ওয়ারিসকে দেওয়া হবে এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন সে ওয়ারিস যারা অন্যের দ্বারা বঞ্চিত না হয় (এবং তাদের অংশও পরিবর্তিত না হয়) তাদের শ্রেণীভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে তার অংশ যদি পরিবর্তিত হয়, যেমন স্বামী ও স্ত্রী, তবে কি তাকে কম অংশ দেওয়া হবে না পূর্ণ অংশ ? ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে পূর্ণ অংশ দেওয়া হবে। অর্থাৎ স্বামীকে সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং স্ত্রীকে এক-চতুর্থাংশ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কম অংশ দেওয়া হবে। আর এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত পরস্পরবিরোধী। আলোচ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাটি সেই অবস্থায়, যখন দেনা ও উত্তরাধিকার প্রমাণিত হয়, সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা। পক্ষান্তরে দেনা ও উত্তরাধিকার যদি স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই জামিন রাখা অপরিহার্য (আন-নিহায়া)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি কোনও ব্যক্তির দখলে বাড়ি থাকে এবং অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার পিতা মারা গেছেন এবং বাড়িটি তার জন্য ও তার অমুক ভাই, যে এখন দেশের বাইরে রয়েছে, তার জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছেন, তবে অর্ধেক বাড়ি উপস্থিত ওয়ারিসকে দেওয়া হবে এবং বাকি অর্ধেক বাড়ি সেই ব্যক্তির হাতে রেখে দেওয়া হবে, যার দখলে বাড়িটি আছে। এ ক্ষেত্রে তার পক্ষ হতে কোন জামিন রাখার প্রয়োজন নেই। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র) বলেন, যার হাতে বাড়িটি আছে, সে যদি অস্বীকারকারী হয়, তবে বাকি অর্ধেকও তার হাত থেকে উদ্ধার করা হবে এবং বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তির হাতে আমানত রাখা হবে। আর সে অস্বীকার না করে থাকলে তার হাতেই থাকবে।

দাবী যদি অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে হয়ে থাকে তবে এক বর্ণনা অনুযায়ী তাদের সকলের মতেই দখলদার ব্যক্তির পক্ষ হতে জামিন রাখতে হবে। কেননা সে ক্ষেত্রে হিফাজতের প্রশ্ন রয়েছে আর এরূপ ক্ষেত্রে ঝগড়া বিবাদের আশংকা যথেষ্ট। পক্ষান্তরে স্থাবর সম্পত্তি আপনা-আপনি সংরক্ষিত থাকে। এ কারণেই ওসী অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ইখতিয়ার রাখে, যদি তা অনুপস্থিত সাবালক ব্যক্তির হয়ে থাকে, কিন্তু সে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে না। এমনিভাবে মা, ভাই বা চাচার পক্ষ হতে কোন নাবালকের ওসী থাকলে তখনও একই বিধান অপর এক বর্ণনা অনযায়ী অস্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারেও মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত রক্ষণাবেক্ষণের পক্ষে বেশী সহায়ক।

অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসার পর তাকে আর নতুন করে প্রমাণ পেশ করতে হবে না। শায়খ ইমাম আলী আল-বাযদাবী (র) বলেন, এটাই বিশুদ্ধতর (আল-কিফায়া)।

২৯. মাসআলা ঃ পূর্বের ফায়সালার ভিত্তিতেই বাকি অর্ধেক তাকে সমর্পণ করা হবে। কেননা একজন ওয়ারিস অবশিষ্ট ওসীদের পক্ষ হতে বাদী সাব্যস্ত হবে, পাওনার ক্ষেত্রেও এবং দেনার ক্ষেত্রেও এমনিভাবে টাকা পয়সার ক্ষেত্রেও এবং বস্তু সামগ্রীর ক্ষেত্রেও। কেননা পক্ষে হোক বা বিপক্ষে মৌলিকভাবে রায় হয় মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আর সে ক্ষেত্রে যে কোনও একজন ওয়ারিস মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি হতে পারে। পক্ষান্তরে নিজের জন্য যে সম্পদ বুঝে নেওয়া হয়, তা যেহেতু নিজেরই পক্ষে করা হয়, তাই সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ওয়ারিস অনুপস্থিত ওয়ারিসের প্রতিনিধি হতে পারে না। এ কারণেই উপস্থিত ওয়ারিস বাড়িতে তার যতটুকু অংশ কেবল তাই কবজা করতে পারবে। এটা মৃত ব্যক্তির দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত হল তবে এক ওয়ারিসের কাছ থেকে সবটা দেনা উসুলের অধিকার কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে। যখন সবটা সম্পত্তি তার দখলে থাকে। আল জামিউস সাগীরে এরূপ বর্ণিত আছে (আল-হিদায়া)।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ কয়েদ করা

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে কাযীর কাছে উপস্থিত করে এবং সাক্ষ্য দ্বারা কিংবা স্বীকারোক্তি দ্বারা তার পাওনা সাব্যস্ত হয়, তবে বাদীর অনুরোধ ছাড়া কাযী তাকে কয়েদ করবে না। এটাই আমাদের মাযহাব। বাদী যদি তাকে কয়েদ করার অনুরোধ জানায়, তবে 'আল-আকযিয়া' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তখনও কাযী তাকে সঙ্গে সঙ্গে আটক করবে না, বরং তাকে বলবে, ওঠ এবং তাকে খুশী কর। যদি পুনরায় তাকে নিয়ে উপস্থিত হয়, তবে তখন তাকে আটক করবে।

স্বীকারোক্তি দ্বারা এবং সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পাওনার মাঝে 'আল-আকযিয়া' অধ্যায়ে কোন পার্থক্য করা হয় নি। আল-খাস্‌সাফ (র) এ মতই পোষণ করেন, কিন্তু আমাদের মাযহাব হচ্ছে যে, সাক্ষ্য-প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রথমবারই তাকে কয়েদ করা হবে আর স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে প্রথমবার কয়েদ করা হবে না।

'আল-ফাতাওয়া আল-আত্তাবিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, (স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে আটক করার জন্য) বিবাদীর টালবাহানা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে প্রথমবার যদি কয়েদ করা না হয়, তবে দ্বিতীয়বার কি কয়েদ করা হবে? কোনও কোনও বর্ণনায় আছে যে, দ্বিতীয়বার কয়েদ করা হবে আর কোনও বর্ণনায় আছে দ্বিতীয়বার নয়, বরং তাকে কয়েদ করা হবে তৃতীয়বার।

তারপর যখন বন্দী করার সময় আসবে, তখন কাযীর যদি জানা থাকে, লোকটি সচ্ছল, তবে তখন তাকে বন্দী করবে। আর যদি তার সচ্ছলতার কথা কাযীর জানা না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে তাকে কাযীর এ কথা জিজ্ঞেস করতে হবে না যে, তোমার কি অর্থ-সম্পদ আছে ? এটাই আমাদের আসবাব অর্থাৎ তিনও ইমামের যাহেরী মাযহাব।

বাদীকে বিবাদীর কাছে সচ্ছলতা থাকা না থাকার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে কিনা ? আমাদের তিনো ইমামের প্রসিদ্ধমত এটাই যে, তাকে তা জিজ্ঞেস করা হবে না, হাঁ বিবাদী যদি তা দাবী করে, তখন অবশ্য তাকে তা জিজ্ঞেস করা হবে (আত-তাতারখানিয়্যা)।

২. মাসআলা ঃ ঋণগ্রহীতা যদি কাযীর কাছে আবেদন জানায় যে, তিনি যেন ঋণদাতাকে জিজ্ঞেস করেন যে, ঋণগ্রহীতার সচ্ছলতা আছে কিনা, তবে সর্বসম্মতিক্রমে কাযী তাকে তা জিজ্ঞেস করবে। ঋণদাতা যদি অসচ্ছল বলে, তবে কাযী তাকে কয়েদ করবে না। কেননা, সে যদি তাকে কয়েদ করার পর তার অসচ্ছলতা স্বীকার করত, তখন তো তাকে মুক্তি দেওয়া হত, কাজেই কয়েদ করার আগে যখন তা স্বীকার করছে, তখন তো কয়েদ করার কথাই আসে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঋণদাতা যদি বলে, সে সচ্ছল এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম, অপরদিকে ঋণগ্রহীতা বলে, 'আমি অসচ্ছল', তবে সেক্ষেত্রে মতভেদ আছে।

কেউ বলেন, ঋণগ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আবার কেউ বলেন, তার ঋণ যদি কোনও মালের বিনিময়ে ওয়াজিব হয়ে থাকে, যেমন কর্জ, পণ্যের দাম ইত্যাদি, তবে যে ব্যক্তি সচ্ছলতা দাবী করছে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে এবং এরই উপর ফাতওয়া। কেননা, যে বস্তুর বদলে তার এই ঋণ তাদ্বারা তার এটা পরিশোধের ক্ষমতা অর্জিত ছিল। কাজেই এখন তার সে ক্ষমতা লোপ পাওয়ার ব্যাপারে তার কথা গৃহীত হবে না। পক্ষান্তরে সে পাওনা যদি কোন মালের বদলে সাব্যস্ত না হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্তের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেউ বলেন, যে পাওনা চুক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে সে ব্যাপারে ঋণগ্রস্তের অসচ্ছলতার দাবী হবে না, যদিও তা কোন মালের বিনিময়ে সাব্যস্ত না হয়ে থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ উপরে বলা হয়েছে যে, যে ঋণ কোনও মালের বিনিময়ে সাব্যস্ত হয়েছে, ফাতওয়া হচ্ছে যে, কেবল সেই ঋণের কারণেই কয়েদ করা যাবে। কাজেই ফাতওয়া হিসেবে গৃহীত মত অনুযায়ী মোহরানা ও কাফালার কারণে কয়েদ করা যাবে না। এটা 'হিদায়া' গ্রন্থের লেখকের অনুসরণে গ্রন্থকার যে মত অবলম্বন করেছেন তার পরিপন্থী। সে মত সম্পর্কে আত-তারসূসী (র) 'আনফাউল-ওয়াসাইল' গ্রন্থে বলেন যে, এমত অনুসারেই ফাতওয়া দেওয়া হয়।

দেখা যাচ্ছে যে, যে ঋণ কোনও চুক্তির কারণে সাব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু তা কোনও মালের বিনিময় নয়, সে ব্যাপারে ফাতওয়াও দুই রকম, তবে মুতূন (মূল গ্রন্থসমূহ) এ যা আছে বাস্তবে তারই অনুসরণ করা হবে। কেননা, মূলনীতি হচ্ছে যে, কোনও বিষয়ে 'মুতূন' ও 'ফাতওয়া' গ্রন্থের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে 'মুতূন'-এর উপরই নির্ভর করতে হবে। এ করণেই ভাষ্যগ্রন্থের বর্ণনাকে 'ফাতওয়া' গ্রন্থের বর্ণনার উপর প্রধান্য দেওয়া হয় না[১] (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-হাওয়ালা' অধ্যায়ে বলেন, পাওনা অনাদায়ের অপরাধে যে কাউকে কয়েদ করা যাবে, তা সে পাওনাদারের ভাই, চাচা, মামা, স্বামী বা স্ত্রী যাই হোক না কেন, এমনিভাবে সে নারী হোক বা পুরুষ, মুসলিম হোক বা যিম্মী হারাবী (অমুসলিম রাষ্ট্রের এমন অমুসলিম নাগরিক, যে মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত নয়) হোক বা মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হোক, সর্বাবস্থায় তাকে কয়েদ করা যাবে। এমনিভাবে সে সুস্থ, পঙ্গু, খোঁড়া, অবশ হাত, কাটা হাত, যাই হোক না কেন সকলের ক্ষেত্রে বিধান প্রযোজ্য, তবে পিতা বা মাতা হলে তাকে সন্তানের ঋণের কারণে কয়েদ করা হবে না। এমনিভাবে দাদা, দাদী এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষদেরকেও বন্দী করা বৈধ নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদেরকে বন্দী করা যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দাদা-দাদীর উপর নাতির ব্যয়ভার বহন করা আবশ্যিক হয়, সে ক্ষেত্রে নাতির

১. এ গ্রন্থের সকল সংস্করণেই আছে 'এ কারণেই ভাষ্যগ্রন্থের বর্ণনাকে....' এটা সুস্পষ্ট ভুল। সঠিক কথা হচ্ছে 'এমনিভাবে ভাষ্যগ্রন্থ এর বক্তব্যকে 'ফাতাওয়া' গ্রন্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

প্রাপ্য (খোরপোসের) কারণে তাদেরকে বন্দী করা যাবে। এমনিভাবে যার উপরই কারও খোরপোস বহন বাধ্যতামূলক, সে যদি তার খোরপোস দিতে অস্বীকার করে, তবে তাকে কয়েদ করা হবে, তা সে পিতা হোক বা মাতা, দাদা হোক বা দাদী কিংবা স্বামী। মুকাতাব (সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের শর্তে যাকে মুক্তিদান করার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এমন গোলাম) ও ব্যবসায়ী গোলামকে বন্দী করার ব্যাপারেও উপরিউক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। মুনীবের পাওনার কারণে গোলামকে বা গোলামের পাওনার কারণে মুনীবকে কয়েদ করা যাবে না, যদি সে ঋণগ্রস্ত না হয়, ঋণগ্রস্ত হলে সে কারণে তাকে কয়েদ করা যাবে (আয-যখীরা)।

৫. মাসআলা ঃ স্বাধীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কেউ কেউ তাকে কয়েদ করা বৈধ হওয়ার পক্ষেই রায় দিয়েছেন। তারা তাকে প্রাপ্ত বয়স্কের মত মনে করেন। কেউ বলেন, তার যদি ওসী থাকে, তবে তাকে শিক্ষা দানের লক্ষ্যে বন্দী করা চাই, যাতে ভবিষ্যতে কখনও এরূপ না করে এবং স্বীয় ওসীকে ঋণ পরিশোধের জন্য তাড়া দেয়। তার যদি পিতা বা ওসী না থাকে, তবে কাযী তার জন্য একজন ওসী নিযুক্ত করবে, যাতে, সে শিশুর সম্পত্তি থেকে এ পরিমাণ বিক্রি করে দেয়, যাদ্বারা শিশুর ঋণ শোধ করা যায়, তারপর পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করে দেয় (আল-মুলতাকাত)।

৬. মাসআলা ঃ মুকাতাব তার মুনীবকে কয়েদ করাতে পারে, তবে যে পাওনা কিতাবাত (মুক্তিদানের চুক্তি)-এর মাল জাতীয় হয়, তার কারণে কয়েদ করাতে পারবে না। মুনীব তার মুকাতাবকে কোনও রকম পাওনার কারণে বন্দী করাতে পারবে না, তা কিতাবাতের পাওনাই হোক, বা অন্য কোনও পাওনা। ইব্‌ন সামাআ (র)-এর বর্ণনায় আছে যে, কিতাবাতের মাল ছাড়া অন্যান্য পাওনার কারণে মুকাতাবকে বন্দী করাতে পারবে। তবে প্রথমোক্ত মতই সঠিক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ যিম্মীর পাওনার কারণে মুসলিম ব্যক্তিকে এবং মুসলিম ব্যক্তির পাওনার কারণে যিম্মীকে কয়েদ করা যাবে। মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম দেশের নাগরিকের ক্ষেত্রেও একই বিধান (আল-খুলাসা)।

৮. মাসআলা ঃ 'আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা' গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রথমোক্ত মতের উপরই ফাতওয়া।

সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলে 'হুদূদ' ও 'কিসাস'-এর ক্ষেত্রে আসামীকে ততদিন পর্যন্ত জেল-হিফাজতে রাখা হবে, যতদিন না সাক্ষীদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে তাকে বন্দী করা যাবে না। যদি একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কয়েদ করা যাবে, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার শাস্তি ও কিসাসের ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কয়েদ করা যাবে না (আত-তাতারখানিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ 'আল-আসল' গ্রন্থের 'কাফালা' অধ্যায়ে আছে 'দিয়্যত' ও 'আরশ' (অঙ্গচ্ছেদের অর্থদণ্ড)-এর ক্ষেত্রে আকিলা (ঘাতকের আত্মীয় ও প্রতিবেশিগণ)-কে কয়েদ করা যাবে না, বরং তাদের বেতনভাতা থেকে তা কেটে নেওয়া হবে। তারা যদি সরকারী বেতন

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভাতা গ্রহণকারী না হয় এবং দিয়্যত ও আরশ আদায় করতে না চায়, তবে তাদেরকে আটক করা হবে (আল-খুলাসা)।

১০. মাসআলা ঃ কিসাসের ক্ষেত্রে বাদী যদি আসামী থেকে কসম নেওয়ার দাবী জানায় এবং আসামী কসম করতে অসম্মতি জানায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাকে বন্দী করা হবে। 'কাসামা' (নিহতের অভিভাবকদের কাছ থেকে হত্যাকারী সম্পর্কে কসম নেওয়া)-এর কসমের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

সন্ত্রাসীদেরকে বন্দী করা হবে, যারা মুসলিমদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে এবং সমাজে অশান্তি বিস্তার করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তওবা করেছে বলে জানা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কারারুদ্ধ করে রাখা হবে। الدعار অর্থাৎ সন্ত্রাসী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মানুষের জান বা মাল কিংবা জান ও মাল উভয়ের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করে। তার দ্বারা মানুষের জান মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে, তওবার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে জেলে আটকে রাখা হবে।

নারীদের জন্য পৃথক কারাগার থাকা চাই, যাতে ফিতনার সম্ভাবনা না থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, নারীদেরকে নারী কারাগারে বন্দী করা হবে, কিন্তু তাদের প্রহরী হবে পুরুষ।

মুখতাসার খাহারযাদে' গ্রন্থে আছে, ঋণের কাফীল (জামিন)-কে যেমন কয়েদ করা যায়, তেমনি ব্যক্তির কাফীলকে কয়েদ করা যাবে কি ? খাহারযাদে (র) বলেন, হাঁ, তাকেও কয়েদ করা যাবে।

কেউ যদি কারও আদেশক্রমে তার মালের জামিন হয়, তারপর সে মালের দায়ে তাকে বন্দী করা হয়, তবে সেও মূল দেনাদারকে বন্দী করাতে পারবে, যেমন জামিনকে দেনা পরিশোধের তাগাদা দেওয়া হলে সেও আসল দেনাদারকে তাগাদা দিতে পারে, তার পিছু লাগা হলে, সেও দেনাদারের পিছু লাগতে পারে এবং তার কাছ থেকে দেনা উসুল করে নেওয়া হলে সেও তা দেনাদার থেকে উসুল করে নিতে পারে (আত-তাতারখানিয়্যা)।

১১. মাসআলা ঃ জামিন দেনা পরিশোধের আগে দেনাদার থেকে তা গ্রহণ করতে পারে না। এতদদ্বারা প্রমাণ হয় যে, পাওনাদার যদি মূল দেনাদার ও জামিনকে কয়েদ করাতে চায়, তবে সে অধিকার তার আছে। এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ ফাতওয়া দেওয়া হয়েছিল। এমনিভাবে জামিনের জামিনকেও কয়েদ করা যাবে, তাতে 'পরম্পরা' যতই বৃদ্ধি পাক (আল-খুলাসা)।

১২. মাসআলা ঃ দেনার কারণে কাউকে কয়েদ করা হলে এবং তারপর অন্য কেউ এসে তার কাছে পাওনা দাবী করলে কাযী আটর্ক ব্যক্তিকে জেল থেকে বের করে এনে দ্বিতীয় বাদীর সামনে উপস্থিত করবে। তারপর যদি বিশ্বস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার কাছে পাওনা সাব্যস্ত হয় অথবা সে নিজেই তা স্বীকার করে, তবে কাযী পুনরায় তাকে জেলে পাঠাবে এবং ফরমান লিখে দেবে যে, এ ব্যক্তিকে এই দ্বিতীয় বাদীর পাওনার দায়েও কারারুদ্ধ করা হল, যেমন

প্রথম বাদীর পাওনার দায়ে সে কারারুদ্ধ রয়েছে। তারপর সে একজনের পাওনা পরিশোধ করলে অপরজনের পাওনার দায়ে আটক থাকবে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে দুই ব্যক্তির 'কমবেশী পরিমাণে পাওনা'। এ ক্ষেত্রে যার পাওনা কম, সে তাকে কয়েদ করানোর অধিকার পাবে আর বেশী পাওনাওয়ালা তার অনুমতি ছাড়া তাকে ছাড়াতে পারবে না। উভয়ে একমত হয়ে তাকে কয়েদ করানোর পর এখন একজন যদি তাকে মুক্ত করাতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না (আল-বায্যাযিয়া)।

১৪. মাসআলা ঃ দেনা ইত্যাদির দায়ে কয়েদীকে পেটানো, হাতকড়া লাগানো, শেকল লাগানো, বেড়ি পরানো, হাতে টানা দেওয়া, বিবস্ত্র করা কিংবা রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত নয়। তবে কাযী যদি এই আশংকা বোধ করে যে, কয়েদী হাজত থেকে ফেরারি হয়ে যেতে পারে, তবে তাকে চোরদের কারাগারে স্থানান্তরিত করবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যদি আশংকা হয় যে, চোরদের সঙ্গে তার পূর্ব শত্রুতার কারণে তারা তার উপর হামলা চালাতে পারে, তবে সেখানে তাকে স্থানান্তরিত করবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা ঃ পাওনাদারের সামনে দেনাদারকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না (আল-খুলাসা)।

১৬. মাসআলা ঃ আসামী যদি হাজত থেকে বার বার পালায়, তবে কাযী তাকে কয়েক ঘা চাবুক মেরে শাস্তি দিতে পারে (আল-মুলতাকাত)।

১৭. মাসআলা ঃ কয়েদ করার সময় কাযী কয়েদীর নাম ও বংশ পরিচয় নিবন্ধন করে রাখবে। সেই সঙ্গে কী কারণে তাকে আটক করা হয়েছে, তার দেনার পরিমাণ কত, কত তারিখ তাকে কয়েদ করা হল এসব লিখে রাখবে। সুতরাং লিখবে অমুকের পুত্র অমুককে এত দিরহামের দায়ে অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক দিন কয়েদ করা হল (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-হাওয়ালা' ও 'আল-কাফালা' অধ্যায়ে কাউকে দেনার দায়ে দুই বা তিন মাস কয়েদ করে রাখার পর কাযী তার সম্পর্কে গোপনে খোঁজ নেবে। যদি ইচ্ছা করে কয়েদ করার সময়ও খোঁজ নিতে পারে (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ দেনার দায়ে কতকাল আটক রাখা যাবে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর মেয়াদ হবে দুই থেকে তিন মাস। তার থেকে এক মাসের কথাও বর্ণিত আছে, যা ইমাম তাহাবী (র) বর্ণনা করেছেন। আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই ইমাম তাহাবী (র)-এর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

২০. মাসআলা ঃ আমাদের কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, কাযী কয়েদীর অবস্থা লক্ষ্য করবে। যদি তার গায়ে গরীবী পোশাক-আশাক থাকে এবং তার পরিবার-পরিজনও থাকে, যারা কাযীর কাছে খাদ্য-কষ্ট ও অভাব-অনটনের অভিযোগ জানায়, সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষের কথার জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রেও তার আচার-আচরণ নমনীয় থাকে, তবে কাযী তাকে এক মাসের জন্য কয়েদ করবে। তারপর তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের

pdf By Syed Mostafa Sakib

জবাব দেওয়ার সময় তার আচরণ যদি রূঢ় হয় এবং তার উগ্রতা হয় প্রসিদ্ধ, সেই সঙ্গে তাকে দেখলে সচ্ছল বলে মনে হয়, তবে তাকে চার মাস থেকে ছয় মাসের জেল দেবে। তারপর তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে। আর যদি এর মাঝামাঝি অবস্থার হয়, তবে তাকে দুই থেকে তিন মাসের জেল দেবে। তারপর তার সম্পর্কে খোঁজ নেবে। শায়খ ইমাম জহীরুদ্দীন মারগীনানী (র) এরকমই ফাতওয়া দিতেন। তিনি তাঁর চাচা শামসুল আইম্মা আওযাজানদী (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের অনেকেই বলেন যে, এর কোন সুনির্দিষ্ট মেয়াদ নেই (আয-যাখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ সঠিক কথা হচ্ছে যে, এ বিষয়টা কাযীর বিবেচনার উপর ন্যস্ত। যদি ছয় মাস পার হওয়ার পরও দেখা যায় তার অবাধ্যতা ঘোচেনি, তবে তাকে কারাদণ্ড স্থায়ী করে দেবে। যদি এক মাস গত হওয়ার পর তার অক্ষমতা ও অসচ্ছলতা প্রমাণিত হয়, যেমন সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল যে, সে একজন অভাবগ্রস্ত লোক, তবে তাকে মুক্তিদান করবে।

কাযী যে কয়েদীর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে সে ক্ষেত্রে সে কয়েদীর প্রতিবেশী বা যার সাথে তার লেনদেন আছে, এরকম ওয়াকিফহাল লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করবে (জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

২২. মাসআলা ঃ প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং সে যেই বাজারে লেনদেন করে, সেই বাজারের লোকজনদের মধ্যেও যারা নির্ভরযোগ্য, কেবল তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করবে, ফাসিকদের কাছে নয়। তারা যদি বলে, আমরা তার কোন অর্থ-সম্পদ আছে বলে জানি না, তবে এতটুকু যথেষ্ট হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ শায়খ আল-ইমাম (র) তার ভাষ্য গ্রন্থে বলেন, অভিযুক্তকে কয়েদ করার পর তার সম্পর্কে যে কাযী খোঁজ-খবর নেবে, এটা কেবলই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, এটা ওয়াজিব নয়। কাযী তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার পর যদি তার অসচ্ছলতার পক্ষে প্রমাণ পেয়ে যায়, তবে তাকে খালাস দান করবে। এ ব্যাপারে 'সাক্ষ্য' শব্দের ব্যবহার আবশ্যকীয় নয়, বরং সে যে সচ্ছল নয় এই খবর দেওয়াই যথেষ্ট। নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তিও যদি এরূপ খবর দেয় তবে কাযী সেটাই গ্রহণ করবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। তবে এরূপ সংবাদদাতা দুজন হলে সেটাই উত্তম (জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

২৪. মাসআলা ঃ ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, উপরিউক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের মধ্যে মত বিরোধ না থাকে। পক্ষান্তরে যদি বিরোধ থাকে যেমন অভিযোগকারীর দাবী সে এখনও সচ্ছলই আছে, তবে এক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা অপরিহার্য। এরূপ ক্ষেত্রে যদি দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে অভাবী, তবে তাকে খালাস দেবে। বলা যাবে না যে, এই সাক্ষ্য নাস্তি সম্পর্কে হয়েছে। কেননা, সচ্ছলতার পর অসচ্ছল হয়ে গেলে তাদ্বারা একটা অবস্থার অস্তিত্ব লাভ হয়। সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সেই অস্তিত্বপ্রাপ্ত অবস্থা সম্পর্কে নাস্তি সম্পর্কে নয় (আয-যাখীরা)।

২৫. মাসআলা ঃ কয়েদ করার আগে নির্ভরযোগ্য একজন বা দুজন লোক যদি জানায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, তবে এ সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা

অনুযায়ী তা গৃহীত হবে, তাকে কয়েদ করা হবে না। আল-খাস্‌সাফ (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী সে সংবাদ গৃহীত হবে না, বরং তাকে আটকই করা হবে। আমাদের অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম এ মতেরই পক্ষে এবং এটাই সঠিক (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৬. মাসআলা ঃ 'আল-খানিয়্যা' গ্রন্থে আছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস দেওয়ার পর পাওনাদার কি পাওনা আদায়ের জন্য তার পেছনে লেগে থাকতে পারবে ? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। সঠিক মত এই যে, পারবে।

শামসুল আইম্মা হালাওয়ানী (র) বলেন, পিছু লাগার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতই সর্বোত্তম। তিনি বলেন, পাওনাদার তার উঠা-বসা ও চলাফেরাকালে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। কিন্তু ঘরের ভেতর যেতে, সকাল-বিকালের আহার করতে, ওযূ করতে ও পেশাব-পায়খানায় যেতে বাধা দিতে পারবে না।

'আল-ফাতাওয়া আল-আত্তাবিয়া' গ্রন্থে আছে, সে কখন ঘর থেকে বের হবে এই অপেক্ষায় তার বাড়ির দরজায় বসে থাকবে। তাকে কোনও এক জায়গায় বসিয়ে রাখার অধিকার তার নেই। কেননা, এটা তাকে আটক করার শামিল আর আটক করার ইখাতিয়ার তার নেই।

হিশাম (র) বলেন,. আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এভাবে পিছনে লেগে থাকলে তো সেটা তার পরিবারবর্গের জন্য সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে, যেমন সে ব্যক্তি হয়ত একজন ভিস্তিওয়ালা, যে পানি সরবরাহের মাধ্যমে রুযী-রোজগার করে (এরূপ ব্যক্তি পিছু ধরলে সেটা তার রোজগারকেই ব্যাহত করবে)। এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় কী? তিনি বললেন, আমি পাওনাদারকে বলব, সে যেন তার কোন গোলামকে আদেশ করে, যাতে দেনাদারকে অনুসরণ করে। আমি তাকে তার নিজের ও পরিবারবর্গের প্রাত্যহিক খাদ্য সংগ্রহে বাধা দেব না। সে যদি বাজারে কাজ-কারবার করে তবে সে ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, পাওনাদার চাইলে সে অসচ্ছল ব্যক্তিকে কয়েকদিনের জন্য ছেড়েও দিতে পারে। পরে আবার সমপরিমাণ দিন তার অনুসরণ করবে।

আমি (হিশাম) বললাম, সে যদি শ্রমিক হয়, যে নিজ হাতে কাজ করে ? তিনি বললেন, যদি সে কাজ এমন হয়, যা সে দেনাদারের সন্ধানে যেখানে বলবে সেখানে বসেও করা যায়, তবে সে তার অনুসরণ করবে এবং সেখানে বসে তা সম্পন্ন করবে। যদি এমন কাজ হয় যা খুঁজে খুঁজে করতে হয়, তবে সে তার খোঁজে বের হয়ে যাবে। এ অবস্থায় দেনাদারে পিছু নিতে গেলে যদি তার নিজের ও পরিবারবর্গের খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়, তবে দেনাদারকে বলব যেন সে কাউকে জামিন রাখে। তারপর পাওনাদার তাকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে জীবিকার সন্ধানে বের হয়ে পড়বে।

'আল-আকযিয়া' অধ্যায়ে আছে যে, দেনাদার যদি পানি সরবরাহ বা এ জাতীয় কোন কাজ করে, তবে পাওনাদার তাকে সে কাজে বাধা দিতে পারবে না, বরং সে নিজে তার পেছনে লেগে থাকবে অথবা তার প্রতিনিধি, কর্মচারী কিংবা গোলামকে তার পেছনে নিযুক্ত করবে। হাঁ পাওনাদার যদি দেনাদারের নিজের ও তার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে এবং তা নগদ দিয়ে দেয়, তখন অবশ্য তাকে তার কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে। কেননা, এ অবস্থায় আটকে রাখার ফলে তার কোন ক্ষতি হয় না।

'আল-আকযিয়া' অধ্যায়ে আরও আছে যে, পাওনাদার দেনাদারকে পেশাব-পায়খানা বা খাবারের জন্য গৃহে প্রবেশে বাধা দিতে পারবে না, তবে সে যদি তাকে খাবার দান করে বা পায়খানা সারার জন্য বাইরে কোথাও জায়গা করে দেয়, তবে তখন গৃহে প্রবেশে বাধা দিতে পারবে।

'আল-খানিয়া' গ্রন্থে আছে, দেনাদার যদি বলে, আমি তোমার গোলামের সঙ্গে বসতে পারব না, তোমার সঙ্গে বসব, তবে সে ইখতিয়ার তার আছে কি ? কেউ বলেন, তার সে অধিকার আছে, কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে যে, এরূপ নজরবন্দীর ক্ষেত্রে দেনাদারের কোনও ইখতিয়ার নেই, বরং ইখতিয়ার কেবলই পাওনাদারের। সে চাইলে নিজেও নজরদারি করতে পারে। চাইলে অন্যকে দিয়েও করাতে পারে।

'আয-যাখীরা' গ্রন্থে আছে, কাযী ইমাম আবূ আলী নাসাফী (র) বলেন, আমাদের মাযহাবে পাওনাদার মসজিদের ভেতর দেনাদারের পিছু নিতে পারবে না। কেননা, মসজিদ নির্মাণ করা হয় আল্লাহ্‌র যিকিরের উদ্দেশ্যে কারও পিছু নেয়ার জন্য নয়।

ফকীহ্ আবূ জা'ফর হিন্দাওয়ানী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, পাওনাদার রাতের বেলা দেনাদারের পিছু নিতে পারবে না। তবে হাঁ, সে ব্যক্তি যদি রাতের বেলাই রুযী-রোজগার করে তবে রাতে তার পিছু নিতে পারবে (আত-তাতারখানিয়্যা)।

২৭. মাসআলা ঃ আল-খাস্‌সাফ (র) বলেন, কেউ তার দেনাদারকে আটক করানোর পর যদি কোথাও চলে যায়, তারপর কাযী সে কয়েদী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারে যে, সে একজন অসচ্ছল লোক, তবে তার পক্ষ থেকে জামিন নিয়ে তাকে ছেড়ে দেবে। কেননা, অনেক সময় পাওনাদার কোথাও সরে গিয়ে আত্মগোপন করে এবং এভাবে তার কারাবাসকে দীর্ঘায়িত করার প্রয়াস পায়। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কাযী যদি দেনাদারের পিছু নেওয়ার আদেশ নাও দেয় এবং তাকে অভাবগ্রস্ত বলে রায় না দেয়, তবুও পাওনাদার তার পিছু নিতে পারে, যদি সে তার দেনার কথা স্বীকার করে থাকে। সে যদি বলে, আমাকে কয়েদ করাও এবং পাওনাদার তাকে কয়েদ না করিয়ে বরং তার পিছনে লেগে থেকে তার পাওনা উসুল করতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার আছে (আয-যাখীরা)।

২৯. মাসআলা ঃ পাওনাদার দেনাদারকে রোদে, বরফের উপর বা এমন কোন জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবে না, যেখানে দাঁড়ানো তার জন্য ক্ষতিকর (আল-খুলাসা)।

৩০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, দেনাদার নারী হলে তার পিছু নেওয়া যাবে কি ? তিনি বললেন, আমি তার পাওনাদারকে আদেশ করব, সে যেন কোন স্ত্রীলোককে তার পেছনে লাগিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করা হল, যদি তার পেছনে নিযুক্ত করার জন্য কোন স্ত্রীলোক পাওয়া না যায় ? তিনি বললেন, আমি তার পাওনাদারকে বলব, তুমি কোন

স্ত্রীলোককে তার সঙ্গে তার ঘরের ভেতর থাকার জন্য নিযুক্ত কর এবং তুমি তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাক। অথবা দেনাদার স্ত্রীলোকটি একাই তার বাড়িতে থাকবে এবং পাওনাদার দরজায় থাকবে। জিজ্ঞেস করা হল, স্ত্রীলোকটি যদি পালিয়ে কোথাও চলে যায় ? তিনি বললেন, তার এছাড়া কিছুই করার নেই।

ইব্‌ন রুস্তম (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, পুরুষ তার নারী দেনাদারকে এমন জায়গায় নজরবন্দী করবে। যেখানে কোন ফিতনার ভয় না থাকে, যেমন মসজিদ, বাজার বা এ রকম কোন স্থান। চাইলে পুরুষদের দ্বারাও নজরদারি করাতে পারে এবং স্ত্রীলোকদের দ্বারাও করাতে পারে, তবে রাতের বেলা এ নজরাদারী কেবল মেয়েদের দিয়েই করানো যাবে। মোদ্দাকথা স্ত্রীলোক-এর ক্ষেত্রে পিছু নেয়ার ব্যাপারটা এমন পন্থায় সম্পন্ন করতে হবে, যাতে তা সর্বতোভাবে ফিতনার আশংকা থেকে মুক্ত থাকে।

হিলাল (র) তার 'ওয়াক্‌ফ' গ্রন্থে লেখেন, কয়েদবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, লোকটি গরীব, তবে কাযী তৎক্ষণাৎ তাকে মুক্তি দেবে না, বরং তার আগে গোপনে তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখবে আসলেই সে গরীব কিনা। অবশ্য এটা অবশ্যকরণীয় নয়, বরং উত্তম। গোপন সংবাদ যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সাথে মিলে যায়, তবে সেক্ষেত্রেও অবিলম্বে তাকে মুক্তি দেবে না, বরং কয়েদীর কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করবে যে, সে সত্যই গরীব। শপথ গ্রহণের পর তাকে মুক্তি দেবে। আর গোপন সংবাদ যদি সাক্ষ্যের পরিপন্থী হয়, তবে নির্ভরযোগ্য গোপন সংবাদদাতাদের সংবাদই গ্রহণ করবে (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ ইমাম কাযীখান (র) 'আল-জামিউস সাগীর' গ্রন্থে বলেন, কয়েদ করার পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে কাযী যদি মনে করে তার সম্পর্কে গোপনে খোঁজ-খবর নেবে, তবে সে ইখতিয়ার তার আছে। কয়েদ করার পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে যদি তার দারিদ্রের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণযোগ্য (আত-তাতারখানিয়্যা)।

৩২. মাসআলা ঃ কয়েদী যদি তার দারিদ্রের পক্ষে প্রমাণ পেশ করে এবং পাওনাদার তার সচ্ছলতা সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করে তবে পাওনাদারের প্রমাণই গৃহীত হবে।

দারিদ্র সম্পর্কে সাক্ষ্য দানের পদ্ধতি কী হবে, সে সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) তার কোনও গ্রন্থে কিছু বলেন নি।

আল-খাস্‌সাফ (র) 'আল-ওয়াক্‌ফ' অধ্যায়ে দারিদ্র সম্পর্কে সাক্ষ্য দানের পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেবে যে, সে একজন গরীব। আমরা তার কোনও রকমের ধন-সম্পদ আছে বলে জানি না কিংবা কোনও মালামাল আছে বলেও অবগত নই। এ দ্বারাই তার দারিদ্র প্রমাণ হয়ে যাবে।

ফকীহ্ আবুল কাসিম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষীদেরকে বলতে হবে যে, সে একজন নিঃস্ব গরীব। তার পরিধানের বস্ত্র ও রাত্রি যাপনের বস্ত্রাদি ছাড়া তার কোনও মালামাল আছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলে আমরা জানি না, আমরা গোপনে ও প্রকাশ্যে সব রকমেই তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি। সাক্ষ্য দানের এ পদ্ধতিটিই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ক।

এভাবে তার দারিদ্র প্রমাণিত হওয়ার পর যতক্ষণ পর্যন্ত তার কোন ধন-সম্পদের প্রমাণ না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ কাযী তাকে কয়েদ করবে না।

যদি কারাবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তার দারিদ্র সম্পর্কে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাওনাদার অনুপস্থিত থাকে, তবে কাযী তার উপস্থিতির অপেক্ষা করবে না, বরং তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেবে। অবশ্য তার পক্ষ একজন কাফীল (জামিন) রেখে দেবে (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা ঃ কয়েদীর দারিদ্র প্রমাণিত হওয়ার পর কাযী তাকে দারিদ্র বলে রায় দেওয়ার আগেই যদি পাওনাদার তাকে মুক্ত করে দেয় এবং তারপর কয়েদী প্রমাণের ভিত্তিতে তার দারিদ্র সম্পর্কে রায় দেওয়ার জন্য কাযীকে অনুরোধ জানায়, তবে কাযী তার সে অনুরোধ রক্ষা করবে। এতে তার লাভ আছে। কেননা, এরপর পাওনাদার তাকে পুনরায় কয়েদ করাতে পারবে না এবং অন্য কোনও পাওনাদারেরও সে সুযোগ থাকবে না (আয-যাখীরা)।

৩৪. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির পাওনার কারণে আটক একজনের পাওনা আদায় করে মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ না অন্যজনের পাওনা পরিশোধ করে।

এ মাসআলাটি প্রমাণ করে যে, কয়েদী তার এক পাওনাদারের উপর অন্য পাওনাদারকে অগ্রাধিকার দিতে পারে। 'ফাতাওয়া আন-নাসাফী'-তে এটা স্পষ্টভাবে বলাও হয়েছে যে, এক ব্যক্তির কাছে তিনজনের এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে একজনের পাঁচশ, দ্বিতীয়জনের তিনশ এং তৃতীয়জনের দুইশ' দিরহাম। তারা তিনজন কাযীর দরবারে একত্র হয়ে তাদের পাওনার দায়ে তাকে আটক করাল। দেনাদার ব্যক্তির কাছে আছে মাত্র পাঁচশ' দিরহাম। এখন তাদের মধ্যে তা কিভাবে বণ্টন করা হবে ? নাসাফী (র) বলেন, দেনাদার ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে সে নিজের তার দেনা পরিশোধ করবে এবং সে ক্ষেত্রে তার এ ইখতিয়ার রয়েছে যে, চাইলে একজনের পাওনা অন্যদের আগে পরিশোধ করবে কিংবা একজনের চেয়ে অন্যজনকে বেশী দেবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে সে একান্তই নিজের অর্থ বণ্টন করছে, যার সাথে অন্যের কোনও হক সম্পৃক্ত হয় নি। কাজেই এ অর্থ সে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ীই ব্যবহার করতে পারে।

যদি দেনাদার ব্যক্তি অনুপস্থিত এবং দেনার অর্থ কাযীর কাছে বর্তমান থাকে, তবে পাওনাদারদের মধ্যে তাদের অংশ অনুপাতে তা বণ্টন করবে। এক্ষেত্রে তাদের একজনকে অন্যজনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার কোন ইখতিয়ার কাযীর নেই।

কোনও স্ত্রীলোক যদি তার মোহরানা বা অন্য কোন পাওনার দায়ে স্বামীকে আটক করায় তারপর স্বামী কাযীর কাছে অনুরোধ জানায় যে, সে তার স্ত্রীকেও তার সাথে আটক করুক, যাতে স্ত্রী কারাগারে তার সঙ্গে থাকে এবং কারাগারে সে রকম জায়গাও আছে, তবে কাযী তার কথা অনুযায়ী স্ত্রীকে কয়েদ করবে না। ইমাম আল-খাস্সাফ (র) 'আদাবুল কাযী' অধ্যায়ে 'মোহরানা দাবী' শীর্ষক অনুচ্ছেদে এরূপ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সমকালীন কোনও কোনও

কাযী বন্দী করার পক্ষেই রায় দিয়েছেন। যেহেতু যুগের পরিস্থিতি ভাল নয় এবং এভাবে স্ত্রীকেও স্বামীর সঙ্গে বন্দী করা হলে স্ত্রীর পদস্খলনের পদ রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর তাকে যদি বন্দী করা না হয়, তবে স্বামীর কারাবাসের সুযোগে সে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে (আয-যাখীরা)।

৩৫. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোনও লোক যদি মারা যায় এবং ওয়ারিস হিসেবে একজন সাবালক ও একজন নাবালেগ পুত্র রেখে যায় আর কারও কাছে মৃত ব্যক্তির পাওনা থাকে এবং তার সাবালক পুত্র পাওনার দায়ে দেনাদারকে কয়েদ করানোর পর আবার ছেড়ে দিতে চায়, তবে কাযী নাবালেগ পুত্রের পক্ষে কোন জামিন না রাখা পর্যন্ত মুক্তি দেবে না।

রমযান মাস এসে যাওয়ার অজুহাতে কয়েদী কারাগার থেকে মুক্তি পাবে না। এমনিভাবে ঈদুল-ফিতর, ঈদুল-আযহা, জুমুআ, ফরয সালাত কিংবা ফরয হজ্জের উদ্দেশ্যেও সে কারাগার থেকে বের হতে পারবে না। তার পরিবারের কোন সদস্যের জানাযায়ও সে শরীক হতে পারবে না এমনকি সে নিজের জন্য যদি কাউকে জামিন রাখে তবুও নয় (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ কোনও রুগীর সেবা-শুশ্রূষার উদ্দেশ্যেও তাকে বের হতে দেওয়া হবে না (আল-খুলাসা)।

৩৭. মাসআলা ঃ কয়েদীর পিতা বা পুত্র মারা গেলে তাদের গোসল ও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করার মত কোনও লোক যদি না থাকে, তবে কাযী বের হওয়ার সুযোগ দেবে। এটাই সঠিক মত। পক্ষান্তরে এসব কাজ সমাধা করার মত কোনও লোক থাকলে তাকে কারাগার থেকে বের করার যুক্তি নেই।

কেউ বলেন, কয়েদী হতে জামিন রেখে তাকে তার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও সন্তান-সন্ততির জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য কারাগার থেকে বের হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে। অন্য কারও জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য তাকে বের হতে দেওয়া হবে না এরই উপর ফাতওয়া (জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

৩৮. মাসআলা ঃ কেউ বলেন, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও সন্তানের ক্ষেত্রে বের হওয়ার সুযোগ দিলে দোষ নেই, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে বের হতে দেওয়া যাবে না, কিন্তু ফাতওয়া হচ্ছে এই যে, নিকটাত্মীয়দের জানাযায় জামিন রেখে বের হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে (আল-কুবরা)।

৩৯. মাসআলা ঃ শায়খ ইমাম আবূ বকর আল-ইসকাফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কয়েদী কারাগারের ভেতর উন্মাদ হয়ে গেলে সরকার তাকে কারাগার থেকে বের করবে না। আল-খাস্সাফ (র) 'আদাবুল কাযী' অধ্যায়ে বলেন, কয়েদী যদি কারাগারে এমন অসুস্থ হয় যদ্দরুন সে সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেখানে তার সেবা-যত্ন করার লোক আছে, তবে তাকে কারাগার থেকে বের করা হবে না। অসুস্থ কয়েদীকে চিকিৎসার জন্যও কারাগার থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বের করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। এমনকি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রুগী যদি সেখানে মারা যায় ? তিনি বললেন, মারা গেলেও (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ আন-নাতিফী (র)-এর 'ওয়াকিয়াত' গ্রন্থে আছে, কয়েদী যদি কারাগারের ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে যায়, আর সেখানে তার সেবা-যত্ন করার লোক না থাকে, তবে তাকে কারাগার থেকে বের করা হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তবে এটা সেই অবস্থায় যখন তার মৃত্যুর আশংকা প্রবল হয়ে ওঠে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে এরূপ অবস্থায়ও বের করা হবে না। কারাগারে মৃত্যু হওয়া না হওয়া সমান কথা। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া (আল-খুলাসা)।

৪১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কয়েদীকে লোম নাশক পাউডার সরবরাহ করা হবে, তাকে হাম্মামে যেতে দেওয়া হবে না। তার যদি সঙ্গমেচ্ছা দেখা দেয়, তবে তার স্ত্রী বা ক্রীতদাসীকে ভেতরে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া যাবে। সেখানে এমন কোনও স্থানে মিলিত হবে, যেখানে কারও নজর না পড়ে।

'আল-ফাতাওয়া আল-আত্তাবিয়া' গ্রন্থে আছে। নিভৃতে কোন স্থান না পেলে মিলন করবে না।

কারাগারের ভেতর আয়-উপার্জনের সুযোগ দেওয়া যাবে কি ? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, কারাগারের ভেতর কয়েদীকে উপার্জন করতে বাধা দেওয়া যাবে না। কেউ বলেন, বাধা দেওয়া হবে এবং এটাই বিশুদ্ধতর মত। ইমাম আল-খাস্‌সাফ (র)-ও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

'আল-কুবরা' গ্রন্থে আছে যে, কাযী ফাখরুদ্দীন (র) বলেন, বর্তমানকার ফাতওয়া হচ্ছে যে, তাকে উপার্জনে বাধা দেওয়া হবে না।

কয়েদীকে পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীরা তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাদেরকে ঢুকতে বাধা দেওয়া যাবে না, তবে সেখানে তাদেরকে দীর্ঘক্ষণ অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে না।

'আস-সুগনাকী' গ্রন্থে আছে, ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, কয়েদীকে শুষ্ক জায়গায় থাকতে দেওয়া হবে। তার জন্য বিছানা-বালিশের ব্যবস্থা করা হবে না এবং এমন কাউকে তার কাছে যেতে দেওয়া হবে না, যাদ্বারা তার মনোরঞ্জন হতে পারে। উদ্দেশ্য হচ্ছে তার অন্তরে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করা।

৪২. মাসআলা ঃ আটক দেনাদার যদি ঋণ পরিশোধ হতে বিরত থাকে, তখন দেখতে হবে তার অর্থ-সম্পদ আছে কিনা। যদি অর্থ-সম্পদ থাকে এবং সেটা দেনা জাতীয় হয়, যেমন তার দেনা হচ্ছে দিরহাম এবং তার কাছে দিরহামই আছে, তবে কাযী তার দিরহাম দ্বারা তার দেনা পরিশোধ করবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। পক্ষান্তরে তার সে সম্পদ যদি তার দেনার সমজাতীয় না হয়, যেমন তার দেনা হচ্ছে দিরহাম, কিন্তু তার কাছে আসে আসবাবপত্র বা স্থাবর সম্পত্তি কিংবা দীনার, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার দেনার দায়ে

আসবাবপত্র ও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না। দীনার বিক্রির ব্যাপারে কিয়াস ও ইসতিহসান দ্বারা দুই রকম সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে। বরং এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী কারাদণ্ড দেওয়া হবে যাবত না সে নিজে তার সম্পত্তি বিক্রি করত দেনা পরিশোধ না করে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কাযী তার দীনার ও আসবাবপত্র বিক্রি করে দেবে। এক্ষেত্রে তাদের থেকে এই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে বর্ণনা দুই রকম।

'আল-খানিয়া' গ্রন্থে আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং এটাই সঠিক। বিক্রির ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হবে যে, প্রথমে বিক্রি করা হবে দীনার, তারপর আসবাবপত্র তারপর অপরাপর মালামাল এবং সে বিক্রি মূল্য দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করা হবে (আত-তাতারখানিয়্যা)।

৪৩. মাসআলা ঃ 'আদ-দায়ন ওয়াল আয়ন' অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, দীনারের পাওনাদার যদি দেনাদারের দিরহাম হাতে পেয়ে যায় কিংবা এর বিপরীত অবস্থা হয়, তবে সে তা নিতে পারবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী কাযী তার দেনার বদলে তার মালামাল বিক্রি করে দেবে। তবে প্রথমে বিক্রি করবে দীনার যদি তার দেনা দিরহাম হয়। তারপরও যদি দেনা বাকি থাকে তবে প্রথমে তার আসবাবপত্র বিক্রি করবে স্থাবর সম্পত্তি নয়। তাতেও দেনা পরিশোধ শেষ না হলে সবশেষে তার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করবে। এরূপ প্রয়োজন না পড়লে তার স্থাবর সম্পত্তি কিছুতেই বিক্রি করা যাবে না। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত এক মত অনুযায়ী।

তাদের অপর মত অনুযায়ী কেউ কেউ বলেন, প্রথমে এমন আসবাবপত্র বিক্রি করা হবে, যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। তারপর নষ্ট হওয়ার আশংকা নেই এমন আসবাবপত্র বিক্রি করা হবে এবং সবশেষে বিক্রি করা স্থাবর সম্পত্তি।

দেনাদারের যদি (অতিরিক্ত মূল্যবান) পরিধেয় বস্ত্র থাকে, যার চেয়ে কম মূল্যের কাপড়েও সে চলতে পারে, তবে তার সেই বস্ত্র বিক্রি করে আংশিক মূল্য দ্বারা দেনা শোধ করা হবে এবং বাকি মূল্য দ্বারা তার জন্য পরিধানের কাপড় কেনা হবে।

এমনিভাবে তার যদি এমন বাসগৃহ থাকে। যার চেয়ে নিম্নমানের বাসগৃহ তার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে তার সেই ঘর বিক্রি করত তার আংশিক মূল্য দ্বারা পাওনাদারদের পাওনা মেটানো হবে এবং অবশিষ্ট মূল্য দ্বারা তার নিজের বাসগৃহ কেনা হবে।

এরই ভিত্তিতে আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, যে বস্তু তার নগদ প্রয়োজনীয় নয় তা বিক্রি করা হবে। সুতরাং গ্রীষ্মকালে কম্বল এবং শীতকালে গ্রীষ্মের বস্ত্র বিক্রি করে দেওয়া হবে।

দেনাদারের যদি লোহা বা তামার চুলা থাকে, তবে তা বিক্রি করে মাটির চুলা কেনা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেনাদারের মালামাল থেকে কী পরিমাণ রেখে বাদ বাকি সব বিক্রি করে দেওয়া হবে এ বিষয়ে মুহাম্মদ (র) তাঁর কোনও গ্রন্থে কিছুই বলেন নি।

উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) থেকে এ ব্যাপারে তিন রকম মত বর্ণিত আছে, এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বলেন, তার বস্ত্র, বাসগৃহ, খাদিম ও বাহন রেখে দেওয়া হবে। কেননা, এগুলো সবই তার সার্বক্ষণিক প্রয়োজন।

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর মতে তার বস্ত্র, বাসগৃহ ও খাদিম বাদ দেওয়া হবে। কোনও কোনও কাযী এই মত গ্রহণ করেছেন।

অপর এক বর্ণনা অনুসারে তার মতে তার যাবতীয় মালামাল বিক্রি করা হবে এবং তাকে ভাড়ায় খাটানো। সে যে পারিশ্রমিক পাবে তা তার পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

আমাদের ইমামগণের থেকে পাওয়া প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তার কোনও সম্পত্তি ভাড়া দেওয়া যাবে না, কেবল ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে ভাড়া দেওয়ার পক্ষে এক বর্ণনা আছে। তাদের মতে সে নিজে যদি শ্রম বিক্রি করে এবং পারিশ্রমিক বুঝে লয়। তবে তার ও তার পরিবারবর্গের সেই দিনের খাবার পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট পারিশ্রমিক পাওনাদারকে দেওয়া হবে।

কোনও কোনও কাযী বলেন, সে যদি উষ্ণ অঞ্চলের লোক হয়, তবে লুঙ্গি ছাড়া উপরের সমস্ত পোশাক বিক্রি করা হবে এবং শীত অঞ্চলের হলে শীত নিবারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই রেখে দেওয়া হবে। সুতরাং তার জোব্বা ও পাগড়ি বিক্রি করা যাবে না। এরূপ প্রয়োজনীয় বস্ত্র ছাড়া অন্যান্য বস্ত্র বিক্রি করা হবে।

কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, তার এক সেট কাপড় রেখে বাকি সব বিক্রি করা হবে। শামসুল আইম্মা হালাওয়ানী (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেন, দুই সেট রাখা হবে, যাতে এক সেট ধুয়ে অন্য সেট পরতে পারে। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) এ মতের পক্ষে।

হাসান (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কাযীর প্রতিনিধি দেনাদারের আসবাবপত্র তার দেনার দায়ে বিক্রি করত মূল্য কবজা করার পর যদি সে মূল্য হারিয়ে যায় এবং তারপর সে মালে অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয়, তবে ক্রেতা পাওনাদারের কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণ করবে এবং পাওনাদার ফেরত গ্রহণ করবে দেনাদারের কাছ থেকে। ক্রেতা সরাসরি দেনাদারের কাছ থেকে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না।

কয়েদী অন্য কারও কাছে দেনা থাকার স্বীকারোক্তি দিলে সে স্বীকারোক্তি বৈধ হবে, তবে তার আগে তার কাছে আল্লাহ্‌র নামে শপথ নেওয়া হবে যে, সে স্বীকারোক্তি গোপন পরামর্শের ভিত্তিতে দেয় নি। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত।

কয়েদী যদি মাল বিক্রির কথা স্বীকার করে, তবে ক্রেতার কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে এই মর্মে কসম নেওয়া হবে যে, সে বিশুদ্ধ পন্থায় সেটা তার কাছ থেকে কিনেছে এবং তাকে মূল্য পরিশোধ করেছে আর পেছনে কোন গোপন পরামর্শ ছিল না (আল-মুহীত)।

৪৪. মাসআলা ঃ দেনাদার স্ত্রীলোক হলে এই লক্ষ্যে তার বিয়ে সম্পন্ন করা যাবে না যে, তার মোহরানা দ্বারা দেনা পরিশোধ করা হবে (আল-মুলতাকাত)।

৪৫. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন অসচ্ছল ব্যক্তি যদি দেনাদার হয় আবার কোনও সচ্ছল ব্যক্তির কাছে তার পাওনা থাকে, তবে এ অবস্থায় সরকার সে অসচ্ছল ব্যক্তিকে বাধ্য করবে। সে যেন সচ্ছল ব্যক্তিকে তার পাওনা পরিশোধ করার জন্য তাগাদা দেয়। সে যদি তাকে তাগাদা দেয় এবং পরিশেষে তাকে আটক করাতে সক্ষম হয়, তবে তাকে আবার তার দেনার দায়ে আটক করা হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, অসচ্ছল ব্যক্তি যদি কারও কাছে পাওনাদার হয়, তবে কাযী তার দেনাদারকে আটক করে তার পাওনা উসুল করবে তারপর তা দিয়ে তার দেনা পরিশোধ করবে।

ইব্ন সামাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে র্বণনা করেন যে, দেনার দায়ে যাকে বন্দী করা হয়েছে, যদি জানা যায় এ শহরে তার কোন মাল নেই বটে, কিন্তু অন্য শহরে আছে, তবে পাওনাদারকে আদেশ করা হবে, সে যেন তাকে কারাগার থেকে বের করে এবং তার পক্ষ থেকে একজন জামিন রেখে তাকে সেই শহরে যেতে বলে এবং সেখানকার মাল বিক্রি করত তার দেনা পরিশোধ করে। পাওনাদার তাকে কারাগার থেকে বের করার পর যদি দেখা যায় সেই শহরে যায় নি, তবে তাকে আবার কয়েদ করবে (আয-যাখীরা)।

৪৬. মাসআলা ঃ কী পরিমাণ দেনার দায়ে কয়েদ করা যাবে এর জন্য কোন অংক নির্দিষ্ট নেই। সুতরাং এক দিরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণের জন্যও আটক করা যাবে। কেননা, যে ব্যক্তি কারও এক দিরহাম বা তার কমও যদি আটকে রাখে সে তার প্রতি জুলুমকারী সাব্যস্ত হল আল-মাবসূত-এর 'আল-কাফালা' ও 'আল-হাওয়ালা' অধ্যায়ে এরূপ বলা হয়েছে (আন-নিহায়া)।

৪৭. মাসআলা ঃ কাযীর সামনে দুই প্রতিপক্ষ যদি একে অন্যকে গালাগালি করে, তবে কাযী তাদেরকে কয়েদ করবে বা অন্য কোন শাস্তি দেবে, যাতে কাযীর সামনে কখনও এর পুনরাবৃত্তি না ঘটায়। অবশ্য ক্ষমা করলে সেটাই শ্রেয়। যদি কাযীর সামনে একজন এরূপ করে তবে অপরজনের দাবী ব্যতিরেকে তাকে শাস্তি দেবে না। অবশ্য তাকে এরূপ করতে বারণ করবে। এক ব্যক্তি মানুষকে গালাগাল করে। যদি সে এটা একবারই করে থাকে, তবে তাকে উপদেশ দেওয়া হবে। যদি বারবার করে তাকে পেটানো হবে এবং আটক করে রাখা হবে যাবত না সে এ খাসলত পরিত্যাগ করে (আল-বাযযাযিয়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে কাযীর ফায়সালা রদ হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রদ হয় না।

১. মাসআলা ঃ এ পরিচ্ছেদে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা অত্যাবশ্যক। (ক) কাযীর ফায়সালা যদি সঠিক কোন কারণের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে, তবে পরে সে কারণ বাতিল হলেও রায় বাতিল হয় না। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, দৃশ্যত একটা কারণ দেখা গেলেও প্রকৃত পক্ষে সে কারণের অস্তিত্ব ছিল না। তবে সে ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র) একই মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও পরবর্তী এই মত অবলম্বন করেছেন। তার প্রথম মত ছিল এ ক্ষেত্রে কাযীর রায় বাতিল হয়ে যাবে। এটাই ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত।

(খ) ক্রেতার কাছে যদি তার ক্রয়কৃত মালের ভেতর অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয়, তবে তার ও বিক্রেতার মধ্যকার বেচাকেনা সেই মালিকের অনুমোদনের উপর স্থাপিত থাকবে। মালিকানা প্রমাণিত হওয়ার কারণে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী সে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) তার যিয়াদাত গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি ক্রীতদাসী কিনল। তারপর সেটি কবজা না করতেই তৃতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তাতে নিজের মালিকানা দাবী করল এবং সেটা করল বিক্রেতা ও ক্রেতার উপস্থিতিতে। সে মতে কাযীও রায় দিল যে, বাঁদীটি তারই। তারপর ক্রেতা ও বিক্রেতা দাবী করল যে, হকদার ব্যক্তি বাঁদীটি এই বিক্রেতার কাছে বিক্রি করত: তার হাতে সমর্পণ করেছিল। তা তারা যদি এর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তা গৃহীত হবে। এভাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বাঁদীটি সম্পর্কে হকদার ব্যক্তির পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার উপস্থিতিকে শর্ত বলেছেন এবং তার মতে এটা অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং যদি বিক্রেতা উপস্থিত থাকে এবং ক্রেতা না থাকে কিংবা এর বিপরীত হয় তবে কাযী বাঁদীটি হকদারের বলে রায় দেবে না।

ক্রেতা ও বিক্রেতার দাবীর সপক্ষে যদি তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এবং বিক্রেতা পণ্য সমর্পণে ব্যর্থ হওয়ায় ক্রেতা তাদের মধ্যকার বেচাকেনা রহিত করার জন্য কাযীকে অনুরোধ জানায়, তবে কাযী তার সে অনুরোধ রক্ষা করবে।

কাযী যদি তাদের মধ্যে বেচাকেনা রহিত করে, তারপর বিক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ খুঁজে পায় এবং হকদারের বিরুদ্ধে সে তা পেশ করত এ কথা সাব্যস্ত করার প্রয়াস পায় যে, হকদারের কাছ থেকে সে বাঁদীটি কিনেছিল এবং কবজাও করেছিল আর তা করেছিল এই ক্রেতার কাছে বিক্রির পূর্বে, তবে কাযী বাঁদীটি বিক্রেতার বলে রায় দেবে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে সেটি গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) যে বলেছেন, তারপর বিক্রেতা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ খুঁজে পায় এবং হকদারের বিরুদ্ধে তা পেশ করে এর দ্বারা ইংগিত পাওয়া যায় যে, এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, তা হকদারের বিরুদ্ধে পেশ করতে হবে।

ক্রেতা যদি বিক্রেতার কাছ থেকে বাঁদীটি কবজা করে এবং তারপর কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তাতে নিজের হক সাব্যস্ত করে, তবে সেটি হকদারের বলেই রায় দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কেবল ক্রেতার উপস্থিতিই শর্ত বিক্রেতার উপস্থিতি জরুরী নয়। জাহিরী রিওয়াত অনুসারে ক্রেতা দাবী করলে কাযী তার ও বিক্রেতার মধ্যকার বিক্রি বাতিল করে দেবে। আর ক্রেতা তার প্রদত্ত মূল্য বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নেবে।

তারপর বিক্রেতা যদি হকদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী পেশ করতে পারে যে, সে বাঁদীটি বিক্রির আগেই হকদারের কাছ থেকে ক্রয় করত কবজা করেছিল, তবে কাযী বাঁদীটি বিক্রেতার বলে রায় দেবে। এর ফলে কাযীর পূর্বেকার রায় বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা বাঁদী গ্রহণের জন্য ক্রেতাকে বাধ্য করতে পারবে। এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও প্রথম দিকে এই মত পোষণ করতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে কাযী যে পূর্বে বিক্রি বাতিলের রায় দিয়েছিল, সে রায় অকার্যকর হয়ে যাবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর পরবতীতে এ মতই গ্রহণ করেন। সুতরাং বিক্রেতা সে বাঁদী গ্রহণের জন্য ক্রেতাকে বাধ্য করতে পারবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর মতানুযায়ী বিক্রেতা তো ক্রেতাকে সে বাদী গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে–যদিও সে গ্রহণ করতে না চায়, তা ক্রেতাও কি বিক্রেতাকে সে বাদী হস্তান্তরে বাধ্য করতে পারবে, যদিও সে দিতে চায়? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বিষয়টি এস্থলে আলোচনায় আনেননি। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, ক্রেতার সে ইখতিয়ার থাকার কথা নয়। এ অধ্যায়ে পরবর্তীতে এ দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

উপরিউক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে যখন কাযী উভয়ের মধ্যে বেচাকেনা রহিত করবে। পক্ষান্তরে কাযী যদি বেচাকেনা রহিত না করে বরং বাঁদীটি তৃতীয় হক প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একমত হয়ে চুক্তি রহিত করে ফেলে এবং তারপর বিক্রেতা হকদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী পেশ করে আর সে মতে কাযী রায় দিয়ে দেয় যে বাঁদীটি বিক্রেতারই তবে সে ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে সেটি গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে না। এ ব্যাপারে কোনও মতভেদ নেই।

বাঁদীটিতে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানা প্রমাণিত হওয়ার পর বিক্রেতা যদি কাযীর রায় বা বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া নিজেই বিক্রি রহিত করতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার নেই।

সুতরাং আমাদের মাযহাব হচ্ছে যে,এ ক্ষেত্রে বিক্রি রহিতকরণের জন্য কাযীর রায় বা উভয়ের সম্মতি অপরিহার্য।

তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানা হওয়ার পর বিক্রেতা যদি কাযীর কাছে বিক্রি রহিতকরণের অনুরোধ না জানায়, বরং বিক্রেতার কাছে সে তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত চায় এবং বিক্রেতা তা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফেরত দিয়েও দেয়, তারপর কিক্রেতা পূর্বের অনুরূপ হকদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী পেশ করে এবং তার কাছ থেকে বাঁদীটি হস্তগত করে তবে এ ক্ষেত্রেও সে ক্রেতাকে বাঁদীটি নিতে বাধ্য করতে পারবে না।

বিক্রেতা যদি মূল্য ফেরত না দেয়, ফলে ক্রেতা তার বিরুদ্ধে কাযীর কাছে নালিশ জানায় এবং কাযী তাদের মধ্যে বিক্রি রহিত করত বিক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিতে বলে, তবে এ ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে মূল্য গ্রহণ করুক বা নাই করুক এ অবস্থায় বিক্রেতা হকদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী পেশ করত: বাঁদীটি হস্তগত করলে সে ক্রেতাকে সেটি গ্রহণের জন্য বাধ্য করতে পারবে। এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও প্রথম দিকে এরূপই বলতেন।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে একশ' দীনারের বিনিময়ে একটি গোলাম কিনল এবং কবজাও করল তারপর সেটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিল। দ্বিতীয় ক্রেতাও গোলামটি কবজা করল। দ্বিতীয় ক্রেতার হাতে থাকা কালে কেউ তাতে স্বীয় স্বত্ব প্রমাণ করল। এখন দ্বিতীয় ক্রেতা যদি সেই স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষী হাযির করে যে, সে গোলাটি প্রথম বিক্রেতার কাছে এত দামে বিক্রি করত সমর্পণ করেছিল তারপর প্রথম বিক্রেতা সেটি বিক্রি করেছিল তার (দ্বিতীয় ক্রেতার) কাছে বিক্রয়কারীর নিকট এবং তার হাতে সমর্পণ করেছিল, তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী তার সাক্ষী গৃহীত হবে।

দ্বিতীয় ক্রেতা এ ব্যাপারে সাক্ষী পেশ করতে পারল না বরং তার কাছে যে বিক্রি করেছিল সেই প্রথম ক্রেতার বিরুদ্ধে মূল্য ফেরত চেয়ে মামলা করল এবং তাতে প্রথম ক্রেতার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হল। এ অবস্থায় যদি প্রথম ক্রেতা প্রমাণ পেশ করে যে, সে গোলামটি দ্বিতীয় ক্রেতার কাছে বিক্রি করার আগেই মালিকানার অধিকারী ব্যক্তি তাকে প্রথম ক্রেতার কাছে বিক্রি করত সমর্পণ করেছিল এবং এ প্রমাণের ভিত্তিতে সে স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে গোলামটি হস্তগত করে, তবে সে কি দ্বিতীয় ক্রেতাকে সেটি গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করতে পারবে ? ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে তা পারবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম মতও তাই কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দ্বিতীয় মত, প্রথম ক্রেতার সে ইখতিয়ার নেই।

প্রথম ক্রেতা যদি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ না পায় এবং কাযীর ফায়সালাক্রমে সে প্রথম বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেয়, তারপর প্রথম বিক্রেতা উপরিউক্ত পন্থায় স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করে এবং তার কাছ থেকে গোলামটি হস্তগত করতে সক্ষম হয়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুসারে যা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম মত সে প্রথম ক্রেতাকে সেটি গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে। প্রথম ক্রেতাও কি দ্বিতীয় ক্রেতাকে সেটি গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে? ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম দিকের মত অনুযায়ী সে তা পারবে না।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি গোলাম কিনে তার মূল্য পরিশোধ করল এবং সেটি কবজা করল। তারপর এক ব্যক্তি এসে তার মালিকানা দাবী করল এবং দলীল প্রমাণ দেখিয়ে সেটি ক্রেতার হাত থেকে নিয়ে গেল। কাযী রায় দিয়ে দিল যে,

গোলামটি সেই স্বত্বাধিকারীরই। তারপর ক্রেতা যদি প্রমাণ পেশ করে যে, স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বিক্রেতাকে সেটি বিক্রির আদেশ দিয়েছিল এবং সে তার আদেশক্রমেই গোলামটি বিক্রি করেছিল, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে।

ক্রেতা যদি প্রমাণ পেশ করতে না পেরে বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চায় এবং সে তা ফেরত পাবে বলে রায়ও দেওয়া হয়। তারপর যদি বিক্রেতা প্রমাণ পেশ করেছিল এবং সে বিক্রি করেছিল সেই আদেশ বলেই তবে এ ক্ষেত্রে পণ্যের অবস্থা লক্ষ্য করতে হবে। ক্রেতাকে সরবরাহ এ পণ্য যদি সেটাই হয়, যা সে স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। অথবা যদি সেটা রেখে দিয়ে তার অনুরূপ পণ্য সরবরাহ করে থাকে কিংবা সেটা তার হাতে খোয়া যায় এবং জরিমানা স্বরূপ তার অনুরূপ মাল পরিশোধ করে থাকে, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে না। যদি স্বত্বাধিকারীর পক্ষে বিক্রয়কারীর হাতে মূল্য খোয়া গিয়ে থাকে এবং সে তার জরিমানা স্বরূপ অনুরূপ মূল্য নিজের মাল থেকে ক্রেতাকে পরিশোধ করে থাকে, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে।

তার প্রমাণ গৃহীত হলে সে ক্রেতাকে যা দিয়েছিল তা তার কাছ থেকে ফেরত নেবে এবং স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে গোলামটি হস্তগত করে ক্রেতার হাতে সমর্পণ করবে। এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম মতও এরকমই।

ক্রেতা গোলামাটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিল। তারপর স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি সেই শেষের ক্রেতার কাছ থেকে সেটি নিয়ে গেল। শেষ ক্রেতা কাযীর ফায়সালাক্রমে প্রথম ক্রেতার কাছ থেকে তার মূল্য ফেরত নিল। এখন যদি প্রথম ক্রেতা প্রমাণ পেশ করে যে, স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বিক্রেতাকে গোলামটি বিক্রির আদেশ করেছিল, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে। সুতরাং সে স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে গোলামটি হস্তগত করবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, যা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথমদিকের মত, সে শেষ ক্রেতাকে সেটি গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে।

প্রথম ক্রেতা এ ব্যাপারে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেল না। ফলে সে কাযীর ফায়সালাক্রমে বা তার ফায়সালা ছাড়াই শেষ বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিলো। এখন যদি প্রথম বিক্রেতা প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি তাকে বিক্রির আদেশ করেছিল, তবে এটা প্রথম মাসআলায় বর্ণিত অবস্থাসমূহের মতই হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি কারও কাছে এক হাজার দিরহামের দেনা আছে। সে তার বদলে পাওনাদারের কাছে একটি বাঁদী বন্ধক রাখল। পাওনাদার সে বন্ধক গ্রহণ করল। তারপর বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি ছাড়াই বন্ধক দাতা বাঁদীটি এনে অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিল এবং তার হাতে সমর্পণও করল। এখন বন্ধক গ্রহীতা কি বিক্রি বাতিল করতে পারবে ? ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, সে বিক্রি বাতিল করতে পারবে। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, তার সে ইখতিয়ার নেই। ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে বিক্রি বাতিল করবে অথবা কখন বন্ধক দাতার ছাড়িয়ে আনার অপেক্ষা করবে। তখন সে তার কাছ থেকে তা হস্তগত করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্রেতা যদি বিক্রি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে মতে কাযী বিক্রি বাতিলের রায় দেয় এবং প্রদত্ত মূল্য ফেরত দেওয়ার জন্য। বিক্রেতাকে আদেশ দেয় তারপর বিক্রেতা বন্ধক গ্রহীতার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বাঁদীটি তার কাছ থেকে ফেরত নেয় তবে তখন সে ক্রেতাকে সেটি গ্রহণ বাধ্য করতে পারবে না।

বন্ধকদাতা দেনা পরিশোধ করে বাঁদীটি ফেরত আনল এবং উপরিউক্ত ক্রেতার কাছে তাকে বিক্রি করল। তারপর বন্ধক গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের কথা অস্বীকার করল। কাযীও রায় দিল যে, বন্ধক হিসেবে বাঁদীটি তারই প্রাপ্য। তারপর ক্রেতার অনুরোধে কাযী বিক্রি বাতিল ঘোষণা করল এবং ক্রেতার দেওয়া মূল্য তাকে ফেরত দিতে বলল, এখন যদি বিক্রেতা প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় যে, সে বিক্রির আগেই ঋণ পরিশোধ করে বাঁদীটি ফেরত এনেছিল এবং সে প্রমাণের ভিত্তিতে বাঁদীটি তার কাছ থেকে হস্তগত করে, তবে এখন কি সে ক্রেতাকে সেটি গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে ? ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে কোনও কোনও সংকলনের বর্ণনা অনুযায়ী মাসআলাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অর্থাৎ ক্রেতা বাঁদীটি কবজা করার আগেই যদি বন্ধক গ্রহীতা সেটি নিয়ে থাকে তবে এখন বিক্রেতা ক্রেতাকে সেটি গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে না। আর যদি ক্রেতা তার আগে কবজা করে থাকে তবে এখন ক্রেতাকে সেটি গছানোর ইখতিয়ার বিক্রেতার থাকবে। এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর প্রথম মত, যা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এরও প্রথম মত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার সে ইখতিয়ার থাকবে না। যা পরবর্তীতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও গ্রহণ করে নেন।

কোনও কোনও সংকলনে আছে যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম দিকের মত, বিক্রেতা সর্বাবস্থায়ই ক্রেতাকে সেটি গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে অবস্থাভেদে কোনও পার্থক্য হবে না। সর্বাবস্থায় এ ইখতিয়ার দান দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম দিকের মত অনুযায়ী ক্রেতার হাতে বাঁদীটি সমর্পিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই তার উপর বাঁদীটি চাপিয়ে দেওয়ার ইখতিয়ার ক্রেতার থাকবে এবং এটাই সঠিক–(আল-মুলতাকাত)।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা ও তার রায় প্রদানের আগে কোন কিছু ঘটা

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) আল-জামিউল সাগীর গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে, অপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল গোলামটি তার। আর দখলদার তার দাবী প্রত্যাখান করল। দাবীদার ব্যক্তি সাক্ষী আনতে গেল। এই অবসরে দখলদার গোলামটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করল এবং তাকে সমর্পণও করল। তারপর ক্রেতা গোলামটি বিক্রেতার হাতে গচ্ছিত রেখে কোথাও চলে গেল। তারপর দাবীদার ব্যক্তি এসে যার হাতে গোলামটি আছে, তাকে কাযীর আদালতে এই উদ্দেশ্যে নিয়ে গেল যে, তার সম্মুখে সে স্বীয় দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে।

মাসআলাটি কয়েক রকম হতে পারে যার হাতে গোলামাটি ছিল সে গোলামটি যে বিক্রি করে দিয়েছে কাযী তা জানে অথবা জানে না, কিন্তু দাবীদার ব্যক্তি তা স্বীকার করেছে। এ দুই অবস্থায় দখলদারের বিরুদ্ধে দাবীদার ব্যক্তির মামলা খারিজ হয়ে যাবে।

এমনিভাবে দখলদার যদি সে সম্পর্কে দাবীদারের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে তখনও একই বিধান হবে।

উপরিউক্ত অবস্থাসমূহের কোনওটিই যদি না হয়, বরং দখলিকার ব্যক্তি স্বীয় কার্য সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং বলে যে, গোলামটি এখন তার হাতে আমানত আছে এবং ক্রয়সূত্রে অমুক ব্যক্তি এর মালিক সে এটা কিনেছিল দাবীদারের দাবী উত্থাপনের পর তবে তার সে প্রমাণ গৃহীত হবে না। এবং তার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে যাবে না। যখন দাবীদারের মামলা খারিজ হল না এবং কাযী তার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দখলদারের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দিল, তখন যদি ক্রেতা এসে কিনেছিল তবে তার সে প্রমাণে কর্ণপাত করা হবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ দান-সাদাকার পর যদি কবজাও হয়ে থাকে তবে এ ক্ষেত্রে তা বিক্রির পর্যায়ভুক্ত (আল-কুবরা)।

৩. মাসআলা ঃ দাবীদারের পেশাকৃত সাক্ষ্য -প্রমাণের ভিত্তিতে রায় প্রদানের আগেই যদি ক্রেতা হাযির হয়ে যায় তবে দখলকার ব্যক্তি গোলাম তার হাতে সমর্পণ করবে এবং কাযী ক্রেতাকে দাবীদারের প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করবে। এ অবস্থায় দাবীদারকে পুনরায় সাক্ষ্য পেশের আদেশ করবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. মাসআলা ঃ কাযী যদি ক্রেতার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বলে যে, গোলামটি দাবীদারই পাবে, তবে তার ও দখলকারীর মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং ক্রেতা তার মূল্য ফেরত পাবে।

এমনিভাবে দখলদারের বিরুদ্ধে যদি একজন সাক্ষী দেয় এবং ইত্যবসরে ক্রেতা উপস্থিত হয়ে যায় এবং সে তার হাতে গোলাম সমর্পণ করে, তারপর দাবীদার ক্রেতার বিরদ্ধে দ্বিতীয় সাক্ষী পেশ করে, তবে তখনও গোলামটি তার প্রাপ্য বলেই রায় দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরাবৃত্তি করতে হবে না।

এমনিভাবে দখলদার ব্যক্তি যদি গোলামটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দেয়, কিন্তু তার হাতে সমর্পণ না করে, ইত্যবসরে দাবীদার এসে উপস্থিত হয় এবং দখলকার ব্যক্তি প্রমাণ পেশ করে যে, সে গোলামটি অমুকের কাছে বিক্রি করে ফেলেছে কিন্তু তার হাতে সমর্পণ করেনি, তবে এ ক্ষেত্রেও দখলকারের প্রমাণ গৃহীত হবে না এবং এ ক্ষেত্রেও মাসআলার উত্তর সেটাই হবে, যা বিক্রির পর হস্তান্তর এবং তারপর ক্রেতা কর্তৃক তার হাতে গচ্ছিত রাখা সম্পর্কে প্রমাণ পেশ এর ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছিল।

৫. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) আল-জামিউল সাগীর গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তির হাতে একটা গোলাম আছে, অপর এক ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করল যে, এ গোলামটি তার সে এই দখলদারের কাছ থেকে এক হাজারের বিনিময়ে একে কিনেছিল এবং মূল্যও পরিশোধ করেছে। অপরদিকে দখলদার প্রমাণ দেখাচ্ছে যে, এ গোলামটি অমুক ব্যক্তির এবং সে তার কাছে এটি গচ্ছিত রেখেছে। এক্ষেত্রে দখলদারের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে যাবে না বরং রায় দেওয়া হবে যে, গোলামটি দাবীদার ব্যক্তিরই।

কাযী দাবীদারের পক্ষে রায় দেওয়ার আগে আগে যদি সেই ব্যক্তি হাযির হয়ে যায়, দখলদার ব্যক্তি গোলামটি যার বলে স্বীকার করেছিল এবং সে দখলদারকে আদেশ করবে সে যেন গোলাম তার হাতে সমর্পণ করে। তারপর গোলামটি ক্রয়ের দারের বলে ফায়সালা দেবে। তাকে পুনরায় সেই ব্যক্তির সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশের আদেশ করবে না। যার অনুকূলে দখলদার স্বীকারোক্তি করেছিল দাবীদার ব্যক্তি যদি বলে, আমি তার সম্মুখে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব। তবে সে ইখতিয়ার তার আছে। এ অবস্থায় মামলার বিবাদী হবে সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ দখলিকার ব্যক্তি যার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল) খোদ দখলিকার ব্যক্তি নয়।

পক্ষান্তরে দাবীদার যদি বলত, আমি পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারবে না, তবে সে ক্ষেত্রে দখলদারই বিবাদী হত, সে যার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, সে নয়।

কাযী যদি গোলামের ব্যাপারে আগত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ও দাবীদারের পক্ষে এখনও রায় না দেয় এবং ইত্যবসরে সে ব্যক্তি এই মর্মে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় যে, সেটি আমার গোলাম, আমি তাকে দখলদারের হাতে গচ্ছিত রেখেছি অথবা সে গচ্ছিত রাখা সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তবে তার (মালিকানা সম্পর্কিত) প্রমাণ গৃহীত হবে এবং ক্রয়ের দাবীদারের প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে। তারপর ক্রয়ের দাবীদার যদি পুনরায় গোলামের মালিকের বিরুদ্ধে এই মর্মে সাক্ষ্য-

প্রমাণ হাযির করে যে, গোলামটির মালিক সেই ব্যক্তি যার দখলে সেটি ছিল এবং তার কাছ থেকে সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এটি ক্রয় করেছিল, তবে এটা দুই রকমের হতে পারে।

(ক) সে হয়ত গোলামের মালিকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করেছে কাযী কর্তৃক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে গোলামের মালিকের পক্ষে রায় দেওয়ার পর আর এ অবস্থায় তার প্রমাণ গৃহীত হবে না।

(খ) অথবা রায় দেওয়ার আগে। আর এ অবস্থায় ক্রয়ের দাবীদারের প্রমাণ গৃহীত হবে, যখন সে তা দখলিকার ব্যক্তি যার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল তার সামনে পেশ করবে।

বস্তুত এ স্থলে তিনটি মাসআলা আছে ঃ

এক. প্রথম মাসআলা উপরে যেমন বলা হয়েছে যে, ক্রয়ের দাবীদার দুজন সাক্ষী পেশ করল এবং তার পক্ষে রায় দেওয়ার আগে দখলদার ব্যক্তি তৃতীয় কারও সম্পর্কে স্বীকার করল যে, গোলামটি তার এবং সে ব্যক্তিও তা প্রত্যায়ন করল।

দুই. ক্রয়ের দাবীদার যখন দখলদারের নিকট থেকে ক্রয় করার পক্ষে একজন সাক্ষী পেশ করল অমনি দখলদার ব্যক্তি অনুপস্থিত এক ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করল যে, গোলামটি তার তারপর সেই অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হল এবং স্বীকারোক্তি সত্য বলে মেনে নিল। এক্ষেত্রে দখলদারকে আদেশ করা হবে যে, সে যার পক্ষে স্বীকার করেছে গোলামটি যেন তার হাতে সমর্পণ করে। তারপর ক্রয়ের দাবীদার যদি ক্রয় সম্পর্কে দ্বিতীয় সাক্ষী পেশ করে, তবে গোলামটি তার বলে রায় দেওয়া হবে এবং এ অবস্থায় কাযী তাকে তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ দখলিকার ব্যক্তি যার পক্ষে স্বীকার করেছিল, তার সামনে প্রথম সাক্ষীকে পুনরায় হাযির করতে বাধ্য করবে না। এ ক্ষেত্রে বিবাদী হতে দখলকার ব্যক্তি সে যার পক্ষে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, সে নয়।

তিন. তৃতীয় মাসআলা এই যে, ক্রয়ের দাবীদার দখলিকার এর সম্মুখে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার আগেই সেস্বীকার করল যে, এ গোলামটি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির, সে এটি আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। তারপর সেই ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তার কথা সমর্পণ করল এবং স্বীকারোক্তিদাতা গোলামটি তার হাতে সমর্পণ করল, তারপর ক্রয়ের দাবীদার স্বীকারোক্তিদাতার রিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করল এবং সে হিসেবে কাযী তার পক্ষে রায় দিল। এ ক্ষেত্রে যার পক্ষে স্বীকারোক্তি দেয়া হয়েছিল সেই বিবাদী হবে।

৬. মাসআলা ঃ আল-জামিউল সাগীরের আদ-দাআওয়া অধ্যায়ের শেষ দিকে আছে, এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে, অপর এক ব্যক্তি এসে বাড়িটির মালিকানা দাবী করল। কাযী তার কাছে প্রমাণ চাইলে তারা দুজন কাযীর সম্মুখ থেকে উঠে গেল এখন বিবাদী যদি বাড়িটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে তবে তার সে বিক্রি বৈধ হবে। সুতরাং এর পর যদি তারা দুজন কাযীর আদালতে উপস্থিত হয় এবং বাদী সাক্ষী নিয়ে আসে, এদিকে কাযী জানে যে বিবাদী বাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছে অথবা না জানলেও বাদী তা স্বীকার করেছে, তবে এ অবস্থায় তাদের মধ্যে কোন মামলা চলবে না–যদিও বাড়িটি এখনও বিবাদীর হাতেই থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনিভাবে বাদী যদি একজন সাক্ষী হাযির করে, তারপর তারা দুজন কাযীর সম্মুখে থেকে উঠে যার এবং বিবাদী বাড়িটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দেয়, তবে তার এ বিক্রিও বৈধ হবে। সুতরাং এরপর যদি তারা কাযীর নিকট উপস্থিত হয় এবং বাদী দ্বিতীয় সাক্ষী নিয়ে আসে, এদিকে কাযীর একথা জানা থাকে যে,বিবাদী বাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছে অথবা সে তার জানে না বটে, কিন্তু বাদী তা স্বীকার করেছে, তবে কাযী বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে না।

বাদী যদি দুজন সাক্ষীই উপস্থিত করে এবং উভয়ের বিশ্বস্ততা প্রত্যয়িত হয় কিন্তু কাযী তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেওয়ার আগেই তারা উঠে যায় এবং বিবাদী বাড়িটি বাদীর কাছে বিক্রি করে দেয়, তবে সে বিক্রি বৈধ হবে না। কাজেই এর পরে তারা দুজন যদি কাযীর নিকট উপস্থিত হয় তবে পূর্বেকার সেই সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দেবে, যদিও বাদী বিক্রির কথা স্বীকার করে বা কাযীর তা জানা থাকে। এভাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) একজন সাক্ষী ও দুজন সাক্ষীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

৭. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একজন সাক্ষী ও দুজন সাক্ষীর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি বরং উভয় অবস্থায় বিবাদীর বিক্রি ও তার সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল করে দিয়েছেন।

জাহিরী রিওয়ায়াতে দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করার কারণ এই যে, দুইজন সাক্ষী পেশ করার দ্বারা যদিও মালের মধ্যে বাঁদীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ বিদ্যামান থাকার কারণে মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আর দাবীকৃত বিষয় তথা মালের মধ্যে যখন বাদীর মালিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে অধিকার বিবাদীর বিক্রির বিশুদ্ধতাকে প্রতিহত করে, যাতে বাদীর অধিকার অক্ষুন্ন থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে বাদী বিক্রির কথা স্বীকার করলেত সেটা এক বাতিল বিক্রির স্বীকারোক্তি মাত্র। আর কাযীও এক বাতিল বিক্রি সম্পর্কেই জানে, যা বাদীর মামলা খারিজ করার কোন উপযুক্ত কারণ হতে পারে না।

পক্ষান্তরে সাক্ষী যদি একজন পেশ করা হয়, তবে তদ্বারা যেমন বাদীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তেমনি প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার কারণে মালিকানার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই এ অবস্থায় বিবাদী বাড়িটি বিক্রি করলে সেটা তার একান্ত নিজেরই মালিকানায় হস্তক্ষেপ। কাজেই সে বিক্রি বৈধ হবে। এক্ষেত্রে বাদী সে বিক্রির কথা স্বীকার করলে সেটা হতে এক বৈধ বিক্রির স্বীকারোক্তি এবং কাযীর তা জানা থাকলে সেটা এক বৈধ বিক্রি সম্পর্কেই জানা হবে যা বাদীর মামলা প্রতিহত করতে পারে।

৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক ব্যক্তির হাতে একটি গোলাম আছে। দুই ব্যক্তি তার মালিকানা দাবী করল এবং উভয়ে সাক্ষী পেশ করল যে, এটা তার এবং সে তা এই দখলদারের হাতে গচ্ছিত রেখেছে। কিন্তু দখলদার অস্বীকার করছে, অথবা চুপ করে আছে। কাযী সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন রায় দিল না। ইত্যবসরে দখলিকার ব্যক্তি দুই দাবীদারের বিশেষ একজনের পক্ষে স্বীকার করল যে, গোলামটি তার এবং সে আমার কাছে এটি গচ্ছিত রেখেছে। এ অবস্থায় কাযী দখলিকারের স্বীকৃত ব্যক্তির কাছে গোলামটি হস্তান্তর করবে। তারপর যখন সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যয়িত হবে তখন কাযী গোলামটি উভয়ের মধ্যে অর্ধাধি ভাগ করে দেবে। উচিত ছিল যে, দখলিকার

যার পক্ষে স্বীকারোক্তি দেয়নি কাযী সম্পূর্ণ গোলামটি তার বলে রায় দেবে। কেননা তার স্বীকৃত ব্যক্তি যখন স্বীকারোক্তি দাতার কথা তাসদীক করেছে এবং তার কাছ থেকে গোলামটি কবজা করেছে, তখন সে গোলামটির মালিক হয়ে গেছেন যেমন আইনগতভাবে তেমনি দখলের দিক থেকেও। এভাবে দখলিকারের স্বীকৃত ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সেই রকম প্রতিকার হয়ে গেল যেমন দখলিকার ব্যক্তি দখলহীন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয়। আর দখলহীন ব্যক্তিও দখলিকার উভয়ে যদি পূর্ণাঙ্গ মালিকানার সপক্ষে সাক্ষী পেশ করে, তবে দখলহীন ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেয়া হয় যে, পূর্ণ গোলামটি তারই। মাসআলাটি তুলনা করা হয়েছে এই অবস্থার সাথে যে, দাবীদার ব্যক্তিদ্বয় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করার আগে যদি দখলিকার ব্যক্তি তাদের কোন একজনের পক্ষে স্বীকারোক্তি দিত যে, গোলামটি তার এবং তারপর তারা প্রত্যেকে তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করত, তবে পূর্ণ গোলামটি সেই পেত। যার পক্ষে দখলিকার ব্যক্তি স্বীকারোক্তি দেয়নি। কারণ সেটাই যা উপরে বলা হল। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে তাই হবে।

নিম্নে এর জবাব দেওয়া যাচ্ছে এবং সে জবাব দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, প্রমাণ পতিষ্ঠার আগে ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য কেন।

সাক্ষীর বিশ্বস্ততা নিরূপণ দ্বারা যে সাক্ষ্য প্রমাণিক মর্যাদা পায় তা নয়। বরং এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সাক্ষ্য দ্বারা হক প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় সাক্ষ্যের বিশ্বস্ততা নিরূপিত হওয়ার সময় থেকে। কাজেই স্বীকারোক্তি যদি সাক্ষ্য কায়েম করার পরে হয়, এবং বিশ্বস্ততা প্রকাশ পায় আরও পরে, তবে বিশ্বস্ততা প্রকাশের সময় স্পষ্ট হবে যে, স্বীকারোক্তির পূর্বে যখন সাক্ষ্য কায়েম করা হয়েছিল তখনই হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে তখন এটাও পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, স্বীকারোক্তি মিথ্যা ছিল। কেননা সেটা এমন এক ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া হয়েছিল,যে মালের প্রকৃত মালিক নয়। আর যখন স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে গেল, তখন তার তাসদীকও বাতিল হযে যাবে, যেহেতু তসদীকের ভিত্তি স্বীকারোক্তি প্রদানের উপর। কাজেই স্বীকারোক্তি থাকা না থাকা বরাবর হয়ে গেল।

পক্ষান্তরে সাক্ষ্য কায়েমই যদি করা হয় স্বীকারোক্তির পর, তখন সাক্ষীর বিশ্বস্ততা প্রমাণ দ্বারা হক প্রতিষ্ঠা স্বীকারোক্তির পূর্বে হবে না এবং তখন স্বীকারোক্তিও বাতিল হয়ে যাবে না। আর যখন স্বীকারোক্তি বাতিল হল না, তখন স্বীকৃত ব্যক্তির দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং অপর ব্যক্তি হল দখল ছাড়া। সুতরাং যার দখল নেই তার প্রমাণই গৃহীত হবে।

যদি উভয় দাবীদার আপন আপন দাবীর পক্ষে একজন করে সাক্ষী পেশ করে, তারপর দখলকার ব্যক্তি তাদের বিশেষ একজন সম্পর্কে স্বীকার করে যে, গোলামটি তার, তবে গোলামটি তাকে দিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু এর ফলে তারা দুজন যে একজন করে সাক্ষী পেশ করেছিল তা বাতিল হয়ে যাবে না। তারপর যার পক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়নি, সে যদি দ্বিতীয় সাক্ষী পেশ করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, গোলামটি তার। তার পক্ষে রায় দেওয়ার আগেই যদি স্বীকৃত ব্যক্তি দ্বিতীয় সাক্ষী পেশ করতে পারে, তবে গোলামটি উভয়ের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ করা হবে। তবে দখলিকার ব্যক্তি যার পক্ষে স্বীকারোক্তি দেয়নি, সে যদি গোলামটি তাদের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ করার আগেই বলে ওঠে যে, আমি আমার পূর্বের সাক্ষীকে পুনরায় হাযির করব এবং আমার দ্বিতীয় সাক্ষীর সঙ্গে তাকে স্বীকৃত ব্যক্তির

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিরুদ্ধে পেশ করব, তখন পূর্ণ গোলামটি তার বলে রায় দেওয়া হবে। আর সে যদি বলে, আমার প্রথম সাক্ষী মারা গেছে বা কোথাও চলে গেছে, তবে তাকে বলা হবে, তুমি স্বীকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরেকজন সাক্ষী হাযির কর তাহলে পূর্ণ গোলামটি তোমার বলে রায় দেওয়া হবে। সে যদি আরেকজন সাক্ষী আনতে পারে, তবে তাকে পূর্বের সাক্ষীর সাথে মিলিয়ে রায় দেওয়া হবে যে, পূর্ণ গোলামটি তার কিন্তু স্বীকৃত ব্যক্তি যদি তার পূর্বের সাক্ষীর সাথে আরেকজন সাক্ষী পেশ করতে সক্ষম হয় অথবা সে নতুন দুজন সাক্ষী পেশ করে, তবে গোলামটি তারা দুজনেই পাবে।

এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর দুই ব্যক্তি তাতে স্বত্ব দাবী করল এবং তারা প্রত্যেকে এই মর্মে সাক্ষী প্রমাণ হাযির করল যে, গোলামটি তার এবং সে এই ব্যক্তির কাছে তাকে গচ্ছিত রেখেছে। এখন দখলিকার ব্যক্তি যদি তাদের দাবী প্রত্যাখান করে বা নীরব থাকে, তবে গোলামটি তাদের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ করা হবে। তারপর তাদের একজন যদি অপরজনের বিরুদ্ধে সেই সাক্ষী বা নতুন সাক্ষী পেশ করে যে, গোলামটি তার, তবে তা কোনও কাজে আসবে না এবং গোলামটি তার বলে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে না।

যদি তাদের একজনের সাক্ষীর বিশ্বস্ততা প্রত্যয়িত হয় এবং অপরজনের সাক্ষী প্রত্যয়িত না হয় কিংবা অপরজন আদৌ সাক্ষী পেশ না করে অথবা মাত্র একজন সাক্ষী পেশ করে, তবে যার সাক্ষী প্রত্যয়িত হয়েছে, গোলামটি তাকেই দেওয়া হবে। এরপর যদি অপরজন বিশ্বস্ত সাক্ষী হাযির করে, তবে তার পক্ষের রায় দেওয়া হবে। কেননা অপর ব্যক্তির পক্ষ হতে তার বিরুদ্ধে ফায়সালা হয়ে যায়নি। যেহেতু গোলামটির ভেতর তখন তার মালিকানা বা মালিকানার অধিকার কিছুই ছিল না। আর তা ছিল না এ কারণে যে, কারও প্রতিষ্ঠিত হক বাতিল করার জন্য যে প্রামাণিক দলীল দরকার তা তার ছিল না। তো গোলামের ভেতর যখন তার কোন হক প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তখন তা বাতিলের চিন্তা করা যায় কি করে ? বোঝা গেল, পূর্বে তার বিরুদ্ধে রায় হয়ে যায়নি। সুতরাং এখন তার দাবী ও প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে।

যদি তাদের একজন সাক্ষী পেশ করে, এবং তার বিশ্বস্ততা প্রত্যয়িত হওয়ার আগেই যার হাতে গোলামটি আছে সে স্বীকার করে যে, যে ব্যক্তি এখনও সাক্ষী হাযির করেনি গোলামটি তার এবং সে আমার কাছে এটি গচ্ছিত রেখেছে আর সে মতে কাযী গোলামটি তাকে দিয়ে দেয়, তারপর যে ব্যক্তি সাক্ষী পেশ করেছিল তার সাক্ষীর বিশ্বস্ততা প্রত্যয়িত হয় এবং দখলিকার কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে সে গোলামটি নিয়ে নেয়, তারপর স্বীকৃত ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষী হাযির করে যে, গোলামটি তার এবং সে তাকে দখলিকারের নিকট গচ্ছিত রেখেছিল, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং গোলামটি তার বলে ফায়সালা দেওয়া হবে।

দখলিকার ব্যক্তি গোলামটি যার বলে স্বীকার করেনি সে যদি বলে, আমি দখলিকারের স্বীকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার সাক্ষীদের পুনরায় হাযির করব, তবে কি তার সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে? এর উত্তর ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা মাসআলাটির দুইটি রূপ হতে পারে। যদি এটা স্বীকৃত ব্যক্তির পক্ষে তার প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেওয়ার পরে হয়ে থাকে, তবে অপর ব্যক্তির এখনকার প্রমাণ গৃহীত হবে না। আর যদি তার প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেওয়ার আগে হয়, তবে অপর ব্যক্তির এখনকার প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

উনত্রিশতম পরিচ্ছেদ ঃ মামলার আরজি, সাক্ষ্য ও কাযীর রায় ইত্যাদি শ্রবণার্থে যাদের উপস্থিতি শর্ত

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোনও গোলাম তার ক্রেতার হাতে থাকাকালে কেউ তাতে মালিকানা দাবী করল। কিন্তু মালিকানার সূত্র উল্লেখ করল না তবে কাযী তার পক্ষে রায় দিল। ক্রেতা গোলামটিকে তার দখলে রাখতে পারল না। ফলে সে তার বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত চাইল। এ অবস্থায় বিক্রেতা যদি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ গোলামটি আমার মালিকানায় আমার ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে এবং দাবীদারের পক্ষে কাযীর রায় ভুল ছিল। সুতরাং আমার কাছ থেকে মূল্য ফেরত চাওয়ার কোন অধিকার তোমার নেই। তবে তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে- যদি সে তা দাবীদার ব্যক্তির উপস্থিতিতে পেশ করে (আল-মুলতাকাত)।

২. মাসআলা ঃ এমনিভাবে বিক্রেতা যদি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে যে, এ গোলাম আমার কাছে যে ব্যক্তি বিক্রি করেছে তার মালিকানায় তার ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে, তবুও তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে-যদি তা দাবীদারের উপস্থিতিতে পেশ করে।

প্রশ্ন হতে পারে, পূর্বে তো বলা হয়েছে, দখলদারের বিপরীতে কারও পক্ষে যদি সাধারণ মালিকানা অর্থাৎ এমন মালিকানার রায় দেওয়া হয়, যে মালিকানার সূত্র অনুল্লেখ থাকে, তবে সে রায় তার বিরুদ্ধেও কার্যকর হয়, যার পক্ষ হতে দখলিকার ব্যক্তি মালিকানা লাভ করেছিল। কাজেই এ দুই মাসআলায় বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয় কী করে, যখন ক্রেতার বিরুদ্ধে রায় হয়ে যাওয়ার দ্বারা তার বিরুদ্ধেও রায় হয়ে গেছে ?

উত্তরে বলা হবে, হাঁ, বিক্রেতার বিরুদ্ধেও রায় হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সেটা ছিল সাধারণ মালিকানা সম্পর্কে, জন্ম সূত্রে নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং জন্ম সূত্রে মালিকানা সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করছে। কোনও বিষয়ে রায় হয়ে গেলে সে বিষয়ে যে পরবর্তীতে প্রমাণ গৃহীত হয় না। সেটা সেই বিশেষ দিক সংক্রান্ত প্রমাণ যেই দিকের বিবেচনায় রায় সম্পাদিত হয়, প্রমাণ যদি অন্য দিক সংক্রান্ত হয়, তাও যে গৃহীত হবে না। এমন কোনও কথা নেই। এ জন্যই তো দেখা যায়, কেউ যদি কারও দখলে থাকা পশুতে সূত্র উল্লেখ ছাড়া মালিকানা দাবী করে, অপর দিকে দখলদারের দাবী এই যে, এটি তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, কিন্তু সে যে সম্পর্কে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাতে না পারায় কাযী সেটি দাবীদারের পশু বলে রায় দিয়ে দেয়, তারপর দখলদার সে জন্ম সম্পর্কে সাক্ষী পেয়ে যায় এবং তা পেশ করে, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং রায় দেওয়া হয় যে, পশুটি তার, যদিও ইতোপূর্বে তার বিরুদ্ধে রায় হয়ে গিয়েছিল। কেননা তার বিরুদ্ধে যে রায় হয়েছিল সেটা সাধারণ মালিকানা সম্পর্কে, জন্ম সূত্রে মালিকানা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পর্কে নয় আর এ কারণেই জন্ম সম্পর্কে পেশকৃত তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) আস-সিয়ারুল কাবীর গ্রন্থে এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

বিক্রেতার প্রমাণ গৃহীত হওয়ার জন্য ইমাম মুহাম্মাদ (র) শর্তারোপ করেছেন যে, তা দাবীদার ব্যক্তির উপস্থিতি পেশ করতে হবে। কিন্তু কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, দাবীদার ব্যক্তির উপস্থিতিতে শর্ত হতে পারে না। শায়খ ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) ফারগানায় এরূপই ফায়সালা দিয়েছেন। আবার কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, দাবীদারের উপস্থিতি শর্ত হওয়া উচিত। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ (র) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আয-যাখীরা-গ্রন্থে আছে, বলা হয় যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত ও আবূ ইউসুফ (র)-এর পরবর্তীকালীন মত অনুযায়ী দাবীদার ব্যক্তির উপস্থিতি শর্ত হওয়া চাই এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী যা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম মত, দাবীদারের উপস্থিতি শর্ত নয়। এমতই বেশী যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য।

ইজারা দেওয়া মালে কেউ মালিকানা দাবী করলে, সে ক্ষেত্রে ইজারাদাতা ও ইজারা গ্রহীতা উভয়ের উপস্থিতি শর্ত। কেননা ইজারাদাতা মালের মালিক আর সেটি দখলে রয়েছে ইজারা গ্রহীতার।

এমনিভাবে বন্ধকী মালে দাবী উত্থাপিত হলে তাতে বন্ধকদাতাও বন্ধক গ্রহীতার উপস্থিতি শর্ত। যেহেতু সে মালের মালিকানা বন্ধকদাতার এবং দখল বন্ধক গ্রহীতার।

শাফী (অগ্র-ক্রয়ের হকদার) যদি শুফআ (অগ্র-ক্রয়ের অধিকার)-এর ভিত্তিতে সম্পত্তি গ্রহণ করতে চায় এবং সেটা ক্রেতার কবজার আগে হয়, তবে শুফআর ফায়সালা দানের জন্য বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের উপস্থিতি শর্ত।

কেউ যদি কোনও জিনিস ধার নেয় এবং অপর কেউ তাতে মালিকানা দাবী করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য ধারদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপস্থিত থাকা শর্ত।

কেউ যদি কোনও জিনিস ধার নেয় এবং আর কেউ তাতে মালিকানা দাবী করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তার পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য ধারদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপস্থিত থাকা শর্ত।

বর্গা চাষের জমিতে কেউ মালিকানা দাবী করলে, সে ক্ষেত্রে বর্গাচাষীদের উপস্থিতি শর্ত কিনা এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। কেউ বলেন, শর্ত কেউ বলেন শর্ত নয়। আবার কেউ বলেন, বীজ যদি চাষীদের হলে তাদের উপস্থিতি শর্ত আর জমির মালিকের হলে তাদের উপস্থিতি শর্ত নয়।

কেউ যদি কোন নারী সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার বিবাহিতা স্ত্রী, অথচ সে নারীর প্রকাশ্য এক স্বামী আছে, তবে তার দাবী ও প্রমাণ শ্রবণের জন্য প্রকাশ্য স্বামীর উপস্থিতি শর্ত।

কেউ যদি অস্থাবর সম্পত্তি রেখে মারা যায়। অন্য দিকে তার সে সম্পত্তির সমমূল্য পরিমাণ দেনা থাকে, আর তার কোন ওয়ারিস বা ওসী নিযুক্ত করবে। ওসী নিয়োগের জন্য সম্পত্তি উপস্থিত করা শর্ত নয়, কিন্তু তার যে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি এটা প্রমাণের জন্য কি তা উপস্থিত করা শর্ত এবং কেউ বলেন, শর্ত নয়।

দেনার দায়ে বন্দী ব্যক্তির দারিদ্র সম্পর্কে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তা শোনার জন্য পাওনাদারের উপস্থিতি শর্ত নয়। হাঁ, পাওনাদার বা তার প্রতিনিধি যদি সেখানে উপস্থিত থাকে, তবে কাযী তার উপস্থিতিতে কয়েদীকে মুক্তি দান করবে। পক্ষান্তরে তাদের কেউ উপস্থিত না থাকলে কাযী তাকে জামিনের বিনিময়ে মুক্তি দেবে।

যে শিশুর উপর আর্থিক লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, তার কাছে যদি কেউ পাওনা দাবী করে আর সে শিশুর ওসী থাকে, তবে শিশুর উপস্থিতি শর্ত নয়, শায়খুল ইসলাম (র) আল-কিসমা অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় এরূপ লিখেছেন। সে পাওনা কোন অনির্দিষ্ট বিষয় হোক বা হোক নির্দিষ্ট বস্তু এই ওসীর সরাসরি লেনদেনের কারণে হোক কিংবা তার লেনদেনের কারণে না হোক শায়খুল ইসলাম (র)-এর মধ্যে কোনও রকম পার্থক্য করেননি। আন-নাতিফী (র) তার আজনাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, দেনা যদি এই ওসীর লেনদেন হয় তবে শিশুকে উপস্থিত করা শর্ত হবে না।

আল-খাস্সাফ (র)-এর আদাবুল কাযীতে আছে, যে শিশুর লেনদেন করা নিষেধ তার কাছে যদি কেউ কিছু পাওনা দাবী করে, কিন্তু দাবীর সপক্ষে তার কোন প্রমাণ না থাকে, তবে শিশুকে আদালতে হাযির করার অধিকার তার থাকবে না। পক্ষান্তরে বাদীর যদি প্রমাণ থাকে এবং তার দাবী হয় যে, শিশুটি তার মাল নষ্ট করেছে, তবে শিশুকে হাযির করার ইখতিয়ার তার থাকবে। অবশ্য শিশুর সঙ্গে তার পিতাও হাযির হবে, যাতে শিশু কোনও কিছু পরিশোধের আদেশ দেওয়া হলে তার পক্ষ হতে তার পিতা তা পরিশোধ করে।

আল-আকযিয়া-অধ্যায়ে আছে দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে শিশুকে হাযির করা শর্ত। আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে পরবর্তীকালীন কেউ কেউ শিশুকে হাযির করার শর্তারোপ করেছেন। তা সে বাদী হোক বা বিবাদী । আবার কেউ এ শর্ত প্রত্যাখ্যানও করেছেন।

শিশুর যদি কোন ওসী না থাকে এবং বাদী তার কোন ওসী নিয়োগ করে দেওয়ার জন্য কাযীকে অনুরোধ জানায়, তবে কাযী তার অনুরোধ রক্ষা করবে। ওসী নিয়োগের সময় শিশুকে হাযির করা শর্ত এ কারণেই যে, তখন যেন তার প্রতি ইশারা করা যায়।

আমাদের সমকালীন কোনও কোনও ফকীহ্ এ শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা বলেন, যদি দোলনার শিশু হয় তবে বিচার সভায় দোলনা উপস্থিত করা শর্ত। কিন্তু প্রথমোক্ত মতই অধিকতর বিশুদ্ধ এবং ফিকহী মূলনীতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ কোন পীড়িত ব্যক্তি বা পর্দানশীন নারীর বিরুদ্ধে দাবী পেশ করা হলে আদালতে তাদেরকে উপস্থিত করা শর্ত নয় (আয-যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. মাসআলা ঃ মুনীবের পক্ষ হতে ব্যবসায়ের অনুমতি প্রাপ্ত সাবালক গোলাম যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তার পাওনাদারগণ তাকে বিক্রি করে দেয়ার জন্য কাযীর কাছে অনুরোধ জানায়, তবে কাযী মুনীবের উপস্থিতি ছাড়া তাকে বিক্রি করবে না। ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত সাবালক গোলাম সম্পর্কে দুজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে কারও মাল জবর দখল করেছে বা কারও আমানত নষ্ট করেছে বা তা অস্বীকার করেছে কিংবা তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে এসব বিষয় স্বীকার করেছে অথবা তারা তার সম্পর্কে কোনও কিছু ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, এবং গোলাম তা অস্বীকার করে আর তার মুনীব দেশে অনুপস্থিত থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এক্ষেত্রে মুনীবের উপস্থিতি শর্ত নয়।

ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের স্থলে যদি ব্যবসায়ের নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলাম হত এবং দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিত যে, সে কারও মাল নষ্ট করেছে বা জবর দখল করেছে এবং গোলাম তা অস্বীকার করত, তবে মুনীবের উপস্থিতি ছাড়া তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হত না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ মাসআলায় বলেন যে, এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এর অর্থ এ সাক্ষ্য মুনীবের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না। সুতরাং তাকে সে গোলাম বিক্রির আদেশ দেওয়া যাবে না। গোলামের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই কার্যকর হবে এবং কাযী তার বিরুদ্ধে ফায়সালা দেবে। কাজেই তাকে যখন আযাদ করা হবে তখন এ ব্যাপারে তাকে পাকড়াও করা হবে। শায়খুল ইসলাম (র) আল-মাযুন এর ব্যাখ্যায় এরূপ বলেছেন।

মুনীব যদি গোলামের সঙ্গে উপস্থিত থাকত এবং দাবীদার ব্যক্তি তার কোন মাল নষ্ট করা বা জবর দখল করার দাবী করত, তবে কাযী রায় দিত যে, মুনীবকে তা পরিশোধ করতে হবে।

ব্যবসায়ের নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলামের বিরুদ্ধে কেউ যদি দাবী করে যে, সে আমানতী মাল বা ব্যবসায়ের পুঁজি নষ্ট করেছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার সাক্ষ্য মুনীবের বিরুদ্ধে গৃহীত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মুনীবের বিরুদ্ধে তা গৃহীত হবে।

যে শিশুকে তার পিতা বা পিতার নিযুক্ত ওসী ব্যবসায়ের অনুমতি দিয়েছে সে ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের পর্যায়ভুক্ত কাজেই সাক্ষীগণ যদি তার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ের দায় সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে যদি তার অনুমতিদাতা দেশে অনুপস্থিত থাকে।

ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম সম্পর্কে যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে ইচ্ছাকৃত কাউকে হত্যা করেছে বা কোনও নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে বা ব্যভিচার করেছে কিংবা মদপান করেছে আর গোলাম তা অস্বীকার করে, তবে তার মুনীব উপস্থিত থাকলে সর্ব সম্মতিক্রমে সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গোলামের বিচার করা হবে।

যদি গোলাম উপস্থিত থাকে, কিন্তু মুনীব উপস্থিত না থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে কাযী তার কোন বিচার করবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর

মতে কাযী তার সম্পর্কে হদ্দ ও কিসাস এর রায় দেবে। যেমন ব্যবসায়ের অনুমতি না থাকলে এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে হদ্দ ও কিসাসের রায় দেওয়া হত।

সাক্ষিগণ যদি গোলামের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে দেখতে হবে সে স্বীকারোক্তি কোন জাতীয় অপরাধ সম্পর্কে। যদি এমন কোনও হদ্দ (শাস্তি) সম্পর্কে স্বীকারোক্তির সাক্ষ্য দেয়, যা কেবলই আল্লাহ্ তা'আলার হক, যেমন ব্যভিচার ও মদ পানের হদ্দ, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর যদি ব্যভিচারের অপবাদ বা ইচ্ছাকৃত নর হত্যার স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে মুনীবের উপস্থিতির শর্তে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং কিসাস ও হদ্দে কায্ফ (আশি বেত্রাঘাত)-এর ফায়সালা দেওয়া হবে। মুনীব অনুপস্থিত থাকলে সে ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। যদিও গোলামের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত বালক বা ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত বোধবুদ্ধিহীন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি সাক্ষিগণ ইচ্ছাকৃত নর হত্যা, ব্যভিচারের অপবাদ, মদ পান কিংবা ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেয়, তবে হত্যা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, তাতে অনুমতিদাতা উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত। তারা যদি ভুলক্রমে হত্যা করা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে (ব্যবসায়ের) অনুমতিদাতা উপস্থিত থাকলে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং আকিলা (আত্মীয় ও প্রতিবেশী)-এর উপর দিয়্যত (আর্থিক ক্ষতিপূরণ)-এর ফায়সালা দেওয়া হবে। যদি অনুমতিদাতা অনুপস্থিত থাকে, তবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

কেউ বলেন, বালক ও বোধবুদ্ধিহীন (معتوه) ব্যক্তি কর্তৃক হত্যা সম্পর্কে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সে হত্যা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে, তাদের (ব্যবসায়ের) অনুমতিদাতা উপস্থিত থাকলে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং আকিলার উপর দিয়্যত আরোপিত হবে। অনুমতিদাতা যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে গৃহীত হবে না।

সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বালক বা বোধবুদ্ধিহীন ব্যক্তি তাদের সামনে উপরিউক্ত কাজের কোনও একটি করার কথা স্বীকার করেছে তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, তাতে আদেশদাতা উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত।

ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত বালক সম্পর্কে যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে দশ দিরহামা বা তার বেশী চুরি করেছে, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে, তবে তার মুনীব উপস্থিত থাকলে সকলের মতেই তার হাত কাটা হবে। চোরাই মালের জন্য কি জরিমানা আরোপ করা হবে ? যদি চোরাই মাল নষ্ট করে ফেলে তবে জরিমানা দিতে হবে আর যদি সেটি রক্ষিত থাকে, তবে যার মাল তাকে ফেরত দিতে হবে।

মুনীব যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে গোলামের হাত কাটা হবে না। বরং চোরাই মালের জরিমানা আরোপ করা হবে । ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তখনও হাত কর্তনের রায় দেওয়া হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষিগণ যদি দশ দিরহামের কম পরিমাণ চুরির সাক্ষ্য দেয়, তবে কাযী চোরাই মাল ফেরত দেওয়ার এবং তার অবর্তমানে তার বদলা দেওয়ার নির্দেশ দেবে, হাত কাটার রায় দেবে না, তাতে তার মুনীব উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত।

ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম সম্পর্কে যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করার কথা স্বীকার করেছে, তবে মুনীব অনুপস্থিত থাকলে কাযী গোলামকে সে মাল ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেবে। হাত কাটার রায় দেবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কাযী হাত কাটারই রায় দেবে।

ব্যবসায়ের নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত কোনও গোলাম সম্পর্কে যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে দশ দিরহাম বা তার বেশী চুবি করেছে, তবে মুনীব অনুপস্থিত থাকলে কাযী তার সম্পর্কে কোন কিছুরই ফায়সালা দেবে না, হাত কাটারও নয়, আর্থিক জরিমানাও নয়। এটা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত।

ব্যবসায়ের নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলাম সম্পর্কে যদি সাক্ষিগণ চুরির স্বীকারোক্তির সাক্ষ্য দেয়, তবে কাযী সে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না যদি মুনীব অনুপস্থিত থাকে। আর মুনীব যদি উপস্থিত থাকে, তবে মুনীবের বিরুদ্ধে সে সাক্ষ্য কার্যকর হবে না। সুতরাং না সে গোলামের হাত কাটা যাবে আর না মালের দায়ে তাকে বিক্রি করার জন্য মুনীবকে বাধ্য করা যাবে, বরং অপেক্ষা করতে হবে গোলাম কখন মুক্তি পায়। তখন তাকে এর জন্য ধরা হবে (আল-মুহীত)।

ত্রিশতম পরিচ্ছেদ ঃ ওসী ও মুতাওয়াল্লী নিয়োগ এবং কাযীর কাছে ওসীয়ত প্রমাণ করা প্রসঙ্গে

১. মাসআলা ঃ কোনও ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং সে যে শহরে মারা গেল সেই শহরেই তার পরিত্যক্ত সম্পদ থাকে, কিন্তু ওয়ারিসগণ থাকে অন্য শহরে, এ অবস্থায় কিছু লোক তার কাছে বিভিন্ন হক ও অর্থ সম্পদ পাওনা থাকার দাবী করে, তবে কাযী কি মৃত ব্যক্তির পক্ষে কোন ওসী নিযুক্ত করবে, যাতে পাওনা ও হকসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে পারে ? খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযী অধ্যায়ের মৃতের কাছে পাওনা প্রতিষ্ঠা শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলেন, এ শহর দুটোর একটা যদি অন্যটা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং সাধারণত এই শহর থেকে ওই শহরে বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত না করে, তবে কাযী মৃতের পক্ষে একজন ওসী নিযুক্ত করবে-(আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা ঃ যদি এক শহর অন্য শহর থেকে বিছিন্ন না হয়, তবে ওসী নিযুক্ত করবে না (আল-বায্‌যাযিয়া)।

৩. মাসআলা ঃ খাস্‌সাফ (র) 'নাফাকাত' অধ্যায়ের স্ত্রীর খোরপোস শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলেন, কেউ মারা যায় এবং কাউকে ওসী নিযুক্ত করে না যায়, আর তার ছোট-বড় সন্তান-সন্ততি থাকে, তবে কাযী তার পরিত্যক্ত সম্পদে একজন ওসী নিযুক্ত করবে।

মহান শায়খ শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, কাযী তিন ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পদে ওসী নিযুক্ত করবে।

(ক) মৃত ব্যক্তির দেনা থাকলে, (খ) ওয়ারিসগণ নাবালেগ হলে এবং (গ) মৃত ব্যক্তি কোনও বিষয়ে ওসীয়ত করে গেলে। কাযী একজন ওসী নিযুক্ত করবে, যাতে সে তার ওসীয়তসমূহ কার্যকর করে।

কাযী কেবল এই সকল ক্ষেত্রে ওসী নিযুক্ত করবে। এ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে ওসী নিযুক্ত করবে না।

খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযী অধ্যায়ে যা বলেছেন, তা শামসুল আইম্মা (র)-এর কথার পরিপন্থি নয়। কেননা শামসুল আইম্মা (র)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেনা পরিশোধের লক্ষে ওসী নিযুক্ত করা আর খাস্‌সাফ (র)-এর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে দেনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওসী নিযুক্ত করা।

কোনও লোক যদি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রেখে মারা যায় আর তার দেনা থাকে এবং থাকে সাবালক ওয়ারিস, কিন্তু ওয়ারিসগণ দেনাও পরিশোধ করছে না এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিও

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিক্রি করছে না, বরং তারা পাওনাদারকে বলছে, আমরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম, তোমার যা ভাল মনে হয় কর, তবে এ ক্ষেত্রে কাযী কি মৃত ব্যক্তির পক্ষে ওসী নিযুক্ত করবে ?

কেউ বলেন, কাযী মৃতের পক্ষে ওসী নিযুক্ত করবে এবং কেউ বলেন, তা করবে না, বরং ওয়ারিসদেরকে সম্পত্তি বিক্রির আদেশ করবে। তারা যদি তা অগ্রাহ্য করে, তবে তাদেরকে কয়েদ করবে। যতক্ষণ না তারা তা বিক্রি করতে সম্মত হয়। ততক্ষণ কারাবাস করবে। কিন্তু কারাবদ্ধ করার পরও যদি দেখা যায় তারা বিক্রি করতে সম্মত হচ্ছে না। তা হলে কাযী নিজেই তা বিক্রি করবে অথবা মৃতের পক্ষে একজন ওসী নিযুক্ত করবে, যাতে সে পাওনাদারের পাওনা মেটানো যায়। এ পরিমাণ সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়।

কাযী যদি ইয়াতীমদের সম্পত্তিতে একজন ওসী নিযুক্ত করে এবং ইয়াতীমগণ তার কর্তৃত্বাধীন এলাকাতেই থাকে, কিন্তু সম্পত্তি থাকে তার এলাকার বাইরে অথবা সম্মত্তি তার এলাকাতেই থাকে, কিন্তু ইয়াতীমগণ থাকে অন্য এলাকায়। কিংবা কিছু সম্পত্তি তার এলাকায় এবং কিছু থাকে অন্য এলাকায়, তবে এ সম্পর্কে ইমাম শামসুল আইম্মা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, সর্বাবস্থায়ই ওসী নিযুক্ত করা বৈধ হবে এবং তার নিযুক্ত ওসী ইয়াতীমদের সমস্ত সম্পত্তিতেই ওসী হবে, সম্পত্তি যেখানেই থাকুক।

কাযী ইমাম রুকনুল ইসলাম আলী আস-সুগদী (র) বলেন, সম্পত্তির যে অংশ কাযীর কর্তৃত্বাধীন এলাকায় থাকবে, তার নিযুক্ত ওসীর ক্ষমতা কেবল সে অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এর বাইরে তার কোন ক্ষমতা থাকবে না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কাযী যদি ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে। কিন্তু ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তারা তার এলাকাধীন নয়, তবে এ সম্পর্কে শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই কাযীর দরবারে যদি ওয়াক্ফ সম্পত্তির দাবী দাওয়া পেশ করা হয়ে থাকে, তবে তার সে নিয়োগদান বৈধ হবে।

কাযী রুকনুল ইসলাম আলী আস-সুগদী (র) বলেন, তার সে নিয়োগ দান বৈধ হবে না।

যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তারা যদি কাযীর অধীনস্থ এলাকার লোক হয় এবং তারা তালিবে ইলম হয় বা তারা কোনও গ্রামবাসী হয় কিংবা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক হয় অথবা সরাইখানা, সেনা চৌকী বা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয় এবং ওয়াক্ফ ভূমি তার এলাকায় না হয়, আর এ অবস্থায় সে কোন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে, তবে শামসুল আইম্মা (র) বলেন, সে নিয়োগ বৈধ হবে। বস্তুত পারস্পারিক জুলুমের প্রতিকার করা ও নালিশ ফরিয়াদে সাড়া দেওয়া কাযীর কর্তব্য।

রুকনুল ইসলাম (র) বলেন, রায় যার বিরুদ্ধে যাবে সে উপস্থিত না থাকলে এ নিয়োগ বৈধ হবে না, উপস্থিত থাকলে বৈধ হবে (আয-যাখীরা)।

৫. মাসআলা ঃ কোনও এক কাযীর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং তিনি অনেক দেনা রেখে গেছেন। তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে, কিন্তু

কাউকে ওসীয়ত করে যায়নি। আমি তার সম্পত্তি বিক্রির করতে পারছি না যে, তার দেনা পরিশোধ করব। এতদঞ্চলের লোক আমাকে চেনে না। এ ক্ষেত্রে যদি কাযী বলে, তুমি সত্যবাদী হলে তা বিক্রি করে দেনা পরিশোধ কর, তবে তাতে দোষ নেই। সুতরাং সে সত্যবাদী হলে কাযীর হুকুম যথার্থ হবে। আর যদি সত্যবাদী না হয়, তবে তা কার্যকর হবে না।

কোনও লোক যদি কাউকে ওসী বানানোর পর মারা যায় এবং ওসী তার জীবদ্দশায় বা তার মৃত্যুর পর সে দায়িত্ব কবূল করে নেয়, তারপর কাযীর কাছে এসে সে তার দায়িত্বের স্বীকৃতি আদায় করতে চায়, তবে কাযী তাকে বিবেচনা করে দেখবে সে এ পদের যোগ্য কিনা। যোগ্য হলে তার অনুরোধ রক্ষা করবে–যদি প্রতিপক্ষ হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন কোন লোক সেখানে উপস্থিত থাকে। সুতরাং সে ব্যক্তি যদি গোলাম বা নাবালেগ হয়, তবে কাযী তার দাবীতে কর্ণপাত করবে না। তারা যদি ওসী হিসেবে কোন কিছু করে, তা কি কার্যকর হবে ? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধতর মতে তা কার্যকর হবে না।

গোলাম যদি পরবর্তীতে মুক্তি লাভ করে, তবে তখন কাযী তার দাবী গ্রহণ করবে এবং ওসী হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেবে। যদি শিশুটি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কাযী তার দাবীও রক্ষা করবে, কিন্তু আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার দাবী গৃহীত হবে না।

এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষ হবে মৃতের ওয়ারিস বা যাদের জন্য ওসীয়ত করা হয়েছে তারা অথবা যার কাছে মৃত ব্যক্তির পাওনা আছে এমন কিংবা মৃত ব্যক্তি যার দেনাদার ছিল সে।

উপরিউক্ত মাসআলাসমূহ কিতাবূল আকযিয়া থেকে সংকলন করা হয়েছে।

আল-মুনতাকা গ্রন্থে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি কিছু দেনা রেখে গেছে। সে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কারও জন্য ওসীত করেছিল এবং যার জন্য ওসীয়ত করেছিল, সে তা বুঝে নিয়েছে। এখন জন্য ওসীয়ত করা হয়েছিল সে এবং পাওনাদার কাযীর নিকট উপস্থিত হল। ওয়ারিসগণ হয়ত দেশেই আছে অথবা তারা দেশে অনুপস্থিত। তো এ অবস্থায় যার জন্য ওসীয়ত করা হয়েছিল, সে কি পাওনাদারের বিবাদী হবে ? ইবরাহীম (র) বলেন, তা হবে না। তিনি বলেন, ওয়সিয়ত এক-তৃতীয়াংশের ভেতরে হলে যার জন্যে ওসীয়ত করা হয়েছিল তাকে ওয়ারিসদের সমপর্যায়ে ধরা হবে না। পক্ষান্তরে ওসীয়ত যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশীতে হয় এবং মৃতের কোনও ওয়ারিস না থাকায় সে ওয়ারিস না থাকায় সে ওসীয়ত বৈধ হয়ে যায়। তবে এ ক্ষেত্রে যার জন্য ওসীয়ত করা হয়েছিল সে পাওনাদারের প্রতিপক্ষ (বিবাদী) সাব্যস্ত হবে এবং এ ক্ষেত্রে তাকে ওয়ারিসের সমপর্যায়ে ধরা হবে। কেননা এক-তৃতীয়াংশের বেশী সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া ওয়ারিসেরই বৈশিষ্ট্য। আর ওয়ারিস পাওনাদারের প্রতিপক্ষ হয়ে থাকে। কাজেই যার জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশীতে ওসীয়ত করা হয়েছে তার ক্ষেত্রেও এ নিয়ম হওয়া উচিত।

কিতাবুল আকযিয়া এর লেখক সাধারণভাবেই মূসা লাহুকে (ওসীয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে) পাওনাদারের প্রতিপক্ষ ধরেছেন। ওসীয়ত এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ভিতরে করা হোক বা তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেশীতে এর মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য করেননি। সম্ভবত তার উদ্দেশ্য এক-তৃতীয়াংশের বেশী সম্পত্তিতে যার জন্য ওসীয়ত করা হয়েছে তাকে বুঝানো।

দাবীদার ব্যক্তি যদি উপরে বর্ণিত প্রতিপক্ষদের কারও সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে যে, মৃত ব্যক্তি তাকে ওসী বানিয়েছিল এবং সে তা কবূল করেছিল, তবে কাযী লক্ষ্য করে দেখবে সে বিশ্বস্ত, চরিত্রবান ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ কিনা। যদি সে এসব গুণের অধিকারী হয়ে থাকে, তবে কাযী তাকে ওসী হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। পক্ষান্তরে যদি জানা যায় সে ফাসিক এবং খেয়ানতকারী, তবে কাযী ওসী হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেবে না। যদি জানা যায় তার ভেতর বিচার বুদ্ধিগত দুর্বলতা আছে এবং বেচাকেনায় পারদর্শী নয়, তবে তাকে স্বীকৃতি দেবে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত ও ব্যবসা বাণিজ্যে অভিজ্ঞ লোককে যোগ করে দেবে, যাতে তারা শিশুর সম্পত্তি বেচাকেনার ব্যাপারে পরস্পরে একে অন্যের সহযোগিতা করে এবং শিশুর সম্পত্তি নষ্ট না করে।

যদি সে ফাসিক হিসেবে পরিচিত না হয় এবং তার কোনও রকম দুশ্চরিত্র ধরা না পড়ে, তবে এরকম সন্দেহ সম্পর্কে করা হয়ে থাকে, কাযী একজন পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত করে তার সে দুর্বলতার প্রতিকার করবে অথবা তার সঙ্গে আরেকজন ওসী নিযুক্ত করবে। যাতে তাদের কেউ একক ভাবে কোনও কিছু করতে না পারে এবং ইয়াতীমের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ওসীয়ত সাব্যস্ত হয়ে গেল এবং ওসীয়তনামায় পাওয়া গেল যে, মৃত ব্যক্তি কয়েক জনের কাছে দেনা থাকার কথা স্বীকার করেছে এবং পুণ্যের কাজে দান-খয়রাতের ওসীয়ত করেছে। তারপর এক পাওনাদার আসলে তার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হল। তারপর আরও একজন আসল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সেই সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা কি পূণ্যের কাজে দান-খয়রাত সংক্রান্ত ওসীয়ত সম্পর্কে ফায়সালা দেওয়া যাবে ? হাঁ, দান-খয়রাতের ব্যাপারে যে ওসীয়ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে এই সাক্ষীই সুনির্দিষ্ট ওসীয়তের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেওয়া বৈধ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বৈধ হবে (আল-খুলাস)।

৭. মাসআলা ঃ কিতাবুল-আকযিয়ায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি কাযীর কাছে উপস্থিত হয়ে দাবী করল যে, আমার ভাই অমুকের পুত্র অমুক মারা গেছে। তার জীবিত ওয়ারিস হচ্ছে তার পিতা অমুকের পুত্র অমুক, তার মা অমুকের কন্যা অমুক তার পুত্রগণ অমুক ও অমুক, তার কন্যাগণ অমুক ও অমুক এবং তার স্ত্রী অমুকের কন্যা অমুক। এরা ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিস নেই। সে যখন সুস্থ ছিল, বুদ্ধি বিবেচনা ঠিক ছিল এবং লেনদেন করা বৈধ ছিল। তখন সে আমাকে তার সমস্ত সম্পত্তির ওসী নিযুক্ত করেছিল এবং আমি তা গ্রহণও করেছিলাম। এখন আমি তার দায়িত্বে আছি। এই যে ব্যক্তি উপস্থিত আছে, এর কাছে আমার ভাইয়ের এই পরিমাণ পাওনা ছিল। সে মৃত্যুর আগে তা থেকে কিছুই উসুল করে যায়নি। কাজেই এই উপস্থিত ব্যক্তির কর্তব্য আমার ভাইয়ের সম্পূর্ণ পাওনা আমার কাছে পরিশোধ করা, যাতে আমি তা তার ওয়ারিসদের জন্য এবং মৃত ব্যক্তি আরও যাদের জন্য ওয়ারিস করেছিল। তাদের জন্য খরচ করতে পারি। তো এরূপ ক্ষেত্রে কাযী তার সে দাবী শুনবে এবং

প্রথমে বিকদীকে জিজ্ঞেস করবে যে, আসলেই তার পাওনাদারের মৃত্যু হয়েছে কিনা। সে যদি তা স্বীকার করে তবে ওসীয়তকারীর পক্ষ হতে তার প্রতি ঋণ পরিশোধের তাগাদা আরোপিত হবে। কেননা তাগাদা দেওয়ার অধিকার মূলত তার জন্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার মৃত্যুর পর সেটা এখন ওসীর হাতে চলে এসেছে। তারপর তাকে দেনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। যদি সে দেনার কথাও স্বীকার করে তখন জিজ্ঞেস করবে ওসীয়ত সম্পর্কে। যদি তার স্বীকার করে, তবে এখনই যে তা তার হাতে পরিশোধের নির্দেশ দেবে তা নয়। বরং সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ওসীয়তের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আল-খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযীতে উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তি নিজেকে মৃত ব্যক্তির নিযুক্ত ওসী দাবী করে বলল যে, এই উপস্থিত ব্যক্তির কাছে তার যে পাওনা ছিল এবং এর কাছে তার যে নির্দিষ্ট মালামাল আছে, তা যেন সে কবজা করে, এখন বিবাদী যদি তা স্বীকার করে, তবে তাকে সে দেনা ও মালামাল তার হাতে সমর্পণের আদেশ দেওয়া হবে। আল-জামিউল কাবীর গ্রন্থে আছে যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর প্রথম দিকের মত ছিল, বিবাদীকে ওসীর হাতে দেনা পরিশোধের আদেশ দেওয়া হবে, নির্দিষ্ট মালামাল সমর্পণের আদেশ দেওয়া হবে না, যেমন ওকালতের ক্ষেত্রে এখনই বিধান, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তার এ মত প্রত্যাহার করে নেন এবং নতুন মত প্রকাশ করেন যে, দেনা ও মালামাল কোনওটিই তার হাতে সমর্পণের আদেশ দেওয়া হবে না। কিতাবুল আকযিয়াতে বলা হয়েছে, তা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর পরবর্তী মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেমন আল-জামিউল সাগীর গ্রন্থে বলা হয়েছে।

বিবাদী যদি মৃত্যুর কথা স্বীকার করে, কিন্তু ওসী নিযুক্তি ও দেনার কথা অস্বীকার করে তবে বাদীকে তার ওসী পদ সম্পর্কে সাক্ষী হাযির করতে বলা হবে। যদি সাক্ষী দ্বারা সে প্রমাণ করতে পারে যে, মৃত ব্যক্তি তাকে ওসী নিযুক্ত করেছিল, তবে তখন সে বিবাদীর কাছে মৃতের পাওনা সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করবে। এমনিভাবে যদি ওসী নিয়োগ ও মৃত্যু উভয় অস্বীকার করে, তবে বাদীকে ওসী নিয়োগ ও মৃত্যু উভয় সম্পর্কে সাক্ষী হাযির করতে হবে। যাতে সে একজন প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়াতে পারে। সে যখন সাক্ষী পেশ করতে সক্ষম হবে, তখন তার পাওনা সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। সে যদি প্রথমে পাওনা সম্পর্কে এবং তারপর ওসী নিয়োগ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে, তবে পাওনা সম্পর্কে পেশকৃত সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। তাকে সে সম্পর্কে পুনরায় সাক্ষ্য পেশ করতে বলা হবে।

ওসী নিয়োগ মৃত্যু ও পাওনা এসব বিষয়ে যদি একই সাক্ষী হয় এবং তাদেরকে এক সঙ্গে সবগুলো সম্পর্কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পাওনা সম্পর্কে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। বরং এ সম্পর্কে তাদেরকে পুনরায় সাক্ষ্য দিতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন পাওনা সম্পর্কেও সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। পুনরায় সাক্ষ্য দানের আদেশ করার প্রয়োজন নেই। তবে যখন কাযীর রায় দানের পালা আসবে। তখন কাযী প্রথমে ওসীয়ত সম্পর্কে রায় দেবে এবং তারপর পাওনা সম্পর্কে। খাস্‌সাফ (র) এরূপ উল্লেখ করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কাযী পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে গ্রহণ করবে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত পরস্পর বিরোধী।

বিবাদী যদি ওসীয়ত ও মৃত্যুর কথা স্বীকার করে, কিন্তু পাওনা অস্বীকার করে, এ দিকে বাদীর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এবং সে কাযীকে বিবাদীর কাছ থেকে পাওনা সম্পর্কে কসম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে, তবে কাযী তার সে অনুরোধ রক্ষা করবে।

যদি পাওনা ও মৃত্যুর কথা স্বীকার করে, কিন্তু ওসীয়ত অস্বীকার করে, তবে কাযী একজন ওসী নিযুক্ত করবে। যদি ওসী নিয়োগ না করে, তবে এ বিষয়ে তাকে কসম করতে আদেশ দিতে পারবে না।

যদি ওসীয়ত ও পাওনার কথা স্বীকার করে এবং মৃত্যুর কথা অস্বীকার করে, তবে সে ব্যাপারে কি তার কাছ থেকে কসম নেওয়া যাবে ? এর উত্তর ওয়ারিস সংক্রান্ত উত্তরের অনুরূপ।

৮. মাসআলা ঃ ওসী বা মুতাওয়াল্লী যদি দাবী করে যে, বরখাস্তকৃত কাযী তাদেরকে বার্ষিক বা মাসিক ভাতায় নিযুক্ত করেছিল, প্রতি মাসে এই পরিমাণ দিত, তবে বর্তমান কাযী সেটা কার্যকর করবে না। প্রাক্তন কাযী তাদের দাবী তাসদীক করলেও তা গ্রহণ করবে না। যদি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সে কাযী পদে বহাল থাকাকালে এটা করেছিল, তবে সে প্রমাণ গৃহীত হবে। তারপর লক্ষ্য করবে, যদি সেটা ন্যায্য ভাতা বা তার কম হয়, তবে কার্যকর করবে। যদি তার বেশী হয়, তবে বেশীটা বাতিল করে ন্যায্য ভাতা ধার্য করবে। যদি তা তুলে নিয়ে থাকে, তবে অতিরিক্ত অংশ ওয়ারিসদেরকে ফেরত দেওয়ার আদেশ করবে (খুলাসা)।

৯. মাসআলা ঃ নাবালকের পিতা যদি অপব্যয়ী হয় এবং নাবালকের সম্পত্তি অহেতুক নষ্ট করে, তবে কাযী তার সম্পত্তির হিফাজতের লক্ষ্যে একজন ওসী নিযুক্ত করবে।

ওয়ারিস যদি তার মুরিশ (যার উত্তরাধিকার সে পেয়েছে) থেকে কোন মাল কেনে এবং তার মৃত্যুর পর সে তাতে কোন দোষ দেখতে পায়, তবে কাযী মৃতের পক্ষে একজন ওসী নিযুক্ত করবে এবং তার কাছে সে এ মাল ফেরত দেবে।

এমনিভাবে পিতা যদি তার নাবালেগ পুত্র হতে কোন মাল কেনে এবং তাতে দোষ দেখতে পায়, তবে কাযী সে নাবালকের পক্ষে একজন ওসী নিযুক্ত করবে এবং পিতা সে মাল তার কাছে ফেরত দেবে (আল-বায্যাযিয়া)।

একত্রিশতম পরিচ্ছেদ ঃ অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় প্রদান, যে রায় সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অতিক্রম করে অন্যের উপর বর্তায় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে এক হকদারের পক্ষে অপর হকদারের দাঁড়ানো প্রসঙ্গ

১. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে রায় প্রদান জাইয নয়। হাঁ, সে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে যদি অপর একজন উপস্থিত থাকে তবে জাইয হবে। এ প্রতিনিধিত্বের বিষয়টা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে এবং অনিচ্ছাকৃত বা বাধ্যতামূলকও হতে পারে। ইচ্ছাকৃত তো এভাবে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি কাউকে তার উকীল নিযুক্ত করল। আর অনিচ্ছাকৃত হয় এভাবে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে বিষয়ের দাবী তোলা হয়েছে তা যদি অনিবার্যভাবে উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোলা দাবীর কারণ বা শর্ত হয়ে যায় (তখন উপস্থিত ব্যক্তি বাধ্যতামূলকভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতিনিধি হয়ে যায়), যেমন শায়খ, ইমাম ফখরুদ্দীন আলী আল-বায্দাবী (র) বলেছেন এবং কাযী ইমাম শামসুল ইসলাম মাহমূদ আবদুল আযীয আওযাজান্দী (র) এ রকমই ফাতওয়া দিতেন। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে উপস্থিত ব্যক্তি বাধ্যতামূলকভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতিনিধি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে, যখন অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে বিষয়ের দাবী তোলা হয়েছে তা উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোলা দাবীর কারণ হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) তাঁর গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন স্থানে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন (আত-তাতারখানিয়্যা)।

২. মাসআলা ঃ উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে একই বিষয়ে দাবী তোলা হোক বা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দাবী তোলা হোক ইমাম খাহারযাদে (র) উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। উভয় অবস্থায়ই উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির তরফে বাদীর প্রতিপক্ষ হবে তখনই যখন উপরি উক্ত শর্ত পাওয়া যাবে, অর্থাৎ অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোলা দাবী উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবীর কারণ হবে।

কাযী ইমাম আবূ যায়দ 'কাশফুল-মুশকিল' গ্রন্থে বলেন, অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে এক দাবীর জন্য আরেক দাবীকে যে কারণ হতে হবে এ শর্ত কেবল সেই ক্ষেত্রে, যখন উভয় দাবীর বিষয় আলাদা হয়। এটাই বেশী যুক্তিসঙ্গত এবং ফিকহী মূলনীতির সঙ্গে বেশী সঙ্গতিপূর্ণ।

উভয় দাবীর বিষয় এক হওয়ার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মূলনীতির ব্যাখ্যা এই যে, এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে বাড়িটি তার। সে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট থেকে এটি ক্রয় করেছে এবং এটি তার মালিকানাধীন ছিল। যার হাতে বাড়িটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

আছে সে এটি আমার কাছ থেকে জবরদখল করেছে। দখলদার ব্যক্তি বলল, এটি আমারই বাড়ি। এখন বাদী যদি তার দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে তা গৃহীত হবে। এ রায় যেমন উপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তিরও বিপক্ষে কার্যকর হবে। উপস্থিত ব্যক্তিকে এ স্থলে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে একজন বিবাদী গণ্য করা হবে। শায়খুল ইসলাম (র)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তো এভাবে যে, এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে বিষয়ের দাবী তোলা হয়েছে একই বিষয় সম্পর্কে আর অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে বিষয়ের দাবী তোলা হয়েছে সেটা উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোলা দাবীর কারণ বৈ কি! আর অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের বক্তব্য অনুযায়ী এভাবে যে, উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে বিষয়ের দাবী তোলা হয়েছে তা একই জিনিস (আয-যাখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করল যে, এই লোক অমুকের পক্ষ হতে তার কাছে আমার যা পাওনা সাব্যস্ত হয়, তার জামিন হয়েছে। বিবাদী জামিন হওয়ার কথা স্বীকার করল, কিন্তু পাওনার কথা অস্বীকার করল। এ অবস্থায় যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, অমুকের কাছে তার এই পরিমাণ পাওনা সাব্যস্ত হয়েছে, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে এর ভিত্তিতে যে রায় দেওয়া হবে, তা যেমন উপস্থিত জামিনের বিরুদ্ধে, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কার্যকর হবে। সুতরাং অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি উপস্থিত হয়ে পাওনার কথা অস্বীকার করে তবে তার সে অস্বীকৃতিতে কর্ণপাত করা হবে না।

এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি তাতে শুফআ (অগ্রক্রয়ের অধিকার)-এর দাবী করল। যার দখলে বাড়িটি আছে, সে বলল, এটি তো আমারই বাড়ি। আমি কারও কাছ থেকে কিনি নি। এ অবস্থায় বাদী যদি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই বাড়িটির মালিক ছিল অমুক ব্যক্তি। তার নিকট থেকে এই দখলিকার ব্যক্তি এটি ক্রয় করেছে। আর আমি হচ্ছি এ বাড়ির প্রতিবেশী, তবে কাযী ক্রয়ের পক্ষে রায় দেবে এবং এ রায় যেমন দখলিকার ব্যক্তি, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি উভয়ের জন্যই কার্যকর হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ দাবীকৃত বিষয় যদি দুটি পৃথক বস্তু হয়, তবে সেক্ষেত্রে আলোচ্য মূলনীতির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

দুইজন সাক্ষী এক ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, অপর এক ব্যক্তির নিকট তার কোনও কিছু পাওনা আছে। যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল সে বলল, এ সাক্ষীদ্বয় অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির গোলাম। যার পক্ষে তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল সে আবার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে অনুপস্থিত ব্যক্তি এ দুজনের মালিক ছিল বটে, কিন্তু সে এদেরকে আযাদ করে দিয়েছে! এ ক্ষেত্রে তার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং সে মতে উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের পক্ষে তাদের স্বাধীনতা সাব্যস্ত হবে। এখানে দাবীকৃত বিষয় দুটি। একটি হচ্ছে উপস্থিত ব্যক্তির কাছে পাওনা এবং অপরটি হচ্ছে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে তার গোলামের আযাদী। আর অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে যা দাবী করা হল, সেটা উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোলা দাবী প্রতিষ্ঠার অনিবার্য কারণ। কেননা, আযাদীর বিষয়টা সাক্ষীর সাক্ষ্য দানের অধিকার দানের

অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কাজেই গুণগত দিক থেকে একটাই হয়ে গেল আর সে কারণেই উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির তরফে বিবাদীরূপে গণ্য হবে এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের পক্ষে আযাদীর রায় দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোনও বিবাহিত ব্যক্তির উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করল, যে কারণে তার উপর হদ্দ (এ জাতীয় অপবাদের শাস্তি) ওয়াজিব হয়ে গেল। কিন্তু অপবাদদাতা বলল, আমি একজন গোলাম। কাজেই আমার উপর অপবাদ আরোপের 'অর্ধেক শাস্তি' আরোপিত হবে। যাকে অপবাদ দেওয়া হল, সে বলল, তোমাকে তো তোমার মুনীব আযাদ করে দিয়েছে। কাজেই আমার জন্য তোমার প্রতি স্বাধীন ব্যক্তির শাস্তি আরোপের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। এখন সে যদি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তা গৃহীত হবে এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের পক্ষে আযাদীর রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং এরপর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি হাযির হয়ে আযাদী দানের কথা অস্বীকার করে, তবে তার সে অস্বীকৃতিতে কর্ণপাত করা হবে না। যদিও এস্থলে ভিন্ন দুই জিনিসের দাবী ছিল। উপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে দাবী ছিল পূর্ণাঙ্গ শাস্তির আর অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী ছিল আযাদী দানের। কিন্তু তার সে আযাদী দান যেহেতু উপস্থিত ব্যক্তির উপর দাবীকৃত পূর্ণাঙ্গ শাস্তি আরোপের কারণ। তাই সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের ব্যাপারে রায় দেওয়া হয়েছে।

একজন অন্যজনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করল। নিহতের দুজন অভিভাবক আছে। একজন অনুপস্থিত ও একজন উপস্থিত। উপস্থিত ব্যক্তি হত্যাকারীর সামনে দাবী করল যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি তার অংশ ক্ষমা করে দিয়েছে। কাজেই আমার অংশ অর্থদণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, কিন্তু ঘাতক তা অস্বীকার করল। এখন দাবীদার ব্যক্তি যদি দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করতে পারে, তবে তা গৃহীত হবে এবং তার ভিত্তিতে উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যাপারে রায় দেওয়া হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ দাবীকৃত বস্তু যদি দুটি হয়, কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোলা দাবী উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোলা দাবী প্রতিষ্ঠার অণিবার্য কারণ না হয়। কখনও কখনও 'কারণ' নাও হতে পারে, সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে বিবাদীরূপে দাঁড়াবে না। এ মূলনীতির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

এক ব্যক্তি অনুপস্থিত এক ব্যক্তির স্ত্রীকে বলল, তোমার স্বামী অমুক, যে এখন দেশে উপস্থিত নেই, সে আমাকে আদেশ করেছে তোমাকে যেন তার কাছে পৌঁছে দেই। এখন স্ত্রী যদি বলে সে তো আমাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে উকীল হয়ে যে ব্যক্তি তাকে নিতে এসেছে তার কর্তৃত্ব নাকচের ব্যাপারে সে প্রমাণ গৃহীত হবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে তা গৃহীত হবে না। সুতরাং এর পরে সে অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি উপস্থিত হয় এবং তালাক দেওয়ার কথা অস্বীকার করে, তবে তালাক সাব্যস্ত করার স্ত্রীকে নতুন করে আবার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে (আয-যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির গোলামের কাছে এসে বলল, তোমার মুনীব আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই। এখন গোলাম যদি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মুনীব তাকে আযাদ করে দিয়েছে, তবে উকীল হিসেবে যে ব্যক্তি নিতে এসেছে তার কর্তৃত্ব খর্বের ব্যাপারে সে প্রমাণ গৃহীত হবে। নির্দেশদাতার পক্ষ হতে আযাদ হওয়ার ব্যাপারে তা গৃহীত হবে না। সুতরাং সে যদি ফিরে এসে আযাদ করার কথা অস্বীকার করে, তবে গোলামকে পুনরায় সাক্ষী পেশ করতে হবে (আল-বায্যাযিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদ্বয়ের কাছে দাবীকৃত বস্তু যদি দুটি হয় আর অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে যার দাবী তোলা হয়েছে, সেটা উপস্থিত ব্যক্তির কাছে দাবীকৃত বস্তুটির প্রতিষ্ঠা নয়, বরং তার এখনও পর্যন্ত বাকী থাকার জন্য কারণ, তবে কাযী এক্ষেত্রে বাদীর দাবীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং তার পেশকৃত প্রমাণের ভিত্তি উপস্থিত ও অনুপস্থিত কারও সম্পর্কেই রায় দেবে না। এ মূলনীতির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

কেউ কারো কাছ থেকে একটি বাঁদী কিনল। তারপর ক্রেতা দাবী করল যে, আমি বাঁদীটি কেনার আগে বিক্রেতা অমুকের সাথে এর বিয়ে সম্পন্ন করেছিল, কিন্তু কেনার সময় আমি এটা জানতাম না। বিক্রেতা তার দাবী অস্বীকার করল। এখন ক্রেতা যদি তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে এবং বাঁদীটি ফেরত দিতে চায়, তবে কাযী তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত ও অনুপস্থিত কারও বিরুদ্ধেই গ্রহণ করবে না। কেননা, এখানে দাবী উত্থাপিত হয়েছে দুটি বিষয়ে। এক তো অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে বিয়ের দাবী, আর দ্বিতীয়ত উপস্থিত ব্যক্তির কাছে বাঁদী ফেরত দেওয়ার দাবী। আর অনুপস্থিত ব্যক্তি বাঁদীটি বিয়ে করেছে কেবল এই দাবী, উপস্থিত ব্যক্তির কাছে যে বাঁদীটিকে ফেরত দেওয়ার দাবী করছে, এর কোনও কারণ হতে পারে না, যদি না সে বিয়ে এখনও পর্যন্ত বাকী থাকে। কেননা, বিক্রেতা বাঁদীটিকে বিয়ে দেওয়ার পর তার স্বামী যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে ক্রেতার সেটি ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে না। যদি সে বিয়ে এখনও পর্যন্ত বাকী থাকে, তবে সেটাই ফেরত দেওয়ার কারণ হতে পারে। কিন্তু বাকী থাকা সম্পর্কে তো সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এখন যদি সে বিয়ে বাকী থাকার ব্যাপারে সাক্ষী হাযির করে তবে তাও গৃহীত হবে না এবং ফেরত দেওয়ার পক্ষে রায় দেওয়া হবে না। কেননা, বাকী থাকাটা তো সূচনার অধীন। খোদ বিয়ের ব্যাপারেই যখন তাকে বিবাদী বানানো গেল না, তখন তা বাকী থাকার ব্যাপারে তো বিবাদী বানানোর প্রশ্নই আসে না।

এমনিভাবে কেউ ফাসিদ পদ্ধতিতে কোন বস্তু কেনার পর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করে ফেলেছে, আর এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় ফেরত গ্রহণের ব্যাপারে বিক্রেতার অধিকার খর্ব করা, তবে উপস্থিত ও অনুপস্থিত কারও সম্পর্কেই তার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। তার পাশে একটি বাড়ি বিক্রি হল। আর দখলদার শুফআ (অগ্রক্রয়ের অধিকার) দাবী করতে চাইল। কিন্তু ক্রেতা তাকে বলল, তোমার দখলে যে বাড়িটি আছে, সেটি তো তোমার বাড়ি নয়। এর মালিক অমুক। এখন দখলিকার ব্যক্তি যদি

এই মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, তার দখলে থাকা বাড়িটি তারই। সে এটি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছ থেকে এটি ক্রয় করেছে, তবে ক্রয়ের পক্ষে রায় দেওয়া হবে না, উপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারেও নয় এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারেও নয়।

'আল-জামিউস সাগীর'-এর তালাক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, অমুক যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তুমিও তালাক। তারপর ঝুলন্ত তালাকদাতার স্ত্রী দাবী করল যে, অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, কিন্তু সে ব্যক্তি অনুপস্থিত। এখন এ স্ত্রী যদি তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে, তবে তার সে প্রমাণ গৃহীত হবে না এবং তার ভিত্তিতে তার উপর তালাক পতিত হওয়ার রায় দেওয়া হবে না।

পরবর্তীকালে কোনও কোনও ফকীহ্ ফাতওয়া দিয়েছেন যে, তার প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তার উপর তালাক পতিত হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, অমুক ব্যক্তি যদি বাড়িতে ঢোকে, তবে তুমি তালাক, তারপর যদি প্রমাণ পেশ করে যে, সে ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ করেছে, তবে কি তার সে প্রমাণ গৃহীত হত না এবং তার তালাক হয়ে যেত না ?

উত্তরে বলব যে, সে ক্ষেত্রে অনুপস্থিত বিরুদ্ধে কোন রায় হচ্ছে না, যেহেতু সেখানে অনুপস্থিত ব্যক্তির কোন হক নষ্ট হচ্ছে না। পক্ষান্তরে 'আল-জামিউস সাগীর' গ্রন্থে বর্ণিত মাসআলায় অনুপস্থিত ব্যক্তির হক নষ্ট হয়। কেননা, সেখানে রায় দেওয়া হলে তাতে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিয়ে বাতিল হয়ে যায়।

মোটকথা কেউ যদি তার 'হক'-এর শর্ত তথা অনুপস্থিত ব্যক্তির কোনও কাজ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য পেশ করে, তবে দেখতে হবে তাতে অনুপস্থিত ব্যক্তির কোন হক নষ্ট হয় কিনা। নষ্ট না হলে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে বিবাদী সাব্যস্ত হবে। আর যদি তাতে অনুপস্থিত ব্যক্তির হক নষ্ট হয়, তবে পরবর্তীকালীন কতক ফকীহের ফাতওয়া মতে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিবাদী হবে। কিন্তু বিশুদ্ধতর মতে এরূপ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিবাদী হবে না। জহীরুদ্দীন (র) এ রকমই ফাতওয়া দিয়েছেন। 'আল-জামিউস সাগীর'-এর মাসআলাও এ মতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে।

বর্তমানকালে লক্ষ্য করা যায় যে, উকীলগণ কাযীর আদালতে উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে ওকালতের শর্ত হিসেবে অনুপস্থিত ব্যক্তির তরফে বিক্রি ওয়াক্ফ কিংবা তালাক প্রমাণিত করে, যার পদ্ধতি নিম্নরূপ হয়ে থাকে–

যায়দ জা'ফরকে বলল, আমর যদি তার বাড়ি বিক্রি করে থাকে বা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে কিংবা অমুক খাতে জমি ওয়াক্ফ করে থাকে, তবে মানুষের কাছে আমার হকসমূহের প্রতিষ্ঠাও সে ব্যাপারে মামলা-মুকাদ্দমা চালানো এবং তা কবজা করার তুমি আমার উকীল (প্রতিনিধি) হবে। তারপর জা'ফর এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করতঃ তার কাছে পাওনা দাবী করল এবং আরও দাবী করল যে, যায়দ মানুষের কাছে তার প্রাপ্য হকসমূহের প্রতিষ্ঠা,

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে ব্যাপারে মামলা-মোকদ্দমা ও তা কবজা করার জন্য তাকে উকীল বানিয়েছে। আর সে ওকালতকে এমন শর্তের সঙ্গে যুক্ত করেছে, যা সংঘটিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে আমর কর্তৃক কারও কাছে তার বাড়ি বিক্রি করে দেওয়া বা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেওয়া। বস্তুত যায়দ যখন আমাকে উকীল বানিয়েছে তার আগেই আমর তার বাড়ি বিক্রি করেছিল বা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল। সুতরাং আমি যায়দের হকসমূহের ব্যাপারে মামলা করার ও তা কবজা করার জন্য উকীল সাব্যস্ত হয়েছি। আর তোমার কাছে যায়দের এই এই পরিমাণ পাওনা আছে। এর জবাবে বিবাদী তাকে বলল, তুমি যেভাবে বলেছ যায়দ সেভাবেই তোমাকে উকীল বানিয়েছিল, কিন্তু আমি জানি না যে, এ শর্ত পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল এবং তার ফলে তুমি উকীল সাব্যস্ত হয়েছ। এ অবস্থায় যায়দ যদি আমরের বাড়ি বিক্রি বা তার স্ত্রীর তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর কাযী আমরের বিপক্ষে যায়দ বাড়ি বিক্রির রায় দিয়ে দেয় উপস্থিত জাফরের পক্ষে উকীল হওয়ার রায় দিয়ে দেয়, তবে পরবর্তীকালীন কতক ফুকাহায়ে কিরামের ফাতওয়া মতে এটা শুদ্ধ। কিন্তু বিশুদ্ধতর মতে এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। 'আল-জামিউস সাগীর' এ বর্ণিত মাসআলা তাই প্রমাণ করে। কেননা, এতে অন্যের হক নষ্ট করা হয় (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও পক্ষে এক হাজার দিরহামের জামিন হয়, তারপর সে যার জামিন হয়েছিল সে কোথাও চলে যায় এবং এ অবস্থায় জামিন পাওনাদারের সম্মুখে দাবী করে যে, আমি অমুকের পক্ষ হতে যে এক হাজার দিরহামের জামিন হয়েছিলাম, সেটা ছিল মদের দাম আর পাওনাদার বলে, না; বরং তা একটি গোলামের দাম, তবে পাওনাদারের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এখন জামিন যদি তার দাবী সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করতে চায় তবে তার সে প্রমাণ গৃহীত হবে না এবং এ ক্ষেত্রে পাওনাদার অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে বিবাদী হবে না।

পক্ষান্তরে যার কাছে পাওনা, সে যদি উপস্থিত থাকত এবং পাওনাদারের সামনে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে আমার কাছে যে এক হাজারের দাবী করছে সেটা মদের দাম, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হত (আত-তাতারখানিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তির কাছে এক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকে এবং সে দুজনের প্রত্যেকে অপরের জামিন হয়, তারপর তাদের প্রত্যেকে পাওনা অস্বীকার করে এবং এ অবস্থায় পাওনাদার তাদের কোনও একজনের বিরুদ্ধে পাওনা সম্পর্কে প্রদর্শন করে, সে মতে কাযী তার কাছে বাদীর পাওনা ও তার জামিন হওয়া সম্পর্কে রায় দিয়ে দেয়, কিন্তু পাওনাদার তার কাছ থেকে কিছুই বুঝে নেওয়ার আগেই সে কোথাও গাইব হয়ে যায় এবং তারপর অপর ব্যক্তি ফিরে আসে, তবে কাযী পূর্বের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তার কাছে প্রাপ্য পঁচিশ' দিরহাম পরিশোধ করার জন্য রায় দিয়ে দেবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার কাছে তার ও অনুপস্থিত এক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে আর তা হচ্ছে একটা গোলাম বা কাপড়ের দাম, যা তারা তার কাছে বিক্রি করেছিল। সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে কেবল

উপস্থিত ব্যক্তির অংশের ব্যাপারে নয়। পরে অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে পুনরায় সাক্ষ্য পেশ করতে বলা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের অংশ সম্পর্কেই তাদের পক্ষে রায় দেওয়া হবে।

'শারহুল আকযিয়া'-এর লেখক বলেন, ইব্ন সামাআ (র)-এর পর যা লিখেছেন, তাদ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র) পরবর্তীতে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। যাহিরী রিওয়ায়াতসহ অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতেরই অনুরূপ। 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতের অনুরূপ বলা হয়েছে।

'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সে এক হাজার যদি উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হত, তবে সকলেরই মতানুসারে অনুপস্থিত ফিরে আসার পর পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করার প্রয়োজন হত না।

'আল-মুনতাকা'-এর বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে এসে যদি উপস্থিত ব্যক্তির দাবীকে তাসদীক করে, তবে তাকে ইখতিয়ার দেয়া হবে। চাইলে উপস্থিত ব্যক্তির বুঝে নেওয়া অংশে সে শরীক হবে এবং তারপর উভয়ে মিলে বিবাদীর কাছে বাকী অংশ দাবী করবে। অথবা সে সরাসরি বিবাদীর কাছ থেকে তার নিজের অংশ বুঝে নেবে।

অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসার আগেই যদি সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অনুপস্থিত ব্যক্তির হক বাতিল হয়ে যাবে। তার পক্ষে কোন কিছুরই ফায়সালা দেওয়া হবে না। তবে সে উপস্থিত ব্যক্তির বুঝে নেওয়া অংশে অংশীদার হবে। আর সে উপস্থিত ব্যক্তির অংশীদার হওয়ার পর উপস্থিত ব্যক্তি আবার বিবাদীর কাছে কিছুই চাইতে পারবে না।

এক ব্যক্তি দাবী করল যে, আমি ও অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি অমুকের নিকট থেকে এই বাড়িটি এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি এবং আমরা এর দামও পরিশোধ করে দিয়েছি। এর সপক্ষে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও দেখাল। তো ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে অর্ধেক বাড়ির ফায়সালা দেওয়া হবে। অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসলে তাকে পুনরায় সাক্ষ্য পেশ করতে বলা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের পক্ষে রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি তাদের। তারপর উপস্থিত ব্যক্তিকে অর্ধেক বাড়ি বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং বাকি অর্ধেক কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হাতে গচ্ছিত রাখা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি বাড়িটি ভাগ করব না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে এসে যদি ক্রয়ের কথা অস্বীকার করে, তবে বাড়ি থেকে তার অংশ বাতিল হয়ে যাবে। উপস্থিত অংশ বহাল থাকবে। এ বিষয়ে কোনও রকম মতভেদ নেই।

'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে মূল মাসআলাটি মতভেদের সাথে বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে, পেশকৃত প্রমাণ উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে গৃহীত হবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে গৃহীত হবে না। এ সম্পর্কে কোনও মতভেদের কথা বলা হয় নি।

ইমাম খাস্‌সাফ (র) মাসআলাটি মতভেদের সাথেই বর্ণনা করেছেন, যেমন 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে।

আমরা বলে এসেছি যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ বিবাদীর হাত থেকে মুক্ত করা হবে।

আমাদের কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন বাড়ির মূল্য বিক্রেতার হস্তগত হবে, যেমন মাসআলার বিষয় বস্তুতেও তাই বলা হয়েছে। কেননা, তাতে আছে যে, বাদী বলেছিল, আমরা বাড়ির দাম পরিশোধ করে দিয়েছি।

পক্ষান্তরে বাড়ির দাম যদি বিক্রেতার হস্তগত না হয়, তবে বাড়ি বিবাদীর দখল থেকে মুক্ত করা হবে না।

কেউ কেউ বলেন, মূল্য পরিশোধের দরকার হয় বাড়িটি ক্রেতার হাতে সমর্পণের জন্য। আমরা তো বাড়িটি ক্রেতার হাতে সমর্পণ করছি না, বরং নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির হাতে গচ্ছিত রাখছি। পণ্য আটক রাখার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির দখল বিক্রেতার দখলেই পর্যায়ভুক্ত। যেমন বন্ধকী মাল আটক রাখার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির দখলকে বন্ধক গ্রহীতার দখলের মত মনে করা হয় (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের 'দিয়্যত' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নিহতের ওয়ারিসদের মধ্য থেকে কোন একজনও যদি কোনও লোকের উপর কিসাস সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে অন্যান্য ওয়ারিসদের পক্ষ থেকেও তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অন্যান্য ওয়ারিসগণ উপস্থিত হলে তাদেরকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হলে তাদেরকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে বলা হবে না। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ প্রমাণ দ্বারা কেবল উপস্থিত ওয়ারিসদের পক্ষ থেকেই কিসাস সাব্যস্ত হবে, অন্যান্য ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং তারা যখন উপস্থিত হবে, তখন তাদেরকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশের আদেশ দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের 'দাওয়া' অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কোনও লোক যদি কারও দখলে থাকা কোনও বাড়ি সম্পর্কে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে যে, তার পিতা মারা গেছে এবং এ বাড়িটি তার ও তার ভাই অমুকের জন্য মীরাস স্বরূপ রেখে গেছে, তারা ছাড়া তার অন্য কোনও ওয়ারিস নেই, আর তার ভাই এখন দেশে অনুপস্থিত রয়েছে,

তাহলে কাযী উপস্থিত ব্যক্তির অংশ সম্পর্কে রায় দেবে এবং তার অংশ দখলকারের হাত থেকে মুক্ত করতঃ তার হাতে সমর্পণ করবে। অনুপস্থিত ফিরে আসা পর্যন্ত তার অংশ দখলদারের হাতেই রেখে দেওয়া হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে যার দখলে বাড়িটি আসে, যদি দাবী অস্বীকার করে থাকে। যেমন মাসআলাটির রূপও তাই, যে কারণে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার দরকার হয়েছে, তবে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশও তার হাত থেকে মুক্ত করা হবে এবং কোনও বিশ্বস্ত লোকের হাতে গচ্ছিত রাখা হবে। আর সে যদি দাবী স্বীকার করে থাকে, তবে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ তার হাতেই রেখে দেওয়া হবে।

অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ দখলদারের হাতে রেখে দেওয়ার পর যখন সে ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তখন তাকে কি পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করতে হবে ? ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'দাওয়া' অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তাকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যেমন কিসাসের মাসআলায় তাঁর মত এমনই। আবার কেউ বলেন, তাকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশের আদেশ দেওয়া হবে না। তাদের মতে এ মাসআলায় ইমামত্রয়ের মধ্যে মতভেদ নেই এবং এটাই সঠিক।

কেউ বলেন, 'পাওনার' ব্যাপারে উত্তরাধিকারের দাবী সংক্রান্ত মাসআলাটিতেও কিসাসের মাসআলার মত মতভেদের অবকাশ আছে।

'আল-আকযিয়া'-এর লেখক মাসআলাটি কোনও রকম মতভেদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সেটা সহীহ্ নয়। এ জাতীয় মাসআলার মধ্যে হিবা (দান)-এর মাসআলাওটি একটি নিম্নে তার রূপ তুলে ধরা হল–

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী করল যে, সে তাকে এবং অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তিকে একটা বস্তু হিবা (দান) করেছে এবং তাদের হাতে তা সমর্পণও করেছে। হিবাকৃত বস্তুটি যদি 'ভাগযোগ্য' না হয়, তবে তার দাবী শুদ্ধ হবে এবং উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষেও তার প্রমাণ গৃহীত হবে, যেমন ক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

হিবাকৃত মাল যদি ভাগ করার উপযুক্ত হয়, যেমন সেটি হয়ত একটি বাড়ি, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার দাবী শুদ্ধ হবে না। কেননা, তাঁর মতে দুই ব্যক্তিকে বাড়ি হিবা করা বৈধ নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দুই ব্যক্তিকে বাড়ি হিবা করা বৈধ। সুতরাং তাদের মতে এ দাবী সঠিক হবে।

এ জাতীয় আরেকটি মাসআলা বন্ধকের ক্ষেত্রেও আছে, যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, এই ব্যক্তির দখলিভুক্ত বাড়িটি আমি ও অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি এর কাছে আমাদের যে পাওনা রয়েছে তার বিনিময়ে বন্ধক

pdf By Syed Mostafa Sakib

রেখেছিলাম, তারপর সে এটি জবরদখল করেছে। সে তার এ দাবী সম্পর্কে প্রমাণও পেশ করল। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার এ প্রমাণ গৃহীত হবে না। কেননা, তার মতে উপস্থিত ব্যক্তির অংশ সম্পর্কেই প্রমাণ গৃহীত হয়ে থাকে, অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ সম্পর্কে নয়। কিন্তু এস্থলে সেটা সম্ভব নয়। কেননা, উপস্থিত ব্যক্তির অংশে প্রমাণ গ্রহণ করা হলে মালের অবিভাজিত অংশ বন্ধক রাখা হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এরূপ বন্ধক রাখা হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এরূপ বন্ধক জাইয নয়। যে বস্তু ভাগ করা যায় আর যা ভাগ করা যায় না, এ ক্ষেত্রে উভয়ের বিধান একই।

এ জাতীয় আরেকটি মাসআলায় ওসীয়তের অধ্যায়েও আছে, যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

এক ব্যক্তি মারা গেল। সে একটি ওসীয়তনামা রেখে গেল, যাতে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য কয়েকটি ওয়সিয়ত করা আছে। ওসীয়তপ্রাপ্তদের একজন এসে কোনও এক ওয়ারিসকে আদালতে হাযির করল এবং ওসীয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে কেবল উপস্থিত ব্যক্তির অংশ সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে, অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অংশ সম্পর্কে নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে সমস্ত ওসীয়ত সম্পর্কেই ফায়সালা প্রদান করা হবে। কাজেই অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসলে তাকে আবার নতুন করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে না।

'আল-আকযিয়া' গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যদি লিখিত প্রমাণপত্রের মাধ্যমে দুই ব্যক্তির কাছে পাওনা দাবী করে, যাদের এক ব্যক্তি উপস্থিত ও অপর ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে আর উপস্থিত ব্যক্তি সে দাবী প্রত্যাখ্যান করে, ফলে বাদী তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষী পেশ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কাযী উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়কে সে পাওনা পরিশোধ করতে হবে বলে রায় দেবে।

ইমাম আবূ বাকর রাযী (র) বলেন, উপরিউক্ত জবাব ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা, তার মতে এ জাতীয় মাসাইলে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে বিবাদী হতে পারে না।

গ্রন্থকার বলেন, 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আমি দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, আলোচ্য ক্ষেত্রে রায় দেবে যে, উপস্থিত ব্যক্তিকে সে পাওনার অর্ধেক মেটাতে হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের সম্পর্কেই কাযী রায় দেবে যে, তাদেরকে বাদীর পরিপূর্ণ পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ সব মাসআলা তাঁর 'আল-মাবসূত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এবং তার সবগুলোতেই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত একই রকম উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ রায় উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে হোক বা বিপক্ষে তা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে (অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য তা প্রযোজ্য হবে না)।

'আল-আকযিয়া'-এর গ্রন্থকার এসব মাসআলায় লিখেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে প্রদত্ত রায় তারই মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কোনও কোনও

মাসআলায় লিখেছেন, কাযীর রায় অনুপস্থিত ব্যক্তির উপরও বর্তাবে। তিনি কখনও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের অনুরূপ বলেছেন। আবার কখনও তাঁর মতকে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিপরীত হিসেবে দেখিয়েছেন। কখনও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতকে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের অনুরূপ বলেছেন। আবার কখনও দেখিয়েছেন যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিপরীতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতকে সমর্থন করেছেন।

সুতরাং সবগুলো মাসআলাতেই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত সম্পর্কে দুরকম বর্ণনা পাওয়া গেল। এমনিভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) প্রত্যেকের মত সম্পর্কেই বর্ণনা দুরকম হয়ে গেল কি কারণে, এ বিভিন্নতা তা স্পষ্ট নয়।

এক ব্যক্তি দুজনের কাছে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে একটি গোলাম বিক্রি করল যে, তাদের দুইজনের প্রত্যেকেই অপরজনের জামিন। তারপর বিক্রেতা তাদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাত করল এবং এই মর্মে তার সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তার ও অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে সে এক হাজার দিরহাম পাবে আর তাদের দুজন পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একে অপরের জামিন হয়েছে, এ ক্ষেত্রে ফায়সালা দেওয়া হবে যে, উপস্থিত ব্যক্তি তাকে এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করবে। তারপর যখন অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসবে, তখন সে তার থেকে পাঁচশ' দিরহামই গ্রহণ করতে পারবে, যেটা তার কাছে আসল পাওনা (জামিন হিসেবে প্রাপ্য পাঁচশ' দিরহাম নয়)। অর্থাৎ বিক্রেতা উপস্থিত ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করার আগেই যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসে তবে বিক্রেতা তার কাছ থেকে সেই পাঁচশ' দিরহামই গ্রহণ করতে পারবে যেটা তার মূল দেনা। কেননা, জামিন সম্পর্কে যে রায় দেওয়া হয়, সেটা মক্কেলের উপরও বর্তায়, পক্ষান্তরে মক্কেলের উপর প্রদত্ত রায় জামিনের উপর বর্তায় না (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ কারো কাছে কারো এক হাজার পাওনা আছে এবং তার আদেশে অপর এক ব্যক্তি তার জামিন হয়েছে। তারপর পাওনাদার জামিনের আগে আসল দেনাদারের সঙ্গে সাক্ষাত করল এবং এই মর্মে তার সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তোমার কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং অমুক ব্যক্তি তোমার পক্ষ হতে তোমার আদেশক্রমে জামিন হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, তাকে সে এক হাজার পরিশোধ করতে হবে আর এ রায় জামিনের উপর প্রযোজ্য হবে না। কাজেই জামিনের সঙ্গে সাক্ষাত করে তার কাছে কিছুই দাবী করতে পারবে না যাবত না তার সম্মুখে আবার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে (আল-মুলতাকাত)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি প্রথমেই জামিনের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং দাবী করে যে, অমুকের কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে আর তুমি তার আদেশক্রমে তার পক্ষে জামিন হয়েছিলে, সেই সঙ্গে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে জামিন ও অনুপস্থিত উভয়ের কাছেই তার পাওনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং জামিন মূল দেনাদারের পক্ষ থেকে বিবাদী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মূল দেনাদার ব্যক্তি জামিনের পক্ষে বিবাদী গণ্য হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৬. মাসআলা ঃ কেউ কারও সামনে দাবী করল যে, তুমি ও অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি অমুকের পক্ষ থেকে আমার জন্য জামিন হয়েছিলে আর তোমরা দুজনও একে অন্যের জামিন, আর সে তার এ দাবীর সপক্ষে প্রমাণও পেশ করল এবং সে অনুযায়ী রায় দেওয়া হল যে, বাদীকে তার এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। তারপর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসে (এবং এর ভেতর সে উপস্থিত ব্যক্তির থেকে কিছুই গ্রহণ না করে), তবে তার নিকট সে পূর্ণ এক হাজার দাবী করতে পারবে। কেননা, উপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে যখন রায় দেওয়া হল যে, তাকে এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে, তখন এ রায়ও হয়ে গেল যে, সে দেনাদার ব্যক্তির পক্ষে জামিন হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে অপর জামিনের পক্ষেও। এ কারণেই তো দেখা যায় যে, তাকে যদি উভয়ের প্রত্যেকের পক্ষে জামিন ধরা হত আর সে পূর্ণ দেনা পরিশোধ করে দিত, তবে মূল দেনাদার থেকে সে তা উসুল করতে পারত না।

বিশ্‌র ইব্‌নুল ওয়ালীদ (র)-এর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি দাবী করল, সে কয়েকজনের নিকট থেকে একটি বাড়ি কিনেছে। বাড়িটি এখনও তাদের দখলেই আছে। তাদের মধ্যে কতক উপস্থিত আছে এবং কতক অনুপস্থিত। উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশের কথা স্বীকার করলেও বিক্রির কথা অস্বীকার করছে। এমতাবস্থায় বাদী যদি তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কাযী কেবল উপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কেই রায় দেবে, অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতেও তাই। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ স্বীকার করে। পক্ষান্তরে সে যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ অস্বীকার করে, তবে কাযী সমস্ত বাড়িটির ব্যাপারেই বাদীর পক্ষে রায় দেবে।

যদি দুই ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী করে যে, তারা একটি বাড়ি হিবা (দান) বা সাদাকা করেছে কিংবা বন্ধক রেখেছে আর তাদের একজন উপস্থিত ও অপরজন অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাড়িটি উপস্থিত ব্যক্তির দখলেই থাকে, সেই সঙ্গে বাদী হিবার সাথে কবজা বা সাদকার সাথে কবজা এবং বন্ধকের সাথে কবজা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বন্ধকের ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। কেননা, তার মতে রায় কেবল উপস্থিত ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আর অবিভাজিত অংশের বন্ধক জাইয নয়।

হিবার ক্ষেত্রে হুকুম এই যে, যদি এমন বস্তু হিবা করা হয়ে থাকে, যা ভাগ করা সম্ভব নয়, তবে উপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে নয়। কেননা, এ স্থলে উপস্থিত ব্যক্তির অংশ সম্বন্ধে রায় দেওয়া সম্ভব, যেহেতু অবিভাজিত হওয়াটা হিবা বৈধ হওয়ার জন্য কোন বাধা নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী বন্ধকের ক্ষেত্রে কাযী বাদীর প্রমাণ আদৌ গ্রহণ করবে না। আর হিবা এ সাদকার ক্ষেত্রে কাযী উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের সম্বন্ধেই রায় দিয়ে দেবে যদি এমন বস্তু হিবা ও সাদকা করা হয়ে থাকে যা বিভাজন করা যায় না। সুতরাং অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসলে বাদীকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করতে হবে না। পূর্বেকার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই তার ব্যাপারে রায় হয়ে যাবে।

বিভাজন সম্ভব এমন বস্তু হিবা বা সাদকা করা হলে সে ক্ষেত্রে কাযী গোটা বস্তুটির সম্বন্ধেই রায় দিয়ে দেবে, তবে সে রায় উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এখনই কার্যকর হবে এবং অপরজনের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে সে ফিরে আসার পর, ফিরে না আসা পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে ইব্‌ন সামাআ (র) বর্ণনা করেন, কেউ যদি কারও কাছে কোন পাওনা দাবী করে এবং তার পেশকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কাযী রায় দেয় যে, বিবাদীকে তা পরিশোধ করতে হবে, তারপর বিবাদী নিরুদ্দেশ হয়ে যায় বা তার মৃত্যু ঘটে এবং শহরের বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে তার মালামাল থাকে, যারা স্বীকার করে যে, সে মাল মৃত ব্যক্তিরই, তবে আমি সে মাল থেকে কিছুই বাদীর হাতে সমর্পণ করতে বলব না, যতক্ষণ নিরুদ্দিষ্ট বিবাদী ফিরে আসে কিংবা মৃত হলে যতক্ষণ না তার ওয়ারিসগণ উপস্থিত হয়, কেননা কাযীর নিয়োগই হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ বাদীকে দিয়ে দিলে সেটা তার পক্ষ থেকে তার কল্যাণ সাধন হল না। কেননা, এটা তো হতেই পারে যে, সে ব্যক্তি বা তার ওয়ারিস বাদীর পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে। কাজেই তাদের উপস্থিতির অপেক্ষা করতে হবে (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, বিবাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, কিন্তু কাযী কর্তৃক রায় ঘোষণার আগে যদি সে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যায় বা তার মৃত্যু ঘটে, তবে এখন আর তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া যাবে না, যদিও গোপনে ও প্রকাশ্যে সাক্ষীদের বিশ্বস্ত প্রত্যায়িত হয়ে থাকে, বরং অপেক্ষা করতে হবে কখন সে বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত হয়, যদি সে নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে কিংবা তার ওয়ারিস উপস্থিত হয়, যদি তার মৃত্যু হয়ে থাকে। এদের যে কোনও একজন উপস্থিত হলে কাযী পূর্বেকার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করবে। রায় ঘোষণার জন্য পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করতে হবে না।

বিবাদী যদি বাদীর দাবী স্বীকার করত এবং তারপর গাইব হয়ে যেত, তবে কাযী তার অনুপস্থিতিতেই তার স্বীকারোক্তি ভিত্তিতে রায় দিয়ে দিত। রায় দেওয়ার পর তাকে লক্ষ্য করতে হবে সে মাল কোনও সুনির্দিষ্ট বস্তু কিনা। যদি সুনির্দিষ্ট বস্তু (عين) হয়, তবে সেটা যার হাতে আছে, সে যদি স্বীকার করে এটা বিবাদীর মাল, তবে কাযী বাদীর হাতে তাকে তা সমর্পণের আদেশ দেবে। আর সেটা যদি সুনির্দিষ্ট মাল না হয়ে দেনা (دين) হয়ে থাকে এবং তার সমজাতীয় মাল পাওয়া যায়, তবে বাদীকে তাই গ্রহণ করতে পারবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম মুহাম্মাদ (র)ও একই মত পোষণ করেন। আবূ ইউসুফ (র) বলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও স্বীকারোক্তি উভয় অবস্থায়ই অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত কাযী রায় ঘোষণা করবে না। ইব্‌ন সামাআ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত এরূপই উল্লেখ করছেন। কিন্তু তাঁর থেকে যে মত সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে এবং অধিকাংশ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, তার এর বিপরীত। যে সব বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র) প্রথম দিকে বলতেন, সাক্ষ্য-প্রমাণের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত কাযী রায় ঘোষণা করবে না এবং স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে ঘোষণা করবে। অবশেষে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) যখন কাযী নিযুক্ত হলেন তখন তিনি মত পরিবর্তন করে বললেন উভয় ক্ষেত্রেই কাযী বিবাদীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুপস্থিত অবস্থায়ই রায় ঘোষণা করবে এবং মানুষের মালামাল হিফাজত ও হকসমূহ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমি এ মতকেই উত্তম মনে করি (আয-যাখীরা)।

২৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আয-যিয়াদাত' গ্রন্থে বলেন, আবদুল্লাহ্ নামক এক ব্যক্তির একটি বাঁদী আছে। ইবরাহীম নামক এক ব্যক্তি মুহাম্মদ নামক একজনকে বলল, হে মুহাম্মদ! আবদুল্লাহ্র হাতে যে বাঁদীটি আছে, সেটি আমার ছিল। আমি সেটি তোমার কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছিলাম এবং তোমাকে হস্তান্তরও করেছিলাম, কিন্তু আবদুল্লাহ্ তোমার কাছ থেকে তাকে জবরদখল করেছে। মুহাম্মদও তার এ সব কথা স্বীকার করল, কিন্তু আবদুল্লাহ্ তা প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল, এটি আমারই বাঁদী। এ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্র কথাই গ্রহণযোগ্য। সেই সঙ্গে রায় দেওয়া হবে যে, মুহাম্মাদের কাছে ইবরাহীম এক হাজার দিরহাম পাবে। কেননা, তারা বিক্রি ও হস্তান্তরের ব্যাপারটা স্বীকার করেছে আর তাদের নিজেদের সম্বন্ধে তাদের স্বীকারোক্তি প্রমাণ বৈ কি!

মুহাম্মাদের নিকট থেকে ইবরাহীম বাঁদীটির মূল্য হস্তগত করার পর যদি কেউ সে বাঁদ তে স্বীয় মালিকানার প্রমাণ দিয়ে আবদুল্লাহ্র হাত থেকে সেটি নিয়ে যায়, আর সে মতে মুহাম্মদ এই বলে ইবরাহীমের কাছে মূল্য ফেরত চায় যে, আমি তোমার নিকট থেকে যে বাঁদীটি কিনেছিলাম, তাতে তো অন্যের মালিকানা প্রমাণিত হয়েছে, তবে তার সে কথায় কর্ণপাত করা হবে না। কেননা, অন্য ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে যে রায় দেওয়া হয়েছে সেটা আবদুল্লাহ্র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মুহাম্মাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, 'সাধারণ মালিকানা' অর্থাৎ যে মালিকানা সূত্র অনুল্লেখিত থাকে, সে সম্পর্কে দখলদারের বিপরীতে রায় দেওয়া হয়, তবে সে রায় দখলদার এবং সে যার থেকে মালিকানা লাভ করেছিল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সে রায় অপরাপর লোকের উপর বর্তাবে না।

আলোচ্য মাসআলায় দখলিকার ব্যক্তি অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদের নিকট থেকে মালিকানা লাভের দাবী করছে না। কাজেই আবদুল্লাহ্র বিপরীতে যে রায় দেওয়া হয়েছে, তাদ্বারা মুহাম্মাদের বিপরীতে রায় হয়ে যায় নি আর মুহাম্মাদের বিপরীতে যতক্ষণ রায় না হবে, ততক্ষণ সে ইবরাহীমের নিকট থেকে মূল্য ফেরত পাবে না।

এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদের বিপরীতে যে রায় হয় নি তার প্রমাণ এই যে, মুহাম্মদ যদি হকদার ব্যক্তি (যে আবদুল্লাহ্র নিকট থেকে বাঁদীটি হস্তগত করেছে)-এর সামনে প্রমাণ দেখাতে পারে যে, বাঁদীটি তাঁর এবং সে এটি ইবরাহীমের নিকট থেকে ক্রয় করেছে আর ইবরাহীম এর মালিক ছিল, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে। অথচ তার বিপরীতে রায় হয়ে থাকলে তার এ প্রমাণ গৃহীত হত না।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি বাঁদীটিতে স্বীয় মালিকানার প্রমাণ দিয়ে আবদুল্লাহ্র কাছ থেকে নিয়ে গেল সে যদি জন্ম সূত্রে তার হকদার হত, অর্থাৎ সে এই মর্মে প্রমাণ পেশ করত যে, তার মালিকানায় এটির জন্ম হয়েছিল এবং সে মতে কাযী রায় দিত যে বাঁদীটি তারই, তবে তখনও

মুহাম্মদ ইবরাহীমের কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারত না, যদিও হকদার ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ হয়ে গেছে যে, ইবরাহীম অন্যের বাঁদী বিক্রি করেছে। কেননা, বাঁদীটির হকদার যে দাবীদার ব্যক্তি এ সম্পর্কিত রায় আবদুল্লাহ্র মধ্যেই সীমাবদ্ধ এর দ্বারা মুহাম্মাদের ব্যাপারে রায় হয়ে যায় নি।

উল্লিখিত মাসআলাটির ব্যাখ্যা এই যে, হকদার ব্যক্তি যে জন্ম সূত্রে বাঁদীটির মালিক হয়েছিল তা বলার কোন দরকার ছিল না। কেননা, তার হক এ ছাড়াই নিষ্পন্ন হয়ে গেছে। তাই তো সে যদি সূত্রের উল্লেখ ছাড়াই মালিকানা সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করত, তবুও তা গৃহীত হত। কাজেই 'জন্ম' সূত্রে মালিকানার দাবী করলেও সে দাবী নিরর্থক হয়ে যায়। বাকি থাকে কেবল সাধারণভাবে মালিকানার দাবী। আর সাধারণভাবে মালিকানার দাবী করলে সে ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্র বিপক্ষে রায় হওয়ার দ্বারা মুহাম্মাদের বিপক্ষেও রায় হয়ে যায় না। আলোচ্য ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সে রকমই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তাই তো লক্ষ্য করা যায় যে, হকদার ব্যক্তির বিপরীতে মুহাম্মদ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করত যে, বাঁদীটি তারই এবং পূর্বে এর মালিক ছিল ইবরাহীম। তার কাছ থেকে সে এটি এত দামে কিনে এনেছে, তবে বাঁদীটি মুহাম্মাদের বলেই রায় দেয়া হতো। যদি আবদুল্লাহ্র বিপরীতে রায় দেওয়ার দ্বারা মুহাম্মাদের বিপরীতেও রায় হয়ে যেত, তবে তো তার এ প্রমাণ গৃহীত হত না।

হকদার ব্যক্তি যদি পুনরায় মুহাম্মাদের বিপরীতে প্রমাণ পেশ করে যে, সেটি তারই বাঁদী এবং তারই মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে, তবে তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদের প্রমাণের উপর হকদারের প্রমাণকে অগ্রধিকার দেওয়া হবে। কেননা, সাধারণ মালিকানা সম্পর্কিত প্রমাণ জন্ম সূত্রের মালিকানা সম্পর্কিত প্রমাণের সমতুল্য হতে পারে না, যেহেতু জন্ম সূত্রে মালিকানা সম্পর্কিত প্রমাণ দ্বারা অতিরিক্ত বিষয় সাব্যস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইবরাহীমের কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদের বিপক্ষে রায় হয়ে গেছে।

যদি বাঁদীর মাঝে কারও হক প্রমাণিত না হয়, বরং বাঁদী নিজেই প্রমাণ পেশ করে যে, সে জন্মগতভাবেই স্বাধীন এবং কাযী তাকে জন্মগত স্বাধীন বলে রায় দেয়, তবে মুহাম্মদ ইবরাহীমের কাছে মূল্য ফেরত পাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদের বিপরীতে রায় হয়ে গেছে। স্বাধীনতা ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে রায় দেওয়া হয়, সে রায় অপরাপর সমস্ত মানুষের উপরই বর্তায়। কেননা, স্বাধীনতার সাথে এমন সব বিধি-বিধান সম্পৃক্ত, যার আওতায় অপরাপর সমস্ত মানুষ এসে যায়, যেমন, সাক্ষ্য দান, বিচারকের পদ, অভিভাবকত্ব ইত্যাদির উপযুক্ত হওয়া। কাজেই যার দখলে বাঁদীটি আছে সে এ ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষের পক্ষে বিবাদী সাব্যস্ত হবে (সুতরাং তার বিরুদ্ধে যে রায় হবে তা সকলেরই বিরুদ্ধে হবে)। পক্ষান্তরে সাধারণ মালিকানার সঙ্গে এমন কোনও বিধান সম্পৃক্ত নয়। যার আওতায় সমস্ত মানুষ পড়ে যায়। কাজেই সে ক্ষেত্রে দখলিকার ব্যক্তি অপরাপর মানুষের পক্ষে বিবাদী সাব্যস্ত হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনিভাবে বাঁদীটি যদি প্রমাণ পেশ করে যে, সে আবদুল্লাহ্‌র বাঁদী ছিল বটে, কিন্তু সে তাকে আযাদ করে দিয়েছে এবং কাযীও অনুরূপ রায় দিয়ে দেয়, তবে মুহাম্মদ ইবরাহীমের কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে। এ রায় এবং জন্মগতভাবে স্বাধীন হওয়া সংক্রান্ত রায় একই রকম (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি রায় দেওয়া হয় যে, দখলদারের হাতের জমিটিই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি, তবে সে রায় কি অপরাপর সকলের উপরও বর্তাবে?

শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) ও রুকনুল ইসলাম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, সে রায় অপরাপর সমস্ত মানুষের উপরই বর্তাবে। সুতরাং কেউ যদি দাবী করে এটা তার নিজস্ব সম্পত্তি তবে তার দাবীতে কর্ণপাত করা হবে না। তারা একে জন্মগত স্বাধীনতা পক্ষে প্রদত্ত রায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

আবুল লায়ছ (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, সে রায় অপরাপর মানুষের উপর বর্তাবে না। কাজেই এ রায়ের পর কেউ যদি দাবী করে সেটা তার মালিকানাধীন সম্পত্তি এবং সে মালিকানার সূত্র উল্লেখ না করে, তবে তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি এ রায়কে সাধারণ মালিকানা সংক্রান্ত রায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সাদরুশ-শাহীদ (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন (আল-মুলতাকাত)।

৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলিভুক্ত একটি বাড়ি সম্পর্কে অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, তার পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং তিনি তার ও তার ভাইয়ের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ এ বাড়িটি রেখে গেছেন, কিন্তু তার ভাই তার দাবী অস্বীকার করে এবং তার কথা হচ্ছে যে, এ বাড়িতে তার কোন হিস্যা নেই। কিন্তু বাদী তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করল এবং সে মতে বাড়ির অর্ধেক তার প্রাপ্য বলে রায় দেওয়া হল। এখন যদি তার ভাই তার কথা প্রত্যাহার করে নেয় এবং তার দাবী সমর্থন করে, তবু সে কিছু পাবে না।

যদি এর পর মৃতের কোন পাওনাদার এসে উপস্থিত হয় এবং ওয়ারিসের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা মৃতের কাছে পাওনা প্রতিষ্ঠিত করতঃ কাযীকে অনুরোধ জানায়, যেন বাড়িটি মৃত্যের বলে রায় ঘোষণা করে, তবে কাযী নতুন করে আবার রায় ঘোষণা করবে এবং পূর্বের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা দেবে যে, গোটা বাড়িই মৃত ব্যক্তির। তারপর বাড়িটি বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা পাওনাদারের পাওনা মেটানো হবে। যা বেঁচে থাকবে তার অর্ধেক দেওয়া হবে দাবীদার পুত্রকে এবং অর্ধেক দেওয়া হবে সেই ব্যক্তিকে, যার দখলে বাড়িটি ছিল। অস্বীকারকারী পুত্রকে কিছুই দেওয়া হবে না (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ 'আল-জামিউস সাগীর'-এর 'শাহাদত' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কেউ যদি সুনির্দিষ্ট কোনও মালের মালিকানা দাবী করে, তবে সে মালটি যে ওয়ারিসের হাতে আছে, কেবল তাকেই সে ব্যাপারে মৃতের পক্ষ হতে দাবীদারের প্রতিপক্ষ (বিবাদী) বানানো হবে। যে মাল তার দখলে নেই সে ব্যাপারে তাকে বিবাদী বানানো যাবে না। সুতরাং কেউ যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে সুনির্দিষ্ট কোনও মালের হক দাবী করে এবং

এমন এক ওয়ারিসকে উপস্থিত করে, যার দখলে সে মাল নেই, তবে তার বিরুদ্ধে ও বাদীর দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

হাঁ দাবীকৃত মাল যদি অনির্দিষ্ট হয়, তবে সে ব্যাপারে যে কোনও ওয়ারিসই মৃত ব্যক্তির পক্ষে বিবাদী হতে পারবে, যদিও পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোনও হিস্যা তার হস্তগত না হয়।

কেউ যদি কারও সামনে দাবী করে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে আমার প্রাপ্য এক হাজার দিরহামের ব্যাপারে তার পক্ষে জামিন হয়েছিল আর সে ব্যক্তি জামিন হওয়ার কথা অস্বীকার করে এবং এ অবস্থায় বাদী তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে, তবে কাযী রায় দেবে যে, জামিনকে সে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। বিষয়টা সুস্পষ্ট। কাজেই এরপর যদি মূল দেনাদার উপস্থিত হয় এবং বাদীর দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবুও পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা ছাড়াই সে তার কাছ থেকে সে অর্থ আদায় করে নিতে পারবে।

জামিন বাদীকে সে অর্থ পরিশোধ করার আগেই যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসে, তবে বাদীর ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে জামিনের কাছে তার পাওনা চাইবে অথবা ইচ্ছা করলে আসল দেনাদারের কাছে চাইবে।

জামিন যখনই তা পরিশোধ করলে সে তা আসল দেনাদার থেকে উসুল করে নিতে পারবে এবং এ জন্য তার পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে না।

দেনাদারের এ অধিকার নেই যে, সে জামিনের বিরুদ্ধে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করবে যে, সে তাকে জামিন নিযুক্ত করে নি বা জামিন হওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করে নি। কেননা, এর বিপরীতে তার সম্পর্কে রায় হয়ে যাওয়ার কারণে জামিন সংক্রান্ত তার অস্বীকৃতি বাতিল হয়ে গেছে।

বাদী যদি কেবলই এক হাজার দিরহাম সম্পর্কে বিবাদী কর্তৃক জামিন হওয়া সম্পর্কে দাবী করে এবং দেনাদারের আদেশে জামিন হয়েছে এ কথা না বলে, আর এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, যার ভিত্তিতে কাযী রায় দিয়ে দেয় যে, জামিনকে সে অর্থ পরিশোধ করতে হবে, তবে সে রায় অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর বর্তাবে না। সুতরাং সে ব্যক্তি ফিরে আসলে তার কাছে কেউ কিছু দাবী করতে পারবে না যাবত তার সম্মুখে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে।

উপরিউক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে, যখন পাওনাদার ও জামিনের মধ্যে মামলা হয় এবং পাওনাদারের দাবীতে তার প্রতিপক্ষ কী পরিমাণ অর্থের জামিন হয়েছিল তার ব্যাখ্যা থাকে।

পক্ষান্তরে যখন পাওনাদার ও জামিনের মধ্যে মামলা হয়, কিন্তু প্রতিপক্ষ কী পরিমাণ অর্থের জামিন হয়েছিল পাওনাদারের দাবীতে সেটা অস্পষ্ট থাকে, যেমন বলল, অমুক ব্যক্তির কাছে আমার যা কিছু প্রাপ্য তুমি তার পক্ষে তার জামিন হয়েছিলে, পাওনা নির্দিষ্টও করল না এবং তার পরিমাণও উল্লেখ করল না, বরং তা অস্পষ্ট রাখল ও সাধারণভাবে জামিন হওয়ার কথা বলল, এখন জামিন যদি তা অস্বীকার করে এবং পাওনাদার প্রমাণ পেশ করে যে, এই ব্যক্তি জামিন হওয়ার আগে তার কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা ছিল, তবে তার সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রমাণ গৃহীত হবে এবং জামিনকে সে অর্থ পরিশোধ করতে হবে বলে রায় দেওয়া হবে। আর এ রায় অনুপস্থিত দেনাদারের উপরও বর্তাবে। কাজেই সে যখন উপস্থিত হবে, তখন পাওনাদার তার কাছে সে অর্থ দাবী করতে পারবে, তাতে সে তার আদেশক্রমে জামিন হওয়ার দাবী করুক বা বিনা আদেশে। বাকি যদি আদেশক্রমে জামিন হওয়ার দাবী করে, তবে জামিন যা আদায় করবে তা মূল দেনাদার থেকে উসুল করতে পারবে পক্ষান্তরে যদি বিনা আদেশ জামিন হয়েছিল বলে দাবী করে, তবে জামিন যা পরিশোধ করবে তা দেনাদারের কাছে চাইতে পারবে না, এ পার্থক্য কেবল দেনাদারের কাছ থেকে উসুল করার ব্যাপারে পাওনাদারকে যে তার প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করতে হবে, সে ব্যাপারে আদেশ থাকা না থাকার দাবীর কারণে কোনও পার্থক্য হবে না। উভয় অবস্থায় হুকুম একই।

কাফালা (জামিন হওয়া)-এর ক্ষেত্রে যে সব বিধান বর্ণিত হল, হাওয়ালার ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য।

উপরের মাসআলাসমূহ সেই অবস্থার, যখন মামলা হয় পাওনাদার ও জামিনের মধ্যে এবং দেনাদার অনুপস্থিত থাকে।

যদি মামলা হয় জামিন ও দেনাদারের মধ্যে এবং পাওনাদার অনুপস্থিত থাকে, যেমন এক ব্যক্তি দাবী করল যে, আমি তোমার পক্ষ থেকে অমুকের জন্য এত দিরহামের জামিন হয়েছিলাম এবং তোমার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দিয়েছি, সুতরাং এখন আমি সে অর্থ তোমার কাছে চাচ্ছি, কিন্তু দেনাদার তার এসব দাবী অস্বীকার করল অথবা সে স্বীকার করল যে, তার আদেশে সে তার পক্ষ থেকে জামিন হয়েছিল, কিন্তু সে যে তা পরিশোধ করেছে এটা অস্বীকার করল, ফলে বাদী তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করল। তো এরূপ ক্ষেত্রে কাযী রায় দেবে যে, দেনাদারের কাছে সে অর্থ জামিনের প্রাপ্য হয়ে গেছে। সুতরাং তাকে তা পরিশোধ করতে হবে। কেননা, তার দাবী সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর এ রায় অনুপস্থিত পাওনাদের উপরও বর্তাবে। কাজেই সে যদি ফিরে এসে তার পাওনা পরিশোধের কথা অস্বীকার করে, তবে তার সে অস্বীকৃতিতে কর্ণপাত করা হবে না। হাওয়ালার ক্ষেত্রেও মাসআলা একই রকম।

এক ব্যক্তি অপর একজনকে বলল, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে যে মূল্যে বিক্রি করবে বা আমার কাছে তার যা প্রাপ্য হবে কিংবা সে আমাকে যা ঋণ দেবে, আমার পক্ষ হতে তুমি সে ব্যাপারে তার জন্য জামিন হয়ে যাও। সে জামিন হয়ে গেল। তারপর তার মক্কেল কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তারপর পাওনাদার প্রমাণ পেশ করল যে, এই ব্যক্তি তার জামিন হওয়ার পর সে তার কাছে এত দিরহামে মাল বিক্রি করেছে বা তার কাছে তার এই পরিমাণ প্রাপ্য সাব্যস্ত হয়েছে কিংবা সে তাকে এত টাকা ঋণ দিয়েছে, কিন্তু জামিন তার দাবী প্রত্যাখ্যান করল। এ ক্ষেত্রে কাযী রায় দেবে যে, এ পরিমাণ অর্থ পাওনাদারকে জামিনের পরিশোধ করতে হবে। আর এ রায় অনুপস্থিত দেনাদারের উপরও বর্তাবে। সুতরাং সে ফিরে এসে যদি বাদীর দাবী অস্বীকার করে তবে তার সে অস্বীকৃতিতে কর্ণপাত করা হবে না। দাবীকৃত অর্থ পরিশোধে সে বাধ্য থাকবে এবং এজন্য পাওনাদারকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে না।

যদি পাওনাদার কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং দেনাদার উপস্থিত থাকে আর এ অবস্থায় জামিন দেনাদারের সামনে দাবী করে যে, তোমার কাছে তোমার পাওনাদারের এক হাজার দিরহাম পাওনা দাঁড়িয়েছিল আর তুমি যে আমাকে জামিন হতে আদেশ করেছিলে, সে মতে আমি তোমার পক্ষ হতে তাকে তা পরিশোধ করেছি, কিন্তু দেনাদার তার দাবীর অস্বীকার করে, কিংবা দেনার কথা স্বীকার করলেও পরিশোধের কথা অস্বীকার করে, ফলে জামিন সে সম্পর্কে তার সম্মুখে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে কাযী জামিনের পক্ষে রায় দেবে যে, দেনাদারকে তার পরিশোধের সে অর্থ আদায় করতে হবে, যেহেতু তার দেনা সাব্যস্ত হওয়ার পর জামিন কর্তৃক তা পরিশোধ করার ব্যাপারটা বিশ্বস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর এ ফায়সালা পাওনাদারের উপরও বর্তাবে (আয-যাখীরা)।

৩২. মাসআলা ঃ রাশীদুদ্দীন (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, পাওনাদার যদি জামিনের কাছে পাওনা পরিশোধের দাবী জানায় এবং উত্তরে জামিন বলে, দেনাদার নিজেই তো তা আদায় করেছে, কিন্তু দেনাদার উপস্থিত নেই, ফলে জামিন তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে, তবে তা গৃহীত হবে এবং এ অবস্থায় জামিনকে দেনাদারের পক্ষ থেকে বিবাদী সাব্যস্ত করা হবে। কেননা, এ পন্থা ছাড়া পাওনাদারকে ঠেকানোর কোন উপায় নেই। সুতরাং সে বিবাদী হিসেবে দাঁড়াবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৩. মাসআলা ঃ হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, একদল লোকের দখলে একটি খাল আছে। তাদের মধ্যে কতক আছে উপস্থিত, কতক অনুপস্থিত এবং কতক নাবালব ও কতক সাবালক। এক ব্যক্তি তাদের মধ্যকার একজনকে হাযির করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এরা আমার জমি জবরদখল করে তাতে খাল কেটেছে। এরা লোক সংখ্যায় প্রচুর, সকলকে হাযির করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে ফায়সালা হবে কিভাবে ? তিনি বললেন, আমি তাদের পক্ষে একজন উকীল (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করব এবং উকীলের সামনে বাদীর পক্ষে রায় ঘোষণা করব (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে একশ' দীনারের বিনিময়ে একটি গোলামের অর্ধেক বিক্রি করল। তারপর বিক্রেতা কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এ অবস্থায় তৃতীয় এক ব্যক্তি এসে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করে যে, গোলামটির অর্ধেক তার, তবে ক্রেতার সঙ্গে তার কোন মুকাদ্দমা চলবে না, যদি ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে। কেননা, জগতের যে কোনও বিক্রেতা কোন কিছু বিক্রি করলে সে বিক্রি তার নিজস্ব মালেই হবে, শরীকের মালে নয়। দাবীদার ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, সে বিক্রেতার শরীক। যে অংশের ব্যাপারে রায় দেয়া হবে সেটা ক্রেতার কাছে আমানত আর এই আমানতী অংশের ভেতরই দাবীদার ব্যক্তির হক। আমানত গ্রহীতা কখনও দাবীদারের বিপরীতে মামলার বিবাদী হয় না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বত্রিশতম পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ

১. মাসআলা ঃ যদি উপর তলা একজনের এবং নিচ তলা অপরজনের হয়, তবে উপর তলাওয়ালার অনুমতি ছাড়া নিচতলা ওয়ালা দেওয়ালে কোন পেরেখ গাঁথতে পারবে না কিংবা কোন জানালা বানাতে পারবে না। উপরতলা ওয়ালাও নিচের তলা-ওয়ালার অনুমতি ছাড়া পারবে না নতুন কোনও ঘর বানাতে কোনও কড়িকাঠ সংযোজন করতে কিংবা পায়খানা বানাতে এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র) বলেন, তাদের প্রত্যেকেই তার তলায় এমন সব কিছুই করতে পারবে, যাদ্বারা অপর তলার কোনও ক্ষতি না হয়। কেউ বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র) ক্ষতিকর কাজই করতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে ক্ষতিকর না হলে সাহেবাইনের মত তার মতেও নিষিদ্ধ নয়।

সুতরাং যে সব কাছে কোনও রকমের ক্ষতি না হয়। তাব বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তিনও ইমাম একমত। কেননা প্রত্যেক কাজ তার আপন মালিকানার ভেতরই হয়েছে। কাজেই নিষেধাজ্ঞার কারণ কেবল অপরজনের ক্ষতি হওয়া (যে কাজে তার ক্ষতি নেই বা বৈধ হবে)।

কেউ বলেছেন শিষ্যদ্বয় যা বলেছেন সেটা ইমাম সাহেব (র)-এর মতের ব্যাখ্যা নয়। বরং তাদের মতে বৈধতা-ই আসল। যেহেতু যা-কিছু করা হয়, তা আপন মালিকানাতেই করা হয়। আর মালিকানার দাবী হচ্ছে যে, মালিকানাধীন বস্তুটি স্বাধীনভাবে ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। যতক্ষণ না অপরের ক্ষতি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও রকমের বাধা দেওয়া যাবে না। কাজেই যে সব কাজে কোনও ক্ষতি নেই তিনও ইমামের মতে তা নিষিদ্ধ হবে না।

মতভেদের ফল দেখা যাবে সেই ক্ষেত্রে যখন কোনও কাজ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয় যে, সেটা ক্ষতিকর কিনা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে কাজে বাধা দেওয়া যাবে না। কেননা বৈধতা হচ্ছে নিশ্চিত আর সন্দেহ দ্বারা নিশ্চিত বিষয় লোপ পায় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আসল হচ্ছে অবৈধতা। কেননা কাজটি এমন এক স্থানে হয়, যার সাথে অন্যের অর্থাৎ উপর তলাওয়ালার ন্যায্য অধিকার সম্পৃক্ত। যেহেতু নিচ তলার উপর উপর তলার স্থিতি নির্ভরশীল। এ কারণেই সকলেরই মতে নিচ তলা ভাঙ্গতে চাইলে বাধা দেওয়া হবে। আর মালের ভেতর অন্যের অধিকার সম্পৃক্ত থাকলে সে মালে মালিকের স্বাধীন হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন বন্ধকী মাল বা ইজারার সম্পত্তিতে বন্ধক গ্রহীতা ও ইজারাদারের হক সম্পৃক্ত থাকার কারণে মালিকের জন্য তা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা নিষেধ। তার মতে বৈধতা কেবল সেই ক্ষেত্রে, যখন উপরতলা ওয়ালার সম্মতি থাকে আর তার সম্মতি থাকবে এমন সব কাজে, যাতে উপর তলার ক্ষতি না হয়। এখন ক্ষতি হওয়া না হওয়ার

বিষয়টা যখন সন্দেহযুক্ত, তখন আসল অবৈধতা দূর হবে না। তা ছাড়া উপর তলার ক্ষতি তো কিছু না কিছু হবেই। যেমন ইমারত দুর্বল হয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে পড়া। সুতরাং এ রকম কাজ করতেও নিষেধ করা হবে (আল-ইনায়া)।

২. মাসআলা ঃ ফাতওয়ার জন্য এ মতই গ্রহণযোগ্য যে, যে কাজে ক্ষতি হওয়া না হওয়া সন্দেহযুক্ত থাকে তা করতে পারবে আর যে কাজ ক্ষতিকর বলে জানা থাকে তা করতে পারবে না (আল-বাহরুর রাইক)।

৩. মাসআলা ঃ দীর্ঘ সড়ক থেকে যদি কোন গলি বের হয় আসে এবং তার মাথা খোলা না হয়, তবে প্রথম সড়কের পাশে যারা বাস করে তবে শাখা গলিতে কোন দরজা খুলতে পারবে না। কেননা দরজা খোলার উদ্দেশ্য হয় চলাচল করা। অথচ এ পথে তাদের চলাচলের অধিকার নেই। এ পথ কেবল তাদেরই যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণেই তো এ গলির পথে কোন জমি বিক্রি হলে প্রথম সড়কের পাশে যারা বাস করে তারা তাতে শুফআর অধিকারী হয় না। পক্ষান্তরে গলিটি যদি উন্মুক্ত হত, তখন এটা সাধারণ জনপথ হয়ে যেত এবং সকলেরই এতে চলাচলের অধিকার থাকত। কেউ বলেন, দরজা খোলা নিষেধ নয়, বরং নিষেধ হচ্ছে চলাচল করা। কারণ দরজা খুললে তাতে নিজ প্রাচীর উৎপাটন করা হয়। এটা নিষেধ হবে কেন ? কিন্তু বিশুদ্ধতর মত হচ্ছে যে, দরজা খোলাই নিষেধ। কেননা দরজা খোলার পরে তাকে চলাচলে বাধা দেওয়া যাবে না। সে সর্বক্ষণ পাহারাদারী করবে ?

আন-নিহায়া এর বর্ণনামতে উপরিউক্ত মাসআলার শাখা গলির মত প্রথম সড়কের মাথাও বন্ধ থাকবে। ইমাম তামারতাশী (র) ও ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) এরূপ বলেছেন।

শাখাপথটি যদি বৃত্তাকার হয়, যার দুই প্রান্ত মিলে গেছে তবে প্রথম সড়কের বাসিন্দাগণ এ পথে দরজা খুলতে পারবে। কেননা সকলেরই উভয় পথে চলাচলের অধিকার আছে, যেহেতু মধ্যবর্তী স্থানটি যৌথ চত্বরের মত। এ কারণেই এ গলির কোন জমি বিক্রি হলে প্রথম সড়কের বাসিন্দাগণ তাতে শুফআর অধিকারী হয়।

কেউ যদি কোনও বাড়িতে স্বত্ব দাবী করে এবং আর দখলওয়ালা তা প্রত্যাখান করে, তারপর সে দাবীদারের সঙ্গে কোনও কিছুর বিনিময়ে আপোস করে, তবে তা জাইয। সেই এটা হলে দাবী প্রত্যাখানের পর সমঝোতায় মাসআলা হয়। এ ক্ষেত্রে দাবীতে পরিমাণ অনুল্লেখিত থাকলেও আপোসের পক্ষে সেটা বাধা নয়। কেননা আমাদের মাযহাবের অজ্ঞাত পরিমাণের বদলে জ্ঞাত পরিমাণ দিয়ে আপোস করা বৈধ।

৪. মাসআলা ঃ পণ্যের দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে এক ব্যক্তি দাবী করল যে, দখলদার তাকে বাড়িটি অমুক সময় হিবা (দান) করেছিল। তার কাছে যখন এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ চাওয়া হল, তখন সে বলল, সে হিবা করার কথা পরে অস্বীকার করে এবং আমি তার কাছ থেকে এটি কিনে নেই। এখন যদি সে সাক্ষী পেশ করে এবং সে যে সময় হিবার কথা বলেছিল তারা তার আগে ক্রয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। কেননা দাবী ও সাক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ পাওয়া গিয়েছে। তার দাবী ছিল হিবার পরে, কিনেছে কিন্তু তারা সাক্ষ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিচ্ছে যে, হিবার আগে কিনেছে। পক্ষান্তরে তারা যদি হিবার পরে কিনেছিল বলে সাক্ষ্য দিত, তবে তা গৃহীত হত। কেননা তখন দাবী ও সাক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যেত।

যদি হিবার দাবী করত তারপর হিবার আগে ক্রয় করা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করত কিন্তু এ কথা না বলত যে, সে হিবা করার কথা অস্বীকার করায় আমি তার কাছ থেকে এটা ক্রয় করেছি, তবে তখনও তা গৃহীত হত না। কেননা আমাদের মাযহাবের হিবার দাবী দ্বারা দাবীদারের পক্ষ হতে এই স্বীকারোক্তিও, হয়ে যায় যে, হিবা করার সময় হিবাকারী বাড়িটির মালিক ছিল। তারপর ক্রয়ের দাবী করলে তদ্বারা সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার হয়ে যায়। একারণেই একে বিরোধ গণ্য করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হিবার পর ক্রয় করার দাবী করলে (সেটা বিরোধ বলে গণ্য হত না বরং) আমাদের মাযহাবে ক্রয়ের দ্বারা হিবা গ্রহীতার মালিকানা সুদৃঢ় হয়।

৫. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে বলল, তুমি এই বাঁদীটি আমার কাছ থেকে কিনেছিলে, কিন্তু সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করল এখন বিক্রেতা যদি তার সঙ্গে বিবাদে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে বাদীটিকে ব্যবহার করা বৈধ হবে।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বীকার করে যে, সে অমুকের নিকট হতে দশ দিরহাম কবজা করেছিল এবং তারপর দাবী করে যে, সেগুলো যুয়ুফ (বায়তুল মাল কর্তৃক পরিত্যক্ত) তবে তার দাবী গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, আমি ভাল দিরহাম কবজা করেছি বা আমার হক (পাওনা) কিংবা মূল্য বুঝে পেয়েছি অথবা আমার পাওনা পুরাপুরি উসুল করেছি এবং তারপর দাবী করে যে, সেগুলো যুয়ুফ তবে তা গৃহীত হবে না। কেননা সে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে ভাল দিরহাম কবজা করেছে। কাজেই এখন এসব কথা সত্য মেনে নেওয়া হবে না। নাবাহরাজা যুয়ুফের মতই। যদি বলে সেগুলো সাতুকা তাও গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা তা দিরহাম জাতীয় নয়।

যুয়ুফ বলা হয় সেই দিরহামের যা বায়তুল মাল পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। 'নাবাহরাজা' সেই দিরহাম যা ব্যবসায়ী গ্রহণ করে না। আর 'সাতুকা' হচ্ছে এমন দিরহাম যাতে খাদের পরিমাণ বেশী।

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে। সে বলল, আমি তোমার কাছে কিছুই পাব না। তারপর সেখানে বসেই যদি বলে, ঠিকই আমি তোমার কাছে এক হাজার দিরহাম পাব, তবে তার কাছে তার কোন পাওনা সাব্যস্ত হবে না। কেননা প্রথম ব্যক্তি প্রথমে তার পাওনা স্বীকার করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রত্যাখান দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে। পরে পাওনার কথা বলার অর্থ হল নতুন দাবী করা এর পক্ষে তাকে প্রমাণ পেশ করতে হবে অথবা প্রথম ব্যক্তি কর্তৃক তা তাসদীক করতে হবে পক্ষান্তরে কেউ যদি অন্য কাউকে বলে, তুমি ক্রয় করেছ এবং সে তা অস্বীকার করে, তবে পরে আবার তা স্বীকার করে নেওয়ার ইখতিয়ার তার থাকবে।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছে পাওনা দাবী করে আর সে বলে, আমার কাছে তোমার কখনও কোন পাওনা ছিল না, ফলে বাদী তার কাছে এক হাজার দিরহাম থাকার পক্ষে

সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং সে তা পরিশোধ করার পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করে, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এমনিভাবে সে যদি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, পাওনাদার তা ছেড়ে দিয়েছিল, তাও গৃহীত হবে। যদি সে বলত, আমার কাছে তোমার কোনও পাওনা নেই, তারপর পরিশোধের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করত, তবে তাও গৃহীত হত। যদি বলে, আমার কাছে তোমার কখনও কোন পাওনা ছিল না এবং আমি তোমাকে চিনিও না তারপর পরিশোধ বা মাফ করা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে তা গৃহীত হবে না। ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তাও গৃহীত হবে। কেননা আত্মগোপনকারী বা পর্দানশীন মহিলার বাড়ির সামনে হট্টগোল করা হলে তারা তাতে বিরক্ত হয়। ফলে দাবীদারকে শান্ত করার জন্য কোনও প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে তাকে চেনে না। পরে খোঁজ-খবর নিয়ে তাকে চিনতে সক্ষম হয় । এভাবে দুই কথার মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সামনে দাবী করল যে, তুমি আমার কাছে একটি বাঁদী বিক্রি করেছিলে। সে বলল, আমি তোমার কাছে সেটি কখনও বিক্রি করিনি। ফলে সে ক্রয় সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, তারপর দেখল তার একটি আঙ্গুল বেশী। এখন বিক্রেতা যদি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রির সময় সে সব রকমের দোষ-ত্রুটির দায় থেকে মুক্ত থাকার শর্ত করেছিল তবে বিক্রেতার সে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

১০. মাসআলা ঃ কোন হক সংক্রান্ত দস্তাবেজের নিচে যদি লেখা থাকে এবং যে ব্যক্তি এই দলীল নিয়ে দাঁড়াবে সে এতে বর্ণিত বিষয়ের অধিকারী হবে-ইনশাআল্লাহ্ অথবা ক্রয় সংক্রান্ত দলীলে লেখা থাকে এবং অমুক ব্যক্তির কর্তব্য এ মাল ছাড়িয়ে আনা ও সমর্পণ করা ইনশাআল্লাহ্ তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সবটা দলীলই বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) মুহাম্মদ (র)-এর মতে ইনশাআল্লাহ্ এর সম্পর্ক হবে, যে ব্যক্তি এই দলীল নিয়ে দাঁড়াবে এবং অমুক ব্যক্তির কর্তব্য এটা ছাড়িয়ে আনা.... এর সঙ্গে। কাজেই গোটা দলীল বাতিল হবে না। সাহেবাইনের মতে ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) সম্মত। ইকরার অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত আছে, যদি পূর্বের বক্তব্যের পর জায়গা ফাকা রেখে একথা লেখা হয় তবে তাদের সকলের মতেই এর সম্পর্ক পূর্বের কথার সঙ্গে হবে না। তখন এটা বিরতি দিয়ে বলার মত হবে (আল-হিদায়া)।

১১. মাসআলা ঃ দোকানে যেমন রুটি তৈরির চুলা থাকে, কেউ যদি নিজ বাড়িতে তেমনি স্থায়ী চুলা বানাতে চায় বা আটা পেষাইয়ের কল বসাতে চায় কিংবা ধোপাদের কাপড় কাচার উপকরণ স্থাপিত করতে চায়, তবে তা জাইয হবে না। কেননা এতে প্রতিবেশীদের সুস্পষ্ট ক্ষতি হয়েছে, যা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

নিজ বাড়িতে গোসলখানা তৈরী করা জাইয। কেননা এতে প্রতিবেশীদের কোন ক্ষতি নেই। সামান্য ক্ষতি হলেও তার ও প্রতিবেশীর মাঝখানে পাকা প্রাচীর নির্মাণ দ্বারা তা রোধ করা সম্ভব।

সাদরুশ শাহীদ (র) বলেন, কিয়াস অনুযায়ী এ সবই বৈধ হওয়ার কথা। কেননা এসব তো নিজ মালিকানার ভেতরই করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন বিবেচনায় কিয়াস পরিত্যাগ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করত ইসতিহসান অবলম্বন করা হয়েছে। আমার পিতা ফাতওয়া দিতেন যে, এর দ্বারা সম্পষ্ট ক্ষতি হলে নিষেধ করা হবে এবং ফাতওয়াও এরই উপর।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি নিজ বাড়িতে হাম্মামখানা তৈরী করে এবং তার ধুয়ায় প্রতিবেশীদের কষ্ট হয়, তবে তারা তাকে বাধা দিতে পারবে। হাঁ, হাম্মামখানার ধুয়া যদি তাদের নিজেদের রান্নাবান্নার ধুয়ার মতই হয় তবে বাধা দিতে পারবে না।

কেউ যদি নিজ বাড়িতে ছাগলের খোঁয়াড় বানায় এবং তার মলমূত্রে প্রতিবেশীদের কষ্ট হয়, তবে বিচারে গেলে তারা তাকে বাধা দিতে পারবে না।

কেউ যদি নিজ বাড়িতে কুয়া খনন করে, এবং তার ফলে প্রতিবেশী তাতে দেওয়াল নোনা ধরে যায়, তবে প্রতিবেশী তাতে আপত্তি করতে পারবে না। কেউ বলেন, নোনা ধরার ব্যাপারটা যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় তবে বাধা দিতে পারবে, কিন্তু এটা আমাদের ইমামগণের মতের পরিপন্থি ।

১২. মাসআলা ঃ দুই বাড়ির মাঝখানে একটি প্রাচীর ছিল। সেটি ধসে গেল। তাদ্বারা একটি বাড়ির পর্দা রক্ষা হত। এখন সে বাড়িওয়ালা যদি অপর জনের কাছে প্রাচীর নির্মাণে সহযোগিতা চায়, তবে আমাদের ইমামগণের মতে এ ব্যাপারে সে তাকে জবরদস্তি করা যাবে।

কেউ বলেন, উপরে উঠলে যদি প্রতিবেশীর বাড়ির ভিতরে চোখ পড়ে তবে প্রতিবেশী তাকে উপরে উঠতে বাধা দিতে পারবে যাবত না সে মাঝখানে পর্দার ব্যবস্থা করতে সম্মত হবে। যদি বাড়ির ভিতরে চোখ না পড়ে বরং ছাদের উপর পড়ে তবে তাকে উপরে উঠতে বাধা দিতে পারবে না। ইমাম তামারতাশী (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন (আল-নিহায়া)।

১৩. মাসআলা ঃ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী কেউ যদি কাযীর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে শুফআর দাবী করে, তবে কাযী কি তার পক্ষে শুফআর রায় দেবে? মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, কাযী এরূপ রায় দেবে না। কেউ বলেন, রায় দেবে। আবার কেউ বলেন, সে যখন কাযীর নিকট উপস্থিত হবে, কাযী তাকে বলবে, প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে শুফআর রায় দেবে। আর যদি বলে না, তবে কাযী তার দাবী নাকচ করে দেবে। শায়খ ইমাম শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, এটাই সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ও উত্তম মত।

আল-মুনতাকা গ্রন্থে আছে, মনে করা যাক বাগদাদে তিনজন কাযী আছে। প্রত্যেক কাযীর জায়গা সুনির্দিষ্ট। এদিকে এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তি কোনও পাওনা দাবী করল। উভয়ের মধ্যে এই নিয়ে মতভেদ দেখা দিল যে, তারা এই তিন কাযীর মধ্যে কার কাছে বিচারের জন্য যাবে ?

উত্তর এই যে, বাদী ও বিবাদী যদি এই জায়গায় লোক হয়, তবে তারা তাদের এলাকার কাযীর কাছে নালিশ জানাবে। যদি তারা দুই জায়গায় লোক হয়, একজনের বাড়ি শহরের এই প্রান্তে এবং অপরজনের ওই প্রান্তে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, বিষয়টা বাদীর উপর

নির্ভর করবে। সে যে কাযীর কাছে যেতে চায় যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন এটা বিবাদীর ইখতিয়ারাধীন। সে যে কাযীর কাছে ইচ্ছা যাবে।

এমনিভাবে একজন যদি সৈনিক এবং অপরজন সাধারণ নাগারিক হয় আর সৈনিক বলে সামরিক কাযীর কাছে যাব এবং অপরজন বলে নাগরিক কাযীর কাছে যাব, তবে এর সমাধানের উপরের অনুরূপ মতভেদ আছে (মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ কাযী যদি কাউকে বলে, আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ব্যক্তি চুরি করেছে কাজেই তুমি এর হাত কেটে দাও বা সে ব্যভিচার করেছে, তুমি তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ কর কিংবা তার উপর কিসাস অবধারিত হয়ে গেছে, সুতরাং তুমি তাকে কতল কর তবে সে তার হাত কাটতে পারবে, তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করতে পারবে এবং তাকে কতল করতে পারবে। কাযীর নির্দেশে এসব করার অবকাশ তার আছে । এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটা কেবল তখনই বৈধ হবে যখন তার নিকট কাযী নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হবে। সেই সঙ্গে কাযীর সঙ্গে আরও একজন সাক্ষী থাকে–যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কাযীর সঙ্গে আরও তিনজন সাক্ষী থাকতে হবে।

আমাদের কোনও কোনও ফকীহ্ বলেন, বিষয়টা তিন রকমের হতে পারে, কাযী হয়ত বিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ হবে অথবা বিজ্ঞ কিন্তু জালিম হবে কিংবা ন্যায়পরায়ণ কিন্তু অজ্ঞ হবে। যদি বিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে ব্যক্তি কাযীর আদেশ পালন করতে পারবে। এ জন্য তাকে তার কাছে ব্যাখ্যা তলব করতে হবে না। যদি বিজ্ঞ ও জালিম হয়, তবে কোনও অবস্থায়ই তার আদেশ পালন করতে পারবে না। ব্যাখ্যা তলব করুক বা নাই করুক। যদি ন্যায় বিচারক কিন্তু অজ্ঞ হয়, তবে তার কাছে ব্যাখ্যা তলব না করা পর্যন্ত তার আদেশ পালন করা যাবে না। কেননা ফায়সালা দানের ক্ষেত্রে তার ভুলও হতে পারে। কাজেই আগে তার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নেবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর যে রায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা সেই ক্ষেত্রে যখন কাযী বিজ্ঞ ও ন্যায় বিচারক হয়।

এমনিভাবে কাযী যদি বলে, এই ব্যক্তি আমার কাছে স্বীকার করেছে যে, তার কাছে অমুক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, কিন্তু সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কাযীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কাযীর সে কথা গ্রহণ করা অপরিহার্য নয় (শারহুত তাহাবী)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি আসল কাযীর নিকট নায়েব কাযীর ফায়সালা প্রমাণ করতে চাইলে নায়েব কাযী আসল কাযীর সামনে বলবে, অমুকে স্বীকার করেছে যে, তার কাছে অমুক ব্যক্তি এত দিরহাম পাবে। আমি তার কাছে সে ব্যক্তির এই পরিমাণ পাওনা থাকার পক্ষে রায় দিয়ে দিয়েছি। এর দ্বারা সেই ব্যক্তির স্বীকারোক্তি নায়েব কাযীর ফায়সালা এবং নায়েব কাযী আসল কাযীর নিকট যা কিছু বিবৃত করেছে তা সব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কেননা নায়েব কাযী আসল

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাযীর স্থানে কাযী বৈ কি! আর কাযী তার আপন স্থান সম্পর্কে যা বিবৃত করে তা গ্রহণযোগ্য হয় (আয-যাখীরা)।

১৬. মাসআলা ঃ কাযী যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির উকীল বা মৃত ব্যক্তির ওসীর সম্মুখে রায় প্রদান করে, তবে সে রায় অনুপস্থিত ও মৃত ব্যক্তির উপর বর্তাবে। উকীল ও ওসীর উপর নয়। কাযী রেজিষ্টারে লিখবে মৃত ব্যক্তি ও অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে রায় প্রদান করা হল, এবং এটা করা হল তাদের উকীল ও ওসীর সম্মুখে।

ইমাম খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযী গ্রন্থের আল আদওয়া অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, কাযী যদি কাউকে বিবাদীর অর্থ সম্পদ বের করার জন্য কাউকে তার পেছনে লাগিয়ে দেয় যাকে ফারসিতে 'মুওআক্কাল' বলা হয়, তবে তার খরচা বিবাদীকেই বহন করতে হবে। কাযী সাদরুল ইসলাম (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। কতক কাযী এটাই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু আমাদের অপর কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, তার খরচা বহন করতে হবে বাদীকে এবং এটাই বেশী সঠিক। কেননা তার কাজের ফল তো বাদীই ভোগ করবে।

এক ব্যক্তি তার কাছে কারও পাওনা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দান করার পর মারা গেল। তার মৃত্যুর পর ওয়ারিসগণ বলল, আমার পিতা তোমার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, সেটা এমনিতেই দিয়েছিল, ফলে তার সে স্বীকারোক্তি সঠিক হয়নি আর হে ব্যক্তি; তুমিও সেটা জান। এখন তারা যদি এ ব্যাপারে তার নিকট হতে শপথ গ্রহণের দাবী করে, তবে তাদের কি সে ইখতিয়ার আছে ? না, তাদের সে ইখতিয়ার নেই।

দেনাদার যদি বলে,আমি আমার এই গোলামটি বিক্রি করে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করব, তবে কাযী তাকে আটক করবে না, বরং তাকে দুই-তিন দিনের সুযোগ দেবে। মুখতাসারুল ইমাম সারুল ইমাম এর ভাষ্যকার মুকাতাব অধ্যায়ের প্রথম দিকে এরূপ উল্লেখ করেছেন।

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট পাওনা থাকার দাবী জানাল, কিন্তু যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করল। তারপর অপর কোনও মজলিসে সে ব্যক্তি দাবী করল যে, তুমি তো এ পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে আমার কাছে সময় চেয়েছিলে এবং তার ফলে তোমার পক্ষ হতে স্বীকারোক্তি হয়ে গেছে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি পাওনা ও সময় চাওয়া উভয়টাই অস্বীকার করল। এরূপ ক্ষেত্রে কাযী পাওনা বা সময় চাওয়ার ব্যাপারে বিবাদী হতে কসম গ্রহণ করবে।

কেউ বলেন, পাওনার ব্যাপারে কসম নেওয়া হবে। কেননা সময় চাওয়া দ্বারা সে স্বীকারকারী সাব্যস্ত হয়। আর স্বীকারোক্তি তো বাদীর পক্ষে প্রমাণ। বাদীর প্রমাণ সম্পর্কে বিবাদী হতে কসম নেওয়া হয় না। যেমন তার থেকে এই মর্মে কসম নেওয়া হয় না যে, আল্লাহ্‌র কসম বাদীর কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই।

ইব্‌ন রুস্তম (র) তার নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করে যে, মনে করা যাক এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমার কাছে এক হাজার দিরহাম পাব। সে ব্যক্তি বলল, তুমি যদি কসম করে বলতে পার, তবে আমি তা আদায় করব।

লোকটি কসম করে বলল এবং সে মতে সে তা আদায় করল। তো সে যদি তার বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী তা আদায় করে থাকে, তবে তার তা ফেরত নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে।

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি সম্পর্কে একটি দলীল বের করল। স্বীকারোক্তি দাতা বলল, তুমি এ অর্থ পাবে বলে আমি স্বীকার করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিলে। এরূপ ক্ষেত্রে যার পক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছিল তাকে শপথ করতে বলা হবে। যেমন সেই ক্রেতাকে কসম করতে বলা হয়ে থাকে যে ব্যক্তি কারও কাছ থেকে কোনও কিছু ক্রয়ের দাবী করে, কিন্তু বিক্রেতা বলে। আমি তোমার কাছে ঠিকই বিক্রি করেছিলাম, কিন্তু তুমি তো আমার সঙ্গে সে বেচাকেনা রহিত (ইকালা) করেছিলে।

এক ব্যক্তি দুই আকদে এক নারী ও তার কন্যাকে বিয়ে করল। তারপর বলল, আমি জানি না কার সঙ্গে প্রথমে আকদ হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে মা ও মেয়ের প্রত্যেকের ব্যাপারে তার থেকে এই মর্মে কসম নেওয়া হবে যে, সে তাকে অপরজনের আগে বিয়ে করেনি। এ ক্ষেত্রে কাযীর ইখতিয়ার সে তাদের যে কারও সম্পর্কে প্রথমে কসম নিতে পারে। কাযী যখন তাদের একজন সম্পর্কে তাকে কসম করতে বলবে এবং সে কসম করবে, তখন অন্যের বিয়ে প্রমাণিত হয়ে যাবে। যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে যার সম্পর্কে কসম করতে বলা হবে তার সঙ্গে বিয়ে প্রমাণিত হবে এবং অপরজনের বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। এ হচ্ছে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিয়ে সম্পর্কে শপথ গ্রহণ চলে না।

যার বিপক্ষে কোন বাড়ির দাবী তোলা হয়েছে, সে যদি বলে এ বাড়িটি আমি নির্মাণ করেছি এবং দাবীদার তা জানে আর সে দাবীদারের কাছে কসম তলব করে, তবে দাবীদারকে কসম করতে বলা হবে না। কেননা হতে পারে যে, বাড়িটি সেই নির্মাণ করেছে, যার বিপক্ষে দাবী তোলা হয়েছে। কিন্তু তার মালিক দাবীদার ব্যক্তি। সে তা নির্মাণ করেছে দাবীদারের আদেশে। কাজেই সে যদি বলে দাবীদারের আদেশ ছাড়াই এটি আমি আমার নিজে জন্য নির্মাণ করেছি, তবে দাবীদারকে কসম করতে বলা হবে।

সালিস যদি বিবাদীকে কসম করতে বলে এবং সে কসম করে। তারপর তারা সরকারী কাযীর কাছে মামলা দায়ের করে, তবে কাযী তাকে পুনরায় কসম করতে বলবে না (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ এমন কি সালিস যদি ফাসিকও হয় (তবুও কাযী বিবাদীকে পুনরায় কসম করতে বলবে না) এটা আমাদের মাযহাব (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে এবং অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, দখলিকার ব্যক্তি সেটি তার নিকট হতে জবরদখল করেছে। বিবাদী বলল, এ বাড়িটি আমারই ছিল। আমি এটি এই এই খাতে ওয়াক্‌ফ করেছি। এখন বাদী যদি তার কাছে কসম দাবী করে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার থেকে কসম নেওয়া হবে। অপর দুই ইমামের মতে নয়। কেননা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বাড়ি জবর দখল হতে পারে। আর কসম নেওয়ার মধ্যে এই ফায়দা আছে যে, সে যদি কসম করতে অস্বীকার করে তবে তাকে মূল্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিশোধের আদেশ দেওয়া হবে। বাদী যদি এই উদ্দেশ্যে তার কাছে কসম দাবী করে যে, সে খোদ বাড়িটিই তার নিকট থেকে হস্তগত করবে, তবে তিনও ইমামের মতেই সে লক্ষ্যে কসম নেওয়া যাবে না। কেননা ওয়াক্‌ফ করার কারণে বাড়িটি চলে গেছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুসারেই ফাতওয়া দেওয়া হয়। যাতে লোকে বাহানার সুযোগ না পায়।

কেউ যদি তার দখলে থাকা গোলাম সম্পর্কে বলে এটি অমুকের গোলাম। সে এটি অমুকের নিকট থেকে জবরদখল করেছে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে তার এই স্বীকাররোক্তি গৃহীত হবে যে, এটি তার গোলাম কিন্তু সে যে তৃতীয় কারও থেকে জবর দখল করেছে তার এ কথা গৃহীত হবে না। তার নিজের সম্পর্কে যা বলেছে ততটুকু গ্রহণ করা হবে। কাজেই তাকে আদেশ করা হবে যেন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে গোলামটির মূল্য পরিশোধ করে।

এক ব্যক্তির হাতে এক খণ্ড জমি আছে। তার দাবী এটি তার দাদার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সে এ জমি কেবল তার জন্য এবং তার পুত্র ও পুত্রের সন্তান-সন্ততির জন্য ওয়াক্‌ফ করেছে। অপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে ওয়াক্‌ফ দাতা এটি তার সমস্ত সন্তানের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছে এবং আমিও তার একজন সন্তান। এখন সে যদি দখলদারকে শপথ করাতে চায়, তবে তাকে শপথ করানো হবে না। হাঁ দখলদারের হাতে যদি এ জমির কিছু ফসল থাকে তবে দাবীদারের অংশের ব্যাপারে তাকে কসম করতে বলা হবে। কেননা সে সেই অংশের মাঝে নিজের মালিকানা দাবী করছে এবং দখলদার তা অস্বীকার করছে। তাই তাকে কসম করতে বলা হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত মাসআলাটি এরকম নয়।

উপরি উক্ত জবাব তাদের মতানুসারে সঠিক, যারা বলেন, ওয়াক্‌ফপ্রাপ্তদের মামলা করার অধিকার থাকে। যাদের মতে ওয়াক্‌ফপ্রাপ্তদের মামলা করার অধিকার নেই। তাদের মতানুসারে দাবী হতে হবে মুতাওয়াল্লীর পক্ষ থেকে, যাতে দ্বিতীয় অবস্থায় বিবাদীকে কসম করানো যায়।

সামরিক কাযীর অসামরিক লোকের উপর কোন কর্তৃত্ব নেই। কাজেই অসামরিক লোকের উপর তার ফায়সালা কার্যকর হবে না। অবশ্য নিয়োগ দানের সময় যদি সে শর্ত থাকে তবে ভিন্ন কথা।

সেনা বিভাগের কোন লোক যদি বাজারে কাজ করে ও কোন পেশা অবলম্বন করে, তবুও সে সেনা বিভাগেরই গণ্য হবে।

শামসুল ইসলাম আওযাজানদী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেউ যদি খোকান্দ এলাকায় আলিমদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করে এবং মুতাওয়াল্লীর হাতে সমর্পণ করে তারপর সে মুতাওয়াল্লীর বিপক্ষে খোকান্দ এর কাযীর আদালতে দাবী করে যে, বিভাজনকৃত না হওয়ার কারণে ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু যাদের মতে জমির অবিভক্ত অংশ ওয়াক্‌ফ করা বৈধ তাদের মত অনুসারে কাযী ওয়াক্‌ফ বৈধ হওয়ার রায় দিয়ে দেয়, অথচ খোকান্দ-এর কাযী খোকান্দ এর আলিমদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের মতে এরূপ ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়, তবে তার সে রায় কার্যকর হবে কি ? তিনি বলেন, তার সে রায় কার্যকর হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে সে সাক্ষী হতে পারে সুতরাং কাযীও হতে পারবে। সে যে এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষী হতে পারে তা হিলাল (র)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কর্তৃক বর্ণিত একটি মাসআলা দ্বারা প্রমাণিত হয়। তিনি তার ওয়াক্‌ফ গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি তার প্রতিবেশী গরীবদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করে, তারপর তার গরীব প্রতিবেশীদের মধ্য হতে কেউ ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা প্রতিবেশী হওয়াটা স্থায়ী কোনও বিষয় নয়।

কাযী নাবালকের বিয়ে সম্পন্ন করার অধিকার রাখে না। হাঁ, নিয়োগপত্রে তা উল্লেখ করা থাকলে পারবে।

কাযী বায়তুল মাল থেকে ভাতা তোলার আগেই যদি মারা যায়, তবে তার সে ভাতা রহিত হয়ে যাবে। শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) আদাবুল কাযী এর আল-নাফকা অধ্যায়ের প্রথম দিকে এরূপ উল্লেখ করেছেন।

ফাতওয়ান নাসাফীতে আছে, কারখের কাযী ও খায়বারের কাযীর মধ্যে যদি সাক্ষাত হয় এবং তাদের একজন অপরজনকে বলে, অমুক ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, তার কাছে অমুক ব্যক্তি এই পরিমাণ পাবে, তবে দ্বিতীয় কাযী সে অনুযায়ী রায় দিতে পারবে না।

যতক্ষণ না তার কাছে সে কিতাবুল কাযী ইলাল কাযী (এক কাযীর প্রতি অপর কাযীর পত্র)-এর নিয়মে পত্র লেখে। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এটা সেই অবস্থায় যখন প্রত্যেক কাযী সংবাদ দানকালে এমন স্থানে না থাকে, যেখানে সে কাযী পদে নিযুক্ত আছে।

আর যদি এ রকম স্থানে থাকে তবে তার সে কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। কেননা চিঠি অপেক্ষা কথা শক্তিশালী (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ এক কাযী স্বয়ং কারও কাছে ইয়াতীমের মাল বিক্রি করল বা আমানত রাখল অথবা কাযী যার কাছে আমানত রেখেছিল সেই ব্যক্তি কাযীর আদেশে বিক্রি করল। তারপর কাযী মারা গেল এবং তার স্থানে অপর কাযী নিযুক্ত হল। এখন কয়েক ব্যক্তি যদি নব নিযুক্ত কাযীর সম্মুখে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা প্রাক্তন কাযীকে বলতে শুনেছে, আমি অমুকের কাছে এত দামে ইয়াতীমের মাল বিক্রি করলাম।

তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং সে মালের জন্য ক্রেতাকে ধরা হবে। আমানতের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

আল-মুলতাকাত গ্রন্থে আছে, কোনও লোক মারা যাওয়ার পর যদি তার কোনও ওয়ারিস পাওয়া না যায় এবং এ অবস্থায় কাযী তার বাড়ি বিক্রি করে দেয় তবে তা জাইয হবে। তারপর তার কোনও ওয়ারিস পাওয়া গেলে পূর্বের সে বিক্রি বলবৎ থাকবে।

আল-ফাতাওয়াল খুলাসা গ্রন্থে আছে, কোনও ব্যক্তির কাছে কারও যদি বিভিন্ন রকমের পাওনার দাবী থাকে, যেমন দিরহাম, দীনার, জায়েদাদ ইত্যাদি, তবে সমগুলো বিষয়ের দাবীকে একত্র করত সবগুলোর জন্য একটি শপথ নেওয়া হবে।

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট কোনও মাল পাওনা থাকার দাবী করল কিন্তু সে লোক তা অস্বীকার করল। ফলে দাবীদার ব্যক্তি একটি লেখা বের করল, যাতে পাওনা সম্পর্কে সে

ব্যক্তির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ আছে এবং সে বলল, এটা সেই ব্যক্তিরই লেখা কিন্তু সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করল এবং বলল, তা তার লেখা নয়। তখন তাকে লিখতে বলা হল, সে লিখল উভয় লেখার মধ্যে সুস্পষ্ট মিল পাওয়া গেল। এখন এর বিধান কী হবে। সে সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে।

কেউ বলেন, কাযী রায় দেবে যে, বিবাদীকে সে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। কেউ বলেন, এরূপ রায় দেবে না এবং এটাই সহীহ্।

বিবাদী যদি বলে, এটা আমার লেখা বটে, কিন্তু আমার কাছে তার এ পাওনা নেই, তবে লেখার ধরন দেখতে হবে। পত্রের মত প্রথমে শিরোনামযোগে লেখা হলে তার কথা গৃহীত হবে না, বরং তাকে সে অর্থ পরিশোধ করতে হবে বলে রায় দেওয়া হবে। সার্‌রাফ (মুদ্রা ব্যবসায়ী) ও দালালের লেখা রেওয়াজের কারণে দলীলের মর্যাদা রাখে।

যদি সে লেখা পত্রের নিয়মে লেখা না হয়, বরং রসিদ ও স্বীকারপত্র আকারে লেখা হয় আর তাতে যা লেখা আছে, তা নিজের জন্য স্বীকার করে নেয় তবে সেটা তার স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে, যা তার উপর অবধারিত হয়ে যাবে।

যদি সাক্ষীদের সামনে লেখে এবং তাদের সামনে তা পাঠ করে তবে সেটা তার স্বীকারোক্তি হবে এবং তাদের জন্য সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে, তাতে সে তাদেরকে সাক্ষী দিতে বলুক বা নাই বলুক।

যদি সাক্ষীদের সামনে লেখে কিন্তু তাদের সামনে পাঠ না করে আর তাদেরকে বলে, এতে যা আছে তোমরা সে সম্পর্কে সাক্ষী থেকো, তবে সেটাও তার স্বীকরোক্তি হবে এবং সে সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য দেয়া বৈধ হবে– যদি লেখার বিষয়বস্তু তাদের জানা থাকে। আর তার যদি সে সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে, তবে সে সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে না।

আল-উয়ূন গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি মারা গেল। তার একটি গোলাম আছে, যার সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছিল যে, এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে পারলে সে আযাদ। ওদিকে মৃত ব্যক্তির কাছে এক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে।

এখন গোলাম কাযীর আদেশ ছাড়াই মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে এক হাজার দিরহাম পাওনাদারকে দিয়ে দেয়, তবে কিয়াস অনুযায়ী সে প্রদান বাতিল হয়ে যাবে এবং কাযী আযাদ না করা পর্যন্ত সে গোলাম আযাদ হবে না।

আল-খানিয়া গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবি করল গোলামটি তারা কিন্তু সে ব্যক্তি তার দাবি প্রত্যাখ্যান করল। তখন তাকে কসম করতে বলা হল। কিন্তু সে কসম করতে অস্বীকার করল। ফলে কাযী বাদীর পক্ষে রায় দিয়ে দিল যে, গোলামটি তারই।

তারপর বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে বাদীর নিকট হতে গোলামটি ক্রয় করেছি, তবে তা গৃহীত হবে (আত-তাতারখানিয়া)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আমার সম্পদ মিসকীনদের জন্য সাদকা, তবে তা সেই সম্পদের উপর বর্তাবে, যাতে যাকাত আসে। পক্ষান্তরে যদি সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে ওসীয়ত করে তবে তা দ্বারা সমুদয় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ বোঝানো হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উশরী জমিও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা অর্ন্তভুক্ত হবে না। খারাযী ভূমি কারও মতেই তার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কেউ যদি বলে, আমি যা কিছুর মালিক, তা মিসকীনদের জন্য সাদকা, তবে কারও মতে তার যাবতীয় সম্পত্তি এর অর্ন্তভুক্ত হবে। কেননা, সম্পদ শব্দের চেয়ে এটা ব্যাপক সদাকা ওয়াজিব হয় শারীআতের হুকুমের কারণে আর সেটা মাল (সম্পদ)-এর সঙ্গে খাস।

মালিকানা শব্দের যে ব্যাপকতা রয়েছে সেটাকে সীমাবদ্ধ করার কোন প্রমাণ নেই। ফলে শব্দটি তার ব্যাপক অর্থের সাথেই বাকি আছে। তবে সঠিক কথা হচ্ছে যে, (মালও মালিকানা) উভয়ই সমান।

সাদকা ওয়াজিব করার পর যা কিছু তার অর্ন্তভুক্ত হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কোন মাল না থাকলে তা থেকে তার খোরাক রেখে দেওয়া হবে। তারপর সে কোন সম্পদের অধিকারী হলে সে খোরাক পরিমাণ সাদকা করবে। খোরাক রেখে দেবে এ কারণে যে, এটা তার অগ্রাধিকার যোগ্য প্রয়োজন। খোরাকের জন্য কোনও পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই।

কেননা এ ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা এক রকম নয়। কেউ বলেন, প্রাত্যহিক রোজগারকারী এক দিনের খাবার মাসওয়ারী আয়ের লোক এক মাসের খাবার এবং ভূস্বামী এক বছরের খাবার রাখবে। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ লাভের মেয়াদগত পার্থক্য অনুসারে এটা নির্ণীত হবে। এ হিসেবে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তারা হাতে অর্থ আসতে যত দিন লাগে সে দিনগুলোর খাবার রেখে দেবে।

যাকে ওসী বানানো হয়েছে, তার যদি ওসীয়তের কথা জানা না থাকে এবং এ অবস্থায় সে মৃতের কোন সম্পদ বিক্রি করে, তবে সে ওসীই গণ্য হবে এবং বিক্রিও বৈধ হবে। পক্ষান্তরে উকীল যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিযুক্তি সম্পর্কে অবগত না হবে। তার বেচাকেনা জাইয হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওসীয়তের ক্ষেত্রেও জাইয নয়। ওকালত (উকীল নিয়োগ) সম্পর্কে যে, কোনও লোক অবগত করলেই চলে। উকীল তার ভিত্তিতে কাজ করতে পারবে।

পক্ষান্তরে ওকালত বাতিল করা সম্পর্কে যে কোনও লোকের সংবাদ যথেষ্ট নয়। বরং দুজন সাক্ষী অথবা একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষীকে উকীলের সামনে সাক্ষ্য দিতে হবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে উভয়ের (অর্থাৎ উকীল নিয়োগ কোন দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পর্কে শাফী (অগ্রক্রয়ের অধিকারী ব্যক্তি)-কে জমি বিক্রি সম্পর্কে কুমারীকে বিয়ে সম্পর্কে এবং অমুসলিম দেশ থেকে হিজরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেনি এমন মুসলিমকে শারীআতের বিধান সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হলে তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও ইমাম সাহেব (র) ও তার শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে একই রকম মতভেদ আছে।

কাযী বা তাঁর নিযুক্ত আমীন (যার কাছে ইয়াতীমাদের মাল গচ্ছিত রাখা হয়েছে) যদি পাওনাদারকে ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে গোলাম বিক্রি করত: মূল্য কবজা করে, তারপর সে মূল্য হারিয়ে যায় এবং তারপর সে গোলামের অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয়, তবে কাযী বা আমীনের উপর জরিমানা আসবে না। বরং ক্রেতা মৃতের পাওনাদারদের নিকট থেকে মূল্য ফেরত নেবে।

কাযী যদি ওসীকে পাওনাদারদের পাওনা মেটানোর জন্য গোলাম বিক্রির নির্দেশ দেয় তারপর সেটি কবজার আগে তাতে অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয় বা মারা যায় এবং বিক্রি মূল্য হারিয়ে যায়। তবে ক্রেতা ওসীর কাছে এবং ওসী পাওনাদারদের কাছে মূল্য ফেরত চাবে। যদি মৃত ব্যক্তির কোন মালের সন্ধানে পাওয়া যায়। তবে পাওনাদার তা থেকে তার পাওনা মেটানোর দাবী জানাবে।

ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, সে যে খেসারত দিয়েছিল সেটাও তা থেকে ফেরত নিতে পারবে। কেননা মৃত ব্যক্তির কারণেই তাকে তা দিতে হয়েছিল। মৃত ব্যক্তির কোন মাল যদি ওয়ারিসের জন্য বিক্রি করা হয়, তবে সেও পাওনাদারের পর্যায়ভুক্ত হবে (আল-হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ শাহাদত (সাক্ষ্য প্রসঙ্গ)

[এ অধ্যায়ের অধীনে কয়েকটি পরিচ্ছেদ আছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ শাহাদত (সাক্ষ্য)-এর সংজ্ঞা, রুকন, কারণ হুকুম, শর্ত ও প্রকারভেদ সম্পর্কে।

১. মাসআলা ঃ শাহাদত এর সংজ্ঞা ঃ কাযীর আদালতে শাহাদত (সাক্ষ্য) শব্দের সাথে কোন হক সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দানকে শাহাদত বা সাক্ষ্য বলে (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা ঃ শাহাদত-এর রুকন ঃ শাহাদতের রুকন (যাদ্বারা সাক্ষ্য সম্পন্ন হয়) হচ্ছে আশহাদু (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি) শব্দ, যা সংবাদ দানের অর্থ বিশিষ্ট হবে, কসমের নয় (আত-তাবয়ীন)।

৩. মাসআলা ঃ শাহাদত আদায় অর্থাৎ সাক্ষ্য দানের কারণঃ সাক্ষ্য দানের কারণ হচ্ছে সাক্ষীর কাছে বাঁদীর সাক্ষ্য প্রার্থনা অথবা বাদীর হক নষ্ট হওয়ার আশংকা যখন বাদীর জানা না থাকে যে সে তার সাক্ষী।

৪. মাসআলা ঃ শাহাদতের হুকুম ঃ শাহাদতের হুকুম এই যে, সাক্ষ্য দান করলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দান করা বিচারকের জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায় (আল-ইনায়া)।

৫. মাসআলা ঃ শাহাদতের শর্তাবলী ঃ শাহাদতের শর্তাবলী দুই প্রকার (ক) শাহাদত বা সাক্ষ্য ধারণের শর্ত এবং (খ) শাহাদত আদায়ের শর্ত।

শাহাদতের ধারণের শর্তাবলী নিম্নরূপ–

(ক) সাক্ষী হওয়ার সময় ব্যক্তিকে বোধবুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। সুতরাং উন্মাদ ও অবুঝ বালকের সাক্ষী হওয়া বৈধ নয়।

(খ) চাক্ষুষ্মান হওয়া। অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষী হওয়া বৈধ নয়।

(গ) সাক্ষী হওয়ার জন্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে হবে। অন্যের দেখার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া চলবে না। তবে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে লোকমুখে শুনেও সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ (আল-বাদাই)।

৬. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য ধারণের জন্য সাবালক হওয়া, স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া, মুসলিম হওয়া ও বিশ্বস্ত হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি সাক্ষী হওয়ার সময় বুঝবান বালক, গোলাম, কাফির

কিংবা ফাসিক হয় তারপর ঐ বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়, গোলাম মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, কাফির ইসলাম গ্রহণ করে এবং ফাসিক তওবা করে এবং তারপর কাযীর সম্মুখে সাক্ষ্য দান করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)।

৭. মাসআলা ঃ শাহাদত আদায়ের শর্ত আবার কয়েক প্রকার। কতক শর্তের সম্পর্ক সাক্ষীর সাথে (কতক শর্তের সম্পর্ক খোদ সাক্ষ্যের সাথে এবং কতকের সম্পর্ক সাক্ষ্যের বিষয়ের সাথে) সাক্ষীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী নিম্নরূপ–

(১) বোধবুদ্ধি থাকা; (২) সাবালক হওয়া, (৩) স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া (৪) চাক্ষুষ্মান হওয়া (৫) কথা বলার শক্তি থাকা (৬) আমাদের মাযহাবে ব্যভিচারের অপবাদ দানের অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত না হওয়াও শর্ত (৭) কেবল আল্লাহ্ তা'আলাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেওয়া সাক্ষ্য দান দ্বারা পার্থিব কোন উপকার লাভ বা অপকার রোধের উদ্দেশ্য না থাকা (৮) সাক্ষী নিজেই একজন প্রতিপক্ষ না হওয়া (৯) সাক্ষ্য দানকালে সাক্ষ্যের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা ও তা স্মরণ থাকা। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এটা শত নয় (আল-বাদাই)।

৮. মাসআলা ঃ বিশ্বস্ততা হচ্ছে কাযী কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত, জাইয হওয়ার জন্য এটা শর্ত নয় (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)।

৯. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কেবল বাহ্যিক বিশ্বস্ততাই শর্ত। বাস্তবিক বিশ্বস্ততা বলতে এমন বিশ্বস্ততা বুঝায়, যা সাক্ষীর অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার পর তাসদীক ও প্রত্যায়ন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিশ্বস্ততাই শর্ত (আল-বাদাই)।

১০. মাসআলা ঃ এ কালে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া (আল-কাফী)।

১১. মাসআলা ঃ বিশ্বস্ততার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে। তিনি বলেন, শাহাদতের ক্ষেত্রে আদালত অর্থাৎ বিশ্বস্ততা হচ্ছে কবীরা গুনাহ পরিহারকারী হওয়া, সগীরা গুনাহে পৌনঃপুনিক লিপ্ত না থাকা, অসাধুতার চেয়ে সাধুতা এবং ভুলের চেয়ে শুদ্ধ বেশী হওয়া (আন-নিহায়া)।

১২. মাসআলা ঃ কবীরা গুনাহের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। সর্বোত্তম ব্যাখ্যা সেটাই, যা শামসুল আইম্মা হালাওয়ানী (র) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মুসলিমদের কাছে যা নিন্দনীয়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন হয় ও দীনের মর্যাদাহানী ঘটে সেগুলো কবীরা গুনাহ্। এমনিভাবে যাদ্বারা মানবিকতা ও মহানুভবতা ভুলণ্ঠিত হয় তাও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া গুনাহ্ ও পাপাচারে সহযোগিতা করা ও তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করাও কবীরা গুনাহ। বাকী সব সগীরা গুনাহ (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ কিছু শর্তের সম্পর্ক সরাসরি সাক্ষ্যের সাথে, যেমন (১) বাদী বা তার প্রতিনিধির পক্ষ হতে কোনও হুক্কুল ইবাদ সম্পর্কে দাবী উত্থাপন, যে দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রদান করা হবে। (২) সাক্ষ্য দাবীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া (৩) যে সব বিষয় সম্পর্কে পুরুষ লোক অবগত হতে পারে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দানের জন্য একাধিক সাক্ষী হওয়া (৪) দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যে বক্তব্য মিল থাকা (৫) 'হুদূদ' সংক্রান্ত সাক্ষ্যে পুরুষ সাক্ষী হওয়া (৬) যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হবে সে মুসলিম হলে সাক্ষীরও মুসলিম হওয়া (৭) ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার শাস্তি (হদ্দ) ছাড়া অপরাপর হুদূদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য পুরানো না হওয়া। সুতরাং হুদূদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য পুরানো হলে তা গৃহীত হবে না। স্বীকারোক্তির বিষয়টা এর বিপরীত, যেমন 'কিতাবুল হুদূদ' এ বর্ণিত আছে। হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে আসল সাক্ষী কর্তৃক সাক্ষ্য দেওয়া (আল-বাদাই)।

১৪. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দান বৈধ হওয়ার জন্য আসল সাক্ষীর উপস্থিতি কঠিন হওয়া শর্ত (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)।

১৫. মাসআলা ঃ কতক শর্তের সম্পর্ক সাক্ষ্যের বিষয়ের সঙ্গে, যেমন (১) যে বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হবে তা জ্ঞাত বিষয় হতে হবে। অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তা গৃহীত হবে না। কেননা, কাযীর রায় প্রদান বৈধ হওয়ার জন্য সাক্ষ্যের বিষয় সম্পর্কে তার ওয়াকিফহাল থাকা শর্ত। যতক্ষণ সে সম্পর্কে তার অবগতি লাভ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে রায় দেওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং দুইজন সাক্ষী যদি কাযীর আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করে অমুক ব্যক্তি এই মৃতের ওয়ারিস। সে ছাড়া এর অন্য কোন ওয়ারিস নেই, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

কেননা, তারা অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে। যেহেতু ওয়ারিস হওয়ার সূত্র অজ্ঞাত। সূত্রের বিভিন্নতার কারণে মীরাস সংক্রান্ত ফায়সালাও বিভিন্ন রকম হয় (আল-বাদাই)।

১৬. মাসআলা ঃ শাহাদতের প্রকারভেদ ঃ শাহাদত বিভিন্ন রকমের আছে, যেমন (১) ব্যভিচার সম্পর্কে সাক্ষ্য। এজন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী থাকা শর্ত (২) অপরাপর হুদূদ ও কিসাস সম্পর্কে সাক্ষ্য। তাতে দুজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ দুই প্রকারে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-হিদায়া)।

১৭. মাসআলা ঃ (৩) জন্ম, কুমারিত্ব এবং স্ত্রীলোকের এমন সব ত্রুটি সম্পর্কে সাক্ষ্য দান, যে ব্যাপারে পুরুষ লোকে জানতে পারে না। এ প্রকার সাক্ষ্যে একজন স্বাধীন ও বিশ্বস্ত মুসলিম নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। দুজন হলে সেটা অধিকতর সতর্কতার পরিচায়ক (ফাতহুল কাদীর)।

১৮. মাসআলা ঃ এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য (শাহাদত) শব্দ উচ্চারণ করা কি শর্ত ? বালাখ ও বুখারার ফুকাহায়ে কিরামের মতে শর্ত এবং ইরাকের ফুকাহায়ে কিরামের মতে শর্ত নয় (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ ইমাম কুদূরী (র) প্রথমোক্ত মত গ্রহণ করেছেন এবং এরই উপর ফাতওয়া (আল-খুলাসা)।

২০. মাসআলা ঃ যদি কোন পুরুষ এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং বলে, আমি হঠাৎ তার নিকট উপস্থিত হই এবং তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ে, তবে সে নির্ভরযোগ্য হলে এ ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গ্রহণে কোন বাধা নেই (আল-মাবসূত)।

২১. মাসআলা ঃ সঠিক কথা হচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে দুজন সাক্ষী হওয়া অপরিহার্য নয়। কেননা, নারীর সাক্ষ্য অপেক্ষা পুরুষের সাক্ষ্য শক্তিশালী। আর এ ক্ষেত্রে যখন একজন নারীর সাক্ষ্য দ্বারাই সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন একজন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা তো তা আরও ভালভাবে প্রমাণিত হবে (আন-নিহায়া)।

২২. মাসআলা ঃ (৪) হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অপরাপর বিষয় এবং যে বিষয়ে পুরুষ লোকে অবগত হতে পারে, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান। এ প্রকার সাক্ষ্যে দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক হওয়া শর্ত, তাতে সাক্ষ্যের বিষয় অর্থ-সম্পদ হোক বা অন্য কিছু, যেমন বিয়ে, তালাক, গোলামের আযাদী, ওকালত, ওসিয়ত প্রভৃতি, যা অর্থ-সম্পদ নয় (আত-তাবয়ীন)।

২৩. মাসআলা ঃ যার উপর শাস্তির পরিপূর্ণতা নির্ভর করে অর্থাৎ 'ইহ্সান' ও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। (ইহ্সান অর্থ মুসলিম ব্যক্তির 'বিবাহিত' হওয়া)।

সুতরাং আমাদের মাযহাবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা 'ইহ্সান' প্রমাণিত হবে (আল-মুহীত)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শাহাদত ধারণ এবং শাহাদত আদায় করা কিংবা তা হতে বিরত থাকার হুকুম

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি সাক্ষী হতে না চায় এবং সাক্ষ্য ধারণ করা হতে বিরত থাকে, তবে তাতে কোন দোষ নেই।

'আল-ওয়াকিআত' গ্রন্থের 'কারাহিয়্যাত' অধ্যায়ের 'আয়ন' অনুচ্ছেদে আছে, এক ব্যক্তিকে অনুরোধ করা হল, সে যেন একটি চুক্তি সম্পর্কে স্বীয় সাক্ষ্য লিখে দেয় বা সে সম্পর্কে সাক্ষী হয়, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করল। এতে কোন দোষ আছে কি না, যদি তাকে ছাড়া অন্য লোক পাওয়া যায়, তবে তার জন্য সাক্ষী হওয়া থেকে বিরত থাকার অবকাশ আছে। আর যদি অন্য লোক পাওয়া না যায়, তবে তার বিরত থাকার সুযোগ নেই (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা ঃ সাক্ষীর নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যায়নের বিষয়টাও এ রকম। কারও কাছে যদি সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় আর সেখানে সাক্ষীর বিশ্বস্ততা প্রত্যায়ন করার অন্য লোক থাকে, তবে তার এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ আছে। অন্যথায় তার সত্য না বলার কোন অবকাশ থাকবে না। কেননা, তা হলে সে অন্যের হক নষ্টকারী সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ বাদী অনুরোধ করলে সাক্ষ্য দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়। সাক্ষ্য গোপন করা গুনাহ। অবশ্য গুনাহ সেই ক্ষেত্রে যখন তার জানা থাকবে যে, কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে এবং সাক্ষ্য দানের জন্য সে নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে যদি জানা যায় যে, কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, কিংবা সাক্ষ্য দানের জন্য এক দল লোক রয়েছে এবং সাক্ষ্য গৃহীত হয় এমন কেউ সাক্ষ্য দান করেছে, যা গৃহীত হয়েছে, তবে সাক্ষ্য না দেওয়ার কারণে গুনাহগার হবে না। যদি অন্য কেউ সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তা গৃহীত না হয়, তবে সে সাক্ষ্য না দিলে গুনাহ হবে, যদি সে এমন লোক হয়, যার সাক্ষ্য গৃহীত হয়ে থাকে (আত-তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ যার সাক্ষ্য অন্যদের চেয়ে শীঘ্র গৃহীত হয় এমন লোক হলে তার জন্য সাক্ষ্য দান হতে বিরত থাকার সুযোগ নেই (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৫. মাসআলা ঃ কাযীর আদালত থেকে সাক্ষীর বাড়ি যদি এতটুকু দূরে হয় যে, সাক্ষ্য দানের জন্য আদালতে গিয়ে একই দিনে বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়, তবে সাক্ষ্য না দিলে গুনাহ হবে না (আত-তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ খালাফ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে কাযী ন্যায় বিচার করে না, তার আদালতে মামলা দায়ের হলে সাক্ষী যদি এই আশায় সাক্ষ্য গোপন করে যে, পরে ন্যায়-পরায়ণ কাযী আসলে তার কাছে সাক্ষ্য দান করবে, তবে সুযোগ আছে কি ? তিনি বললেন, তার জন্য সে সুযোগ আছে (আয-যাহীরিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ হুদূরের ক্ষেত্রে সাক্ষীর এই ইখতিয়ার আছে যে, সে চাইলে সাক্ষ্য গোপন করবে অথবা প্রকাশ করবে গোপন করাই উত্তম। তবে চোরাই মাল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সে ক্ষেত্রে 'চুরি করেছে' না বলে বলবে, 'নিয়েছে' (আল-হিদায়া)।

৮. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যে বিষয়ে সাক্ষী হয়, তা দুই প্রকার ঃ (ক) এক প্রকার এমন, যা সাক্ষী রাখা ছাড়াই আপনা-আপনি সম্পন্ন হয়ে যায়, যেমন বেচাকেনা, স্বীকারোক্তি বিচারকের রায়, জবরদখল ও হত্যা। কোন সাক্ষী যদি বেচাকেনা, স্বীকারোক্তি ও বিচারকের রায় শুনতে পায় কিংবা জবরদখল ও হত্যাকাণ্ড দেখতে পায়, তবে সে ব্যাপারে তাকে সাক্ষী রাখা না হলে তার জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার অবকাশ আছে। সে বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে বিক্রি করেছে। 'আমাকে সাক্ষী রেখেছে' বলবে না। কেননা, তাহলে মিথ্যা বলা হবে।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার এমন যা আপনা-আপনি সম্পন্ন হয় না, যেমন সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য। যদি কোনও সাক্ষী কাউকে কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে শোনে, তবে সে বিষয়ে জাইয হবে না (আল-কাফী)।

৯. মাসআলা ঃ পর্দার আড়াল থেকে শুনলে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয নয়। কেননা, বক্তা অন্য কেউ হতে পারে। যেহেতু একজনের আওয়াজের সঙ্গে অন্যজনের আওয়াজ অনেক সময় মিলে যায়। হাঁ, ভিতরে যদি একজন লোকই থাকে এবং সাক্ষীর চোখের সামনে সে ঢোকে এবং সাক্ষী অন্য কাউকে ঢুকতে না দেখে আর সাক্ষী প্রবেশ পথে বসে থাকে, সেই সঙ্গে ভেতরে প্রবেশের অন্য কোন পথও না থাকে আর এ অবস্থায় সে প্রবিষ্ট লোকটির স্বীকারোক্তি শুনতে পায়, কিন্তু তাকে দেখা না যায়, তখন সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে নিশ্চতরূপে জানা আছে যে, স্বীকারোক্তিদাতা কে। তবে কাযীর কর্তব্য এই যে যখন তার সামনে এ বিষয়ে বিশদভাবে সাক্ষ্য তার সাক্ষ্য দেয়া হবে তখন তিনি ঐ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন (আত-তাবয়ীন)।

১০. মাসআলা ঃ নেকাব পরিহিতা স্ত্রীলোক সম্পর্কে সাক্ষী হওয়া জাইয কিনা এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, তার চেহারা না দেখে তার সম্পর্কে সাক্ষী হওয়া জাইয নয়। অপর কতক ফুকাহায়ে কিরাম এ ক্ষেত্রে একটু ছাড় দিয়েছেন। তারা বলেন, পরিচয় দান করা হলে সাক্ষী হওয়া জাইয। পরিচয় দানের জন্য একজনই যথেষ্ট, দুজন হলে ভাল। শায়খ ইমাম খাহারযাদে (র) এ মত গ্রহণ করেছেন। প্রথমোক্ত মত গ্রহণ করেছেন ইমাম শামসুল ইসলাম আওযাজানদী (র) ও শায়খ ইমাম যহীরুদ্দীন (র)। এর পক্ষে এক রকমের যুক্তিও আছে। কেননা, এ ব্যাপারে আমাদের ইজমা রয়েছে যে, সাক্ষী হওয়ার জন্য স্ত্রীলোকের মুখদর্শন জাইয। তারপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত অনুসারে তাকে যদি একজন লোক বলে যে, সে স্ত্রীলোকটি অমুক, তবে সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যতক্ষণ না সে এমন এক দল লোকের মুখে শুনবে যে, সে অমুক, যাদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে মিথ্যা বলা সম্ভব নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সম্পর্কে সাক্ষী হওয়া জাইয নয় (আয-যাহীরিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১. মাসআলা ঃ ফকীহ্ আবূ বকর আল-ইসকাফ (র) এ মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুসারে ফাতওয়া দিতেন। নাজমুদ-দীন আন-নাসাফী (র) এ মতই অবলম্বন করেছেন এবং এরই উপর ফাতওয়া।

যদি নির্ভরযোগ্য দুই ব্যক্তি স্ত্রীলোকটির নাম পরিচয় সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে তাদের কর্তব্য হলো সে সম্পর্কে দুজন সাক্ষীর সামনে সাক্ষ্য দেওয়া, যেমন সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রাখার নিয়ম রয়েছে। তারপর সাক্ষিগণ কাযীর সম্মুখে স্ত্রীলোকটির নাম-পরিচয়ের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। আর মূল দাবী সম্পর্কে তারা সাক্ষ্য দেবে আসল সাক্ষী হিসেবে। এটা জাইয হওয়ার ব্যাপারে কোন রকমের মতভেদ নেই (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলতেন, স্ত্রীলোকটি যদি পর্দার আড়াল থেকে কারও কাছে স্বীকারোক্তি দেয় এবং দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক, তবে যে ব্যক্তি সে স্বীকারোক্তি শুনল, স্বীকারোক্তি সম্পর্কে তার সাক্ষ্য দেওয়া জাইয নয়। হাঁ, স্বীকারোক্তি দেওয়ার সময় সে যদি স্ত্রীলোকটিকে দেখে থাকে, তবে তখন তার স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে। শর্ত হচ্ছে তার ব্যক্তি সত্তাকে দেখা, চেহারা দেখা নয় (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোক যদি নিজের চেহারা খুলে বলে আমি অমুকের কন্যা অমুক, তখন তার নাম পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। সে যদি মারা যায়, তবে দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে যে, সে ছিল অমুকের কন্যা অমুক। সে যদি নিজ চেহারা না খোলে আর এ অবস্থায় দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুকের কন্যা অমুক, তবে তার স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না। অর্থাৎ এরূপ বলা যাবে না যে, অমুক স্ত্রীলোক এই এই স্বীকারোক্তি দান করেছে। হাঁ, এই কথা বলে যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এক স্ত্রীলোক এই এই স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং দুই ব্যক্তি আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, সে অমুকের কন্যা অমুক, তবে তা জাইয (আল-মুলতাকাত)।

১৪. মাসআলা ঃ দুজন সাক্ষী যদি কোন স্ত্রীলোকের নাম-পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে এবং স্ত্রীলোকটি সেখানে উপস্থিত থাকে আর কাযী সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি বিবাদী স্ত্রীলোটিকে চেন ? এবং উত্তরে সাক্ষিগণ বলে, না, তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।

সাক্ষিগণ যদি বলে, আমরা এক স্ত্রীলোকের নাম-পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্য শুনেছিলাম, কিন্তু আমরা জানি না এই স্ত্রীলোকই সেই কিনা, তবে তারা যে নাম বলবে, সেই নাম্নী মহিলার উপর সে সাক্ষ্য প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে বাদীর কর্তব্য সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যে, তারা যে নাম-পরিচয় উল্লেখ করেছে, এ স্ত্রীলোকটিই সেই (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকটির পক্ষে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, সে যদি তার পরিচয় বর্ণনা করে, তবে তা জাইয হবে। তাতে সাক্ষ্য রাখার ব্যাপারটা স্ত্রীলোকটির পক্ষে হোক বা বিপক্ষে। কোনও কোনও ফকীহ্ বলেন, যদি স্ত্রীলোকটির পক্ষে সাক্ষ্য রাখা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি কর্তৃক তার নাম-পরিচয় বর্ণনা করা বৈধ হবে না, স্ত্রীলোকটি পক্ষে যার

সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। নাজমুদ-দীন আন-নাসাফী (র) প্রথমোক্ত মত গ্রহণ করেছেন (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৬. মাসআলা ঃ আলী ইব্ন আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোনও স্ত্রীলোক যদি দুইজন পুরুষের সামনে স্বীকার করে যে, সে এই বাঁদীটিকে আযাদ করে দিয়েছে, কিন্তু সাক্ষীদ্বয় স্ত্রীলোকটির চেহারা না দেখে, তবে তারা দুজন কি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ না তারা তাকে চিনতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাক্ষ্য দেওয়া জাইয নয়। স্ত্রীলোকটি তার বাঁদীকে আযাদ করার সময় থেকে যদি সাক্ষীদ্বয় তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, তবে তাঁর আযাদ করা সম্পর্কে তারা সাক্ষ্য দিতে পারবে (আত-তাতারখানিয়্যা ঃ আল-ইয়াতীমা-এর বরাতে)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির পাওনা আছে। যার কাছে পাওনা, সে গোপনে সে কথা স্বীকার করলেও প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। ফলে পাওনাদার ব্যক্তির পাওনা উসুল করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় সে যদি এই কৌশল অবলম্বন করে যে, একদল নির্ভরযোগ্য লোককে নিজ গৃহে লুকিয়ে রাখল এবং তারপর সেই ব্যক্তিকে উপস্থিত করে নিজের পাওনা দাবী করল, সে ব্যক্তিও লোকজন না থাকায় তা স্বীকার করল এবং তারপর বের হয়ে গেল, তবে আমাদের ইমামগণের মতে লুকিয়ে থাকা সে লোকগুলোর জন্য সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে। কেননা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে অবগতির প্রয়োজন তাদের তা অর্জিত হয়ে গেছে। কেউ বলেন, জাইয হবে না। কেননা, এটা এক রকমের ছলনা ও বিশ্বাসঘাতকতা। হাঁ, সাক্ষিগণ যদি তার চেহারা দেখে থাকে, তবে তাঁদের সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে। আর যদি চেহারা দেখতে না পায়, কিন্তু তার কথা শুনতে পায়, তবে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় এবং অবস্থা খুলে বলে, তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। হাঁ, তারা যদি পূর্ণাঙ্গ অবগতি লাভ করতে পারে তবে জাইয হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি মালিকানাধীন সম্পদ দেখে কিন্তু মালিককে না দেখে, যেমন চতুঃসীমাসহ একটি সম্পত্তি দেখতে পেল, যার মালিক হিসেবে অমুকের পুত্র অমুকের কথা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু সাক্ষিগণ না তার চেহারা দেখেছে, না তার পরিচয় লাভ করতে পেরেছে, তবে বিশুদ্ধ মত অনুসারে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অবকাশ আছে এবং সে সাক্ষ্য গৃহীতও হবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি সম্পত্তি ও মালিক কোনওটাই না দেখে, কিন্তু লোক মুখে শুনতে পায় যে, অমুক গ্রামে অমুকের পুত্র অমুকের এক খণ্ড জমি আছে, যার চতুঃসীমা এই, আর সে ব্যক্তি জমিটি চেনেও না এবং সেটি তার দখলেও নেই, তবে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না যে, সেই জমিটির মালিক। যদি মালিককে দেখতে পায়, কিন্তু সম্পত্তি না দেখে, যেমন কোনও এক ব্যক্তিকে ভালভাবে চেনা-জানা আছে এবং শোনা গেছে যে, অমুক গ্রামে তার এক খণ্ড জমি আছে, কিন্তু সাক্ষী কখনও সে জমি দেখে নি, তবে তার পক্ষে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয নয় (আল-কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০. মাসআলা ঃ সাক্ষী যদি মালিক ও সম্পত্তি উভয়ই দেখে থাকে, যেমন সে এক ব্যক্তির চেহারা ও নাম-পরিচয় জানে এং তার মালিকানাধীন এক খণ্ড জমি চতুঃসীমাসহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সে দেখেছে, আরও দেখেছে যে, সেটি তার দখলে আছে, সে মালিকের মত তা ব্যবহার করে থাকে এবং সে দাবীও করে যে, জমিটি তার, সেই সঙ্গে সাক্ষীর অন্তরও সাক্ষ্য দেয় যে, জমিটি তারই, তবে তার পক্ষে এ সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে যে, জমিটির মালিক সেই (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, তুমি যদি কারও হাতে কোনও মাল বা বাড়ি দেখ এবং তোমার মন বলে, সেটি তারই, তারপর তুমি সেটি অন্য কারও হাতে দেখতে পাও, তবে তুমি এ সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, সেটি প্রথম ব্যক্তির। তুমি যখন এ সাক্ষ্য দেওয়ার ইচ্ছা করলে যে, সেটি প্রথম ব্যক্তির, তখন যদি দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সেটি বর্তমানে যার হাতে আছে তার, সে তাদের উপস্থিতিতে প্রথম ব্যক্তির হাতে এটি আমানত রেখেছিল, তবে তোমার আর এ সাক্ষ্য দেওয়ার অবকাশ থাকবে না যে, সেটি প্রথম ব্যক্তির। পক্ষান্তরে যদি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সে রকম সাক্ষ্য দেয়, তবে তোমার সাক্ষ্য দেওয়ার অবকাশ থাকবে। অবশ্য তোমার অন্তরে যদি জাগ্রত হয় যে, সে একজন সাক্ষী সত্য কথাই বলছে, তবে ভিন্ন কথা। 'আল-জামিউস সাগীর' গ্রন্থে 'অন্তরে' জাগ্রত হওয়ার বিষয়টা উল্লেখ করা হয় নি এবং দখলের সঙ্গে মালিকের মত ব্যবহারের কথাও তাতে নেই। কিন্তু 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে যা বলা হয়েছে সেটাই সঠিক।

এমনিভাবে মৃত্যু, বিয়ে ও বংশ-পরিচয়ের মত প্রকাশ্য বিষয়, যে সম্পর্কে লোকমুখে শুনে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয, সে সম্পর্কে যদি অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, লোকমুখে শোনা কথাই সত্য, তারপর নির্ভরযোগ্য দুজন লোক মনের সে ধারণার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়, তবে মনের সে ধারণার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়, তবে মনের সে ধারণার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না। হাঁ, যদি অন্তরে এই প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় যে, সাক্ষীদ্বয় মিথ্যা বলছে, তবে ভিন্ন কথা।

যদি একজন নির্ভরযোগ্য লোক তোমার মনের ধারণার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়, তবে তুমি তোমার মনের ধারণা অনুযায়ী সাক্ষ্য দিতে পার। হাঁ, তোমার যদি মনে হয়, সে সাক্ষীই সত্যবাদী, তবে মনের ধারণা অনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যে পন্থায় অবগতি লাভ করেছে, যেমন দখলে থাকার বিষয়টা চাক্ষুষ দেখা, তা প্রকাশ না করা উচিত। যদি প্রকাশ করে দেয়, তবে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে (আল-কাফী)।

২৩. মাসআলা ঃ কাযী ইমাম (আবূ ইউসুফ র.) বলেন, কেউ যদি কারও হাতে কোন বস্তু দেখে, যা সে ব্যবহার করছে এবং লোকে বলছে সে তার মালিক, কিন্তু সে দর্শকের মনে হচ্ছে যে, সে তার মালিক নয়, বরং মালিক অন্য কেউ এবং এ ব্যক্তি সেই মালিকের অনুমতিক্রমে এটি ব্যবহার করছে, তবে তার পক্ষে মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না। এরই উপর আমাদের অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের ফাতওয়া (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলে কোন গোলাম ও বাঁদী দেখে, যারা তার সেবা করছে আর তার জানা থাকে যে, তারা গোলাম-বাঁদী তবে তার পক্ষে তার সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে যে, সে তাদের মালিক। তাতে তারা দুজন নাবালেগ হোক বা সাবালক। আর তাদের গোলাম-বাঁদী হওয়ার বিষয়টা যদি তার জানা না থাকে আর তারা এমন নাবালেগ হয় যে, নিজেদের বিষয়টা তারা ব্যক্ত করতে পারে না, তখনও একই বিধান। আর যদি তারা নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়, তাতে তারা বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু হোক বা সাবালক হোক, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের গোলামী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

২৫. মাসআলা ঃ 'আল-ওয়াকিয়াত' গ্রন্থে আছে, যদি দুজন সাক্ষীর জানা থাকে যে, বাড়িটি বাদীর, আর অপর দুজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, বাদী বাড়িটি দখলদারের হাতে বিক্রি করেছে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ ব্যাপারে বলেন যে, তারা তাদের ভ্রূক্ষেপ করবে না (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ আন-নাতিফী (র) উল্লেখ করেছেন যে, দুজন লোক এক বিয়ে, বা বিক্রি কিংবা হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করল, তারপর তারা যখন সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে চাইল, তখন নির্ভরযোগ্য দুই ব্যক্তি তাদের সামনে সাক্ষ্য দিল যে, লোকটি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, অথবা বিক্রেতা বিক্রি করার আগে গোলামটিকে আযাদ করে দিয়েছিল অথবা হত্যাকাণ্ডের পর নিহতের অভিভাবক হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছে, তবে এ অবস্থায় তাদের বিয়ে ও অপর বিষয় দুটো সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে না। আর সে নির্ভরযোগ্য লোক যদি একজন হত তবে তার পক্ষে সাক্ষ্য না দেওয়ার সুযোগ থাকত না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সামনে স্বীকার করল যে, অমুক লোক তার কাছে এই পরিমাণ অর্থ পাবে, তারপর সে তা অস্বীকার করল। যার জন্য স্বীকার করেছিল, সে উপস্থিত সে ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রার্থনা করল। এ অবস্থায় নির্ভরযোগ্য দুজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, স্বীকারোক্তিদাতা যে বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল, বিক্রি বা হিবার মাধ্যমে সে তার মালিক হয়ে গেছে, তবুও উপস্থিত সে ব্যক্তি যা জানত সে অনুযায়ী সাক্ষ্য দেবে (আয-যাখীরা)।

২৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একদল লোকের সামনে বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীকার করল যে, তার কাছে অমুকের এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তারপর দুই বা তিনজন বিশ্বস্ত লোক সেই সাক্ষীদের সামনে এসে বলল, তোমরা অমুকের কাছে অমুকের দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিও না। কেননা, তার কাছে তার যত দেনা ছিল সে তা সব পরিশোধ করে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সাক্ষ্যদান হতে বিরত থাকবে এবং চাইলে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে এবং কাযীর কাছে বিষয়টা বিবৃত করবে, যাতে কাযী অন্যায় রায় না দিয়ে বসে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তার থেকে ভিন্ন এক বর্ণনাও আছে। তাতে বলা হয়েছে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে 'তার কাছে অমুকের এই পরিমাণ পাওনা ছিল।' এই পরিমাণ পাওনা আছে বলবে না।

ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফাযল (র) বলেন, সাক্ষীদ্বয়ের সামনে যদি নির্ভরযোগ্য দুজন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, পাওনাদার তার পাওনা বুঝে নিয়েছে বা দেনাদারকে দেনার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে, তবে তাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দান থেকে বিরত থাকা জাইয হবে না যে, তাদের কাছে সে ব্যক্তি দেনা স্বীকার করেছিল। হাঁ, তারা যদি পাওনাদারকেই স্বীকার করতে শোনে যে, সে তার পাওনা উসুল করে নিয়েছে বা মাফ করে দিয়েছে, তবে আলাদা কথা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৯. মাসআলা ঃ আমাদের এ যুগের কতক ফুকাহায়ে কিরাম এ জাতীয় সমস্ত মাসআলায় এই মত গ্রহণ করেছেন যে, নির্ভরযোগ্য দুজন লোক যদি সাক্ষীর কাছে দেয় এবং তার মনে ধারণা জন্মায় যে, তারা সত্য কথাই বলেছে, তবে প্রকৃত হক সম্পর্কে সে যা জানে সে অনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া তার জন্য জাইয হবে না। পক্ষান্তরে তার সামনে যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় অথবা দুজনেই সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তার অন্তরে তারা সত্যবাদী বলে ধারণা না জন্মায়, তবে আসল হক সম্পর্কে সে যা জানে সে অনুযায়ী সাক্ষী দিতে পারবে (আয-যাখীরা)।

৩০. মাসআলা ঃ সাক্ষীর সামনে যদি স্বামী তালাকের কথা অথবা মুনীব আযাদ করার কথা স্বীকার করে, তারপর সে তাকে বিয়ে বা গোলাম বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে থাকে, তবে সে সাক্ষ্যদান হতে বিরত থাকবে। তার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩১. মাসআলা ঃ ইব্ন মুকাতিল (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, দুই ব্যক্তি একদল লোকের সামনে হিসাব-নিকাশ করল এবং তাদেরকে বলল, তোমরা আমাদের কাছ থেকে যা শোন, সে ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিও না, তারপর তাদের একজন অপরজনের পক্ষে স্বীকার করল যে, সে তার কাছে পাবে। এখন তার সে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে কি তারা সাক্ষ্য দিতে পারবে? তিনি বললেন, সাক্ষী তার যে স্বীকারোক্তি শুনল সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে। এটাই ইব্ন সীরীন (র)-এর মত। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে এবং আমরা এটাই গ্রহণ করি (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুজন সাক্ষীর সামনে নির্দিষ্ট মোহরানা এক নারীকে বিয়ে করল। তারপর কয়েক বছর গত হয়ে গেল। ঐ স্বামীর ঔরসে তার ছেলে-মেয়েও হল। তারপর স্বামী মারা গেল। তারপর সে মহিলা ধার্যকৃত মোহরানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাক্ষীদ্বয়কে ডাকল। তো তাদের যদি বিষয়টা মনে থাকে, তবে তারা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে। এরই উপর ফাতওয়া (আয-যাখীরা)।

৩৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন পশুকে অপর পশুর পিছে পিছে চলতে ও তার দুধ খেতে দেখে তবে সে সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, অপর পশুটি যার, শাবকটিও তার এবং এটি সে পশুটিরই বাচ্চা (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দানের জন্য এই বললেই যথেষ্ট যে, বাচ্চাটি ওই পশুটির পিছে পিছে চলছিল। বাচ্চাটির জন্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া শর্ত নয় (আত-তাতারখানিয়্যা, আল-ইয়ানাবী-এর বরাতে)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৫. মাসআলা ঃ কোনও স্ত্রীলোক যদি তার কাছে তার পিতা বা ভাইয়ের কিছু প্রাপ্য সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দেয় এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য থাকে অন্যান্য ওয়ারিসদের ক্ষতি করা, তবে সাক্ষীদের পক্ষে ঐ সাক্ষ্য ধারণ করা ও আদায় করা জাইয হবে, কিন্তু এরূপ করা সে স্ত্রীলোকের জন্য মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৬. মাসআলা ঃ যার পক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে সে যদি রাজ-ক্ষমতার অধিকারী হয়, তারপর স্বীকারোক্তিদাতা বলে যে, আমি তার ভয়ে স্বীকার করেছি আর সাক্ষীর তা জানা থাকে, তবে সে সাক্ষ্য দেবে না। আর যদি ভয়ের কথা সাক্ষীর জানা না থাকে, তবে সাক্ষ্য দেবে এবং কাযীকে জানাবে যে, সে একজন সরকারী সৈন্যের কবলে ছিল (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩৭. মাসআলা ঃ আবুল কাসিম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কেউ যদি সরকারের নিকট হতে মাসিক সুনির্দিষ্ট দিরহামের বিনিময়ে পশুর হাট পত্তন নেয় এবং এ ব্যাপারে কোনও দলীল লিখে নেয়, তা কি জাইয হবে ? এবং সাক্ষীদের পক্ষে কি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে ? তিনি বললেন, পত্তনদাতা গ্রহীতা উভয়ে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হবে এবং সাক্ষিগণ যদি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হবে।

জিজ্ঞেস করা হল, সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, সে দিরহামের কথা স্বীকার করেছে এবং সে দিরহাম কিসের বিনিময়ে তা তাদের জানা থাকে, তবে কি সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে ? তিনি বললেন, তারা তা জানার পর যদি সাক্ষ্য দেয়, তবে তারা অভিশপ্ত হবে। এরূপ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া তাদের জন্য জাইয হবে না (আন-নাওয়াযিল)।

৩৮. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যে কোনও স্বীকারোক্তির কারণ (অর্থাৎ যে বিষয়ের বিনিময়ে তার কাছে পাওনা সাব্যস্ত হয়েছে তা) হারাম ও অবৈধ বলে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয নয় (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি কোনও কাযীকে কোনও লোকের উদ্দেশ্যে বলতে শোনে, তোমার কাছে ওই ব্যক্তির এই পরিমাণ পাওনা আছে বলে আমি রায় দিলাম এবং তারা অপর কাযীর নিকট সে রায় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করে যে, আমরা অমুক কাযীকে বলতে শুনেছি 'আমি তোমার কাছে ওই ব্যক্তির এই পরিমাণ পাওনা থাকার রায় দিলাম', কিন্তু সে কাযী আমাদেরকে তার ফায়সালা সম্পর্কে সাক্ষী রাখে নি, তবে তাতে তাদের সাক্ষ্য ত্রুটিপূর্ণ হবে না। তারা যদি বলে, তারা তাকে এরূপ বলতে শুনেছে এমন শহরে, সে যে শহরের কাযী নয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং তখন তাদের সাক্ষ্য দেওয়াও উচিত হবে না (আয-যাখীরা)।

৪০. মাসআলা ঃ আলী ইব্ন আহমদ (র) ও আবূ আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন কাযী যদি এই মর্মে সাক্ষী রাখে যে, আমি অমুকের কাছে অমুকের এই পরিমাণ পাওনা থাকার পক্ষে রায় দিয়েছি, কিন্তু সাক্ষিগণ তার বিচার সভায় উপস্থিত না থাকে, তারপর তারা অন্য কাযীর নিকট সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তা কী গৃহীত হবে ? আলী ইব্ন আহমদ (র) বললেন, এটা অবৈধ সাক্ষ্য এবং এটা ধর্তব্য নয়। আবূ আহমদ (র) বললেন, মাসআলা এ

রকমই সাক্ষী রাখার জন্য বিচার সভার সাক্ষীদের উপস্থিতি শর্ত (আত-তাতারখানিয়া, আল-ইয়াতীমার বরাতে)।

৪১. মাসআলা ঃ সাক্ষী যদি তার লেখা দেখে, কিন্তু ঘটনা মনে না থাকে অথবা সাক্ষ্য লেখার ব্যাপারটা মনে থাকে, কিন্তু অর্থের পরিমাণ স্মরণ না থাকে, তবে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ অবস্থায়ও সাক্ষ্য দেওয়া জাইয। আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতের উপরও ফাতওয়া দেওয়া হয় (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৪২. মাসআলা ঃ 'আন-নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে, সাক্ষী যদি নিজ লেখা চিনতে পারে এবং লেখা তার হিফাজতে থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য লেখার কথা মনে না থাকে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, আমরা এ মতই গ্রহণ করি (আল-খুলাসা)।

৪৩. মাসআলা ঃ লেখা যদি বাদীর হাতে থাকে, তবে তার সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না। এটাই গ্রহণযোগ্য মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৪. মাসআলা ঃ আমাদের মাযহাবের পরবর্তীকালীন ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, সাক্ষীর যদি তার লেখা সম্পর্কে সন্দেহ না থাকে, তবে ঘটনার কথা মনে না থাকলেও তার সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে, তাতে সাক্ষ্যপত্র বাদীর হাতে থাকুক বা অন্য কারও হাতে। এরই উপর ফাতওয়া (আল-ইখতিয়ার, শারহুল মুখতার)।

৪৫. মাসআলা ঃ ফাতওয়া হিসেবে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী সাক্ষী যখন নিজের লেখার উপর নির্ভর করে সাক্ষ্য দিল এবং আমরা তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত গ্রহণ করলাম, তখন কাযীর কর্তব্য হবে তাকে জিজ্ঞেস করা যে, সে কি জ্ঞানতঃ সাক্ষ্য দিচ্ছে না লেখা হিসেবে। যদি বলে আমার জানা হিসেবে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে আর যদি বলে লেখা হিসাবে, তবে গ্রহণ করবে না (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

৪৬. মাসআলা ঃ সাক্ষী যদি তার লেখা চিনতে পারে, স্বীকারোক্তিদাতার স্বীকারোক্তি তার স্মরণ থাকে এবং যার পক্ষে সে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল তাকেও চেনে, কিন্তু সময় ও জায়গা তার স্মরণ না থাকে, তবে তার সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়্যা)।

৪৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একখানা ওসিয়তপত্র লিখল এবং সাক্ষীদেরকে বলল, এতে যা আছে তোমরা সে সম্পর্কে সাক্ষী থাক, কিন্তু সে ওসিয়ত পত্রটি তাদের সামনে পড়ল না। আমাদের ইমামগণ বলেন, তাদের এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না এবং এটাই সহীহ্। কেবল তিন অবস্থায়ই তাদের জন্য সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ (ক) ওসিয়তকারী নিজে তাদের সামনে ওসিয়তনামা পড়বে; (খ) ওসিয়তনামাটি অন্য কেউ লিখবে এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ওসিয়তকারীর সামনে সে তা পড়বে, তারপর ওসিয়তকারী বলবে, এতে যা আছে, সে সম্পর্কে তোমরা সাক্ষী থাক। অথবা (গ) ওসিয়তকারী সাক্ষীদের সামনে ওসিয়তনামা লিখবে এবং যা

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখা হয়েছে তা তাদের জানা থাকবে তারপর তাদেরকে বলবে, তোমরা এতে যা আছে সে সম্পর্কে সাক্ষী থাক।

যদি সাক্ষীদের সামনে ওসিয়তনামা লেখে এবং তাদের জানা থাকে যে, তাতে কী লেখা হয়েছে, কিন্তু সে তাদেরকে না বলে যে, এতে যা আছে তোমরা সে সম্বন্ধে সাক্ষী থাক, তবে তাদের জন্য সাক্ষী দেওয়া জাইয হবে না।

ইমাম আবূ আলী আন-নাসাফী (র) বলেন, এটা সেই অবস্থায়, যখন 'কালির অক্ষরে' লিখিত না হয়। যদি কালির অক্ষরে লিখিত হয় এবং সাক্ষীদের সামনে লেখা হয় এবং কী লেখা হয়েছে তা তাদের জানা থাকে, তবে তাদের সাক্ষী দেওয়া জাইয, যদিও সে তাদেরকে না বলে যে, এতে যা লেখা হয়েছে সে সম্পর্কে তোমরা সাক্ষী থাক। এ মত উত্তম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৮. মাসআলা ঃ লেখা কয়েক রকমের হতে পারে– (ক) কালির অক্ষরে সুস্পষ্ট লেখা, যা কাগজের উপর লেখা হয় এবং প্রথমে শিরোনাম থাকে, যেমন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়ে থাকে। এরূপ লেখার পর সে যদি বলে, এতদদ্বারা আমার তালাক দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না বা এর দ্বারা আমি স্বীকারোক্তি দিতে চাই নি, তবে ধর্মত (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তার মধ্যে) সেটা গৃহীত হবে কিন্তু আইনত (অর্থাৎ কাযীর আদালতে) তা গৃহীত হবে না। সুতরাং পত্রের সে লেখা সম্পর্কে সাক্ষীর সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে, তাতে লেখক সাক্ষীকে লক্ষ্য করে সাক্ষী হওয়ার কথা বলুক বা নাই বলুক (খিযানাতুল মুফতীন)।

৪৯. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি কাউকে পত্র মারফত লিখে জানায় যে, 'অমুকের পুত্র পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি, তোমার প্রতি সালাম। তারপর সমাচার এই যে, আমার নিকট তোমার যে এক হাজার পাওনা ছিল তুমি তা পরিশোধের তাগাদা দিয়ে আমার কাছে পত্র লিখেছ, অথচ তুমি তা থেকে পাঁচশত দিরহাম কবজা করেছিলে, এখন আমার কাছে তোমার পাওনা রয়েছে পাঁচশত দিরহাম, তবে বিষয়টা যার জানা আছে, সে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারবে, যদিও বিশেষভাবে তাকে সে সম্পর্কে সাক্ষী রাখা না হয় (আল-মুহীত)।

৫০. মাসআলা ঃ (খ) যে লেখা কালির অক্ষরে লিখিত না হয়, যেমন মাটির উপরে, কাপড়ে বা শ্লেটে কিংবা কালি ছাড়া কাগজে লেখা, তা যদি স্পষ্ট হয় এবং সাক্ষীদেরকে বলে, তোমরা সাক্ষী থাক, তবে তাদের সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে। আর তাদেরকে এরূপ না বললে জাইয হবে না।

যদি কারও পাওনা সম্পর্কে কোনও স্মারকপত্র লেখে এবং একদল লোক তা দেখে, কিন্তু তাদেরকে সে সম্পর্কে সাক্ষী না রাখে, তবে সে লেখা তার জন্য 'অনিবার্য' হবে না এবং তাদেরও সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না। কেননা, তার সে লেখা মশকের জন্যও হতে পারে। পক্ষান্তরে কাগজে কালির অক্ষরে লেখা, দালালের লেখা ও মুদ্রা ব্যবসায়ীর লেখা এ রকম নয়। কেননা, সেগুলোর প্রামাণ্য মর্যাদা আছে।

কেউ যদি লেখা অস্বীকার করে এবং এ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, তা তারই লেখা বা সেই তা লিখিয়েছে তা গৃহীত হবে, যেমন কেউ যদি স্বীকারোক্তি অস্বীকার করে এবং বাদী সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হয়ে থাকে। এমনিভাবে যে কোনও রকমের লেনদেন ও চুক্তির একই হুকুম। পক্ষান্তরে হুদূদ ও কিসাস সম্পর্কিত লেখা কাগজে কালির অক্ষরে হোক বা কালির অক্ষর ছাড়া হোক সবই সমান।

কেউ যদি কোন লেখায় চুরির কথা স্বীকার করে এবং সে লেখা কাগজে কালির অক্ষরে হয়, তবে তাকে চোরাই মালের জরিমানা দিতে হবে, কিন্তু তার হাত কাটা হবে না।

(গ) আর যে লেখা কালির অক্ষরে অঙ্কিত নয়, যেমন পানির উপর লেখা বা বাতাসে লেখা, লেখক যদি বলে, তোমরা এ ব্যাপারে সাক্ষী থাক, তবে তার সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না, যদিও তাদের জানা থাকে সে কী লিখেছে। কেননা, যে লেখা 'অঙ্কিত' নয় তা সেই কথার মত, যা বুঝা যায় না। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ এবং মুসলিম ও যিম্মির একই হুকুম (খিযানাতুল-মুফতীন)।

৫১. মাসআলা ঃ লেখাপড়া জানে না এমন দুই ব্যক্তির সামনে বসে যদি কেউ কোন পত্র লেখে এবং তাদেরকে তা ধরিয়ে দেয়, তবে সে সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম কাযী আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৫২. মাসআলা ঃ কেউ কোন মাল কিনল। পরে বিক্রেতার কাছে দাবী করল যে, তাতে একটি দোষ আছে, কিন্তু তা প্রমাণ করতে পারল না। তারপর সে তা অন্য কারও কাছে বিক্রি করল। এখন ক্রেতা যদি তার বিরুদ্ধে সেই দোষের দাবী তোলে, তবে প্রথম বিক্রেতার বিরুদ্ধে তোলা তার দাবী যারা শুনেছিল, তারা বর্তমান ক্ষেত্রে দোষ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে (আল-খুলাসা)।

৫৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি (অন্যের) তেল, ঘি বা সির্কা সাক্ষীদের সামনে ঢেলে দেয় এবং দাবী করে, তাতে ইঁদুর পড়ে মরেছিল, তবে পবিত্র বস্তু নষ্ট করার দাবী অস্বীকার করার ব্যাপারে কসমের সঙ্গে তার কথাই গৃহীত হবে। সাক্ষীদের পক্ষে তার বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না যে, সে পবিত্র জিনিস ঢেলে দিয়েছিল।

কেউ যদি সাক্ষীদের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পাত্রের গোশত নষ্ট করে ফেলে এবং তারপর দাবী করে তা মৃত জন্তুর গোশত ছিল, তবে তার সে কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। সাক্ষীদের পক্ষে এ সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে যে, তা যবাহ্ করা পশুর গোশত ছিল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৪. মাসআলা ঃ চারটি বিষয়ে প্রসিদ্ধি ও লোকমুখে শোনার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয এবং এ ব্যাপারে সকলেই একমত আর তা হচ্ছে, বিয়ে, পিতৃ-পরিচয়, মৃত্যু ও বিচার (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ লোকমুখে শোনে যে, সে অমুকের পুত্র অমুক বা কোনও লোককে কোনও নারীর কাছে প্রবেশ করতে দেখে এবং মানুষকে বলতে শোনে সে যে, সে অমুকের কন্যা অমুক এবং এই লোকটির স্ত্রী অথবা কোনও ব্যক্তিকে কোনও হক সম্পর্কে কারও পক্ষে রায় দিতে দেখে এবং মানুষকে বলতে শোনে যে, ইনি এই শহরের কাযী কিংবা মানুষকে বলতে শোনে যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে অথবা লোকে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যা করে তার সঙ্গেও অনুরূপ করতে দেখে, তবে তার জন্য এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে, যদিও সে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে জন্ম, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিয়ের আক্দ, তৃতীয় ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সে ব্যক্তিকে সে শহরের কাযী পদে নিয়োগ দান করতে এবং চতুর্থ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ স্বচক্ষে অবলোকন না করে থাকে (আয-যাখীরা)।

৫৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন পুরুষ ও নারীকে একই ঘরে বাস করতে এবং তাদের পরস্পরে স্বামী-স্ত্রী সুলভ আচার-আচরণ করতে দেখে, তবে তার পক্ষে এ সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে যে, মহিলাটি সেই পুরুষের স্ত্রী (আল-হিদায়া)।

৫৭. মাসআলা ঃ ওয়াকফের ক্ষেত্রে সঠিক মত এই যে, ওয়াকফের মূল বিষয় সম্পর্কে শ্রুতিনির্ভর সাক্ষ্য দেওয়া জাইয, ওয়াকফের শর্তাবলী সম্পর্কে জাইয নয় (আল-কাফী)।

৫৮. মাসআলা ঃ যা কিছুর উপর ওয়াক্ফ শুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে, তাই ওয়াকফের মূল বিষয় আর যা কিছুর উপর ওয়াকফের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল নয়, সে সব হচ্ছে ওয়াকফের শর্ত (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

৫৯. মাসআলা ঃ ইমাম যাহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র) বলেন, ওয়াক্ফ সম্পর্কে সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে এ কথা উল্লেখ করা শর্ত যে, কী কাজে ওয়াক্ফ করা হয়েছে। বলতে হবে যে, সে মসজিদ বা কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করেছে। বলতে হবে যে, সে মসজিদ বা কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করেছে। সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্যে এ বিষয় উল্লেখ না করলে তাদের সাক্ষ্যে গৃহীত হবে না (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা)।

৬০. মাসআলা ঃ লোকমুখে শুনে বা প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে কারও স্ত্রী মিলন সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তা জাইয হবে। আল-খাস্সাফ কৃত 'আদাবুল কাযী'-এর ভাষ্যগ্রন্থে আস-সাদরুশ-শাহীদ (র) এরূপ উল্লেখ করেছেন (আল-হিদায়া, আল-কানা ও আল-কাফী)।

কেননা, এটা এমনই এক বিষয়, যা প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং পিতৃ-পরিচয়, মোহরানা, ইদ্দত, ইহ্সান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিধানাবলী এর সঙ্গে সম্পৃক্ত (আন-নিহায়া)।

৬১. মাসআলা ঃ গোলাম মুক্তি সম্পর্কে যদি প্রসিদ্ধি ও জনশ্রুতির ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তবে 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থের 'নিকাহ' অধ্যায়ের বর্ণনা মতে তা জাইয হবে (আল-মুহীত)। আর এটাই সঠিক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬২. মাসআলা ঃ গোলামের মুক্তি সম্পর্কে প্রসিদ্ধি ও জনশ্রুতির ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেয়া আমাদের মাযহাবে জাইয নয় (আল-মুহীত)।

৬৩. মাসআলা ঃ 'ওয়ালা' (দাস মুক্তি সূত্রে উত্তরাধিকার) সম্পর্কে জনশ্রুতির ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিলে তা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে গৃহীত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও প্রথম দিকে তাই বলতেন। পরে তিনি সে মত প্রত্যাহার করে গৃহীত হওয়ার কথা বলেছেন। তবে যাহিরী রিওয়ায়াতের সিদ্ধান্তই সঠিক (আল-বাদাই)।

৬৪. মাসআলা ঃ সাক্ষীর উচিত সূত্র ব্যাখ্যা না করে সাধারণভাবে সাক্ষ্য দেওয়া। যদি সূত্র ব্যাখ্যা করে এবং বলে, সে জনশ্রুতির ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছে তবে কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না (আল-কাফী)।

৬৫. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি কাযীর সম্মুখে সাক্ষ্য দেয় এবং বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। আমাদের আস্থা আছে এমন এক ব্যক্তি আমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য বৈধ হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (আল-খুলাসা, আন-নিহায়া)।

৬৬. মাসআলা ঃ যে সব বিষয়ে জনশ্রুতির ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ এ জাতীয় কোনও বিষয়ে সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় এবং বলে, আমরা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নই, কিন্তু আমাদের কাছে এটা প্রসিদ্ধ, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৭. মাসআলা ঃ রাশীদুদ্দীর (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, ওয়াক্ফ সম্পর্কে জনশ্রুতির ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয, যদিও সাক্ষীদ্বয় তা ব্যক্ত করে। কেননা, কখনও এমনও হতে পারে যে, সাক্ষীর বয়স বিশ বছর আর ওয়াক্ফ করা হয়েছে একশত বছর আগে। সে ক্ষেত্রে কাযী নিশ্চিত জানে যে, সাক্ষী জনশ্রুতির ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিয়েছে, চাক্ষুষ দেখে নয়। কাজেই সাক্ষী কতৃক জনশ্রুতির বিষয়টা ব্যক্ত করা ও না করার মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকল না। যহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র) এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬৮. মাসআলা ঃ 'আল-ফাতাওয়াস সুগরা' গ্রন্থে আছে, জনশ্রুতির ভিত্তিতে পিতৃ-পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে সাক্ষ্য দুপ্রকার হতে পারে– (ক) হাকীকী (প্রকৃত অর্থে জনশ্রুতি) এবং (খ) হুকুমী (যার উপর জনশ্রুতির বিধান প্রযোজ্য)।

হাকীকী এই যে, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এত প্রসিদ্ধ হবে এবং এত প্রচুর লোকের মুখে শোনা যাবে। কোনও মিথ্যার উপর যাদের একমত হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এরূপ বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাক্ষীর বিশ্বস্ততা এবং সাক্ষ্য শব্দ উচ্চারণ করা শর্ত নয়। বরং কেবল 'তাওয়াতুর'-ই শর্ত অর্থাৎ এত বিপুল সংখ্যক মানুষের মুখে শুনতে পাওয়া শর্ত, কোনও মিথ্যার উপর যাদের একত্র হওয়া অসম্ভব।

'হুকুমী' এই যে, বিশ্বস্ত দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক তার কাছে 'সাক্ষ্য' শব্দের সঙ্গে ঘটনা বিবৃত করবে (আল-খুলাসা)।

৬৯. মাসআলা ঃ এটা সেই ক্ষেত্রে যখন তার জিজ্ঞেস ছাড়াই সে দুই ব্যক্তি তার কাছে সাক্ষ্য দেবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'শাহাদত' অধ্যায়ে লিখেছেন যে, কেউ যদি নির্ভরযোগ্য দুইজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং তারা তার কাছে কারও পিতৃ-পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তারা সে ব্যক্তির পরিচিতি তুলে ধরে, তবে সে ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি যদি তার কাছে দুজন সাক্ষী হাযির করে এবং তার পিতৃ-পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তার পক্ষে সে ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না।

যদি কোন লোক কোন সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয় কিন্তু তারা তাকে চিনতে না পারে আর সে বলে, আমি অমুকের পুত্র অমুক, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার সে পিতৃ-পরিচয় সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে না। বরং তাদেরকে সে ব্যক্তির এলাকার দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করতে হবে। তারা যদি তাদের কাছে তার পিতৃ-পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য দেওয়া জাইয হবে। ইমাম জাস্‌সাস (র) এ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বলেন, এটাই সহীহ্ (আস-সাদরুশ-শাহীদ, শারহু আদাবিল কাযী)।

৭০. মাসআলা ঃ বলা হয় যে, মৃত্যু সম্পর্কে একজন পুরুষ বা নারীর সংবাদই যথেষ্ট। এটাই গ্রহণযোগ্য। সকলেরই মতে এ ব্যাপারে 'সাক্ষ্য' শব্দ ব্যবহারেরও প্রয়োজন নেই (ফাতহুল কাদীর)।

৭১. মাসআলা ঃ কেউ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক ব্যক্তির দাফনে উপস্থিত ছিল বা সে তার জানাযা পড়েছে, তবে সে মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীই হল, সুতরাং সে এ ব্যাখ্যাসহ সাক্ষ্য দিলেও কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে (মুযমারাত)।

৭২. মাসআলা ঃ যদি কোনও লোকের মৃত্যু সংবাদ আসে এবং মৃত্যু হলে যা করা হয় তারাও তা করে, তবে এর ভিত্তিতে তুমি তার মৃত্যু সংবাদ জানাতে পার না, যতক্ষণ না নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তি তোমাকে জানায় যে, সে তার মৃত্যু চাক্ষুষ দেখেছে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৭৩. মাসআলা ঃ কারও মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী যদি কেবল একজন হয় এবং সে একা কাযীর সম্মুখে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু কাযী তার সাক্ষ্যর ভিত্তিতে ফায়সালা না দেয়, তবে সে ক্ষেত্রে কী করণীয় ?

আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম এর জবাবে বলেন, তার মত একজন নির্ভরযোগ্য লোককে সে মৃত্যু সংবাদ জানাবে। সেই লোক যখন তার কাছ থেকে মৃত্যু সংবাদ শুনবে, তখন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে। সুতরাং সে এবং এই সাক্ষী উভয়ে মিলে কাযীর সম্মুখে সাক্ষ্য দেবে, যাতে কাযী তাদের দুজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা দিতে পারে (আন-নিহায়া)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষ্যদান ও তা শ্রবণের পদ্ধতি

১. মাসআলা ঃ উপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদীর দিকে ইশারা করা অপরিহার্য। এমনিভাবে যে বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হবে তা অস্থাবর সম্পত্তি হলে তার প্রতিও করা শর্ত।

যদি মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয় আর মৃতের ওসী বা অনুপস্থিত ব্যক্তির উকীল উপস্থিত থাকে, তবে সাক্ষিগণ কর্তৃক মৃত ব্যক্তি ও অনুপস্থিত ব্যক্তির নাম এবং তাদের বাবা ও দাদার নাম উল্লেখ করতে হবে। ইমাম খাস্‌সাফ (র) পরিচয় দানের জন্য দাদার নামোল্লেখকে শর্ত বলেছেন। 'শুরূত' অধ্যায়েও এরূপ বলা হয়েছে। আমাদের মাশায়েখে কিরামের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, এটা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে পিতার নাম বলাই যথেষ্ট (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা ঃ কিন্তু সঠিক মত এই যে, দাদার নাম উল্লেখ করাও অপরিহার্য শর্ত (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

৩. মাসআলা ঃ তবে কাযী দাদার নামোল্লেখ ছাড়া রায় দিয়ে দিলে তা কার্যকর হবে। যেহেতু এ মাসআলায় মতভেদ আছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি নিজ নাম দ্বারাই প্রসিদ্ধ হয়, যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র), তবে কেবল তার নাম বলাই যথেষ্ট বাবা-দাদার নাম বলার প্রয়োজন নেই (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

৫. মাসআলা ঃ যাদের মতে দাদার নাম বলা শর্ত, তাদের মত অনুসারে দাদার নামের স্থলে পেশার উল্লেখ যথেষ্ট হবে না। তবে সেটা যদি এমন পেশা হয়, যা দ্বারা সে ব্যক্তি দ্ব্যর্থহীনভাবে পরিচিত, তবে ভিন্ন কথা (আয-যাখীরা)।

৬. মাসআলা ঃ যদি তার নাম, তার পিতার নাম বংশের নাম ও পেশা উল্লেখ করে এবং সেই নাম ও সেই পেশার দ্বিতীয় কোন লোক একই মহল্লায় না থাকে, তবে তো যথেষ্ট, যদি তার মত আরও কেউ থাকে, তবে এতটুকু বলা যথেষ্ট নয়, বরং এতদসঙ্গে আরও কিছু বলতে হবে, যাদ্বারা পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় (আদাবুল কাযী)।

৭. মাসআলা ঃ মোদ্দাকথা যাদ্বারা পরিচয় লাভ হয় ও বিভ্রান্তি ঘুচে যায় সেটাই ধর্তব্য (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি কোনও ব্যক্তি কর্তৃক কোনও কিছু ক্রয় বা বিক্রয় বা এ জাতীয় কিছুর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে সে সাক্ষ্যে তাদের এ কথাও বলতে হবে যে, সে নিজের ক্রয় বা নিজের বিক্রয় সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছে (আয-যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯. মাসআলা ঃ ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, কেউ কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার নির্দিষ্ট সংখ্যক পশু ধ্বংস করে ফেলেছে, তবে সে সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে বলতে হবে যে, তাতে নর পশু কয়টি ছিল এবং স্ত্রী পশু কয়টি। ফকীহ্ আবূ বাকর (র) বলেন, তারা তা বলতে না পারলে আমার আশংকা যে, তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে এবং এ অবস্থায় বাদীর পক্ষে তার দাবীর অনুকূলে রায় দেওয়া সহীহ্ হবে না। আর তারা যদি নর পশু ও স্ত্রী পশুর সংখ্যা বলতে পারে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। পশুর রং বলার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য পশুর লিঙ্গ বর্ণনার সাথে সাথে তার জাতীয়তা উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ তা ঘোড়া, না গাধা অন্য কিছু তা বলতে হবে। কেবল পশু বলা যথেষ্ট নয়। কতক ফুকাহায়ে কিরাম পশুর লিঙ্গ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন। প্রথমোক্ত মতই বিশুদ্ধতর (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ কাযী যদি সাক্ষীদেরকে পশুর রং সম্পর্কে প্রশ্ন করে এবং তারা তা উল্লেখ করে, তারপর দাবী পেশকালে যখন সাক্ষ্য দেয় তখন অন্য রং বলে, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা, যার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন তার বর্ণনা পরস্পর বিরোধী হলে তাতে ক্ষতি নেই (আল-খুলাসা)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই নামের এই স্ত্রীলোক এই ব্যক্তির জন্য তিন তালাকের কারণে হারাম হয়ে গেছে, কাজেই তার উচিত এ স্ত্রী থেকে বিরত থাকা, তবে সে সাক্ষ্য ত্রুটিপূর্ণ হবে। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষ হতে (তালাক সংক্রান্ত) ক্রিয়াপদ উল্লেখ করতে হবে, যাতে সে ক্রিয়া দ্বারা স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। অর্থাৎ এই বলে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, সে তাকে তিন তালাক দিয়েছে। এমনিভাবে এই বলে সাক্ষ্য দেওয়াও যথেষ্ট নয় যে, সে তার কসম করেছিল এবং পরে কসম ভঙ্গ করেছে, বরং কী শব্দে কসম করেছিল ও কিভাবে তা ভঙ্গ করেছিল তা ব্যাখ্যা করতে হবে (আত-তাতারখানিয়্যা ঃ আল-হাবীর বরাতে)।

১২. মাসআলা ঃ কারও নিঃস্বতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দানকালে এ কথাও বলতে হবে যে, দিবারাত্রের পোশাক ছাড়া তার আর কোন মাল আছে বলে আমরা জানি না (আস-সিরাজিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ কারও কাছে এসে একটি কাপড়ের দাম করল এবং বিক্রেতার হাতে কিছু দিরহাম দিয়ে কাপড়টি তুলে নিল। তারপর তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তারা মৌখিকভাবে বেচাকেনার কোন চুক্তি করল না। তাদের এ বেচাকেনা বৈধ। তারপর তাদের মধ্যে যদি বিবাদ দেখা দেয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে, তবে ফুকাহায়ে কিরামের মতে সাক্ষীদের কর্তব্য হবে এই বলে সাক্ষ্য দেওয়া যে, সে তাকে কিছু দিরহাম দিয়ে কাপড়টি তুলে নিয়েছে। তারা বেচাকেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে না। হাঁ, তাদের মধ্যে যদি এমন কোন প্রারম্ভিক কার্য হয়ে থাকে, যাদ্বারা সাক্ষিগণ বুঝতে পারে যে, সে গ্রহণ ও প্রদান বেচাকেনা হিসেবেই হয়েছিল এবং যে কাযীর সমীপে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তিনি এই মতের অনুসারী হয়ে থাকেন যে, গ্রহণ ও প্রদানের পদ্ধতিতেও বেচাকেনা হয়ে যায়, তবে বেচাকেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে গ্রহণ ও প্রদানের পদ্ধতিতে বেচাকেনা হয় এবং তারপর তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সাক্ষিগণ কিভাবে সাক্ষ্য দেবে ?

বলা হয়ে থাকে, তারা গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কেই সাক্ষ্য দেবে, বেচাকেনা সম্পর্কে নয়। কেউ বলেন, বেচাকেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তাও জাইয হবে (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি তাদের সাক্ষ্য বলে, এ মালের মালিক এই বাদী এবং এ কথা বলে যে, বিবাদীর দখলে এটি নাহকভাবে আছে, তবে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। সঠিক মত এই যে, বাদী যদি কাযীর কাছে মালিকানা সম্পর্কে রায় দাবী করে, তবে কাযী এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। আর যদি মালটি তার হাতে সমর্পণের দাবী জানায় তবে সে বিষয়ে রায় প্রদান করবে না, যতক্ষণ না সাক্ষিগণ বলে বিবাদীর হাতে মালটি নাহকভাবে আছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৬. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত মতই বেশী যুক্তিযুক্ত এবং বিশুদ্ধতার বেশী নিকটবর্তী। এ মত যিনি পোষণ করেন, তার কথা হচ্ছে যে, কাযী যদি সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করে, বিবাদীর দখলে কি মালটি অন্যায়ভাবে আছে ? এবং জবাবে সাক্ষী বলে, আমি জানি না, তবে মালিকানা সম্পর্কে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

১৭. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই বাদীই এ মালের মালিক, বিবাদী এটি অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে, কিন্তু তারা এ কথা না বলে যে, বিবাদীর কর্তব্য এ মাল থেকে তার হাত গুটিয়ে নেওয়া এবং এই বাদীর হাতে এটি সমর্পণ করা, তবে শায়খুল ইসলাম আবুল হাসান আলী আস-সুগদী (র)-এর বর্ণনা মতে এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। কেউ বলেন, বাদীর হাতে মাল সমর্পণের রায় দিতে হলে সাক্ষীদেরকে সে কথাও বলতে হবে। আবার কেউ বলেন, তা বলার কোন প্রয়োজন নেই। বরং তা ছাড়াই সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং সে মাল বাদীর হাতে সমর্পণ করার জন্য বিবাদীকে বাধ্য করা হবে যদি বাদী সে প্রার্থনা জানায়। আমরা আমাদের বহু মাশায়েখকে এ মত অবলম্বন করতে দেখেছি। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, এ তো গেল তাদের কথা, কিন্তু আমি ফাতওয়া দেই যে, এ সাক্ষ্যের ভেতর ত্রুটি রয়েছে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ আন-নাসাফী (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, সাক্ষীর উচিত যে, সে তার সাক্ষ্যে বলবে, این عین ملك این مدعی است وحق وی است এ মালের মালিক এই বাদী এবং এটা তার হক হয়, যাতে এরপর (না) মেলানোর সুযোগ না থাকে।[১]

ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী বাযদাবী (র) বলতেন, বাঁদী যদি বলে, فلان چیز ملك است وحق من এ জিনিসের মালিক আমি এবং এটা আমার হক, তবে তা যথেষ্ট হবে না বরং حق من است 'এটা হচ্ছে আমার হক'। এমনিভাবে بدست فلان بناحق 'অমুকের হাতে অন্যায়ভাবে'-এর স্থলে বলবে, بدست فلان بناحق است 'অমুকের হাতে অন্যায়ভাবে আছে'।

১. এ নিয়ম ফারসী ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় 'এটা তার হক' এবং এটা তার হক হয়-এর মধ্যে পার্থক্য নেই; বরং বাংলায় এ জাতীয় বাক্যে 'হয়' উহ্য থাকে, উচ্চারিত হয় না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ জাতীয় অন্যান্য বাক্যেও است (হয়/হচ্ছে/আছে) শব্দটি ব্যবহার করতে হবে, যাতে نے (না) যোগ করার সুযোগ না থাকে। এটা সতর্কমূলক ব্যবস্থা। অবশ্য এ সতর্কতা কেবল তখনই অবলম্বন করা হবে, যখন বাদী তার হাতে মাল সমর্পণের দাবী জানাবে (আয-যাখীরা)।

১৯. মাসআলা ঃ শামসুল ইসলাম আওযাজানদী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সাক্ষিগণ যদি ফারসি ভাষায় বলে, ما گوا هی دیم کہ این عین مدعی بملك این مدعی است 'আমরা সাক্ষ্য দেই যে, এই দাবীদার ব্যক্তি এ মালের মালিক, তবে কি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে ? তিনি বললেন, হাঁ। কারও মতে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। কেননা, ফারসি বোলচালে ভবিষ্যত ক্রিয়া। বর্তমানের জন্য বলা হয় (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ আন-নাসাফী (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থ আছে যে, জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সাক্ষীদের প্রত্যেকেই যদি বলে, ما گوا هی می دهیم کہ فلان ملك فلان است তবে এটা কি چیر ان فلان است (অমুক জিনিসটি অমুকের মালিকানাধীন)-এর সমার্থবোধক হবে? তিনি বললেন, হাঁ। ইমাম যহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র) বলতেন, এ ক্ষেত্রে কাযীর কর্তব্য তাদেরকে জিজ্ঞেস করা যে, তারা কি এর দ্বারা মালিকানা বোঝাতে চেয়েছে, না অন্য কিছু ? তারা ব্যাখ্যা করলে তাদের সে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হবে। আর যদি ব্যাখ্যা না করে এবং কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যায় বা মারা যায়, তবে কাযী তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মালিকানা সম্পর্কে রায় দেবে (আয-যাখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ শামসুল ইসলাম আওযাজানদী (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এ মাল এই দাবীদারের হক, কিন্তু 'সে তার মালিক' এ কথা না বলে, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেউ বলেন, গৃহীত হবে না• আবার কারও মতে কাযীর কর্তব্য হবে সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞেস করা যে, 'হক' বলে তারা কী বুঝাতে চাচ্ছে ? মালিকানা, না 'হক'-এর প্রকৃত অর্থ (অধিকার) ? তারা যে ব্যাখ্যা দেবে সেটাই ধর্তব্য হবে।

এমনিভাবে যদি বলে, এ বাড়িটি আমার হক, 'আমার মালিকী স্বত্ব' না বলে, তবে তা গৃহীত হবে কিনা, সে সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ আছে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় এবং তা যথাযথ নিয়মে আদায় করে, তারপর দ্বিতীয় সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলে যে, আমি আমার সঙ্গীর অনুরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি, তবে কাযী তা গ্রহণ করবে না। বরং প্রত্যেক সাক্ষীকেই তার নিজ সাক্ষ্য ব্যক্ত করতে হবে।

ইমাম শামসুল আইম্মা আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইব্ন আহমদ আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, এটা গ্রন্থকারের একটি সতর্কতামূলক রায়। তিনি সাক্ষীদের কোনরূপ অস্পষ্ট সাক্ষ্য গ্রহণ করেন না। এ অধ্যায়ে এটাই তার নীতি। কিন্তু আমাদের মতে প্রথম সাক্ষী যদি যথাযথ নিয়মে তার সাক্ষ্য আদায় করে এবং তারপর দ্বিতীয় সাক্ষী বলে, প্রথম সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়েছে আমিও তেমনি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তবে সেটা যথেষ্ট হবে। তারপর তিনি বলেন, গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত

এই যে, অবস্থাভেদে হুকুমের মধ্যে পার্থক্য হবে। সাক্ষী যদি সুস্পষ্টভাষী ও সুবক্তা হয়, যার পক্ষে যথাযথ নিয়মে সাক্ষ্য আদায় করা সম্ভব, তবে তার পক্ষ হতে এরূপ সংক্ষেপ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, যেমন গ্রন্থকার বলেছেন। যদি সে মূর্খ শ্রেণীর লোক হয় এবং সুস্পষ্টভাষী না হয়, কিন্তু এতটুকু যোগ্যতার অধিকারী হয় যে, আদালতের গুরুগম্ভীর পরিবেশ না হলে নিজ ভাষায় সাক্ষ্য আদায়ে সক্ষম হত, তবে তার সংক্ষেপ সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর যদি নিজ ভাষায় সাক্ষ্য আদায়ের যোগ্যতা না রাখে, তবে তখনও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবূ সাহল আস-সারাখসী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে সঠিক মত এই যে, অবস্থাভেদে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পার্থক্য করা হবে। কাযী যদি সাক্ষীদের পক্ষ হতে খেয়ানত ও মিথ্যা সাক্ষ্যের সন্দেহ করে, তবে প্রত্যেক সাক্ষীকে পূর্ণাঙ্গরূপে সাক্ষ্য আদায়ের আদেশ করবে, যেমন গ্রন্থকার বলেছেন। আর যদি কোনরূপ খেয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গের সন্দেহ না করে, তবে সে রকম আদেশ করবে না। এ ব্যাপারে স্বীয় বিচার-বিবেচনাকে কাজে লাগাবে (আস-সাদরুশ শাহীদ, শারহু আদাবিল কাযী)।

২৩. মাসআলা ঃ শামসুল ইসলাম আওযাজানদী (র) বলেন, দ্বিতীয় সাক্ষী বলে, এই বাদীর পক্ষে ও বিবাদীর বিপক্ষে প্রথম সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়েছে, আমিও অনুরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি, তবে তার সে সংক্ষেপ সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এরই উপর ফাতওয়া (আল-খুলাসা)।

২৪. মাসআলা ঃ তারপর তিনি বলেন, উপরে বর্ণিত মতসমূহ সেই অবস্থায় যখন দ্বিতীয় সাক্ষী বলে, প্রথম সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়েছে, আমিও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছি অথবা বলে, প্রথম সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়েছে, আমিও অনুরূপ সাক্ষ্য দেই। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, اشهد علی شهادة الاول 'আমি প্রথম ব্যক্তির সাক্ষীর উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি', তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে না। কেননা, এটা সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য, হক সম্পর্কে সাক্ষ্য নয়।

এমনিভাবে যদি বলে اشهد علی مثل شهادة الاول অথবা বলে– اشهد علی مثل ما شهد به الاول তবে তা গৃহীত হবে না। কেননা مثل শব্দটি কখনও صلة হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও من-এর অর্থ দেয় আর সে হিসেবে এটা اشهد علی من شهد به الاول-এর সমার্থবোধক হয় (আস-সাদরুশ শাহীদ, শারহু আদাবিল কাযী)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন কাগজে যদি সাক্ষীর সাক্ষ্য লেখা হয় এবং তার সামনে তা পড়া হয়, তারপর সে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ লেখায় যা কিছুর নাম বলা হয়েছে ও তার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সে সবই এই বিবাদীর কাছে এই বাদীর প্রাপ্য অথবা বলে, এ পত্রে যে বিষয়ে দাবী করা হয়েছে এবং তার যে বিবরণ পড়া হয়েছে, তা এই বিবাদীর হাতে অন্যায়ভাবে আছে, তার কর্তব্য এই বাদীর হাতে তা সমর্পণ করা, তবে এটা বিশুদ্ধ সাক্ষ্য হবে।

ইমাম সারাখসী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি দলীল বা প্রমাণপত্রের লেখা অনুযায়ী একটি বাড়ির স্বত্ব দাবী করল এবং সাক্ষীদের সামনে তা পাঠ করল। সাক্ষিগণ নিরক্ষর। তারা বলল, আমরা এই বাড়ির পক্ষে বিবাদী সম্পর্কে অনুরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি। তাদের সে সাক্ষ্য সহীহ্ হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৬. মাসআলা ঃ 'আন-নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে, যদি এক সাক্ষী কোনও লেখা নিজ মুখে পাঠ করতঃ সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে তারপর অন্য কোনও লোক সে লেখা পড়ে এবং দ্বিতীয় সাক্ষী তার সঙ্গে সঙ্গে তা শুনে শুনে পড়ে, তবে তা সঠিক হবে না (আয-যাখীরা)।

২৭. মাসআলা ঃ আলী ইব্ন আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সাক্ষী যদি লেখা দেখে দাবীকৃত সম্পত্তির চতুর্সীমা বলতে সক্ষম হয় এবং লেখা না দেখলে তা সঠিকভাবে বলতে সক্ষম না হয়, তবে কি তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে ? তিনি বললেন, যদি লেখা দেখে তা শেখে ও মুখস্ত করে, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর যদি (আগেই তার জানা থাকে কিন্তু পুরোপুরি স্মরণ থাকার কারণে) লেখা থেকে কিছুটা সাহায্য নেয়, যেমন হাফিজ কুরআন থেকে সাহায্য নিয়ে থাকে, তবে গৃহীত হবে (আত-তাতারখানিয়্যা, আল-ইয়াতীমার বরাতে)।

২৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও কাছে দশ দিরহাম পাওনা দাবী করে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এই বিবাদীর কাছে এই বাদীর দশ দিরহাম পরিমাণ পাওনা আছে, তবে বলা হয়ে থাকে যে, সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং এটাই বিশুদ্ধতর (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি ফারসিতে دوازده درم 'বার দিরহাম' দাবী করে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এই বিবাদীর কাছে এই বাদীর ده دوازده درم 'দশ-বার দিরহাম' পাওনা আছে তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, যেহেতু পাওনার অংক সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা রয়েছে।

৩০. মাসআলা ঃ এমনিভাবে ده دوازده درم 'দশ-বার দিরহাম' দাবী করলে সে দাবীতে কর্ণপাত করা হবে না। যদি এভাবে তারিখ বর্ণনা করে, যেমন বলল, দশ-বার বছর যাবত এ মাল আমার মালিকানায় আছে, তবে সে দাবীও শোনা হবে না। সাক্ষিগণ যদি তাদের সাক্ষ্যে এভাবে তারিখ উল্লেখ করে, তবে তাদের সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না (আয-যাখীরা)।

৩১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে কোন বস্তু কবজা করার দাবী করে এবং সাক্ষিগণ এই ভাষায় সাক্ষ্য দেয় যে, 'এই বিবাদী এ কথা স্বীকার করেছে যে, এই বাদী এই মাল আমার কাছে প্রেরণ করেছে', তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা)।

৩২. মাসআলা ঃ তিনজন সাক্ষী কোনও এক ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল। তারপর কাযীর রায় ঘোষণার আগে তাদের একজন বলল, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই, আমি আমার সাক্ষ্যে মিথ্যা বলেছি। কাযী সে কথা শুনতে পেল, কিন্তু বুঝতে পারল তাদের মধ্যে কে সে কথা বলেছে! কাযী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, আমরা সকলেই আমাদের সাক্ষ্যে অবিচল আছি। এ অবস্থায় কাযী কী করবে ? ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করবে না। বরং তাদেরকে তার মজলিস থেকে তুলে দেবে এবং বিষয়টা আপাতত স্থগিত রাখবে। যদি পরবর্তী দিন বাদী তাদের মধ্য হতে দুজনকে উপস্থিত করে এবং তারা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি বাদী কর্তৃক দাবী উত্থাপনের আগে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং দাবী উত্থাপনের পর তার পুনরাবৃত্তি করে, তবে সে সাক্ষ্য গ্রহীত হবে (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ কেউ সাক্ষ্য দেওয়ার পর মজলিস ত্যাগের পূর্বেই যদি বলে, আমার সাক্ষ্যে কিছু ভুল হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার যা বলা উচিত ছিল তন্মধ্যে কিছু ছুটে গেছে এবং যা বলা জাইয ছিল এমন কিছু বলে ফেলেছি, তবে সে ব্যক্তি অবিশ্বস্ত হয়ে থাকলে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে তা সে কথা সে মজলিস ত্যাগের আগে বলুক বা পরে এবং সন্দেহপূর্ণ স্থানে বলুক বা সন্দেহ নেই এমন স্থানে। যদি বিশ্বস্ত লোক হয়, তবে সন্দেহমুক্ত স্থানে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে, যেমন সে হয়ত সাক্ষ্য শব্দ, বা বাদীর নাম বা বিবাদীর নাম অথবা তাদের যে কোনও একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা ছেড়ে দিল। সে এ কথা মজলিসের ভেতরে হোক বা পরে উভয় অবস্থায় গৃহীত হবে। যেখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সন্দেহ থাকে, যেমন প্রথমে হয়ত এক হাজার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল, তারপর বলল, আমি ভুল করেছি, তার পাওনা আসলে পাঁচশত, কিংবা এর বিপরীত হল, তবে মজলিসের ভেতর বললে গৃহীত হবে। কোনও কোনও ফকীহের মতে সে প্রথমে যা বলেছিল, সে সমুদয় সম্পর্কে রায় দেওয়া হবে। কেউ বলেন, সে পরে যা কম বা বেশী বলল, সে অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন। মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পরে বললে তা গৃহীত হবে না। যদি জমির সীমানা বর্ণনায় ভুল করে, যেমন পূর্বের স্থানে হয়ত পশ্চিম বলল, কিংবা বংশ তালিকা বর্ণনায় ভুল করে যেমন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন উমর-এর স্থলে হয়ত বলল, মুহাম্মদ ইব্ন উমর, তবে সে মজলিস ত্যাগের আগে সে ভুল সংশোধন করলে তা গৃহীত হবে আর মজলিস ত্যাগের পরে করলে গৃহীত হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সব ক্ষেত্রেই মজলিস ত্যাগের পরে বললেও গৃহীত হবে। তবে প্রথমে যা বর্ণনা করা হয়েছে সেটাই সঠিক (আল-ইনায়া; আল-কাফী; আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

৩৫. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন, দুজন সাক্ষী যদি কোন মাল সম্পর্কে কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তারপর কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণার আগেই দুই ব্যক্তি এসে সাক্ষ্য দেয় যে, সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে, তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য স্থগিত রাখবে এবং সে অনুযায়ী রায় প্রদান করবে না যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের সংবাদদাতাকে কাযী চিনে থাকে এবং তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করে (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি বাড়ি নিজের বলে দাবী করল এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, কিন্তু কাযী তার সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল করে দিল। এর বিশ বছর পর সে ব্যক্তি এসে অন্য কারও পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, বাড়িটি অমুকের, এতে আমার কোন হক নেই এবং তারপর অন্য কারও পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, বাড়িটি তার, তবে তার সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা)।

৩৭. মাসআলা ঃ বাঁদী যদি কাযীকে বলে, আমার কোন সাক্ষী নেই এবং তার অনুরোধে কাযী বিবাদী হতে শপথ গ্রহণ করে, তারপর বাদী কোন সাক্ষী উপস্থিত করে, তবে হাসান ইব্ন যিয়াদ (র)-এর বর্ণনা মতে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তা গৃহীত হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনিভাবে বাদী যদি বলে, আমি যত সাক্ষী হাযির করব, তারা সকলেই মিথ্যা সাক্ষী, তারপর সে সাক্ষী উপস্থিত করে, সে ক্ষেত্রেও একই মতভেদ।

এমনিভাবে যদি বলে, এই ব্যক্তির কাছে আমার যে দাবী রয়েছে, সে সম্পর্কে অমুক ব্যক্তি আমার সাক্ষী নয়, তারপর যখন কাযী বিবাদী হতে শপথ গ্রহণ করল তখন সে সেই ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে হাযির করে, তবে সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ আছে।

এমনিভাবে যদি বলে, এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমার সাক্ষী নয় এবং তারপর দাবী করে যে, তারা তার সাক্ষী, তখনও একই রকম মতভেদ (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি বলে, আমি যত সাক্ষী পেশ করব, তাদের সকলের সাক্ষ্যই বাতিল এবং তারপর সাক্ষী হাযির করে, তবে তিনও ইমামের মতে তার সাক্ষ্যে কর্ণপাত করা হবে না। অবশ্য আল-হালাওয়ানী (র)-এর মতে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। তার প্রসিদ্ধ মত হাসান ইব্ন যিয়াদ (র)-এর মতের অনুরূপ। ইমাম আবূ আলী নাসাফী (র) বলতেন, বর্তমানকালে আমাদের রায় এটাই যে, তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না যেমন ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন (র) বলেন, ফাতওয়া এই যে, তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-গিয়াছিয়্যা)।

৩৯. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি বলল, আমরা অমুকের পক্ষে সাক্ষ্য নই। এরপর তারা যদি সেই ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে 'আল-মুনতাকা'-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে। 'আন-নাওয়াদির' এ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কোনও বিষয় সম্পর্কে বলে, এ বিষয়ে অমুকের পক্ষে আমি সাক্ষী নই বা এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না, তারপর সে আবার সাক্ষ্য দেয়, তবে তার সাক্ষ্য বৈধ হবে।

এমনিভাবে দুই ব্যক্তি যদি বলে, অমুকের পক্ষে যে কেউ সাক্ষ্য দেবে, সেটা মিথ্যা সাক্ষী হবে। তারপর তারা এসে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং বলে, আমরা যখন সে কথা বলেছিলাম তখন আমাদের বিষয়টা মনে ছিল না, পড়ে মনে পড়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে থাকা গোলাম সম্পর্কে অপর এক ব্যক্তি দাবী জানালো এবং সে ব্যাপারে তার সাক্ষীও আছে। সাক্ষীদের মধ্যে একজন কাযীর সামনে বিবাদীর একটি গোলাম সম্পর্কে বলল, বাদী যে গোলাম সম্পর্কে দাবী তুলেছে এই গোলামটি সে গোলাম নয়। তারপর সে বাদী ঠিক সেই গোলামটি সম্পর্কেই দাবী জানালো যে, এটি তার গোলাম, এখন যদি কাযীর সম্মুখে উপরিউক্ত বক্তব্য প্রদানকারী গোলাম সাক্ষ্য দেয় যে, এটিই বাদীর গোলাম, তবে কেউ বলেন, তার সে সাক্ষ্য গৃহীত হওয়া উচিত নয়। আবার কেউ বলেন, তা গ্রহণ করাই উচিত (আল-মুহীত)।

৪১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে থাকা একটি গোলাম সম্পর্কে অপর এক ব্যক্তি দাবী তুলল যে, তুমি এই গোলামটি আমার কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছিলে এবং আমি

মূল্যও পরিশোধ করেছি, কিন্তু বিবাদী তার দাবী প্রত্যাখ্যান করল এবং বিক্রি ও মূল্য কবজা করার কথা অস্বীকার করল। এ অবস্থায় দুজন সাক্ষী দিল যে, বিক্রেতা তাদের কাছে বিক্রির কথা অস্বীকার করেছে, কিন্তু সে গোলামটি আমরা চিনি না, অবশ্য সে আমাদের জানিয়েছে যে, এই গোলামের নাম যায়দ অথবা বিক্রেতা স্বীকার করল যে, তার নাম যায়দ। এ ক্ষেত্রে এই সাক্ষ্য দ্বারা বিক্রি সাব্যস্ত হয়ে যাবে না, বরং বিক্রেতাকে শপথ করতে বলা হবে। সে যদি শপথ করে, তবে তাকে মূল্য ফেরত দিতে হবে। আর যদি শপথ না করে, তবে তার শপথ না করার কারণে বিক্রি সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

যদি স্বাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা তাদের কাছে স্বীকার করেছে, সে তার কাছে জন্ম নেওয়া যায়দ নামক গোলামটি বিক্রি করেছে এবং তারা সে গোলামটির এমন কোন কর্ম, পেশা, হুলিয়া বা খুঁত বর্ণনা করল, যা এই গোলামের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে কিয়াসের দৃষ্টি এ মাসআলা এবং উপরের মাসআলা একই, কিন্তু এ স্থলে আমি ইসতিহ্সানের অবলম্বনে বলি যে, তারা যদি তার প্রসিদ্ধ কোন দোষ-গুণ বর্ণনা করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। বাদীর ক্ষেত্রেও একই বিধান (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, এই বাড়ির এক হাজার গজ জমি এই ব্যক্তির, কিন্তু মেপে দেখা গেল বাড়িটিতে সর্বসাকুল্যে পাঁচশত গজ জমি আছে অথবা তারা সাক্ষ্য দিল যে, এই চাষের জমিতে তার অংশ দশ জারীব (পরিমাপ বিশেষ)। কিন্তু মেপে দেখা গেল সেখানে সর্বমোট জমির পরিমাণ পাঁচ জারীব। উভয় অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। যদি বিবাদী নিজেই এটা স্বীকার করত, তবে যার পক্ষে স্বীকার করেছিল, সবটা বাড়ি তার হয়ে যেত।

যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, ওই ব্যক্তির বাড়ি এই ব্যক্তির বাড়ির ভেতর, কিন্তু তার সীমা কোথা হতে কোথা পর্যন্ত তা না বলে, তবে সে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই নারী ওই ব্যক্তির স্ত্রী এবং তার জন্য সে বৈধ, কিন্তু তারা আকদের কথা উল্লেখ না করে, তবে গ্রহণযোগ্য মত এই যে, সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

৪৪. মাসআলা ঃ কোন লোক যদি দাবী করে যে, সে এই ব্যক্তির কাছে এই কাপড় বন্ধক রেখেছিল বা তার কাছ থেকে এই ব্যক্তি এটা জবরদখল করেছে এবং সাক্ষিগণও সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে, কিন্তু তারা বলে যে, সে কাপড়টি আমরা চিনি না, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে আর কাপড় কোনটি তা নির্ণয়ের ব্যাপারে জবরদখলকারী ও বন্ধক গ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য (আল-মুযমারাত)।

৪৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, এই ঋণে তার নাম ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এর মালিক অমুক ব্যক্তি আর সে ব্যক্তি তার দাবীও করে, তবে তা জাইয হবে (আল-মুলতাকাত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ কার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং কার গ্রহণযোগ্য নয়

(এ পরিচ্ছেদে কয়েকটি অনুচ্ছেদ আছে)

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা না থাকার কারণে যাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না

১. মাসআলা ঃ আমাদের ইমামগণের মতে বোবার সাক্ষ্য জাইয নয় (আয-যাখীরা)

২. মাসআলা ঃ কোন অবস্থায়ই অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়– সাক্ষ্য ধারণ করার আগে অন্ধ হোক বা তার পরে অন্ধ হোক। যে বিষয়ে লোক মুখে শুনে সাক্ষ্য দেওয়া জাইয, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিক বা অন্য কোন বিষয়ে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যে বিষয় শুনে শুনেই জানা যায়, সে বিষয়ে অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য যে, সাক্ষ্য ধারণকালে সে চক্ষুষ্মাণ থাকবে এবং অন্ধ হবে সাক্ষ্য আদায়কালে আর সে তার নাম পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে (ফাতহুল কাদীর)।

৩. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত মাসআলা সেই অবস্থায়, যখন দাবীকৃত বিষয়টি এমন না হয়। সাক্ষ্য দানকালে যার প্রতি ইশারা করার প্রয়োজন পড়ে। পক্ষান্তরে তা যদি এমন কিছু হয়,যার প্রতি ইশারা করতে হয়, তবে সে ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়- (আল-বাদাই)

৪. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য দানের পর কাযীর রায় ঘোষণার আগে অন্ধ হয়ে গেলে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আর রায় দেওয়া যাবে না (আল-কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ যদি অন্ধ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় এবং তা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তারপর সে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায় এবং এ অবস্থায় সেই একই ঘটনায় সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে (আল খুলাফা)।

৬. মাসআলা ঃ নাবালেগ ও উন্মাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। বোধবুদ্ধিহীণ ব্যক্তি উন্মাদেরই পর্যায়ভুক্ত।

কোনও লোক যদি ক্ষণিক উন্মাদ থাকে এবং ক্ষণিক সুস্থ আর সুস্থাবস্থায় সাক্ষ্য দেয়, তবে তার সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র)-এর সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন দুই দিন। তিনি বলেন, কোন লোক যদি দুই দিন বা তার কম সময় সুস্থ থাকে আর সুস্থাবস্থায় সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ কেবল নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। হাঁ, পিতৃ পরিচয় প্রমাণের জন্য ধাত্রী যদি কারও জন্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তবে তা গৃহীত হবে। কিন্তু মীরাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধাত্রী কারও জন্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তা গৃহীত হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ এমনিভাবে খেলাধুলা সংক্রান্ত কোন ঘটনায় এক শিশু সম্পর্কে আরেক শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। হাম্মামখানার (গোসলখানা) ভেতরের কোন ঘটনা ঘটলে সে সম্পর্কেও এক নারী সম্পর্কে অপর নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় যদিও তার প্রয়োজন দেখা দেয় (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ কারাবন্দীদের মধ্যে কোনও ঘটনা ঘটলে এক বন্দী সম্পর্কে আরেক বন্দীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চিৎকার করেছিল কিনা বা তার কোন অঙ্গ নড়াচড়া করেছিল কিনা, তার জানাযা আদায়ের লক্ষ্যে এ ব্যাপারে কেবল স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ সম্পর্কে সকলেই একমত। এ সাক্ষ্যের লক্ষ্য যদি হয় তার মীরাস প্রতিষ্ঠা, তবে সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তার মতে এ ব্যাপারে দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য শর্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। যদি সে বিশ্বস্ত হয়ে থাকে (আল-মুহীত)।

সাহেবাইনের মতই বেশী গ্রহণযোগ্য– ফাতহুল কাদীর।

১০. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে শিশু নড়াচড়া করেছিল কিনা সে সম্পর্কে কেবল স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর তিন ইমামেরই মতে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের নড়াচড়া বা ভূমিষ্ঠ হওয়া কালীন নড়াচড়া সম্পর্কে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ হস্তকর্তন লক্ষ্যে চুরি সম্পর্কে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় তবে জরিমানা আদায়ের লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য (আত-তাতার খানিয়ার, আল-আত্তাবিয়ার বরাতে)।

১২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বলল, আমি মদ পান করলে আমার এই গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। এখন একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে মদ পান করেছে। তবে তার সে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু সে সাক্ষ্যের দ্বারা তার উপর হদ্দ জারি করা যাবে না (আল-খুলাসা)।

এমনিভাবে যদি বলে, আমি অমুকের কোন মাল চুরি করে থাকলে আমার এই গোলামটি আযাদ। তারপর একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেয় যে, সে চুরি করেছে, তবে গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু তার হাত কাটা হবে না (আল-খুলাসা)।

১৩. মাসআলা ঃ গোলামের সাক্ষ্য কোনও অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। তা সে পূর্ণ গোলাম হোক

pdf By Syed Mostafa Sakib

বা মুদ্দাব্বর[১] মুকাতাব[২] হোক কিংবা উম্মু ওয়ালাদ[৩] হোক। এমনিভাবে যে গোলামের আংশিক আযাদ করা হয়েছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)- এর মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ দাসত্ব কুফর কিংবা নাবালেগত্বেও কারণে যার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যখন তার এ কারণ দূর হয়ে যাবে তখন সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে তা গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে ফাসিক হওয়ার কারণে যার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে অথবা সাক্ষ্যদাতা ও যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে দাম্পত্যের সম্পর্ক কিংবা গোলাম মুনীবের সম্পর্ক থাকার কারণে যদি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তারপর যদি এ কারণেই অবসান ঘটে এবং তখন আবার সাক্ষ্য দান করে তবু তা গৃহীত হবে না। যদি মুনীবের পক্ষে বা স্বামী স্ত্রীর একজন অপরজনের পক্ষে সাক্ষী হয় এবং গোলাম আযাদী লাভের পর এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিয়ে বিচ্ছেদের পর সে সাক্ষ্য আদায় করে তবে তা গৃহীত হবে। এমনিভাবে গোলাম, কাফির বা শিশু থাকা অবস্থায় যদি সাক্ষী হয় এবং আদায় করে আযাদী লাভ ঈমান আনয়ন বা সাবালক হওয়ার পর, তবে তা গৃহীত হবে। কেননা যখন সাক্ষ্য দান করে তখনকার অবস্থাই ধর্তব্য আর তখন তো সে বাধা বাকী নেই-(খিযানাতুল মুফ্তীন)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি বিয়ে বাকি থাকা অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার আগেই তাদের মধ্যে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে, তবে তার কী হুকুম, সে সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিছুই বলেননি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যতক্ষণ না সে পুনরায় সাক্ষ্য দান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাযী তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করবে না (আল-মুহীত)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ফাসিক হওয়ার কারণে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

১. মাসআলা ঃ এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, কবীরা গুনাহ্ প্রকাশ্য করলে সে সাক্ষ্য গ্রহণের পক্ষে বাধা। যদি প্রকাশ্যে ফাসিকী পন্থায় এমন সগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে, যা মানুষের কাছে নিন্দনীয় এবং মানুষ সে কারণে সাধারণভাবে ফাসিক নামে অভিহিত করে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যদি সগীরা গুনাহ সে পর্যায়ের না হয় এবং তার পাপের চেয়ে পুণ্য বেশী ও ভুলের চেয়ে শুদ্ধ অধিক হয়। সেই সঙ্গে নির্বোধ প্রকৃতির না হয়, তবে সে নির্ভরযোগ্য। তবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, ফাসিক যদি মানুষের মধ্যে মর্যাদাবান ও সদাচারী হয়। তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বিশুদ্ধতর মত এটাই যে, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না (আল-কাফী)।

১.মুনীব যে গোলাম সম্পর্কে ঘোষণা করেছে যে, তার মৃত্যুর পর সে আযাদ, তাকে মুদাব্বর বলে।

২. মুনীবের সঙ্গে যে গোলামের চুক্তি হয়েছে যে, এই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করলে সে আযাদ হয়ে যাবে, তাকে মুকাতাব বলে।

৩. মুনীব যে ক্রীত দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছে। তাকে উম্মু ওয়ালাদ বলে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি সুদখোর হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি হারাম উপার্জনে প্রসিদ্ধ তার সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয় (আল-জাওহারাতুল নায়িরা)।

৫. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি একটি বারও ইয়াতীমের মাল খায়, তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে (ফাতুহল কাদীর)।

৬. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত অর্থাৎ মদ পান করে এবং তার ইচ্ছা এই যে, মদ পেলেই পান করবে। তার সাক্ষ্য বৈধ নয়। শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র) বলেন, এতদসংগে এটাও শর্ত যে, তার মদপানের ব্যাপারটা মানুষের কাছে জানাজানি হয়ে গেছে বা সে মাতাল অবস্থায় বাইরে ঢলে আসে এবং শিশুরা তাকে নিয়ে তামাশা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি লুকিয়ে মদ পান করে তার নির্ভরযোগ্যতা লোপ পাবে না। আল-আসল গ্রন্থে বলা হয়েছে। মদখোরের সাক্ষ্য জাইয নয়। এর দ্বারা খামর (দ্রাক্ষারসের মদ) ছাড়া অন্যান্য মাদক দ্রব্যও বুঝানো হয়েছে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ ঔষধ হিসেবে মদ পান করলে নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট হয় না (আল-বাহরুর রাইক)।

৮. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি পাপাচার খেলতামাশা ও মদের আসরে বসে, যদিও মদ পান না করে তার সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয় (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ যে অপরাধের কারণে হদ্দ (শরীআতী শাস্তি) আরোপিত হয়, কেউ তাতে লিপ্ত হলে ফাসিক হয়ে যায় বিধায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-হিদায়া)।

১০. মাসআলা ঃ যে সব ফরযের জন্য সময় নির্ধারিত আছে। যেমন ফরয নামায, ফরয রোযা, কেউ যদি এসব বিনা ওযরে ওয়াকতের পরে আদায় করে তবে তার নির্ভরযোগ্যতা লোপ পাবে। যে সব ফরযের জন্য সময় নির্ধারিত নেই, যেমন যাকাত ও হজ্জ, এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে হিশাম (র) বর্ণনা করেন যে, এগুলো বিলম্বিত করলে নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট হয় না। মুহাম্মাদ ইব্ন মকাতিল (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেন, বিনা ওযরে যাকাত ও হজ্জ আদায়ে বিলম্ব করলে নির্ভরযোগ্যতা লোপ পায়। ফকীহ্ আবুল-লায়ছ (র) এমত অবলম্বন করেছেন। কাযী ফাখরুদ্দীন (র) বলেন, ফাতওয়া এই যে, বিনা ওযরে যাকাত আদায়ে বিলম্ব করলে নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট হয় এবং ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) এমত গ্রহণ করেছেন। আর হজ্জ আদায়ে বিলম্ব করলে নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট হয় না, বিশেষত বর্তমানকালে (আল-মুয্মারাত)।

১১. মাসআলা ঃ সহীহ্ মত এই যে, যাকাত আদায়ে বিলম্ব করলে নির্ভরযোগ্যতা বাতিল হয় না।

কেউ যদি তিন বার জুমুআ তরক করে সে ফাসিক হয়ে যায়। কোনও কোনও স্থানে এরূপ বলা হয়েছে এবং শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র) এটাই গ্রহণ করেছেন। কোথাও বলা

হয়েছে, এর ফলে নির্ভরযোগ্যতা বাতিল হয়ে যায় এবং এর জন্য কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, এরই উপর ফাতওয়া । এটা সেই ক্ষেত্রে যখন বিনা ওযরে কেবল অবহেলা ও গাফলতি করে জুমুআ তরক করা হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ যদি রোগ-ব্যধি, শহর থেকে দূরত্ব ইত্যাদি ওযরের কারণে জুমুআ তরক করে। কিংবা এই অজুহাতে জুমআয় না যায় যে, ইমাম ফাসিকী কাজ করে, তবে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে না (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি অবহেলাবশত জামাআতে সালাত আদায় হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ জামাআত তরক করাকে সে গুরুতর কিছু মনে করে না। যেমন বর্তমানকালে আম লোক এমন করে থাকে কিংবা খেল তামাশায় লিপ্ত থাকা বা ফাসিক হওয়ার কারণে জামাআত তরক করে, তবে তার সাক্ষ্য জাইয হবে না। যদি এই অজুহাতে জামা'আত তরক করে যে, ইমাম একজন ফাসিক লোক, তাই তার পেছনে ইকতিদা করাকে সে মাকরূহ মনে করে এবং তাকে ফেরানোর তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই সে একাকী ঘরে সালাত আদায় করে অথবা সে ইমামকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করে, যদ্দরুন তার পেছনে ইকতিদা করা বৈধ মনে করে না । তবে এর ফলে তার নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট হবে না (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ দুইজন লোক এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে অসুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিল এবং তখন আমাদেরকে সে সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছিল আর বলেছিল। তোমরা এটা গোপন রেখ, তাই তা গোপন রেখেছিলাম। তো তাদের এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা তারা নিজেদের সম্পর্কে ফাসিকী কাজ স্বীকার করেছে আর ফাসিকের কথা গ্রহণযোগ্য নয় (আল-ওয়াকিআতুল-হুসামিয়া আবুল-কাসিমের সূত্রে)।

১৫. মাসআলা ঃ দুইজন লোক যদি কোনও স্ত্রীলোকের তালাক বা কোনও বাঁদীর আযাদী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং বলে এটা এক বছর আগের ঘটনা তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে। বিলম্বের কারণে তাদের সাক্ষ্য দুর্বল হয়ে যাবে না। মাওলানা (র)-বলেন, তাদের যদি জানা থাকে যে, তালাক দেওয়ার পরও লোকটি তাকে স্ত্রীর মত বা বাঁদীর মত রেখে দেবে। তবে বিলম্ব করা দূষণীয় হবে এবং এ কারণে তাদের সাক্ষ্য দুর্বল হয়ে পড়বে। কেননা এ সাক্ষ্যের জন্য দাবী উত্থাপন শর্ত নয়। কাজেই তারা বিলম্ব করার কারণে ফাসিক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ শায়খ, ইমাম খাহারযাদে (র) বলেন, হুকুকুল ইবাদের ক্ষেত্রে বাদী যদি সাক্ষীদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুরোধ জানায় আর সুস্পষ্ট কোন ওজর ছাড়া তার সাক্ষ্য দিতে দেরী করে এবং পরবর্তীতে সাক্ষ্য দান করে। তবে সে সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা বিনা ওযরে দেরী করার ফলে সে ফাসিক হয়ে গেছে (আজ-জাহীরিয়া)।

১৭. মাসআলা ঃ জুয়াড়ীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, তা সে দাবার মাধ্যমে জুয়া খেলুক বা অন্য কোন পন্থায়। দাবায় যদি বাজি না থাকে, কিন্তু এত দীর্ঘ সময় তাতে লেগে থাকে,

যদ্দরুন নামায তরক হয়ে যায় বা তাতে মিথ্যা কসমের আশ্রয় নেয়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ আল-কুনয়া গ্রন্থে আছে, যে ব্যক্তি রাস্তায় দাবা খেলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-আয়নী, হিদায়া এর ভাষ্যগ্রন্থ)।

১৯. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নারদ খেলে তার সাক্ষ্য সর্বাস্থায় পরিত্যাজ্য।

যদি কেউ এমন কোন খেলাধুলা করে, যদ্দরুন তার নামায বা অন্য কোনও ফরয কাজ ছুটে যায় না। তবে লক্ষ্য করতে হবে মানুষের দৃষ্টিতে সে খেলা নিন্দনীয় কিনা। যদি নিন্দনীয় হয় যেমন বাঁশি ও সেতার বাজানো, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তা মানুষের চোখে নিন্দনীয় না হয়, যেমন গলায় সুর দেওয়া, লাঠি খেলা, তবে তার সাক্ষ্য জাইয হবে। হাঁ, তা যদি বাড়াবাড়ি মাত্রায় পৌছে, যেমন তার সাথে মানুষ নাচতে শুরু করে দিল, তবে তা পাপকর্ম ও কবীরা গুনাহের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে এবং তখন তার নির্ভরযোগ্যতা বিনষ্ট হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কেউ যদি সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈনিক হওয়ার অনুশীলনী স্বরূপ সাওলাজান (পেলো জাতীয় ক্রিয়া বিশেষ) খেলে, তবে তার সাক্ষ্য জাইয হবে (আল-মুলতাকাত)।

২১. মাসআলা ঃ নৃত্যজীবী ও জাদুশিল্পীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-আয়নী শারহুল হিদায়া)।

২২. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি কবুতর উড়িয়ে খেলা দেখায় তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি পোষার উদ্দেশ্যে কবুতর রাখে, তা উড়াতে অভ্যস্ত নয়, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (আল-মাবসূত, আল-কাফী, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি তার কবুতর অন্যের মালিকানাধীন কবুতর সাথে নিয়ে আসে এবং সেগুলো এদের বাসায় বাচ্চা ফোটায় আর সে তার খায় ও বিক্রি করে তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি অন্যকে গান গেয়ে শোনায় তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। যদি গাওয়ার উদ্দেশ্য হয় নিজের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করা, অন্যকে শোনানো নয়, তবে দোষ নেই। তার নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট হবে না। এটাই সহীহ্ (আত-তাবয়ীন)।

২৪. মাসআলা ঃ যে গায়িকার গান অন্য লোকে শুনতে পায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও তার অন্যকে শোনানোর ইচ্ছা না থাকে (শারহু আবিল মাকারিম)।

২৫. মাসআলা ঃ যে নারী অন্যের বিপদে বিলাপ করে এবং একে উপার্জনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ যে নারী নিজের বিপদে বিলাপ করে কাঁদে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (আস সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৭. মাসআলা ঃ কোন খোজা ব্যক্তি যদি মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ললিত কণ্ঠে কথা বলে, তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। হাঁ, যদি জন্মগত ভাবেই তার কণ্ঠ কোমল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লাস্যতাপূর্ণ হয় এবং তার কোনরূপ মন্দ কাজের দুর্নাম নেই, তবে সে নির্ভরযোগ্য এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (আত-তাবয়ীন)।

২৮. মাসআলা ঃ দুষ্কৃতকারী নয় অর্থাৎ যে ফাসিক অন্যের মানহানী ঘটায় এবং যার আত্মসম্মান বোধের কোন বালাই নেই, তাই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আয-যাখীরা)।

২৯. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি প্রচণ্ড উদাসীন, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যুক হিসেবে পরিচিতি, তার কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই। সুতরাং তার সাক্ষ্য কখনই গৃহীত হবে না। যদিও তওবা করে। পক্ষান্তরে যদি অসাবধানতা বশত মিথ্যা বলে ফেলে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে একবার মিথ্যা বলে এবং তারপর তওবা করে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-বাদাই)।

৩১. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত, সে যদি কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর তওবা করে, তবে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এমতই সঠিক (খিযানাতুল মুফতীন)।

৩২. মাসআলা ঃ ফাসিক তওবা করলেও তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যতক্ষণ না দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় এবং তার আচার-আচরণে তওবার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। তবে সঠিক মত এই যে, তার ব্যাপারটা কাযীর বিবেচনাধীন থাকবে। যে ব্যক্তি নির্ভরয়োগ্য নয়। সে যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর তওবা করে, তার সাক্ষ্য বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ ব্যভিচার, চুরি বা মদপানের অপরাধে যার উপর হদ্দ (শরী'আতী শাস্তি) আরোপ করা হয়েছে,সে যদি তওবা করে, তবে সকলের মতেই তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-বাদাই)।

৩৪. মাসআলা ঃ ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার কারণে যার উপর হদ্দ জারি করা হয়েছে, সে তওবা করলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-হিদায়া)।

৩৫. মাসআলা ঃ ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার অপরাধে দণ্ডিত হওয়ার পর যদি তার দাবীর সত্যতার পক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে, তবে সঠিক মত অনুযায়ী তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মাবসূত)।

৩৬. মাসআলা ঃ এরূপ ব্যক্তির উপর হদ্দ (শরীআতের শাস্তি) এর আংশিক জারি করার পর যদি সে পালিয়ে যায় ফলে তার উপর পূর্ণ শাস্তি আরোপ করা সম্ভব না হয় তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ শাস্তি আরোপিত না হওয়া পর্যন্ত তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের অপরাধে কাফিরকে যদি শাস্তি দেওয়া হয় এবং তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে কোন গোলাম এরূপ অপবাদ আরোপের অপরাধে দণ্ডিত হওয়ার পর যদি মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে তার সাক্ষী গৃহীত হবে না।

যদি কাফির অবস্থায় ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং ইসলাম গ্রহণের পর তার উপর শাস্তি আরোপ করা হয়, তবে স্থায়ীভাবে তার সাক্ষ্য পরিত্যাজ্য।

যদি কাফির অবস্থায় আংশিক শাস্তি জারি হয় এবং আংশিক জারি হয় ইসলাম গ্রহণের পর তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী তার সাক্ষ্য স্থায়ীভাবে বাতিল হবে না। সুতরাং সে তওবা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহীত হবে (আল-জাওহারাতুন নায়িরা) তবে জাহিরী রিওয়ায়াতে যা বলা হয়েছে সেটাই সহীহ্ (আল-বাদাই)।

৩৭. মাসআলা ঃ কবি যদি কবিতার মাধ্যমে মানুষকে ব্যঙ্গ করে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কবিতায় মানুষের প্রশংসা করে আর তার অধিকাংশ প্রশংসা সত্য হয়। তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আত-তাতারখানিয়া)।

৩৮. মাসআলা ঃ কোনও নেক্কার লোক যদি অশ্লীল কোন কবিতায় সুর দেয়, তবে তার নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট হবে না। কেননা সে অন্যের অশ্লীল কথা বর্ণনা করেছে মাত্র।

যে ব্যক্তি আরব কবির কবিতা শেখে তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য করতে হবে। যদি আরবী সাহিত্যের উদ্দেশ্যে তা শেখে, তবে তার নির্ভরযোগ্যতা বাতিল হবে না, যদিও তাতে অশ্লীলতা থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৯. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রী, দাস-দাসী ও সন্তান-সন্ততিকে গালাগাল করে, লক্ষ্য করতে হবে, সে কি তা কদাচিৎ করে, না সে তাতে অভ্যস্ত। কদাচিৎ করলে সেটা তার নির্ভরযোগ্যতায় কোনও প্রভাব ফেলবে না। কেননা কম লোকই এর থেকে মুক্ত থাকে। আর যদি সেটা তার অভ্যাস হয়ে থাকে। তবে তার নির্ভরযোগ্যতা লোপ পাবে (আল ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

৪০. মাসআলা ঃ পশু পক্ষীকে গালাগাল করায়ও একই হুকুম (ফাতহূল কাদীর)।

৪১. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি সাহাবায় কিরাম, তাবিঈন, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) তার শিষ্যবর্গ তথা মহান পূর্ব সূরীদেরকে গালমন্দ করে। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-নিহায়া)।

৪২. মাসআলা ঃ যারা উলামায়ে কিরামকে গালমন্দ করে তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম (ফাতহুল কাদীর)।

৪৩. মাসআলা ঃ যে সাক্ষী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হলে লোকে বলে, সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালামের সাহাবীগণের সমালোচনা করে বলে আমাদের সন্দেহ রয়েছে, তবে তাদের সে কথা গ্রহণ করা হবে না, বরং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি বলে, আমাদের ধারণা সে ফাসিকী কাজ ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে। অবশ্য আমরা তা দেখিনি, তবে সে কথা গৃহীত হবে। সুতরাং তার সাক্ষ্য জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

৪৪. মাসআলা ঃ খাত্তাবিয়্যা ছাড়া অন্যান্য বিদ'আতী সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (আল-হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪৫. মাসআলা ঃ শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, আমাদের মতে বিদআতী সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য-যদি সে বিদ'আত না কুফুরের পর্যায়ে না হয়। এবং সে ব্যক্তি তার কথাবার্তায় লাগামহীন না হয়। সেই সঙ্গে সে স্বীয় লেনদেন বিশ্বস্ত হয়। এটাই সহীহ্ (আল-মুহীত)।

৪৬. মাসআলা ঃ রাস্তায় প্রস্রাব করা বা আহার করা কিংবা এ জাতীয় ভব্যতাবর্জিত কাজ যে ব্যক্তি করে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-হিদায়া)।

৪৭. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যে ব্যক্তি বাজারে লোকজনের সামনে আহার করে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয় (আল-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪৮. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হওয়ার পরও খায় অধিকাংশের মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল যাহিদী)।

৪৯. মাসআলা ঃ মানাকিবু আবী হানীফা (র) শীর্ষক গ্রন্থে আছে, কৃপণের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত)।

৫০. মাসআলা ঃ আল-কারখী (র) বলেন, যে ব্যক্তি কেবল পায়জামা পরে রাস্তায় চলাফেরা করে, গায়ে অন্য কোন পোশাক না থাকে, তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আন-নিহায়া)।

৫১. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি বিবস্ত্র হয়ে হাম্মামখানায় ঢোকে এবং সে তার এ অভ্যাস পরিত্যাগ করেছে বলে জানা না থাকে, তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫২. মাসআলা ঃ আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত আছে, কোন প্রবীণ ব্যক্তি যদি লোক সমাবেশে যুবকদের সাথে কুস্তি লড়ে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না (গায়াতুল বায়ান, শারহুল হিদায়া)।

৫৩. মাসআলা ঃ পবিত্র মক্কার রাস্তায় যে ব্যক্তি স্বীয় পুত্রের কাছে খোরপোসের হিসাব নেয়, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও সে নেক্কার হিসেবে পরিচিত হয় (আয-যাহিদী)।

৫৪. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ ছাড়াই খাবার মজলিসে শরীক হয়, যে ব্যক্তি অনুমান করে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই (আল-বাহরুর রাইক)।

৫৫. মাসআলা ঃ কাফন বিক্রেতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। শামসুল আইম্মা (র)- বলেন, তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না কেবল সেই অবস্থায় যখন সে সকাল থেকেই এ কাজের জন্য বসে যায় এবং প্রতীক্ষায় থাকে কে কাফন কিনতে আসবে।

পক্ষান্তরে যদি সে সাধারণভাবে কাপড়ের ব্যবসা করে এবং তার কাছে কাফনের কাপড়ও পাওয়া যায়, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে (আয-যাখীরা)।

৫৬. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ছবিযুক্ত কাপড় বিক্রি করে বা এরূপ কাপড় কেনে, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (কিতাবুল আকযিয়া ; আল-মুহীত)।

৫৭. মাসআলা ঃ দেশের শাসক যদি কোন এলাকায় আসে এবং সেখানকার লোকজন রাস্তায় বের হয়ে আসে এবং তাকে দেখার জন্য বসে যায় তবে খানাফ (র)-এর মতে তাদের নির্ভরযোগ্যতা বাতিল হয়ে যাবে। হাঁ, যদি শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে বের হয়ে থাকে। তবে তাদের নির্ভরযোগ্যতা বাতিল হবে না। এ ব্যাপারে ফাতওয়া এই যে, তারা যদি সম্মানার্হকে সম্মান প্রদর্শন বা শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে বের না হয়ে থাকে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্যতা বাতিল হয়ে যাবে (আজ-জাহীরিয়া; ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৮. মাসআলা ঃ খতনা বিহীন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য তবে সে যদি খৎনা করাকে হীন মনে করে তা থেকে বিরত থাকে, তবে গ্রহণযোগ্য নয় (আল-হিদায়া) ।

৫৯. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় মুখ ফেলে দিয়েছে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (আল-মুহীত)।

৬০. মাসআলা ঃ ব্যভিচার ও অন্যান্য বিষয়ে জারজ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (ফাতহুল কাদীর)।

৬১. মাসআলা ঃ যে ক্লীবকে নর ও নারী কোনও শ্রেণীর সঙ্গেই যুক্ত করা যায় না। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং তাকে স্ত্রীলোকের পর্যায়ে গণ্য করা হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৬২. মাসআলা ঃ হুদূদ (শরীআতী শাস্তি) ও কিসাসের ক্ষেত্রে ক্লীব ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়, যেমন এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (গায়তুল বায়ান, শারহুল হিদায়া)।

৬৩. মাসআলা ঃ সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী যদি ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকে এবং মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ না করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করে থাকে এবং ন্যায়নিষ্ঠ না হয়। তবে সঠিক মাসআলা এই যে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না (আল-মুহীত)।

৬৪. মাসআলা ঃ দলীল লেখকদের সম্পর্কে সঠিক মত এই যে, সাধারণভাবে তারা চরিত্রবান হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (আয-যাখীরা;আল-গিয়াছিয়্যা"ফাতুহুল কাদীর)।

৬৫. মাসআলা ঃ আস-সাদরুশ শাহীদ হুসামুদ্দীন (র) তার ওয়াকিআত গ্রন্থে লেখেন, গোত্র প্রধান এবং সড়ক বা শহরে নিযুক্ত তহসিলদার যারা মানুষের কাছ থেকে কর উসুল করে এবং সেই সকল কর সংগ্রাহক, যারা মানুষের কাছ থেকে তুলে এনে তহসিলদারের কাছে জমা দেয় এবং তারা খুশীমনে তা গ্রহণ করে। এদের কারও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত)।

৬৬. মাসআলা ঃ যারা নিম্ন পেশায় নিয়োজিত, যেমন ঝাড়ুদার, মেথর, জোলা, ও হাজ্জাম, এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এটাই বিশুদ্ধতর মত। কেননা বুযুর্গানে দীনের অনেকেই এ পেশা অবলম্বন করেছেন। কাজেই যতক্ষণ না কারও নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট হওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল পেশার উপর নির্ভর করা যাবে না। পশু ব্যবসায়ী ও দালালদের ক্ষেত্রেও একই বিধান (ফাতহুল কাদীর)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহ, কথার ভেতর বিরোধ বা কাযীর রায় বাতিল হয়ে যাওয়া অনিবার্য হওয়ার কারণে যাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না।

১. মাসআলা ঃ সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সন্তানের সন্তান ও তাদের সন্তানের পক্ষেও নয়। এভাবে যতদূর নিচে যাক। এমনিভাবে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীর পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, তাতে এ ধারা যতদূর উপরে উঠুক।

স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, এমন কি স্ত্রী ক্রীতদাসী হলেও। স্বামীর পক্ষেও স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও স্বামী ক্রীতদাস হয় (আল-হাবী)।

২. মাসআলা ঃ বায়েন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী যতক্ষণ ইদ্দতের মাঝে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে তালাকদাতা স্বামীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ কোনও লোক যদি কোনও নারীর পক্ষে তার কোন হক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর তাকে বিয়ে করে, তবে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ দুধ সন্তান ও দুধ পিতা-মাতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া জাইয (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা ঃ কোনও ব্যক্তির পক্ষে তার স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীর সন্তান সাক্ষ্য দিলে তা জাইয হবে (আল-কিনয়া)।

৬. মাসআলা ঃ বোনের পক্ষে ভাইয়ের সাক্ষ্য জাইয (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা ঃ এক ভাইয়ের সাক্ষ্য অপর ভাইয়ের ও তার সন্তানদের পক্ষে বৈধ। এমনিভাবে চাচা, চাচাত ভাই, মামা, খালা ও ফুফুর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া জাইয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ শ্বশুর, শাশুড়ি, জামাতা, সৎ মা ও শ্যালিকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া জাইয (আল-খুলাসা)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি পুত্রের বিরুদ্ধে পৌত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আনে এবং সে কারণে তারা লিআন (পরস্পর আত্ম-অভিসম্পাত) করে এবং পরিশেষে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধিত হয়, তারপর সে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়, তবে সে ব্যক্তির পক্ষে সেই সন্তানের সাক্ষ্য বৈধ হবে না। এমনিভাবে নিজ বাঁদীর গর্ভে নিজ মালিকানায় জন্ম নেওয়া সন্তানকে যদি নিজের ঔরসজাত বলে অস্বীকার করে, তবে সে সন্তানের সাক্ষ্যও তার পক্ষে বৈধ হবে না। কেননা, বাহ্যত লিআন ও পিতৃত্ব অস্বীকার করার আগে স্ত্রীর স্বামী ও ক্রীতদাসীর মুনীবই যে সন্তানটির পিতা এ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। লিআন ও পিতৃত্বের অস্বীকৃতির কারণে কোনও কোন বিধানের ব্যাপারে সে পরিচয় ঘুচে গেছে বটে, যেমন মীরাস ও খোরপোসের ব্যাপারে, কিন্তু কোনও

কোনও বিধানের ক্ষেত্রে সে পরিচয় এখনও বলবৎ আছে, যেমন সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়া, বিয়ে হারাম হওয়া তাকে যাকাত দেয়া অবৈধ হওয়া এবং অন্য কারও পক্ষ হতে তার পিতৃত্বের দাবী হারাম হওয়া। অর্থাৎ কেউ যদি দাবী করে এ সন্তানটি তার, তবে তার সে দাবী বৈধ হবে না, যদিও সন্তানটি সে দাবী সমর্থন করে। পক্ষান্তরে লিআনকারী যদি দাবী করে সে তার সন্তান, তবে তার সঙ্গে তার পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে। এসব ক্ষেত্রে যে আমরা তার পিতৃ-পরিচয় বহাল রেখেছি এটা একটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, যা হারাম বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়ে থাকে। বর্ণিত বিষয়গুলো এমন যে, এতে সতর্কতা অবলম্বনই বিধেয়। যে কারণে সন্দেহ দেখা দিলে এসব হুকুম বাতিল হয়ে যায় (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা ঃ লিআনকারীর সন্তানের সন্তান-সন্ততি যদি লিআনকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ লিআনকারীর যদি তার সেই সন্তানের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যাকে সে তার সন্তান বলে স্বীকার করে নি, তবে তা জাইয হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

১৩. মাসআলা ঃ জমজ দুই ভাইয়ের একজনকে যদি বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা তাকে আযাদ করে দেয়, তারপর বিক্রেতার পক্ষে সেই আযাদপ্রাপ্ত গোলাম সাক্ষ্য দেয়, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা, আযাদকারীর পক্ষে যদি আযাদপ্রাপ্ত গোলাম সাক্ষ্য দেয় তবে তা জাইয হয়ে থাকে। কাজেই আযাদপ্রাপ্ত গোলাম যার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে সে যদি আযাদকারী না হয়ে আযাদকারী অন্য কেউ হয়, তবে তা সেটা গৃহীত হওয়া আরও বেশী যুক্তিযুক্ত।

বিক্রেতার কাছে যে গোলামটি রয়ে গেল, বিক্রেতা যদি তাকে নিজের সন্তান বলে দাবী করে তবে তার সঙ্গে তার সেই জমজ ভাইয়েরও পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ফলে বিক্রি, মুক্তি দান, তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত রায়, সবই বাতিল হয়ে যাবে (আল-কাফী)।

১৪. মাসআলা ঃ গোলাম, মুদাব্বার, মুকাতাব ও উম্মু ওয়ালাদের পক্ষে মুনীবের সাক্ষ্য জাইয নয় (আল-হাবী)।

১৫. মাসআলা ঃ যে কোন পেশায় বা শিক্ষার গুরুর পক্ষে তার শিষ্যের জাইয নয়। এর দ্বারা গুরুর সেই বিশিষ্ট শিষ্যকে বুঝানো হয়েছে, যে তার পরিবারের একজন হিসেবে তার সঙ্গে থাকে ও তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে এবং তার সুনির্দিষ্ট কোন পারিশ্রমিক নেই। যৌথ শ্রমিক যদি মালিকের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তবে তা জাইয হবে। ব্যক্তি বিশেষের এমন শ্রমিক, যাকে দৈনিক মাসিক বা বার্ষিক বেতনে রাখা হয়েছে। সে তার মালিকের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে ইসতিহ্‌সান অনুযায়ী তা বৈধ হবে না (আল-খুলাসা)।

১৬. মাসআলা ঃ পেশ-এর গুরু ও মালিকের সাক্ষ্য শিষ্য ও শ্রমিকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য (ফাতহুল কাদীর)।

১৭. মাসআলা ঃ ইজারার মাল সম্পর্কে ইজারাদাতার পক্ষে ইজারা গ্রহীতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে ধারের মাল সম্পর্কে ধারদাতার পক্ষে ধার গ্রহীতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৮. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কেউ যদি এক মাসের জন্য কোন বাড়ি ভাড়া নেয় এবং পূর্ণ মাস তাতে বাস করে, তারপর অন্য কোন লোক এসে সে বাড়ির দাবী করে এবং ভাড়া গ্রহীতা ও অপর একজন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, ঠিকই বাড়িটি তার, তবে কাযী দাবীদার ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে যে, ভাড়া কি তার আদেশে দেয়া হয়েছিল, না তার আদেশ ছাড়া ? যদি বলে, আমার আদেশেই দেয়া হয়েছিল, তবে তার পক্ষে ভাড়া গ্রহীতার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা, সে হচ্ছে ভাড়া গৃহীতা, যে কিনা ভাড়ার মাল সম্পর্কে ভাড়া দাতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। যদি বলে, আমার আদেশ ছাড়াই ভাড়া দেয়া হয়েছিল, তবে ভাড়া গ্রহীতার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা, সে দাবীদার ব্যক্তির পক্ষে সে ভাড়া গ্রহীতা নয়।

যদি ভাড়া গ্রহীতা সে বাড়িতে পূর্ণ মাস বাস না করে, তবে তার সাক্ষ্য জাইয হবে না, যদিও দাবীদার ব্যক্তি তার আদেশক্রমে ভাড়া দেয়া হয়েছিল বলে দাবী না করে।

দুই ভাড়া গ্রহীতা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ভাড়ার মাল, যে সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি দাবী করছে, সেটি ভাড়াদাতারই, আর এতদ্দ্বারা তারা ভাড়াদাতার বিপক্ষে ও তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আর তাদের উদ্দেশ্য হয় ভাড়ার চুক্তি বাতিল প্রমাণ করা, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে, তাতে কেরায়া কম হোক বা বেশী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে না, কেননা, তারা এভাবে ভাড়া পরিশোধের দায় থেকে বাঁচতে চাচ্ছে।

তারা যদি বিনা ভাড়ায় সে বাড়িতে বাস করে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৯. মাসআলা ঃ মাসওয়ারী শ্রমিক যদি তার সরদার বা পেশার গুরুর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং তার সাক্ষ্য না প্রত্যাখ্যান করা হয় আর না গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করা হয় এবং এভাবে এক মাস গত হয়ে যায়, তারপর তাকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, যেমন কেউ তার স্ত্রীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার পর তার গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই যদি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হয় না।

বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দানকালে যদি তার শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত না থাকে, তারপর তার সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেয়ার আগেই যদি সে তার শ্রমিক হয়ে যায়, তবে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। যদি কাযী তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান না করে এবং তখন সে শ্রমিক না থাকে, তারপর সে বাদীর শ্রমিক হয়ে যায় এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তবে সে সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেয়া যাবে না, যদিও সে সাক্ষ্য দান ও রায় ঘোষণাকালে শ্রমিক না থাকে। যদি কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ বা বাতিল কিছুই না করে এবং চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে পুনরায় সাক্ষ্য দান করে, তবে তার সে সাক্ষ্য জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা ঃ যৌথ বিষয়ে এক শরীকের পক্ষে অপর শরীকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এক হিসেবে এটা নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দানের নামান্তর। হাঁ, সাক্ষ্যের বিষয়ে যদি তারা

শরীক না হয়ে অন্য বিষয়ে শরীক হয়ে থাকে, তবে সে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যেহেতু এ ক্ষেত্রে কোনও সন্দেহ থাকে না (আল-কাফী)।

২১. মাসআলা ঃ এক শরীকের শ্রমিক যদি অপর শরীকের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় সে ক্ষেত্রেও একই বিধান (আল-মাবসূত)।

২২. মাসআলা ঃ 'আল-আসল' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দুই ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুকের কাছে তাদের দুজনের এবং অমুক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে এটা কয়েক রকম হতে পারে–

(ক) হাত যৌথ মালিকানার বিষয়টা তারা স্পষ্টভাবে বলবে, যেমন বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই ব্যক্তির কাছে আমাদের দুজনের ও অমুক ব্যক্তির যৌথভাবে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য আদৌ গৃহীত হবে না।

(খ) যৌথ না হওয়ার বিষয়টা হয়ত স্পষ্ট করে দেবে, যেমন তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই ব্যক্তির কাছে অমুক ব্যক্তির পাঁচশত দিরহাম স্বতন্ত্রভাবে পাওনা সাব্যস্ত হয়েছে এবং তার কাছে আমাদেরও পৃথকভাবে পাঁচশত দিরহাম পাওনা আছে। এ ক্ষেত্রে সেই তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

(গ) যৌথ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে তারা কিছুই না বলে সাধারণভাবে পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল। এ ক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কারও যদি তিনজনের কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকে এবং তাদের মধ্যে দুজন এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, পাওনাদার তাদের দুজনকে এবং অমুককে সেই পাওনা পরিশোধের দায় হতে মুক্ত করে দিয়েছে, যা সে তাদের দুজন ও অমুকের কাছে পেত। তবে এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে তারা তিনজন পরস্পরে একে অপরের জামিন ছিল কি না। জামিন হয়ে থাকলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। যদি তারা পরস্পরে একে অন্যের জামিন না হয় এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাদের দুজনকে এবং অমুককে একই বাক্যে মাফ করে দিয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য কবূল হবে না। আর যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাদের দুজনকে পৃথকভাবে মাফ করে দিয়েছে এবং অমুককেও পৃথকভাবে মাফ করে দিয়েছে, তবে সেই তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

'হুদূদ' অধ্যায়ে উপরিউক্ত মাসআলার একটি দৃষ্টান্ত আছে, তাতে বলা হয়েছে, যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তাদের মা এবং অমুক নারীর প্রতি একই বাক্যে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি সাক্ষ্য দেয়, সে তাদের মায়ের প্রতি স্বতন্ত্র বাক্যে এবং অমুক নারীর প্রতি আরেক বাক্যে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে, তবে তৃতীয় নারী সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির কাছে তিনজনের এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তন্মধ্যে দুজন যদি তৃতীয়জন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার অংশের ব্যাপারে দেনাদারকে ক্ষমা করে দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এমনিভাবে তারা যদি দেনাদার হতে কিছু কবজা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে এবং তারপর সাক্ষ্য দেয় যে, তৃতীয় ব্যক্তি তার অংশে ছেড়ে দিয়েছে, সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা ঃ মক্কেল যদি উকীলকে বরখাস্ত করে দেয় এবং তারপর সেই উকীল মক্কেলের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে দেখতে হবে সে মামলা লড়েছিল কিনা। লড়ে থাকলে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর যদি মামলা না লড়ে তবে গৃহীত হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত (আয-যাখীরা)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কারও কাছে তার যাবতীয় প্রাপ্যের ব্যাপারে কাযীর সামনে তাকে উকীল বানিয়ে থাকে এবং সে মর্মে সে এক এক হাজার দিরহামের ব্যাপারে মামলা করে, তারপর তাকে ওকালত হতে বরখাস্ত করা হয় এবং তারপর সেই এক হাজারের ব্যাপারে সে সাক্ষ্য দেয়, তবে সে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদি অন্য কোন পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে। যদি কাযী তার ওকালত সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে এবং বিবাদী ব্যক্তি তার ওকালত অস্বীকার করে এবং সে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তারপর তাকে বরখাস্ত করা হয় এবং এ অবস্থায় সে সাক্ষ্য দেয়, তবে উকীল বানানোর সময় মক্কেলের যত পাওনা ছিল সে ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। হাঁ, যে তারিখে উকীল নিয়োগ করা হয়েছিল, তারপর তার নতুন পাওনা সাব্যস্ত হবে, সে ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-কাফী)।

২৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাযীর সামনে দাবী করল যে, এই ব্যক্তির কাছে এবং অমুক ও অমুকের কাছে অমুক ব্যক্তির যত প্রাপ্য আছে, সে ব্যাপারে সে তাকে উকীল বানিয়েছে এবং সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। ফলে কাযী রায় দিয়ে দিল যে, সে তার বর্ণিত ব্যাপারে অমুকের উকীল। কিংবা কাযী এরূপ রায় দিল না। তারপর মক্কেল তাকে বরখাস্ত করল। এখন এ অবস্থায় যদি সে তার প্রাক্তন মক্কেলের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, উপস্থিত বিবাদীসহ অপর ব্যক্তিদ্বয়ের কাছে তার এই এই পাওনা আছে, তবে তার সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। হাঁ, যদি উকীল নিয়োগের পরে নতুন কোন পাওনা সাব্যস্ত হয় আর সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে। এমনিভাবে বর্ণিত ব্যক্তিত্রয় ছাড়া অন্য কারও কাছে মক্কেলের কোন পাওনা থাকলে এবং সে সম্পর্কে এই প্রাক্তন উকীল সাক্ষ্য দিলে তাও গৃহীত হবে (সিওয়ানুল কাযা)।

২৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কাউকে তার যাবতীয় প্রাপ্যের ব্যাপারে মামলা লড়া ও মানুষের কাছ থেকে তা কবজা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করল, তা সাধারণভাবে সমস্ত লোক থেকে হোক বা বিশেষ কোন শহরের লোকদের কাছ থেকে। তারপর সে উকীল কোন লোককে কাযীর আদালতে উপস্থিত করল এবং তার কাছে তার মক্কেলের পাওনার ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করল। সে মতে কাযী সে ব্যক্তিকে বিবাদী সাব্যস্ত করল। তারপর মক্কেল তার উকীলকে বরখাস্ত করল। এখন যদি সে উক্তির তার প্রাক্তন মক্কেলের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তবে তা গৃহীত হবে না, তাতে সে সাক্ষ্য তার উপস্থিত করা ব্যক্তির বিরুদ্ধে হোক বা মক্কেলের পাওনা আছে এমন অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এমনিভাবে তাকে উকীল নিযুক্ত করার পূর্বকালীন পাওনা সম্পর্কে হোক

বা তার পরবর্তীকালীন নতুন পাওনা সম্পর্কে। এভাবে তাকে বরখাস্ত করা পর্যন্ত মক্কেলের কোনও রকমের পাওনা সম্পর্কে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-খুলাসা)।

২৮. মাসআলা ঃ বরখাস্তের পর নতুন কোন পাওনা সাব্যস্ত হলে সে সম্পর্কে তার সাক্ষ্য জাইয হবে (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ পাওনা কবজা করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করা হলে আসল পাওনা সম্পর্কে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোন মামলার ব্যাপারে তিনজনকে এই বলে উকীল নিযুক্ত করল যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই মামলা দায়ের করবে, সেই আমার উকীল। এখন তাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি যদি অপরজনের ওকালত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা সে উকীল সাব্যস্ত হবে না। যদি তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে মামলা লড়ার ও কবজা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং এ অবস্থায় তাদের দুজন একজনের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, তাকে মামলা লড়ার ও কবজা করার জন্য উকীল বানানো হয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে।

৩১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি তাদের দুজনকে এবং অমুক ব্যক্তিকে বলেছে যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তালাক দেবে, সে তালাক বৈধ হবে অথবা বলেছে তার ব্যাপারটা তোমাদের হাতে। তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে তালাক দেবে তা বৈধ হবে, কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করল। এ ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

যদি স্বামী তার আদেশ দেয়ার কথা স্বীকার করে এবং তাদের মধ্যে দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, তৃতীয়জন তালাক দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা, তারা দুজন ওকালতের ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তির শরীক। আর তারা যখন একে অপরের শরীক হল, তখন তৃতীয়জনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনওভাবেই তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা ঃ বিক্রির জন্য নিযুক্ত দুই উকীল বা দুই দালাল যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা এই মাল অমুকের কাছে বিক্রি করেছি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আয-যাখীরা)।

৩৩. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি তাদেরকে আদেশ করেছে, তারা যেন তার সঙ্গে অমুক নারীর বিয়ে সম্পন্ন করে অথবা তার সঙ্গে তার খুলা সম্পন্ন করে অথবা তার জন্য একটি গোলাম কেনে, সে মতে আমরা তা করেছি। এক্ষেত্রে মক্কেল হয়ত তার আদেশ দান ও চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কথা অস্বীকার করবে অথবা আদেশ দানের কথা স্বীকার করবে ও চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করবে কিংবা উভয়টি অস্বীকার করবে। এর প্রত্যেকটিই আবার দুই রকম হতে পারে– (ক) প্রতিপক্ষ হয়ত উকীলের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার দাবী করবে (খ) অথবা সে তা অস্বীকার করবে। মক্কেল যদি অস্বীকার করে তবে কোনও অবস্থায়ই তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। মক্কেল যদি উভয়টি স্বীকার করে এবং প্রতিপক্ষও চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা দেয়া হবে, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নয়। এক্ষেত্রে বিয়ে, খুলা ও বেচাকেনা সবগুলোর বিধান একই রকম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রতিপক্ষ যদি চুক্তি অস্বীকার করে, বিয়ে ও বিক্রি সংঘটিত হওয়ার রায় দেয়া হবে না। খুলার ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময় ছাড়াই তালাকের পক্ষে রায় দেয়া হবে আর সে রায় দেয়া হবে স্বামীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে, তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নয়।

মক্কেল যদি আদেশ দানের কথা স্বীকার করে এবং চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, কিন্তু প্রতিপক্ষ তা স্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সব রকমের চুক্তি সম্পর্কেই রায় দেয়া হবে যে, তা সংঘটিত হয়ে গেছে, কেবল বিয়ে ছাড়া (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩৪. মাসআলা ঃ 'নাওয়াদির'-এর বর্ণনায় আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি আমাদেরকে আদেশ করেছে, আমরা যেন অমুকের কাছে এই সংবাদ পৌঁছাই যে, সে ব্যক্তি তাকে তার গোলাম বিক্রির জন্য উকীল বানিয়েছে এবং আমরা তার কাছে তা পৌঁছিয়েছে অথবা আমাদেরকে আদেশ করেছে, আমরা যেন তার স্ত্রীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছাই যে, সে তার ব্যাপারটা তার হাতে ন্যস্ত করেছে, সে মতে আমরা তার কাছে তা পৌঁছিয়েছি এবং সেও নিজেকে তালাক প্রদান করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

তারা যদি বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে আমাদেরকে বলেছিল, তোমরা আমার স্ত্রীকে ইখতিয়ার দাও, সে মতে আমরা তাকে ইখতিয়ার দিয়েছি, ফলে সে নিজেকে ইখতিয়ার করেছে (অর্থাৎ নিজের জন্য তালাক গ্রহণ করেছে), তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা ঃ ওকালত সম্পর্কে উকীলের দুই পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে তার পিতা-মাতা, দাদা ও পৌত্রদের সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা)।

৩৬. মাসআলা ঃ উকীলের দুই পুত্র যদি সাক্ষ্য দেয় যে, উকীল চুক্তি সম্পন্ন করেছে এবং মক্কেল ও উকীল চুক্তির আদেশ ও চুক্তি সম্পন্ন করার কথা অস্বীকার করে আর প্রতিপক্ষও এ সবের দাবী জানায়, তবে কাযী চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার রায় দেবে, তা যে চুক্তিই হোক। অবশ্য এ রায় দেয়া হবে তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নয়।

প্রতিপক্ষ যদি তা অস্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং এক খুলা ছাড়া অন্য কোন চুক্তির পক্ষেই রায় দেয়া হবে না। খুলা-এর ক্ষেত্রে রায় দেয়া হবে এ কারণে যে, সেখানে মক্কেল তথা স্বামীর স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে। তাই অর্থের বিনিময় ছাড়াই তালাকের পক্ষে ফায়সালা দেয়া হবে

উকীল ও মক্কেল যদি সবই অস্বীকার করে এবং সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষও অস্বীকার করে, তবে সাক্ষ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। আর প্রতিপক্ষ স্বীকার করলে তিনও ইমামের মতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

উকীল যদি মক্কেলের আদেশ দান ও চুক্তি সম্পাদনের কথা স্বীকার করে এবং মক্কেল আদেশ দানের কথা স্বীকার করে, কিন্তু উকীল কর্তৃক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার বিষয়টা অস্বীকার

করে, ওদিকে প্রতিপক্ষ তার দাবী জানায়, তবে এক বিয়ে ছাড়া অন্যান্য যে কোনও চুক্তিই সম্পাদিত হয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দেয়া হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সর্বপ্রকার চুক্তির ব্যাপারে এ রায় দেয়া হবে (আয-যাখীরা)।

৩৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীর ব্যাপারটা অপর কোন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করে এবং সে ব্যক্তি তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তারপর তালাকদাতার দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, স্ত্রীলোকটির স্বামী তার ব্যাপারটা আমাদের পিতার হাতে ন্যস্ত করেছিল এর সে মতে সে তাকে তালাক দিয়েছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, তাতে তাদের পিতা জীবিত থাকুক এবং এ বিষয়ের দাবী করুক অথবা সে মৃত হোক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার অনুপস্থিতিও মৃত্যুর পর্যায়ে গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ মক্কেলের দুই পুত্র যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের পিতা এই ব্যক্তিকে তার পাওনাসমূহ কবজা করার জন্য উকীল বানিয়েছিল, তবে তা গৃহীত হবে না যদি দেনাদার ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে (আল-খুলাসা)।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি নির্দিষ্ট কোন বাড়ির ব্যাপারে মামলা করার ও তা কবজা করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে এবং তারপর কোথাও চলে যায়, তারপর তার দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের পিতা এই বাড়িটির ব্যাপারে মামলা করার ও এটি কবজা করার জন্য এই ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করেছিল, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, তাতে বিবাদী ওকালতের কথা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক। এটা সেই অবস্থায় যখন মক্কেল নিজে বাদী হয়। পক্ষান্তরে সে যদি বিবাদী হয় বাদী তার বাড়ির ব্যাপারে দাবী জানায় আর এ অবস্থায় বিবাদীর দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের পিতা এই ব্যক্তিকে মামলার উকীল বানিয়েছিল, কিন্তু উকীল ওকালতের কথা অস্বীকার করে, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা, এর সাথে কোন দাবী নেই।

যদি উকীল ওকালতের দাবী জানায়, তবুও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, তাতে বাদী ওকালত স্বীকার করুক বা নাই করুক। কেননা, এ সাক্ষ্য যার সম্পর্কে প্রদত্ত হয়েছে, সে তো মামলার প্রতিপক্ষ নয় (আল-মুহীত)। (৭ নং অনুচ্ছেদে পিতার কোন কাজ সম্পর্কে পুত্রের সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গ)।

৪০. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি কারও কাছ থেকে একটি কাপড় কেনে, তার মূল্য পরিশোধ করুক বা নাই করুক, তারপর কোন ব্যক্তি এসে দাবী করে যে কাপড়টি তার এবং ক্রেতাদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, কাপড়টি তারই অথবা তারা সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা কাপড়টি এই ব্যক্তির বলে স্বীকার করেছিল, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)। (৮ম অনুচ্ছেদে, কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ও কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় সেই প্রসঙ্গ)।

৪১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি অবৈধ (ফাসিদ) পন্থায় কোন মাল কেনে এবং কবজাও করে, তারপর সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার ব্যক্তিই এ মালের প্রকৃত মালিক, তবে তাদের সাক্ষ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

গৃহীত হবে না। এমনিভাবে যদি কাযী তাদের বেচাকেনা নাকচ করে দেয় অথবা তারা নিজেরাই বিক্রেতার সাথে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বেচাকেনা রহিত করে এবং মালটি তাদের হাতে সংরক্ষিত থাকে, তখনও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। হাঁ, সে মাল বিক্রেতার হাতে ফেরত দেয়ার পর যদি সাক্ষ্য দেয় তবে তা গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৪২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে বিশুদ্ধভাবে একটি বাঁদী কিনল এবং কবজাও করল। তারপর ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিক্রি রহিত করল অথবা কোন দোষের কারণে ক্রেতা সেটি ফেরত দিল এবং কাযীর ফায়সালা ছাড়াই বিক্রেতা সেটি গ্রহণ করল। তারপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, বাঁদীটি তার। এখন সেই ক্রেতা ও অপর একজন যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বাঁদীটি দাবীদার ব্যক্তির, তবে তাদের সে সাক্ষ্য বাতিল গণ্য হবে, তাতে মূল্য ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে বাঁদীটি ক্রেতার হাতে আটক থাকুক কিংবা সে বিক্রেতার হাতে সেটি প্রত্যর্পণ করুক।

যদি বাঁদীটি কবজা করার পর কোন দোষের কারণে ফায়সালাক্রমে ফেরত দিত অথবা কবজার আগে কাযীর ফায়সালা ছাড়াই ফেরত দিত কিংবা দর্শনজনিত ইখতিয়ার বা শর্তসাপেক্ষ ইখতিয়ারের ভিত্তিতে ফেরত দিত এবং তারপর অন্য কারও সঙ্গে মিলে দাবীদারের পক্ষে সাক্ষ্য দিত, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হত। মূল্য ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে বাঁদীটি আটক রাখলে সে ক্ষেত্রেও একই বিধান। যদি মূল্য ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে বাঁদীটি আটক রাখে এবং এ অবস্থায় সেটি ক্রেতার হাতে মারা যায়, তারপর সাক্ষ্য দেয় যে, বাঁদীটি দাবীদার ব্যক্তির, তবে সে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি গোলামের বদলে একটি বাঁদী কিনল এবং বিক্রেতা ও ক্রেতা আপন আপন মাল কবজা করল। তারপর ক্রেতা বাঁদীটিতে কোন দোষ দেখতে পেল এবং সে কারণে কাযীর ফায়সালাক্রমে সেটি ফেরত দিল, তবে তার গোলাম ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে সেটি আটক রাখল। তারপর অপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, বাঁদীটি তার। সেখানে বিক্রেতাও উপস্থিত। এখন অপর এক ব্যক্তির সাথে মিলে ক্রেতা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বাঁদীটি দাবীদার ব্যক্তিরই, তবে ক্রেতার দাবী গৃহীত হবে না। যদি বিক্রেতার হাতে সেটি প্রত্যর্পণ করার পর সাক্ষ্য দিত তবে তা গৃহীত হবে। যে ব্যক্তি বাঁদীটি বিক্রি করেছিল তার হাতে যদি গোলামটি খোয়া যায়, তারপর ক্রেতা বাঁদীটির ভেতর কোন দোষ দেখতে পায় এবং কবজার পর সে কারণে কাযীর ফায়সালাক্রমে বাঁদীটি ফেরত দেয়, তবে তার ফেরত দেয়া বৈধ হবে। কাজেই সে বিক্রেতার কাছ থেকে গোলামের মূল্য ফেরত নেবে। তারপর কোন ব্যক্তি এসে যদি দাবী করে বাঁদীটি তার এবং অন্য কোনও ব্যক্তির সাথে মিলে ক্রেতা সাক্ষ্য দেয় যে, বাঁদীটি দাবীদার ব্যক্তিরই, তবে তার সাক্ষ্য বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি গোলাম কিনল। বিক্রেতা শর্তরোপ করল যে, গোলামের কোনও দোষ-ত্রুটির জন্য সে দায়ী থাকবে না। তারপর ক্রেতা গোলামটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করল এবং তার কাছে গোলামটির দোষ গোপন রাখল। দ্বিতীয় ক্রেতা তার মধ্যে দোষ দেখতে পেয়ে প্রথম ক্রেতার সঙ্গে তা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হল।

এখন যদি প্রথম বিক্রেতাও অপর একজন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়ই তার মধ্যে সে দোষ ছিল, তবে দ্বিতীয় বিক্রেতার কাছে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তার (প্রথম বিক্রেতার) সাক্ষ্য গৃহীত হবে, সে যে দোষের জন্য দায়ী না থাকার শর্তারোপ করেছিল, সে ব্যাপারে গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি গোলাম বিক্রি করতঃ সেটি ক্রেতার হাতে সমর্পণ করল। তারপর অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে ক্রেতার কাছ থেকে গোলামটি ক্রয় করেছে, কিন্তু ক্রেতা তার দাবী প্রত্যাখ্যান করল। এখন যদি প্রথম বিক্রেতা সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার ব্যক্তি যে ক্রেতার কাছ থেকে ক্রয়ের দাবী করছে তার সে দাবী সত্য, তবে তা গৃহীত হবে না (আয-যাহীরিয়্যা)।

৪৬. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি দাবী করে যে, সে গোলামটি অমুকের কাছে বিক্রি করেছে এবং ক্রেতা তা অস্বীকার করে আর বিক্রেতা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৪৭. মাসআলা ঃ বিক্রেতা তার বিক্রিত দ্রব্য সম্পর্কে যদি অন্য কারও পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে না। এমনিভাবে ক্রেতার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাঁদী আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, আমি এ বাঁদীটি অমুকের নিকট থাকে একশত দীনারে ক্রয় করেছি আর সে এটি তোমার নিকট থেকে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছিল এবং আমার কাছে বিক্রি করার আগে কবজাও করেছিল, কিন্তু যার হাতে সেটি আছে সে এবং প্রথম ক্রেতা তা অস্বীকার করল। এমতাবস্থায় যার হাতে বাঁদীটি আছে, তার দুই পুত্র যদি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের পিতার বিরুদ্ধে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এমনিভাবে প্রথম ক্রেতা সম্পর্কেও তাদের এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে যে, সে বাঁদীটি বিক্রি করেছিল। তাদের সে সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেয়া হবে যে, যার হাতে বাঁদীটি আছে, প্রথম ক্রেতার কাছে তার এক হাজার দিরহাম প্রাপ্য এবং দ্বিতীয় ক্রেতার কাছে প্রথম ক্রেতার একশত দীনার প্রাপ্য সাব্যস্ত হয়েছে।

যার হাতে বাঁদীটি আছে সে যদি উপরিউক্ত বিষয়ের দাবীদার হয়ে থাকে এবং প্রথম ক্রেতা তা অস্বীকার করে, তবে পুত্রদ্বয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এ অবস্থায় বাঁদীটি হবে দ্বিতীয় ক্রেতার। যার হাতে বাঁদীটি আছে, তার প্রথম ক্রেতার কাছে বিক্রি মূল্য বাবদ কিছু পাওনা থাকারও ফায়সালা দেয়া হবে না। এমনিভাবে তার এ অধিকারও থাকবে না যে, দ্বিতীয় ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য বুঝে নেওয়ার লক্ষ্যে বাঁদীটি আটক রাখবে, তাতে দ্বিতীয় ক্রেতা এ দাবী করুক যে, সে প্রথম ক্রেতা থেকে বাঁদীটি কবজা করেছে এবং দখলিকার ব্যক্তিও তার কথা সমর্থন করেছে অথবা সে এ দাবী নাই করুক।

দ্বিতীয় ক্রেতা যদি দাবী করে, সে বাঁদীটি দেড় হাজার দিরহাম দিয়ে কিনেছে এবং এভাবে উভয় মূল্য একই জাতীয় হয় আর প্রথম ক্রেতা তা অস্বীকার করে, কিন্তু বাঁদীটি যার হাতে আছে সে দ্বিতীয় ক্রেতার কথা সমর্থন করে, তবে এ অবস্থায় দেখতে হবে দ্বিতীয় ক্রেতা বাঁদীটি কবজার দাবী করে কিনা। সে যদি দাবী করে যে, প্রথম ক্রেতার নিকট হতে তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুমতিক্রমে সে বাঁদীটি কবজা করেছে এবং যার হাতে বাঁদীটি আছে, সেও তার কথা সমর্থন করে, তবে দ্বিতীয় ক্রেতা হতে বাঁদীটি আটক রাখার কোন ইখতিয়ার দখলিকার ব্যক্তির থাকবে না এবং ক্রেতা তাকে মূল্য হতে কিছুই দেবে না। বরং দ্বিতীয় ক্রেতা যদি প্রথম ক্রেতাকে মূল্য কবজা করার সুযোগ দেয় এবং দখলিকার ব্যক্তি ও দ্বিতীয় ক্রেতার স্বীকারোক্তি দ্বারা তাতে প্রথম ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে দখলিকার ব্যক্তির তা গ্রহণের অধিকার থাকবে। দ্বিতীয় ক্রেতা যদি প্রথম ক্রেতাকে মূল্য কবজা করার সুযোগ না দেয়, তবে তাকে সে সুযোগ দানের নির্দেশ দেয়া হবে না।

দ্বিতীয় ক্রেতা যদি স্বীকার করে যে, সে বাঁদীটি কবজা করে নি, তবে ইসতিহ্সান অনুযায়ী দখলিকার ব্যক্তির এ অধিকার থাকবে যে, সে দ্বিতীয় ক্রেতা হতে বাঁদীটি আটকে রাখবে, যাতে সে তার মূল্য হস্তগত করতে পারে। যদি দ্বিতীয় ক্রেতা সেটি এক হাজার দিরহামে ক্রয় করে থাকে, তবে সে তার কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম আর দেড় হাজার দিরহামে ক্রয় করে থাকলে দেড় হাজার দিরহাম গ্রহণ করবে। আর যদি পাঁচশত দিরহামে ক্রয় করে থাকে, তবে সেই পাঁচশত দিরহাম হস্তগত করার জন্যই বাঁদীটি আটক রাখতে পারবে।

যার হাতে বাঁদীটি আছে সে এবং প্রথম ক্রেতা যদি স্বীকার করে যে, প্রথম ক্রেতা বাঁদীটি ক্রয় করেছিল এবং দখলিকার ব্যক্তি সেটি তার হাতে সমর্পণ করেছিল, কিন্তু তারা দ্বিতীয় ক্রেতা কর্তৃক ক্রয়ের বিষয়টি অস্বীকার করে, ফলে দ্বিতীয় ক্রেতা সাক্ষী হিসেবে দখলিকারের দুই পুত্রকে উপস্থিত করে এবং তারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং দ্বিতীয় বেচাকেনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তারপর দেখতে হবে দ্বিতীয় ক্রেতা কবজার দাবী করে কিনা। সে কবজা করার দাবী করে থাকলে সে বাঁদীটি নিয়ে যাবে, দখলিকার ব্যক্তি সেটি আটকে রাখতে পারবে না। আর সে যদি কবজা করার দাবী না করে এবং উভয় বেচাকেনার মূল্য একই জাতীয় হয়, তবে ইসতিহ্সান অনুযায়ী তার বাঁদীটি আটকে রাখার ইখতিয়ার থাকবে (আল-মুহীত)।

৪৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুটি গোলাম কিনে আযাদ করল। তারপর ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মূল্য নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। বিক্রেতার দাবী মূল্য ছিল এক হাজার আর ক্রেতার দাবী সে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে কিনেছে। এখন আযাদকৃত গোলাম দুটি যদি সাক্ষ্য দেয় মূল্য ছিল এক হাজার, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫০. মাসআলা ঃ এমনিভাবে ফাসিদ (অবৈধ পদ্ধতির) বেচাকেনার ক্ষেত্রে যদি কবজার দিনের মূল্য নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং আযাদকৃত গোলামদ্বয় কবজার দিনের মূল্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাও গ্রহণ করা হবে না (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা ঃ যদি মূল্য নিয়ে বিরোধ দেখা না দেয়, বরং বিরোধ দেখা দেয় মূল্য পরিশোধ নিয়ে, ক্রেতা মূল্য পরিশোধের দাবী করছে এবং বিক্রেতা তা অস্বীকার করছে আর এ অবস্থায় আযাদকৃত এই গোলামদ্বয় ক্রেতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় অথবা এই সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা তাকে তার দাম ছেড়ে দিয়েছে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫২. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কোন লোক যদি দুটি গোলাম কেনে এবং কবজা করার পর আযাদ করে দেয়, তারপর সে গোলাম দুটির এমন কোনও দোষের কারণে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে চায়, যে দোষ বিক্রেতা অস্বীকার করে, আর এ অবস্থায় আযাদকৃত গোলামদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, এ দোষ তাদের মধ্যে ছিল, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে তারা যদি অন্য কোনও ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের অর্ধেকের মালিক ছিল সেই ব্যক্তি, তাদের সে সাক্ষ্যও বাতিল গণ্য হবে।

এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রেতা তাদেরকে আযাদ করার আগে তাদের অর্ধেক অমুক লোককে হিবা (দান) করেছিল, তাদের সে সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে যদি কারও উম্মু ওয়ালাদ (এমন বাঁদী যার গর্ভে সে সন্তান উৎপাদন করেছে) থাকে এবং তাকে রেখে সে মারা যায় অথবা মৃত্যুর আগেই তাকে আযাদ করে দেয় এবং এ অবস্থায় সেই উম্মু ওয়ালাদ, অন্য এক মহিলা এবং অপর একজন পুরুষ সাক্ষ্য দেয় যে, এই দাসীর মাঝে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে অপর এক ব্যক্তি শরীক ছিল, তবে সে সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৫৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি গোলাম বিক্রি করে এবং ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে, তারপর গোলাম দাবী করে যে, ক্রেতা তাকে আযাদ করে দিয়েছে, কিন্তু ক্রেতা তা অস্বীকার করে, ফলে বিক্রেতা সাক্ষ্য দেয় যে, ঠিকই ক্রেতা তাকে আযাদ করে দিয়েছে, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৪. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের পিতা এই বাঁদীটি বা এই গোলামটি এই ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছিল, তারপর ক্রেতা তাকে আযাদ করে দিয়েছে, তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না যদি তাদের পিতা তা দাবী করে থাকে। অবশ্য গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়ালা (আযাদী সূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার) স্থগিত থাকবে। আর পিতা যদি তা অস্বীকার করে থাকে এবং বাঁদীটি তা দাবী করে, সেই সঙ্গে ক্রেতাও অস্বীকার করে এবং সে অনুপস্থিত থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৫৫. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির বাঁদী সম্পর্কে বাঁদীটির দুই পুত্র, যারা স্বাধীন মুসলিম, সাক্ষ্য দেয় যে, তার মুনীব তাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করে দিয়েছে, আর মুনীবও তা দাবী করে, তবে মুনীবের স্বীকারোক্তির কারণে সে বাঁদীটির আযাদী কার্যকর হবে। এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য কেবল এক হাজার দিরহাম সম্পর্কে অবশিষ্ট থাকল, যা গৃহীত হবে এবং বাঁদীটির তা পরিশোধ করতে হবে।

মুনীব যদি সে কথা অস্বীকার করে এবং বাঁদী তা দাবী করে, তবে পুত্রদ্বয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। বাঁদীও যদি অস্বীকার করে, তবে গৃহীত হবে।

মুনীবের পুত্রদ্বয় যদি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং মুনীব তা দাবী করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর মুনীব অস্বীকার করলে গৃহীত হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁদীর স্থানে যদি গোলাম হয় আর মুনীবের দুই পুত্র সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং মুনীব ও গোলাম তা অস্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

৫৬. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে ইব্ন সামাআ (র) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কারও নিকট থেকে একটি গোলাম কিনে আযাদ করে দিল। তারপর সেই আযাদকৃত গোলাম একটি গোলাম কিনে আযাদ করল এবং সেই আযাদকৃত গোলামও একটি গোলাম কিনল ও আযাদ করল। তারপর সর্বশেষ আযাদকারী মারা গেল। মাঝের ও প্রথম আযাদকারী জীবিত আছে। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, মৃত ব্যক্তি তার গোলাম ছিল এবং এভাবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করতে চাইল। তখন প্রথম আযাদকারী দুই পুত্র যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আযাদকারী তাকে অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে কিনে আযাদ করেছিল আর বিক্রিকালে সেই ব্যক্তি গোলামটির মালিক ছিল, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

যদি মধ্যবর্তী আযাদকারীও মারা গিয়ে থাকে এবং প্রথম আযাদকারী ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে, আর এ অবস্থায় প্রথম আযাদকারীর পুত্রদ্বয় উপরের বর্ণনার অনুরূপ সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

যদি মধ্যবর্তী আযাদকারী মারা যায় এবং তারপর শেষের আযাদকারীরও মৃত্যু হয় আর তার ওয়ারিস থাকে কেবল এক কন্যা এবং প্রথম আযাদকারী, তারপর কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, শেষের আযাদকারী তার গোলাম ছিল আর এর সপক্ষে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, ওদিকে মৃতের কন্যা দাবী করে যে, তার পিতা স্বাধীন ছিল, কেননা, মধ্যবর্তী আযাদকারী তার মালিক থাকা অবস্থায় তাকে আযাদ করে দিয়েছিল, কিন্তু প্রথম আযাদকারী সে কথা অস্বীকার করে, এ অবস্থায় প্রথম আযাদকারীর দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, মধ্যবর্তী আযাদকারী তাকে অমুকের নিকট থেকে, যে কিনা তার মালিক ছিল, ক্রয় করেছিল, তারপর তাকে আযাদ করেছিল, তবে আমি (ইমাম মুহাম্মাদ র.) তাদের সাক্ষ্য বৈধ বলব এবং তাকে মধ্যবর্তী মুনীবের পক্ষ হতে আযাদীপ্রাপ্ত করব। সুতরাং তার কন্যা ও প্রথম আযাদকারীর মধ্যে তার মীরাস অর্ধার্ধি বণ্টন করা হবে (আল-মুহীত)।

৫৭. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, দুজন সাক্ষী কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সেই ওই ব্যক্তির কাছে এই বাড়িটি এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছিল এবং এই ব্যক্তি বাড়িটি এই শর্তে ক্রয় করেছিল যে, এ বাড়িতে যদি অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয়, তবে মূল্য ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে তারা দুজন (সাক্ষীদ্বয়) জামিন থাকবে। তো তাদের জামিন হওয়ার ব্যাপারটি যদি বিক্রির চুক্তির ভেতরই শর্ত করা হয়ে থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে না আর যদি চুক্তির ভেতর তার শর্ত করা না হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে (আয-যাখীরা)।

৫৮. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি একজন সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, এই ব্যক্তি তার বাড়িটি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ওই দাবীদারের নিকট বিক্রি করেছিল এবং শর্ত ছিল যে, আমরা

দুজন মূল্যের ব্যাপারে জামিন থাকব। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে জামিন হওয়ার চুক্তিটি যদি বিক্রির, চুক্তির ভিতরই করা হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে না। কেননা, বিক্রি সম্পন্ন হয়েছে তাদের জামিন হওয়ার দ্বারা। এ হিসেবে তারাই যেন বিক্রেতা। পক্ষান্তরে মূল চুক্তিতে যদি জামিন হওয়ার শর্ত না থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে।

কেউ যদি কোন বাঁদী কেনে এবং তাতে যদি অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয়, তবে সে ব্যাপারে দুই ব্যক্তি তার জামিন হয়, তারপর তারা সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা মূল্য বুঝে নিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা বাঁদীর মূল্য ছেড়ে দিয়েছে, তাও গ্রহণযোগ্য নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে ইব্ন সামাআ (র) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কাউকে বলল যে, তুমি অমুকের কাছে কোন কিছু বিক্রি করলে আমি তার জামিন। পরে সে ব্যক্তি বলল, আমি অমুকের কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছি, কিন্তু জামিন তা অস্বীকার করল। এ অবস্থায় তার দুই পুত্র যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুকের কাছে এক হাজার দিরহামে একটি জিনিস বিক্রি করেছে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য জাইয হবে।

এমনিভাবে যদি জামিন অস্বীকার করে এবং তার দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে তার পক্ষে জামিন হওয়ার আদেশ করেছিল, সে মতে তুমি তার পক্ষ হতে অমুকের জন্য এই মর্মে জামিন হয়েছিলে যে, সে তার কাছে যা বিক্রি করবে তার মূল্য আদায়ের ব্যাপারে তুমি দায়ী, আর সে তো তার কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে। সুতরাং সে এক হাজারের জন্য তাকে ধরা হবে। তারপর যে ব্যক্তি তাকে তার পক্ষ হতে জামিন হাতে বলেছিল, তার কাছ থেকে সে এক হাজার আদায় করে নেবে (আল-মুহীত)।

৬০. মাসআলা ঃ বাড়ির মালিক যদি বাড়ি বিক্রির কথা অস্বীকার করে এবং দুই শফী (অগ্রক্রয়ের হকদার) সাক্ষ্য দেয় যে, সে বাড়িটি বিক্রি করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় যদি তারা শুফআর দাবী করে থাকে। পক্ষান্তরে তারা যদি শুফআর দাবী ত্যাগ করে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে।

যদি ক্রেতা ক্রয়ের কথা অস্বীকার করে এবং বিক্রেতা দাবী করে, তবে সে ক্ষেত্রেও শফীদ্বয়ের সাক্ষ্য জাইয হবে না, যদিও তারা শুফআ দাবী করে। অবশ্য তখন তারা বিক্রেতার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বাড়িটি গ্রহণ করতে পারবে। শফী-এর পুত্র ও পিতার সাক্ষ্য তার নিজের সাক্ষ্যের মতই। শফী-এর পুত্রদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের পিতা শুফআর দাবী ত্যাগ করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে।

গোলাম ও মুকাতাব যদি শুফআর দাবী করে এবং মুনীব, মুনীব-পুত্র বা তার পিতা বিক্রির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা জাইয হবে না। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, গোলাম ও মুকাতাব শুফআর দাবী ত্যাগ করেছে, তা গৃহীত হবে (আল-হাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬১. মাসআলা ঃ 'আল-আসল' গ্রন্থের শুফআ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বিক্রেতার পুত্রগণ যদি তার পক্ষে এই সাক্ষ্য দেয় যে, শফী ক্রেতার কাছে শুফআ দাবী করেছে, কিন্তু ক্রেতা তা প্রত্যাখ্যান করছে আর বাড়িটি তখন ক্রেতার হাতেই রয়েছে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬২. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি একটি বাড়ি বিক্রি করল। ক্রেতা তা দখলে নেওয়ার আগেই শফী এসে বাড়িটি দাবী করল। এখন বিক্রেতার দুই পুত্র যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রেতা বাড়িটি শুফআর ভিত্তিতে শফীর হাতে সমর্পণ করেছে এবং তারপর তার কাছ থেকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় শফী বাড়িটিতে শুফআর দাবী ত্যাগ করেছে, সে সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন পুত্রদ্বয় যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় পিতা তা দাবী করে। পক্ষান্তরে পিতা যদি তা অস্বীকার করে তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

ক্রেতা যদি বিক্রেতার নিকট থেকে বাড়িটি কবজা করে থাকে এবং তারপর বিক্রেতার পুত্রদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রেতা শুফআর কারণে বাড়িটি শফীর হাতে সমর্পণ করেছে, তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, তাতে তারা যে বিষয়ের সপক্ষে সাক্ষ্য দেয় তা তাদের পিতা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক। উভয় অবস্থায় হুকুম একই (আল-মুহীত)।

৬৩. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) বর্ণনা করেন যে, বিক্রেতার পুত্রদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় শফী শুফআর দাবী ত্যাগ করেছে, তবে তা জাইয হবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা নিজে এরূপ সাক্ষ্য দিলে জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি বাড়ি বিক্রি করে এবং তার গোলাম, যাকে সে ব্যবসায়ের অনুমতি দিয়েছে এবং যে ঋণগ্রস্ত বাড়িটির শফী হয় আর এ অবস্থায় মুনীবের দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, গোলাম ক্রেতার পক্ষে শুফআর দাবী ত্যাগ করেছে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না যদি বাড়িটি তখন মুনীব অর্থাৎ বিক্রেতার হাতে থাকে।

এমনিভাবে ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত সেই ঋণগ্রস্ত গোলাম যদি বাড়ি বিক্রি করে এবং মুনীব তার শফী হয় আর এ অবস্থায় মুনীবের পুত্রদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, গোলাম শুফআর কারণে বাড়িটি মুনীবের হাতে সমর্পণ করেছে, তাদের সে সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না (আল-হাবী)।

৬৫. মাসআলা ঃ যদি মুনীব বাড়ি বিক্রি করে এবং তার মুকাতাব বাড়িটির শফী হয় আর এ অবস্থায় মুনীবের দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, মুকাতাব ক্রেতার জন্য শুফআর দাবী ত্যাগ করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল গণ্য হবে।

বলা হয় যে, মাসআলাটি সেই ক্ষেত্রে, যখন বাড়িটি বিক্রেতার হাতে থাকে। পক্ষান্তরে বাড়িটি ক্রেতার হাতে থাকলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে, কেননা সে ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না।

যদি বাড়িটির বিক্রেতা হয় মুকাতাব, মুনীব হয় তার শফী এবং বাড়িটি বিক্রেতার হাতেই থাকে আর এ অবস্থায় মুনীবের পুত্রদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, সে ক্রেতার পক্ষে শুফআর দাবী ত্যাগ করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (আল-মাবসূত)।

৬৬. মাসআলা ঃ বাড়িটির শফী যদি দুজন হয় এবং দুই সাক্ষী দেয় যে, তাদের একজন শুফআর দাবী ত্যাগ করেছে, কিন্তু তা কোনজন সেটা তাদের জানা থাকে, তবে সে সাক্ষ্য বাতিল গণ্য হবে।

যদি শফী তিনজন হয় এবং তাদের মধ্যে দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, তৃতীয়জন শুফআর দাবী ত্যাগ করেছে, সেই সঙ্গে এ কথাও বলে যে, আমরাও তার সঙ্গে ত্যাগ করেছি, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে। যদি বলে, আমরা তা দাবী করি, তবে সে সাক্ষ্য বাতিল গণ্য হবে।

এমনিভাবে যদি বলে, আমরাও তার সঙ্গে শুফআর দাবী ত্যাগ করেছি, কিন্তু তাদের একজনের পুত্র বা পিতা বা মুকাতাব কিংবা স্ত্রীর তাতে শুফআ রয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য বাতিল হবে (আল-হাবী)।

৬৭. মাসআলা ঃ ওয়ারিসদের মধ্যে একজন যদি দেনা স্বীকার করে, তারপর সে এবং সে একজন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তির দেনা ছিল, তবে তা গৃহীত হবে এবং এই স্বীকারোক্তিদাতার সাক্ষ্য শ্রবণযোগ্য হবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

৬৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মৃত ব্যক্তির পাওনা ও অন্যান্য বিষয়ে ওসীর সাক্ষ্য বাতিল, তাতে ওয়ারিসগণ নাবালেগ হোক বা সাবালক (আল-মুহীত, আল-ঈসা অধ্যায়, একুশতম প্রকার)।

৬৯. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তা সর্বাবস্থায় জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭০. মাসআলা ঃ মৃতের কাছে এক ওয়ারিসের কিছু পাওনা থাকা সম্পর্কে ওসী সাক্ষ্য দিলে এবং সে ওয়ারিস নাবালেগ হলে সর্বসম্মতিক্রমে সে সাক্ষ্য অবৈধ হবে। যদি সাবালক হয়, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তখনও বৈধ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তখন জাইয হবে।

যদি সাবালক ওয়ারিসের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, বাইরের কোন লোকের কাছে তার কিছু পাওনা আছে, তবে যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী তা জাইয হবে।

মীরাস ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে যদি নাবালেগ ও সাবালক ওয়ারিসের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তবে তা জাইয হবে না। দুই ওসী যদি সুনির্দিষ্ট কোন বাড়ি সম্পর্কে সাবালক ওয়ারিসের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি স্বীকার করেছিল এ বাড়িটি তার, তবে তা গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৭১. মাসআলা ঃ ওসী বরখাস্ত হয়ে যাওয়ার পর যদি মৃত ব্যক্তি বা ইয়াতীমের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে না, যদিও সে বিবাদ না করে (আস-সাদরুশ-শাহদ, শারহু আদাবিল-কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭২. মাসআলা ঃ ওসী ওসীয়তকারীর মৃত্যুর পর ওসীর পদ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান কিছুই না করে এবং এ অবস্থায় সে কাযীর সামনে সাক্ষ্য দেয়, তবে কাযী তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি ওসীর পদ গ্রহণ করছ, না প্রত্যাখ্যান করছ ? সে যদি তা গ্রহণ করে, তবে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। যদি প্রত্যাখ্যান করে তবে কাযী সাক্ষ্য কার্যকর করবে। আর যদি নীরব থাকে। কোনও উত্তর না দেয়, তবে তার সাক্ষ্য স্থগিত রাখবে (আল-মুলতাকাত)।

৭৩. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তি যাদের কাছে পাওনাদার এমন দুই ব্যক্তি যদি ওসী, ওসীয়ত কিংবা মীরাস সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে দেখতে হবে। প্রতিপক্ষ তা স্বীকার করে, না অস্বীকার। অস্বীকার করলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর যদি সেও তা দাবী করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে, তাতে মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রকাশ থাকুক বা অপ্রকাশ।

মৃত্যু ব্যক্তি যাদের কাছে দেনাদার এমন দুই ব্যক্তি যদি মীরাস, ওসী বা ওসীয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় আর মৃত্যুর বিষয়টা অপ্রকাশ থাকে তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি মৃত্যুর বিষয়টা অপ্রকাশ থাকে এবং যার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, সে তা দাবী না করে, তখনও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর সে যদি তার দাবী করে তবে ইসতিহ্সান অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

দুই ওয়ারিস যদি ওসী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রকাশ্য না হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না তাতে যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, সে তার দাবীদার হোক বা প্রত্যাখ্যানকারী। যদি মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রকাশ্য হয় এবং যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে তার দাবীদার হয়, তবে ইসতিহ্সান অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

দুই ওয়ারিস যদি ওসী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রকাশ্য না হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না তাতে যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, সে তার দাবীদার হোক বা প্রত্যাখ্যানকারী। যদি মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রকাশ্য হয় এবং যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে তার দাবীদার হয়, তবে ইসতিহ্সান অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

দুই ওসী যদি তাদের সঙ্গে আরও একজন ওসী থাকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে মৃত্যুর বিষয়টি অপ্রকাশ্য হলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর যদি প্রকাশ্য হয় এবং যার পক্ষে তারা সাক্ষ্য দিয়েছে সে তার দাবীদার হয়, তবে ইসতিহ্সান অনুসারে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

যাদের জন্য ওসীয়ত করা হয়েছে এমন দুজন যদি ওসীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং মৃত্যুর বিষয়টি প্রকাশ্য হয়, সেই সঙ্গে যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, সেও তার দাবীদার হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর যদি মৃত্যুর বিষয়টি অপ্রকাশ্য হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

ইব্ন সামাআ তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, দুই ব্যক্তি যদি এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি আমাদের পিতাকে ওসী বানিয়েছিল, তবে মৃতের ওয়ারিসগণ তা স্বীকার করুক বা অস্বীকার, তাদের পিতা ওসী পদের দাবীদার হলে সে সাক্ষ্য

গৃহীত হবে না। আর সে যদি ওসী পদ অস্বীকার করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে (আল-মুহীত)।

৭৪. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, মৃত ব্যক্তি এই ব্যক্তিকে ওসী বানিয়েছিল। সে মতে রায় দেওয়া হল যে, সেই ব্যক্তিই ওসী। এখন যদি মৃতের দুই ওয়ারিস বা ওসীয়তপ্রাপ্ত দুই ব্যক্তি অন্য কারও পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, সেই ওসী আর সে ব্যক্তি তার দাবীও করে, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-কাফী)।

৭৫. মাসআলা ঃ সাক্ষ্যদ্বয় কাযী কর্তৃক রায় ঘোষণার আগে যদি বলে, মৃত ব্যক্তি তার কথা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল এবং এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ওসী বানিয়েছিল, তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে যদি সেই ব্যক্তি তা দাবী করে থাকে (আল-মুহীত)।

৭৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি সমমূল্যের তিনটি গোলাম রেখে মারা যায়, তারপর দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি অমুকের জন্য এই গোলামটি ওসীয়ত করে গেছে সে মতে কাযী রায় দিয়ে দেয় যে, গোলামটি সে পাবে, তারপর দুই ওয়ারিস অন্য একটি গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি এই গোলামটি অমুকের জন্য ওসীয়ত করে গেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণার আগে দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দিত তবে তা গৃহীত হত এবং গোলামটি দ্বিতীয় ব্যক্তিই পেত যদি তারা তাদের সাক্ষ্যে এ কথা বলে যে, মৃত ব্যক্তি তার প্রথম ওসীয়ত প্রত্যাহার করেছিল প্রথম ব্যক্তি কিছুই পাবে না। তারা যদি প্রত্যাহার করার বিষয়টা উল্লেখ না করে তবে, উভয়ের মধ্যে গোলামটি অর্ধার্ধি হবে। এটা সেই অবস্থায়, যখন সাক্ষীদ্বয় দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে অন্য একটি গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। পক্ষান্তরে তারা যদি প্রথমোক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাযীর রায় ঘোষিত হওয়ার পর প্রথম গোলামটি সম্পর্কেই সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য এটি ওসীয়ত করেছে সেই সঙ্গে একথাও বলে যে, সে তার প্রথম ওসীয়ত প্রত্যাহার করেছিল, তবে তার প্রত্যাহারের কারণে প্রথম সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ওসীয়ত করা সম্বন্ধে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। প্রত্যাহারের বিষয়টা উল্লেখ না করলে তাদের সাক্ষ্য রদ করা হবে না, বরং তখন গোলামটি উভয়ের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ করা হবে। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন তারা দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে ওসীয়তের সাক্ষ্য দেবে। পক্ষান্তরে যদি ওসীয়তের ভিত্তিতে প্রথম ব্যক্তির পক্ষে পূর্ণ গোলাম বা এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সম্পর্কে রায় ঘোষিত হওয়ার পর তারা আযাদ করা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে, তাতে তারা অন্য একটি গোলাম আযাদ করার সাক্ষ্য দিক বা সেই গোলামটিই আযাদ করার সাক্ষ্য দিক, এমনিভাবে তারা ওসীয়ত প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করুক বা নাই করুক (আল-কাফী)।

৭৭. মাসআলা ঃ অবশ্য উপরিউক্ত অবস্থায় গোলাম আযাদ হয়ে যাবে আর সে গোলামের কর্তব্য হবে উপার্জন করে তার সমপরিমাণ মূল্য ওয়ারিসদেরকে পরিশোধ করা (আল-মুহীত)।

৭৮. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষী যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ কারো জন্য ওসীয়তের সাক্ষ্য দেয় এবং সে অনুযায়ী রায় হয়ে যাওয়ার পর দুইজন ওয়ারিস অপর কোন ব্যক্তির জন্য এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়ত করার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু প্রথম ওসীয়ত প্রত্যাহার করার কথা উল্লেখ না

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করে, তবে ওসীয়ত সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং প্রত্যাহার সম্পর্কে তা গৃহীত হবে না।

কাযী কর্তৃক বণ্টন বা সমর্পণ তার রায় প্রদানেরই পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং সাক্ষীদ্বয় যদি মৃতের ওসীয়ত প্রত্যাহার করার কথা উল্লেখ না করে, কিন্তু কাযী ওসীয়তপ্রাপ্ত ও ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দেওয়ার পর তারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে সে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে। কেননা, তা না হলে কাযীর বণ্টন বাতিল করা অনিবার্য হয়ে পড়ে, অথচ কাযীর বণ্টন তার ফায়সালারই নামান্তর।

এমনিভাবে ওয়ারিস যদি স্বীকার করে যে, মৃত ব্যক্তি তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বা এই গোলামটি অমুক ব্যক্তির জন্য ওসীয়ত করেছে এবং সে অনুযায়ী ফায়সালাও দেওয়া হয়, তারপর সে অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে মিলে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বা এই গোলামটিই অথবা অন্য একটি গোলাম অমুক ব্যক্তির জন্য ওসীয়ত করেছে, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে ওয়ারিস যদি মৃত ব্যক্তির কাছে কোনও ব্যক্তির পাওনা থাকার কথা স্বীকার করে এবং সে অনুযায়ী কাযী রায়ও প্রদান করে, তারপর অপর এক ব্যক্তির সাথে মিলে সে মৃত ব্যক্তির কাছে অন্য এক ব্যক্তির পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি দ্বারা উভয়ের পাওনা মেটানো সম্ভব না হয়, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

যদি প্রথম ব্যক্তির পক্ষে দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেওয়া হত, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য গৃহীত হত এবং সেক্ষেত্রে তারা উভয়ে আপন আপন অংশ অনুপাতে ভাগ করে নিত।

যদি প্রথম ব্যক্তির পক্ষে রায় ঘোষণার আগে দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দিত, তবে সর্বাবস্থায় তা গৃহীত হত। অবশ্য ওয়ারিস যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বা গোলাম সম্পর্কে স্বীকার করত যে, মৃত ব্যক্তি তা প্রথম ব্যক্তির জন্য ওসীয়ত করেছে বা মৃত ব্যক্তির কাছে প্রথম ব্যক্তির পাওনার কথা স্বীকার করত এবং প্রথম ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দিত, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হত না।

এমনিভাবে প্রথম ব্যক্তির হাতে যদি তা কাযী কর্তৃক সমর্পিত হত এবং তারপর সে দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দিত, তাও গৃহীত হত না (আল-কাফী)।

৭৯. মাসআলা ঃ ওয়ারিস ও অন্য এক ব্যক্তি যদি এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি তা অমুকের জন্য ওসীয়ত করেছে এবং তারপর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির পক্ষে এক-তৃতীয়াংশের ওসীয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে কাযী তাদের সে সাক্ষ্য কবূল করবে, তাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য প্রথম ব্যক্তির পক্ষে কাযীর রায় ঘোষণার আগে প্রদান করুক বা তার পরে।

দুই ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি এই ব্যক্তির জন্য ওসীয়ত করেছে, তারপর দুইজন ওয়ারিস সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি তার সে ওসীয়ত

প্রত্যাহার করেছিল এবং সে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি তার অমুক ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ত করেছে, এবং সাক্ষীদ্বয়সহ তার অন্যান্য ওয়ারিসগণ তার মৃত্যুর পর তা অনুমোদন করেছে, তবে ওয়ারিসদ্বয়ের সাক্ষ্য জাইয হবে এবং এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি সেই ওয়ারিস পাবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর প্রথম মত। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, ওসীয়ত প্রত্যাহার সম্পর্কে ওয়ারিসদ্বয়ের সাক্ষ্য বাতিল। এটাই ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত (আল-মুহীত)।

৮০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি সম্পত্তি রেখে মারা গেল। তার এক ভাই আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল সে তার পুত্র। সে আপন দাবী সম্পর্কে সাক্ষীও পেশ করল। তারা সাক্ষ্য দিল যে, এই ব্যক্তি মৃতের পুত্র এবং সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে তারা জানে না। তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেওয়া হল যে, মৃতের সম্পত্তি সেই পাবে। এখন পুত্র যদি স্বীকার করে যে, তার পিতা তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি সাক্ষীদ্বয়ের জন্য ওসীয়ত করেছে বা স্বীকার করে যে, তার পিতার কাছে তাদের পাওনা আছে, তবে তাতে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে না।

কেননা, সে তাদের পক্ষে স্বীকারোক্তি দিয়েছে কাযীর রায় ঘোষণার পর। সে যদি তাদের পক্ষে দানের পর এবং রায় ঘোষণার আগে এ কথা স্বীকার করত, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যেত (আল-হাবী)।

৮১. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গরীব প্রতিবেশীদের জন্য ওসীয়ত করে মারা যায়, কিন্তু ওয়ারিসগণ তা অস্বীকার করে আর এ অবস্থায় তার প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে এমন দুই ব্যক্তি ওসীয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, যাদের গরীব সন্তান-সন্ততি আছে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, যেমন দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে,; সে তাদের মা ও অমুক মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না।

যদি গরীব প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে এবং সে সম্পর্কে তার দুজন গরীব প্রতিবেশী সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

৮২. মাসআলা ঃ ফাখরুদ্দীন (র) বলেন, ফাতওয়া এই যে, ওসীয়তকারীর প্রতিবেশীর মধ্যে যাদের গরীব সন্তান-সন্ততি আছে, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না সেই অবস্থায় যখন প্রতিবেশিগণ নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক হয়। 'ওয়াক্‌ফ' অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে, তা সেই ক্ষেত্রে, যখন গরীব প্রতিবেশীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট না হয় (আত-তাতারখানিয়্যা)।

৮৩. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি তার পরিবারবর্গের মধ্যে যারা গরীব তাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছে আর তারা দুজনও তার গরীব পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয় অথবা তাদের কোন সন্তান থাকে, যে সেই ব্যক্তির গরীব পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের নিজেদের ও অন্যদের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে না। পক্ষান্তরে তারা যদি ধনী হয় এবং তাদের কোনও সন্তান গরীব না থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোনও গ্রামের একটি মক্তব ও সেই মক্তবের শিক্ষকের জন্য কিছু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করল। এক ব্যক্তি সেই সম্পত্তি জবরদখল করল। এ অবস্থায় সেই গ্রামের কিছু লোক যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এ সম্পত্তি অমুকের পুত্র অমুক এই মক্তবের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছে আর তাদের সন্তান-সন্ততি সেই মক্তবে না থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি তাদের শিশুরা সেই মক্তবে পড়াশুনা করে, তবুও বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা গৃহীত হবে। এমনিভাবে মহল্লার কতিপয় লোক মসজিদের কোন সম্পত্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তাও গ্রহণযোগ্য।

এমনিভাবে যদি দীনী শিক্ষালয়ের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয় এবং সে শিক্ষালয়ের শিক্ষকগণ সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তাও গ্রহণযোগ্য।

এমনিভাবে যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, এই কুরআন মাজীদ এই মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ তবে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৮৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার মহল্লার মসজিদের জন্য তার কিছু সম্পদ ওসীয়ত করে যায় এবং তার ওয়ারিসগণ তা অস্বীকার করে আর এ অবস্থায় সে মসজিদের কিছু লোক সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে।

এমনিভাবে তারা যদি জামে' মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তাও বৈধ হবে। যদি পথিকদের জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং সাক্ষীদ্বয়ও পথিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮৬. মাসআলা ঃ যদি গ্রামের কিছু লোক অপর কিছু গ্রামবাসীর উপর বাড়তি কর থাকার সাক্ষ্য দেয়, তবে সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যদি প্রত্যেক জমির কর নির্ধারিত থাকে, অথবা সাক্ষ্যদাতাদের উপর কর আরোপিত না থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (আল-খুলাসা)।

৮৭. মাসআলা ঃ আন-নাসাফী (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, কোন গ্রামবাসী অথবা যে গলির মাথা অন্য রাস্তার সাথে খোলা নয়, তার বাসিন্দাগণ যদি কোন ভূমি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সেটা তাদের গ্রামের অংশ বা সেটা সেই গলির বাসিন্দাদের জমি, তবে তা গৃহীত হবে না।

যদি গলির মাথা খোলা থাকে এবং নিজের জন্য কোন হক দাবী করে, তখনও তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর যদি বলে, আমি কিছুই গ্রহণ করব না, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৮৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি দুই ব্যক্তির হাতে আমানতস্বরূপ কারও মাল থাকে এবং অন্য কেউ সে মাল দাবী করে, তবে সে সম্পর্কে সেই দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য জাইয হবে। দাবীদার ব্যক্তি যদি আমানত গ্রহীতা ছাড়া অন্য দুইজন সাক্ষী পেশ করে এবং তারপর আমানত গ্রহীতা ব্যক্তিদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার ব্যক্তি তাদের কাছে স্বীকার করেছিল এ মাল আমানতকারীর, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না তাতে আমানতের মাল বিদ্যমান থাকুক বা নষ্ট হয়ে যাক।

তারা দুজন যদি আমানতকারীর মাল তাকে ফেরত দিয়ে থাকে তারপর দাবীদার ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছিল এ মালের মালিক আমানতকারী, তবে তাদের গ্রহণযোগ্য হবে।

'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, আমানত গ্রহীতা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আমানতকারী স্বীকার করেছিল যে, সে গোলাম, তবে সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। ধারের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

আমানত গ্রহীতা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আমানতকারী বা ধারদাতা এ মাল এই দাবীদারের কাছে বিক্রি করেছে, তবে তা গৃহীত হবে না।

যদি দুই ব্যক্তির হাতে গোলাম আমানত থাকে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, মুনীব একে মুকাতাব বা মুদাব্বার বানিয়েছে কিংবা সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে আযাদ করেছে এবং গোলামও তা দাবী করে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে। এটাকে বিক্রির সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। কেননা, আযাদ করার দ্বারা মালিকানা লুপ্ত হয়, মালিকানার হস্তান্তর হয় না (আল-মুহীত)।

৮৯. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির হাতে অপর দুই ব্যক্তির কোনও বন্ধকী মাল আছে। এক ব্যক্তি এসে দাবী করল এ মাল তার। এখন বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিদ্বয় যদি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে।

বন্ধকদাতা ব্যক্তিদ্বয় যদি অন্য কারও পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এ মাল তার, কিন্তু বন্ধক গ্রহীতা তা অস্বীকার করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। অবশ্য এ অবস্থায় বন্ধকদাতাগণ সে মালের মূল্য দাবীদারকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

বন্ধকী মাল যদি বাঁদী হয় এবং বন্ধক গ্রহীতার কাছে সে মারা যায় আর তার মূল্য ঋণের সমপরিমাণ বা তার কম বা বেশী এবং এ অবস্থায় যাদের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল তারা দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, বাঁদীটি দাবীদার ব্যক্তির তবে বন্ধকদাতাদের বিপরীতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। বরং তারা বাঁদীটি মূল্য দাবীদারকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। কেননা, তারা স্বীকার করেছে যে, তারা বাঁদীটির জবরদখলকারী ছিল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯০. মাসআলা ঃ তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার বন্ধকদাতাকে বন্ধকী মালের মালিক বলে স্বীকার করেছিল, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, তাতে সে মাল সংরক্ষিত থাকুক বা খোয়া যাক। অবশ্য তারা বন্ধকদাতার কাছে বন্ধকী মাল ফেরত দেওয়ার পর এরূপ সাক্ষ্য দিলে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৯১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও মাল জবরদখল করে এবং সাক্ষ্য দেয় এ মাল দাবীদার ব্যক্তির, তবে তা গৃহীত হবে না। হাঁ, যার কাছ থেকে জবরদখল করেছিল তার কাছে তা প্রত্যর্পণ করার পর যদি এরূপ সাক্ষ্য দেয় তবে গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৯২. মাসআলা ঃ জবরদখলকারী ব্যক্তিদ্বয়ের হাতে দখলের মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তারা সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষ্য কোনও অবস্থায়ই গৃহীত হবে না, তাতে কাযী মূল্য পরিশোধের

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদেশ করুক বা নাই করুক এবং তারা যার কাছ থেকে জবরদখল করেছিল তাকে তার মূল্য পরিশোধ করুক বা নাই করুক (আল-মুহীত)।

৯৩. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও মাল ধার হিসেবে আনে এবং তারপর সাক্ষ্য দেয় যে, এ মালের মালিক এই দাবীদার। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, মাল ফেরত দেওয়ার আগে সাক্ষ্য দিক বা পরে। এমনিভাবে হুবহু সেই মাল ফেরত দিক বা অনুরূপ মাল। কেননা, অনুরূপ মাল ফেরত দেওয়া আর সেটাই দেওয়া একই কথা।

দুই ব্যক্তি যদি কারও কাছে দেনাদার হয় এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, এ দেনার মালিক এই দাবীদার, তবে তা গৃহীত হবে না। দেনা পরিশোধের পরও একই হুকুম (আল-খুলাসা)।

৯৪. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তার পাওনাদারদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তার মুনীব তাকে আযাদ করে দিয়েছে, কিন্তু মুনীব তা অস্বীকার করে, তবে এক্ষেত্রে সাক্ষীদ্বয় হয়ত দুই পথের এক পথ বেছে নেবে। হয়ত তারা মুনীবকে ধরবে যাতে সে গোলামের মূল্য আদায় করে অথবা এটা মেনে নেবে যে, গোলাম কামাই রোজগার করে তাদের পাওনা মেটাবে। যদি মূল্য আদায়ের জন্য মুনীবকে ধরা বেছে নেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। পক্ষান্তরে যদি মূল্য পরিশোধের দায় থেকে মুনীবকে মুক্তি দেয় এবং আযাদপ্রাপ্ত গোলাম থেকেই তাদের পাওনা উসুলের চেষ্টা করে তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৯৫. মাসআলা ঃ পাওনাদার ব্যক্তি যা পাবে, সে জাতীয় মাল সম্পর্কে যদি দেনাদারের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে। কিন্তু দেনাদারের মৃত্যুর পর সে কোন মাল সম্পর্কে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯৬. মাসআলা ঃ দুই বণ্টনকারী (আমিন) যদি তাদের বণ্টন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা জাইয হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও পরবর্তীকালে এই মত অবলম্বন করেন (আল-মুহীত)।

৯৭. মাসআলা ঃ কাযীর নিযুক্ত বণ্টনকারী ও অন্য বণ্টনকারীর একই হুকুম (আল-হিদায়া)।

৯৮. মাসআলা ঃ দুইজন আমিন যদি জমি জরিপ করতঃ তার মানচিত্র আঁকে এবং তা কাযীর সামনে পেশ করে, তারপর ওয়ারিসগণ উপস্থিত হয়ে জরিপ ও বণ্টনের কথা স্বীকার করে, তারপর কাযী তাদের মধ্যে লটারী ধরে, তারপর আমিনদ্বয় তাদের বণ্টন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে এবং এ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই (আয-যাখীরা)।

৯৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি এ অবস্থায় মারা যায় যে, দুই ব্যক্তির কাছে তার পাওনা আছে এবং তার এক ভাই আছে, তারপর সেই দুই ব্যক্তি কোনও বালকের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃত ব্যক্তির পুত্র, সে ছাড়া মৃতের আর কোন ওয়ারিস আছে বলে আমাদের জানা নেই এবং বালকটিও নিজেকে মৃতের পুত্র বলে দাবী করে, তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (আল-মুহীত)।

১০০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুজনের কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা অবস্থায় মারা গেল। দেনাদার ব্যক্তিদ্বয় এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। অপর দুই ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে মৃতের ভাই এবং সে ছাড়া তার অন্য ওয়ারিস নেই। এরূপ ক্ষেত্রে দেনাদার ব্যক্তিদ্বয়ের সাক্ষ্য অনুসারেই ফায়সালা দেওয়া হবে।

ভাই সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাগণ যদি প্রথমে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে এবং কাযী সে ভাইয়ের পক্ষে রায় দিয়ে দেয় এবং তারপর দেনাদার ব্যক্তিদ্বয় অন্য কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতেও পুত্র, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে তারা যদি ভাইকে দেনা মিটিয়ে দেয় এবং তারপর তারা পুত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবুও সাক্ষ্য গৃহীত হবে না তা সে দেনা কাযীর আদেশে পরিশোধ করুক বা তার আদেশ ছাড়াই (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

১০১. মাসআলা ঃ এমনিভাবে তারা যদি ভাইয়ের সাথে দীনারের বদলে সেই দিরহাম বেচাকেনা করে অথবা ভাই তাদেরকে কোন কিছুর বদলে সে দিরহামগুলো তাদেরকে হিবা (দান) করে দেয় অথবা তারা ভাইয়ের নিকট থেকে মীরাসের একটি বাঁদী ক্রয় করে অথবা ভাই তাদেরকে কোন কিছুর বদলে কিছু সাদকা দেয়, তখনও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

১০২. মাসআলা ঃ দেনার স্থলে তাদের হাতে যদি জবরদখলস্বরূপ মৃতের কোন গোলাম থাকে এবং তারা সেটা মৃতের পুত্রের, তবে তাদের সাক্ষ্য দেয় যে, গোলামটি মৃতের ভাইয়ের হাতে সমর্পণ করার আগেই সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

তারা যদি কাযীর ফায়সালাক্রমে গোলামটি মৃতের ভাইয়ের হাতে সমর্পণ করে এবং তারপর পুত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে।

গোলামটি যদি তাদের হাতে মৃতের আমানত হিসেবে থাকে এবং এ অবস্থায় পুত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা জাইয হবে, তাতে গোলামটি ভাইয়ের হাতে সমর্পণ করুক বা নাই করুক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল। তার এক আপন ভাই আছে। অপর এক ব্যক্তির কাছে তার কিছু পাওনা রয়েছে। এখন ভাই যদি সে ব্যক্তির দেনা ক্ষমা করে দেয় বা তাকে তা হিবা (দান) করে দেয় বা মীরাস থেকে তাকে অন্য কোন মাল হাদিয়া দেয়, তারপর সেই ব্যক্তি অপর কারও সাথে মিলে অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের পুত্র, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা, এ সাক্ষ্য তার কোন স্বার্থ নেই, বরং তার ক্ষতি আছে, যেহেতু তাকে সে দেনা এখন পরিশোধ করতে হবে কিংবা হাদিয়া ফেরত দিতে হবে। পক্ষান্তরে কোন কিছুর বিনিময়ে যদি হাদিয়া দিত, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হত না। কেননা, তখন সেই বিনিময় ফেরত গ্রহণের সন্দেহ সৃষ্টি হত (আল-কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০৪. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোনও ব্যক্তি যদি নির্ধারিত মোহরানায় কোনও মহিলাকে বিয়ে করে এবং তারপর অন্য কোনও লোকের সঙ্গে মিলে সাক্ষ্য দেয় যে, এ মহিলা অমুকের বাঁদী আর সে লোকও তা দাবী করে, তবে কাযী সে স্বামীর সাক্ষ্য কবূল করবে না, তাতে সে ব্যক্তি একথা বলুক যে, আমি বাঁদীটিকে বিয়ের অনুমতি দিয়েছি কিংবা বলুক যে, আমি তাকে বিয়ের অনুমতি দেই নি। এমনিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে সে স্বামীর মিলন হোক বা নাই হোক, তার মোহরানা পরিশোধ করুক বা নাই করুক।

যদি বলে, আমি বাঁদীটিকে বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম এবং তাকে মোহরানা কবজা করতে বলেছিলাম, তবে দেখতে হবে স্বামী তার হাতে মোহরানা সমর্পণ করেছে কিনা। যদি মোহরানা সমর্পণ না করে থাকে, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর তার হাতে মোহরানা সমর্পণ করে থাকলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন তাকে তার ন্যায্য মোহরানা (মাহরে মিছল) বা তার বেশী দিয়ে বিয়ে করে। যদি এতটা কম মোহরানা বিয়ে করে থাকে, যে পরিমাণ কম সাধারণত কেউ মেনে নেয় না, তবে বাঁদীটি তার মুনীবের আদেশ অমান্যকারিণী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বিয়ে সহীহ্ হবে না। আর এ অবস্থায় সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না।

উপরে যা বলা হল, এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত হওয়ার অবকাশ আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত নয়। কেননা, তাঁর মতে যাকে বিয়ের উকীল বানানো হয়, সে যে কোনও অংকের মোহরানায় বিয়ে সম্পন্ন করার অধিকার রাখে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উকীল কেবল ন্যায্য মোহরানা (মাহরে মিছল) দ্বারাই বিয়ে সম্পন্ন করতে পারে।

এটা যদি ইমামত্রয়ের মত হয়ে থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, মুনীব কর্তৃক তার গোলাম বা বাঁদীকে বিয়ের আদেশ দান ও তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বিয়ের আদেশ দানের মধ্যে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি বেশী ঠকে চুক্তি সম্পাদন করে, তবে সে চুক্তি আদেশদাতার উপর বর্তায় কেবল সেই ক্ষেত্রে, যখন আদিষ্ট ব্যক্তির উপর কোনও রকম সন্দেহ না থাকে। তো যাকে বিয়ের উকীল বানানো হয়, তার প্রতি কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে গোলাম ও বাঁদীর ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ আছে। হতে পারে তারা নিজেদের কোনও স্বার্থে ঠক স্বীকার করে নিয়েছে (আয-যাখীরা)।

১০৫. মাসআলা ঃ কেউ কোন মহিলাকে বিয়ে করার পর যদি অন্য কোন লোকের সাথে মিলে এই সাক্ষ্য দেয় যে, মহিলাটি নিজেকে অমুকের বাঁদী বলে স্বীকার করেছে এবং সেই ব্যক্তিও তা দাবী করে, তবে স্বামীর সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। হাঁ, স্বামী যদি তার মোহরানা পরিশোধ করে থাকে এবং দাবীদার ব্যক্তি বলে যে, আমি তাকে বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে সে তার মোহরানা কবজা করে থাকে, তবে স্বামীর সাক্ষ্য গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি তাদের বোনের বিয়ে সম্পাদনের সূত্রে তার মোহরানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং বলে, আমরা এক হাজার দিরহাম মোহরানায় আমাদের বোনের বিয়ে সম্পন্ন করেছি, কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করে অথবা বলে, তার মোহরানা ছিল পাঁচশত দিরহাম, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। স্বামী যদি বিয়ে ও মোহরানার বিষয়টা স্বীকার করে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে তা আদায়ের মাধ্যমে দায়মুক্ত হওয়ার দাবী করে, আর এ অবস্থায় তারা স্বামীর এ বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

১০৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার দুই পুত্রকে সাক্ষী রেখে কোন লোকের সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিয়ে সম্পন্ন করে, তারপর সে স্বামী বিয়ের কথা অস্বীকার করে এবং পিতা দাবী করে যে, আমি এই ব্যক্তির সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিয়েছি আর এ অবস্থায় পুত্রদ্বয় বিয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মেয়েটি সাবালিকা হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে (আল-কাফী)।

১০৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি ও দুই মহিলা যদি মহিলাদ্বয়ের স্বামী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার (তিন/চার) স্ত্রীকে বলেছে, তোমরা সকলে তালাক,-তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, সেই দুই মহিলার তালাকের পক্ষেও নয় এবং অন্যান্য স্ত্রীদের তালাকের পক্ষেও নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-জামিউস সাগীর' গ্রন্থে বলেন, দুই ব্যক্তি যদি তাদের পিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাদের মাকে তালাক দিয়েছে, তবে দেখতে হবে, তাদের পিতা তা দাবী করে, না অস্বীকার করে। যদি সে তালাক দিয়েছে বলে দাবী করে, তবে সাক্ষ্যের কোন প্রয়োজন নেই। আর সে তা অস্বীকার করলে দেখতে হবে তাদের মা তালাকের দাবী করে, না অস্বীকার করে। সে যদি দাবী করে, তবে পুত্রদ্বয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সে অস্বীকার করলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

মাওলানা শামসুদ্দীন আওযাজানদী (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, মা যদি দাবী করে তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে, তবে পুত্রদ্বয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এ মতই বিশুদ্ধতর। কিন্তু মাওলানা (র) বলেন, 'আল-জামিউস সাগীর' গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, আমার মতে সেটাই বিশুদ্ধতর (আল-মুহীত)।

১১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করে মিলনের পূর্বেই তাকে তালাক দিল। তারপর তাকে আবার বিয়ে করল। তখন তার দুই পুত্র সাক্ষ্য দিল যে, তাদের পিতা প্রথম বিয়ের পর তাকে তিন তালাক দিয়েছিল। তারপর অন্য স্বামী গ্রহণের আগেই সে তাকে পুনরায় বিয়ে করেছে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে তাদের পিতা তা স্বীকার করে, না অস্বীকার করে। সে যদি তা স্বীকার করে এবং স্ত্রীও তা সমর্থন করে, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধিত হবে এবং তাদের উভয়ের স্বীকারোক্তির কারণে পূর্ণ মোহরানা বাতিল হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি তা অস্বীকার করে তবে পুত্রদ্বয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি পিতা অস্বীকার করে তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে, স্ত্রীলোকটি স্বীকার করুক বা অস্বীকার (আয-যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১১. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের পিতার স্ত্রী ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং সে মহিলা তা অস্বীকার করে, তবে লক্ষ্য করতে হবে সে মহিলা জীবিত না মৃত। যদি জীবিত থাকে এবং তাদের পিতার বিবাহধীন থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না পিতা তা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক। মহিলা যদি জীবিত না থাকে এবং পিতা তার ইসলাম বিচ্যুতির দাবী করে, তবুও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর পিতা যদি তা অস্বীকার করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

১১২. মাসআলা ঃ দুই পুত্র যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের পিতা তাদের মায়ের সঙ্গে তার মোহরানার বিনিময়ে খুলা করেছে, তবে দেখতে হবে তাদের পিতাও তা দাবী করে কিনা। সে তা দাবী করলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর যদি সে তা অস্বীকার করে তবে লক্ষ্য করতে হবে, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর যদি অস্বীকার করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাদের পিতা স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে খুলা করেছে আর সে মহিলা জীবিত না থাকে, তবে দেখতে হবে পিতা তা স্বীকার করে, না অস্বীকার করে। স্বীকার করলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না আর যদি অস্বীকার করে, তবে গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

১১৩. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি তার গোলামকে বলে, তুমি যদি এই দুই ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ কর বা তাদের স্পর্শ কর, তবে তুমি আযাদ, তারপর গোলামটি তা করে এবং সেই দুই ব্যক্তি এসে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে সে যদি তাদেরকে বলে, তোমরা আমার গোলামের সঙ্গে কথা বললে বা তার কাপড় স্পর্শ করলে সে আযাদ, তারপর তারা সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তা করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

১১৪. মাসআলা ঃ কোন লোক যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি অমুক ও অমুকের সঙ্গে কথা বল, তবে তুমি তালাক, তারপর সে ব্যক্তিদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, সে মহিলা তাদের সঙ্গে কথা বলেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলামকে বলে, তোমার সঙ্গে যদি অমুক কথা বল, তবে তুমি আযাদ, তারপর সেই ব্যক্তি দাবী করে যে, সে গোলামটির সঙ্গে কথা বলেছে এবং তার দুই পুত্র সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না (আল-মুহীত)।

১১৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাদেরকে বলেছিল, আমি যদি তোমাদের পিতার সঙ্গে কথা বলি, তবে আমার গোলাম আযাদ, তারপর সে তাদের পিতার সঙ্গে কথা বলেছে, তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে তাদের পিতা দেশে উপস্থিত না অনুপস্থিত। অনুপস্থিত থাকলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত হবে। যদি উপস্থিত থাকে এবং তাদের সাক্ষ্যের বিষয়টা স্বীকার করে, তবুও তাদের সাক্ষ্য বাতিল হবে। আর যদি অস্বীকার করে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। এমনিভাবে গোলাম আযাদের বিষয়টাকে যদি (কথার স্থলে) মারধরের সাথে শর্তযুক্ত করত, তখনই মাসআলা অনুরূপ হত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি দুই ব্যক্তিকে বলে, তোমরা যদি এই ঘরে ঢোক, তবে আমার গোলাম আযাদ, তারপর সেই দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় এবং তাদের দুই পুত্র সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের পিতা সে ঘরে প্রবেশ করেছিল, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁদের উভয়ের পিতা যদি জীবিত থাকে এবং তারা সে কথা অস্বীকার করে তবে পুত্রদ্বয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

মোদ্দাকথা পুত্র যদি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় এবং তার সাক্ষ্য দ্বারা তার পিতার কোন কাজ, যেমন বিয়ে, তালাক, বেচাকেনা ইত্যাদি সংঘটিত হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে বিধান এই যে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে না যদি পিতা জীবিত থাকে এবং সে বিষয়ের দাবী করে কিংবা সে মৃত হয়। পক্ষান্তরে সে জীবিত থাকে এবং সে বিষয় অস্বীকার করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

১১৮. মাসআলা ঃ 'আল-উয়ূন' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি কসম করে যে, এই দুই ব্যক্তিকে প্রহার করলে তার স্ত্রী তিন তালাক হয়ে যাবে, তারপর সে তাদেরকে প্রহার করে, তবে তারা তার স্ত্রীর তিন তালাক হয়ে যাওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে। সে ক্ষেত্রে তারা বলবে না যে, তিন তালাক কিভাবে হল। যদি তা বলে দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আত-তাতারখানিয়্যা)।

১১৯. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে বলেছিল, আমি তোমাদেরকে মারলে আমার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, তারপর অন্য দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাদেরকে মেরেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে না।

এমনিভাবে যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, সে যদি তাদেরকে মারার কথা স্বীকার করে, কিন্তু কসমের কথা অস্বীকার করে, তবুও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আমার এই ঘরে কেউ প্রবেশ করলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, তারপর তিন বা চারজন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, তারা সে ঘরে প্রবেশ করেছিল, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য সেই ক্ষেত্রে বৈধ হবে, যখন তারা বলবে, আমরা প্রবেশ করেছিলাম এই ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে প্রবেশ করেছিল। পক্ষান্তরে তারা যদি দুইজন হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য কোনও অবস্থায়ই গৃহীত হবে না।

দুইজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তি বলেছিল, আমি তোমাদের দেহ স্পর্শ করলে আমার স্ত্রী তালাক বা গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, তারপর সে আমাদের দেহ স্পর্শ করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। পক্ষান্তরে তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, সে বলেছিল, আমি তোমাদের কাপড় স্পর্শ করলে., তারপর সে তা করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে।

'ফাতাওয়াল কাযী' গ্রন্থে আছে, সাক্ষিগণ যদি এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে চায়, তবে কারণ উল্লেখ করা ছাড়াই কেবল তালাক ও আযাদী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন মৃতের ওসীয়তনামা সম্পর্কে সাক্ষী হয়ে থাকে এবং সে ওসীয়তনামায় তার সম্পর্কেও সাক্ষ্য থাকে, তবে ফকীহ্ আবূ বকর আল-বালাখী (র) বলেন, তার উচিত ওসীয়তনামার যে স্থানে তার সম্পর্কে ওসীয়ত লেখা আছে, সেখানে হাত রেখে এরূপ বলা যে, আমি এই বিষয়টি ছাড়া এই ওসীয়তনামায় লেখা যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

আবুল কাসিম (র) বলেন, কোন মহিলা যদি তার স্বামীর ওয়ারিসদের কাছে তার মোহরানা দাবী করে এবং ওয়ারিসগণ তার বিয়েকেই অস্বীকার করে, আর সাক্ষী নিজেই তার বিয়ের আক্দ সম্পন্নকারী হয়ে থাকে, তবে সে কেবল বিয়ে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। নিজেই যে আক্দ সম্পন্ন করেছিল তা উল্লেখ করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২২. মাসআলা ঃ কেউ যদি দুই ব্যক্তিকে বলে, তুমি যদি রমযানের চাঁদ দেখে থাক, তবে আমার গোলাম, আযাদ তারপর তারা সাক্ষ্য দেয় যে, তারা চাঁদ দেখেছে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এ মতে তার গোলাম আযাদ হবে না। অবশ্য তাদের সাক্ষ্য ভিত্তিতে রোযা রাখার হুকুম দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

১২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি যদি আমাকে এই ঘরে ঢুকতে দেখে থাকে, তবে আমার গোলাম আযাদ, তারপর তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তাকে ঢুকতে দেখেছি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, যাবত না, যাবত না অন্য দুইজন সাক্ষী তাদের দেখা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়।

১২৪. মাসআলা ঃ তিন ব্যক্তি মিলে এক ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। এখন তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে না। যদি তাদের মধ্যে দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে আমাদেরকে এবং এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছে, তবে এই তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত (আল-খুলাসা)।

১২৫. মাসআলা ঃ হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি শপথ করে, সে কখনও কারও কাছে ঋণ চাবে না। চাইলে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, তারপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তাকে ঋণ দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি সাক্ষ্য দেয়, সে ঋণ চেয়েছিল, কিন্তু তারা তাকে ঋণ দেয় নি, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে (আল-মুহীত)।

১২৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি শপথ করে যে, আমি যদি অমুকের কাছে দিরহাম ঋণ চাই, তবে আমার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, তারপর সেই ব্যক্তি দাবী করে যে, তার কাছ থেকে সে ঋণ নিয়েছিল এবং সে সম্পর্কে গোলামটির পিতা অপর এক ব্যক্তির সাথে মিলে সাক্ষ্য দেয়, তবে 'আন-নাওয়াযিল'-এর বর্ণনা মতে দাবীদারের পক্ষে রায় দেওয়া হবে, কিন্তু গোলামটি আযাদ হয়েছে বলে ফায়সালা দেওয়া হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযখান)।

১২৭. মাসআলা ঃ যদি শপথ করে, অমুক ব্যক্তিদ্বয়কে ঋণ দিলে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, তারপর তারা সাক্ষ্য দেয়, সে তাদেরকে ঋণ দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (আল-খুলাসা)।

১২৮. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয় সে এই ব্যক্তিদ্বয়ের বাড়ি বিধ্বস্ত করবে না বা তাদের হাত কাটবে না, তারপর তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাদের সঙ্গে সেই আচরণ করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২৯. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তি তার গোলামকে আযাদ করেছে, তারপর সেই গোলাম তাদের একজনের উপর হামলা চালায় এবং তার একটি চোখ নষ্ট করে দেয় আর মুনীব সে গোলামকে আযাদ করার কথা অস্বীকার করে, তবে আহত ব্যক্তি কিছুই পাবে না এবং তাদের সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

১৩০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও দখলে দখলে থাকা একটি বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, বাড়িটি তার এবং দুইজন সাক্ষী তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং আরও বলে যে, দাবীদার ব্যক্তি বাড়িটি নির্মাণের জন্য তাদের দুইজনকে শ্রমিক নিয়োগ করেছে, কিংবা এমন কোন কাজের কথা বলে, যদ্দরুন জরিমানা আরোপিত হয় না, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি বলে, সে আমাদেরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাড়িটি ভেঙ্গে ফেলার কাজে নিযুক্ত করেছিল এবং সে অনুযায়ী আমরা বাড়িটি ভেঙ্গে ফেলিছি, তবে দাবীদারের মালিকানার সপক্ষে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। পরন্তু বাড়ি ভেঙ্গে ফেলার দরুন। বিবাদীকে তাদের জরিমানা পরিশোধ করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটি ছাগল আছে। অপর এক ব্যক্তি সে পথে যাচ্ছিল। ছাগলওয়ালা তাকে বলল, ছাগলটি যবাহ কর। সে ছাগলটি যবাহ করল। তারপর অপর এক ব্যক্তি উপস্থিত হল এবং দাবী করল, এ ছাগলটি তার। যার হাতে এটি ছিল সে তার কাছ থেকে জবরদখল করেছে। এখন সে যদি তার দাবীর পক্ষে দুজন সাক্ষী পেশ করে, যাদের একজন সেই যবাহকারী, তবে যবাহকারী সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

১৩২. মাসআলা ঃ সাক্ষী এমন বৃদ্ধ যে, চলাফেরা করতে পারে না এবং বাহন ছাড়া তার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তার কাছে কোন বাহন নেই এবং ভাড়ায় যাওয়ার মত পয়সাও নেই, এখন যার পক্ষে সে সাক্ষ্য দেবে সে যদি তার কাছে কোন বাহন পাঠায় এবং তাতে চড়ে সে সাক্ষ্য দিতে আসে, তবে তার সাক্ষ্য বাতিল হবে না।

সাক্ষী যদি চলাফেরা করতে সক্ষম হয় অথবা তার পক্ষে যানবাহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় আর এ অবস্থায় সে যার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে সে কোন বাহন পাঠায় এবং তাতে চড়ে সাক্ষ্য দিতে আসে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

সাক্ষী যার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে তার খাদ্য গ্রহণ করলে তার সাক্ষ্য বাতিল করা হবে না।

ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, যার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, তার যানবাহন ব্যবহার মাসআলা সেটাই যা উপরে বলা হল, কিন্তু খানা খাওয়ার ব্যাপারে মাসআলা এই যে, যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হবে, সে যদি সাক্ষীর জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না করে থাকে, বরং তার কাছে যে খাবার ছিল সেটাই সে সাক্ষীদের সামনে পেশ করে আর তারা তা গ্রহণ করে, তবে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি তাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং তারা তা খায়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর এটা সেই অবস্থায়, যখন সে সাক্ষ্য আদায়ের জন্য এরূপ করবে। পক্ষান্তরে সে যদি সাক্ষী রাখার জন্য লোক জমায়েত করে এবং তাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে কিংবা তাদের জন্য যানবাহন পাঠিয়ে তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে আনে আর এ অবস্থায় তারা তার বাহন ব্যবহার করে এবং তার খাদ্য গ্রহণ করে, তবে সে সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) যানবাহন ব্যবহার সম্পর্কে বলেন, এক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে বলেন, এভাবে খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে বলেন, এভাবে খাদ্য গ্রহণ করলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উভয় অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া। কেননা, মানুষের মধ্যে এ ধরনের রেওয়াজ চালু আছে, বিশেষত বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে। কেননা, বিয়ের অনুষ্ঠানে মিষ্টি ও শরবত বিতরণ করা হয় ও দিরহাম ছিটানো হয়। এর দ্বারা যদি সাক্ষীর নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট হত, তবে এসব করা হত না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১৩. মাসআলা ঃ কোন লোক যদি উত্তমরূপে দাবী-দাওয়া পেশ করতে সক্ষম না হয় এবং কাযী তাকে তা শেখানোর জন্য দুইজন লোক নিয়োগ করে, তারপর তারা তার দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তারা নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকলে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। এ কাজ কাযীর পক্ষে দূষণীয় নয়। বরং যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অভিযোগ জানাতে ও দাবী পেশ করতে পারে না, তার ব্যাপারে এটা করা বৈধ, বিশেষত ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত অনুসারে (আয-যাহীরিয়্যা)।

১১৪. মাসআলা ঃ 'আল-খুলাসা' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সেনাপতির পক্ষে সৈন্যদের সাক্ষ্য জাইয হবে না যদি তারা অল্প সংখ্যক হয়। আর তারা যদি অসংখ্য হয়, তবে জাইয হবে। 'আস-সায়রাফিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, অল্প সংখ্যক দ্বারা একশত ও তার কম বুঝানো হয়। আর তার বেশী হলে সেটা অসংখ্যর পর্যায়ে পড়ে (জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

১১৫. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আয-যিয়াদাত' গ্রন্থে বলেছেন যে, ক্ষুদ্র সেনাদল (সারিয়্যা) কোন অভিযান শেষে যদি একদল বন্দী নিয়ে ফিরে আসে এবং বন্দিগণ বলে, আমরা মুসলমান বা আমরা এই মুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিক (যিম্মি), তারা আমাদেরকে এদেশের সীমানার ভেতরই বন্দী করেছে, কিন্তু সেনাদলের কথা হচ্ছে যে, আমরা তাদেরকে অমুসলিম রাষ্ট্রের ভেতর পাকড়াও করেছি, তবে এক্ষেত্রে বন্দীদের অমুসলিম রাষ্ট্রের ভেতর পাকড়াও করেছি, তবে এক্ষেত্রে বন্দীদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। সেনাদল যদি তাদের দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে আর সাক্ষিগণ ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। যদি সেনা সদস্য হয় তবে বৈধ হবে না।

অনুরূপ ঘটনা যদি বৃহৎ সেনাদলের (জায়শ)-এর ক্ষেত্রে ঘটে এবং তখন কতক সৈন্য তাদের দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। কেননা, ক্ষুদ্র সেনাদল (যাদের সংখ্যা একশত বা তা নিচে)-এর সদস্যরা সাক্ষ্য দিলে সেটা নিজের হক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার পর্যায়ে পড়ে। বড় বাহিনী (জায়শ)-এর ব্যাপারটা ভিন্ন। তাদের নিজেদের হক তাদের সাক্ষ্য দানের জন্য বাধা নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ সীমানা বিশিষ্ট বিষয় (স্থাবর সম্পত্তি) সম্পর্কে সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গ

১. মাসআলা ঃ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে সম্পত্তির চৌহদ্দি বর্ণনা করা শর্ত (আল-খুলাসা)।

২. মাসআলা ঃ স্থাবর সম্পত্তি সামনে রেখে সাক্ষ্য দেয়া হলে চৌহদ্দি বর্ণনার প্রয়োজন নেই (আয-যাখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি তিন দিকের সীমানা বলতে পারে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত, আদাবুল-কাযী অধ্যায়ের সপ্তম অধ্যায়)।

৪. মাসআলা ঃ সম্পত্তি যদি পরিচিত না হয় এবং সাক্ষিগণ তার তিন দিকের সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় আর চতুর্থ দিক সম্পর্কে বলে, তা আমরা চিনি না, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে এবং সে মতে বাদীর পক্ষে রায় দেয়া হবে। এক্ষেত্রে তৃতীয় দিকের সীমানাকে প্রথম দিকের বরাবর করে দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ বাদী যদি ত্রিভুজ আকৃতির জমি সম্পর্কে দাবী করে, এবং তার দুই দিকের সীমানা উল্লেখ করে, আর সাক্ষিগণ ও দুই দিকের সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে, এর বেশী নয়, তবে সে ক্ষেত্রে দাবী ও সাক্ষ্যই উভয়ই বৈধ হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি চৌহদ্দি বর্ণনা করে, কিন্তু একদিকের সীমানার ভেতর অজ্ঞতা থাকে, তবে তাতে ক্ষতি নেই। এর উল্লেখ ও অনুল্লেখ সমান।

সাক্ষী যদি এক দিকের সীমানা বর্ণনায় ভূল করে, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আস-সাদরুশ-শাহীদ (র)- আদাবুল কাযী। অধ্যায়ে এরূপ সাধারণভাবে মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শামসুল আইম্মা হালাওয়ানী (র)-বলেন, এরূপ সাক্ষ্য কারও নিকট গ্রহণযোগ্য এবং কারও নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য আস-সাদরুশ শাহীদ (র)- যা উল্লেখ করেছেন ফাতওয়া তারই উপর অর্থাৎ এরূপ গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা)।

৭. মাসআলা ঃ সীমানা বর্ণনায় সাক্ষী ভুল করল কিনা তা সাব্যস্ত হবে সাক্ষীর এরূপ স্বীকারোক্তি দ্বারা যে, এ ব্যাপারে আমি ভুল করেছি। বিবাদী যদি দাবী করে যে, সাক্ষী সবগুলো সীমানা বা তার কোন একটি বর্ণনায় ভুল করেছে তবে তার দাবীতে কর্ণপাত করা হবে না। এমনি কি সে যদি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাও শোনা হবে না। ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী (র)- ও ইমাম আওযাজানদী (র)- এর ফাতওয়াও এরকমই বর্ণিত হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনিভাবে বিবাদী যদি দাবী করে যে, সাক্ষীর সীমানা বর্ণনার ভুল দাবী স্বীকার করেছে, তবে তার সে দাবীতেও কর্ণপাত করা হবে না।

শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কোনও দিকের সীমানা বর্ণনায় যদি সাক্ষীর ভুল হয়ে যায়, তারপর তার মনে পড়ে যায় এবং পুনরায় সাক্ষ্য দিয়ে সাঠিক সীমানা বর্ণনা করে। তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি উভয় বর্ণনায় ভেতর সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়, তাতে সেই মজলিসে সে ভুল সংশোধন করুক বা অন্য কোন মজলিসে। সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, সে হয়ত বলবে, এই দিকের সীমানায় অমুক লোকের জমি ছিল, কিন্তু সে অন্য লোকের কাছে তার জমি বিক্রি করে ফেলেছি। যা আমাদের জানা ছিল না। অথবা বলবে এ পাশের জমিওয়ালার নাম সেটাই ছিল যা আমরা বলেছিলাম। কিন্তু সে পরে তার পরিবর্তন করে অন্য নাম গ্রহণ করেছে, যা আমরা জানতাম না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির জমি সম্পর্কে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য ছিল এবং তার সীমানাও বর্ণনা করল, সেই সঙ্গে একথাও বলল, যে প্রকৃত পক্ষে সে জমি আমরা চিনি না। জমিটা অন্য কোন পল্লীতে অবস্থিত। এখন বিবাদী যদি কাযীকে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন সাক্ষীদেরকে সেই পল্লীতে গিয়ে সীমানা সনাক্ত করান। তবে কাযী সাক্ষীদেরবে তা করার জন্য বাধ্য করবে না। এটাই সঠিক মত (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি কোন বাড়ির ব্যাপারে কারও সপক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং বলে, আমরা সে বাড়ি চিনি তার সীমানা জানি, কিন্তু কোন সীমানায়কে বাস করে, তার নাম জানি না। তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। যদি তাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যায়িত হয়ে থাকে। তারপর কাযী তাদেরকে বাদী, বিবাদী ও দুইজন আমিনের সাথে সে বাড়িতে পাঠাবে। যাতে আমিনদ্বয়ের উপস্থিতিতে সাক্ষিগণ বাড়ির সীমানায় দাঁড়ায় এবং বলে, এই বাদীর পক্ষে আমরা যে বাড়ি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম। এই হচ্ছে সেই বাড়ি ও এই তার সীমানা। তারপর তারা কাযীর কাছে ফিরে আসবে এবং আমিনদ্বর্য় কাযীর সমীপে সাক্ষ্য দেবে যে, বাদীর পক্ষের সাক্ষীদ্বয় সেখানে গিয়ে সীমানায় দাঁড়িয়েছিল এবং সে বাড়ি দেখিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, এর চৌহদ্দি হচ্ছে এই। এতক্ষণে কাযী তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সে বাড়ি সম্পর্কে রায় ঘোষণা করবে। গ্রাম, দোকান ও সব রকমের জায়েদাদের ক্ষেত্রে কাযী এই নীতি অবলম্বন করবে (আল-ফুমুলুল-ইমাদিয়্যা)।

আল-মুহীত গ্রন্থে উপরি উক্ত মতকেই বেশী যুক্তিযুক্ত বলা হয়েছে।

১০. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য ছিল যে, অমুক শহরের অমুক মহল্লায় অবস্থিত যে বাড়িটি অমুক গোত্রীয় অমুকের পুত্র অমুকের বাড়ির সঙ্গে মিলিত এবং যে বাড়িটি এখন এই বিবাদীর দখলে আছে, তার প্রকৃত মালিক এই দাবীদার ব্যক্তি। কিন্তু আমরা অবগত নই। বাদী কাযীকে লক্ষ্য করে বলল, আমি আপনার কাছে অন্য দুইজন সাক্ষী হাযির করছি। যারা এর সীমানা চেনে। সে মতে সে যদি দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে এবং তারা তার সীমানা বর্ণনা করে, তবে তা গৃহীত হবে কিনা। সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোনও কোনও সংকলনে আছে। কাযী সে

সাক্ষ্য গ্রহণ করবে এবং বাদীর রায় দেবে যে, বাড়িটি তার আবার কোনও সংকলনে আছে। কাযী তা গ্রহণ করবে না। এবং বাদীর পক্ষে রায় প্রদান করবে না। গ্রাম, জায়েদাদ, দোকান ও সর্বপ্রকার স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে এই একই রিধান (আজ জাহীরিয়া)।

১১. মাসআলা ঃ জাহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র)-এ মাসআলাটি তার 'শুরূত' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাতে বলেন যে, এ মাসআলা সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এটাই বেশী যুক্তিযুক্ত যে, উল্লিখিত সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা সাধারণত কেউ যখন সাক্ষী হয়। তখন এভাবেই হয়ে থাকে। যখন বিক্রেতা শহরে কোন জমি বিক্রি সম্পর্কে বা পল্লীতে কোন বাগান বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষী রাখে, তখন সাক্ষীদের তার সীমানা সম্পর্কে বা পল্লীতে কোন বাগান বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষী রাখে। তখন সাক্ষীদের তার সীমানা সম্পর্কে জানা থাকে না। তারা তার সীমানা সম্পর্কে শোনে এবং পরে বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্য দানকালে সেই সীমানার বর্ণনা দেয়। যদিও প্রকৃত পক্ষে সীমানা সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয় (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)।

আল-কুন্য়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটাই বিশুদ্ধতর এবং আয-যাখীরা গ্রন্থে বলা হয়েছে এটাই বিশুদ্ধ।

১২. মাসআলা ঃ বাদী যে সীমানা বিশিষ্ট বাড়িটি নিজের বলে দাবী যে সীমানা বিশিষ্ট বাড়িটি নিজের বলে দাবী করেছে। সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যদি দুইজন সাক্ষী উপস্থিত না করে। বরং সে কাযীকে অনুরোধ জানায় যে, তার সঙ্গে যেন তার দুইজন বিশস্ত লোক পাঠায়। যাতে তারা সে বাড়ির সীমানা ও তার প্রতিবেশীদের চিনে আসতে পারে। তবে কাযী তার অনুরোধ রক্ষা করবে। তারা গিয়ে যখন তা দেখে আসবে এবং কাযীর কাছে বাড়িটির সীমানা ও প্রতিবেশীদের নাম বর্ণনা করবে। তখন সে বর্ণনা যদি বাদীর বর্ণনার সাথে মিলে যায়। তবে কাযী তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বাদীর পক্ষে রায় ঘোষণা করবে যে, বাড়িটি দাবীদার ব্যক্তির (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ এ সবই হচ্ছে সেই অবস্থায়, যখন বাড়িটি প্রসিদ্ধ না হয়। পক্ষান্তরে বাড়িটি যদি কোন ব্যক্তির নামে বিখ্যাত হয়। যেমন কূফায় অবস্থিত আমুর ইব্ন হুরায়ছের বাড়ি ও বসরায় অবস্থিত যুবায়রের বাড়ি। আর এ সম্পর্কে দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, বাড়িটি অমুক ব্যক্তির কিন্তু তার সীমানা বর্ণনা না করে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)- এর মতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)- ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)- সাক্ষ্য গৃহীত হবে চাষের জমি প্রসিদ্ধ হলে সে ক্ষেত্রেও একই রকমের মতভেদ আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি বলে, অমুক শহরে অমুক মহল্লার অমুক মসজিদ বাড়িটির মালিক এই বাদী এবং সেটা এরই হক। কিন্তু আমরা তার প্রতিবেশীদের নাম জানি না। আর এ অবস্থায় বাদী বলে, আমি অন্য দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করছি, যারা এর সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, তবে কাযী তার কথায় কর্ণপাত করবে না (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়া)।

১৫. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সীমানা না চেনে এবং নির্ভরযোগ্য লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে বিচারকের কাছে তা সবিস্তারে বিবৃত করে, তবে তা গৃহীত হবে ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাড়িটি সম্পর্কে বিবাদীর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় এবং নিজেদের পক্ষ হতে তার সীমানা বর্ণনা করে এবং বিবাদী যে তাদের কাছে এরূপ সীমানার কথা স্বীকার করেছে তা না বলে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি বলে, তার এক সীমা মিয়া দেহী ভূমির সংলগ্ন, তবে এর দ্বারা তফসিল বর্ণনা হবে না (আল-খুলাসায়)।

১৭. মাসআলা ঃ কেননা মিয়াদী কথাটি অতি অস্পষ্ট। কেননা যে সব জমির মালিক নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বা মারা গেছে এবং তার কোন ওয়ারিস নেই। তাকে মেয়াদী বলে। এমনিভাবে মালিক যে সব জমি খাজনার বিনিময়ে গ্রামবাসীর হাতে ছেড়ে দেয় তাকেও মেয়াদী বলে। সেই জমিকেও মেয়াদী বলে। যা গবাদি পশু চরানোর জন্য রেখে দেয়া হয়েছে। বণ্টনের ভেতর, ফেলা হয়নি (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ গ্রহণযোগ্য মত এই যে, যার দখলে বাড়িটি আছে তার নাম ও পিতৃ-পরিচয় উল্লেখই যথেষ্ট (আল-খুলাসা)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি বলে, বাড়িটির এক সীমা অমুকের ওয়ারিসদের সেই জমি সংলগ্ন যা এখনও তাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি। তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত এই যে, তা গৃহীত হবে না। যদি বলে ওয়াক্ফ-ভূমি সংলগ্ন। তবে কোন খাতে ওয়াক্ফ কত, তাও উল্লেখ করতে হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২০. মাসআলা ঃ যদি বলে, রাষ্ট্রীয় ভূমির সংলগ্ন, তবে রাষ্ট্রের দুই অংশে দুই আমীর (নেতা) হলে, সেই ভূমি যে আমীরের অংশে পড়েছে, তার নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করতে হবে (আল-খুলাসা)।

২১. মাসআলা ঃ দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেছে। তো তারা যদি সে দেয়ালের সীমা এবং তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বর্ণনা করে। তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। যদিও তার মূল্য উল্লেখ না করে। শায়খ (র) বলেন, আমার মতে প্রাচীরটি মাটির ছিল, না কাঠের তাও উল্লেখ করা অপরিহার্য। সেই সঙ্গে তার স্থানও উল্লেখ করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ যদি অন্যের বাড়ির ভেতর দিয়ে কারও বাড়ির দরজা থাকে এবং সে সেই দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া করতে চায়, কিন্তু বাড়িওয়ালা তাতে বাধা দেয়। তবে দরজাওয়ালা এই কথার দাবীদার সাব্যস্ত হবে যে, অন্যের বাড়ির ভেতর দিয়ে তার রাস্তা আছে। সুতরাং তার কর্তব্য সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তা প্রতিষ্ঠা করা আর বাড়িওয়ালা হবে অস্বীকারী বা বিবাদী। সুতরাং (দাবীদার সাক্ষী পেশ করতে না পারার ক্ষেত্রে) কসমের সঙ্গে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেবল দরজা করা দ্বারা সে কোন কিছুর হকদার হয়ে যায়নি। কাজেই যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, সে তার বাড়িতে এই দরজা দিয়ে যাতায়াত করত, তবে এর দ্বারা সে কোন কিছুর অধিকার লাভ করবে না। হাঁ, সাক্ষিগণ যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, বাড়ির ভেতর দিয়ে তার পূর্ণ রাস্তা আছে। তবে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে বটে। সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা যা

প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটা প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ারই মত। সাক্ষীগণ যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই বাড়ির ভেতর দিয়ে নিজ বাড়ির দরজায় পৌছার জন্য তার পথ রয়েছে, তবে সে পথের সীমা ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উল্লেখ না করলেও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

আমাদের কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, একথার অর্থ হচ্ছে যে, সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বাড়িওয়ালা একথা স্বীকার করেছে, তবে সীমানা ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থের উল্লেখ না করলেও স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি নিশ্চিত রূপে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। বিশুদ্ধতর মত এই যে, তাও গৃহীত হবে। তখন দরজার প্রস্থকে মাপকাঠী বানানো হবে এবং তার রাস্তার প্রস্থও সেই পরিমাণ ধরা হবে। দৈর্ঘ্য হবে তার বাড়ির দরজা পর্যন্ত (আল-মাবসূত, আদ-দা'ওয়া অধ্যায়)।

২৩. মাসআলা ঃ এই একই রকম বিধান সেই ক্ষেত্রেও যখন কেউ বাড়ির দরজা কোন গলির প্রাচীর দিয়ে খোলে আর সে গলির বাসিন্দাগণ তাতে আপত্তি তোলে।

এমনিভাবে কেউ যদি তার ছাদের পানি সরানোর জন্য নল লাগায় এবং সেটা তার পাশের বাড়িতে পড়ে, তখনও উপরের বিধান প্রযোজ্য।

এমনিভাবে যদি অন্যের জমির ভেতরে পানির প্রণালী থাকে এবং তা নিয়ে দুইজনের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয় তখনই একই বিধান। হাঁ, বিবাদকালেও যদি তা দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। তা হলে অবশ্য পানিওয়ালার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

বিবাদকালীন সময়ে যদি সে নালা দিয়ে পানি প্রবাহিত না হয়। কিন্তু একথা জানা যায় যে, ইতোপূর্বে এই নালা দিয়ে এই ব্যক্তি তার জমিতে পানি সরবরাহ করত। তখনও পানিওয়ালার কথাই গৃহীত হবে।

এমনিভাবে বিবাদকালীন সময়ে যদি ছাদের নল দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। তবে সেক্ষেত্রেও পানিওয়ালার কথা গৃহীত হবে (আজ-জাহীরিয়া)।

২৪. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ওই ব্যক্তির বাড়ির ভেতর দিয়ে এই দাবীদারের ছাদের পানি সরার রাস্তা আছে। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় সেটা বৃষ্টির পানির জন্য, তবে সেটা বৃষ্টির পানির জন্যই ধরা হবে। যদি সাক্ষ্য দেয় সে রাস্তা ওযূর পানির জন্য, তবে সেটা ওযূর রাস্তা বলেই গণ্য হবে। সাক্ষিগণ যদি এরূপ কোন ব্যাখ্যা না দেয়, তবে সে ব্যাপারে বাড়িওয়ালা শপথ করে যা বলবে সেটাই গৃহীত হবে (আল-মাবসূত)।

২৫. মাসআলা ঃ ফকীহ্ আবুল-লায়ছ (র) আমাদের মুতাআখখিরীন (পরবর্তীকালীন) ফুকাহায়ে কিরাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা ইসতিহসানের ভিত্তিতে ছাদের প্রণালীর ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ছাদের এই দিক (অন্য বাড়ির দিক) যদি ঢালু হয় এবং পূর্ব থেকেই সেটা এভাবে নির্মিত হয়ে থাকে, তবে এদিক থেকে পানি সরানোর অধিকার সে লাভ করবে (আজ-জাহীরিয়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৬. মাসআলা ঃ দাবীদার ব্যক্তি যে জমি সম্পর্কে দাবী উত্থাপন করেছে তার দাবী বা সাক্ষীদের সাক্ষ্যে যদি বলা হয়। সে জমির এক সীমা অমুক ব্যক্তির জমির সঙ্গে মিলিত আর সে গ্রামে সেই ব্যক্তির বিক্ষিপ্তভাবে বহু জমি থাকে, তবে দাবী ও সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদিও তার মধ্যে এক রকমের অস্পষ্টতা থেকে যায়। বিশেষ ঠেকার কারণে সে অস্পষ্টতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ কোন জমিতে কারও মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দিল এবং সে চৌহদ্দি বর্ণনা করে বলল, সে জমির পরিমাণ এতটুকু হবে যে, তাতে পাঁচ কায়ল, (পরিমাণ বিশেষ) বীজ ফেলা যাবে আর বাদীও এ রকম দাবী করল। যাচাই করে দেখা গেল, তারা চৌহদ্দীর বর্ণনা সঠিকভাবেই দিয়েছে। কিন্তু পরিমাণ বলতে ভুল করেছে। আসলে সে জমির পরিমাণ এতটুকু যে, তাতে তিন কায়ল বীজ ফেলা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে দাবী ও সাক্ষ্য বৈধ হবে কি? শামসুল ইসলাম আবুল হাসান সুগদী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে দাবী ও সাক্ষ্য বাতিল হবে না। তাঁর সমকালীন কতক ফকীহ্দের মতে দাবী ও সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। কেউ বলেন, অবস্থাভেদে মাসআলাটির মধ্যে পার্থক্য হবে। সাক্ষিগণ যদি জমিতে উপস্থিত হয়ে তার দিকে ইশারা করে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, তবে তা গৃহীত হবে। আর যদি দূর থেকে সাক্ষ্য দেয়, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং এর দ্বারা সেই পরিমাণ জমিতে বাদীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। যাতে পাঁচ কায়ল বীজ বপন করা যায়। কেউ বলেন, কোন অবস্থাতেই এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না আর এটাই বেশী যুক্তিযুক্ত ও ফিকহী মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রসঙ্গে

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে, সে অমুক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস এবং এ সম্পর্কে সে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে। যারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস এবং সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই, তবে কাযী প্রথমে তাদেরকে ওয়ারিসী সূত্র জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস না করে ফায়সালা দেবে না। কেননা ওয়ারিস হওয়ার সূত্র বিভিন্ন হতে পারে। সেটা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফায়সালা দেয়া সম্ভব নয়। সূত্র জিজ্ঞাসার আগেই যদি তারা মারা যায় বা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তবে সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি বলে, সে তার পৌত্র বা তার ভাই বা দাদা বা দাদী কিংবা তার মাওলা (আযাদকারী মুনীব) তবে তার ব্যাখ্যা দেয়া অপরিহার্য। অন্যথায় সে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে। ব্যাখ্যা দেবে এভাবে যে, পৌত্রের ক্ষেত্রে বলবে, সে তার ওয়ারিস। ভাইয়ের ক্ষেত্রে বলবে, সে তার আপন ভাই, বা বৈমাত্রেয় ভাই বা বৈপিত্রেয় ভাই এবং সেই তার ওয়ারিস। দাদার ক্ষেত্রে বলবে, সে তার পিতামহ বা মাতামহ। দাদীর ক্ষেত্রে বলবে, সে তার মাতামহী বা পিতামহী। মাওলার ক্ষেত্রে বলবে, সে তার আযাদকারী বা আযাদকারিণী এবং তার ওয়ারিস সে ছাড়া মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে আমরা জানি না (আল-কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের চাচা বা চাচাত ভাই, তবে জাইয হবে না। যাবত না তার ও মৃতের বংশ পরিচয় বর্ণনা করে। যাতে একই পূর্ব পুরুষে তারা মিলিত হয়। এমনিভাবে তাদের একথাও বলতে হবে যে, সে তার আপন চাচাত ভাই, বা বৈপিত্রেয় চাচাত ভাই বা বৈমাত্রেয় চাচাত ভাই এবং তার ওয়ারিস (খিযানাতুল-ফাতাওয়া)।

৪. মাসআলা ঃ যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের পুত্র বা কন্যা বা পিতা কিংবা মাতা তবে তার সাথে একই কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, সে তার ওয়ারিস আল-কাফী। আর এরই উপর ফাতওয়া (আল-খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তি নাম উল্লেখ করা শর্ত নয়। সুতরাং যদি সাক্ষ্য দেয়, এই ব্যক্তি মৃতের দাদা অর্থাৎ পিতামহ এবং তার ওয়ারিস কিন্তু মৃতের নাম না বলে, তবে তার নাম উল্লেখ ছাড়াই সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৬. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় এই মৃতকে অমুক ব্যক্তি আযাদ করেছিল আর এই ব্যক্তি আযাদকারীর আসাবা, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যাবত না কোন সূত্রে আসাবা তা উল্লেখ না করে। যেমন সে আযাদকারীর পুত্র, পিতা, ভাই বা এমন কিছু (আল-মুহীত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, এই ব্যক্তি এই সূত্রে মৃতের ওয়ারিস এবং এর বেশী কিছু না বলে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কিন্তু কাযী এখনই তার হাতে মৃতের সম্পত্তি অর্পণ করবে না। বরং কিছুকাল অপেক্ষা করবে। কেননা হতে পারে যে, মৃতের অন্য কোনও ওয়ারিস উপস্থিত হবে, যে এই ব্যক্তির সম-পর্যায়ের বা তার চেয়ে শক্তিশালী ওয়ারিস (আয-যাখীরা)।

৮. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি বলে, এই ব্যক্তি এই সূত্রে মৃতের ওয়ারিস এবং সে ছাড়া মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে আমরা জানি না। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং এ ক্ষেত্রে কাযী অবিলম্বে তার হাতে সম্পত্তি অর্পণ করবে। তারা যে বলেছে এই ব্যক্তি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে আমরা জানি না। এটা মূল সাক্ষ্যের অংশ নয়। বরং এটা বলার উদ্দেশ্য কাযীর প্রতীক্ষা মোচন করা (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি বলে, সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী তা গৃহীত হবে এবং বলা হবে তারা তা জেনে শুনে বলছে (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি বলে, এদেশে তার আর কোন ওয়ারিস নেই, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে গৃহীত হবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়ারিস)।

১১. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সূত্র উল্লেখ করে কোন ব্যক্তির ওয়ারিস হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং সে ব্যক্তি এমন ওয়ারিস, যে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং কারও কারণে বঞ্চিত হয় না, যেমন পুত্র,কন্যা, ও পিতা সেই সঙ্গে বলে, আমরা মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে জানি না। তবে কাযী প্রতীক্ষা না করে। তখনই সমস্ত সম্পত্তি তার হাতে অর্পণ করবে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় সে তার পুত্র এর বেশী কিছু না বলে, তবে কাযী তখনই সমস্ত সম্পত্তি তার হাতে অর্পণ করবে না। বরং কিছুকাল অপেক্ষা করবে। যাতে তার প্রবল ধারণা হয়ে যায় যে, তার সঙ্গে অন্য কোন ওয়ারিস থাকলে ইতোমধ্যে তা প্রকাশ পেত (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেই, এই ব্যক্তি মৃতের স্বামী বা মৃতের স্ত্রী, আমরা তার অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে জানি না, তবে কাযী স্বামীকে অর্ধেক এবং স্ত্রীকে এক চতুর্থাংশ সম্পত্তি দান করবে।

সাক্ষিগণ যদি বলে, এই ব্যক্তি মুতার স্বামী বা মৃতের স্ত্রী এবং এর বেশী কিছু না বলে, তবে সকলেরই মতে কাযী অপেক্ষা না করে (স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দুই অবস্থায় যে দুই রকম অংশ লাভ করে তন্মধ্যে) বেশী অংশ তার হাতে অর্পণ করবে না। যদি কিছু কাল অপেক্ষা করে এবং এর মধ্যে অন্য কোন ওয়ারিস প্রকাশ না পায়। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের দাওয়া অধ্যায়ে বলেন, কাযী তখন তাকে দুই অংশের বেশী অংশ দান করবে। অর্থাৎ

স্বামী হলে তাকে মৃতের অর্ধেক সম্পত্তি এবং স্ত্রী হলে তাকে এক-চতুর্থাংশ সম্পত্তি দান করবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন অল্পতর অংশটুকুই দেবে অর্থাৎ স্বামীকে এক-চতুর্থাংশ এবং স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ ইমাম তাহাবী (র) তার মুখতামার গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে ইমাম খাস্সাফ (র) তাঁর মত উল্লেখ করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সাথে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি কারও পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, সে মৃত ব্যক্তির আপন ভাই ও তার ওয়ারিস। সে ছাড়া মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে আমরা জানি না। কাযী সে মতে রায় দিয়ে দিল। তারপর যদি তারা অন্য কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের পুত্র, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। বরং ভাই যা গ্রহণ করেছে, তাদের উপর সেই পরিমাণ জরিমানা আরোপ করা হবে এবং তার পুত্রকে প্রদান করা হবে।

যদি তারা অন্য কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের আপন ভাই ও তার ওয়ারিস এবং সে ও প্রথম ব্যক্তি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে আমরা জানি না। তবে তাদের এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এ অবস্থায় মীরাসে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির শরীক হবে। সাক্ষীদ্বয়ের উপর প্রথম ব্যক্তির জন্য কোন জরিমানা আরোপিত হবে না এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যও তাদেরকে কোন খেসারত দিতে হবে না।

দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি মৃতের আপন ভাই ও তার ওয়ারিস সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে আমরা জানি না। তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কাযী রায় দিয়ে দিল। তারপর অপর দুই সাক্ষী যদি অন্য একজন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের পুত্র, তবে প্রথম ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত রায় বাতিল হয়ে যাবে। এবং প্রদত্ত মালামাল যদি তার হাতে থাকলে তা পুত্রের হাতে সমর্পণ করা হবে। আর নিঃশেষ হয়ে গেলে পুত্রের ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে মৃতের ভাইয়ের থেকে জরিমানা আদায় করবে এবং চাইলে সাক্ষীদ্বয় থেকে জরিমানা আদায় করবে। ভাইয়ের থেকে জরিমানা আদায় করলে ভাই তা কারও থেকে উসুল করতে পারবে না। পক্ষান্তরে সাক্ষীদ্বয় থেকে আদায় করলে তারা তা ভাইয়ের থেকে উসুল করে নেবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের দাদা এবং কাযী সে অনুযায়ী রায় প্রদান করে, তারপর অন্য এক ব্যক্তি এসে দাবী করে, সে মৃতের পিতা এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে। তবে তার পক্ষেই রায় দেয়া হবে এবং উত্তরাধিকারে তার হকই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হবে (আল-খুলাসা)।

১৬. মাসআলা ঃ এ অবস্থায় দাদাকে এই পিতৃত্বের দাবীদার ব্যক্তির পিতা সাব্যস্ত করা হবে। পিতা যদি কাযীকে বলে, যে ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে যে, সে মৃতের দাদা, সে আমার পিতা নয়। সুতরাং তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে বলুন। তবে কাযী সে রকম আদেশ দেবে না (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৭. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক শহরের কাযী এই মর্মে রায় দিয়েছে যে, এই ব্যক্তি মৃতের ওয়ারিস সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই, তবে কাযী তার উত্তরাধিকার প্রাপ্তি সম্পর্কে ফায়সালা প্রদান করবে। কিন্তু তা পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হিসেবে নয়। সাক্ষিগণ তা বর্ণনা করুক বা না-ই করুক। তারপর যদি অন্য কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের এমন ওয়ারিস যে, প্রথম ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে অথবা তার অংশীদার হয়। তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং সে অনুয়ায়ী সে প্রথম ব্যক্তিকে বঞ্চিত করবে বা তার সাথে শরীক হবে। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি যদি নিজের পুত্র হওয়ার কথা বলে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিও নিজের পুত্রত্বেও প্রমাণ পেশ করে, তবে সম্পত্তি উভয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি নিজের পিতৃত্বের প্রমাণ পেশ করে তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে প্রথম ব্যক্তি। প্রথম ব্যক্তি যদি বলে, সে মৃতের দাদা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রমাণ দেখায় যে, সে মৃতের পিতা, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিই উত্তরাধিকার লাভ করবে। যদি প্রথম ব্যক্তি বলে, সে মৃতের পিতা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের পুত্র। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সম্পত্তির পাঁচ-ষষ্ঠাংশ দেয়া হবে এবং বাকী এক ভাগ পাবে প্রথম ব্যক্তি। দ্বিতীয় ব্যক্তিও যদি প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের পিতা তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি মীরাস পাবে। আযাদকারী সম্পর্কে এই একই বিধান। দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে রায় দেয়ার পর প্রথম ব্যক্তি যে তার পিতৃত্বের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছিল। তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। হাঁ, প্রথম ব্যক্তি যদি প্রমাণ পেশ করে যে, কাযী এই মর্মে রায় প্রদান করেছে যে, কাযী এই মর্মে রায় প্রদান করেছে যে, সে মৃতের পিতা, তবে তারই অগ্রাধিকার লাভ হবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির দাবী বাতিল হয়ে যাবে।

যদি দ্বিতীয় পক্ষে রায় দেয়ার আগে প্রথম ব্যক্তি তার পিতৃত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে উত্তরাধিকারে উভয়ে শরীক হবে। সুতরাং পরে তাদের একজন মারা গেল অপরজন পিতা হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

ওয়ালা (আযাদী সূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার)-এর ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত মাসআলাসমূহ প্রযোজ্য।

যদি প্রথম ব্যক্তি বোধবুদ্ধিহীন বা এমন নাবালেগ হয়। যে নিজের বিষয় ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়, তবে কাযী তাকে পুত্র সাব্যস্ত করবে যদি পুরুষ হয়। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে যদি প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের পিতা, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সম্পতি ছয় ভাগের এক ভাগ দেবে। যদি প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের ভাই, তবে প্রথম ব্যক্তির দ্বারা তাকে বঞ্চিত করবে। প্রথম ব্যক্তি যদি মহিলা হয়। তবে তাকে মৃতের কন্যা সাব্যস্ত করবে। তারপর কন্যা ধরা বাবদ ও প্রত্যর্পণ (রদ্দ) এর ধারায় সমুদয় সম্পত্তি তাকে দেয়া হবে। তারপর অন্য কেউ এসে যদি দাবী করে, সে মৃতের ভাই, তবে তাকে অর্ধেক দিয়ে দেবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি বলে, সে মৃতের পুত্র, তাকে দুই-তৃতীয়াংশ দেবে (আল-কাফী)।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি এই মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের চাচা বা তার ওয়ারিস, সেই সঙ্গে সাক্ষিগণ বলে যে, মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে আমরা জানি না। তারপর অন্য এক ব্যক্তি প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের ভাই ও তার ওয়ারিস এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক্ষেত্রেও সাক্ষিগণ বলে যে, আমাদের জানা মতে তার আর কোন ওয়ারিস নেই। তারপর তৃতীয় একজনের পক্ষে সাক্ষিগণ বলে যে, সে মৃতের পুত্র এবং আমাদের জানা মতে তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। আর তারা সকলেই একই সঙ্গে প্রমাণ পেশ করে। তবে পুত্রই মীরাস পাবে বলে রায় দেয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কোন লোক মারা যায়। তারপর এক ব্যক্তি প্রমাণ পেশ করে যে, সে অমুক গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক। আর মৃত ব্যক্তিও অমুক গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক এবং এভাবে সে ও মৃত ব্যক্তি একই বংশের একই পূর্ব-পুরুষে গিয়ে মিলিত হয়, আর সম্পর্কে সে মৃতের আসাবা হয় সেই সঙ্গে সাক্ষিগণ একথাও বলে যে, আমদের জানা মতে মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস নেই। তবে সেই মিরাসের হকদার বলে রায় দেয়া হবে। তারপর অপর এক ব্যক্তি এসে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে মৃতের আসাবা তবে এই শর্তে তার প্রমাণ গৃহীত হবে যে, তাকেও প্রথম ব্যক্তির অনুরূপ সম্পর্কে প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ সাক্ষিগণকে বলতে হবে যে, সে অমুক গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক, যেমন মৃত ব্যক্তিও অমুক গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক। যাতে একই বংশের একই পূর্ব পুরুষে গিয়ে তারা মিলিত হয়। যদি উভয়ের বংশ ভিন্ন হয়। যেমন প্রথম ব্যক্তি দাবী করল যে, সে আরব বংশোদ্ভূত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাবী করল। সে একজন আজমী তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা দূরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে, যেমন সে হয়ত বলল, আমি মৃতের চাচাত ভাইয়ের পুত্র, তবে কাযী তার সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। যদিও একই শাখা গোত্র হতে বা দুই শাখা গোত্র হতে উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষে গিয়ে তারা উভয়ে মিলিত হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা কাছের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যেমন সে হয়ত দাবী করল, মৃত ব্যক্তি তার পুত্র এবং তারই বিছানায় তার জন্ম, আর সে হচ্ছে তার পিতা এবং সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। তবে এটা দুই রকম হতে পারে। পিতা হয়ত মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্বন্ধ সেই গোত্র হতেই দাবী করবে। যে গোত্র হতে মৃতের চাচাত ভাই দাবী করেছিল। অথবা ভিন্ন কোন গোত্র হতে দাবী করবে। যদি একই গোত্র হতে দাবী করে, তবে পিতার প্রমাণ গৃহীত হবে এবং মীরাস সম্পর্কে প্রদত্ত প্রথম ফায়সালা বাতিল হয়ে যাবে। প্রথম ফায়সালার যে সম্পর্ক আত্মীয়তার সাথে ছিল সেটা বাতিল হবে না। কাজেই প্রথম ব্যক্তিকে যে মৃতের চাচাত ভাই বলে ফায়সালা দেয়া হয়েছিল সেটা এখনও বলবৎ থাকবে আর সে হিসেবে মৃতের পিতা যদি মারা যায় এবং এই চাচাত ভাই অপেক্ষা নিকটবর্তী কোন আত্মীয় জীবিত না থাকে। তবে এই চাচাত ভাইই তার ওয়ারিস হবে। পক্ষান্তরে পিতা যদি চাচাত ভাই বর্ণিত গোত্র হতে ভিন্ন কোন গোত্র থেকে মৃতের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ দাবী করে। তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং মীরাস ও আত্মীয়তা উভয়ের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফায়সালা বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ কারও দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে কেউ যদি দাবী করে। বাড়িটি তার, সে তার পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এটি লাভ করেছে এবং এই মর্মে সে কয়েকজন সাক্ষীও

হাযির করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, এ বাড়িটি তার পিতার ছিল, সে এটি মৃত্যুকালে এই ব্যক্তির জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছে, আমাদের জানা মতে তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। কিংবা সাক্ষ্য দেয় যে, তার পিতা যে দিন মারা যায়। সে দিন সে এই বাড়িটির মালিক ছিল। তবে কাযী এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবে এবং রায় দেবে যে, বাড়িটি দাবীদার ব্যক্তির যদিও সাক্ষিগণ একথা না বলে যে, বাড়িটি তার জন্য মীরাস স্বরূপ রেখে গেছে। এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, বাড়িটি মৃত্যু পর্যন্ত তার পিতার হাতে ছিল অথবা সাক্ষ্য দেয়, যে দিন তার পিতার মৃত্যু হয়। সেদিন বাড়িটি তার হাতে ছিল। তবে কাযী এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবে এবং রায় দেবে যে, বাড়িটি দাবীদার ব্যক্তির। এটাই জাহিরী রিওয়ায়াত ও বিশুদ্ধতর মত (আয-যাখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয়, তার পিতা এই অবস্থায় মারা গেছে যে, সে তখন এই বাড়ির বাসিন্দা তবে তাও গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, তার পিতা এই বাড়িতে মারা গেছে অথবা সাক্ষ্য দেয়, তার পিতা এই বাড়িতে ছিল। অবশেষে তার মৃত্যু ঘটে বা অবশেষে সে এই বাড়িতে মারা গেছে। তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এমনিভাবে যদি সাক্ষ্য দেয়, তার পিতা এই বাড়িতে প্রবেশ করে এবং মারা যায়, তবে তা গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, তার পিতা এই কাপড় পরিহিত অবস্থায় বা এই আংটি পরিহিত অবস্থায় মারা গেছে, তবে তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) আংটির ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই জবাব দিয়েছেন কিন্তু কাযী আবুল হায়ছাম (র) তিনিও কাযী থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা অবস্থাভেদে এর মধ্যে পার্থক্য করতেন। তারা বলতেন, যদি সাক্ষ্য দেয়, মৃত্যুকালে আংটিটি তার কনিষ্ঠা বা অনামিকায় পরিহিত ছিল, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি সাক্ষ্য দেয়, সেটি তার তর্জনী বা মধ্যমায় কিংবা বৃদ্ধাংগুলীতে পরিহিত ছিল, তবে তা গৃহীত হবে না। কিন্তু সহীহ্ এটাই যে, সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় তা গ্রহণযোগ্য, যেমন ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেছেন (আয-যাখীরা)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয় সে এই কাপড়টি বহনরত অবস্থায় মারা গেছে, তবে তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, তার পিতা এই পশুটিতে সওয়ার অবস্থায় ইন্তিকাল করেছে। তবে ফায়সালা দেওয়া হবে যে, পশুটি তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। যদি সাক্ষ্য দেয়, তার পিতা এই বিছানায় বসা অবস্থায় বা এই পাটির উপর বসা অবস্থায় বা এর উপর নিদ্রিত অবস্থায় মারা গেছে তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

২৭. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয়, তার পিতা যখন মারা যায়, তখন এ কাপড়টি তার মাথার উপর রাখা ছিল এবং এ কথা না বলে যে, সে এটি সেটি বহনরত ছিল। তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং সেটি তার ওয়ারিসের প্রাপ্য বলেও রায় দেয়া হবে না (আয-যাখীরা)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয়, মৃত্যুকালে সে এ কাপড়টি নিজেই মাথায় রেখেছিল, তবে তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৯. মাসআলা ঃ এ জাতীয় মাসাইলের ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে মালের ভেতর নিজে কোন কাজ করেছিল। তবে সেটা দুই রকম হতে পারে। সে কাজ হয়ত তার দখলকে প্রমাণ করবে অথবা সেটা তার দখলের প্রমাণ হবে না।

অস্থাবর সম্পত্তিতে যে কাজ দখলের প্রমাণ দেয়, সেটা এমন কাজ, যা সে জিনিসের স্থানান্তর ছাড়া ঘটার কল্পনা করা যায় না। যেমন পরিধান করা ও বহন করা অথবা তা এমন কাজ, যা সাধারণত স্থানান্তরিত করার জন্যই করা হয়। যেমন পশুতে আরোহণ করা।

স্থাবর সম্পত্তিতে দখলের প্রমাণ দেয় এমন কাজ, যা সাধারণত মালিকের দ্বারাই ঘটে থাকে। যেমন বাড়িতে বাস করা। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে সম্পত্তির ভেতর এ জাতীয় কাজ করেছিল। তবে ফায়সালা দেয়া হবে যে, দাবীকৃত মাল দাবীদার ব্যক্তিরই।

অস্থাবর সম্পত্তিতে যে কাজ কর্তার দখলকে প্রমাণ করে না। তা এমন সব কাজ, যা সে জিনিস স্থানান্তরিত করা ছাড়াই সাধিত হয় এবং সাধারণত তা জিনিসটি স্থানান্তরিত করার জন্য করা হয় না, যেমন পাটির উপর বসা।

স্থাবর সম্পত্তিতে যে কাজ কর্তার দখলকে প্রমাণ করে না তা এমন সব কাজ, যা সাধারণত এমন ব্যক্তির দ্বারাই ঘটে যে, সে মালের মালিক নয়। যেমন বাড়িতে কেবল বসা বা ঘুমানো। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে মালের ভেতর । এ জাতীয় কাজ করেছিল, তবে সে মাল যে দাবীদার ব্যক্তির এমন রায় দেয়া হবে না (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, এটি তার পিতার মালিকানাধীন ছিল বা তার পিতা এ বাড়িতে বাস করত অথবা সে এর মালিক ছিল, তবে দেখতে হবে তারা এর সাথে শরীকদের বিষয়টা উল্লেখ করে এবং বলে, সে মারা গেছে এবং বাড়িটি এই ব্যক্তির জন্য মীরাস স্বরূপ রেখে গেছে। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং তিনও ইমামের মতে রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি দাবীদার ব্যক্তির প্রাপ্য। যদি মীরাস হিসেবে রেখে যাওয়ার কথা না বলে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-ও এই মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) পরবর্তীতে এই মত গ্রহণ করেন যে, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী ব্যক্তি উপরে বর্ণিত যে কোনও অবস্থার কথা স্বীকার করেছে। তবে সেটা তার পক্ষ হতে এই স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে যে, বাঁদীই মালটির মালিক। সুতরাং তাকে আদেশ করা হবে। সে যেন বাঁদীর হাতে সে মাল সমর্পণ করে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩১. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, এ বাড়িটি তার পিতার ছিল, কিন্তু একথা না বলে যে, এটি এ বাঁদীর জন্য মীরাসস্বরূপ রেখে গেছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)ও প্রথম দিকে এরূপই বলতেন (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, এটি তার পিতার ছিল এবং সে এখানেই মারা গেছে। তবে এ সম্পর্কেও উপরের অনুরূপ মতভেদ আছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)।

৩৩. মাসআলা ঃ তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, এটি তার পিতার ছিল, কিন্তু একথা না বলে যে, সে মারা গেছে এবং এটি এই ব্যক্তির জন্য মীরাসরূপে রেখে গেছে। তবে কারও মতে এক্ষেত্রেও উপরের মত মতভেদ আছে এবং কেউ বলেন, তিনও ইমামের মতে এরূপ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আল-ফুযুল্লী (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন এবং এটাই বিশুদ্ধতর (আল-খুলাসা; আদ-দাওয়া অধ্যায়, দশম অনুচ্ছেদ;আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

৩৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি মারা যায় এবং তার ওয়ারিস এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই বাড়িটি তার পিতার ছিল। এখন যার হাতে আছে তাকে তার পিতা এটি ধার বা ইজারাস্বরূপ দিয়েছিল কিংবা তার কাছে এটি আমানত রেখেছিল। তবে সে এ বাড়িটি হস্তগত করতে পারবে। তার এমর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে না যে, তার মৃত্যু হয়েছে এবং এটি তার জন্য মীরাসস্বরূপ রেখে গেছে (আল-কাফী)।

৩৫. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয়, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে এবং এই বাড়িটি তার এই পুত্রের জন্য মীরাসস্বরূপ রেখে গেছে। তারা তার অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে জানে না। কিন্তু তারা মৃত ব্যক্তির সাক্ষাত পায় নি। তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত হবে (আল-মাবসূত)।

৩৬. মাসআলা ঃ এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন মৃত ব্যক্তির সঙ্গে দাবীদার ব্যক্তির পিতা পুত্র সম্বন্ধ পরিচিত হয়। যদি মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার এ সম্বন্ধ পরিচিত না হয় আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তি মরহুম অমুকের পুত্র এবং সে ছিল অমুকের পুত্র সেই মৃত ব্যক্তি এই বাড়িটি এই ব্যক্তির জন্য মীরাসস্বরূপ রেখে গেছে। কিন্তু সাক্ষীদ্বয় মৃত ব্যক্তির সাক্ষাত না পায়। তবে তার হুকুম কী হবে তা আল মাবসূতের এস্থলে বর্ণিত হয়নি। আল-মুনতাকা গ্রন্থে আছে, পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কিন্তু মীরাস সম্পর্কে বাতিল সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

৩৭. মাসআলা ঃ কোনও লোকের দখলে থাকা একটি বাড়ি সম্পর্কে যদি সাক্ষ্য দেয়, এটি এই দাবীদার ব্যক্তির দাদার ছিল আর তারা সে দাদার সাক্ষাত পেয়ে থাকে, অন্যদিকে দাবীদার ব্যক্তি দাবী করে। এটি ছিল তার পিতার। তবে দেখতে হবে তারা এর সঙ্গে মীরাসের বিষয়টা উল্লেখ করে কিনা। যদি উল্লেখ করে এবং বলে। বাড়িটি এই ব্যক্তির দাদার ছিল তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং সে এটি এই দাবীদার ব্যক্তির পিতার জন্য মীরাসস্বরূপ রেখে যায়। তারপর পিতার মারা যায় এবং বাড়িটি এই দাবীদারের জন্য মীরাসস্বরূপ রেখে যায়। তবে সে

সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং ফায়সালা দেওয়া হবে যে, বাড়িটি দাবীদারেরই প্রাপ্য। যদি মীরাসের বিষয়টা উল্লেখ না করে। তবে দেখতে হবে পিতার আগে দাদার মৃত্যুর বিষয়টা জানা যায় কিনা। যদি তা জানা না যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই দাবীদারের পক্ষে এ রায় দেওয়া হবে না যে, বাড়িটি তার। আর যদি জানা যায় যে, পিতার আগেই দাদা মৃত্যুবরণ করেছিল। তবে সেক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত একই রকম। ইমাম মুহাম্মাদ (র)ও একই মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) প্রথম দিকে অনুরূপ মত পোষণ করতেন। আমাদের কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, দখলিকার ব্যক্তি স্বীকার করেছে এ বাড়িটি এই দাবীদারের দাদারই ছিল। কিন্তু তারা এতদসঙ্গে মীরাসের উল্লেখ না করে। তবে কাযী দাবীদার ব্যক্তির পক্ষে রায় দেবে যে, বাড়িটি তার প্রাপ্য যদি মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে (আয-যাখীরা)।

৩৮. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, এ বাড়িটি এই দাবীদার ব্যক্তির দাদার এবং একথা না বলে যে, তার দাদার ছিল। তবে দেখতে হবে এতদসঙ্গে মীরাসের বিষয়টা উল্লেখ করে কিনা । যদি তা উল্লেখ করে এবং বলে। সে এই দাবীদারের জন্য এটি মীরাসস্বরূপ রেখে গেছে। তবে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং বাড়িটির ব্যাপারে বাঁদীর পক্ষে রায় দেওয়া হবে। যদি মীরাসের উল্লেখ না করে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর পরবর্তী মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত কী হবে সে সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেউ বলেন, সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং বাড়িটির ব্যাপারে বাঁদীর পক্ষে রায়ও দেওয়া হবে না (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা ঃ কিতাবুল আকযিয়া তে বলা হয়েছে কোনও ব্যক্তির দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে কেউ যদি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, আমার পিতা এই ব্যক্তির নিকট হতে বাড়িটি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছিল। তারপর তার মৃত্যু হয়ে গেছে, আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে তবে, তাকে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে বলা হবে না যে, তার পিতা মারা গেছে এবং বাড়িটি তার জন্য মীরাসস্বরূপ রেখে গেছে। বরং তাকে এই মর্মে সাক্ষী পেশ করতে হবে যে, তাদের জানা মতে মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিস নেই। সে যদি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য পেশ করতে পারে। তবে যার দখলে বাড়িটি আছে। তাকে আদেশ করা হবে, সে যেন বাড়িটি তার হাতে সমর্পণ করে (আয-যাখীরা)।

৪০. মাসআলা ঃ বাড়িটি যদি বিক্রেতা ছাড়া অন্য কারও দখলে থাকে। তবে উভয়ে সেটি সমর্পণের আদেশ দেওয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-আসল' গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। সেই ব্যক্তির ভাতিজা এসে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এই বাড়িটি ছিল তার দাদার। তিনি মৃত্যুকালে এটি তার পিতা ও এই চাচার জন্য উত্তরাধিকারস্বরূপ রেখে যান। যার হাতে এখন বাড়িটি আছে। তারা উভয়ে এর অর্ধার্ধি মালিক। কাযী ভাতিজার সাক্ষ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুযায়ী রায় দেওয়ার আগেই যদি চাচা এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার ভাই অর্থাৎ এই দাবীদারের পিতা তাদের পিতার আগেই মারা যায়। ফলে সে তার সম্পত্তি এক-ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকার লাভ করে। তারপর আমাদের পিতার ইন্তিকাল হয়ে যায় এবং আমি উত্তরাধিকার স্বরূপ পূর্ণ বাড়ির মালিক হয়ে যাই। তবে এ মাসআলাটি দুই রকম হতে পারে (ক) হয়ত ভাতিজার হাতে হয়ত স্বীয় পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিছুই থাকবে না। এ অবস্থায় ভাতিজার পেশকৃত প্রমাণই বেশী গ্রহণযোগ্য। (খ) অথবা হাতে স্বীয় পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির কিয়দংশ থাকবে এবং অন্যান্য অবস্থা একই রকম। এক্ষেত্রে দাদার মীরাস সবটাই চাচার প্রাপ্য আর ভাইয়ের মীরাস সবটাই ভাতিজার প্রাপ্য। ধরে নেওয়া হবে যে, উভয়ে একই সময়ে ইন্তিকাল করেছে (আল-মুহীত)।

৪২. মাসআলা ঃ চাচা ও ভাতিজার দখলে একটি বাড়ি আছে। তাদের প্রত্যেকে দাবী করল যে, তার পিতা মারা গেছে এবং এটি মীরাস স্বরূপ তার জন্য রেখে গেছে আর সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। এক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, উভয়ে বাড়িটি অর্ধেক পাবে। চাচা যদি বলে, বাড়িটি আমার পিতা ও ভাইয়ের মধ্যে অর্ধার্ধি ছিল এবং ভাতিজাও তা সত্য বলে স্বীকার করে। কিন্তু সেই সঙ্গে চাচা এ কথাও বলে যে, আমার ভাই আমার পিতার আগে মারা গেছে, ফলে আমার ভাইয়ের অর্ধেক তোমার ও তোমার দাদার (আমার পিতার) মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। তুমি পেয়েছ ছয়ের পাঁচ ভাগ ও তোমার দাদা পেয়েছে এক ভাগ, তারপর তোমার দাদাও মারা গেছে। ফলে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে সেই এক-ষষ্ঠাংশ আমি লাভ করেছি। আর ভাতিজা বলে যে, দাদা আগে মারা গেছে ফলে তার অংশ তুমি ও আমার পিতার মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ হয়ে গেছে। তারপর আমার পিতা মারা গেছে এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে আমি তার অংশের মালিক হয়ে গেছি। তো এ অবস্থায় যদি তাদের কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে। তবে উভয়কে কসম করতে বলা হবে। যদি উভয়ে কসম করে তবে উভয়েই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে এবং কসমের আগে যেমন ছিল অবস্থা তেমনিই থাকবে। কসমের আগে বাড়িটি তাদের মধ্যে অর্ধার্ধি ছিল। যদি একজন কসম করে ও অন্যজন কসম করতে অস্বীকার করে। তবে অপরজনের অস্বীকৃতির ভিত্তিতে কসমকারীর পক্ষে রায় দেওয়া হবে। যদি একজন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে। তবে তার সাক্ষ্য অনুযায়ী তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে। যদি উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি উভয়ে অর্ধার্ধি পাবে (আয-যাখীরা)।

৪৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর দুই ব্যক্তি এই মর্মে নিজ নিজ সাক্ষ্য পেশ করল যে, এই বাড়িটি ছিল তার পিতার। সে মৃত্যুকালে এটি নারাদ হিসেবে তার জন্য রেখে গেছে। প্রত্যেকের সাক্ষিগণ একথাও বলল, যে তাদের জানা মতে এই ব্যক্তি ছাড়া মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিস নেই। এই দুই ব্যক্তির একজন হচ্ছে দখলদার ব্যক্তির ভাতিজা ও ওয়ারিস। সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। উভয় বাদীর সাক্ষিগণের নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষিত হওয়ার আগেই বিবাদী ওসী নিযুক্ত না করেই মারা গেল এবং মৃত্যুর ফলে বাড়িটি তার ভাতিজার দখলে এসে গেল। তারপর উভয়ের পেশকৃত সাক্ষিগণের নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যায়িত হল। এরূপ ক্ষেত্রে কাযী রায় দেবে যে, বাড়িটি উভয়ে অর্ধার্ধি পাবে। যদিও বাড়িটি ভাতিজার দখলে এসে গেছে।

ভাতিজার বিরুদ্ধে অপর ব্যক্তি যদি এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, এ বাড়িটি তার, সে তার পিতা থেকে এটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে, তবে তাতে কর্ণপাত করা হবে না।

চাচার মৃত্যুর পর যদি একজনের পেশকৃত সাক্ষিগণের নির্ভরযোগ্যতা তাসদীক করা হয় এবং অন্যজনের পেশকৃত সাক্ষিগণের নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যায়িত না হয় আর সে হিসেবে প্রথমজনের পক্ষে রায় দেওয়া হয় যে, সম্পূর্ণ বাড়িটি তার। তারপর অন্যজনের সাক্ষিগণকেও নির্ভরযোগ্য বলে প্রত্যায়ন করা হয়ে। তবে তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না সে পুনরায় সেই সাক্ষিগণকে পেশ করে বা নতুন সাক্ষী উপস্থিত করে। যারা সাক্ষ্য দেবে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়িটি তারই প্রাপ্য। পুনরায় এরূপ সাক্ষ্য পেশ করা হলে তখন কাযী সম্পূর্ণ বাড়িটি তার বলে রায় দেবে।

প্রথমে যার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল। সে যদি বলে আমি পুনরায় এই মর্মে সাক্ষী পেশ করব যে, এটি আমারই বাড়ি, তবে তাতে কর্ণপাত করা হবে না।

অনাত্মীয় ব্যক্তি যদি চাচার জীবদ্দশায় সাক্ষ্য পেশ করে, আর ভাতিজার সাক্ষ্য পেশ করে তার মৃত্যুর পর। তারপর উভয়ের সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্যতা তাসদীক করা হয়। তবে কাযী বাড়ি ভাগের রায় দেবে।

যদি ভাতিজা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে। ফলে কাযী বাড়িটির ব্যাপারে অনাত্মীয় ব্যক্তির পক্ষে রায় দিয়ে দেয় এবং তারপর সে অনাত্মীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে। তবে কাযী রায় দেবে যে, বাড়িটি ভাতিজারই প্রাপ্য।

যদি ভাতিজা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে চাচার জীবদ্দশায় এবং অনাত্মীয় ব্যক্তি পেশ করে তার মৃত্যুর পর তারপর উভয়ের সাক্ষিগণকে নির্ভরযোগ্য বলে প্রত্যায়ন করা হয়। তবে রায় দেওয়া হবে যে, বাড়িটি পাবে অনাত্মীয় ব্যক্তি।

ভাতিজা ও অনাত্মীয় ব্যক্তি উভয়ে যদি চাচার বিরুদ্ধে একজন করে সাক্ষী পেশ করে। তারপর চাচা মারা যায় এবং ভাতিজা তার উত্তরাধিকারী হয়। তারপর তারা প্রত্যেকে আরও একজন করে সাক্ষী পেশ করে এবং উভয়ের সাক্ষিগণকে নির্ভরযোগ্য বলে তাসদীক করা হয়। তবে রায় দেওয়া হবে যে, উভয়ে বাড়িটি অর্ধেক করে পাবে।

উভয়ের পক্ষে রায় দেওয়ার পর যদি একজন বলে। আমি আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব, তবে তাতে কর্ণপাত করা হবে না।

যদি তাদের প্রত্যেক চাচার বিপরীতে একজন করে সাক্ষী পেশ করে এবং চাচার মৃত্যুর পর অনাত্মীয় ব্যক্তি আরেকজন সাক্ষী পেশ করে এবং তার সাক্ষীদ্বয়কে নির্ভরযোগ্য বলে প্রত্যায়ন করা হয় আর সে মতে রায় দেওয়া হয় যে, বাড়িটি তার তারপর ভাতিজা আরেকজন সাক্ষী নিয়ে উপস্থিত হয়। তবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।

তারপর ভাতিজা যদি অনাত্মীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় দুইজন সাক্ষী পেশ করে। তবে সে বাড়ির ব্যাপারে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল, দুই ব্যক্তি তার উত্তরাধিকার দাবী করল। প্রত্যেকের দাবী মৃত ব্যক্তি তার মাওলা। সে তাকে আযাদ করেছে এবং সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। উভয়ে নিজ নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল, কিন্তু তাদের কখন আযাদ করেছিল সেটা সাক্ষিগণ উল্লেখ করল না। এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে উত্তরাধিকার বণ্টন হবে।

সাক্ষিগণ যদি আযাদ করার সময় উল্লেখ করে। তবে যে ব্যক্তি প্রথমে আযাদ করেছিল বলে সাব্যস্ত হবে। তারই অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে (আয-যাখীরা)।

৪৫. মাসআলা ঃ বিশর (র) তাঁর নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, বৈমাত্রের দুই ভাই। তাদের হাতে একটি বাড়ি আছে। তাদের একজন এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, এই বাড়িটি ছিল আমার মায়ের। তিনি মারা গেছেন এবং এ বাড়িটি আমার ও আমার পিতার জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছেন। আমার পিতা পেয়েছেন এক-চতুর্থাংশ এবং আমি পেয়েছি বাকি তিন অংশ। তারপর আমাদের পিতা ইন্তিকাল করেছেন এবং সেই এক-চতুর্থাংশ তোমার ও আমার মধ্যে উত্তারাধিকারস্বরূপ রেখে গেছেন। অপরজন এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করল যে, এ বাড়িটি ছিল আমাদের পিতার। তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে এবং বাড়িটি তোমার ও আমার মধ্যে মীরাসস্বরূপ রেখে গেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এক্ষেত্রে আমি সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করব, যে বাড়ির তিন-চতুর্থাংশ নিজের বলে দাবী করেছে। অপর ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করব না (আল-মুহীত)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ দাবী ও সাক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ এবং কোন অবস্থায় সাক্ষিগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয় আর কোন অবস্থায় তা হয় না সেই প্রসঙ্গ

[এ অধ্যায়ে কয়েকটি অনুচ্ছেদ আছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ দাবী যদি দেনা সম্পর্কে হয়

১. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য যদি দাবীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় নয় -আল কান্য।

২. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য দাবী মুতাবিক হল কিনা এ ব্যাপারে অর্থগত মিলই ধর্তব্য, শাব্দিক মিল শর্ত নয়। সুতরাং বাদী যদি জবরদখলের দাবী করে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী জবরদখলের কথা স্বীকার করেছে, তবে তা গৃহীত হবে (গায়াতুল বায়ান ঃ শারহুল হিদায়া)।

৩. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য দাবী মুতাবিক হবে তখনই যখন যে পরিমাণে দাবী করা হয়েছে সাক্ষ্য ঠিক সেই পরিমাণ সম্পর্কে হবে বা তার কম সম্পর্কে হবে। যদি তার বেশী পরিমাণ সম্পর্কে হয়, তবে তা দাবী মুতাবিক হয়েছে বলে গণ্য হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৪. মাসআলা ঃ বাদী যদি পনেরশত দিরহাম পাওনা দাবী করে আর সাক্ষিগণ পাঁচ দিরহামের সাক্ষ্য দেয়, তবে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের দাবী ছাড়াই পাঁচশত দিরহামের ফায়সালা দেওয়া হবে। এমনিভাবে যদি এক হাজার সম্পর্কে দাবী করে এবং সাক্ষিগণ পাঁচশ'র সাক্ষ্য দেয়, তবে পাঁচশতরই ফায়সালা দেয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো কাছে পাঁচশত দিরহাম পাবে বলে দাবী করে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে এক হাজার পাবে। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। হা, সে যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে, যেমন হয়তো বলল, তার কাছে আমার পাওনা এক হাজার দিরহামই ছিল, কিন্তু সে তা থেকে পাঁচশত দিরহাম পরিশোধ করেছে বা আমি তা থেকে পাঁচশত দিরহাম ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু সাক্ষিগণ তা জানে না, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং পাঁচশত দিরহাম সম্পর্কে রায় দেয়া হবে। সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন হবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি পাঁচশত দিরহামের দাবী করে এবং সাক্ষিগণ এক হাজারের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, আর তখন পাওনাদার বলে, আমি এখন তার কাছে পাঁচশত দিরহামই পাব। আসল পাওনা এক হাজারই ছিল। কিন্তু তা থেকে পাঁচশত দিরহাম কবজা করেছি। তবে একথা সাথে সাথে বলুক বা দেরীতে পাঁচশত দিরহাম সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি বলে, তার কাছে আমার পাঁচশত দিরহাম ছাড়া পাওনা ছিল না, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ দেনাদার যদি দাবী করে পাওনাদার তাকে দেনার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে বা তাকে হা মাফ করে দিয়েছে আর সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য নিয়ে আসে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, পাওনাদার তার উসুলের কথা স্বীকার করেছে, তবে কাযী দেনাদারকে জিজ্ঞেস করবে যে, পাওনাদার তাকে মুক্তি দিয়েছিল কি উসুল করার মাধ্যমে না পাওনা ছেড়ে দিয়ে ? যদি বলে উসুল করার মাধ্যমে তবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর যদি বলে, পাওনা ছেড়ে দিয়ে, তবে গৃহীত হবে না। আর যদি চুপ করে থাকে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-আসল' গ্রন্থে বলেন, কাযী তাকে ব্যাখ্যা দানে বাধ্য করবে না। হা, যতক্ষণ না সে তার দাবী ও সাক্ষিদের সাক্ষ্যের মধ্যে সংগতি দেখিয়ে দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণও করবে না (আয-যখীরা)।

৮. মাসআলা ঃ দেনাদার যদি দেনা পরিশোধের দাবী করে এবং সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, পাওনাদার তাকে দায় মুক্ত করে দিয়েছে, তবে সে সাক্ষ্য বৈধ হবে। কাযী বিনা প্রশ্নে তার দায়মুক্তির ফায়সালা দিয়ে দিবে। কাযীর এ ফায়সালা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে যে, পাওনাদার তার পাওনা ছেড়ে দেয়ার ফলে দেনাদার দায় মুক্ত হয়েছে, দেনা পরিশোধের ফলে নয়। সুতরাং সে যদি কাফীল (জামিন) হয়ে থাকে, যে আসল দেনাদারের আদেশক্রমে তার পক্ষ হতে কাফীল হয়েছিল। আর সে দেনা পরিশোধের দাবী করে এবং সাক্ষিগণ তার দায় মুক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে পাওনাদারের এ অধিকার থাকবে যে, সে আসল দেনাদার থেকে তার পাওনা উসুল করে নেবে, কিন্তু কাফীল আসল দেনাদারের কাছে কিছু চাইতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ দেনাদার যদি দেনা পরিশোধের দাবী করে এবং সাক্ষিগণ হিবা, সাদকা, নিহলা (বিশেষ রকমের দান) বা বৈধকরণের সাক্ষ্য দেয় অথবা হিবা, সাদকা, নিহলা বা বৈধকরণের দাবী করে এবং সাক্ষিগণ দেনা পরিশোধের সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তির কাছে ঐ ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা ছিল এবং সে তা থেকে একশত দিরহাম আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু পাওনাদার বলে, আমি তা থেকে কিছুই আদায় করিনি। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এক হাজার সম্পর্কে ফায়সালা দেয়া হবে এবং বলা হবে যে, সে তা থেকে একশত আদায় করে নিয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ 'আল-উয়ুল' গ্রন্থে আছে, দুই ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, তার কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং সে তা থেকে পাঁচশত পরিশোধ করেছে, কিন্তু পাওনাদার দাবী করে, আমি তার কাছে এক হাজার পাব, যা থেকে সে কিছুই পরিশোধ করেনি, বস্তুত সাক্ষিগণ এক হাজার পাওনা থাকার ব্যাপারে সত্য বলেছে আর পরিশোধের ব্যাপারে যে সাক্ষ্য দিয়েছে, তাতে তাদের বিভ্রম দেখা দিয়েছে, তবে তাদের পরিশোধের ব্যাপারে যে সাক্ষ্য দিয়েছে তাতে তাদের বিভ্রম দেখা দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে

যদি তাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। পাওনাদার যদি বলে, এক হাজার সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য সত্য এবং পরিশোধের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা ও বানোয়াট, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যেহেতু সে তাদের সম্পর্কে ফিস্ক (পাপাচার)-এর অভিযোগ তুলেছে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয়, এই ব্যক্তির কাছে ঐ ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে কিন্তু সে তাকে তা থেকে দায় মুক্ত করে দিয়েছে আর বাদী বলে, আমি তাকে দায় মুক্ত করে দিইনি, অন্য দিকে বিবাদী বলে, আমার কাছে তার কোন পাওনা ছিল না এবং সে কোন কিছুর দায় থেকে আমাকে মুক্ত করেনি, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে যখন দায় মুক্তি সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য দাবী করল না (বরং প্রত্যাখ্যান করল) তখন আমি রায় দেব যে, তার কাছে বাদীর এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি কারো কাছে বাদীর এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকার সাক্ষ্য দেয় এবং বাদীও তা দাবী করে, সেই সঙ্গে সাক্ষী এ সাক্ষ্যও দেয় যে, বাদীর কাছে বিবাদীর একশত দিনার পাওনা রয়েছে, কিন্তু বাদী তা অস্বীকার করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আয- যখীরা)।

১৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে দাবী করল যে, সে তার কাছে তার বাড়ি ভাড়া দিয়েছিল এবং ভাড়ার অর্থও কবজা করেছিল। তারপর তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং মৃত্যুর ফলে ইজারার চুক্তি বাতিল হয়ে গেছ। এখন আমি ভাড়ার অর্থ ফেরত চাই। এক্ষেত্রে সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ভাড়াদাতা ভাড়ার অর্থ কবজা করার কথা স্বীকার করেছিল তবে তা গৃহীত হবে, যদি ভাড়ার চুক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয় (আল-খুলাসা)।

১৫. মাসআলা ঃ দুই জন সাক্ষী যদি কারো পক্ষে সাক্ষী দেয় যে, সে বাঁদী বিক্রির মূল্য বাবদ একহাজার দিরহাম পাবে এবং সে ব্যক্তি বলল যে, সে তাদেরকে এই সাক্ষ্য এবং বিবাদীর কাছে পণ্যের মূল্য বাবদ তার যা প্রাপ্য সে সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছিল, তবে আমি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করব। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর বর্ণিত এই মাসআলার ব্যাখ্যা এই যে, সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, বিবাদী স্বীকার করেছে তার কাছে বাঁদীর মূল্য বাবদ বিক্রেতা একহাজার দিরহাম পাবে, তবে তা গৃহীত হবে। কেননা মাসআলাটির যে রূপ লিপিবদ্ধ আছে তা এই রকম যে, কেউ যদি কারো কাছে কোন পণ্যের মূল্য বাবদ একহাজার দিরহাম পাওনা থাকার দাবী করে আর সাক্ষিগণ তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী তার কাছ থেকে একটি বাঁদী জবরদখল করেছিল, সেটি তার কাছে মারা যায়। ফলে তার জরিমানা বাবদ তার কাছে এই ব্যক্তির একহাজার দিরহাম পাওনা হয়েছে, তবে তা গৃহীত হবে না। কিন্তু এরূপ সাক্ষ্য যদি বিবাদীর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে হত তবে তা গৃহীত হত (আল-মুহীত; আল-খুলাসা ; আয-যখীরা)।

১৬. মাসআলা ঃ বাদী যদি বলে, সে তাদেরকে এ সম্পর্কে সাক্ষী রাখেনি, তবে তা গৃহীত হবে না (আস-সারাখসী ঃ আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে, সে অমুকের সাথে যথাযথ শর্তের সঙ্গে বায়'উস সালাম (অগ্রক্রয়)-এর চুক্তি করেছিল এবং সে হিসাবে তার কাছে তার একশত কাফীয (পরিমাপ বিশেষ) গম পাওনা আছে, আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছে তার কাছে এই ব্যক্তির একশত কাফীয গম পাওনা আছে এবং এর বেশী কিছু না বলে, তবে কেউ বলেন, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না আবরা কারো মতে গৃহীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে প্রথমোক্ত মতই বিশুদ্ধতর (আল-খুলাসা)।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, বাদী তাকে দশ দিরহাম দিয়েছিল, কিন্তু তারা একথা না বলে যে, বিবদী তা কবজা করেছিল, তবু তার কবজা প্রমাণিত হবে অবশ্য এক্ষেত্রে সে যদি বলে, আমি তা আমানতস্বরূপ কবজা করেছিলাম, তবে তার কথাই গৃহীত হবে। বাদী যদি বলে, সে তা কর্জস্বরূপ কবজা করেছিল, তবে তাকে কর্জ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি দীনার দাবী করে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে বিবাদীকে দীনার দিয়েছিল তবে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-ফুসূলুল 'ইমাদিয়্যা)।

২০. মাসআলা ঃ যদি ঋণের দাবী করে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছিল তার কাছে এই ব্যক্তির পাওনা আছে, তবে সে পাওনার সূত্র বর্ণনা ছাড়াই তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

যদি দশ দিরহামের কর্জ দাবী করে এবং তারা এই শব্দে সাক্ষী দেয় اور ادادنی است 'তার আদায় করা কর্তব্য', তবে এর দ্বারা কর্জ প্রমাণিত হবে না। যদি বলে, دادنی است بسبب قرض 'কর্জের কারণে পরিশোধ করা কর্তব্য' তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (খিযানাতুল মুফতীন)

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো কাছে দীনার পাওনা থাকার দাবী করে এবং তার কারণ উল্লেখ না করে, কিন্তু সাক্ষিগণ কারণ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে আযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ 'আল-মুহীত' গ্রন্থের 'শাহাদত' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কেউ যদি কারো কাছে কর্জ বা এরূপ কোনও সূত্রে পাওনার দাবী করে, কিন্তু সাক্ষিগণ সূত্র বর্ণনা ছাড়াই কেবল পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে শামসুল ইসলাম আওযাজান্দী (র) বলতে, এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। 'ফাতাওয়ায়ে কাযীখান' এ বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ মত এই যে, তা গৃহীত হবে।

'আল-মুহীত' গ্রন্থে শাহাদত অধ্যায়ে আরো আছে যে, কেউ যদি একহাজার দিরহাম পাওনা থাকার দাবী করে এবং তার ব্যাখ্যায় বলে, তন্মধ্যে পাঁচশত দিরহাম হচ্ছে একটি গোলামের দাম যা সে আমার কাছ থেকে কিনেছে এবং কবজাও করেছে এবং বাকী পাঁচশত দিরহাম অন্য একটি পণ্যের দাম, যা সে আমার কাছ থেকে কিনেছে ও কবজা করেছে আর সাক্ষিগণ সূত্র উল্লেখ ছাড়া কেবল পাঁচশত দিরহাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তবে পাঁচশত দিরহাম সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। সূত্র উল্লেখ করা শর্ত নয়।

উপরিউক্ত মাসআলা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সূত্র উল্লেখ পূর্বক পাওনার দাবী করার পর সে সম্পর্কে সাক্ষিগণ যদি পাওনার সূত্র উল্লেখ না করে কেবল পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তবে তা গ্রহণযোগ্য। সূত্রের উল্লেখ শর্ত নয়। জাহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র) এরূপই ফাতওয়া দিতেন (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মালিকানা প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ যদি 'দার' (বাড়ি) শব্দ দ্বারা দাবী করে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় 'বায়ত' (ঘর/বাড়ি) শব্দ দ্বারা, তবে আমাদের অঞ্চলের পরিভাষা অনুযায়ী তা গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। এটাই বেশী যুক্তিযুক্ত ও মূলনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ (আয-যখীরা)।

২. মাসআলা ঃ যদি সমগ্র বাড়ির দাবী করে আর সাক্ষিগণ অর্ধেক বাড়ি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে এবং তার পক্ষে রায় দেয়া হবে যে, অর্ধেক বাড়ি তার প্রাপ্য। এ জন্য দাবী ও সাক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ যদি সূত্র উল্লেখ ছাড়া কেবল মালিকানার দাবী করে আর সাক্ষিগণ সুনির্দিষ্ট কোন সূত্রে মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তবে তা গৃহীত হবে (আত-তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ অবশ্য কাযীর কর্তব্য বাদীকে জিজ্ঞেস করা যে, সাক্ষিগণ যে সূত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিচ্ছে তুমি কি সেই সূত্রেই মালিকানার দাবী কর নাকি অন্য কোন সূত্রে ? যদি বলে, এই সূত্রেই, তবে কাযী তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে এবং তার পক্ষে মালিকানার রায় দেবে। যদি বলে, আমি অন্য সূত্রে মালিকানার দাবী করছি কিংবা বলে, এই সূত্রে বাড়িটিতে মালিকানা দাবী করছি না, তবে কাযী তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি মালিকানার সূত্র উল্লেখ না করে কেবল মালিকানার দাবী করে আর সাক্ষিগণ সূত্রসহ মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তারপর আবার সূত্র ছাড়া কেবল মালিক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি প্রথমে কেবল মালিকানা সম্পর্কে এবং তা পরে সূত্রের উল্লেখসহ মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে এ জিনিস আমার মালিকানাভুক্ত জিনিস থেকে আমার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে, আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় কেবল মালিকানা সম্পর্কে তবে তা গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে বাদী যদি কেবল মালিকানার দাবী করে এবং সাক্ষিগণ জন্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তবে তা গৃহীত হবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

৭. মাসআলা ঃ বাদী যদি প্রথমে কোন পশুতে জন্মসূত্রে মালিকানা দাবী করে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এ পশুটি তার, সে এটি এখন যার দখলে আছে তার কাছ থেকে ক্রয় করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। হাঁ, সে যদি দাবী ও সাক্ষ্যর মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যেমন হয়তো বলবে, এটি আমার মালিকানায়ই জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু পরে আমি এটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি ঐ ব্যক্তির নিকট বিক্রি করেছি এবং তারপর আবার তার কাছ থেকে ক্রয় করেছি, তবে গৃহীত হবে। যতক্ষণ না এভাবে মিল দেখাবে ততক্ষণ তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আজ-জহীরিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ মালিকানার সূত্র উল্লেখ ছাড়াই যদি কোন মালে মালিকানার দাবী করে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে এটি তার পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে বা সে এটি অমুকের কাছ থেকে এটি কিনেছে এবং অমুক এর মালিক ছিল, কিন্তু একথা না বলে সে বলে যে, সে বর্তমানে এর মালিক, তবু তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং সে মাল এই বাদীর বলে রায় দেয়া হবে। অবশ্য কাযীর কর্তব্য সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞেস করা যে, এ মালটি তার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে বলে তারা জানে কি না (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে এ মাল তার, সে এটি তার পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, তারপর সে সাক্ষী হাযির করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, এটি তার ও তার অমুক অনুপস্থিত ভাইয়ের। তারা তাদের পিতার মীরাস হিসাবে এটা পেয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি কোন জিনিসে মালিকানার দাবী করে, কিন্তু তার সূত্র উল্লেখ না করে এবং তারিখ বর্ণনা করে যে, এই ব্যক্তি এক মাস হল এটি আমার কাছ থেকে কবজা করেছে, কিন্তু সাক্ষিগণ কেবল মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, সূত্রও না বলে এবং তারিখও বর্ণনা না করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এর বিপরীত হলে গৃহীত হবে (আল-মুখতার)।

১১. মাসআলা ঃ উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানার দাবী সূত্রবিহীন মালিকানার দাবীর মতই (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয, আল-খুলাসা)।

১২. মাসআলা ঃ কারো দখলে থাকা কোন বাড়ি সম্পর্কে কেউ যদি দাবী করে যে, এক বছর যাবত সে এর মালিক আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে এর মালিক বিশ বছর যাবত, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। যদি দাবী করে সে বিশ বছর যাবত এর মালিক আর তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে এর মালিক এক বছর যাবত তবে সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ কারো দখলে থাকা কোন মাল সম্পর্কে যদি দাবী করে যে, সে এর মালিক, দখলিকার ব্যক্তি এক মাস হল এটি অন্যায়ভাবে দখল করেছে, আর সাক্ষিগণ কেবল কবজা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, অন্য কিছু না বলে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এমনিভাবে বাদী যদি কেবল কবজার দাবী করে, আর তার এক মাস যাবত কবজার সাক্ষ্য দেয়, তাও গৃহীত হবে না। যদি না উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাতে পারে। যদি সে বলে, আমি কবজা দ্বারা সেই তারিখই বুঝাতে চেয়েছি, যে তারিখ থেকে কবজা করা সম্পর্কে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিয়েছে। তবে তখন তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেউ বলেন, এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান ছাড়াই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে অমুক ব্যক্তি আমার মাল থেকে এই জিনিস এমন পন্থায় কবজা করেছে, যদ্দরুন তার এটা ফেরত দেয়া অবশ্য কর্তব্য আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে এটা কবজা করেছে, একথা না বলে যে, এমন পন্থায় কবজা করেছে, যদ্দরুন এটা ফেরত দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য, তবে মূল কবজা সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। সুতরাং তার সেটা ফেরত দেয়া কর্তব্য হবে - আল- বাহরুর রাইক, জামি'উল ফুসূলায়ন'-এর বরাতে।

১৫. মাসআলা ঃ এমনিভাবে তারা যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী কবজা করার কথা স্বীকার করেছে, তাও গৃহীত হবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, সে আমার মাল থেকে এত দিরহাম অন্যায়ভাবে কবজা করেছে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে তা সুদ হিসাবে কবজা করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি জবরদখলের দাবী করে এবং সাক্ষিগণ সুদ হিসাবে কবজা করার সাক্ষ্য দেয়, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

যদি দাবী করে, তুমি আমার একটি উট অন্যায়ভাবে কবজা করেছ, তার দাম এত ও রং এই আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এই দখলিকার ব্যক্তি অমুকের অর্থাৎ বাদী ছাড়া অন্য লোকের একটি উট অন্যায়ভাবে কবজা করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। সুতরাং তাকে সেই উট হাযির করতে বাধ্য করা হবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৮. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় এই নামের এই ব্যক্তি অমুকের গোলাম জবরদখল করেছিল, কিন্তু পরে সে গোলামটি তাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছে এবং মুনীবের কাছেই তার মৃত্যু হয়েছে অন্যদিকে মুনীব বলে, সে গোলামটি আমাকে ফেরত দেয়নি বরং তার (জবরদখলকারীর) হাতে থাকা অবস্থায়ই গোলামটি মারা গেছে আর বিবাদী বলে, বিচারক মহোদয় ! আমি তার গোলাম জবরদখলও করিনি, ফেরতও দেইনি এবং এসবের কিছুই ঘটেনি। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি তার উপর গোলামের জরিমানা আরোপ করব (আজ-জহীরিয়্যা)।

১৯. মাসআলা ঃ এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় সে অমুকের একটি গোলাম জবরদখল করেছিল, কিন্তু তার মুনীব জবরদখলকারীর হাতে থাকা অবস্থায়ই তাকে হত্যা করেছে, কিন্তু মুনীব তাকে হত্যা করার কথা অস্বীকার করে এবং বলে, জবরদখল করার পর তার হাতেই তার মৃত্য হয়েছে, এদিকে যার বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্য, সে বলে, আমি কোন গোলাম জবরদখল করিনি এবং আমার কাছে সে কোন গোলাম হত্যাও করেনি, তবে তাকে গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে অমুকে আমার এই মাল ধ্বংস করেছে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে তা কবজা করেছিল, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

যদি দাবী করে সে আমার মাল থেকে এই এই ফার্নিচার ধ্বংস করেছে এখন তার কর্তব্য সেগুলোর মূল্য পরিশোধ করা, আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে তা বিক্রি করেছে এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্রেতার হাতে সমর্পণ করেছে, তবে তা গৃহীত হবে। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, সে তা বিক্রি করেছে, আর সমর্পণের কথা উল্লেখ না করে তবে তা ধ্বংস করা সম্পর্কে সাক্ষ্য বলে গণ্য হবে না (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২১. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে সে তার গাধা জবরদখল করেছে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার ব্যক্তি এ গাধার মালিক এবং সেটা এই ব্যক্তির দখলে অন্যায়ভাবে আছে, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

২২. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, অমুকের কাছে তার দশ মান্ন (পরিমাপ বিশেষ) ভুসিযুক্ত আটা পাওনা আছে, আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় ভুসিবিহীন আটা সম্পর্কে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

যদি দাবী করে সে তার কাছে উত্তম রূপা পাবে এবং তার ওজনও বর্ণনা করে, আর সাক্ষিগণ রূপা ও তার ওজন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তা উত্তম না অধম না মধ্যম এরূপ কোন মান বর্ণনা না করে, তবুও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর এক্ষেত্রে ফায়সালা দেয়া হবে নিকৃষ্ট মানের রূপা সম্পর্কে (আল- খুলাসা)।

২৩. মাসআলা ঃ 'আল মুনতাকা' গ্রন্থের 'দাওয়া' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল, বাড়িটি তার ও যে ব্যক্তির দখলে আছে তার মধ্যে তাদের পিতার মীরাসস্বরূপ অর্ধাধি আছে। যার দখলে আছে, সে তা অস্বীকার করল এবং বলল, সম্পূর্ণ বাড়িটিই তার। বাদী সাক্ষী হাযির করল। তারা সাক্ষ্য দিল, এ বাড়িটি ছিল এই দাবীদারের পিতার। সে মারা গেছে এবং এই ব্যক্তির জন্য মীরাসস্বরূপ রেখে গেছে। সে ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিস নেই। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বাদী যদি এ দাবী না করে যে, কোন এক সূত্রে বাড়িটির অর্ধেক তার হাত থেকে এই দখলকারীর হাতে চলে গেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। যদি বলে, আমি এর অর্ধেক এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, কিন্তু কাযী বিক্রি সম্পর্কে তার কথা সত্য মনে না করে এবং সে যে তার সাক্ষীদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে তাও না বলে, তবে তার পক্ষে এই রায় দেবে যে, সে তার পিতা হতে উত্তরাধিকারস্বরূপ বাড়িটির অর্ধেক লাভ করেছে।

সে যদি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে যে, সে এক হাজার দিরহামে বাড়িটির অর্ধেক বিবাদীর কাছে বিক্রি করেছে অথবা বাড়িটির ব্যাপারে সে তার সাথে আপোসরফা করেছে, যাতে বাড়ির অর্ধেক তার জন্য নিরাপদ থাকে, তবে এ ব্যাপারে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তার পক্ষে রায় দেয়া হবে যে, পূর্ণ বাড়িটিই তার, সে তার পিতা হতে এটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে যদি বিক্রির দাবী করে থাকে, তবে সেই সঙ্গে এই ফায়সালাও দেয়া হবে যে, বাড়িটির অর্ধেক বিবাদীর কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। সুতরাং বিবাদীর কাছে এর মূল্য বাদীর প্রাপ্য হয়ে গেছে। আর যদি আপোসরফা সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করে থাকে, আপোসরফা বাতিল হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ বাড়িটি বাদীর হাতে হস্তান্তর করা হবে (আল মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ 'আল মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি দাবী করল, এই বাড়িটির অর্ধেক তার, যা এখনো ভাগ হয়নি আর সে বাড়িটি দুই ব্যক্তির দখলে আছে, যারা নিজের মধ্যে অর্ধাধি ভাগ করে নিয়েছে। তাদের একজন আবার অনুপস্থিত। দাবীদার উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধেই নালিশ জানাল, তার হাতে বাড়িটির অর্ধেক আছে, যা তারা ভাগ করে নিয়েছিল। এখন বাদীর সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তির দখলে যে অর্ধেক আছে বাড়িটির সেই অর্ধেক এই বাদীর, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির দখলে থাকা কোন বস্তু সম্পর্কে কেউ যদি দাবী করে এটি তার এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তারপর আবার সে বলে, এ বাড়িটি কখনো আমার ছিল না, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে, গৃহীত হবে না। যদি সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার পক্ষে রায় দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সে রায়ও বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে সে যদি বলে, এ বস্তুটি আমার ছিল না, 'কখনো' শব্দটি প্রয়োগ না করে, তখনো একই বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো দখলে থাকা গোলাম সম্পর্কে দাবী করে, এটি আমার গোলাম এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করে, আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছে বাদীই গোলামটির মালিক। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছে, সে গোলামটি বাদীর নিকট হতে ক্রয় করেছে আর বাদী বলে, সে এটা স্বীকার করেছে বটে কিন্তু আমি তার কাছে এটা বিক্রি করিনি, তবে বাদী গোলামটি হস্তগত করবে। এমনিভাবে যদি দাম-দর করার পন্থায় সে এটা কবজা করার কথা স্বীকার করেছে বলে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও একই বিধান।

এমনিভাবে যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছে যে, বাদী তার কাছে এত টাকার বিনিময়ে এটি ভাড়া দিয়েছে, তখনও একই বিধান। এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষী দেয় যে, বিবাদী বলেছে, আমি এটি এত টাকায় বিক্রি করেছি তখনও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য। একই বিধান হবে এই ক্ষেত্রেও, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে এটি তার কাছে গচ্ছিত রেখেছে।

তারা যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছে বাদী এটি তাকে দিয়েছে, তবে তা গৃহীত হবে না।

যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে সে এটি জবরদখল করেছে কিংবা সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে, সে এটি বন্ধক রেখেছে, তবে তা গৃহীত হবে এবং গোলামটি বাদীর বলে রায় দেয়া হবে (আল-খুলাসা)।

২৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো হাতে থাকা বাঁদী সম্পর্কে দাবী করে এবং বলে, এ বাঁদীটি আমার ছিল, আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এটি তার বাঁদী, তবে কি এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে ? ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর গ্রন্থাবলীতে এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং কেউ বলেন, গৃহীত হবে না। শেষোক্ত মতই বিশুদ্ধতর (আল-মুহীত ; আয-যখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৮. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, বাঁদীটি তার ছিল এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এ বাঁদীটি তার ছিল, তবে তা গৃহীত হবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

২৯. মাসআলা ঃ বাদী যদি দাবী করে এটি তার, আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এটি তার ছিল তবে তা গৃহীত হবে। কেউ যদি কারো দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, এ বাড়িটি তার এবং এ সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, এ বাড়িটি এই দাবীদারের দখলে ছিল, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং বাদীর পক্ষে এরূপ রায় দেয়া হবে না যে, বাড়িটির কিছুমাত্র সে পাবে। এটাই যাহিরী রিওয়ায়াত (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন বাড়ির দাবী করে এবং তার একটি ঘর, তার প্রবেশ পথ এবং তার সমস্ত হুকুক[১] ও মারাফিককে দাবীর বাইরে রাখে আর সাক্ষিগণ বাড়ি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু এসব বিষয় বাদ না রাখে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি না বাদী তার দাবী ও সাক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। যদি সে উভয়ের মধ্যে এই বলে সামঞ্জস্য দেখায় যে, বাড়ির সবকিছুই আমার ছিল, কিন্তু তা থেকে একটি ঘর ও প্রবেশপথ বিক্রি করে দিয়েছি, তখন তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৩১. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি কোন বাড়ির ব্যাপারে কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তারপর যার পক্ষে তারা সাক্ষ্য দিয়েছে সে বলে, এ বাড়ির ঐ ঘরটি আমার নয় বরং অমুক ব্যক্তির অর্থাৎ বিবাদী ছাড়া অন্য কারো নাম বলে, তবে সে তার সাক্ষীদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। সে যদি কাযীর রায় ঘোষণার আগে একথা বলে, তবে আর তার পক্ষে রায় দেয়া হবে না এবং সে যার নাম বলেছে সেই ব্যক্তির পক্ষেও নয়। যদি কাযীর রায় প্রদানের পর বলে যে, এই ঘরটি আমার ছিল না, বরং এটি অমুকের, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমি সেই ব্যক্তির পক্ষে তার স্বীকারোক্তিকে কার্যকর করব। সুতরাং সেই ঘরটি তাকে প্রদান করব এবং বাড়ির অবশিষ্ট অংশ বিবাদীকে প্রত্যর্পণ করব, আর বাদীর কাছ থেকে ঘরটির মূল্য আদায় করে বিবাদীকে প্রদান করব (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন বাড়ির দাবী করে এবং তার সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, ফলে কাযী তার পক্ষে রায় দিয়ে দেয় এবং বাড়ি বা জমির অধীনে ঘর-দোরও তাকে দিয়ে দেয়। তারপর সে ব্যক্তি স্বীকার করে যে, ঘর-দোর বিবাদীর অথবা বিবাদী সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ঘর-দোর বিবাদীরই হবে। এর ফলে জমির ব্যাপারে প্রদত্ত রায় বাতিল হয়ে যাবে না।

সাক্ষিগণ যদি তাদের সাক্ষ্যে ঘর-দোরের বিষয়টাও উল্লেখ করে এবং তার ভিত্তিতে রায় দেয়া হয়, তারপর বাদী ঘর-দোর সম্পর্কে উপরি উক্ত স্বীকারোক্তি দেয়, তবে রায় বাতিল হয়ে যাবে। তারপর যদি বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ঘর-দোর তার, তবে সে বিষয়ে তার

১. বাড়ির হুকুক বলতে এমন জিনিসকে বুঝায় যা ছাড়া বাড়ি ব্যবহার সম্ভব নয়, যেমন যাতায়াত পথ ও পানি সরবরাহের পথ।

মারাফিক হচ্ছে এমন সব বিষয় যেগুলো বাড়িতে বসবাসের পক্ষে সহায়ক হয়, যেমন ওযূ-গোসলের স্থান ও রান্নাঘর।

পক্ষে রায় দেয়া হবে না। 'আল-আসল' গ্রন্থে এরূপ বলা হয়েছে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয, 'আদ-দাওয়া' অধ্যায়)।

৩৩. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সাক্ষিগণ যদি কোন বাড়ির ব্যাপারে কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যায়িত হওয়ার পর বিবাদী বলে, এ বাড়ি বা ঘর-দোর আমার, আমিই তা নির্মাণ করেছি এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশের ইচ্ছা করে, তবে এ সময় বাদীর সাক্ষিগণ উপস্থিত থাকলে কাযী তাদেরকে ঘর-দোর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তারা যদি বলে, ঘর-দোরও বাড়ির দাবীদারের, তবে কাযী বিবাদীর কথায় কর্ণপাত করবে না।

সাক্ষিগণ যদি বলে, আমরা জানি না ঘর-দোর কার, আমরা কেবল এতটুকু সাক্ষ্য দেই যে, জমি এই বাদীর, তবে এর দ্বারা তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে না। সুতরাং কাযী রায় দেবে যে, ঘর-দোর বিবাদীর, যদি সে সাক্ষী পেশ করতে পারে। তাকে আদেশ করা হবে, যেন তার ঘর-দোর ভেঙ্গে ফেলে এবং জমি বাদীকে বুঝিয়ে দেয়।

বিবাদী যদি ইমারত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির না করে তবে কাযী বাদীর সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেবে যে, জমির মালিক সেই। তখন জমির অধীনে ইমারতও তারই হয়ে যাবে। এরপর যদি বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে যে, ঘর-দোর তার, তবে সে তা হস্তগত করতে পারবে। কেননা কাযী যে সম্পর্কে বাদীর পক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিবাদীর বিপরীতে রায় দেয়নি (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৪. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, সাক্ষিগণ যদি বাড়ির ব্যাপারে বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর তারা মারা যায় বা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, ফলে তাদের উপস্থিত করা সম্ভব না হয়, তারপর যখন কাযী বাড়িটির ইমারত সম্পর্কে ফায়সালা করতে চাইল, তখন বিবাদী বলে, আমি এই মর্মে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করব যে, এ ইমারত আমার, আমিই এগুলো নির্মাণ করেছি, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে না, বরং বাদীর পক্ষে রায় দেয়া হবে যে, ইমারত তার (আল-খুলাসা, 'আদ-দাওয়া' অধ্যায়)।

৩৫. মাসআলা ঃ বাদীর সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয়, এ বাড়ি তার, এর বেশী কিছু না বলে, তারপর তাদের মৃত্যু হয় বা তারা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তারপর অপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করে এর নির্মাণাদি তার এবং এ ব্যাপারে তার পক্ষে অন্য দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, তবে কাযী জমির ব্যাপারে সেই ব্যক্তির পক্ষে রায় দেবে যার পক্ষে জমি সংক্রান্ত সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিয়েছিল আর নির্মাণাদির ব্যাপারে রায় দেবে উভয় বাদীর পক্ষে। তারা তা অর্ধেক অর্ধেক পাবে। বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, নির্মাণাদি তার তবে তা কাযীর রায় ঘোষণার আগে হোক বা পরে, গৃহীত হবে না।

বাদীর সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, জমি বাদীর এবং বলে, আমরা জানি না নির্মাণাদি কার, তবে জমির ব্যাপারে তার পক্ষে রায় দেয়া হবে আর নির্মাণাদির ব্যাপারে রায় দেয়া হবে সেই ব্যক্তির পক্ষে যে কেবল এগুলোই দাবী করে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৬ - মাসআলা ঃ যে জমিতে খেজুর গাছ বা অন্যান্য বৃক্ষাদি থাকে, তা বাড়ির পর্যায়ভুক্ত। সাক্ষিগণ যদি সে ব্যাপারে খুলে সাক্ষ্য না দেয়, তবে কাযী জমির ব্যাপারে বাদীর পক্ষে রায় দেবে এবং বৃক্ষাদি তার অধীনে চলে যাবে। কিন্তু সে সাক্ষ্যকে বৃক্ষাদির ব্যাপারে সাক্ষ্য বলে ধরা হবে না।

এমনিভাবে যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই আংটি বা এই তলোয়ার অমুকের, কিন্তু আংটির পাথর বা তলোয়ারের অলংকার সম্পর্কে কিছু না বলে, তবে কাযী তলোয়ার ও তার অলংকার এবং আংটি ও তার পাথরের ব্যাপারে বাদীর পক্ষে রায় দেবে, কিন্তু অলংকার ও পাথরের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে বলে ধরা হবে না। সুতরাং যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, অলংকার ও পাথর তার তবে তা গৃহীত হবে। সে সম্পর্কে কাযী রায় ঘোষণা করুক বা নাই করুক (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটি বাঁদী আছে এবং সে বাঁদীর কন্যা আছে অপর এক ব্যক্তির হাতে। এখন কেউ যদি এসে বাঁদীটির দখলিকারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার দখলে যে বাঁদীটি রয়েছে, সেটি আমার এবং সে মতে কাযী বাঁদীটি তার বলে রায় দিয়ে দেয়, তবে এ রায়ের ভিত্তিতে সে বাঁদীটির কন্যাকে হস্তগত করতে পারবে না।

এমনিভাবে[১] যদি কোন খেজুর গাছ কারো দখলে থাকে এবং তার খেজুর থাকে অন্য কারো হাতে, তারপর কেউ এসে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, খেজুর গাছটি তার এবং সেমতে কাযী তার পক্ষে রায় দিয়ে দেয়, তবে সে ব্যক্তি সেই রায়ের ভিত্তিতে তার ফল হস্তগত করতে পারবে। 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে এরূপ বলা হয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৮. মাসআলা ঃ কোনও ব্যক্তির দখলে থাকা বাঁদী সম্পর্কে যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এটি এই দাবীদারের এবং সেমতে কাযী বাঁদীটির ব্যাপারে দাবীদারের পক্ষে রায় দেয়, তারপর সাক্ষীদ্বয় নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অথবা মারা যায়, ইতিমধ্যে প্রকাশ পায় যে, বাঁদীটির একটি সন্তান আছে এবং সেটি বিবাদীর হাতেই আছে, যাকে সাক্ষিগণ দেখেনি, তবে দাবীদার ব্যক্তি সন্তানটি হস্তগত করতে পারবে। এমনিভাবে যদি সন্তানটির ব্যাপারে জানা-শোনা থাকে, কিন্তু সাক্ষিগণ কেবল বাঁদীটির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সেটি দাবীদারের, সন্তানটির কথা উত্থাপন না করে, তবে কাযী বাঁদী ও বাচ্চা উভয়ের ব্যাপারেই দাবীদারের পক্ষে রায় দেবে। যার হাতে বাঁদীটি আছে, সে যদি বলে, আমি প্রমাণ পেশ করব যে, বাচ্চাটি আমার, তবে তার প্রমাণের প্রতি কর্ণপাত করা হবে না, বরং বাঁদী ও তার বাচ্চা উভয়ের ব্যাপারেই দাবীদারের পক্ষে রায় দেয়া হবে। কাযী উপরোক্ত রায় দেয়ার পর যদি সাক্ষিগণ উপস্থিত হয় এবং বলে, বাচ্চাটি দাবীদার ব্যক্তির ছিল না বরং এটি ছিল বিবাদীর, তবে কাযী

১. উপরের মাসআলাটির সাথে পরের এ মাসআলাটির মিল থাকার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কেননা গরমিল সুস্পষ্ট। প্রথম মাসআলায় সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, বাদী সে রায়ের ভিত্তিতে বাঁদীটির কন্যাকে হস্তগত করতে পারবে না। অথচ দ্বিতীয় মাসআলার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, বাদী খেঁজুর গাছ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বলে ফল হস্তগত করতে পারবে। আমি ফাতওয়ায়ে কাযীখান মিলিয়ে দেখেছি। সেখানে মাসআলাটি এরকমই লেখা আছে, যেমন এস্থলে উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং উভয় মাসআলায় যে সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে সেটা ভেবে দেখা চাই। - বাহ্‌রাবী

বাচ্চাটিকে বিবাদীকে দিয়ে দিবে না। যদিও বাচ্চাটির ব্যাপারে সে প্রমাণ পেশ করে।সাক্ষিগণ যদি উপস্থিত থাকে এবং কাযী রায় ঘোষণার আগে তাদেরকে বাচ্চাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আর তারা বলে, এটি বিবাদীর অথবা তারা বলে, আমরা জানি না এটি কার তবে বাচ্চাটির ব্যাপারে কাযী কারো পক্ষেই রায় দেবে না। কেবল বাঁদীর ব্যাপারে রায় দেবে যে, সেটি দাবীদার ব্যক্তির (আয-যখীরা)।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, এটি তার এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, ফলে কাযী রায় দিয়ে দেয় যে, বাড়িটি তার, তারপর সে স্বীকার করে যে, বাড়িটি অমুক ব্যক্তির অর্থাৎ বিবাদী ছাড়া অন্য কারও নাম বলে এবং বলে, এতে তার (বাদীর) কোন হক নেই। তবে যার পক্ষে সে স্বীকার করেছে সে ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে স্বীকার করুক বা প্রত্যাখ্যান করুক, কাযীর রায় বাতিল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ যার পক্ষে ফায়সালা দেয়া হল, সে যদি বলে, এ বাড়িটি আমার নয় বরং এটা অমুক ব্যক্তির এবং যার পক্ষে স্বীকার করল সেও তার কথা তাসদীক করে, তবে বাড়িটি সেই ব্যক্তিরই হয়ে যাবে। কারণে স্বীকারোক্তি দাতার উপর কোন জরিমানা আসবে না, যা বিবাদীকে তার দিতে হবে (আল-মুহীত)।

৪১. মাসআলা ঃ রায় প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি রায়ের পর বলে, এ বাড়িটি আসলে অমুকের আমার কখনই ছিল না, তবে আগে সেই ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করে তারপরে নিজের না থাকার কথা স্বীকার করুক অথবা প্রথমে সেটি নিজের ছিল না বলে তারপর সেই ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করুক, যদি উভয় অবস্থায় যার পক্ষে সে স্বীকার করেছে সে তা সমর্থন করলে রায় বাতিল হয়ে যাবে এবং যার বিপরীতে রায় দেয়া হয়েছে বাড়িটি তাকে প্রত্যর্পণ করা হবে। যার পক্ষে স্বীকার করেছে সে কিছুই পাবে না। যার পক্ষে রায়প্রাপ্ত ব্যক্তি স্বীকারোক্তি দিয়েছে সে যদি তার এই কথা মিথ্যা সাব্যস্ত করে যে, 'এটি আমার কখনই ছিল না' এবং তার এই কথা তাসদীক করে যে,বাড়িটি তার অর্থাৎ সে বলে যে, এ বাড়িটি স্বীকারোক্তি দাতারই ছিল, কিন্তু রায় প্রাপ্তির পর সে একটি সূত্রে আমাকে বাড়িটির মালিক বানিয়ে দিয়েছে। এখন সেটি আমার বাড়ি, তবে বাড়িটি তারই হয়ে যাবে এবং স্বীকারোক্তি-দাতা জরিমানা স্বরূপ বাড়িটির মূল্য বিবাদীকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে, তাতে স্বীকারোক্তি দাতা প্রথমে স্বীকারোক্তি দিক বা প্রথমে বাড়িটি নিজের ছিল না বলে প্রকাশ করুক (আল-জামি)।

৪২. মাসআলা ঃ ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সেই ক্ষেত্রে যখন প্রথমে নিজের না থাকার কথা বলার পর বিরতি না দিয়েই অন্যের পক্ষে স্বীকার করে। কেননা তখনই স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে যদি বিরতির পর স্বীকারোক্তি দেয়, তবে সে স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে না (ফলে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তও সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা ঃ বাদীর পক্ষে কাযী রায় ঘোষণা করার আগেই যদি সে বলে, এ বাড়ি আসলে অমুকের, এতে আমার কোন অধিকার নেই কিংবা বলে, এ বাড়ি আমার নয়,এটি অমুকের তবে কাযী বাড়িটি তার বলে ফায়সালা দিবে না। হাঁ, স্বীকারকারী যদি বলে, এটা অমুকের বাড়ি,

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষীদের সাক্ষ্য দানের পর তার কাছে আমি এটা বিক্রি করেছি বা তাকে হিবা করেছি এবং রায় ঘোষণার মজলিস থেকে চলে যাওয়ার পর সে এটি কবজা করেছে এবং এসব সে তার কথার সাথে মিলিত ভাবে বলে, তবে কাযী তার পক্ষে রায় দেবে যে, বাড়িটি তার (আল-মুহীত)।

৪৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে একটি বাড়ির দাবী করল। বিবাদী বলল বাড়িটি আমার দখলে নেই। বাদী সাক্ষী পেশ করল। তারা সাক্ষ্য দিল যে, বাড়িটি বিবাদীর দখলেই আছে এবং তারই মালিকানায়। এক্ষেত্রে কাযী বাদীকে জিজ্ঞেস করবে। সে যদি বলে, বাড়িটি তারই দখলে এবং তারই মালিকানায় আছে, যেমন সাক্ষিগণ বলেছে, তবে সে স্বীকার করল যে, বাড়িটি বিবাদীর। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, বাড়িটি যে তার দখলে এটা তারা সত্য বলেছে, কিন্তু সে যে তার মালিক এ কথা সত্য নয়, তবে তার সে কথা বলার হক আছে এবং এক্ষেত্রে বিবাদীকে তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ যে সব ক্ষেত্রে চুক্তি বা মালিকানার অন্য কোন সূত্র সম্পর্কে দাবী করা হয়

১. মাসআলা ঃ উত্তরাধিকার বা ক্রয় সূত্রে যদি কোন বাড়ির মালিকানা দাবী করে, কিন্তু সাক্ষিগণ সূত্র ছাড়া কেবল মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে না (আত-তাবয়ীন, আয-যখীরা, আল- মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ প্রসিদ্ধ এই যে, উত্তরাধিকারের দাবী সূত্র বিহীন মালিকানার দাবীর মতই (ফাতহুল কাদীর)।

'আল-বাযযাযিয়া' গ্রন্থে নিশ্চিতভাবে এমতই ব্যক্ত করা হয়েছে (আল-বাহ্‌রুর রাইক)।

৩. মাসআলা ঃ 'আল-আকযিয়া' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যদি ক্রয় সূত্রে মালিকানা দাবী করে, কিন্তু সাক্ষিগণ সূত্রবিহীনভাবে মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে সেটা কেবল সেই ক্ষেত্রে গৃহীত হয় না, যখন দাবীর ভেতর কোন খ্যাতনামা লোকের উল্লেখ করে এবং বলে, আমি এর মালিক। আমি এটা অমুকের পুত্র অমুক থেকে ক্রয় করেছি । এভাবে তার পূর্ণ নাম-পরিচয় উল্লেখ করে দেয়। পক্ষান্তরে যদি বলে, আমি এর মালিক। আমি জনৈক ব্যক্তি থেকে এটা ক্রয় করেছি কিংবা বলে, যায়দের থেকে কিনেছি এবং সাক্ষিগণ সূত্রবিহীন মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি খ্যাতনামা অন্য লোকের থেকে ক্রয়ের দাবী করে এবং তার বাপ ও দাদার নাম উল্লেখ করে, আর ক্রয়ের সংগে কবজারও দাবী করে, কিন্তু সাক্ষিগণ কেবল মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষী দেয়, তবু তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, এটি তার, সে এটি অমুকের নিকট থেকে কিনেছে অর্থাৎ সে দখলিকার ছাড়া অন্য কারো নাম বলে, তারপর সে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি এই বাড়িটি এ ব্যক্তিকে হিবা করেছে এবং সে তখন এর মালিক ছিল। হিবার পর এই ব্যক্তি তার কাছ থেকে বাড়িটি কবজা করেছে, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না- যাবত না সে দাবী ও সাক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য

বিধান করে। সে যদি বলে, আমি বাড়িটি তার কাছ থেকে কিনেছিলাম, কিন্তু পড়ে সে আমার কেনার কথা অস্বীকার করে এবং তারপর এটি আমাকে হিবা করে দেয়। আর এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কারো দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে যে, সেটা তাকে হিবা করেছে, তাকে সাদকা হিসাবে দেয়নি, তারপর সে দুইজন সাক্ষী পেশ করে, যারা সাদকা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং সে তখন বলে, বাড়িটি সে আমাকে কখনও হিবা করেনি। অথচ কাযীর সামনে সে হিবার দাবী করেছিল, তবে এতদদ্বারা তার পক্ষ হতে তার সাক্ষীদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার নামান্তর হবে এবং তার কথায় স্ববিরোধিতা প্রমাণিত হবে। সুতরাং তার দাবীতে কর্ণপাত করা হবে না এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না। সে যদি হিবার দাবী করে এবং একথা না বলে যে, সে এটি কখনও আমাকে সাদকা করেনি, তারপর সাদকা সম্পর্কে সাক্ষী হাযির করে এবং বলে, সে যখন আমাকে হিবা করার কথা অস্বীকার করেছে, তখন এটি আমাকে সাদকা করার জন্য তাকে অনুরোধ করেছি, ফলে সে তাই করেছে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কারও কাছে আমানত রাখার দাবী করে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, আমানত গ্রহীতা স্বীকার করেছে এই ব্যক্তি তার কাছে আমানত রেখেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যেমন জবরদখলের ক্ষেত্রেও গৃহীত হয়ে থাকে। ধারের ক্ষেত্রেও একই বিধান (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ যদি এক বছর, আগে কেনার দাবী করে এবং সাক্ষিগণ তার ক্রয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তারিখ উল্লেখ না করে, তবে তা গৃহীত হবে। এর বিপরীত হলে তা গৃহীত হবে না।

৯. মাসআলা ঃ ক্রয়ের দাবীদার যদি দুই মাস আগে ক্রয়ের দাবী করে আর সাক্ষিগণ এক মাস আগে ক্রয়ের সাক্ষ্য দেয়, তবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে । এর বিপরীত হলে গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা, আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১০. মাসআলা ঃ কারো দখলে থাকা কোন গোলাম সম্পর্কে কেউ যদি দাবী করে, যার হাতে গোলামটি আছে, সে এক মাস আগে গোলামটি তাকে সাদকা করেছে এবং সে এটি কবজাও করেছে, কিন্তু সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, ফলে দাবীদার ব্যক্তি সাক্ষী হাযির করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, দখলিকারের নিকট হতে এই ব্যক্তি গোলামটি দুই বছর আগে ক্রয় করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না- যদি না সে দাবী ও সাক্ষ্যের মধ্যে মিল দেখাতে পারে। সুতরাং সে যদি বলে, আমি এটি তার কাছ থেকে কিনেছিলাম, পরে আবার তার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি এবং তারপর সে এক বছর হল আমাকে সাদকা করেছে। তারপর সাক্ষিগণ বাদী কর্তৃক বিবাদীর কাছে বিক্রি ও বিবাদী কর্তৃক সাদকা করা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে এবং তার পক্ষে রায় দেয়া হবে। যদি প্রথম দাবী করে যে, দখলিকার থেকে এক বছর আগে সে ক্রয় করেছিল, কিন্তু সাক্ষিগণ দুই বছর আগে সাদকা করার সাক্ষ্য দেয় এবং বাদী তখন তা দাবী করে, তবে তা গৃহীত হবে না। হাঁ, সে যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং বলে, সে দুই বছর আগে এটি আমাকে সাদকা করেছিল এবং আমি কবজাও করেছিলাম। তারপর এক বছর হয় আমি এটি তার কাছে বিক্রি করেছি, তারপর আবার তার কাছ থেকে ক্রয় করেছি এবং সাক্ষিগণও এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি এক বছর আগে সাদকা করেছিল বলে দাবী করে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে এক মাস আগে এটি তার কাছ থেকে ক্রয় করেছে, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। হাঁ, সে যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং বলে, সে আমাকে এটি এক বছর আগে সাদকা করেছিল এবং আমি কবজাও করেছিলাম। তারপর কোনও এক সূত্রে এটি তার হাতে পৌঁছে যায় এবং সে সাদকার কথা অস্বীকার করে, ফলে এক মাস হয় এটি আমি তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছি। তো এভাবে যদি উভয় কথার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা এটা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তবে তা গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায় কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ যদি বিবাদীর কাছ থেকে এক বছর আগে কেনার দাবী করে এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী এটি এক মাস হয়েছে তাকে সাদকা করেছে, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। হাঁ, সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলে গৃহীত হবে (আয-যাখীরা)।

১২. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে, এক বছর এটা সে তার পিতা থেকে উত্তরাধিকার স্বরূপ লাভ করেছে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে কাযীর মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পর দখলিকারের নিকট থেকে ক্রয় করেছে, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি উভয়ের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে যে, এটা আমার মীরাস হওয়ার ব্যাপারটা সে অস্বীকার করেছে, তবে এখন তার কাছ থেকে কিনেছি, তবে গৃহীত হবে। অবশ্য এ জন্য তাকে পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। কারো দখলে থাকা বাঁদী সম্পর্কে যদি দাবী করে যে, এটা আমার, আমি তার কাছ থেকে এটা আমার এই গোলামের বিনিময়ে এক মাস হল ক্রয় করেছি, কিন্তু বিক্রেতা তা অস্বীকার করে, ফলে সে সাক্ষী উপস্থিত করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, কাযীর মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পর সে এটি এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে, তবে তা গৃহীত হবে না। হাঁ, সে যদি বলে, এক মাস আগে আমি গোলামের বিনিময়ে কিনেছিলাম, কিন্তু সে তা পরে অস্বীকার করে, ফলে পরে আবার একহাজার দিরহাম দিয়ে তার কাছ থেকে ক্রয় করেছি, তো সে যদি এভাবে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে এবং এক হাজারে কেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে। যদি প্রথমে দাবী করে, সে এক মাস আগে এটি তার গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করেছে, তারপর সাক্ষী হাযির করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে এক বছর আগে তার কাছ থেকে কিনেছে, কিংবা তারো আগে, তবে তা গৃহীত হবে না। হাঁ, যদি এভাবে উভয় কথার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখায় যে, আমি এক বছর আগেই এটি তার কাছ থেকে কিনেছিলাম, যেমন সাক্ষিগণ বলেছে, কিন্তু তার পরে আবার এটি তার কাছে বিক্রি করেছি এবং এক মাস হয় আবার তার কাছ থেকে কিনেছি। তারপর সাক্ষিগণ তার এই বিক্রি ও ক্রয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে সামঞ্জস্যবিধান সঠিক প্রমাণিত হবে এবং তখন তার পক্ষে রায় দেয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ কারও দখলে থাকা কোন গোলাম সম্পর্কে কেউ এসে যদি দাবী করে, সে দখলিকারের হাত থেকে এটি ক্রয় করেছে এবং সে তা অস্বীকার করে, ফলে বাদী সাক্ষী নিয়ে আসে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে এটা তার কাছে বিক্রি করেছে, কিন্তু আমরা জানি না এটা বিক্রেতার ছিল কিনা, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদ্বয় যদি বলে, এ গোলামটি আমাদের এবং বিবাদী এটা এই বাদীর কাছে বিক্রি করেছে, তবে কাযী তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বাদীর পক্ষে রায় দেবে যে, গোলামটি তার প্রাপ্য (আজ-জহীরিয়্যা)।

১৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে অমুকের নিকট থেকে এই বাড়িটি ক্রয় করেছে, সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল, সে কিনেছে তার উকীলের নিকট থেকে। অথবা সাক্ষ্য দিল, তার কাছে বিক্রি করেছে অমুক ব্যক্তি এই বিবাদী তা অনুমোদন করেছে। বাদীর পক্ষে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মহিলা সম্পর্কে দাবী করে, সে তার স্ত্রী, কারণ তাকে এত টাকা মোহরানায় সে বিয়ে করেছে আর সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার স্ত্রী কিন্তু একথা না বলে যে, সে তাকে বিয়ে করেছে, সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এক্ষেত্রে তাকে ন্যায্য মোহরানা (মোহর মিছ্‌ল) দিতে বলা হবে, যদি তা ধার্যকৃত মোহরানার সম-পরিমাণ বা তার কম হয়ে থাকে। আর যদি তার বেশী হয় তবে সে বেশীটুকু দিতে বাধ্য করা হবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে, এই মহিলা পঞ্চাশ দীনার মোহরানায় নিজেকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছে আর সাক্ষিগণ কেবল বিয়ে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, মোহরানার উল্লেখ না করে, তবে তা গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি বলে, এই মহিলা আমার স্ত্রী বা আমার বিবাহিতা আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে বিয়ে করেছিল, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু না বলে, তবু এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৮. মাসআলা ঃ 'আল-খিযানা' গ্রন্থে আছে, সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয়, সে বড় মেয়েটিকে বিয়ে করেছে কিন্তু আমরা জানি না বড় কে, তবে বাদীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা নিরূপণ করতে হবে যে, সে যার সম্পর্কে দাবী করছে, সে-ই বড়।

১৯. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এই মহিলা এই বাদীর সঙ্গে নিজের বিয়ে সম্পন্ন করেছে, কিন্তু আমরা জানি না বর্তমানে সে তার স্ত্রী আছে কিনা কিংবা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি এই বাদীর কাছে তার এই মাল বিক্রি করেছিল, কিন্তু আমরা জানি না বর্তমানে তা তার মালিকানায় আছে কিনা; তবে বিগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে ফায়সালা দেয়া হবে যে, বর্তমানেও সে তার স্ত্রী এবং এই মালের সে মালিক। চুক্তি সম্পর্কে যে সাক্ষী ছিল বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও তাকেই সাক্ষী গণ্য করা হবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে, আমার মুনীব আমাকে আযাদ করে দিয়েছে আর সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বাধীন তবে তা গৃহীত হবে না। কেউ বলেন, গৃহীত হবে। কোনও বাদী যদি দাবী করে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে আযাদ করেছে আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বাধীন নারী। তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

গোলাম যদি দাবী করে, সে জন্মগতভাবেই স্বাধীন আর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তাকে আযাদ করেছে, তবে কেউ বলেন, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং কেউ বলেন, গৃহীত হবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ দুই সাক্ষীর মধ্যে বিরোধ প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যে শব্দে ও অর্থগত মিল থাকা শর্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে অর্থগত মিল থাকাই শর্ত, শাব্দিক অর্থ অপরিহার্য নয়। শব্দগত মিলের অর্থ হচ্ছে উভয়ের শব্দ এমন হতে হবে যে, গঠনগতভাবেই তা একই অর্থ আদায় করে, গৌণার্থে মিল থাকা যথেষ্ট নয় (আত-তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ সুতরাং বাদী যদি দাবী করে অমুকে তার মাল জবরদখল করেছে আর একজন সাক্ষী জবরদখল করার সাক্ষ্য দেয় এবং অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে জবরদখলের কথা স্বীকার করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি দাবী করে যে, অমুকের কাছে তার মাল আমানত রেখেছে আর একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী আমানত রাখার কথা স্বীকার করেছে, তবে তা গৃহীত হবে কি ? জবরদখলের মাসআলা অনুযায়ী গৃহীত হওয়ার কথা নয়, কিন্তু কর্জের মাসআলা অনুযায়ী গৃহীত হওয়া চাই (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ অর্থের মিল থাকা হচ্ছে শর্ত, তা উভয়ে একই শব্দ ব্যবহার করুক বা তার সমার্থবোধক অন্য শব্দ, যেমন- একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল সে হিবা করেছে এবং অপরজন সাক্ষ্য দিল সে 'আতিয়্যা' (দান) করেছে। তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৪. মাসআলা ঃ একজন যদি নিকাহ (বিয়ে করা) এবং অপরজন তাযবীজ (আত্ম-নিবেদন) শব্দে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আল-মুহীত গ্রন্থে এরূপ বলা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ উল্লেখ করা হয়নি (আত-তাবয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ একজন যদি সাক্ষ্য দেয়, সে বলেছে, انت خلية তুমি শৃঙ্খল মুক্ত এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয়, সে বলেছে انت بريئة তুমি স্বাধীন, তবে কারো নিকটই তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এমনিভাবে যদি একজন সাক্ষ্য দেয়, সে তাকে বলেছে, তুমি ঘরে ঢুকলে তালাক আর সে ঘরে ঢুকেছে, আর অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে বলেছে, তুমি অমুকের সঙ্গে কথা বললে তালাক, আর সে তার সঙ্গে কথা বলেছে, তবে কারো মতেই তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে যদি একজন সাক্ষ্য দেয়, সে তাকে তিন তালাক দিয়েছে এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে বলেছে, তুমি হারাম আর তিন তালাকের নিয়্যত করেছে, তবে কারো মতেই তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষ্য দেয় এক হাজারের এবং অপরজন দুই হাজারের তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কোন অংক সম্পর্কেই তা গৃহীত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এক হাজার সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাদী দুই হাজার দাবী করে থাকে। একশত ও দুইশত, এক তালাক ও দুই তালাক এবং এক তালাক ও তিন তালাকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ আছে (আল-হিদায়া)।

৭. মাসআলা ঃ এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতই বিশুদ্ধ (আল-মুযমারাত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি পনের দিরহাম দাবী করে এবং একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় পনের দিরহামের এবং অপরজন দশ দিরহামের তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কোন অংকেরই রায় দেয়া হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষ্য দেয় এক হাজারের এবং অপরজন এক হাজার পাঁচশতর আর বাদী এক হাজার পাঁচশতই দাবী করে থাকে, তবে এক হাজার সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এক তালাক ও দেড় তালাক এবং একশত ও একশত পঞ্চাশের সাক্ষ্য সংক্রান্ত মাসআলা (হিদায়া)।

১০. মাসআলা ঃ বাদী যদি বলে, এক হাজারই ছিল, অন্য কিছু নয় তবে যে ব্যক্তি এক হাজার পাঁচশের সাক্ষ্য দিয়েছে, তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি এক হাজারের দাবী করে চুপ থাকে আর কিছু না বলে, তখনও যে ব্যক্তি দেড় হাজারের সাক্ষ্য দিয়েছে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।

হাঁ, যদি এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে যে, মূলত আমার প্রাপ্য এক হাজার পাঁচশতই ছিল, যেমন এই সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে, কিন্তু আমি পাঁচশত উসুল করেছি বা তাকে পাঁচশতর দায় থেকে মুক্তি দিয়েছি, কিন্তুর সাক্ষীর তা জানা ছিল না, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-কাফী)।

১১. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষ্য দেয় বিশ সম্পর্কে এবং অপরজন পঁচিশ সম্পর্কে, তবে ইমাম ত্রয়ের মতেই বিশ সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। অবশ্য এটা সেই ক্ষেত্রে যখন বাদীর দাবী থাকে পঁচিশ সম্পর্কে। পক্ষান্তরে তার দাবীই যদি হয় বিশ, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই সাক্ষী বাতিল হয়ে যাবে। হাঁ, যদি এই ক্ষেত্রে এবং এক হাজার ও দুই হাজারের ক্ষেত্রে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে যে, তার কাছে আমার পাওনা দুই হাজারই ছিল, কিন্তু আমি তাকে এক হাজারের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

১২. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ ব্যক্তির কাছে এই ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, কিন্তু তাদের একজন বলে, তা কালো দিরহাম এবং অপরজন বলে সাদা দিরহাম আর কালোর চেয়ে সাদার দাম বেশী হয়, তবে দেখতে হবে বাদী কি কালো দিরহাম দাবী করেছিল না সাদা ? কালোর দাবী হলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

হাঁ, যদি এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে যে, আমার পাওনা তো সেটাই ছিল, যা এই সাক্ষী বলেছে, কিন্তু আমি তাকে উৎকৃষ্টতার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছি, যা ঐ সাক্ষীর জানা আছে, কিন্তু এই সাক্ষীর জানা নেই, তা হলে কালো দিরহাম সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে সাদার দাবী হলে কালো দিরহাম সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে তারা 'কম' এর উপর অভিন্ন সাক্ষ্য দিয়েছে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ এমনিভাবে একই জাতীয় কোন জিনিসের কোন পরিমাণ বা কোন গুণ সম্পর্কে যদি দুই সাক্ষী একমত হয় এবং তার অতিরিক্ত বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে সে ক্ষেত্রে বিধান এই যে, তারা যার উপর একমত হয়েছে সে ব্যাপারে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি বাদী বেশীটার দাবী করে থাকে। আর সে যদি কমটার দাবী করে তবে এরূপ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য আদৌ গৃহীত হবে না। পক্ষান্তরে যদি দাবীর বিষয়টা কোন্ জাতীয় তা নিয়েই যদি সাক্ষীদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে সে বিরোধ যেভাবেই হোক তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যেমন একজন সাক্ষ্য দিল সে পাবে এক কুরর (পরিমাপ বিশেষ) গম এবং অপরজন সাক্ষ্য দিল সে পাবে এক কুরর জব (আয-যখীরা)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি উভয় সাক্ষী এক হাজার পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তাদের একজন বলে, তা কে সে পাঁচশত পরিশোধ করেছে, তবে এক হাজার সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। একজন যে বলে, তা থেকে পাঁচশত পরিশোধ করেছে, তাতে কর্ণপাত করা হবে না। যদি না অপর জনও সে সাক্ষ্য দেয়। সাক্ষীর যদি জানা থাকে বিবাদী তা থেকে পাঁচশত পরিশোধ করেছে, তবে তার কর্তব্য পূর্ণ এক হাজার সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়া, যাবত না বাদী স্বীকার করে যে, সে পাঁচশত দিরহাম কবজা করেছে। অন্যথায় সে জুলুমের সহযোগী হয়ে যাবে (আত-তাবয়ীন, আল-কাফী)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে এক হাজার দিরহাম কর্জ দিয়েছে বলে দাবী করে এবং তার পক্ষে দুইজন সাক্ষী পেশ করে, কিন্তু একজন কেবল কর্জ দেয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং অপরজন কর্জের সাথে তা পরিশোধেরও সাক্ষ্য দেয়, তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী কেবল কর্জের রায় দেয়া হবে, পরিশোধ সম্পর্কে রায় দেয়া হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কর্জ সম্পর্কেও রায় দেয়া হবে না। কিন্তু জাহিরী রিওয়ায়াতের সিদ্ধান্তই সহীহ্ (আল-বাদাঈ)।

১৬. মাসআলা ঃ দেনাদার যদি দাবী করে সে তার দেনা পরিশোধ করেছে আর অপর দুই জন সাক্ষী তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তাদের একজন বলে যে, পাওনাদার স্বীকার করেছে সে তার পাওনা উসুল করেছে এবং অন্যজন বলে যে, সে দেনাদারকে দেনার দায় থেকে অব্যাহতি দানের কথা স্বীকার করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। দায়মুক্তির সাক্ষী যদি এভাবে বলে, পাওনাদার স্বীকার করেছে, দেনাদার তার পক্ষ থেকে দেনার দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৭. মাসআলা ঃ কারও যদি কারও কাছে হাজার টাকা দেনা থাকে, আর সে তার দেনা শোধ করেছে বলে দাবী করে এবং তার পক্ষে দু'জন সাক্ষী পেশ করে, যাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তা শোধ করেছে এবং অপর জন সাক্ষ্য দেয়, পাওনাদার স্বীকার করেছে সে তার পাওনা উসুল করে নিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

দেনাদার যদি দেনা শোধ করেছে বলে দাবী করে এবং তার দুই সাক্ষীর একজন সাক্ষ্য দেয় যে, পাওনাদার তার পাওনা উসুল করার কথা স্বীকার করেছে এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয়

যে, পাওনাদার স্বীকার করেছে যে, সে তা হিবা বা সাদকা করেছে কিংবা দেনাদারের জন্য তা হালাল করে দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ দেনাদার যদি দেনার দায় থেকে মুক্তি লাভের দাবী করে এবং তার দুই সাক্ষীর একজন সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, আর অপর জন সাক্ষ্য দেয় যে, পাওনাদার তাকে তা হিবা বা সাদকা করে দিয়েছে বা সে তার থেকে তা হালাল করে নিয়েছে কিংবা পাওনাদার তাকে তা হালাল করে দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ দেনাদার যদি দেনার দায় থেকে মুক্তির দাবী করে এবং তার সাক্ষীদ্বয়ের একজন হিবা ও অন্যজন সাদকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে না। দেনাদার যদি দাবী করে যে, পাওনাদার তাকে উক্ত দেনা হিবা করে দিয়েছে আর তার সাক্ষীদ্বয়ের একজন হিবার ও অন্যজন সাদকার সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে না।

যদি একজন সাক্ষী দেনার দায় হতে মুক্তির সাক্ষ্য দেয় এবং অপর সাক্ষী নিহলা (দান) 'আতিয়্যা (দান), তাহলীল (বৈধকরণ) বা ইহ্লাল (বৈধকরণ)-এর সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২০. মাসআলা ঃ দেনাদার যদি দেনা পরিশোধের দাবী করে, আর সাক্ষীদ্বয়ের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, পাওনাদার অমুক শহরে তাকে দেনার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং অপরজন অন্য শহরে মুক্তি দেয়ার সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ বলে গণ্য হবে।

২১. মাসআলা ঃ কাফীল (জামিন) যদি হিবার দাবী করে এবং তার দুই সাক্ষীর একজন হিবার এবং অপর জন দায় মোচনের সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ রাশীদুদ-দীন (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি মোহরানা দাবী করে আর স্বামী দাবী করে যে, স্ত্রী তা হিবা করে দিয়েছে এবং সে এ সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী পেশ করে, যাদের একজন স্ত্রী কর্তৃক হেবা করায় এবং অপরজন আদায়ের দায় হতে অব্যাহতি দানের সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৩. মাসআলা ঃ 'শারহুল-জামিউস-সাগীর'-এ আছে, এটা সেই ক্ষেত্রে যখন 'আকদের (চুক্তির) দাবী না করে। সুতরাং যদি এরূপ দাবী 'আক্দ সম্পর্কে হয়, তবে এ জাতীয় আটটি মাসআলা আছে ঃ (১) বেচাকেনা (২) ইজারা (৩) কিতাবাত (৪) বন্ধক (৫) অর্থের বিনিময়ে দাস মুক্তি (৬) খুলা (৭) ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হতে নিষ্কৃতির জন্য অর্থের বিনিময়ে আপোসরফা এবং (৮) বিয়ে (আল-খুলাসা)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, সে এক হাজার দিরহামে অমুকের গোলাম ক্রয় করেছে এবং অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে কিনেছে পনেরশত দিরহামে, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিক্রেতা বাদী হলেও একই বিধান। বাদী দুই অংকের মধ্যে কম অংকের দাবী করুক বা বেশী অংকের তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

কিতাবাতের ক্ষেত্রে গোলাম বাদী হলেও একই বিধান এবং এটা তো স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি মুনীব বাদী হয়, তখনও অনুরূপ বিধান হবে। কেননা চুক্তির অর্থ পরিশোধের আগে গোলাম মুক্তি পাবে না। কাজেই আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তির কারণ প্রতিষ্ঠা করা (আল-হিদায়া)।

২৫. মাসআলা ঃ শফী (ক্রয়ের অগ্রাধিকারী) যদি শুফআ দাবী করে এবং দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করে, যাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রেতা এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে আর অপরজন সাক্ষ্য দেয়, সে দু'হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে, অন্যদিকে ক্রেতার দাবী সে তিন হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এমনিভাবে যদি একজন এক হাজার দিরহামে ক্রয়ের এবং অন্যজন একশত দীনারে ক্রয়ের সাক্ষ্য দেয়, তবুও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। তদ্রূপ যদি একজন অমুকের থেকে এবং আরেকজন অন্য অমুকের কাছ থেকে কেনার সাক্ষ্য দেয় তখনও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ ইজারা যদি মেয়াদের প্রথম অবস্থায় থাকে, তবে তার হুকুম বেচাকেনারই মত। তাতে বাদী ইজারা গ্রহীতা হোক বা ইজারা দাতা। যদি মেয়াদ পার হয়ে যায় এবং ইজারাদাতা ইজারার বস্তু সম্পূর্ণ করে থাকে, তবে ইজারা গ্রহীতা তা ভোগ করুক আর নাই করুক দেখতে হবে বাদী কে হয়েছে।

যদি ইজারাদাতা বাদী হয়, তবে সেটা হবে মালের দাবী আর যদি ইজারা গ্রহীতা বাদী হয় তবে তা হবে চুক্তি দাবী। এ ব্যাপারে তিনও ইমাম একমত। বন্ধকের ক্ষেত্রে যদি বন্ধকদাতা বাদী হয়, তবে গৃহীত হবে না। যদি বন্ধক গ্রহীতা বাদী হয়, তবে সেটা ঋণের দাবী তুল্য (আল-কাফী)।

২৭. মাসআলা ঃ খুলা, অর্থের বিনিময়ে তালাক, অর্থের বিনিময়ে দাস মুক্তি কিংবা ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে আপোসরফা সম্পর্কে যদি মামলা হয় এবং তার দাবী হয় স্বামী, মুনীব বা নিহতের অভিভাবক, তবে সেটা হবে মালের দাবী আর যদি গোলাম, স্ত্রী বা হত্যাকারী বাদী হয়, তবে সেটা হবে চুক্তির দাবী, যা সর্বসম্মতিক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৮. মাসআলা ঃ বিয়ের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে (সাক্ষীদের বর্ণিত) দুই অংকের কম অংক সম্পর্কে সাক্ষ্য গৃহীত হবে, তাতে দাবী স্বামীর পক্ষ থেকে হোক বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে হোক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। কোন অংক সম্পর্কেই রায় দেয়া হবে না।

কেউ বলেন, মতভেদ সেই ক্ষেত্রে, যখন বাদী হয় স্ত্রী। যদি স্বামী বাদী হয়, তবে তিনও ইমামের মতে তার পক্ষে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কিন্তু প্রথমোক্ত মতই বিশুদ্ধতর এবং ইসতিহ্সান সম্মত। এক্ষেত্রে কম অংক সম্পর্কে দাবী হোক বা বেশী অংক সম্পর্কে একই কথা এবং এটাই সহীহ্ (আত-তাবয়ীন, আল-কাফী)।

২৯. মাসআলা ঃ একজন দাবী করল যে, অমুক তার গোলামকে আমার কাছে ভাড়া দিয়েছে, কিন্তু গোলামের মালিক তা অস্বীকার করল। ফলে ভাড়া গ্রহীতা দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করল। তাদের একজন সাক্ষী দিল যে, পাঁচ দিরহামে ভাড়া দিয়েছে। আর তার দাবী চার বা পাঁচ দিরহাম। অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে ভাড়া দিয়েছে ছয় দিরহামে। এক্ষেত্রে সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে। ভাড়া গ্রহীতা যদি দাবী করে সে সওয়ার হওয়া ও ভার বহনের জন্য দশ দিরহামের বিনিময়ে বাগদাদ পর্যন্ত একটি পশু ভাড়া নিয়েছিল এবং এ সম্পর্কে সে দুইজন সাক্ষী পেশ করে, যাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে দশ দিরহামে সেটি ভাড়া নিয়েছিল সওয়ার হওয়ার জন্য এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয়, সে এটি দশ দিরহামে ভাড়া নিয়েছিল নিজে চড়া ও এই মাল বহন করার জন্য, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। যদি একজন সাক্ষী দেয় যে, সে সুনির্দিষ্ট ভাড়ায় নির্দিষ্ট একটি পশু বাগদাদ পর্যন্ত ভাড়া করেছিল এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে এইসব মাল বহনের জন্য দশ দিরহামে বিনিময়ে বাগদাদ পর্যন্ত পশুটি ভাড়া করেছিল, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। তাতে মামলার বাদী ভাড়া গ্রহীতা হোক বা পশুর মালিক।

তদ্রূপ যদি একজন সওয়ার হওয়ার জন্য ভাড়ার এবং অন্যজন ভার বহনের জন্য ভাড়ার সাক্ষ্য দেয় তবুও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে সে রঞ্জকের কাছে কাপড় দিয়েছিল আর রঞ্জক তা অস্বীকার করে, ফলে সে দু'জন সাক্ষী পেশ করে। যাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে লাল রং করার জন্য তাকে কাপড়টি দিয়েছিল এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে সেটি দিয়েছিল কাল বা হলুদ রং করার জন্য, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এমনিভাবে যদি কাপড়ের মালিক অস্বীকার করে এবং রঞ্জক দাবী করে, তখনও অনুরূপ বিধান (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩১. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে মালটি দোষসহই কিনেছিল এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, বিক্রেতা স্বীকার করেছে তাতে সে দোষ ছিল, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা)।

৩২. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুকের পক্ষ হতে অমুকের জন্য এক হাজার দিরহামের কাফীল (জামিন) হয়েছিল, কিন্তু তাদের একজন বলে, এত মাসের মেয়াদে এবং অপরজন বলে, নগদ আর পাওনাদার নগদই দাবী করে। অন্যদিকে কাফীল এ সবই অস্বীকার করে অথবা সে কাফীল হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে, কিন্তু সেই সংগে তা মেয়াদী হওয়ার দাবী করে, তবে উভয় অবস্থায়ই পাওনা নগদই সাব্যস্ত হবে।

যদি এই মর্মে একজন সাক্ষী পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি তাকে এক হাজার দিরহামের ব্যাপারে এই ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করেছে এবং অন্য একজন সাক্ষী পেশ করে, যে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে হাওয়ালা করেছে একশত দীনারের ব্যাপারে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি একজন এক হাজার সম্পর্কে এবং অন্যজন এক হাজার দিরহাম ও একশত দীনার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তবে এক হাজার দিরহামের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে, যদি বাদী একই সঙ্গে এক হাজার দিরহাম ও একশত দীনারের দাবী করে থাকে। পক্ষান্তরে যদি কেবল দীনারের দাবী করে থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৩. মাসআলা ঃ যদি কারো সম্পর্কে কাফালার (কাফীল হওয়ার) দাবী করে এবং দু'জন সাক্ষী পেশ করে, যাদের একজন তার কাফালা (কাফীল হওয়া) সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় হাওয়ালা সম্পর্কে, তবে কাফালা সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং তার দেয়া হবে, কেননা হাওয়ালা অপেক্ষা কাফালা নিম্নস্তরের (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৪. মাসআলা ঃ দুই সাক্ষীর একজন যদি কাফালা সম্পর্কে এইরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অমুক ব্যক্তি বলেছিল অমুক যদি ছয় মাসের ভেতর অমুকের প্রাপ্য পরিশোধ না করে, তবে আমি তা পরিশোধ করার জামিন হলাম। আর অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, অমুক ব্যক্তি বলেছিল,আমি অমুকের পুত্র অমুকের জন্য এ অর্থের জামিন হলাম ছয় মাসের জন্য', তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আয-যখীরা)।

৩৫. মাসআলা ঃ আল-আসল গ্রন্থের ওয়াকালা অধ্যায়ে আশ-শাহাদা আলাল-ওয়াকালা' শিরোনামের অধীনে বলা হয়েছে, ওকালত সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের একজন সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি এই বাড়ির ব্যাপারে অমুকের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য উকীল বানিয়েছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে এই বাড়ি ও অন্য একটি জিনিসের ব্যাপারে উকীল বানিয়েছে। এক্ষেত্রে বাড়ির ব্যাপারে তার সাক্ষ্য বৈধ হবে।

যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে কেবল অমুকের স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য উকীল বানিয়েছে এবং অন্য জন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে অমুক ও অমুককে তালাক দেয়ার জন্য উকীল বানিয়েছে, তবে তারা উভয়ে যার নাম উল্লেখ করেছে সে তাকেই তালাক দেয়ার উকীল সাব্যস্ত হবে।

এ জাতীয় একটি ঘটনায়ই ফাতওয়া তলব করা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন বস্তু বা নির্দিষ্ট কোন মামলায় ওকালতের দাবী করল। সে এ সপক্ষে দু'জন সাক্ষী পেশ করল। একজন সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি তাকে অমুকের সাথে এই নির্দিষ্ট বস্তুতে মামলা লড়ার জন্য উকীল বানিয়েছে আর অন্যজন সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে এক বছরের জন্য তার যাবতীয় কার্যাবলীর উকীল বানিয়েছে। তো নির্দিষ্ট বস্তুর ওকালতের জন্য এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে কি ? উত্তর এই যে, এর দ্বারা নির্দিষ্ট বস্তুতে ওকালত প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৬. মাসআলা ঃ ওকালতের দাবীদার যদি দু'জন সাক্ষী পেশ করে এবং তাদের একজন সাক্ষ্য দেয়, পাওনাদার ব্যক্তি তাকে এই ব্যক্তির নিকট হতে তার পাওনা কবজার উকীল বানিয়েছে, আর অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, পাওনাদার তাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে অথবা তাকে এই ব্যক্তির নিকট হতে তার পাওনা কবজার ক্ষমতা দিয়েছে কিংবা তাকে তার জীবদ্দশায় তার ওসী বানিয়েছে।

তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে তার পাওনার ব্যাপারে মামলা করার ও তা কবজা করার উকীল সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে কবজার উকীল হবে বটে, কিন্তু মামলা লড়ার উকীল হবে না।

যদি একজন সাক্ষ্য দেয়, সে তাকে তার পাওনা কবজার উকীল বানিয়েছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে তার পাওনা কবজার জন্য প্রেরণ করেছে তা তাকে অমুকের থেকে তার পাওনা কবজার আদেশ করেছে বা তাকে তার পাওনা কবজার জন্য তাকে তার স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে এবং এক্ষেত্রে সে তিনও ইমামের মতে মামলার উকীল হবে না। যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে উকীল বানিয়েছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, সে তাকে তার ওসী বানিয়েছে, তার জীবদ্দশায় ওসী বানিয়েছে একথা না বলে অথবা একজন সাক্ষ্য দেয়, সে তাকে তার জীবদ্দশায় ওসী বানিয়েছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, সে তাকে তার ওসী বানিয়েছে, জীবদ্দশায় কথাটি না বলে, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৭. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, দুই ব্যক্তি যদি কারও ওসীয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, যাদের একজন বলে, ওসীয়তকারী বলেছে, আমার মৃত্যুর পর আমার সমুদয় সম্পদ অমুকের এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, সে বলেছে, আমার মৃত্যুর পর আমার সমুদয় সম্পদ অমুকের জন্য সাদকা, এটা এক মজলিসে হোক বা দুই মজলিসে, তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে (আয-যখীরা)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি দুই সাক্ষী ওকালত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের একজন অতিরিক্ত বলে যে, সে তাকে বরখাস্ত করেছে, তবে ওকালত সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। বরখাস্ত সম্পর্কে বৈধ হবে না (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে যে, অমুক তার গোলামকে ব্যবসায়ের অনুমতি দিয়েছে এবং এ সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী পেশ করে, যাদের একজন অনুমতি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় এই যে, মুনীব তাকে বেচাকেনা করতে দেখে নিষেধ করেনি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতওয়া-কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত সাবালক গোলাম যদি দেনাদার হয়ে যায় এবং মুনীব বলে, আমার গোলামের প্রতি ব্যবসা-বাণিজ্যের নিষেধাজ্ঞা আছে এবং পাওনাদার বলে, সে অনুমতিপ্রাপ্ত, তবে মুনীবের কথাই গ্রহণযোগ্য। তারপর পাওনাদার যদি দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করে, যাদের একজন সাক্ষ্য দেয়, মুনীব তাকে কাপড় কেনার অনুমতি দিয়েছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, সে তাকে খাদ্য কেনার অনুমতি দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। এমনিভাবে যদি একজন সাক্ষ্য দেয়, মুনীব তাকে বলেছে, তুমি কাপড় বেচাকেনা কর এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, মুনীব তাকে বলেছে, খাদ্য বেচাকেনা কর, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৪১. মাসআলা ঃ দুই সাক্ষী কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু তাদের মধ্যে সময়, স্থান বা কার্য সংঘটন ও সংঘটনের স্বীকারোক্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে সেটা কি কেবলই কথা, না অন্য কিছু ? যদি কেবল কথা হয়ে থাকে, তবে তা বেচাকেনা, ইজারা, তালাক, দাসমুক্তি, আপোসরফা, পরিশোধের দায় থেকে মুক্তি দেয়া উত্যাদি হতে পারে। নীচে মাসআলার রূপ দেয়া গেল ঃ এক ব্যক্তি এক হাজারের

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিনিময়ে ক্রয়ের দাবী করল। সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দিল যে, সে তার কাছ থেকে এক হাজারের বিনিময়ে ক্রয় করেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক্রয়ের স্থান, ক্রয় কাল, সময় বা মাস নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। অথবা তারা এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু একজন বলল, সে বিক্রি করেছে এবং অন্যজন বলল, সে বিক্রির কথা স্বীকার করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। তালাকের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

যদি একজন সাক্ষ্য দেয়, সে আজ তাকে এক তালাক দিয়েছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, সে গতকাল তালাক দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, আজ এক হাজার দিরহামের কথা স্বীকার করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, সে এক হাজারের কথা স্বীকার করেছে গতকাল, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। সাক্ষীদ্বয়ের মধ্যে ঘটনার দিন, স্থান ও শহর সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয় না। হা, তারা যদি বলে, আমরা একই দিন ও একই স্থানে পাওনাদারের সাথে ছিলাম এবং তারপর তাদের মধ্যে দিন, স্থান ও শহরের বর্ণনায় বিরোধ দেখা দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, আমি তাদের সাক্ষ্য বৈধ সাব্যস্ত করব।

কেননা তাদের দায়িত্ব কেবল সাক্ষ্যের, বিষয়টা মনে রাখা নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কিয়াস তো তাই, যা ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে আমি ইসতিহসান অবলম্বন করব এবং সে মতে তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দেব, যেহেতু এ অবস্থায় তাদের সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। অবশ্য একই দিনের সময় বর্ণনার মধ্যে যদি তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ঘটে তবে সেটা দূষণীয় নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা ঃ রাশীদুদ্দীন (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, বিক্রেতা যদি দাবী করে, সে এই শর্তে বিক্রি করেছে যে, সে দাম দিলে ক্রেতা মাল ফেরৎ দেবে, কিন্তু ক্রেতা তা অস্বীকার করে, ফলে সে সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, যাদের একজন বলে, সে ফেরতের শর্তে বিক্রি করেছে এবং অন্যজন বলে, ক্রেতা ফেরত দেয়ার শর্তে ক্রয়ের কথা স্বীকার করেছে। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৪৩. মাসআলা ঃ দুই সাক্ষী কারও সম্পর্কে স্ত্রী তালাকের সাক্ষ্য দিল, একজন বলল, জুমুআর দিন বসরায় বসে তালাক দেয়ার কথা, আর অপর সাক্ষী জুমুআর দিন কূফায় বসে তালাক দেয়ার কথা, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা একজনের সাক্ষ্য অবশ্যই ভুল। কারণ একই দিন এক ব্যক্তি কূফা ও বসরায় থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে তাদের একজন যদি সাক্ষ্য দেয়, সে তাকে কূফায় তালাক দিয়েছে এবং অন্যজন বলে, সে তাকে বসরায় তালাক দিয়েছে, কিন্তু কেউ সুনির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ না করে। সেক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মাবসূত)।

৪৪. মাসআলা ঃ তারা যদি সে সম্পর্কে পৃথক দুই দিন সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের মধ্যে এতটুকু সময়ের ব্যবধান থাকে, যে সময়ে একজন সওয়ারী কূফা হতে মক্কায় পৌঁছতে পারে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-বাহরুর রাইক)।

৪৫. মাসআলা ঃ কেউ আপোসরফা সম্পর্কে দুই জন সাক্ষী উপস্থিত করল। এখন কাযী যদি তাদেরকে তারিখ বলতে বাধ্য করে আর তাদের একজন বলে, এটা সাত মাস বা তার কিছু আগে পরের কথা এবং অপরজন বলে, আমার ধারণা তা তিন বছর আগে হয়েছিল, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যেহেতু তাদের বর্ণিত দুই তারিখের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, যদিও তারা তারিখ বর্ণনায় বাধ্য ছিল না (আল-কুনয়া)।

৪৬. মাসআলা ঃ যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া হয়, তা যদি কথা হয় এবং তার সংঘটন ও স্বীকারোক্তির শব্দের মধ্যে সাক্ষ্যদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যেমন ইমাম ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'হুদূদ' অধ্যায়ে বলেন, দুই সাক্ষীর একজন যদি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, অপবাদদাতা অপবাদ দেয়ার কথা স্বীকার করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং এ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। যদি উভয়ে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু স্থান ও কালের বর্ণনায় তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে গৃহীত হবে না (আল-মুহীত ; ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৭. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয়ের মধ্যে যদি এমন কোন কার্য সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়, যা কর্মের সঙ্গে যুক্ত, যেমন ঋণ, তবে তার বিধান তালাকের অনুরূপ (আল-খুলাসা)।

৪৮. মাসআলা ঃ সাক্ষ্যের বিষয় যদি কার্যত ও আইনত কর্মজাতীয় হয়, যেমন জবরদখল ও দৈহিক আঘাত জনিত অপবাধ আর এক্ষেত্রে সাক্ষীদের মধ্যে স্থান, কাল কিংবা সংঘটন ও সংঘটনের স্বীকারোক্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৯. মাসআলা ঃ জবরদখলের মাল যদি ধ্বংস হয়ে যায় এবং সাক্ষীদ্বয় তার মূল্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, একজন বলে তার মূল্য এক হাজার এবং অন্যজন বলে, জবরদখলকারী স্বীকার করেছে তার মূল্য একহাজার, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আজ-জহীরিয়্যা)।

৫০. মাসআলা ঃ যদি নিহতের অভিভাবক হত্যাকাণ্ডের দাবী করে এবং দুই জন সাক্ষী পেশ করে, যাদের একজন সাক্ষ্য দেয়, বিবাদী তাকে হত্যা করেছে এবং অপর জন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে হত্যা করেছে বলে স্বীকার করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৫১. মাসআলা ঃ তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ঘাতক তাকে হত্যা করার কথা স্বীকার করেছে, কিন্তু দুইজনে দুই সময় ও দুই স্থানের কথা উল্লেখ করে, তবুও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আস-সিরাজিয়া)।

৫২. মাসআলা ঃ যদি হত্যার অস্ত্র সম্পর্কে দুই জনের সাক্ষী দুই রকম হয়, যেমন একজন বলল, সে লাঠির আঘাতে হত্যা করেছে এবং অন্যজন বলল, তরবারি দ্বারা হত্যা করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫৩. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষ্য দেয়, সে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, সে ভুলে হত্যা করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি একজন বলে, সে তাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছে এবং অন্যজন বলে, কিসের দ্বারা হত্যা করেছে আমি জানি না, তবুও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আয-যখীরা)।

৫৪. মাসআলা ঃ সাক্ষ্যের বিষয় যদি এমন কথা হয়, যা 'কার্য' ছাড়া পূর্ণ হয় না, যেমন বিয়ে আর সাক্ষিগণ তার স্থান, কাল এবং সংঘটন ও সংঘটনের স্বীকারোক্তি নিয়ে দুই রকম সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি এমন চুক্তির সাক্ষ্য নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ হয়, যা কবজা ছাড়া পূর্ণ হয় না, যেমন হিবা, সাদকা ও বন্ধক, তবে তার বিধান নীম্নরূপ ঃ

সাক্ষিগণ যদি কবজা প্রত্যক্ষ করেছে বলে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তার দিন ও শহর সম্পর্কে দুই রকম কথা বলে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বন্ধকদাতা, সাদকাকারী ও হিবাকারী কবজার কথা স্বীকার করেছে তবে তিনও ইমামের মতে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৫. মাসআলা ঃ যদি বন্ধকের দাবী করে এবং এক সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, সে কবজা প্রত্যক্ষ করেছে এবং অন্য সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক কবজা করার কথা স্বীকার করেছে, তবে তা গৃহীত হবে না। এক্ষেত্রে বন্ধক জবরদখলের মত (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৫৬. মাসআলা ঃ যদি পাওনাদার বা দেনাদারের পোশাক বা বাহন সম্পর্কে দুই সাক্ষী দুই রকম বর্ণনা দেয়, কিংবা একজন সাক্ষী বলে, আমাদের সঙ্গে অমুক লোক ছিল এবং অন্যজন বলে, আমাদের সঙ্গে সে ছিল না। তবে এ সম্পর্কে 'আল-আসল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সাক্ষ্য গৃহীত হবে, বাতিল হবে না (আজ-জহীরিয়্যা)।

৫৭. মাসআলা ঃ যদি গরু জবরদখলের সাক্ষ্যে রং এবং বিবরণ ভিন্ন হয় তা হলে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৫৮. মাসআলা ঃ কারও সম্পর্কে একটি গরু চুরির সাক্ষ্য দিতে গিয়ে রং বিভিন্ন বললে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার হাত কাটা হবে, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেন, এ মতভেদ সেই ক্ষেত্রে, যখন দুই রং সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। যেমন কাল ও লাল, বা লাল ও হলুদ। দুই রং যদি সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই, যেমন সাদা ও কাল। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, সর্ব প্রকার রংয়ের ক্ষেত্রেই তাদের মতভেদ আছে (আল-কাফী)।

৫৯. মাসআলা ঃ চুরি যাওয়া গরুর মালিক যদি কোন এক রং নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন লাল, কিন্তু সাক্ষ্যদ্বয়ের একজন বলে, কালো, তবে তিনও ইমামের মতে তার হাত কাটা হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৬০. মাসআলা ঃ একই রকমের মতভেদ সেই ক্ষেত্রেও যখন কোন কাপড় সম্পর্কে দুই সাক্ষী দুই রকম বর্ণনা দেয়। যেমন একজন হয়ত বলল, সেটি হারাবী কাপড় এবং অন্যজন

বলল, সেটি মারবী কাপড়। যদি স্থান ও কাল সম্পর্কে দুই সাক্ষী দুই কথা বলে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আত-তাবয়ীন)।

৬১. মাসআলা ঃ যদি এক সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, সে একটি গাভী চুরি করেছে এবং অন্যজন বলে, ষাড় চুরি করেছে। কিংবা একজন সাক্ষ্য দেয়, সে একটি গরু চুরি করেছে এবং অন্যজন বলে, সে একটি গাধা চুরি করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৬২. মাসআলা ঃ যদি বাদী মালিকানার সূত্র উল্লেখ ছাড়াই কেবল মালিকানা দাবী করে এবং একজন সাক্ষী সূত্রসহ মালিকানার সাক্ষ্য দেয় এবং অন্যজন কেবল মালিকানার সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং নতুন মালিকানা প্রাপ্তির রায় দেয়া হবে। যদি সূত্রসহ মালিকানার দাবী করে এবং এক সাক্ষী সেভাবেই সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু অন্যজন কেবল মালিকানার সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে না। রাশীদুদ্দীন (র) এরূপ উল্লেখ করেছেন। যদি এক সাক্ষী তারিখসহ মালিকানার সাক্ষ্য দেয় এবং অপর সাক্ষী তারিখ ছাড়া কেবল মালিকানার সাক্ষ্য দেয় আর বাদী তারিখসহ মালিকানার দাবী করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি তারিখ ছাড়া মালিকানার দাবী করে, তবে গৃহীত হবে এবং তারিখসহ মালিকানার পক্ষে রায় দেয়া হবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬৩. মাসআলা ঃ 'আল-জামি' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কেউ যদি কোন বিষয়ে মালিকানা দাবীর পক্ষে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে, যাদের একজন সাক্ষ্য দেয়, সে তার মালিক হয়েছে এবং অপরজন সাক্ষী দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছে। বাদী এ জিনিসের মালিক, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৪. মাসআলা ঃ পক্ষান্তরে একজন যদি দেনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, বিবাদী দেনার কথা স্বীকার করেছে। তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬৫. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, গোলামের দখলদার স্বীকার করেছে বাদীই এ গোলামের মালিক এবং অন্যজন সাক্ষী দেয় যে, সে স্বীকার করেছে, বাদী তার কাছে গোলামটি গচ্ছিত রেখেছে। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং রায় দেয়া হবে যে, গোলামটি দাবীদার ব্যক্তির।

যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, গোলামের দখলদার স্বীকার করেছে যে গোলামটি দাবীদার ব্যক্তির এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, গোলামটি তার এবং সে এটি তার কাছে গচ্ছিত রেখেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং রায় দেয়া হবে যে, গোলামটি দাবীদার ব্যক্তির (আল-মুহীত)।

৬৬. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছে গোলামটি বাদীর এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছে, বাদী গোলামটি তার কাছে রেখেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং বাদীর মালিকানার অনুকূলে রায় দেয়া হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬৭. মাসআলা ঃ অবশ্য উপরি উক্ত ক্ষেত্রে বিবাদীকে আদেশ করা হবে যেন বাদীর হাতে গোলামটি ফেরত দেয় (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৬৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'গাসাব' অধ্যায়ে বলেন, কেউ যদি কারও হাতে থাকা বাঁদী সম্পর্কে দাবী করে এটি তার এবং এ সম্পর্কে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে, যাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, বাঁদীটি দাবীদার ব্যক্তির, এই বিবাদী এটি তার কাছ থেকে জবরদখল করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, এটি তার বাঁদী, একথা না বলে যে, সে তার কাছ থেকে জবরদখল করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি একজন সাক্ষ্য দেয়, এটি তার বাঁদী এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, এটি তার বাঁদী ছিল, তবে সে সাক্ষ্যও গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে যদি একজন সাক্ষ্য দেয়, এটি তার হাতে ছিল এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয়, এটি তার হাতে আছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

৬৯. মাসআলা ঃ একজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, যার হাতে আছে সে স্বীকার করেছে যে, গোলামটি দাবীদার ব্যক্তির এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে এটি দাবীদার ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করেছে, আর দাবীদার ব্যক্তি বলে, সাক্ষী যা বলেছে দখলিদার ব্যক্তি তা স্বীকার করেছে, কিন্তু আমি তার কাছে কোন কিছু বিক্রি করিনি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং রায় দেয়া হবে যে, গোলামটি দাবীদার ব্যক্তির। দাবীদার ব্যক্তি যদি বলে, দখলিকার ব্যক্তি দু'টি বা একটি স্বীকার করেছে, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

৭০. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কেউ যদি কারও কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে বলে দাবী করে এবং একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, দেনাদার স্বীকার করেছে এই ব্যক্তির কাছে তার এক হাজার দিরহাম ঋণ আছে এবং অন্য সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, দেনাদার স্বীকার করেছে তার কাছে দাবীদারের একটা মালের দাম পাওনা রয়েছে, যা তার কাছ থেকে সে কিনেছিল, কিন্তু বাদীর দাবী হচ্ছে যে, বিবাদী তার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল, সেটাই তার পাওনা এবং সাক্ষী তার পক্ষে এরই সাক্ষ্যদাতা হয়েছিল, তবে এতদদ্বারা সে তার সেই সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্নকারী হবে, যে সাক্ষ্য দিয়েছে, তার পাওনা হচ্ছে একটা মালের দাম। যদি বলে, তারা এ উভয় বিষয়েরই সাক্ষী হয়েছিল, কিন্তু তার কাছে আমার আসল পাওনা ছিল ঋণ, তবে তার কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকার রায় দেয়া হবে। যদি বলে, তার কাছে আমার পাওনা হচ্ছে একটা পণ্যের দাম, যা আমি তার কাছে বিক্রি করেছিলাম এবং সে তা আমার কাছ থেকে কবজা করেছিল আর এ দুই ব্যক্তিকে সেই বিষয়েরই সাক্ষী রাখা হয়েছিল, যে বিষয়ে তারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তবে তার সে কিছু পাবে বলে রায় দেয়া হবে না। যাবত না সে আরেকজন সাক্ষী উপস্থিত করে, যে সাক্ষ্য দেবে যে, তার পাওনা হচ্ছে একটা পণ্যের দাম, যেমন একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে। পাওনাদার যদি স্বীকার করে, তার পাওনা হচ্ছে একটা পণ্যের দাম, তবে তার কবজা সম্পর্কে দুইজন সাক্ষী পেশ করতে হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭১. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয়, দেনাদার স্বীকার করেছে যে, তার কাছে এই ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা রয়েছে, যা সে তার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, দেনাদার স্বীকার করেছে সে এই ব্যক্তির জন্য অমুকের পক্ষ থেকে তার আদেশে এক হাজার দিরহামের জামিন হয়েছিল, এই ব্যক্তি সেটাই তার কাছে পাবে, তবে দেখতে হবে পাওনাদার কি বলে। সে যদি বলে, এ দুই ব্যক্তি আমার পক্ষে এ দুই বিষয়েরই সাক্ষী হয়েছিল, যেমন উপরে বলা হয়েছে আর তার কাছে আমার পাওনা হচ্ছে ঋণ, যা সে আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল, তবে তার পাওনার পক্ষে রায় দেয়া হবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, অপর সাক্ষী যেমন বলেছে সে অমুকের পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের জামিন হয়েছিল, তার কাছে আমার পাওনা সেটাই, তবে তার কোন পাওনার পক্ষে রায় দেয়া হবে না। এক্ষেত্রে জামিন হওয়া ও বেচাকেনার একই বিধান। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুসারে উভয় অবস্থায়ই তার পাওনা সাব্যস্ত হয়ে যাওয়া চাই (আয-যখীরা)।

৭২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও হাতে থাকা গোলাম সম্পর্কে দাবী করে সেটি তার এবং এ সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করে, যাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে এ গোলামটি সে তাকে হিবা করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে গোলামটি তার কাছ থেকে একশত দীনারে ক্রয় করেছে, তবে দাবীদার গোলামটি নিয়ে নিবে। এমনিভাবে যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে গোলামটি তার কাছ থেকে একশত দীনারে ক্রয় করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে এটি তার কাছ থেকে একহাজার দিরহামে ক্রয় করেছে, তখনই অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-খুলাসা)।

৭৩. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, যার হাতে গোলামটি আছে সে স্বীকার করেছে দাবীদার ব্যক্তি গোলামটি তাকে হিবা করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, দখলিকার ব্যক্তি স্বীকার করেছে, দাবীদার এ গোলামটি তাকে সাদকা করেছে, অন্যদিকে দাবীদার ব্যক্তি বলে যে, যার হাতে গোলামটি আছে, সে উভয় কথাই স্বীকার করেছে, কিন্তু আমি তাকে অন্য কিছু হিবাও করিনি এবং সাদকাও করিনি, তবে রায় দেয়া হবে যে, গোলামটি দাবীদার ব্যক্তিরই। এমনিভাবে তাদের একজন যদি সাক্ষ্য দেয় যে, যার হাতে গোলামটি আছে, সে স্বীকার করেছে, সে এটি বাদীর নিকট থেকে দশ দিরহামে ভাড়া নিয়েছে আর অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে এটি বাদীর নিকট থেকে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছে অথবা একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে বাদীকে লক্ষ্য করে দখলিকারকে বলতে শুনেছে, তুমি এ গোলামটি আমাকে হিবা কর আর অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে বাদীকে লক্ষ্য করে দখলিকারকে বলতে শুনেছে, তুমি আমাকে এটি সাদকা দাও কিংবা এক সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, যার হাতে গোলামটি আছে সে বাদীকে বলেছে, তুমি একে আমার কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি কর এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে বাদীকে বলেছে, তুমি এটি আমার কাছে একশত দীনারে বিক্রি কর আর বাদী বলে, দখলদার ব্যক্তি এ সবই স্বীকার করেছে, কিন্তু আমি এটি তার কাছে বিক্রিও করিনি এবং ভাড়াও দেইনি, তবে কাযী এসকল অবস্থায় রায় দেবে যে, গোলামটি দাবীদার ব্যক্তিরই (আয-যখীরা)।

৭৪. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, যার হাতে গোলামটি আছে, সে স্বীকার করেছে, গোলমাটি দাবীদারের এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে, এটি দাবীদারের নিকট থেকে ভাড়া এনেছে বা তার থেকে বন্ধক রেখেছে কিংবা তার কাছ থেকে জবরদখল করেছে, তবে রায় দেয়া হবে যে, গোলামটি দাবীদার ব্যক্তির। এটা সেই অবস্থায় যখন বাদী বলবে যে, সাক্ষিগণ যা বলেছে দখলদার ব্যক্তি তা স্বীকার করেছে কিন্তু আমি গোলামটি তার কাছে বিক্রি করিনি, ভাড়া দেইনি, বন্ধক রাখিনি কিংবা সে এটি আমার কাছ থেকে জবরদখলও করেনি। কেননা এরূপ না বললে, তার পক্ষ হতে একজন সাক্ষীকে তার প্রদত্ত সাক্ষের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হচ্ছে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৭৫. মাসআলা ঃ যার হাতে গোলামটি আছে সে যদি স্বীকার করে যে, গোলামটি দাবীদার ব্যক্তিরই ছিল এবং সেই সঙ্গে দাবী করে যে, সে এটি তাকে সাদকা দিয়েছে এবং এ সম্পর্কে সে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে, যাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, সে এই গোলামটি এই বিবাদীকে সাদকা করেছে এবং অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে এটি এই বিবাদীকে হিবা করেছে, তবে কাযী এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, যদি না অন্য একজন সাক্ষী উপস্থিত করে, যে হিবা বা সাদকা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

পক্ষান্তরে যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার বস্তুটি দখলদারকে হিবা করার কথা এবং কবজা করার কথা স্বীকার করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে এটি এই দখলদার ব্যক্তিকে দান করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৭৬. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে এ গোলামটি তার কাছ থেকে গ্রহণ করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, এ গোলামটি তার, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা)।

৭৭. মাসআলা ঃ কোন লোক সম্পর্কে যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে এ গোলামটি অমুকের নিকট থেকে নিয়েছে এবং দ্বিতীয় সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে, এ গোলামটি অমুকের, তবে তারা যার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে, তার পক্ষে এ রায় দেয়া হবে না যে, গোলামটি তার (আল-মুহীত)।

৭৮. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে, সে এটি তার থেকে নিয়েছে আর অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে, অমুক এটি তার কাছে আমানত রেখেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। সুতরাং বিবাদীকে গোলাম ফেরত দেয়ার আদেশ করা হবে। অবশ্য এই রায় দেয়া হবে না যে, সে ব্যক্তি গোলামটির মালিক। তদ্রূপ আমানতের সাক্ষ্যদাতা যদি বলত, বিবাদী স্বীকার করেছে, গোলামটি অমুক ব্যক্তি তার হাতে রেখেছে, সে ক্ষেত্রেও উভয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হত (আয-যখীরা)।

৭৯. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, যার হাতে গোলামটি আছে, সে স্বীকার করেছে, সে এ গোলামটি দাবীদার ব্যক্তির নিকট থেকে জবরদখল করেছে আর অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে, এই দাবীদার ব্যক্তি গোলামটি তার হাতে আমানত রেখেছে অথবা সে স্বীকার করে যে, সে এটি এই দাবীদারের নিকট থেকে গ্রহণ করেছে, তবে তাদের

সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং বিবাদীকে আদেশ করা হবে, সে যেন গোলামটি বাদীর হাতে ফেরত দেয়। কিন্তু এ রায় দেয়া হবে না যে, বাদী এর মালিক। সুতরাং গোলামটির মালিকানা সম্পর্কে বিবাদী তার দাবীর উপর বলবৎ থাকবে। কাজেই সে যদি এরপর প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, গোলামটি তার, তবে কাযী তার পক্ষে মালিকানার রায় দেবে।

'আল-মুনতাকা' গ্রন্থেও এ মাসআলাটি আছে, তবে তাতে গোলামের স্থলে কাপড়ের কথা আছে। একজন সাক্ষ্য দিল যে, কাপড়ের দখলদার বাদীর কাছ থেকে জবরদখলের কথা স্বীকার করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দিল যে, বাদী এটি তার হাতে আমানত রেখেছে বলে স্বীকার করেছে, আর বাদী বলে, সাক্ষীদ্বয় যা বলেছে, তা সবই সে স্বীকার করেছে বটে, কিন্তু সে এটি আমার নিকট থেকে জবরদখল করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এ মাসআলায় গোলাম সংক্রান্ত মাসআলার চেয়ে এই কথাটুকু বেশী আছে যে, 'বাদী বলে যে, সাক্ষীদ্বয় যা বলেছে তা সবই সে স্বীকার করেছে.....' । এক্ষেত্রে যার হাতে কাপড়টি আছে, তার ব্যাপারে সাব্যস্ত করা হবে যে, সে কাপড়টিতে দাবীর মালিকানা স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং এরপর যদি সে কাপড়টিতে নিজের মালিকানা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে না।

তারপর বলা হয়েছে, তাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছে, সে এটা বাদীর নিকট থেকে জবরদখল করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে, এটা তার কাছ থেকে নিয়েছে, তবে রায় দেয়া হবে যে, কাপড়টি বাদীর। কিন্তু বিবাদীকে স্বীয় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ধরা হবে।

তারপর বলা হয়েছে, যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী স্বীকার করেছে এ কাপড়টি সে তার কাছ থেকে নিয়েছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে বাদী তার কাছে এটা আমানত রেখেছে আর বাদী বলে, সাক্ষীদ্বয় যা বলেছে সে তা স্বীকার করেছে বটে, কিন্তু আমি তার কাছে এটা আমানত রাখিনি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, গোলামের দখলদার স্বীকার করেছে গোলামটি ব্যক্তিরই এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার ব্যক্তি এটা তার কাছে আমানত রেখেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং রায় দেয়া হবে যে, গোলামটি দাবীদারের (আল-মুহীত ; আয-যখীরা)।

৮০. মাসআলা ঃ যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী বাদীর এক হাজার দিরহাম পাওনার কথা স্বীকার করেছে, যা সে তার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল এবং অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে বাদী তার কাছে এক হাজার দিরহাম আমানত রেখেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন বাদী তার দাবীতে পাওনার সূত্র উল্লেখ না করে। পক্ষান্তরে যদি সে তার দাবীতে সাক্ষীদ্বয় বর্ণিত দুই সূত্রের কোন এক সূত্র উল্লেখ করে, তবে তার পক্ষ হতে একজন সাক্ষীকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হবে। ফলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। উপরোক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে, যখন তারা উভয়ে বিবাদীর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু পাওনা স্বীকারের সূত্র সম্পর্কে দুইজনে দুই কথা বলে। পক্ষান্তরে তাদের একজন যদি সাক্ষ্য দেয়, এই বিবাদীর কাছে এই ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা রয়েছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যা সে তার কাছ থেকে ঋণ স্বরূপ নিয়েছিল এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, তার কাছে বাদীর এক হাজার দিরহাম আমানত রয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

৮১. মাসআলা ঃ ঋণের দাবীদারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, এই মূল্যে ক্রয় করেছে আর অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, বিক্রেতা এই ক্রেতার কাছে গোলামের মূল্য বাবদ দশ দীনার চেয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

যদি কোন স্ত্রীলোক কোন জমিতে নিজ মালিকানা দাবী করে এবং একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, মহিলা এ জমির মালিক, কেননা তার স্বামী তার মোহরানার বিনিময়ে তাকে এ জমি দিয়েছে আর অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে এর মালিক, কেননা তার স্বামী এতে তার মালিকানা স্বীকার করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেউ বলেন, গৃহীত হবে না।

যদি একজন সাক্ষ্য দেয়, তার স্বামী মোহরানা বাবদ এটা তাকে দিয়েছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী স্বীকার করেছে, সে এই জমি তাকে মোহরানা বাবদ দিয়েছে, তবে তা গৃহীত হবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৮২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন 'আকার'-এ (বাস্তু ভিটায়) পিতার মীরাসী স্বত্ব দাবী করে আর একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, এই 'আকার'-এর মালিক এই বাদী এবং অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, এই 'যায়'আ' (ভূমি)-এর মালিক এই বাদী, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা 'আকার' বলা হয়, এমন ভূমিকে যার উপর ঘর-বাড়ি আছে, আর 'যায়'আ' বলতে কেবল ভূমিকে বোঝায়, অন্য কিছুকে নয়। কাজেই এটা এরকম হল যে, কেউ 'আকার'-এর মালিকানা দাবী করল এবং সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল বুসতান (বাগান) সম্পর্কে যা গ্রহণযোগ্য নয় (খিযানাতুল মুফতীন)।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ নেতিবাচক বিষয়ে সাক্ষ্য এবং পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য প্রসঙ্গ

১. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষী যদি কারও সম্পর্কে কোন কথা বা কোন কাজের সাক্ষ্য দেয়, যদ্বারা ইজারা, কিতাবাত, বেচাকেনা, কিসাস, মাল, তালাক বা দাসমুক্তি সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং সাক্ষ্যদ্বয় তার কোন স্থানের বর্ণনা দেয় কিংবা কোন দিনের নাম বলে, তারপর সে ব্যক্তি অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্য যার বিরুদ্ধে গেল, সে দু'জন সাক্ষী পেশ করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে সেখানে ছিল না বা সে তারিখ সে তাদের বর্ণিত স্থানে ছিল না, তবে সে সম্পর্কে তার পক্ষ হতে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ এমনিভাবে তারা যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল সে যদি অন্য দুইজন সাক্ষী পেশ করে এবং তারা প্রথম সাক্ষীদ্বয় বর্ণিত স্থানের বিপরীতে অন্য কোন স্থানের উল্লেখ পূর্বক সাক্ষ্য দেয় যে, সে সেই স্থানে ছিল, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আয-যখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যেসব সাক্ষ্যে বলা হয়, অমুক ব্যক্তি এ কথা বলেনি বা এই কাজ করেনি কিংবা এরূপ স্বীকার করেনি, তা গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, এ বস্তু অমুকের ছিল না, তবে তা গৃহীত হবে না। এমনিভাবে যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, অমুকের কাছে অমুকের কোন দেনা ছিল না, তাও গৃহীত হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি কারও কাছে তার কোন হক সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং তার পক্ষে সে ব্যাপারে রায় দেয়া হয়, তারপর বিবাদী বলে, আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব যে, তা আমার, তবে তার পক্ষ হতে তা গৃহীত হবে না (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ যে দুই সাক্ষ্য একই অবস্থায় একত্র হলে তার একটি দ্বারা অপরটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় এবং এ কারণে উভয় সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়, বিচারক যদি তার কোন একটি প্রথমে গ্রহণ করে ফেলে, তবে অন্যটি মিথ্যা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যেমন কারও সম্পর্কে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল যে, সে কুরবানীর দিন তার স্ত্রী 'আম্‌রা'-কে কূফায় বসে তালাক দিয়েছে, তারপর যদি অন্য দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে এই দিন মক্কায় বসে যয়নবকে তালাক দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। বিচারক যদি এক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা দিয়ে দেয় এবং তারপর অন্য সাক্ষ্য পেশ করা হয়, তবে দ্বিতীয়টি গৃহীত হবে না। যদি দুই সাক্ষ্য ভিন্ন দুই দিনে প্রদত্ত হয় এবং উভয়ের মধ্যে এতটুকু সময়ের ব্যবধান থাকে, যে সময়ে একজন আরোহী কূফা থেকে মক্কায় পৌঁছতে পারে, তবে দ্বিতীয় সাক্ষ্য বৈধ হবে (আল-মুহীতঃ আস-সারাখসী)।

৬. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষী যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে কুরবানীর দিন মিনায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, তারপর অন্য দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার পরে কূফায় তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

গোলামকে আযাদ করে দিয়েছে, তবে কাযী প্রথম সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তালাকের ব্যাপারে রায় দিয়ে দেবে। যদি এটা সম্ভব হয় যে, বর্ণিত দুই সময়ে তার পক্ষে দ্রুততম সফরের মাধ্যমে উভয় স্থানে থাকা সম্ভব, তবে কাযী উভয় সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উভয় বিষয়ে রায় ঘোষণা করবে। অন্যথায় দ্বিতীয় সময় সংক্রান্ত সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোক যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মৃত ব্যক্তি কুরবানীর দিন মক্কায় তাকে বিয়ে করেছে এবং কাযী তার পক্ষে রায় দিয়ে দেয়, তারপর অন্য এক মহিলা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে ব্যক্তি একই দিনে খুরাসানে তাকে বিয়ে করেছে, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ দুই সাক্ষী যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে কুরবানীর দিন মক্কায় যায়দকে হত্যা করেছে এবং অন্য দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে কুরবানীর দিন তাকে কূফায় হত্যা করেছে এবং তারা সকলে বিচারকের নিকট একত্র হয়, তবে কাযী কোন সাক্ষ্যই গ্রহণ করবে না। যদি এ সাক্ষ্য প্রথমে প্রদত্ত হয় এবং কাযী সে অনুযায়ী রায় দিয়ে দেয়, তারপর দ্বিতীয় সাক্ষ্য পেশ করা হয়, তবে তা গৃহীত হবে না (আল-হিদায়া)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে কুরবানীর দিন মক্কায় তাকে আঘাত করে এই জখমটি করেছে। কাযী সে সম্পর্কে রায় দিয়ে দিল। তারপর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীদ্বয়ের একজন সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেই কুরবানীর দিন মক্কায় এই আঘাতটি করেছে, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি প্রথম সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী কাযী রায় দিয়ে না থাকে, ইতোমধ্যে দ্বিতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির হয়ে যায় এবং এভাবে তার আদালতে উভয় দাবী ও উভয় সাক্ষ্য একত্র হয়ে যায়, তবে কাযী উভয়টিই বাতিল করে দিবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ 'আন-নাওয়াদির'-এ আছে, কেউ যদি কারও সম্পর্কে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার পিতাকে কুরবানীর দিন মক্কায় হত্যা করেছে এবং অপর এক পুত্র অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে কুরবানীর দিন কূফায় তার পিতাকে হত্যা করেছে, তবে উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তাদের প্রত্যেকে অর্ধ দিয়ত (রক্তপণ) পাবে বলে রায় দেয়া হবে।

যদি নিহত দুইজন ও হত্যাকারী একজন হত, তবে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যেত। 'আল-জামি' গ্রন্থে এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, যদি জ্যেষ্ঠ পুত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, যে মেঝ পুত্র তার পিতাকে হত্যা করেছে মেঝ পুত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ছোট পুত্র তার পিতাকে হত্যা করেছে এবং ছোট পুত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বড় পুত্র তার পিতাকে হত্যা করেছে, তবে তাদের সকলের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং প্রত্যেক পুত্র তার অভিযুক্ত হতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়্যত (রক্তপণ) লাভ করবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা ঃ কারও দখলে থাকা কোন বাড়ি সম্পর্কে কেউ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এ বাড়িটি ছিল তার পিতার এবং তার পিতা অমুক দিন ইন্তিকাল করেছে আর সে তার

উত্তরাধিকারী হিসাবে বাড়িটি লাভ করেছে, সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই আর কোন মহিলা এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ঐ ব্যক্তির পিতা তাকে অমুক দিন বিয়ে করেছিল প্রথম ব্যক্তি তার মৃত্যুর যে তারিখ বলেছিল, তার পরের কোন দিনের উল্লেখ করে এবং তার ঔরসে এই সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তারপর তার মৃত্যু হয়ে যায়, এভাবে সে মীরাস ও মোহরানার দাবী জানায়, তবে কাযী তার মীরাস ও মোহরানা উভয়ের পক্ষে রায় দিবে, তা কাযী আগে পুত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তার পক্ষে রায় দিক বা নাই দিক। কাযী সে মহিলার পেশকৃত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় ঘোষণার পর যদি অন্য কোন মহিলা সাক্ষ্য পেশ করে যে, ঐ ব্যক্তি তার পরে তাকেও বিয়ে করেছিল, তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণও গৃহীত হবে।

১২. মাসআলা ঃ ওয়ারিস যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার পিতাকে অমুক দিন হত্যা করেছে এবং কাযী সে অনুযায়ী রায় প্রদান করে, তারপর কোন মহিলা সাক্ষ্য পেশ করে যে, সেই তারিখের পর সে ব্যক্তি তাকে বিয়ে করেছিল, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা হত্যার দিন সম্পর্কে কাযীর রায় ঘোষিত হয়ে গেছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ পুত্র যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, এই ব্যক্তি বিশ বছর হয়েছে তার পিতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছে এবং সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই, অপর দিকে কোন মহিলা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে পাঁচ বছর আগে তাকে বিয়ে করেছিল এবং এই সকল সন্তান-সন্ততি তারই ঔরসজাত, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মহিলার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে এবং ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী সে সকল সন্তান-সন্ততির পিতৃ পরিচয়ও তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে। হত্যা সম্পর্কে পুত্রের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৪. মাসআলা ঃ মহিলা যদি বিয়ে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করত এবং সন্তান-সন্ততির কথা না বলত, তবে পুত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হত এবং তখন উত্তরাধিকার পুত্রই লাভ করত, মহিলা নয়। সে ক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর কিসাস জারি হত। কেবল পিতৃ পরিচয়ের ব্যাপারেই ইসতিহসান অবলম্বন করা হবে। এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ 'আল-আসল' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে রবীউল আউওয়াল মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে তার পিতাকে হত্যা করেছে, অপরদিকে বিবাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তারা (সাক্ষিগণ) সে তারিখের পর তার পিতাকে জীবিত দেখেছে বা সে তারিখের পর তার পিতা জীবিত ছিল এবং তাকে এক হাজার দিরহাম ঋণ দিয়েছে, যা এখন তার উপর দেনা হয়ে গেছে অথবা কোন ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে যে, সে তার পিতাকে গতকাল এক হাজার দিরহাম দিয়েছে আর তার পিতার নাম এই, তার উপর তা দেনা হয়ে আছে, অপর দিকে অন্য এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার পিতা তার আগেই মারা গেছে কিংবা কোন মহিলা এই মর্মে দুইজন সাক্ষী পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি কুরবানীর দিন কূফায় তার স্ত্রীকে তালাক

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়েছে এবং সে ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সেদিন সে মিনায় হজ্জ পালনরত ছিল, তবে এসব ক্ষেত্রে বাদীর সাক্ষ্যই গৃহীত হবে। বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। হাঁ, যদি সাধারণ লোকজন এসে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আয-যখীরা)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে বিগত বছর ইচ্ছাকৃতভাবে তার পিতাকে হত্যা করেছে এবং অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে গতকাল এক হাজার দিরহামে একটি গোলাম বিক্রি করেছে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে কিসাসের রায় দেয়া হবে এবং বিক্রি, যেটা সর্ব-সাম্প্রতিক ঘটেছে, বাতিল ঘোষণা করা হবে। এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত (আস-সারাখসী, আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ কোন পুরুষ ও নারী সম্পর্কে যদি চারজন পুরুষ ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেয় এবং অপর চারজন সাক্ষী সেই সাক্ষীদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা ব্যভিচারী, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এটা বাতিল আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দ্বিতীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রথম চার সাক্ষীর উপর হদ্দ (শরীআতী শাস্তি) আরোপ করা হবে এবং সে চার সাক্ষী যে দুই নর-নারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে তিনও ইমাম একমত (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, তোমাদের মধ্যে যে কোন একজন এই রুটি খাবে, সে-ই তালাক। তারপর দুই সাক্ষী তাদের কোন একজন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে রুটি খেয়েছে এবং অন্য দুই সাক্ষী অন্য স্ত্রী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে রুটি খেয়েছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি প্রথম দুইজনের সাক্ষ্য অনুযায়ী কাযী রায় দিয়ে ফেলে তবে দ্বিতীয় দুইজনের সাক্ষ্য বাতিল গণ্য হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৯. মাসআলা ঃ কাযী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার পর যদি তাদের দুই দলের একজন মারা যায় এবং অপর দল পুনরায় এসে একই সাক্ষ্য দেয়, তবে তাও গৃহীত হবে না। হাঁ, যদি অপর স্ত্রী অন্য দুইজন সাক্ষী নিয়ে উপস্থিত হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ যদি দুইজন সাক্ষী কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার গোলামকে বলেছিল, আমি যদি আমার এই রোগে মারা যাই তবে তুমি স্বাধীন। আমরা জানি না সে ব্যক্তি সেই রোগেই মারা গেছে কিনা, কিন্তু গোলাম বলে, সেই রোগেই তার মৃত্যু হয়েছে, অন্যদিকে ওয়ারিসগণ বলে, সে তা থেকে আরোগ্য লাভ করেছিল, তবে এক্ষেত্রে কসমের সাথে ওয়ারিসদের কথাই গৃহীত হবে। হাঁ, সেই দুই ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে গোলামের পক্ষেই রায় দেয়া হবে (আয-যখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ যদি বলে, আমি এই রোগে মারা গেলে অমুক গোলাম স্বাধীন এবং আরোগ্য লাভ করলে অমুক গোলাম স্বাধীন, তারপর প্রথম গোলাম বলে, সেই রোগেই তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃত্যু হয়েছে এবং ওয়ারিসগণ বলে, সে তা থেকে আরোগ্য লাভ করেছে, তবে কসমের সাথে ওয়ারিসদের কথাই গৃহীত হবে এবং মৃতের সমুদয় সম্পত্তির অংশ হিসাবে দ্বিতীয় গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। যে গোলামকে বলেছিল, আমি এ রোগে মারা গেলে তুমি আযাদ, সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, সেই রোগেই তার মৃত্যু হয়েছে, তবে তা গৃহীত হবে এবং তার মুক্তির পক্ষে রায় দেয়া হবে। মৃতের যদি এই দুই গোলাম ছাড়া অন্য কোন সম্পদ না থাকে এবং তাদের দুইজনের মূল্য সমান হয়ে থাকে, তবে সে গোলামের দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে এবং বাকী একাংশের জন্য সে কামাই রোজগার করবে এবং ওয়ারিসগণকে সে মূল্য পরিশোধ করবে। যদি (রোগ ও আরোগ্য) উভয় দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে রোগ সম্পর্কিত সাক্ষ্য গৃহীত হবে, আরোগ্য সম্পর্কিত সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।ওয়ারিসগণ যদি বলে, সে সেই রোগেই মারা গেছে, তা থেকে আরোগ্য লাভ করেনি, তবে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অপর গোলাম সমুদয় সম্পত্তি থেকে আযাদ হয়ে যাওয়ার পর এবার সেই গোলামও আযাদ হয়ে যাবে, যার সম্পর্কে মৃত ব্যক্তি বলেছিল, আমি এই রোগে মারা গেলে তুমি আযাদ। অবশ্য সে মুক্তি লাভ করবে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে। সে হিসাবে তার এক-তৃতীয়াংশ তো বিনা মূল্যে আযাদ হবে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশের জন্য সে অর্থোপার্জন করবে, যদি মৃত ব্যক্তির এই দুই গোলাম ছাড়া অন্য কোন সম্পদ না থাকে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ যদি দুই সাক্ষী কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার গোলামকে বলেছিল, আমি যদি নিহত হই তবে তুমি আযাদ। তারপর ঠিকই সে নিহত হয়েছে। অপরদিকে অন্য দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। তবে তার এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হয়ে যাওয়ার ফায়সালা দেওয়া হবে।

এমনিভাবে যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে বলেছিল, এই রোগ বা এই সফরে তার মৃত্যু হলে সে আযাদ। তারপর সেই রোগ বা সেই সফরে তার মৃত্যু হয়েছে। অপর দিকে অন্য দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে সেই সফরে থেকে ফিরে এসেছে এবং আপনজনদের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছে, তবে যারা তার মুক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদের সাক্ষ্যই গৃহীত হবে। যদি শেষোক্ত দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে বলেছিল, আমি যদি এই সফর থেকে ফিরে আসি এবং আমার মৃত্যু বাড়িতে হয়, তবে আমার অমুক গোলাম আযাদ। তারপর সে ফিরে এসে নিজ বাড়িতেই মৃত্যুবরণ করেছে, এদিকে এই সাক্ষীদের সঙ্গে অন্য পক্ষের সাক্ষিগণও কাযীর নিকট এসে একত্র হয়, তবে যারা তার ফিরে আসার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, সে সেই সফরেই মারা গেছে তাদের সাক্ষ্যই গৃহীত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) এই মাসআলা তাঁর 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের 'ওয়াসায়া' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

২৩. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার স্বামী কুরবানীর দিন বাক্কায় তাকে তালাক দিয়েছে এবং তার গোলাম সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে সেদিনই মিনায় আযাদ করেছে। এভাবে উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ কাযীর নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি উভয় দাবীই অস্বীকার করে, তবে উভয় সাক্ষ্যই বাতিল হয়ে যাবে। সে ব্যক্তি

যদি এক পক্ষের সাক্ষী সত্য বলে স্বীকার করে এবং অন্য পক্ষের সাক্ষ্য অস্বীকার করে, তবে রায় দেয়া হবে যে, স্ত্রীর তালাক ও গোলামের মুক্তি উভয়ই সাব্যস্ত হয়ে গেছে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বাদীর সাক্ষিগণ ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার দণ্ডে দণ্ডিত। অমুক শহরের অমুক কাযী তার উপর অমুক সময়ে অপবাদের হদ্দ (শরীআতী শাস্তি) জারি করেছে, এভাবে তারা এমন কোন সময়ের উল্লেখ করে, যে সময়ে সে সংশ্লিষ্ট শহরের কাযী পদে কার্যরত ছিল। অন্যদিকে তারা যার সম্পর্কে 'হদ্দুল কযফ'-এর সাক্ষ্য দিয়েছে, সে বলে, কাযীর 'হদ্দুল কযফ' আরোপ না করার স্বীকারোক্তি সম্পর্কে, তবে কাযী রায় দেবে যে, সে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার দায়ে দণ্ডিত। দণ্ডদাতার কাযীর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের সে সাক্ষ্যের কারণে কাযী এরূপ রায় দেয়া হতে বিরত থাকবে না।

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা যদি শাস্তিদানের সময় উল্লেখ করে এবং বলে, অমুক শহরের কাযী ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার দায়ে তাকে ৪৫৭ হি. সনে শাস্তি দিয়েছে, অন্যদিকে যাদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্য, তারা এই মর্মে সাক্ষী হাযির করে যে, সে কাযী ৪৫৫হি. সনে ইন্তিকাল করেছে, কিংবা তারা সাক্ষ্য দেয় যে, ৪৫৭ হি. সনে কাযী সে শহরে উপস্থিত ছিল না। তবে কাযী এ সাক্ষ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। বরং রায় দিয়ে দেবে যে, সে অপবাদের দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত। হাঁ, শাস্তির পক্ষে সাক্ষ্যদাতাগণ যে সময়ে শাস্তি দানের কথা বলেছে, তার আগে কাযীর মৃত্যুর ব্যাপারটা বা সে সময়ে সে শহরে কাযীর অনুপস্থিত থাকার কথা যদি মানুষের মধ্যে সুবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়, ছোট-বড় ও শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেরই জানা থাকে, তবে কাযী এ রায় দেবে না যে, সে সাক্ষী ইতোপূর্বে কারও প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়ার দায়ে দণ্ডিত। বরং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে ও তার সাক্ষিগণ যে সাক্ষ্য দেবে তা গ্রহণ করতঃ সে অনুযায়ী রায় ঘোষণা করবে।

উপরিউক্ত মাসআলার ভিত্তিতে আমরা একটি ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, যে বিষয়ে আমাদের কাছে ফাতওয়া চাওয়া হয়েছিল। যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে দাবী জানাল, আমার পিতা অমুকের পুত্র অমুক। তোমার কাছে তার একশত দীনার পাওনা ছিল। আমার পিতা তা থেকে কিছু মাত্র উসুল করা ছাড়াই ইন্তিকাল করেছেন। আমি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। কাজেই এখন তার উত্তরাধিকারী হিসাবে আমি সে একশত দীনারের মালিক হয়ে গেছি। এই বলে সে, তার হাতে তা সমর্পণের দাবী জানাল। বিবাদী বলল, ঠিকই আমার কাছে তোমার পিতার একশত দীনার পাওনা ছিল। যেমন তুমি দাবী করেছ। কিন্তু আমি তোমার পিতার জীবদ্দশায় তা থেকে আশি দীনার তাকে পরিশোধ করেছি। আর আমি যা পরিশোধ করেছি বলে দাবী করছি, তোমার পিতা তা কবজা করার কথা তার জীবদ্দশায় সমরকন্দে অমুক তারিখ আমার বাড়িতে বসে স্বীকার করেছে। সে ফারসিতে আমাকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'তোমার কাছে আমার যে একশত দীনার পাওনা ছিল, তা থেকে আশি দীনার কবজা করলাম। এখন তোমার কাছে

আমার পাওনা আছে মাত্র বিশ দীনার।' সে তার এ দাবীর পক্ষে সাক্ষীও পেশ করল। এর জবাবে বাদী বিবাদীকে বলল, আমার পিতা তোমার কাছ থেকে আশি দীনার কবজা করার কথা স্বীকার করেছে বলে তুমি যে দাবী করলে, তোমার এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কেননা তুমি যে তারিখে তার স্বীকারোক্তির দাবী করছ, সে তারিখে সে সমরকন্দ শহরে উপস্থিত ছিল না। অন্য শহরে চলে গিয়েছিল। সে এ সম্পর্কে সাক্ষীও পেশ করল। এখন বাদীর পেশকৃত সাক্ষ্য দ্বারা কি বিবাদীর পেশকৃত সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে ?

উত্তর দেয়া হয়েছে যে, তা বাতিল হবে না। হাঁ, বাদীর পিতা যে তারিখ কবজা করার কথা স্বীকার করেছিল বলে বিবাদীর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিয়েছে, সে তারিখ সমরকন্দে তার উপস্থিত না থাকা ও অন্য শহরে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা যদি এতটা প্রসিদ্ধ হয় যে, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেরই জানা থাকে, তা হলে কাযী বাদীর পেশ করা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিবাদীর সাক্ষিগণকে প্রত্যাখ্যান করবে (আয-যখীরা)।

২৫. মাসআলা ঃ 'আল-জামিউস-সাগীর'-এর 'আল-ইয়ামীন বিল-হাজ্জ' (হজ্জের শপথ) অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কেউ যদি বলে, সে এ বছর হজ্জ না করলে তার গোলাম আযাদ। তারপর সে বলে, হজ্জ করেছি, কিন্তু তার বিপরীতে দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে এ বছর কূফায় কুরবানী দিয়েছে, তবে তার গোলাম আযাদ হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আযাদ হয়ে যাবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার গোলামকে বলে, আমি যদি আজ বাড়িতে প্রবেশ না করি তবে তুমি আযাদ। তারপর গোলাম সাক্ষী উপস্থিত করে এবং তারা বলে, সে বাড়িতে প্রবেশ করেনি। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

উপরিউক্ত মাসআলার আলোকে বলা হয় যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে বিনা অপরাধে মারি, তবে তোমার বিষয়ে তোমার ইখতিয়ার থাকবে।

তারপর সে তাকে মারে এবং বলে, আমি তাকে তার একটি অপরাধের কারণে মেরেছি, কিন্তু স্ত্রী দাবী করে সে তাকে বিনা অপরাধে মেরেছে এবং সে সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে। তবে তা গৃহীত হওয়া উচিত।

যদিও সে সাক্ষ্য নেতিবাচক বিষয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা তা দেয়া হয়েছে শর্ত পাওয়া যাওয়া সম্পর্কে।

কেউ যদি শপথ করে যে, আজ রাতে যদি আমার শাশুড়ি না আসে অথবা এ বিষয়ে যদি আমি তার সাথে কথা না বলি, তবে আমার স্ত্রী তিন তালাক।

তারপর দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে এরূপ শপথ করেছিল কিন্তু তার শাশুড়ি সে রাতে আসেনি বা সে বিষয়ে তার সাথে কথা বলেনি এবং এ কারণে তার স্ত্রী তিন তালাক হয়ে গেছে, তবে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৭. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষী যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু সঙ্গে ইনশাআল্লাহ্ও বলেছে, অপর দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইনশাআল্লাহ্ বলেনি, তবে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

বর্ণিত আছে যে, বুখারার মাশায়িখে কিরামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেউ যদি দাবী করে তার জমি লাখারাজী এবং সপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, এ ব্যক্তির জমি হুররা (মুক্ত), তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে কি ? তাদের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত দেন যে, এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, গৃহীত হবে না। কেননা এ সাক্ষ্য দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, খারাজ না থাকার কথা বলা (অর্থাৎ নেতিবাচক বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া, যা গৃহীত হয় না)। পরবর্তীতে সকলে এ মতই গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং সকলে একমত হয়ে যান যে, এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আয-যখীরা)।

২৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন স্ত্রীলোক সম্পর্কে দাবী করে সে তার স্ত্রী এবং স্ত্রীলোকটি তার দাবী প্রতিহত করার জন্য বলে, তিন তালাকের কারণে আমি তার পক্ষে হারাম। কেননা সে বলেছিল, যদি অমুক দিন গত হয়ে যায় এবং এর ভিতর তোমাকে আসবাব পত্র কিনে না দিই, তবে তুমি তিন তালাক। তারপর সে দিন গত হয়ে গেছে, কিন্তু সে আমাকে আসবাব-পত্র দেয়নি এবং স্ত্রীলোকটি সে সম্পর্কে সাক্ষীও হাযির করে। তবে তার বিরুদ্ধে স্বামীর মামলা খারিজ হয়ে যাবে।

বায়'উস সালাম (অগ্রক্রয়)-এর ক্রেতা যদি দাবী করে যে, বায়'উস সালামের চুক্তি বিশুদ্ধভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। আর বিক্রেতা বলে, তা ফাসিদ (অশুদ্ধ) হয়েছে, কেননা সে মেয়াদ উল্লেখ করেনি এবং এর সপক্ষে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তা গৃহীত হবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

২৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন পশু শাবক সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার মালিক, সেটা তার হক, তার মালিকানায় জন্ম নিয়েছে এবং জন্মাবধি তার মালিকানায় আছে, এমন কোন কারণ ঘটেনি যদ্দরুন সেটি তার মালিকানা হতে বের হয়ে যাবে। তবে কেউ বলেন, তা গৃহীত হবে না, কেউ বলেন, গৃহীত হবে, আমরা শেষোক্ত মতই গ্রহণ করি (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া)।

৩০. মাসআলা ঃ দুধমাতা নিয়োগ কালে যদি শর্ত করা হয়, সে নিজে শিশুকে দুধ পান করাবে। তারপর সে তাকে ছাগলের দুধ পান করায়। তবে সে পারিশ্রমিক পাবে না। সে যদি তা অস্বীকার করে এবং বলে, আমি তাকে কোন পশুর দুধ পান করাইনি, নিজের দুধ পান করিয়েছি, তবে কসমের সাথে তার কথাই গ্রহণ করা হবে। এটা ইসতিহসান সম্মত। শিশুর অভিভাবক যদি তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে সে পারিশ্রমিক পাবে না। শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) মাসআলাটির ব্যাখ্যায় বলেন যে, এটা সেই ক্ষেত্রে যখন সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেবে যে, সে শিশুটিকে ছাগলের দুধ পান করিয়েছে। নিজের দুধ পান করায়নি। পক্ষান্তরে তারা যদি কেবল এতটুকুই বলে যে, সে তাকে নিজের দুধ পান করায়নি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

যদি অভিভাবক ও দুধমাতা উভয়ে আপন- আপন দাবীর পক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করে, তবে দুধমাতার সাক্ষীদের সাক্ষ্যই গৃহীত হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়্যা)।

৩১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তাকে বলতে শুনেছি, 'মাসীহ-আল্লাহ্র পুত্র', সঙ্গে একথা না বলে যে, খৃস্টানগণ বলে, তবে তার সাথে তার স্ত্রীর বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটবে। লোকটি যদি বলে, আমি বলেছি যে, এটা খৃস্টানদের কথা, তবুও সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং বিচ্ছেদ সাধিত হবে।

পক্ষান্তরে তারা যদি বলে, আমরা তাকে বলতে শুনেছি, 'মাসীহ আল্লাহ্র পুত্র', তাকে অন্য কিছু বলতে শুনিনি, তবে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (খিযানাতুল ফাতাওয়া)।

৩২. মাসআলা ঃ কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে দাবী করে যে, সে একটি শিশুকে আদেশ করেছে, যেন তার একটা গাধাকে পিটিয়ে তাদের বাগান থেকে বের করে দেয়। সে মতে বালকটি সেটিকে পিটিয়েছে, ফলে সেটি মারা গেছে এবং সে এ সম্পর্কে দুইজন সাক্ষীও উপস্থিত করে।

অপরদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তি দুইজন সাক্ষী পেশ করে যে, সে গাধাটি জীবিত আছে। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা সে সাক্ষ্য মূলত নেতিবাচক বিষয়ে (মারা না যাওয়া সম্পর্কে) প্রদত্ত হয়েছে [যা গৃহীত হয় না] (আল-কুনয়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশম পরিচ্ছেদ ঃ অমুসলিমদের সাক্ষ্য প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ যিম্মিগণ (মুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিক) যদি পরস্পরে একে অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তা গৃহীত হবে, যদিও তারা আলাদা আলাদা ধর্মের অনুসারী হয়। অবশ্য নির্ভরযোগ্য হওয়া সর্বাবস্থায়ই শর্ত (আল-বাদাঈ)।

৩. মাসআলা ঃ কোন যিম্মি যদি মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বিদেশী অমুসলিমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা জাইয হবে। পক্ষান্তরে যিম্মির বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ নিরাপত্তাপ্রাপ্তগণ যদি একই দেশের নাগরিক হয়, তবে তাদের একের বিরুদ্ধে অন্যের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যদি পৃথক দেশের নাগরিক হয়, যেমন- রোমান ও (প্রাচীন) তুর্কী, তবে গৃহীত হবে না (আজ-জহীরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগী) নর-নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কারও মতে তাদের সাক্ষ্য কেবল তাদের মত মুরতাদের বিরুদ্ধেই গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধতম রায় হচ্ছে যে, তাদের সাক্ষ্য কোনও অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ এক কাফিরের বিরুদ্ধে অন্য কাফিরের পক্ষে কোন হক সম্পর্কে যদি দুইজন মুসলিম সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে দুইজন কাফির সাক্ষ্য দেয় কিংবা কোনও মুসলিমের পক্ষে কোন কাফির বা মুসলিমের বিরুদ্ধে প্রদত্ত মুসলিম কাযীর ফায়সালা সম্পর্কে যদি দুইজন কাফির সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে না। কোন কাফিরের সাক্ষ্য সম্পর্কে যদি দুইজন মুসলিম সাক্ষ্য দেয়, তবে তা বৈধ হবে (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ কোন অমুসলিমের হাতে একটা বাঁদী আছে। যা সে কোন মুসলিমের নিকট থেকে ক্রয় করেছে। এখন দুইজন অমুসলিম যদি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, বাঁদীটি অন্য কোন অমুসলিম বা মুসলিমের, তবে তাদের সে সাক্ষ্য জাইয হবে না। এমনিভাবে অমুসলিম ব্যক্তির হাতে যদি বাঁদীটি কোন মুসলিমের পক্ষ হতে হিবা বা সাদকাস্বরূপ থাকে, সে ব্যাপারে অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও প্রথম দিকে এই মত পোষণ করতেন। পরবর্তীতে তিনি এই মত প্রত্যাহার করেন এবং বলেন, বিশেষভাবে কাফিরের বিরুদ্ধে ঐ সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেব, অন্যদের বিরুদ্ধে রায় দেব না (আল-হাবী, আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ কোন যিম্মি সম্পর্কে যদি অপর দুই যিম্মি সাক্ষ্য দেয় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তবে তা গৃহীত হবে না। কেননা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সে ধর্মচ্যুত। আর ধর্মচ্যুত কারো বিরুদ্ধে যিম্মিদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা ঃ কারও সম্পর্কে যদি একজন মুসলিম পুরুষ ও দুইজন মুসলিম নারী সাক্ষ্য দেয় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু সে তা অস্বীকার করে, তবে সরকার তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে। ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে বন্দী করে রাখবে কিন্তু হত্যা করবে না (আজ-জহীরিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ কোন যিম্মি যদি মারা যায় এবং দশজন খৃস্টান সাক্ষ্য দেয় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার জানাজা আদায় করা যাবে না। এমনিভাবে মুসলিমদের মধ্য থেকে একদল ফাসিক সাক্ষ্য দিলেও তা গৃহীত হবে না। মৃতের যদি কোন মুসলিম অভিভাবক না থাকে এবং অন্যান্য অভিভাবগণ তার স্বধর্মীয় অমুসলিম হয় আর মুসলিম অভিভাবক দাবী করে যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সে তাকে তার ওসী নিযুক্ত করে গেছে, এভাবে সে তার মীরাস হস্তগত করতে চায়, তবে দেখতে হবে অমুসলিমদের মধ্য হতে দুইজন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় কিনা। যদি দুইজন অমুসলিম অনুরূপ সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মুসলিম অভিভাবক তার মীরাস হস্তগত করতে পারবে এবং সেই মুসলিম অভিভাবকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার জানাযাও আদায় করা হবে । যদি সে অভিভাবক নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। যদি মুসলিম অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ তার ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়, তবে তার সাক্ষ্য অনুযায়ী মৃত যিম্মির জানাযা আদায় করা হবে বটে, কিন্তু সে অভিভাবক তার মীরাসের অধিকারী হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, কোন লোক যদি অন্য কারও সাথে মিলে স্বীয় স্ত্রী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মুরতাদ হয়ে গেছে, নাউযুবিল্লাহ্, আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধিত করা হবে এবং তাদের মধ্যে সহবাস না হয়ে থাকলে তাকে ধার্যকৃত মোহরানার অর্ধেক দেয়া হবে। আর যদি সে মুরতাদ হওয়ার কথা অস্বীকার করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে, এটাকে তার তওবা ধরে নেওয়া হবে।

দুই সাক্ষী যদি কোন যিম্মি নারীর ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য দেয় আর সে তা অস্বীকার করে এবং সে মূলত নাসরানা হয়ে থাকে, তবে ইসলাম সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং তার ইসলাম গ্রহণের খবর অস্বীকার করে ও খৃস্টধর্মে অবিচল থাকাকে মুরতাদ হওয়া বলে ধরা হবে। তার স্বামী অর্ধেক মোহরানার দায় থেকে মুক্ত হবে না (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ 'আমর ইব্ন আবূ 'আমর (র) তাঁর 'আল-ইমলা'-তে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন যিম্ম যদি মারা যায় এবং নির্ভরযোগ্য কোন মুসলিম পুরুষ বা নারী সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু মৃতের অভিভাবকগণ তা অস্বীকার করে, তবে তার যিম্মায় ওয়ারিসগণই তার মীরাস পাবে। বাকী মুসলিমদের কর্তব্য তাকে গোসল দিয়ে তার জানাযা ও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা। তার ইসলাম গ্রহণের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংবাদদাতা যদি হদ্দুল কাযফে দণ্ডিত হয়, তখনও একই হুকুম- যদি সে নির্ভরযোগ্য হয় (আয-যখীরা)।

১২. মাসআলা ঃ কোন খৃস্টান যদি মারা যায় এবং তার দুই পুত্র থাকে, যাদের একজন মুসলিম ও অপরজন খৃস্টান, মুসলিম পুত্র দুইজন খৃস্টানকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করে যে, তার পিতা মুসলিম অবস্থায় ইন্তিকাল করেছে আর খৃস্টান পুত্র দুইজন মুসলিমকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করে যে, তার পিতার মৃত্যু হয়েছে খৃস্টান অবস্থায়, তবে রায় দেয়া হবে যে, মুসলিম পুত্রই তার মীরাস লাভ করবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৩. মাসআলা ঃ খৃস্টান পুত্র যদি তার দাবীর পক্ষে দুইজন খৃস্টান সাক্ষী উপস্থিত করে, তখনও একই হুকুম (আয-যখীরা)।

১৪. মাসআলা ঃ মুসলিম পুত্রের এই দাবীর ভিত্তিতেই তার পিতার জানাযা আদায় করা হবে যে, সে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, খৃস্টান সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নয়।

মুসলিম পুত্র যদি বলে, আমার পিতা মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, সুতরাং তার মীরাস আমার প্রাপ্য আর খৃস্টান পুত্র বলে, আমার পিতা মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করেনি, তবে মীরাসের ব্যাপারে খৃস্টান পুত্রের কথাই গৃহীত হবে, আর জানাযার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে মুসলিম পুত্রের কথা (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, মুসলিম পুত্র যদি মৃত্যুর আগে তার পিতার ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে সাক্ষী উপস্থিত করার আগেই মৃত পিতার কাছে পাওনা দাবী করে এবং দুইজন খৃস্টান সাক্ষী উপস্থিত করে, তবে তার পক্ষে রায় দেয়া হবে এবং মৃতের সম্পত্তি হতে তা পরিশোধ করতে বলা হবে। তারপর মুসলিম পুত্র যদি খৃস্টান সাক্ষী উপস্থিত করে যে, তার পিতা মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ সম্পর্কে বলেন, পাওনাদার ব্যক্তি মুসলিম হয়ে থাকলে যিম্মিদের সাক্ষ্যের কারণে তার পাওনা বাতিল করা হবে না এবং তার পক্ষে প্রদত্ত রায়ও বাতিল করা হবে না। আর যে যিম্মি হলে তার পক্ষে প্রদত্ত রায় বাতিল করা হবে এবং মৃতের সমুদয় সম্পত্তি তার মুসলিম পুত্রকে দেয়া হবে।

মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে না যায় এবং মুসলিম পুত্র এই মর্মে খৃস্টানদের পক্ষ হতে সাক্ষ্য পেশ করে যে, তার পিতা মুসলিম অবস্থায় মারা গেছে এবং এভাবে সে তার নাবালেগ ভাইদেরকে গ্রহণ করতে চায়, তবে এ ব্যাপারে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

উপরিউক্ত বিধানটি কেবল ঐ জায়গার জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং যিম্মিগণ যদি কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল আর সে সাক্ষ্য কোন সম্পদের কারণে দেয়া না হয়, যা মৃত ব্যক্তি রেখে গিয়েছে, তবে এরূপ কোন স্থানেই তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না এবং মৃত ব্যক্তি মুসলিম ছিল বলে রায়ও দেয়া হবে না (আয-যখীরা ; আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুসলিম পাওনাদারের সাক্ষিগণও যদি মুসলিম হয় এবং খৃস্টান পুত্রের উপস্থিতিতে তাদের

সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেয়া হয়, তারপর মুসলিম পুত্র এই মর্মে যিম্মি সাক্ষী নিয়ে উপস্থিত হয় যে, তার পিতা মুসলিম অবস্থায় ইন্তিকাল করেছে, সে ক্ষেত্রে কি করা হবে ? তিনি বললেন, সে ক্ষেত্রে মৃত যিম্মি যে সম্পত্তি রেখে যাবে, মুসলিম পুত্রই তার ওয়ারিস হবে, কিন্তু পাওনাদারকে কিছু ফেরত দিতে আদেশ করা হবে না।

ইব্ন সামাআ (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পাওনাদার ও মুসলিম পুত্র উভয়ে যদি দুইজন করে যিম্মি সাক্ষী উপস্থিত করে, তখন কি করা হবে ?

তিনি বললেন, তারা সকলেই যদি একত্রে উপস্থিত হয়, তবে মুসলিম পুত্রকে বিবাদী ধরা হবে। কেননা তার পেশকৃত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মৃতের সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে তার বিপক্ষেই পাওনাদারদের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত হবে। বাকী সে যেহেতু মুসলিম, তাই তার বিরুদ্ধে যিম্মিদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং সে সাক্ষ্য বলে যিম্মি কোন কিছুর অধিকারী হবে না (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ দুই ভাইয়ের একজন যদি বলে, আমার পিতা মুসলিম ছিল এবং আমিও আর অপর ভাই বলে, তার মৃত্যুর আগে আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি, কিন্তু অন্য ভাই তার এই দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে পিতার জীবদ্দশায় যে পুত্রের মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত নেই, সেই মীরাসের অধিকারী হবে (আস-সারাখসী ; আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ মুসলিম পুত্র যদি বলে, আমার পিতা সর্বদা মুসলিম ছিল আর খৃস্টান পুত্র বলে, আমার পিতা সর্বদাই খৃস্টান ছিল, তবে মুসলিম পুত্রের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি প্রত্যেকে আপন দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে মুসলিম পুত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে।

যদি মুসলিম পুত্র দুইজন মুসলিম সাক্ষী পেশ করে, যারা সাক্ষ্য দেয়, যে তার পিতা মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে তা গৃহীত হবে না। যতক্ষণ না তারা ইসলাম কাকে বলে তা বর্ণনা করবে।

এমনিভাবে দুইজন মুসলিম যদি কোন খৃস্টান সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, সে মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে তাদের সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না। যতক্ষণ না তারা ইসলামের পরিষ্কার বর্ণনা না করে।

কাযী রুকমুল-ইসলাম 'আলী আস-সুগদী (র) 'আস-সিয়ারুল-কাবীর'-এর ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, সাক্ষী ফকীহ্ হলে ইসলামের পরিচয় বর্ণনা ছাড়াই তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর অজ্ঞ হলে ইসলামের পরিচয় বর্ণনা করা ছাড়া তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আয-যখীরা)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন মুসলিম স্ত্রীলোক যদি বলে, আমার স্বামী মুসলিম ছিল কিন্তু তার কাফির সন্তানগণ বলে, না, বরং সে কাফির ছিল আর মৃত ব্যক্তির কোন মুসলিম ভাই থাকে। যে স্ত্রীলোকটির কথা সমর্থন করে, তবে ভাই ও স্ত্রী তার মীরাস লাভ করবে। যদি এক অমুসলিম পুত্র ও এক মুসলিম কন্যা রেখে যায়, আর মুসলিম কন্যা বলে, আমার পিতা মুসলিম অবস্থায় ইন্তিকাল করেছে আর মৃতের ভাই তার কথা সত্য বলে স্বীকার করে, অন্যদিকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অমুসলিম পুত্র বলে, আমার পিতা কাফির ছিল, তবে কন্যার কথাই গ্রহণযোগ্য। যদি স্ত্রী না থাকে, কিন্তু এক ভাই ও এক পুত্র থাকে, আর ভাই তার মুসলিম হওয়ার দাবী করে এবং পুত্র তা অস্বীকার করে, তবে পুত্রই মীরাস পাবে।

২০. মাসআলা ঃ মৃতের কন্যা ও ভাইয়ের মধ্যে যদি মৃত মুসলিম ছিল না অমুসলিম, তা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে যে বলবে, সে মুসলিম ছিল তার কথাই গ্রহণযোগ্য। এমনিভাবে মৃতের পিতা ও পুত্রের মধ্যে অনুরূপ বিরোধ দেখা দিলেও যে মুসলিম থাকার দাবী করবে তার কথা গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২১. মাসআলা ঃ যদি কোন লোক একটি বাড়ি রেখে মারা যায় এবং তার এক পুত্র ও এক ভাই থাকে, পুত্র মুসলিম ও ভাই যিম্মি, মুসলিম পুত্র দাবী করে যে, তার পিতার মৃত্যু হয়েছে মুসলিম অবস্থায় এবং এই বাড়িটি উত্তরাধিকার স্বরূপ তার জন্য রেখে গেছে, অপর দিকে ভাই এসে দাবী করে, আমার ভাই আমার স্বধর্মীয় হিসাবে যিম্মি অবস্থায় মারা গেছে এবং তখন তার এই পুত্র মুসলিম ছিল, তবে পুত্রের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে-ই মীরাস পাবে।

ভাই ও পুত্র সাক্ষ্য পেশ করলে মুসলিমের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হবে। পুত্র কোন সাক্ষী পেশ করল না। আর এই যিম্মি সাক্ষী পেশ করল, এক্ষেত্রে ভাইয়ের সাক্ষ্য কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না।

ভাই যদি মৃত ব্যক্তির কুফুরীর স্বপক্ষে সাক্ষ্য পেশ করে, তবে ভাইয়ের মীরাসের সপক্ষে ফায়সালা দেওয়া হবে (আল-মুহীত ; আয-যখীরা)।

২২. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কোন খৃস্টানের যদি মৃত্যু হয় এবং সে দুই পুত্র রেখে যায়, তারপর তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে, তারপর কোন এক খৃস্টান এই মর্মে দুইজন খৃস্টান সাক্ষী পেশ করে যে, সে মৃতের পুত্র, তবে পিতৃ পরিচয়ের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করব এবং তাকে মীরাসের ব্যাপারে মৃতের খৃস্টান পুত্রের অংশীদার করব। তার মুসলিম পুত্রের অংশে সে শরীক হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৩. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যদি একজন খৃস্টান পুত্র রেখে যায় এবং তার মৃত্যুর পর সে ইসলাম গ্রহণ করে, তারপর কোন খৃস্টান এসে দাবী করে, সে মৃতের পুত্র এবং সে তার দাবীর সপক্ষে দুইজন খৃস্টান সাক্ষী পেশ করে, তবে আমি রায় দেব যে, সে মৃত ব্যক্তির পুত্র, কিন্তু মুসলিম পুত্রের হাতে যা আছে তা থেকে তাকে কোন অংশ দেব না। যদি মৃতের কোন সম্পদের খোঁজ পাওয়া যায়, তবে তা সবই মুসলিম পুত্র পাবে। তারপর যদি মুসলিম ব্যক্তি মারা যায়, তবে তার ভাইকে ওয়ারিশ সাব্যস্ত করব, অর্থাৎ মুসলিম পুত্র মারা যাওয়ার পর মৃত যিম্মির মীরাস যিম্মি পুত্র লাভ করবে।

ইব্ন সামাআ (র) বলেন, এ মাসআলায় যে যিম্মি পুত্র মুসলিম পুত্রের সংগে বিরোধে লিপ্ত হতে পারবে না, এটা সেই ক্ষেত্রে যখন যিম্মি পুত্রের পিতৃ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই সে ইসলাম গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে সে ইসলাম গ্রহণ করার আগেই যদি উল্লেখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ

দ্বারা তার পিতৃ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে মুসলিম পুত্রের সংগে মীরাস নিয়ে বিরোধ করার অধিকার তার থাকবে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ কোন খৃস্টান মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী যদি বলে, সে মুসলিম, স্বামীর মৃত্যুর পর ইসলাম গ্রহণ করেছে, ফলে সে মীরাস পাবে, কিন্তু মৃতের ওয়ারিসগণ বলে, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ তার মৃত্যুর আগে, কাজেই তুমি তার মীরাস পাবে না। তবে তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

এমনিভাবে কোন মুসলিম যদি খৃস্টান স্ত্রী রেখে মারা যায় এবং মামলার দিন সে দাবী করে, আমি মুসলিম, স্বামীর মৃত্যুর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছি, কিন্তু মৃতের ওয়ারিসগণ বলে, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ তার মৃত্যুর পর, তবে এক্ষেত্রেও তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য (আত-তামারতাশী)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন যিম্মির দখলে থাকা কোন বাড়ি সম্পর্কে যদি এক যিম্মি ও এক মুসলিম দাবী তোলে এবং বলে, এটা তাদের মীরাসী সম্পত্তি এবং তারা এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে, তবে বাড়িটি তাদের উভয়কেই দেয়া হবে- যদি যিম্মির সাক্ষীদ্বয় মুসলিম হয়। অন্যথায় মুসলিমের পক্ষেই রায় দেয়া হবে। যদিও তার সাক্ষীদ্বয় কাফির হয় (আল-বাহ্‌রুর রাইক ; আল-মুহীতায়ন)।

২৬. মাসআলা ঃ যে কোন বিষয়ে এক যিম্মি যদি অপর যিম্মির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী সে সাক্ষ্য গ্রহণ করতঃ তদনুযায়ী রায় প্রদান না করে আর ইতোমধ্যে অভিযুক্ত যিম্মি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। যদি তদনুযায়ী ফায়সালা দেওয়ার পর সে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার ব্যাপারে সে ফায়সালা কার্যকর হয়ে যাবে এবং যে কোন হক সম্পর্কে এ ফায়সালা দেয়া হোক তার থেকে তা উসুল করা হবে। কেবল হদ্দ (শরীআতী শাস্তি) ব্যতিক্রম। কিসাস প্রাণের ক্ষেত্রে হোক বা কোন অংগ-প্রত্যংগের ক্ষেত্রে, কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, এ ব্যাপারে উল্লেখিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত রায় কার্যকর হবে। কিন্তু ইসতিহ্‌সান এই যে, তা কার্যকর হবে না। চুক্তির ক্ষেত্রে বিধান এই যে, কাযীর রায় প্রদানের পর তা কার্যকর করার আগে যদি চোর ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কাযী তার থেকে চোরাই মালের জরিমানা আদায় করবে। তার হস্ত কর্তন মওকূফ করা হবে।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারপর সাক্ষীদ্বয়ও ইসলাম গ্রহণ করে অথবা প্রথমে সাক্ষীদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারপর অভিযুক্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে দেখতে হবে তারা সাক্ষ্য পূর্ণব্যক্ত করেছে কিনা। পূর্ণব্যক্ত না করলে কোনও প্রকারের হক সম্পর্কেই পূর্বের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া যাবে না। যদি প্রথম অবস্থায় উভয়ের ইসলাম গ্রহণের পর এবং দ্বিতীয় অবস্থায় বিবাদীর ইসলাম গ্রহণের পর যদি তারা সাক্ষ্য পূর্ণব্যক্ত করে, তবে অর্থ-সম্পদ, কিসাস ও ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার শাস্তির ব্যাপারে সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া হবে। যেগুলো কেবলই আল্লাহ্‌র হক, সে ব্যাপারে রায় দেয়া যাবে না (আস-সাদরুর-শাহীদ, শারহু আদাবিল-খাস্‌সাফ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৭. মাসআলা ঃ যদি চার জন খৃস্টান কোন খৃস্টান সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে একজন মুসলিম বাঁদীর সংগে ব্যাভিচার করেছে এবং বাঁদীটির সংগে সে তা করেছে জোরপূর্বক, তবে তাকে ব্যভিচারের শরীআতী শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি বলে, বাঁদীটি স্বেচ্ছায় তাতে রাযী হয়েছে, তবে তারা দুইজনই শরীআতী শাস্তি হতে মুক্তি পাবে। বরং মুসলিম বাঁদীটির ইজ্জতের খাতিরে সাক্ষীদেরকেই শাস্তি দেয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, দুইজন খৃস্টান যদি একজন মুসলিম ও এক খৃস্টানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা একজন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে, তবে আমি মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। খৃস্টানটিকেও কিসাস থেকে নিষ্কৃতি দেব, অবশ্য তার উপর দিয়্যত (রক্তপণ) আরোপ করব (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিম যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন খৃস্টানের হাত কাটার পর দাবী করল যে, সে কোন খৃস্টানের গোলাম, আর 'হাত কাটা' ব্যক্তি নিজেকে স্বাধীন দাবী করল এবং একজন মুসলিম পুরুষ ও দুইজন মুসলিম নারী সাক্ষ্য দিল যে, তার মুনীব তাকে এক বছর আগে আযাদ করে দিয়েছে, তবে আমি তাকে স্বাধীনই সাব্যস্ত করব এবং তার উপরে কিসাস জারি করব। পক্ষান্তরে যদি দুইজন খৃস্টান সাক্ষ্য দেয় যে, তার মুনীব তাকে এক মাস হল আযাদ করে দিয়েছে এবং এভাবে কিসাস নিতে চায়, তবে তাদের সাক্ষ্যক্রমে তাকে আযাদ সাব্যস্ত করা হবে বটে, কিন্তু তার থেকে কিসাস নেওয়া হবে না।

ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, গোলামটিকে যে আযাদ সাব্যস্ত করা হবে এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত হওয়ার কথা, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত নয়। কেননা গোলাম যদি নিজের আযাদ হওয়া সম্পর্কে দাবী না করে, তবে তার আযাদী সম্পর্কে সাক্ষ্য গৃহীত হয় না। আর এস্থলে তো গোলামের পক্ষ হতে দাবী পাওয়া যায়নি বরং সে তো তার আযাদ হওয়ার কথা অস্বীকার করছে (আয-যখীরা)।

৩০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন মুসলিম যদি বলে, অমুক খৃস্টান তার স্ত্রীকে তালাক দিলে আমার গোলাম আযাদ, তারপর দুইজন খৃস্টান সাক্ষ্য দেয় যে, তার এ কথার পর সে খৃস্টান তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, তবে আমি খৃস্টানটির স্ত্রীর ব্যাপারে তালাকের রায় দেব, কিন্তু মুসলিম ব্যক্তির গোলামকে আযাদ বলব না (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ কোন মুসলিম যদি বলে, আমার গোলাম এই ঘরে প্রবেশ করলে সে আযাদ এবং একজন খৃস্টান বলে, গোলামটি সে ঘরে প্রবেশ করলে তার স্ত্রী তালাক, তারপর দুইজন খৃস্টান সাক্ষ্য দেয় যে, গোলাম সেই ঘরে প্রবেশ করেছে, তবে দেখতে হবে, গোলামটি মুসলিম কিনা। মুসলিম হলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে, আর যদি খৃস্টান হয়, তবে খৃস্টান লোকটির স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে এবং গোলামটির স্বাধীনতার ব্যাপারে জাইয হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩২. মাসআলা ঃ কোন খৃস্টানের হাতে থাকা একটি চাদর সম্পর্কে একজন মুসলিম ও একজন খৃস্টান যদি দুইজন খৃস্টানকে এই মর্মে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করে যে, খৃস্টান লোকটি স্বীকার করেছে, এ চাদরটি তার, তবে মুসলিমের পক্ষে রায় দেয়া হবে যে, চাদরটি তার (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা ঃ কোন খৃস্টান পুরুষ যদি খৃস্টান রমনী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে অমুক সময় তাকে বিয়ে করেছে এবং সে মতে রায় দেয়া হয় যে, সে রমনী তার স্ত্রী, তারপর একজন মুসলিম সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে অমুক সময় বিয়ে করেছে এবং খৃস্টানের বর্ণিত সময়ের পরের কোন সময় উল্লেখ করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এক্ষেত্রে মুসলিমের পক্ষে রায় দেয়া হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে রায় দেয়া হবে যে, সে মহিলা মুসলিম ব্যক্তিরই স্ত্রী। যদি খৃস্টান ও মুসলিম উভয়ে একই সময় আপন-আপন দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে রায় দেয়া হবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে খৃস্টান ব্যক্তির পক্ষেই রায় দেয়া হবে।

কোন খৃস্টান যদি মারা যায় এবং একজন খৃস্টান ও একজন মুসলিমের কাছে সে দেনাদার থাকে এবং উভয় দেনার পক্ষে কোন খৃস্টান সাক্ষী হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রথমে মুসলিম ব্যক্তির দেনা পরিশোধের আদেশ দেয়া হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৪. মাসআলা ঃ তারপর মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তদ্দ্বারা খৃস্টান ব্যক্তির দেনা শোধ করা হবে (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা ঃ কোন খৃস্টানের দখলভুক্ত একটি গোলামের মালিকানা এক মুসলিম ও এক খৃস্টান দাবী করল এবং উভয়ে দুইজন করে খৃস্টান সাক্ষী উপস্থিত করল, তবে ইমাম-ত্রয়ের মতে গোলামটি মুসলিম ব্যক্তিই পাবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৫. মাসআলা ঃ কোন যিম্মি যদি একশত দিরহাম রেখে মারা যায়, তারপর একজন মুসলিম দুইজন যিম্মিকে সাক্ষী মানে, যারা সাক্ষ্য দেয়, সে যিম্মির কাছে এই মুসলিম ব্যক্তির একশত দিরহাম পাওনা আছে, অপর দিকে অন্য একজন মুসলিম ও একজন খৃস্টানও তার কাছে একশত দিরহাম পাবে বলে দুইজন যিম্মিকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করে, তবে একশত'র দুই-তৃতীয়াংশ পাবে একা মুসলিম ব্যক্তি এবং এক-তৃতীয়াংশ পাবে দুই শরীক। যদি একজন যিম্মি দুইজন যিম্মিকে সাক্ষীরূপে পেশ করত এবং অপর একজন মুসলিম ও একজন যিম্মিও দুইজন যিম্মিকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করত। তবে মৃতের রেখে যাওয়া একশত দিরহাম তাদের মধ্যে সমহারে বন্টন করা হত এবং প্রত্যেকে এক-তৃতীয়াংশ করে পেত।

এমনিভাবে দুই শরীক যদি দুইজন মুসলিম সাক্ষী হাযির করত এবং একা যিম্মি ব্যক্তি দুইজন যিম্মি সাক্ষী হাযির করত, তখনও সে একশত দিরহামে তিন ভাগ করে প্রত্যেককে এক-তৃতীয়াংশ করে দেয়া হত। একা যিম্মি ব্যক্তি যদি দুইজন মুসলিম সাক্ষী এবং শরীকদ্বয় দুইজন যিম্মি সাক্ষী বা দুই জন মুসলিম সাক্ষী হাযির করত, তবে একশত'র অর্ধেক পেত একা দাবীদার এবং বাকী অর্ধেক দুই অংশীদার (আল-কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৭. মাসআলা ঃ কোন খৃস্টান যদি দুইশত দিরহাম রেখে মারা যায় এবং তার দুইজন খৃস্টান পুত্র থাকে, যাদের একজন পরে ইসলাম গ্রহণ করে, তারপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করে, মৃতের কাছে তার একশত দিরহাম পাওনা আছে এবং সে এই ব্যাপারে দুইজন খৃস্টান সাক্ষী পেশ করে, তবে কাযী রায় দেবে যে, মৃতের কাফির পুত্রের অংশ থেকে তার পাওনা মেটাতে হবে। তারপর খৃস্টান পুত্র তার অংশের ব্যাপারে মুসলিম পুত্রের অংশে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন খৃস্টান যদি একজন গোলাম রেখে মারা যায় এবং তার মৃত্যুর পর গোলামটি ইসলাম গ্রহণ করে, তারপর দ'জন খৃস্টান সাক্ষ্য দেয় যে, তার মুনীব তাকে আযাদ করে দিয়েছিল এবং গোলামটি ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ নেই, অন্যদিকে একজন মুসলিম এই মর্মে দুইজন খৃস্টান সাক্ষী পেশ করে যে, মৃতের কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তবে আমি উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করব এবং গোলামকে আযাদ বলে রায় দেব, আর তাকে বলব, যেন কামাই-রোজগার করে মুসলিম ব্যক্তির পাওনা মিটিয়ে দেয় (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'রাহন'-অধ্যায়ে বলেন, কোন যিম্মি যদি মারা যায়, তারপর কোন যিম্মি তার কিছু মালামাল সম্পর্কে দাবী করে সেগুলো তার, সে সংগে কোন বস্তু বন্ধক রেখেছিল বলেও দাবী করে এবং সে আপন দাবী সম্পর্কে যিম্মি সাক্ষী পেশ করে, অপর দিকে কোন মুসলিম দাবী করে এ ব্যক্তি তার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল, যা এখনও তার পাওনা রয়ে গেছে এবং এ সম্পর্কে সে মুসলিম বা যিম্মি সাক্ষী পেশ করে, তাহলে আমি মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করব এবং মৃতের মালামাল দ্বারা প্রথমে তার ঋণ পরিশোধ করব। মুসলিম ব্যক্তির পূর্ণ পাওনা মেটানোর পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেটা যিম্মিকে দেয়া হবে। তারপর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুসলিম ব্যক্তির পাওনা পরিপূর্ণ ভাবে মেটানোর আগে বন্ধকী মাল ফেরত দেয়া জাইয হবে না।

যিম্মির সাক্ষীদ্বয় যদি মুসলিম হয় এবং মুসলিমের সাক্ষী যিম্মি বা মুসলিম হয়, তবে যিম্মির পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী মালে তারই অগ্রধিকার থাকবে (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ কোন মুসলিম যদি কোন কাফিরের কাছে পাওনা থাকার দাবী করে। সেই সংগে দাবী করে যে, অমুক মুসলিম তার পক্ষ হতে কাফীল (জামিন) হয়েছিল এবং সে তার দাবীর সপক্ষে দুইজন যিম্মি সাক্ষী উপস্থিত করে, তবে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা আসলে দেনাদারের কাছে পাওনা থাকা প্রমাণিত হবে, জামিনের কাছে নয়।

এমনিভাবে মূল পাওনা যদি কোন কাফিরের কাছে হয় এবং দুইজন কাফির এক মুসলিম ও এক কাফির সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা দেনাদারের পক্ষ হতে উক্ত পাওনার ব্যাপারে কাফীল (জামিন) হয়েছিল, আবার তারা দুইজনও একে অপওের জামিন হয়েছিল, তবে মূল দেনাদার ও কাফির জামিন সম্পর্কে এ সাক্ষ্য বৈধ হবে, মুসলিম কাফির সম্পর্কে বৈধ হবে না।

কোন মুসলিম যদি অন্য মুসলিমের কাছে কোন পাওনা দাবী করে, কিন্তু সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, সেই সংগে পাওনাদার দাবী করে যে, দেনাদারের আদেশে তার পক্ষ হতে অমুক যিম্মি এ পাওনার ব্যাপারে কাফীল (জামিন) হয়েছিল, কিন্তু কাফীল তা অস্বীকার করে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফলে দুইজন যিম্মি পাওনাদারের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে কাফীলের বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে। মুসলিমের বিরুদ্ধে জাইয হবে না। সুতরাং কাফীল যদি পাওনা আদায় করে, তবে সে মুসলিম দেনাদারের নিকট সে তা ফেরত চাইতে পারবে না। এমনিভাবে মুসলিম দেনাদার ও তার যিম্মি কাফীলের কাছে পাওনা থাকার ব্যাপারটা যদি দলীলে লেখা থাকে এবং দলীলের উপরিভাগে মুসলিম ব্যক্তির নাম ও তার নীচে যিম্মির নাম লেখা থাকে অথবা উভয়ের নামেই দলীল লেখা হয় এবং উভয়ে একে অন্যের জামিন হয়, তবে তা কাফিরের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য-প্রমাণ হবে বটে, কিন্তু মু'মিনের বিরুদ্ধে তা গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মাবসূত)।

৪১. মাসআলা ঃ কোন মুসলিম যদি এক কাফিরের জন্য তার এক হাজার দিরহাম পাওনার ব্যাপারে অন্য কাফিরের পক্ষে জামিন হয়, তারপর দেনাদার কাফির বলে, আমি তাকে জামিন হতে বলিনি। মুসলিম ব্যক্তি এ মর্মে দুইজন কাফির সাক্ষী হাযির করলো ঐ কাফির তাকে জামিন হতে বলেছে। এদিকে পাওনাদার স্বীকার করে যে, সে কাফীলের নিকট থেকে পাওনা উসুল করে নিয়েছে, তবে কাফীল আসল দেনাদারের নিকট তা ফেরত চাইতে পারবে।

কোন মুসলিম যদি কোন যিম্মির পক্ষ হতে তার ব্যক্তি সত্তার কাফীল হয় অথবা তার কাছে কোন মুসলিম বা যিম্মির যে অর্থ পাওনা আছে তার কাফীল হয় এবং দুইজন যিম্মি তার সাক্ষ্য দেয়, তবে দেখতে হবে মুসলিম ব্যক্তি কাফালতের (কাফীল হওয়ার) ব্যাপারটা স্বীকার করে কিনা। স্বীকার না করলে কাফালত বৈধ হবে না। যদি স্বীকার করে, তবে তার স্বীকারোক্তির কাফালত বৈধ হবে। সে যদি পাওনা পরিশোধ করে এবং যিম্মিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে দেনাদারের আদেশে কাফীল হয়েছিল, তবে সে তা দেনাদারের কাছে ফেরত চাইতে পারবে (আল-মুহীত)।

৪২. মাসআলা ঃ কাফির মুকাতাব ও ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত কাফির গোলামের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাক্ষ্য বৈধ, যদিও তার মুনীব মুসলিম হয় (আল-মাবসূত)।

৪৩. মাসআলা ঃ দুই খৃস্টান যদি কোন খৃস্টান গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক মুসলিমকে হত্যা করেছে বা তার ঘোড়া বধ করেছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য বৈধ নয়, ঘোড়া বধ সম্পর্কে বৈধ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কিসাসের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। হা, ভুলক্রমে হত্যা হলে তার দিয়্যত (রক্ত পণ)-এর ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-মুহীত)।

৪৪. মাসআলা ঃ ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি মুসলিম হয় এবং তার মুনীব হয় অমুসলিম, তবে গোলামের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মাবসূত)।

৪৫. মাসআলা ঃ কোন অমুসলিম যদি কোন মুসলিমকে বেচাকেনার উকীল বানায়, তবে সে মুসলিমের বিরুদ্ধে কেবল মুসলিমদের সাক্ষ্যই বৈধ হবে, অমুসলিমদের নয়। যদি কোন মুসলিম কোন অমুসলিমকে বেচাকেনার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তবে সে উকীলের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সাক্ষ্য বৈধ হবে (আল-মুহীত)।

৪৬. মাসআলা ঃ কোন অমুসলিম কোন মুসলিমকে ওসী বানিয়ে মারা গেল। তারপর কেউ ঐ মৃত ব্যক্তির কাছে পাওনা দাবী করে অমুসলিম সাক্ষী পেশ করে, তবে ইসতি্সান অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য বৈধ হবে। যদিও তার ওসী মুসলিম (আজ-জহীরিয়্যা)।

৪৭. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-জামিউস সাগীর' গ্রন্থে বলেন, কোন মুসলিম যদি দাবী করে, অমুক খৃস্টানের মৃত্যু হয়েছে এবং সে তাকে ওসী নিযুক্ত করে গেছে, তারপর সে এ সম্পর্কে খৃস্টান সাক্ষী পেশ করে, তবে এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে সে খৃস্টানের দেনাদার মুসলিম না অমুসলিম। দেনাদার যদি খৃস্টান হয়ে থাকে, তবে তার বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সাক্ষ্য কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী গৃহীত হবে এবং তা অন্যদের উপরও বর্তাবে।

৪৮. মাসআলা ঃ পক্ষান্তরে সে ওসী যদি কোন মুসলিম দেনাদারকে উপস্থিত করে, তবে কিয়াস অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার কথা নয় এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) প্রথম দিকে এ মতই পোষণ করতেন। কিন্তু ইসতিহসান অনুসারে গৃহীত হবে ।

এমনিভাবে কোন খৃস্টান যদি এই মর্মে কোন খৃস্টান সাক্ষী হাযির করে যে, অমুক ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে গেছে এবং সে তার পুত্র ও তার ওয়ারিস, সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে তাদের জানা নেই। সেই সংগে সে একজন কাফিরকে হাযির করে, যার কাছে মৃত ব্যক্তির পাওনা আছে। তবে কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি কোন মুসলিম দেনাদারকে উপস্থিত করে, তবে তার বিরুদ্ধে কিয়াস অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য (আয-যখীরা)।

৪৯. মাসআলা ঃ কোন মুসলিম যদি দাবী করে, অমুক খৃস্টান কূফায় তার যত হক আছে সে ব্যাপারে তাকে উকীল বানিয়েছে এবং সে একজন মুসলিমকে হাযির করতঃ তার বিরুদ্ধে দুইজন খৃস্টান সাক্ষী পেশ করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তির কাছে তার মক্কেলের এই পাওনা আছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি কোন অমুসলিম দেনাদার হাযির করে, তবে তার বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যখন কাযী এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবে এবং বাদীর ওকালত (উকীল হওয়া)-এর পক্ষে রায় দেবে, তখন সে রায় মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত দেনাদারের জন্য প্রযোজ্য হবে। সুতরাং উকীল যদি এর পর কোন মুসলিম দেনাদারকে উপস্থিত করে এবং সে ব্যক্তি তার ওকালত অস্বীকার করে, তবে কাযী তাকে তার ওকালত সম্পর্কে আবার সাক্ষী পেশ করতে বলবে না (আল-মুহীত)।

৫০. মাসআলা ঃ কোন মুসলিম যদি কোন খৃস্টানের কাছে গোলাম বিক্রি করে, আর কোন খৃস্টান গোলামটিকে নিজের বলে দাবী করে এবং দুইজন খৃস্টান সাক্ষী পেশ করে. তবে তার পক্ষে রায় দেয়া হবে না। কেননা সে রকম রায় দেয়া হলে খৃস্টান ক্রেতা মুসলিম বিক্রেতার কাছে তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত চাইবে (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৫১. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন খৃস্টান কোন মুসলিমের নিকট থেকে গোলাম কেনে এবং সেটি কবজা করার পর অন্য কোন খৃস্টানের কাছে বিক্রি করে দেয়। দ্বিতীয় ক্রেতা সেটি কবজা করার পর তাতে কোন দোষ

দেখতে পায় এবং খৃস্টান সাক্ষী পেশ করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, খৃস্টান ক্রেতার কাছে বিক্রির আগে এ দোষ মুসলিম বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়ই তার মধ্যে ছিল, তবে গোলামটি সে যার কাছ থেকে কিনেছিল, সেই খৃস্টান বিক্রেতার হাতে ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার তার থাকবে, যদিও এই সাক্ষ্য বলে খৃস্টান বিক্রেতা গোলামটি মুসলিম বিক্রেতার কাছে ফেরত দেয়ার অধিকার রাখবে না (আয-যখীরা)।

৫২. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, এক খৃস্টান অপর এক খৃস্টানের কাছে একটি গোলাম বিক্রি করল। ক্রেতাও সেটি অন্য কোন খৃস্টানের কাছে বিক্রি করল। তারপর সেও বিক্রি করল এভাবে বিক্রি হতে হতে দশ বার সেটি হাত বদল হতে থাকল আর এদের প্রত্যেকেই খৃস্টান। তারপর তাদের মধ্যে একজন ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর গোলাম দাবী করল, সে জন্ম থেকেই স্বাধীন এবং এ সম্পর্কে সে কয়েকজন খৃস্টান সাক্ষী পেশ করল। তার পক্ষে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে কি ? ইমাম যুফার (র) বলেন, গোলামের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না, তাতে প্রথম ক্রেতা ইসলাম গ্রহণ করুক বা শেষ ক্রেতা কিংবা মাঝখানের কোন ক্রেতা। হাঁ, সে যদি মুসলিম সাক্ষী পেশ করতে পারে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি শেষ ক্রেতা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে গোলামের পক্ষে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। যদি অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তবে রায় দেয়া হবে যে, সে স্বাধীন, তারপর তারা একে অন্য হতে মূল্য ফেরত নিতে থাকবে এবং মুসলিম ব্যক্তি পর্যন্ত সে ধারা শেষ হবে। তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়া যাবে না এবং তার পূর্ববর্তী বিক্রেতাদের থেকেও নয়।

গোলাম যদি তাকে আযাদ করার স্বপক্ষে সাক্ষ্য পেশ করে, তবে দেখতে হবে, কে তার আযাদকারী বলে তার দাবী ? যদি এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাল পেশ করে যে, প্রথম বিক্রেতা তাকে আযাদ করেছিল, আর প্রথম বিক্রেতা ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, অন্য দিকে সাক্ষিগণ খৃস্টান, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে যদি মধ্যবর্তী বিক্রেতা ইসলাম গ্রহণ করে থাকে, তখনও গোলামের পক্ষে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। মধ্যবর্তী বিক্রেতার পক্ষ হতে আযাদ করা সম্পর্কেও নয় এবং তার পরবর্তী কারও পক্ষ হতে আযাদ করা সম্পর্কেও নয়। হাঁ, এর পূর্ববর্তী কারও পক্ষ হতে আযাদ করা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে থাকলে তা গৃহীত হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর মত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, গোলাম যে বিক্রেতাকে আযাদকারী বলে দাবী করবে খৃস্টান সাক্ষী পেশ করবে, তা মুসলিম ব্যক্তির পূর্বের বিক্রেতা সম্পর্কে হোক বা পরের বিক্রেতা সম্পর্কে, একই কথা। গোলামের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং তার আযাদীর পক্ষে রায় দেয়া হবে। হাঁ, মুসলিম বিক্রেতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তা গৃহীত হবে না। অন্য কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে ক্রেতাগণ একে অন্য হতে মূল্য ফেরত নিতে থাকবে এবং এভাবে মুসলিম বিক্রেতা পর্যন্ত গিয়ে পৌছাবে। তার কাছ থেকে ও তার পূর্ববর্তী কোন বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে না। হাঁ মুসলিম ব্যক্তি যদি তা স্বীকার করে, তবে তার কাছ থেকেও মূল্য ফেরত নিবে এবং এভাবে আযাদকারী পর্যন্ত পৌছে ক্ষান্ত হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান প্রসংগে

১. মাসআলা ঃ সন্দেহের কারণে বাতিল হয় না এমন যে কোন হকের সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া জাইয। এটা ইসতিহ্সান সম্মত সিদ্ধান্ত। সুতরাং সন্দেহের কারণে যা রহিত হয়ে যায়, সে সংক্রান্ত সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান জাইয নয়, যেমন হদূদ (বিভিন্ন শরীআতী শাস্তি) ও কিয়াস (আল-হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ 'আল-আসল' গ্রন্থের 'শাহাদত' অধ্যায়ে আছে, দুই সাক্ষী যদি অপর দুই সাক্ষী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা সাক্ষ্য দিয়েছে, অমুক কাযী অমুক ব্যক্তিকে 'হদ্দুল কামুক'-এর শাস্তি দিয়েছে, তবে এ সাক্ষ্য জাইয হবে। কিন্তু 'আল-আসল' গ্রন্থের দিয়্যত অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জাইয হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ তা'যীর (হদ্দ-নিম্ন শাস্তি)-এর ক্ষেত্রে এরূপ সাক্ষ্য জাইয কিনা সে সম্পর্কে 'আল-আজনাম' গ্রন্থে ইব্ন রুসতম (র)-এর 'নাওয়াদির'-এর বরাতে বলা হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তা'যীর-এর ক্ষেত্রে সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান জাইয (ফাতহুল-কাদীর)।

৪. মাসআলা ঃ যেমন এক স্তরে (অর্থাৎ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান) জাইয, তেমনি কয়েক স্তরেও জাইয। সুতরাং প্রথম সাক্ষীদের সাক্ষ্য সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের সাক্ষ্য সম্পর্কেও সাক্ষ্য দেয়া জাইয। এমনিভাবে তাদের সাক্ষ্য ও তৎপরবর্তীদের সাক্ষ্য সম্পর্কেও সাক্ষ্যদান জাইয, যাতে মানুষের হক নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যায় (আল-কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য অপরিহার্য। এর কম হলে জাইয হবে না। স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য সম্পর্কেও একই নিয়ম। এটা আমাদের মাযহাব (আল-খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি দুই বা ততোধিক লোকের সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে আমাদের মাযহাবে তা জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ একজন সাক্ষী যদি নিজ সাক্ষ্য আদায় করে এবং অন্য দুইজন সাক্ষী অপর সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গৃহীত হবে (আল-খুলাসা)।

৮. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, যে সাক্ষ্য সে নিজেও দেয়, তবে তা জাইয হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রাখার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ আসল সাক্ষী তার স্থলাভিষিক্ত সাক্ষীকে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, বকরের কাছে যায়দের এই পরিমাণ পাওনা আছে, তুমি আমার এ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী থাক। অথবা বলবে, তুমি আমার এই

সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিও যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, অমুকের পুত্র অমুক আমার কাছে এই-এই কথা স্বীকার করেছে। কিংবা বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অমুককে স্বীকার করতে শুনেছি যে, তার কাছে অমুক ব্যক্তি এত টাকা পাবে। সুতরাং তুমি আমার এ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী থাক। সাক্ষীদ্বয়কে বলবে না যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে এই সম্পর্কে সাক্ষী থাক। এমনিভাবে একথাও বলবে না যে, তোমরা আমার সাক্ষ্য আদায় কর। কাযীর মজলিসে যেভাবে সাক্ষ্য দেয়া হয় তার কর্তব্য তাদের সামনে সেভাবে সাক্ষ্য দেয়া। যাতে তা কাযীর মজলিসে গিয়ে তারা বর্ণনা করে। আসল সাক্ষীর একথা বলার দরকার নেই যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে তার সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছে (আল-কাফী)।

১০. মাসআলা ঃ আসল দুই সাক্ষী যদি দুই ব্যক্তিকে বলে, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা অমুক ব্যক্তিকে স্বীকার করতে শুনেছি যে, তার কাছে অমুক ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম পাবে, তোমরা এ ব্যাপারে আমাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিও। তারপর সেই স্থলাভিষিক্ত সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

এমনিভাবে আসল সাক্ষীদ্বয় যদি বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক ব্যক্তি স্বীকার করেছে, তার কাছে অমুকের এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি অথবা বলে, তোমরা তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিও যে, আমরা তার সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি কিংবা বলে, আমরা যে সাক্ষ্য দিলাম তোমরা এ বিষয়ে আমাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিও কিংবা বলে, অমুকের কাছে অমুকের এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, তোমরা সাক্ষ্য থাক যে, আমরা তার সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দিলাম কিংবা বলে, আমরা যে সাক্ষ্য দিলাম এ সম্পর্কে তোমরা সাক্ষ্য দিও।

এমনিভাবে যদি আসল সাক্ষী স্থলাভিষিক্ত সাক্ষীকে বলে, তুমি সাক্ষী থাক যে, অমুকের পুত্র অমুক তার কাছে অমুকের পুত্র অমুকের যে এত দিরহাম পাওনা থাকার কথা স্বীকার করেছে, আমি তার সে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি। তবে এসব পন্থায় সাক্ষী রাখা শুদ্ধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ কোন সাক্ষী যদি অন্যকে নিজ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রাখতে চায়, তবে তার কর্তব্য দেনাদার ও পাওনাদারকে উপস্থিত করে তাদের দিকে ইশারা করা। আর যদি তাদের অনুপস্থিতিতে সাক্ষী রাখতে চায়, তবে তাদের নাম ও বংশ পরিচয় উল্লেখ করতে হবে। হাঁ, যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সে যদি অনুপস্থিত থাকে এবং তার নাম ও বংশ পরিচয় উল্লেখ করে, তবে সাক্ষী রাখার জন্য এতটুকু যথেষ্ট হবে বটে, কিন্তু কাযীর রায় প্রদানের জন্য এটা যথেষ্ট নয় (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা দায়িত্ব আদায় কালে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে এই বিষয়ে তার সাক্ষ্য সম্পর্কে আমাকে সাক্ষ্য রেখেছে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এই বিষয় স্বীকার করেছে। সে আমাকে বলেছে, তুমি এই বিষয়ে আমার সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী থাক। কেননা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া অপরিহার্য। এভাবে সে আসল

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষীর সাক্ষ্য উল্লেখ করবে এবং তার উপর সাক্ষ্য-ভার অর্পণের কথা বলবে। এর জন্য আরো দীর্ঘ এবং আরো সংক্ষেপ বাক্যও আছে। তবে সকল বিষয়ে মধ্যম পন্থাই উত্তম (আল-হিদায়া)।

উপরিউক্ত মতই বিশুদ্ধতম (আয-যাহিরী)।

১৩. মাসআলা ঃ বদলী সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দানকালে যদি একথা না বলে যে, আমরা তার এ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (খিযানাতুল ফাতাওয়া)।

১৪. মাসআলা ঃ বদলী সাক্ষীর কর্তব্য মূল সাক্ষীর নিজের নাম ও তার বাপ-দাদার নাম উল্লেখ করা। অন্যথায় কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না (আয-যখীরা)।

১৫. মাসআলা ঃ আসল সাক্ষী যদি মারা যায় বা এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, কাযীর আদালতে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয় কিংবা তিন দিন তিন রাত বা ততোধিক পথের দূরত্বে থাকে, তখনই বদলী সাক্ষীর সাক্ষ্য জাইয, অন্যথায় জাইয নয় (আল-কাফী)।

এটা জাহিরী রিওয়ায়াত এবং এরই উপর ফাতওয়া (আত-তাতারখানিয়্যা)।

১৬. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষী যদি কাযীর আদালত থেকে এতটুকু দূরে বাস করে যে, সকাল বেলা উঠে সাক্ষ্য দিতে গেলে সন্ধ্যার মধ্যে সে বাড়ি ফিরতে পারবে না। তবে প্রতিনিধি পাঠানো জাইয। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) এমতই গ্রহণ করেছেন (আয-যাহিদী, আল-হিদায়া)।

আমাদের বহু মাশায়িখ উপরিউক্ত মত গ্রহণ করেছেন (আল-মুহীত)।

এ মতের উপরই ফাতওয়া (আল-ফাতাওয়াস-সিরাজিয়া)।

১৭. মাসআলা ঃ হিশাম (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ যদি বাড়ি থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয় বা অন্য কোন স্থানের নাম নিয়ে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে এবং একদল লোক তাকে বিদায় জানাতে বের হয়, শেষ পর্যন্ত তারা তাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসে, তারপর একদল লোক তার সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তারা যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, সে দাবী করে যে, সে উপস্থিত আছে এবং সাক্ষিগণ ঠিক সেভাবেই সাক্ষ্য দিয়েছে, যেভাবে সে বলেছে, কিছুই বেশী বলেনি, তবে যারা উপস্থিত সাক্ষীর ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক সাক্ষ্য গ্রহণ করেন না, তাদের মতে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে ? তিনি বললেন, হাঁ, গৃহীত হবে। কেননা দেশে অনুপস্থিত থাকা অর্থাৎ কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারটা এরূপই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি নিজ বাড়িতে বসে বিদায় গ্রহণ করে এবং তারা তাকে বের হয়ে যেতে দেখে, তবে সেক্ষেত্রে এরূপ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আত-তাতারখানিয়া)।

১৮. মাসআলা ঃ আস-সাদরুশ শাহীদ হুসামুদ্দীন (র) বলেন, দেশের শাসনকর্তা ও বাদশাহ যদি শহরে উপস্থিত থাকে তবে তাদের পক্ষ হতে সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া জাইয নয় (আল-কুনয়া)।

১৯. মাসআলা ঃ পিতার সাক্ষ্য সম্পর্কে পুত্রের সাক্ষ্যদান জাইয। পিতার ফায়সালা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান জাইয নয়। কিন্তু সঠিক মত এই যে, উভয় বিষয় সম্পর্কেই পুত্রের সাক্ষ্য দেয়া জাইয (ফাতহুল কাদীর)।

২০. মাসআলা ঃ মূল সাক্ষী যদি শহরে বন্দী থাকে এবং সে তার সাক্ষ্য সম্পর্কে কাউকে সাক্ষী রাখে, তবে কি ঐ নায়েব সাক্ষী আসল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে ? এমনিভাবে সে যদি কাযীর সামনে সাক্ষ্য দেয়, তবে কাযী কি সে সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ? ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কোন গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু লেখা হয়নি। আমাদের যুগের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে । কেউ বলেন, যদি সংশ্লিষ্ট কাযীর কারাগারে বন্দী থাকে, তবে জাইয হবে না। আর যদি দেশের শাসনকর্তার কারাগারে বন্দী থাকে, যেখান থেকে তাকে বের করে আনা সম্ভব নয়, তবে জাইয হবে। কেউ বলেন, এ ক্ষেত্রেও জাইয হওয়ার কথা নয় (আয-যখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ যে পর্দানশীন মহিলা বাড়ির বাইরে যায় না, সে যদি তার সাক্ষ্য সম্পর্কে অন্যকে সাক্ষী রাখে তবে তা জাইয। পেশাব-পায়খানা, গোসল ও এ জাতীয় প্রয়োজনে যে মহিলাকে বাইরে যেতে হয়, তাকেও অন্ত ঃ পুরবাসিনী পর্দানশীন মহিলাদের মধ্যেই গণ্য করা হবে। যদি সে পুরুষদের সাথে মেলামেশায় অভ্যস্ত না হয় (আল-কুনয়া)।

২২. মাসআলা ঃ মূল সাক্ষী যদি ইতিকাফ অবস্থায় থাকে, তবে কাযী বাদীউদ দীন (র)-এর মতে তার সাক্ষ্য সম্পর্কে অন্যের সাক্ষ্য দেয়া জাইয নয়। তা মানতের ইতিকাফ হোক বা অন্য ইতিকাফ হোক (আত-তাতারখানিয়া)।

২৩. মাসআলা ঃ 'আল-ফাতাওয়াস সুগরা' গ্রন্থে আছে, মূল সাক্ষীর যদি কোন ওযর নাও থাকে, তবুও তার নিজ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রাখা জাইয। যাতে পরে যদি কোন ওযর দেখা দেয়, অর্থাৎ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে বা সফরে যায় কিংবা তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে সেই প্রতিনিধি সাক্ষ্য দিতে পারে (আল-খুলাসা)।

২৪. মাসআলা ঃ নায়েব সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়ার পর কাযীর রায় প্রদানের আগেই যদি আসল সাক্ষী উপস্থিত হয়ে যায়, তবে নায়েবের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেয়া যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ আসল সাক্ষী যদি কাউকে নিজ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রাখে, কিন্তু সে ব্যক্তি তা গ্রহণ না করে এবং বলে, আমি এ দায়িত্ব নেব না। তবে সে সাক্ষী হবে না (আল-কুনয়া)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ সাক্ষ্য সম্পর্কে অন্যকে সাক্ষী রাখার পর তাকে সে সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে নিষেধাজ্ঞা বৈধ হবে না। সুতরাং নিষেধাজ্ঞার পরেও যদি সে তার সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৭. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তির এই সাক্ষ্য সম্পর্কে অপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তার গোলাম আযাদ করেছে, তারপর আসল সাক্ষীদ্বয় উপস্থিত হয়ে তদেরকে সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করে, আর ইতিমধ্যে কাযী রায় ঘোষণা করে না ফেলে, তবে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে তাদের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। কতকের মতে নিষেধাজ্ঞা বৈধ হবে না, কিন্তু প্রথমোক্ত মতই বেশী যুক্তিযুক্ত (আল-খুলাসা)।

২৮. মাসআলা ঃ আসল সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য অস্বীকার করে, তবে নায়েব সাক্ষীদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-হিদায়া)।

২৯. মাসআলা ঃ নায়েব সাক্ষীদ্বয় যদি আসল সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তারপর আসল সাক্ষী বোবা হয়ে যায় বা অন্ধ হয়ে যায় কিংবা মুরতাদ, ফাসিক বা পাগল হয়ে যায় এবং এমন অবস্থায় পৌছে যায় যে, তার সাক্ষ্য আর গ্রহণযোগ্য নয়, তবে তার নিজ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রাখার ব্যাপারটাও বাতিল হয়ে যাবে। নায়েব যদি আসল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং আসল সাক্ষী ফাসিক প্রমাণিত হওয়ায় তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে এরপর তাদের কারও সাক্ষ্যই গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ; আল-মাবসূত ; আল-খুলাসা)।

৩০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে নিজ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রাখে এবং তারপর নিজে এমন পর্যায়ে পৌছে যায়, যার সাক্ষ্য বৈধ নয়, তারপর সাক্ষ্য দানের যোগ্যতা ফিরে পায়, যেমন সে হয়তো ফাসিক হয়ে গেল, তারপর আবার তওবা করে সংশোধন হয়ে গেল, তবে এরপর তার নায়েব সাক্ষ্য দিলে তার সাক্ষ্য বৈধ হবে। এমনিভাবে আসল দুই সাক্ষী যদি নিজেদের সাক্ষ্য সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে সাক্ষ্য রাখে এবং সে দুই ব্যক্তি প্রথমে নির্ভরযোগ্য থাকে, তারপর তারা ফাসিক হয়ে যায় এবং তারপর তারা তওবা করে আর এ অবস্থায় সাক্ষ্য দান করে অথবা এ অবস্থায় নিজেদের সাক্ষ্য সম্পর্কে অন্যদেরকে সাক্ষী রাখে, তবে তা জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ নায়েবদ্বয় যদি কাযীর সামনে সাক্ষ্য দেয় এবং আসল সাক্ষীর প্রতি সন্দেহ থাকার কারণে কাযী তাদের সাক্ষ্য রদ করে দেয়, তবে এরপর আর তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আসল সাক্ষীদ্বয়েরও নয় এবং তাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদেরও নয়।

যদি নায়েব দু'জনের সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কারণে কাযী তাদের সাক্ষ্য রদ করে, তবে এরপর আসল সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য বৈধ হবে। যদি তারা নির্ভরযোগ্য হয়। এমনিভাবে তারা যদি অন্য দুইজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখে, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আয-যখীরা)।

৩২. মাসআলা ঃ দুই গোলাম বা দুই মুকাতাবের সাক্ষ্য সম্পর্কে যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় অথবা কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে দুই কাফির সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, ফলে কাযী সে সাক্ষ্য রদ করে দেয়, তারপর গোলাম ও মুকাতাব আযাদ হয়ে যায় এবং কাফিরদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করে আর তখন সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য প্রদান করে বা সেই দুই ব্যক্তিকে অথবা অন্য দুই ব্যক্তিকে নিজেদের সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রাখে তবে তা জাইয হবে (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা ঃ মূল সাক্ষী যদি দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখার সময় ফাসিক থাকে এবং তারপর তওবা করে, তবে যতক্ষণ না তাদেরকে পুনরায় সাক্ষী রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান জাইয হবে না (আল-'আত্তাবিয়্যা)।

৩৪. মাসআলা ঃ মূল সাক্ষীদ্বয় যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে নায়েব সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য দেয়া জাইয হবে না। পক্ষান্তরে ইসলাম গ্রহণের পর মূল সাক্ষীদ্বয় যদি নিজেরাই সাক্ষ্য দেয়, তবে তা বৈধ হবে (আত-তাতারখানিয়া)।

৩৫. মাসআলা ঃ নায়েবগণ যদি বলে, আসল সাক্ষিগণ অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষে অমুকের পুত্র অমুকের বিরুদ্ধে এই এই সাক্ষ্য দিয়েছে এবং আমাদেরকে তাদের সে সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছে, কিন্তু তারা যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, সেই অমুকের পুত্র অমুককে আমরা চিনি না। তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে এবং বাদীকে আদেশ করবে সে যেন সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করে যে, সে যাকে উপস্থিত করেছে সে-ই অমুকের পুত্র অমুক (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ দুই নায়েব যদি আসল সাক্ষীদের সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী আসল ও নায়েব সকলকে নির্ভরযোগ্য বলে জানে, তবে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করবে। যদি আসল সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা জানা থাকে, কিন্তু প্রতিনিধিদের বিশ্বস্ততা জানা না থাকে, তবে তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে। যদি প্রতিনিধিদের বিশ্বস্ততা জানা থাকে, কিন্তু আসল সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা জানা না থাকে, তবে আল-খাস্সাফ (র) সে সম্পর্কে বলেন, কাযী প্রতিনিধিদেরকে আসল সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, জিজ্ঞস না করে রায় প্রদান করবে না। তারা যদি আসল সাক্ষীদেরকে বিশ্বস্ত বলে তাসদীক করে, তবে যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য দ্বারা আসল সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, শাখা-সাক্ষীদের তাসদীক ছাড়া আসল সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হবে না। কিন্তু যাহিরী রিওয়ায়েতে যা বলা হয়েছে সেটাই বিশুদ্ধ।

শাখা-সাক্ষীদ্বয় যদি কাযীকে বলে, আমরা এ সম্পর্কে কিছুই বলব না, তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। বাদী যদি বলে, আমি আপনার কাছে এমন লোক নিয়ে আসব যারা তাদের নির্ভরযোগ্যতা তাসদীক করবে। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কাযী সে কথায় কর্ণপাত করবে না এবং সাক্ষ্যও গ্রহণ করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৭. মাসআলা ঃ বাদী যদি কাযীকে বলে, আসল সাক্ষী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে পারেন, তারা নির্ভরযোগ্য, তবে যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী কাযী সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩৮. মাসআলা ঃ শাখা-সাক্ষীদ্বয় যদি বলে, আমরা জানি না, আসল সাক্ষীদ্বয় বিশ্বস্ত কিনা। তবে শামসুল আইম্মা আল-হালওয়ানী (র)-এর মতে কাযী তাদের সাক্ষ্য রদ করবে না। বরং আসল সাক্ষীদের সম্পর্কে অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করবে এবং এটাই সহীহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে এবং এটাই সহীহ্ (আল-মুহীত, আয-যখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৯. মাসআলা ঃ শাখা-সাক্ষী যদি বলে, আসল সাক্ষীর সাক্ষ্যের ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে, তবে তার সাক্ষ্য সম্পর্কে শাখা-সাক্ষীর সাক্ষ্য কাযী গ্রহণ করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ আসল সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা তাসদীক করার ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধিগণ যদি নীরবতা অবলম্বন করে, তবে সেটা ঠিক আছে। এক্ষেত্রে কাযীর কর্তব্য এমন সব ব্যক্তির কাছে আসল সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া যারা নির্ভরযোগ্যতার সনদ দেয়ার যোগ্যতা রাখে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এরূপ ক্ষেত্রে কাযী প্রতিনিধিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না (আল-কাফী)।

৪১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে হিশাম (র) বর্ণনা করেন যে, কোন বিশ্বস্ত সাক্ষী যদি নিজ সাক্ষ্য সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখে এবং তারপর বিশ বছর বা এরকম দীর্ঘ কাল যাবৎ সে দেশের বাইরে থাকে এবং তার সংগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে, ফলে তার সম্পর্কে খবর নেই যে, সে এখনো বিশ্বস্ত আছে কিনা ? আর এ অবস্থায় প্রতিনিধিদ্বয় তার সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং বিচারক এমন কাউকে পায় না, যার কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তবে এক্ষেত্রে দেখতে হবে, সে ব্যক্তি খ্যাতনামা লোক কিনা, যদি খ্যাতনামা লোক হয়, যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) ও সুফয়ান ছাওরী (র), তবে কাযী প্রতিনিধিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করবে। কেননা খ্যাতনামা ব্যক্তির কোন পদস্খলন ঘটলে তা লোকমুখে রটে যায়। আর যদি বিখ্যাত ব্যক্তি না হয়, তবে কাযী প্রতিনিধিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৪২. মাসআলা ঃ 'আল-জামি' গ্রন্থে আছে, দুই সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি অমুককে ভুলক্রমে হত্যা করেছে। এবং এ সাক্ষ্য সম্পর্কে দুই ব্যক্তি কাযীর সামনে সাক্ষ্য দেয়, ফলে কাযী হত্যাকারী 'আকিলা (জ্ঞাতি-গোষ্ঠি, প্রতিবেশী)-এর উপর দিয়্যত (রক্ত পণ) আরোপ করে, তারপর যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, সে জীবিত উপস্থিত হয়, তবে শাখা-সাক্ষীদের উপর জরিমানা আসবে না। হাঁ, 'আকিলার উপর যে দিয়্যত আরোপ করা হয়েছিল, বিচারক তা মওকুফ করবে। যদি আসল সাক্ষীদ্বয় ফিরে আসে এবং তাদের সাক্ষ্যদানের কথা অস্বীকার করে, তবে সে অস্বীকৃতি প্রতিনিধিদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং তাদের উপর জরিমানা আসবে না। যেমন আসল সাক্ষীদেরকেও জরিমানা দিতে হবে না।

আসল সাক্ষিগণ যদি বলে, আমরা তাদেরকে মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছিলাম এবং তখনও আমরা জানতাম আমাদের সাক্ষ্য সত্য নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এক্ষেত্রেও তাদের উপর জরিমানা আরোপিত হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে 'আকিলার ইখতিয়ার থাকবে। তারা চাইলে আসল সাক্ষীদের থেকেও জরিমানা আদায় করতে পারে এবং চাইলে ওলীর কাছ থেকেও আদায় করতে পারে। আসল সাক্ষীদ্বয় থেকে আদায় করলে সে তা ওলীর কাছ থেকে উসুল করে নিবে আর ওলীর থেকে আদায় করলে, সে কারও কাছে দাবী করতে পারবে না (আয-যখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষীর বিশ্বস্ততা নিরূপণ

১. মাসআলা ঃ বিবাদী আপত্তি করুক বা না করুক। সর্বাবস্থায় কাযীর কর্তব্য যে কোন মামলার সাক্ষীর বিশ্বস্ততা প্রকাশ্যে ও গোপনে তদন্ত করা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিবাদীর আপত্তি না থাকলে মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাহ্যিক বিশ্বস্ততাই যথেষ্ট। হাঁ, হুদূদ (শরী'আতী শাস্তি) ও কিসাস এর বিষয়টা ব্যতিক্রম। সে ক্ষেত্রে সাক্ষী সম্পর্কে গোপনেও খোঁজ-খবর নিতে হবে এবং প্রকাশ্যেও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষ হতে প্রত্যয়ন থাকতে হবে। তাতে আসামী পক্ষ আপত্তি তুলুক বা নাই তুলুক। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। বর্তমানকালে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া (আল-কাফী)।

২. মাসআলা ঃ প্রতিপক্ষ যদি সাক্ষীদের ব্যাপারে আপত্তি না তোলে বরং তাদেরকে বিশ্বস্ত বলে স্বীকার করে, যেমন বলল, তারা নির্ভরযোগ্য এবং আমার সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দিয়েছে তা সত্য, কিংবা বলে, তারা নির্ভরযোগ্য এবং আমার সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দিয়েছে তা সত্য, কিংবা বলে, তারা নির্ভরযোগ্য আমার পক্ষে বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য বৈধ। তবে কাযী অনুসন্ধান ছাড়াই বাদীর পক্ষে রায় ঘোষণা করবে। কেননা বিবাদী তো বাদীর দাবী স্বীকার করেই নিয়েছে। যদি বলে, তারা বিশ্বস্ত এবং এর বেশী কিছু না বলে, কিংবা বলে, তারা বিশ্বস্ত কিন্তু আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তারা ভুল করে ফেলেছে। তবে দেখতে হবে বিবাদী কোন স্তরের লোক। সে যদি এমন নির্ভরযোগ্য লোক হয়ে থাকে কারও বিশ্বস্ততা নিরূপণে যার কথা গ্রহণযোগ্য। তবে দেখতে হবে বাদীর দাবী উত্থাপনকালে সে নীরবতা অবলম্বন করেছিল। না তার দাবী প্রত্যাখ্যান করেছিল। যদি প্রত্যাখ্যান না করে থাকে বরং চুপ করে থাকে এবং সাক্ষিগণ তার বিপরীতে সাক্ষ্য দান করে, তারপর সে বলে, তারা বিশ্বস্ত তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কাযী তাদের সাক্ষ্য মতে বাদীর পক্ষে রায় ঘোষণা করবে। তাদের সম্পর্কে তদন্ত করবে না। হোক বাদীর দাবী এমন বিষয় না সন্দেহ সত্ত্বেও সাব্যস্ত হয়, কিংবা এমন বিষয় যা সন্দেহের অবকাশ অবস্থায় সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এরূপ ক্ষেত্রেও কাযী সাক্ষী সম্পর্কে তদন্ত না করে রায় ঘোষণা করবে না ; বরং আগে তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে।

বিবাদী যদি বাদীর দাবী প্রত্যাখ্যান করে থাকে, তারপর সাক্ষিগণ যখন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তখন বলে, তারা বিশ্বস্ত তবে কোন কোন বর্ণনায় আছে, এক্ষেত্রে তিন ইমামের মধ্যে উপরের অনুরূপ মতভেদ আছে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কাযী সাক্ষীর বিশ্বস্ত সম্পর্কে তদন্ত না করেই রায় ঘোষণা করবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, অন্য কারও কাছে জিজ্ঞেস না করে কাযী রায় দেবে না।

'আল-জামিউস' সাগীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এরূপ ক্ষেত্রে বিবাদী সাক্ষীর বিশ্বস্ততা প্রত্যায়ন করলে যথেষ্ট হবে না। বরং তার প্রত্যায়ন করা না করা সমান কথা।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কাযী বিবাদীকে বলবে, তুমি কী বল, সাক্ষিগণ কি সত্য বলেছে, না মিথ্যা ? সে যদি বলে, সত্য বলেছে, তবে সে বাদীর দাবী স্বীকার করে নিল। যদি বলে, মিথ্যা বলেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করবে না।

বিবাদী যদি ফাসিক হয়,বা তার বিশ্বস্ততা বিষয়টা অজ্ঞাত থাকে, তবে সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তার প্রত্যায়ন বৈধ হবে না। সুতরাং সে ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কাযী ফায়সালা দেবে না এবং বিবাদীর এই কথা যে, সাক্ষিগণ বিশ্বস্ত। এটাকে এই অর্থে ধরে নেবে না যে, সে বাদীর দাবী স্বীকার করে নিয়েছে।

বিবাদী যদি ফাসিক বা এমন ব্যক্তি হয় যার বিশ্বস্ততার বিষয়টা অজ্ঞাত এবং এর ফলে সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তার তাসদীক গৃহীত না হয়, তখন কাযী তাকে জিজ্ঞেস করবে। সাক্ষিগণ সত্য বলেছে, না মিথ্যা ? যদি বলে, সত্য বলেছে, তবে এটাকে তার স্বীকারোক্তি মনে করা হবে। অর্থাৎ ধরে নেয়া যে, সে দাবী সত্য বলে মেনে নিয়েছে। সুতরাং কাযী তার সে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় প্রদান করবে। যদি বলে, তারা মিথ্যা বলেছে, তবে রায় প্রদান করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি প্রথমে স্বীকার করে নেয় যে, সাক্ষিগণ বিশ্বস্ত এবং তারপর তারা তার বিপরীতে সাক্ষ্য দেয় আর তখন সে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে, তবে কাযী সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তার পূর্বেকার তাসদীককে যথেষ্ট মনে করবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষী যদি কারো বিপক্ষে কোন হক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় আর সে একজন সাক্ষীর বিশ্বস্ততা স্বীকার করে বলে যে, সে ভুল করেছে বা তার বিভ্রম হয়েছে, তবে কাযী তাকে অন্য সাক্ষী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। যদি দ্বিতীয় সাক্ষীকেও বিশ্বস্ত বলে স্বীকার করে, তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করবে। কেননা বিভ্রম এর দাবী বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আপত্তি নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ দুই সাক্ষী যদি কারও বিপরীতে সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের সাক্ষ্যদানের পর সে বলে, অমুক আমার বিপরীতে যে, সাক্ষ্য দিয়েছে তা সত্য বা অমুক আমার বিপরীতে যে সাক্ষ্য দিয়েছে সেটাই সত্য, তবে কাযী সে সম্পর্কে ফায়সালা দিয়ে দেবে, অন্য সাক্ষী সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না।

সাক্ষ্যদানের পূর্বে বিবাদী যদি সাক্ষীদ্বয়ের বিশ্বস্ততা স্বীকার করে বা বলে, তারা যে সাক্ষ্য দেবে তা সত্য, কিন্তু সাক্ষ্য দানের পর কাযীকে বলে। আপনি তাদের বিশ্বস্ততা তদন্ত করে দেখুন, কেননা তারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা যে আমার সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য দেবে সেটা আমি ভাবতেই পারিনি। তবে কাযী সাক্ষীদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে।

তাদের বিশ্বস্ততার পক্ষে তাসদীক পাওয়া গেলে, তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করবে। অন্যথায় নয় (আস-সাদরুশ শাহীদ, শারহু আদাবিল কাযী লিল খাস্‌সাফ ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ আবুল লায়ছ (র)-এর ফাতাওয়া গ্রন্থে আছে, কাযী বা প্রশাসকের সামনে যদি দুইজন সাক্ষী দেয়, এবং তাদের একজন বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত থাকে এবং অপরজন সেরূপ পরিচিত না হয়, কিন্তু কোন পরিচিত বিশ্বস্ত ব্যক্তি তার বিশ্বস্ততা তাসদীক করে, তবে নাসীর (র) বলেন, তার তাসদীক গৃহীত হবে না। আবূ সালামা (র) থেকে দুরকম বর্ণনা আছে।

ফকীহ্ আবূ বকর আল-বালাখী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিচারকের সামনে যদি তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় এবং সে তাদের দুইজনকে চিনে, ও একজনকে না চিনে তারপর পরিচিত দুইজন অপরিচিত জনকে বিশ্বস্ত বলে তাসদীক করে তবে অন্য কোন সাক্ষ্যের ব্যাপারে তাদের সে তাসদীক বৈধ হবে। কিন্তু বর্তমান সাক্ষ্যের ব্যাপারে বৈধ হবে না। এটা নাসীর (র)-এর মতের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ এবং এরই উপর ফাতওয়া (আল-মুহীত।

৬. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সাক্ষীর বিশ্বস্ততা প্রত্যায়নকারী, বিশ্বস্ততা প্রত্যায়নকারীর কাছে কাযীর বার্তাবাহী এবং সাক্ষীর দোভাষী যদি একজন হয়, তাও জাইয, তবে দুইজন হলে উত্তম। অবশ্য এটা গোপন প্রত্যায়নের ক্ষেত্রে। প্রকাশ্যে প্রত্যায়নের জন্য দুইজন হওয়া শর্ত এবং এ ব্যাপারে সকলেই একমত আল কাফী।

৭. মাসআলা ঃ তিনও ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, সাক্ষীর জন্য যেমন বিশ্বস্ততা, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া ও চক্ষুষ্মান হওয়া শর্ত, তেমনি প্রকাশ্যে সাক্ষীর বিশ্বস্ততা প্রত্যায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যায়নকারীরও এসব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া শর্ত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ বিশ্বস্ততা প্রত্যায়নের ব্যাপারটা যদি গোপনে হয়, তবে সেটা গোলাম, অন্ধ, শিশু এমন কি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও গ্রহণযোগ্য। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অন্ধ ব্যক্তি দোভাষী হলে সেটা জাইয হবে না । ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয (আল-খুলাসা)।

১০. মাসআলা ঃ স্বাধীন ও বিশ্বস্ত হলে একজন স্ত্রীলোকও পুরুষের মতই দোভাষী হতে পারে । এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। অবশ্য এটা অর্থ সম্পদ ও এমন সব বিষয়ে, যে ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যে সব ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক দোভাষী হতে পারে না (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ গোপনে সাক্ষীর বিশ্বস্ত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষীর পিতা বা পুত্র ও ফাসিকের পক্ষ হতেও তাসদীক নেয়া যেতে পারে (ফাতওয়া কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২. মাসআলা ঃ এমনভাবে তার পক্ষে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, এমন যে কারও পক্ষ হতেই বিশ্বস্ততার তাসদীক নিলে তা বৈধ হবে (আল-খুলাসা)।

১৩. মাসআলা ঃ যেসব মহিলা বাইরে চলাফেরা করে, পুরুষের সাথে মেলামেশা করে ও তাদের সাথে লেনদেন করে, তবে তারা যদি স্বামী বা অন্য কারও বিশ্বস্ততা তাসদীক করে, তবে তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৪. মাসআলা ঃ যার বিপরীতে সাক্ষ্য দেয়া হয়, সে মুসলিম হলে সাক্ষীর বিশ্বস্ততা প্রত্যায়নকারীর ও মুসলিম হওয়া শর্ত (আল-খুলাসা)।

১৫. মাসআলা ঃ প্রকাশ্য তাসদীক ক্ষেত্রে তিন ইমামের মতেই সাক্ষ্য শব্দের সাথে তাসদীক কর শর্ত নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য কাযীর উচিত এমন লোক নির্বাচন করা। যে নিজের বিশ্বস্ত, মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, নির্লোভ চরিত্রের অধিকারী, দীন সম্পর্কে বিজ্ঞ কি কি কারণে বিশ্বস্ততা নষ্ট হয় ও কি কি গুণাবলীর অধিকারী হলে মানুষ নির্ভরযোগ্য হয় সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং অভাবমুক্ত। যদি এমন আলেম পাওয়া যায়, যে দরিদ্র এবং এমন বিশ্বস্ত অভাবমুক্ত লোক পাওয়া যায়, যে আলিম নয় অথবা এমন বিশ্বস্ত আলিম পাওয়া যায়, যে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে না। এবং এমন বিশ্বস্ত সামাজিক লোক পাওয়া যায়, যে আলিম নয়, তবে আলিমকেই বেছে নেবে। এমন তাসদীককারী নির্বাচন করা শ্রেয়। যে উদাসীন প্রকৃতির লোক নয় এবং এমন একাকী জীবনে অভ্যস্ত নয়। যে লোকজনের সঙ্গে মেশে না (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) আল আকযিয়া অধ্যায়ে বলেন, প্রকাশ্যে যার তাসদীক নেয়া হবে। গোপনেও তারই তাসদীক গ্রহণ করা চাই। এটাই আমাদের ইমামগণের মত (আয-যাখীরা)।

১৮. মাসআলা ঃ সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে প্রত্যায়ন গ্রহণের পদ্ধতি এই যে, সাক্ষী ও প্রত্যায়নকারীকে একত্র করে কাযী প্রত্যায়নকারীকে বলবে, এই ব্যক্তিই কি সেই, যাকে তুমি বিশ্বস্ত মনে কর অথবা সাক্ষীদের সামনে তাকে জিজ্ঞেস করবে, এরা কি বিশ্বস্ত যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ? (আল-কিফায়া)।

১৯. মাসআলা ঃ গোপনে বিশ্বস্ততার তাসদীক গ্রহণের পদ্ধতি এই যে, কাযী তাসদীকদাতার কাছে কোন লোক পাঠাবে বা কোন চিঠি লিখবে, যাতে সাক্ষীদের নাম, তাদের বংশ পরিচয়, হুলিয়া, ঠিকানা এবং বাজারের লোক হয়ে থাকলে বাজারের নাম উল্লেখ করবে, যাতে তাসদীকদাতা তাকে উত্তমরূপে চিনতে পারে এবং তাদের প্রতি ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খোঁজ-খবর নিতে সক্ষম হয় (আল-নিহায়া)।

২০. মাসআলা ঃ কাযী তার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মারফত সে চিঠি তাসদীক দাতার কাছে পাঠাবে। তার আগে তাতে সীলগালা করে দেবে। পত্র বাহকের হাতে কী আছে তা কাউকে জানাবে না, যাতে কেউ প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২১. মাসআলা ঃ কাযী চাইলে প্রকাশ্য ও গোপন উভয় পন্থায়ই সাক্ষীর বিশ্বস্ততা যাচাই করবে। আবার চাইলে কেবল গোপনেও যাচাই করতে পারে। আমাদের একালের কাযীগণ প্রকাশ্যে যাচাই করা ছেড়ে দিয়েছে। এখন তারা কেবল গোপনেই এটা সমাধা করে থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ প্রথম দিকে কেবল প্রকাশ্যেই সাক্ষীদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া হত। কেবল গোপরে খবর নেয়ার রেওয়াজ আমাদের কালেই হয়েছে এবং এটা হয়েছে অনর্থ হতে বাঁচার লক্ষ্যে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, বিশ্বস্ততা সম্পর্কে প্রকাশ্য জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনর্থ ও বিপদ দেখা দেয় (আল-হিদায়া)।

২৩. মাসআলা ঃ প্রত্যায়নকারীর কর্তব্য, সাক্ষী সম্পর্কে এমন লোককে জিজ্ঞেস করা, যার মধ্যে প্রত্যায়নকারীর জন্য অপরিহার্য গুণাবলী বিদ্যমান আছে (আল-নিহায়া)।

২৪. মাসআলা ঃ শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, সাক্ষী সম্পর্কে তার প্রতিবেশীদেরকে প্রশ্ন করবে সেই অবস্থায়, যখন তার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রকাশ্য শত্রুতা না থাকে এবং তারা তার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় যেমন সে হয়ত তাদের পক্ষ হতে চাঁদা ইত্যাদি পরিশোধ করে দেয়, আবূ আলী আন-নাসাফী (র) ও এমত পসন্দ করেছেন এবং তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (আয-যাখীরা)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি তার প্রতিবেশী ও বাজারে বিশ্বস্ততা সত্যায়নের যোগ্যতা সম্পন্ন লোক পাওয়া না যায়। তবে তার মহল্লার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবে। যদি তারাও সকলে অবিশ্বস্ত হয়, তবে ব্যাপকভাবে তার সম্পর্কে যা প্রচারিত আছে। তার উপর নির্ভর করবে। এমনিভাবে যদি তার প্রতিবেশী ও মহল্লাবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করে আর সকলেই অবিশ্বস্ত হয় এবং তারা তার নির্ভরযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে একমত হয় আর প্রশ্ন কর্তার ধারণা হয় তারা সত্যই বলেছে, তবে সেটাও ব্যাপকভাবে প্রচারিত সংবাদের পর্যায়ভুক্ত হবে (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ বিশ্বস্ততার তাসদীকদাতা যদি সাক্ষীকে না চেনে এবং তার সামনে বিশ্বস্ত দুই সাক্ষী তাকে বিশ্বস্ত বলে সনদ দেয়, তবে তাকে বিশ্বস্ত হিসেবে তাসদীক করা তার পক্ষে বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৭. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি তাকে বিশ্বস্ত বলে সাক্ষ্য দিল, তাসদীকদাতা তার নাম কাযীর কাছে লিখে দেবে এবং পত্রের নিচে লিখবে যে, এ ব্যক্তি বিশ্বস্ত, যার সাক্ষ্য বৈধ (আন-নিহায়া)।

২৮. মাসআলা ঃ এভাবে বিশ্বস্ততা প্রত্যায়ন করলে তাও বৈধ হবে। এটাই গ্রহণযোগ্য মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কাযী তার কাছে যে পত্র পাঠিয়েছে, তার উচিত তাতে বিশ্বস্ততার পক্ষে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে, তার নাম লিখে তার নিচে লিখে দেয়া যে, এ ব্যক্তি আমার কাছে বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন এবং তার সাক্ষ্য বৈধ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম এটাই গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেন, এভাবে লিখবে সেটা তাসদীক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আমার কাছে কথাটি অস্পষ্ট। এজন্যই তো বাদীর পক্ষের সাক্ষী যদি বলে, আমার কাছে হক এই বাদীর, তবে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায় (আজ-জাহীরিয়ার)।

৩০. মাসআলা ঃ ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) উপরিউক্ত মতকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমার মতে এটা কোন কথাই হল না। কেননা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানেন কেবলই আল্লাহ্ তা'আলা। বান্দা তো সেটাই বলবে, যেটা তার কাছে ধরা পড়ে ও তার বিবেচনায় আসে (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ যে সাক্ষী সম্পর্কে জানতে পারবে সে ফাসিক তার সম্পর্কে কিছুই লিখবে না, যাতে তার বদনাম করা না হয়। অথবা লিখে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। হাঁ, অন্য কেউ যদি তাকে বিশ্বস্ত বলে প্রত্যায়ন করে এবং তার আশংকা হয়, তার প্রকৃত অবস্থা খুলে না বললে কাযী তার সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দিয়ে বসবে, তখন প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার ভাবে লিখে দেবে (আল-ইনায়া)।

৩২. মাসআলা ঃ সাক্ষীর বিশ্বস্ততা অবিশ্বস্ততা সম্পর্কে না জানলে তার নামের নিচে লিখে দেবে, চারিত্রিক অবস্থা অজ্ঞাত (মাসতুর) তারপর এ গোপন চিঠি কাযীর প্রেরিত বিশ্বস্ত লোক মারফত গোপনে কাযীর কাছে পাঠাবে । যাতে তার নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় (ফাতহুল কাদীর)।

৩৩. মাসআলা ঃ সুনিশ্চিত ভাষায় বিশ্বস্ততা তাসদীক করা উচিত। এরূপ বলবে না যে, তারা আমার কাছে বিশ্বস্ত, কেননা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ আমাকে তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে অবহিত করেছে। যদি বলে, আমি তাদেরকে বিশ্বস্ত বলেই জানি, তবে বিশুদ্ধতর মতে এরূপ তাসদীক সঠিক হবে। যদি বলে, আমার জানা মতে তারা বিশ্বস্ত তবে বিশুদ্ধতর মতে এটা তাসদীক হিসেবে যথেষ্ট হবে না (আল-খুলাসা)।

৩৪. মাসআলা ঃ আদাবুল কাযী গ্রন্থে আছে, তাসদীকদাতা যদি শুধু তারা বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য বলে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। যদি বলে, তার বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত তবে তা যথেষ্ট হবে। যদি বলে, আমি তার সম্পর্কে একটা উত্তম গুণ সম্পর্কে অবহিত আছি। তবে এটা যথার্থ প্রত্যায়ন হবে না (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা ঃ কেউ বলেন, যদি বলে, সে বিশ্বস্ত তবে এটাকেও যথেষ্ট মনে করা হবে। কেননা মুসলিম দেশের বাসিন্দা হিসেবে মৌলিকভাবে তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত এবং সাক্ষ্যদানের যোগ্য। কাজেই এর বেশী বলা অপরিহার্য হবে না। এমতই বিশুদ্ধতর (ফাতহুল কাদীর;আল-কাফী)।

৩৬. মাসআলা ঃ যদি বলে, সে মদ পান না করলে বিশ্বস্ত, তবে এটা তাসদীক হল না (আয-যাখীরা)।

৩৭. মাসআলা ঃ তাসদীকদাতার যদি জানা থাকে, সাক্ষিগণ বিশ্বস্ত, কিন্তু বাদীর দাবী মিথ্যা কিংবা সাক্ষিগণ ক্ষেত্র বিশেষে ভুল বুঝেছে। তবে তার কর্তব্য সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা, ক্ষেত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষে তাদের ভুল বুঝা কিংবা বাদীর দাবীর অসত্যতা সম্পর্কে তার তা জানা আছে, তা কাযীকে লিখে জানানো। তারপর তার লেখা বিষয় কাযী পূর্ণরূপে তদন্ত করে দেখবে। যদি জানা যায়, তাসদীকদাতা যা লিখেছে, তা সত্য, তবে সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করবে। আর তা জানা না গেলে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ বাইরের এলাকার কোন লোক কাযীর সামনে সাক্ষ্য দিলে কাযী তাকে জিজ্ঞেস করবে। তোমার পরিচিত কে কে আছে। সে যাদের নাম বলবে, তারা যদি সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়, তবে তাদেরকে তার সম্পর্কে গোপনে জিজ্ঞেস করবে। প্রকাশ্যেও যদি তারা তাকে বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করে, তবে তাদের তাসদীক গ্রহণ করবে। অবশ্য এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন কাযী গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় পন্থায় তার বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের ইচ্ছা করবে (ফাতওয়া কাযীখান)।

৩৯. মাসআলা ঃ সে যাদের বলেছে, তারা যদি তাসদীক করার যোগ্য না হয়, তবে আপাতত তার বিষয়টা স্থগিত রাখবে। তারপর সে যে এলাকার লোক তা যদি এক কাযীর কার্য ক্ষমতার অধীন হয়, তবে সেই এলাকার পরিচিত তাসদীকদাতার কাছে জিজ্ঞেস করবে। আর সে এলাকা এ কাযীর অধীনস্থ না হলে সেখানকার কাযীর কাছে তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ কাযীর সামনে এমন কোন লোক যদি সাক্ষ্য দেয়, যে কাযীর অবস্থান স্থল থেকে পঞ্চাশ ফারসাখ দূরের বাসিন্দা এবং তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য কাযী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার আস্থাভাজন কোন লোক সেখানে পাঠায়, তবে সে পারিশ্রমিক বাদীকেই পরিশোধ করতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪১. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি কোন হদ্দ (শারী'আতী শাস্তি) বা কিসাসের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের বন্ধু-বান্ধবের কাছে তাদের খোঁজ-খবর নেবে এবং তাদের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান চালাবে। যাতে তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জিত হয়। কেননা পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান চালালে কখনও এমন কিছুও উদঘাটন হতে পারে। যদ্দরুন অভিযুক্ত ব্যক্তি হদ্দ হতে নিস্কৃতি পেয়ে যাবে (আস-সাদরুশ শাহীদ শারহু আদাবিল কাযী লিল খাস্সাফ)।

৪২. মাসআলা ঃ কাযীর কাছে যদি সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাসদীক কারীর লেখা চিঠি পৌছে যায় এবং সতর্কতামূলক পন্থা হিসেবে অন্য কারও কাছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চায়, তবে তার উচিত দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে সাক্ষীদের নাম লিখে পাঠানো এবং প্রথম তাসদীকদাতার মন্তব্য সম্পর্কে তাকে অবহিত না করা। দ্বিতীয় ব্যক্তিও যদি প্রথম ব্যক্তির অনুরূপ মন্তব্য লিখে জানায়। তবে কাযী সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪৩. মাসআলা ঃ দুজনের একজন যদি সাক্ষীদেরকে বিশ্বস্ত বলে সাক্ষ্য দেয় এবং অপরজন অবিশ্বস্ত সাব্যস্ত করে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে অবিশ্বস্ত তাই প্রাধান্য পাবে। যেমন দুই ব্যক্তি যদি বিশ্বস্ত বলে এবং অপর দুই ব্যক্তি অবিশ্বস্ত বলে, তবে সকলের মতেই সে ক্ষেত্রে যারা অবিশ্বস্ত বলেছে, তাদের কথাই গৃহীত হয়ে থাকে। যদি

একজন সাক্ষীদেরকে অবিশ্বস্ত এবং দুইজন বিশ্বস্ত বলে, তবে তিনও ইমামের মতে তাদের বিশ্বস্ততাই প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি দুইজন অবিশ্বস্ত বলে আর দশজন বিশ্বস্ত বলে। তবে তাদের অবিশ্বস্ততার দিকই প্রাধান্য পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৪. মাসআলা ঃ কাযী যদি সাক্ষীদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয় এবং তাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়, তবে কাযীর পক্ষে এটা উচিত হবে না যে, বাদীকে পরিষ্কার বলে দেবে- তোমার সাক্ষীদেরকে অবিশ্বস্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, বরং তাকে বলবে, তুমি আরও সাক্ষী উপস্থিত কর অথবা বলবে তোমার সাক্ষিগণ প্রশংসিত হয়নি (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ বাদী যদি কাযীকে বলে, আমি আপনার কাছে এমন বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক নিয়ে আসব, যারা এদেরকে বিশ্বস্ত বলে সাক্ষ্য দেবে অথবা যদি বলে, আমি আপনার কাছে এমন কিছু নির্ভরযোগ্য লোকের নাম বলছি,যাদের কাছে আপনি এদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, এই বলে সে কিছু নির্ভরযোগ্য লোকের নাম বলে তবে কাযী তার কথা গ্রহণ করবে। সে মতে যদি কিছু লোক উপস্থিত করে এবং তারা (নিজ থেকেই) বিশ্বস্ত বলে অথবা কাযীর জিজ্ঞাসার জবাবে তাদেরকে বিশ্বস্ত বলে জানায়, তবে কাযীর কর্তব্য অবিশ্বস্ত আখ্যাদানকারীদেরকে কারণ জিজ্ঞেস করা ? কেননা এমনও হতে পারে যে, তারা এমন কোন কারণে তাদের নিন্দা করেছে, যেটা তাদের দৃষ্টিতে নিন্দাজনক হলেও এবং দ্বিতীয় তাসদীককারীদের দৃষ্টিতে নিন্দার কারণ নয়। তো তাদের কাছে জিজ্ঞেস করার পর দুই অবস্থায় এক অবস্থা হবে। হয়ত তারা এমন কোন দোষের কথা বলবে, যেটা সকলের নিকট দোষ নয় অথবা এমন কোন দোষের উল্লেখ করবে, যেটা সকলের নিকটই দোষ। প্রথম অবস্থায় তাদের মন্তব্যে কর্ণপাত করবে না। বরং যারা তাদেরকে বিশ্বস্ত বলবে, তাদের কথাই গ্রহণ করবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় এটাই প্রাধান্য পাবেযে, তারা বিশ্বস্ত নয় (আস-সাদরুশ-শাহীদ, শারহু আদাবিল-কাযী লিল খাস্‌সাফ; ফাতাওয়ায়ে কাযীখান; আয-যাহীরিয়্যা; আল-ওয়াকিআল; আল-মুহীত; আল-উয়ূন)।

৪৬. মাসআলা ঃ এমনিভাবে তাসদীকদাতা যদি সাক্ষীদেরকে বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করে কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে তারা সাক্ষ্য দেয় তারা তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে এবং কাযীকে বলে, আপনি এদের সম্পর্কে অমুক ও অমুককে জিজ্ঞেস করুন এবং এই বলে সে এমন কিছু লোকের নাম বলে, যারা সাক্ষীদের সম্পর্কে তাসদীক দেয়ার যোগ্যতা রাখে, তবে কাযী তাদের কাছে সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তারা যদি তাদেরকে অবিশ্বস্ত সাব্যস্ত করে বা এমন কোন দোষের কথা উল্লেখ করে, যদ্দরুন সাক্ষীর বিশ্বস্ততা বাতিল হয়ে যায়, তবে সেটাই গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান;আল-মুহীত;আল-উয়ূন)।

৪৭. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সামা'আ (র) তার নাওয়াদির গ্রন্থে বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সাক্ষিগণ যার পক্ষে দেবে, কাযী কি তাকে এমন কাউকে উপস্থিত করার আদেশ দেবে, যে সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা তাসদীক করবে ? তিনি বললেন,না, (আয-যাখীরা)।

৪৮. মাসআলা ঃ কাযীর কাছে যদি সাক্ষীদের বিশ্বাস যোগ্যতা প্রতিপন্ন হয়ে যায় এবং তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করে, তারপর অন্য কোন ঘটনা ঘটে এবং তাতে সেই

সাক্ষিগণই কাযীর সামনে সাক্ষ্য দেয়, তবে কাছাকাছি সময়ের ঘটনা হলে নতুন করে আবার তাদের বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের পেছনে পড়বে না। আর যদি দীর্ঘ দিন পড়ের ঘটনা হয়, তবে আবারও তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করে.নেবে।

এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে যে, কতকাল পরের ঘটনা হলে পুনরায় বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে হবে। এ সম্পর্কে দুইটি মত আছে। প্রথম মত হচ্ছে যে, ছয় মাস পরের ঘটনা হলে। দ্বিতীয় মত এই যে, বিষয়টা কাযীর বিবেচনাধীন উপর নির্ভর করে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

বিশুদ্ধ মত এটাই যে, এটা কাযীর বিবেচনায় উপর ছেড়ে দেয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৯. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য দানকারীদের মৃত্যুর পর যদি তাদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হয়। তবে কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করবে। এমনিভাবে যদি তারা দেশের বাইরে চলে যায় এবং তারপর তাদের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রত্যায়ন পাওয়া যায়, তখনও একই বিধান। পক্ষান্তরে তারা বোবা বা অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যদি তাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা দেয়া হবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

৫০. মাসআলা ঃ যদি প্রসিদ্ধ কোন আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি দেশের বাইরে চলে যায় এবং তারপর ফিরে এসে কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় আর তখন তার সম্পর্কে কোন তাসদীকদাতাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তবে তাসদীকদাতা লক্ষ্য করবে সে কাছাকাছি কোথাও চলে গিয়েছিল, না বেশী দূরে। যদি কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকে তবে তাসদীকদাতা তাকে আগের অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিশ্বস্ত সাব্যস্ত পারবে। পক্ষান্তরে যদি ছয় মাসের পথ পরিমাণ দূরের সফর করে থাকে, তবে লক্ষ্য করবে সে ব্যক্তি আস্থাভাজন হিসেবে কতটা বিখ্যাত? ইমাম আবূ হানীফা (র) ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) প্রমুখের মত হয়ে থাকলে তাকে বিশ্বস্ততার সনদ দিয়ে দেবে। আর যদি সে রকম খ্যাতনামা না হয়, তবে তাসদীক করবে না (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা ঃ কেউ কোন এলাকায় অপরিচিত এলাকা হিসাবে বাস করতে লাগলো। কিছুকাল থাকার পর মানুষের কাছে যদি সে সৎ লোক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে, এর বিপরীত কিছু চোখে না পড়ে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তার ব্যাপারে তাদের অন্তরে যে ধারণা সৃষ্টি হয় সেটাই গ্রহণযোগ্য এবং এ ব্যাপারে আমি কোন সময়সীমা বেঁধে দেব না। এরই উপর ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫২. মাসআলা ঃ কোন শিশু সাবালক হওয়ার পর যদি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় তবে তার ব্যাপারে সেই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। যা সেই বহিরাগতের ব্যাপারে গৃহীত হয়েছে, যে কোন এলাকায় এসে অবস্থান গ্রহণ করে। এমতই প্রসিদ্ধ।

কোন খৃস্টান যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তারপর কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তবে দেখতে হবে খৃস্টান থাকাকালে সে ব্যক্তি কাযীর নিকট বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিল কিনা। তখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি সে বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকে, তবে কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে এবং এ ব্যাপারে কালক্ষেপণ করবে না। আর যদি কাযী পূর্বে তাকে বিশ্বস্ত হিসেবে না জেনে থাকে। তবে এমন কারও কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। যে তার সম্পর্কে জানে যে খৃস্টান অবস্থায় সে বিশ্বস্ত লোক ছিল। সে ব্যক্তি তাকে কালবিলম্ব না করে বিশ্বস্ততার সনদ দিয়ে দেবে (যাখীরা)।

৫৩. মাসআলা ঃ আল-আকযিয়া গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, দুইজন খৃস্টান যদি কোন বিষয়ে এক খৃস্টানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় এবং খৃস্টান থাকাকালে তাদেরকে বিশ্বস্ত হিসেবে প্রত্যায়িত করা হয়। তারপর অভিযুক্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারপর সাক্ষীদ্বয়ও মুসলিম হয়ে যায়। তবে কাযী পূর্বের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করবে না। তারা ইসলাম গ্রহণের পর যদি নতুন করে সাক্ষ্য দেয়, তবে কাযী কোন মুসলিম প্রত্যায়নকারীকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। পূর্বের প্রত্যায়ন যদি মুসলিমদের পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তবে কাযী সে সাক্ষ্যর ভিত্তিতে রায় প্রদান করতে পারবে। যেহেতু সে প্রত্যায়ন এখন গ্রহণযোগ্য (আল-মুহীত)।

৫৪. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষী ফাসিক হিসেবে পরিচিত থাকে, তারপর এক বছর বা ততোধিক সময়ের জন্য সে দেশের বাইরে চলে যায় এবং তারপর ফিরে আসে আর এখন সজ্জন হিসেবেই তাকে দেখা যায়, এর বিপরীত কিছু প্রকাশ না পায়, তবে আর তাকে অবিশ্বস্ত বলা তাসদীকদাতার উচিত হবে না (আল-খুলাসার)।

৫৫. মাসআলা ঃ তবে তাকে বিশ্বস্ত বলাও ঠিক হবে না। যতক্ষণ না তার বিশ্বস্ততা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এমনিভাবে কোন যিম্মি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার এমন কোন কাজের কথা জানা, না বিশ্বস্ততার পরিপন্থী, তবে সে কারণে এখন তাসদীককারীর তাকে অবিশ্বস্ত বলা উচিত হবে না। আবার তাকে বিশ্বস্ততাও বলবে না যাবত না তার বিশ্বাসযোগ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে (আয-যাখীরা)।

৫৬. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন কবীরা গুনাহ্ লিপ্ত হয়, যদ্দরুন সাক্ষী হিসাবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। তারপর সে তওবা করে এবং তওবার পরপরই কাযীর সামনে সাক্ষ্য দিতে আসে, তবে প্রত্যায়নকারী তাকে বিশ্বস্ত বলে জানবে না, যাবত না তওবা অবস্থায় তার কিছুকাল কাটে এবং তার সম্পর্কে অন্তরে এই ধারণা জন্মায় যে, সে তওবায় অবিচল আছে (আল-মুহীত)।

৫৭. মাসআলা ঃ সাক্ষী বিশ্বস্ত নয় বলে যদি সাক্ষ্য দেয়া হয় এবং তার ব্যাখ্যা দেয়া না হয় অর্থাৎ শরীআত বা বান্দার কোন হক সে নষ্ট করেছে তা উল্লেখ না করে, তবে কাযী সে সাক্ষ্য কর্ণপাত করবে না, যেমন সাক্ষ্য দিল যে, সাক্ষিগণ ফাসিক, ব্যভিচারী, সুদখোর, মদ্যপায়ী কিংবা সাক্ষ্য দিল যে, সাক্ষিগণ স্বীকার করেছে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে বা তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে অথবা তারা স্বীকার করেছে যে, তারা এ ঘটনার ভাড়াটে সাক্ষ্য অথবা তারা

সাক্ষ্য দিল যে, সাক্ষিগণ স্বীকার করেছে, এ বিষয়ে বাদীর দাবী মিথ্যা কিংবা এ ঘটনায় বিবাদীর বিরুদ্ধে তারা সাক্ষী ছিল না (ফাতহুল কাদীর)।

৫৮. মাসআলা ঃ বিবাদী সাক্ষীর বিরুদ্ধে বান্দার বা শরীআতের হক নষ্ট করার কোন অভিযোগ আনে, সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা রহিত করে এবং সাক্ষী হাযির করে, আর তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সাক্ষিগণ ব্যভিচার করেছে এবং তারা ব্যভিচারের বিবরণ পেশ করে অথবা সাক্ষ্য দেয় যে, তারা মদ পান করেছে বা আমার মাল চুরি করেছে এবং তারপর বেশী দিন গত হয়নি কিংবা সাক্ষ্য দেয় যে, সাক্ষিগণ গোলাম বা তাদের একজন গোলাম অথবা একজন বাদীর অংশীদার আর বাদীর দাবী অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কিংবা সাক্ষ্য দেয় যে, সাক্ষী ব্যভিচারের আপবাদদাতা আর যার প্রতি অপবাদ দিয়েছে সেও তা দাবী করে কিংবা সে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার দায়ে দণ্ডিত কিংবা সাক্ষ্য দেয় যে, বাদী স্বীকার করেছে সে সাক্ষীদেরকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার লক্ষ্যে ভাড়া করে এনেছে, তবে তাদের এসব সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলাা ঃ বিবাদী যখন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে যে, বাদীর সাক্ষী হদ্দুল কাযফের শাস্তিপ্রাপ্ত, তবে কাযী (বিবাদীর) সে সাক্ষিগণকে জিজ্ঞেস করবে, কে তাদের উপর হদ্দ (শরীআতী শাস্তি) আরোপ করেছে? (আল-আস্‌ল)।

৬০. মাসআলা ঃ কেননা শাসক বা তার প্রতিনিধি হদ্দ জারি করে থাকলে তার সাক্ষী বাতিল হয়ে যাবে। অন্য কেউ করে থাকলে বাতিল হবে না। সুতরাং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা অত্যাবশ্যক। যদি বলে, তাকে অমুক জেলার কাযী শাস্তি দিয়েছে, তবে কি জিজ্ঞেস করবে যে, কখন শাস্তি দিয়েছে ? মুহাম্মদ (র) আল-আসল গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। কিতাবুল আকযিয়াতে বলা হয়েছে। কাযী তাও জিজ্ঞেস করবে, যাতে কাযী স্থির করতে পারে যে, সেই কাযী তখন তার পদে বহাল ছিল কিনা (আল-মুহীত)।

৬১. মাসআলা ঃ বাদী যদি বলে, আমি সেই কাযীর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব যে, সে আমার এ সাক্ষীকে এরূপ শাস্তি দেয়নি কিংবা এ সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব যে, তাদের বর্ণিত তারিখের আগেই সে কাযীর ইন্তিকাল হয়ে গেছে কিংবা এই বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করব যে, সে কাযী স্বীকার করেছে, বর্ণিত তারিখ আমি এ শহরের বাইরে ছিলাম, তবে এর কোনওটাই গৃহীত হবে না (আল-খুলাসা)।

৬২. মাসআলা ঃ বিবাদীর উপস্থিত করা সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বাদী তার সাক্ষীদের দশ দিরহামে ভাড়া করে এনেছে এবং বিবাদীর যে অর্থ তার কাছে ছিল তা থেকে তা পরিশোধ করেছে অথবা আমি এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম যে, তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না এবং সে অর্থ তাদেরকে পরিশোধও করেছিলাম, কিন্তু তারা ঠিকই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। ফলে বিবাদী তার দেয়া অর্থ ফেরত দাবী করে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গ্রহীত হবে। এমননি ভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বাদীর সাক্ষিগণ স্বীকার করেছিল, যে মজলিসে ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে তারা উপস্থিত ছিল না কিংবা বাদী স্বীকার করেছিল, তার সাক্ষিগণ ফাসিক কিংবা এ জাতীয় কোন স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদ্দরুন তাদের (বাদীর সাক্ষীদের) সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়, তবে তা গৃহীত হবে (ফাত্হুল কাদীর)।

৬৩. মাসআলা ঃ ইব্ন সাম'আর (র) তার নাওয়াদির গন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কারও দখলে থাকা বাড়ি সম্পর্কে দাবী করে বাড়িটি তার এবং এ সম্পর্কে সাক্ষী হাযির করে তারপর বিবাদী সাক্ষী হাযির করে যে, বাদীর সাক্ষী ইতোঃপূর্বে দাবী করেছিল বাড়িটি তার, তবে এর দ্বারা বাদীর সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। যদি বিবাদীর সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হয়ে থাকে। এমনিভাবে যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, বাদীর সাক্ষী ইতোপূর্বে বাড়িটিতে অংশীদারিত্ব দাবী করেছিল, তাও গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

৬৪. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি সাক্ষী পেশ করে যে, বাদীর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয়ার আগে বাদী তাদেরকে এই বাড়ির ব্যাপারে মামলার উকীল বানিয়েছিল এবং সে মামলা চালিয়েছিল। তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৫. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে, সে যদি বলে, সাক্ষীদ্বয় গোলাম এবং তারা বলে, আমারা স্বাধীন আমরা কখনই গোলাম ছিলাম না। তবে দেখতে হবে কাযী তাদেরকে স্বাধীনরূপে চেনে কিনা। যদি তারা স্বাধীন হিসেবে কাযীর পরিচিত হয়ে থাকে। তবে কাযী বিবাদীর কথায় কর্ণপাত করবে না।

পক্ষান্তরে কাযী যদি তাদেরকে না চিনে থাকে এবং তারা অজ্ঞাত লোক হয়, তবে কাযী তার কথা গ্রহণ করবে এবং তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করবে। হাঁ, বাদী বা সাক্ষীদ্বয় যদি তাদের স্বাধীনতার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তখন তাদের গৃহীত হবে। তারা যদি বলে, আপনি আমাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখুন, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। হাঁ, কাযী যদি তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে, তারা স্বাধীন এবং সেমতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে, তবে সেটা শ্রেয় (খিযানাতুল মুফতীন)।

৬৬. মাসআলা ঃ কাযী যদি তাদের কাছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করে, সেটাই উত্তম ও পসন্দনীয়।

যদি কোন লোক এসে দাবী করে এ সাক্ষী তার গোলাম, তবে তখন কী হবে সে সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কোন গ্রন্থে কিছুই বলা হয়নি।

ফখরুল ইসলাম আলী আল-বাযদাবী (র) বলেন। এ ব্যাপারে সংশয় আছে। তবে সাক্ষীর স্বাধীনতার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলে তার দাবীতে কর্ণপাত করা উচিত নয়। আর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে। তবে তার দাবী শোনা হবে (আল-মুহীত)।

৬৭. মাসআলা ঃ এমনিভাবে সাক্ষিগণ যদি বলে, আমরা গোলাম ছিলাম, কিন্তু আমাদেরকে আযাদ করে দেয়া হয়েছে। তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কাযী তা গ্রহণ করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৮. মাসআলা ঃ এমনিভাবে সাক্ষিগণ যদি বলে, আমরা আগে থেকেই স্বাধীন, কিন্তু তাসদীকদাতা বলে, তারা অমুকের গোলাম ছিল, কিন্তু সে তাদেরকে আযাদ করে দিয়েছে, তবে যতক্ষণ না তাদের স্বাধীনতার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে। কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করবে না।

বাদী যদি বিবাদীর বিপরীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি তার সাক্ষীকে আযাদ করেছে এবং আযাদ করার সময় সে তার মালিক ছিল আর কাযী রায় দিয়ে দেয় যে, সে আযাদ, তবে এর পর মুনীব এসে আযাদ করার কথা অস্বীকার করলে ও তার বিপরীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করার প্রয়োজন হবে না।

কেননা বিবাদী এক্ষেত্রে মুনীবের পক্ষ হতে প্রতিবাদী হিসেবে গণ্য হয়েছিল (আল-মুহীত)।

মিথ্যা সাক্ষী কে ও তার সাক্ষী কী ?

১. মাসআলা ঃ আল-আকযিয়া এর লেখক বলেন, আমাদের মতে মিথ্যা সাক্ষী সেই, যে নিজের সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের কথা স্বীকার করে, যেমন বলল, আমি যে সাক্ষ্য দিয়েছি, তাতে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেছি।

অথবা যে ব্যক্তি কারও হত্যা বা মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর সে ব্যক্তি জীবিত উপস্থিত হয়ে যায়, তবে এ সাক্ষীও মিথ্যুক সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য যদি দাবীর বিপরীত হয় অথবা এক সাক্ষীর সাক্ষ্য অপর সাক্ষীর বিপরীত হয় কিংবা বাদী নিজেই তার সাক্ষীর সাক্ষ্য মিথ্যা সাব্যস্ত করে আর এ কারণে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখান হয়ে যায়, তবে এর ফলে তাকে মিথ্যা সাক্ষী হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৩. মাসআলা ঃ এমনিভাবে সাক্ষী যদি বলে, আমি গলত বলেছি বা ভুল করে ফেলেছি কিংবা সন্দেহের ভিত্তিতে তার সাক্ষ্য যদি প্রত্যাখান করা হয়, তখনও তাকে মিথ্যা সাক্ষী বলা যাবে না (আল-নিহায়া)।

৪. মাসআলা ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যর ভিত্তি রায় ঘোষণা হয়ে যাক বা নাই হোক, সর্বাবস্থায়ই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কারণে সাক্ষীকে শাস্তি দেয়া হবে। এ ব্যাপারে তিনও ইমাম একমত। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, তার শাস্তি এই যে, তার সম্পর্কে প্রচার করে দেয়া সে মিথ্যা সাক্ষী (আল-কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ সে যদি বাজারের লোক হয়ে থাকে, তবে কাযী তাকে বাজারে পাঠিয়ে দেবে এবং পাঠাবে দুপুরের আগে আগে।

যখন লোক সমাগম বেশী থাকে। আর বাজারের লোক না হলে তার মহল্লার যেখানে লোক সমাবেশ বেশী থাকে, সেখানে পাঠাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারপর কাযীর প্রতিনিধি ঘোষণা করবে, কাযী তোমাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, আমরা এই ব্যক্তিকে একজন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতারূপে পেয়েছি। কাজেই তোমরা তার ব্যাপারে সতর্ক থেক এবং অন্যান্য মানুষকেও তার ব্যাপারে সাবধান করে দিও (আল-মুহীত)।

৬. **মাসআলা ঃ** ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাকে পিটানো হবে না। এরই উপর ফাতওয়া। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তাকে কষে বেত লাগানো হবে এবং উচিত শিক্ষা দানের জন্য জেলে ঢোকানো হবে (আস-সিরাজিয়ার)।

৭. **মাসআলা ঃ** শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র) বলেন আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতেও তার মিথ্যা সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারটা প্রচার করে দিতে হবে (আল-হিদায়া)।

৮. **মাসআলা ঃ** হাকিম আবূ মুহাম্মদ আল-কাতিব (র) বলেন, মিথ্যা সাক্ষী নিষ্ঠার সাথে তওবা করে, সংশোধন হয়ে যায় ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার দরুন অনুতপ্ত হয়, তবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে মতভেদ নেই। কিন্তু সে যদি নিষ্ঠার সাথে তওবা না করে, বরং মানুষকে কষ্ট দেয়ার লক্ষ্যে তওবার ভান করে। তবে তাকে পিটিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।

পক্ষান্তরে তার প্রকৃত অবস্থা যদি জানা না যায়, তবে সে ব্যাপারে মতভেদ আছে (আল-নিহায়া)।

৯. **মাসআলা ঃ** মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যাপারে নারী, পুরুষ ও যিম্মি (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-এর একই বিধান (আত-তাবয়ীন)।

অধ্যায় ঃ সাক্ষ্যদানের পর তা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে

[এর অধীনে কয়েকটি পরিচ্ছেদ আছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ব্যাখ্যা, প্রত্যাহারের ভাষা, প্রত্যাহারের শর্ত ও তার হুকুম

১. **মাসআলা ঃ** সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ব্যাখ্যা সাক্ষ্য প্রত্যাহারের অর্থ হচ্ছে, সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা বিষয়কে লোপ করা (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. **মাসআলা ঃ** সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ভাষা সাক্ষী বলবে, আমি যে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম, তা প্রত্যাহার করে নিলাম বা অথবা বলবে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৩. **মাসআলা ঃ** প্রত্যাহারের শর্ত এই যে, তা কাযীর সম্মুখে হতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৪. **মাসআলা ঃ** যে কাযীর সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে কাযীর সম্মুখে হোক বা অন্য কোন কাযীর সম্মুখে হোক বা অন্য কোন কাযীর সম্মুখে হোক একই কথা (ফাতহুল-কাদীর)।

৫. **মাসআলা ঃ** এ শর্তের ফলাফল পাওয়া যাবে সেই ক্ষেত্রে যখন কাযীর সম্মুখে সাক্ষ্য দেয়ার পর বিবাদী দাবী করে যে, সাক্ষী কাযীর মজলিসের বাইরে গিয়ে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে, আর সাক্ষী তা অস্বীকার করে, তারপর বিবাদী তা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা সাক্ষীর দ্বারা কসম করাতে চায়, তবে সে অধিকার তার থাকবে না (আন-নিহায়া)।

৬. **মাসআলা ঃ** এমনিভাবে কোন মজলিসের উল্লেখ ছাড়াই যদি প্রত্যাহার করেছে বলে দাবী করে, তবে তখনও এ ব্যাপারে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না কিংবা সাক্ষীকে কসম করতেও বলা হবে না (আয-যাখীরা)।

৭. **মাসআলা ঃ** বিবাদী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সাক্ষী অমুক কাযীর সামনে তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং কাযী তার উপর জরিমানা আরোপ করেছে, তবে তা গ্রহণ যোগ্য হবে (আল-হিদায়া;আল-কাফী)।

৮. **মাসআলা ঃ** সাক্ষীদ্বয় যদি অন্য কোন কাযীর সম্মুখে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে সে কাযী তাদের উপর জরিমানা আরোপ করবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯. মাসআলা ঃ সাক্ষী যদি কাযীর সামনে স্বীকার করে যে, সে অন্যের সামনে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে, তবে তার সে স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে এবং এটাকে সাক্ষীর পক্ষ হতে প্রথম বারের প্রত্যাহার হিসেবে গণ্য করা হবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি কাযী ছাড়া অন্যের সামনে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং তাদের সাক্ষ্যের কারণে বিবাদীকে যে অর্থ পরিশোধ করতে হয়েছিল, তারা তার জরিমানা স্বীকার করে নেয় এবং সে সম্পর্কে তারা কোন প্রমাণপত্র লিখে দেয়। যাতে সে অর্থ অবশ্য পরিশোধ হওয়ার যথাযথ কারণ উল্লেখ করে দেয়। কিন্তু তারপর তারা কাযীর সামনে এসব অস্বীকার করে, তবে কাযী সে প্রত্যাহার সম্পর্কে ফায়সালা প্রদান করবে না।

এমনিভাবে তারা যদি দারোগা বা জেলা প্রশাসকের সামনে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, যাদের উপর বিচার-আচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়নি, তবে সে প্রত্যাহার ও গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মারাসূত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি তারা কাযীর সামনে স্বীকার করে যে, এই কারণে তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তবে কাযী তাদের উপর জরিমানা আরোপ করবে না (খিযানাতুল মুফতীন)।

১২. মাসআলা ঃ প্রত্যাহারের হুকুম সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিলে সাক্ষীদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। তা তারা কাযী কর্তৃক রায় ঘোষণার আগে প্রত্যাহার করুক বা তার পরে। সেই সঙ্গে তাদের উপর জরিমানা ও আসবে, যদি তারা কাযীর রায় ঘোষণার পরে প্রত্যাহার করে থাকে এবং যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল তা অর্থ সম্পদ হয়ে থাকে, যা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে তারা বিবাদীর হাত ছাড়া করেছিল। অথচ সে তার বিপরীতে কিছু লাভ করেনি (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৩. মাসআলা ঃ যে বিষয়ে তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, তা যদি অর্থ সম্পদ না হয়ে থাকে। যেমন তারা হয়ত কোন কিসাস বা বিয়ে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল। তবে আমাদের ইমামগণের মতে সাক্ষীদের উপর জরিমানা আরোপিত হবে না। যদিও সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষতি সাধন করেছে। এমনিভাবে তারা যদি অর্থ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, কিন্তু বিবাদী তা হারালেও বিনিময়ে সম পরিমাণ কিছু লাভ করে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও তাদের জরিমানা দিতে হবে না।

পক্ষান্তরে তাদের সাক্ষ্যের কারণে বিবাদীকে যদি সে অর্থ হারাতে হয় এবং বিনিময়ে যা পায় তা তার সমান না হয়। তবে বিনিময়ের অংশের জরিমানা দিতে হবে না বটে, কিন্তু এর বেশী অংশের জরিমানা দিতে হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয়কে জরিমানা দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে যখন বাদী বিবাদীর হাত থেকে মাল হস্তগত করে নেয়, তা দায়ন (যা নির্দিষ্ট হয় না) হোক বা আয়ন (যা নির্দিষ্ট হয়) (আল-হিদায়া;আল-কাফী)।

১৫. মাসআলা ঃ আয-যাখীরা; ও শায়খুল ইসলাম (র)-এর আল-মাবসূত এ আছে। সাক্ষীদ্বয় যদি কোন আয়ন (নির্দিষ্ট মাল) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে এবং তারপর সাক্ষ্য

প্রত্যাহার করে নেয়। তবে বাদী তা কবজা করুক বা না-ই করুক উভয় অবস্থায় বিবাদী সাক্ষ্যদ্বয় হতে জরিমানা আদায় করতে পারবে। পক্ষান্তরে দায়ন (নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না এমন মাল) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে কবজা না হয়ে থাকলে তার উপর জরিমানা আরোপিত হবে না (আল-কাফী)।

১৬. মাসআলা ঃ আল-বাযযাযী (র) বলেন, ফাতওয়া এই যে, সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেয়ার পর যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে সেই ক্ষেত্রেই সাক্ষীর উপর জরিমানা আরোপিত হবে। বাদী মাল কবজা করুক বা নাই করুক।

সাক্ষ্য অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে রায় হওয়ার পর যদি সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে সে ক্ষেত্রেও সাক্ষীর উপর জরিমানা আসবে (ফাতহুল কাদীর; আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ যে মাস সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, তার মূল্য নির্ধারণের জন্য কাযীর রায় ঘোষণার দিনের মূল্য ধরা হবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ কাযী রায় ঘোষণা করার আগেই যদি সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তারপর আর কাযী সে সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করবে না এবং এ ক্ষেত্রে সাক্ষীদের উপর জরিমানাও আসবে না। পক্ষান্তরে রায় ঘোষণার পরে যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তবে কাযীর রায় বাতিল হবে না (আল-কাফী)।

১৯. মাসআলা ঃ যে কাযীর সম্মুখে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিয়েছিল, তারা যদি তার পরিবর্তে অন্য কোন কাযীর সামনে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাদের প্রত্যাহার সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটাও প্রমাণিত হয় যে, সে কাযী তাদের উপর জরিমানা আরোপ করেছে, তবে এই কাযী তা কার্যকর করবে এবং তাকে জরিমানা আদায় করতে আদেশ করবে।

এমনিভাবে কাযীর সামনে যদি দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক মামলার সাক্ষী স্বীকার করেছে যে, সে অমুক কাযীর সামনে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে এবং সেই কাযী তার উপর জরিমানা আরোপ করেছে, তবে এই কাযী তাদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রত্যাহার সম্পর্কে রায় প্রদান করবে এবং তার উপর আরোপিত জরিমানা অবধারিত করে দেবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষীদের একাংশ যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়।

১. মাসআলা ঃ দুই সাক্ষীর একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তাকে অর্ধেক জরিমানা দিতে হবে। এ ব্যাপারে অবশিষ্ট সাক্ষীকেই বিবেচনায় রাখতে হবে, প্রত্যাহারকারীকে নয়। সুতরাং তিন সাক্ষীর একজন সাক্ষী প্রত্যাহার করলে তার উপর জরিমানা আসবে না। যদি আরও একজন প্রত্যাহার করে, তবে তাদের দুইজনের উপর অর্ধেক জরিমানা আরোপিত হবে (আল-কানয)।

২. মাসআলা ঃ যদি দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিয়ে সকলেই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে স্ত্রীলোকটির উপর জরিমানা আরোপ করা হবে না (আয-যাখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ যদি দুই পুরুষ ও দুই মহিলা সাক্ষ্য দেয়, তারপর মহিলা দুইজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে না। যদি পুরুষ দুইজন প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে অর্ধেক জরিমানা দিতে হবে। যদি একজন পুরুষ প্রত্যাহার করে, তবে তার উপর জরিমানা আসবে না। যদি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে মালের এক-তৃতীয়াংশের জরিমানা দিতে হবে এবং সে এক-তৃতীয়াংশের তিনভাগের দুই ভাগ পরিশোধ করবে পুরুষ সাক্ষী এবং এক ভাগ মহিলা সাক্ষী। যদি সকলেই প্রত্যাহার করে নেয় তবে তাদের উপর তিনভাগে জরিমানা আরোপিত হবে। দুই ভাগ পরিশোধ করবে পুরুষ সাক্ষীদ্বয় এবং এক ভাগ মহিলা সাক্ষীদ্বয় (আল-বাদাই)।

৪. মাসআলা ঃ যদি এক পুরুষ ও দুই মহিলা সাক্ষ্য দেয়, তারপর একজন মহিলা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তার উপর মালের এক-চতুর্থাংশের জরিমানা আরোপিত হবে। যদি উভয় মহিলা প্রত্যাহার করে, তবে তাদের উপর অর্ধেক জরিমানা আসবে। যদি পুরুষ লোকটি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তার উপর অর্ধেক জরিমানা আসবে। যদি পুরুষ লোকটি ও একজন মহিলা প্রত্যাহার করে তবে তাদেরকে মালের তিন-চতুর্থাংশের জরিমানা আদায় করতে হবে। দুই চতুর্থাংশ পুরুষকে পরিশোধ করতে হবে এবং এক-চতুর্থাংশ মহিলাকে। যদি সকলেই প্রত্যাহার করে, তবে পুরুষকে অর্ধেক এবং মহিলাদ্বয়কে অর্ধেক জরিমানা পরিশোধ করতে হবে (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ এক পুরুষ ও তিন মহিলা সাক্ষ্য প্রদানের পর সকলেই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে পুরুষের উপর অর্ধেক এবং মহিলাদের উপর অর্ধেক জরিমানা আসবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পুরুষটির উপর পাঁচ-ভাগের দুই ভাগ এবং মহিলাদের উপর তিন ভাগ জরিমানা আরোপ করা হবে। যদি পুরুষ সাক্ষী ও একজন মহিলা প্রত্যাহার করে। তবে কেবল পুরুষটির উপরই অর্ধেক মালের জরিমানা আরোপিত হবে। মহিলার উপর জরিমানা আসবে না। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)

ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র)– এর মতে পুরুষটির উপর অর্ধেকের দুই-তৃতীয়াংশ এবং মহিলার উপর এক-তৃতীয়াংশ জরিমানা আসবে (আত-তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ এক পুরুষ ও দশ মহিলা সাক্ষ্য প্রদানের পর আট মহিলা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তাদের উপর জরিমানা আসবে না। যদি আরও এক মহিলা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের উপর মালের এক-চতুর্থাংশের জরিমানা আসবে। যদি পুরুষ ও মহিলা সকলেই প্রত্যাহার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পুরুষকে মালের এক-ষষ্ঠাংশের এবং মহিলাদেরকে পাঁচ-ষষ্ঠাংশের জরিমানা আদায় করতে হবে। ইমাম ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর তে একা পুরুষকে আদায় করতে হবে অর্ধেক জরিমানা এবং মহিলাদেরকে বাকি অর্ধেক। যদি কেবল মহিলাগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং পুরুষটি প্রত্যাহার না করে, তবে উভয় মত অনুযায়ী মহিলাদের উপর মালের অর্ধেক জরিমানা আরোপিত হবে (আল-হিদায়া)।

৭. মাসআলা ঃ যদি পুরুষ ও আটজন মহিলা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে পুরুষটির উপর অর্ধেক জরিমানা আরোপিত হবে, মহিলাদের উপর জরিমানা আসবে না (আস-সারাখসী,আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কেবল পুরুষটি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তিনও ইমামের মতে তাকে অর্ধেক জরিমানা আদায় করতে হবে। যদি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা প্রত্যাহার করে, তবে তাদের উপর অর্ধেক জরিমানা আরোপিত হবে, যার দুই-তৃতীয়াংশ পুরুষ ও এক-তৃতীয়াংশ মহিলাটিকে আদায় করতে হবে (শারহুত-তাহাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার

১. মাসআলা ঃ আল-জমি' গ্রন্থে বলা হয়েছে, চার ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, তার কাছে অমুকের চারশত দিরহাম পাওনা আছে এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করা হয়। তারপর তাদের একজন একশত সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। অপর একজন সেই একশত-এর সঙ্গে আরও একশত সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং তৃতীয় একজন সেই দুইশত সঙ্গে আরও একশত সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের উপর পঞ্চাশ দিরহামের জরিমানা আরোপিত হবে। যা তারা তিন ভাগে পরিশোধ করবে। তারপর যদি চতুর্থজন সমুদয় অর্থ সম্পর্কে প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে চার ভাগে একশত দিরহামের জরিমানা আদায় করতে হবে এবং প্রথম ব্যক্তি ছাড়া বাকি তিনজনকে পঞ্চাশ দিরহামের জরিমানা ও তিন ভাগে পরিশোধ করতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকা গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি একশত দিরহাম রেখে মারা গেল। তারপর দুই ব্যক্তি দাবী করল মৃতের কাছে তাদের প্রত্যেকের দিরহাম পাওনা আছে এবং এর সপক্ষে ওয়ারিসের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। কাযী সে অনুযায়ী রায় দিল। এবং মৃতের রেখে যাওয়া একশত দিরহাম তাদের মধ্যে অর্ধার্ধি করে ভাগ করে দেয়া হল। এরপর যদি তাদের একজনের দুই সাক্ষী পঞ্চাশ দিরহামের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে বলে, সে কেবল পঞ্চাশ দিরহাম পেত। তবে পঞ্চাশ দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ তাদেরকে জরিমানা আদায় করতে হবে, যা অপর পাওনাদারকে দেয়া হবে।

৩. মাসআলা ঃ আল-মুনতাকা গ্রন্থে আরও আছে, এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম রেখে মারা গেল। তারপর এক ব্যক্তি দাবী করল, মৃতের কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষী হাযির করল। অপর দিকে অন্য এক ব্যক্তিও দাবী করল যে, মৃত ব্যক্তির কাছে তার একহাজার দিরহাম পাওনা আছে এবং সেও এ সম্পর্কে সাক্ষী উপস্থিত করল। ফলে কাযী রায় দিল, মৃতের রেখে যাওয়া এক হাজার দুই দাবীদারকে বণ্টন করে দেয়া হোক। তারপর যদি উভয়ের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে প্রত্যেকের সাক্ষীদ্বয়কে পাঁচশত দিরহাম জরিমানা আদায় করতে হবে। যদি কেবল একজনের দুই সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে ওয়ারিসদেরকে তাদের কোন জরিমানা পরিশোধ করতে হবে না। বাকি অপর দাবীদারকে তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে কিনা। এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিছুই বলেননি। প্রথম মাসআলার উপর কিয়াস করলে বুঝা যায় জরিমানা দিতে হবে।

তারপর যদি অপর দাবীদারের সাক্ষিগণও সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে এটার এবং একই সঙ্গে সকলের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়ার একই বিধান (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা কারও কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল। অন্য এক পুরুষ ও দুই মহিলা সেই এক হাজার দিরহামের সঙ্গে একশ' দীনার সম্পর্কেও সাক্ষ্য দিল। কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করল। এখন যদি এক পুরুষ ও দুই মহিলা দিরহাম সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং দীনার সম্পর্কেও সাক্ষ্য প্রত্যাহার না করে। তবে তাদের উপর কোন জরিমানা আসবে না। যদি তারা সকলেই দিরহাম ও দীনার সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে দীনারের জরিমানা কেবল সেই সাক্ষীদের উপরই আরোপিত হবে। যারা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল। আর দিরহামের জরিমানা সকলের উপরই বর্তাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রতি দুই মহিলা পরিশোধ করবে এক-চতুর্থাংশ এবং প্রত্যেক পুরুষ এক-চতুর্থাংশ আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রতি পুরুষ তৃতীয়াংশ আদায় করবে এবং সমস্ত মহিলা মিলে এক-তৃতীয়াংশ (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি চার ব্যক্তি কারও কাছে কারও প্রাপ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে, পাওনার পরিমাণ পাঁচশত দিরহাম, আর অন্য দুইজন সাক্ষ্য দেয় পাওনার পরিমাণ এক হাজার সুতরাং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করে। তারপর এক হাজারের পক্ষে সাক্ষ্য দাতাদের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাকে এক হাজারের এক-চতুর্থাংশ জরিমানা আদায় করতে হবে। তার সঙ্গে যদি পাঁচশতর পক্ষের সাক্ষীদ্বয়ও সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে। তবে কেবল তাকেই এক হাজারের এক-চতুর্থাংশ জরিমানা আদায় করতে হবে এবং তাকে ও পাঁচশতর পক্ষের সাক্ষীদ্বয়কে হাজারের এক-চতুর্থাংশ তিন ভাগ করে জরিমানা দিতে হবে। যদি পাঁচশতর পক্ষের একজন সাক্ষী অথবা তারা উভয়ে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে। তবে তার উপর কোন জরিমানা আসবে না। যদি চারও সাক্ষী একই সঙ্গে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে এক হাজারের পক্ষে যে দুইজন সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের উপর কেবল সেই পাঁচশত দিরহামের জরিমানা বর্তাবে যা কেবল তাদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর অন্য পাঁচশতর জরিমানা উভয় দলের উপর বর্তাবে, যা তাদের মধ্যে চার ভাগ করা হবে।

যদি পাঁচশতর পক্ষে সাক্ষ্যদাতাদের একজন এবং হাজারের পক্ষের উভয় সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, হাজারের পক্ষের সাক্ষ্যদাতাদের উপর অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশত দিরহাম জরিমানা আরোপিত হবে এবং তাদের ও পাঁচশতর সাক্ষ্য দাতার উপর হাজারের এক-চতুর্থাংশ জরিমানা আরোপিত হবে। প্রত্যেকে যার এক-তৃতীয়াংশ আদায় করবে।

যদি পাঁচশতর পক্ষের একজন ও হাজারের পক্ষের একজন আপন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে হাজারের পক্ষের সাক্ষীর উপর হাজারের এক-চতুর্থাংশের জরিমানা আসবে এবং পাঁচশতর পক্ষের সাক্ষীর উপর কোন জরিমানা আসবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি এক ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির দেনা থাকে এবং দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে তা হিবা করেছে বা তার উপর সাদকা করেছে কিংবা তাকে দায়মুক্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘোষণা করে এবং কাযীর রায়ের পর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে জরিমানা আদায় করতে হবে (আল-খুলাসা)।

৭. **মাসআলা ঃ** এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, সে তা পরিশোধ করেছে এবং প্রত্যাহার করে, তখনও তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৮. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকার দাবী করল এবং এ সম্পর্কে দুইজন সাক্ষী পেশ করল। অন্য দিকে বিবাদীও দুইজন সাক্ষী পেশ করল, যারা সাক্ষ্য দিল। পাওনাদার তাকে তার দায় থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে অথবা সাক্ষ্য দিল, তার কাছে তার অল্প-বিস্তর যা-কিছুর দাবী আছে, সব কিছুর দায় থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে। সাক্ষী হিসেবে তারা যে বিশ্বস্ত তারও তাসদীক পাওয়া গেল এবং উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ কাযীর আদালতে একত্র হল। এক্ষেত্রে যারা পাওনাদারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে যে সে তার কাছে পাবে, কাযীর উচিত তাদের সাক্ষ্য কর্ণপাত না করা। বরং পাওনাদার তাকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছে বলে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে। তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দিয়ে দেবে। এ রায়ের পর যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং কাযী তাদের উপর জরিমানা আরোপ করতে চায়, তবে অতীতে কী হয়েছে সে দিকে লক্ষ্য না করে কাযী পাওনাদারকে তার পাওনা সম্পর্কে পুনরায় সাক্ষী হাযির করতে বলবে। সে যদি তাদেরকে পুনরায় হাযির করে তবে যে সাক্ষিগণ দায়মুক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার তার তা প্রত্যাহার করেছিল, তারা তবে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে। তো তার সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদীর কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তবে কাযী রায় দেবে যে, দায়মুক্তি সংক্রান্ত সাক্ষীদেরকে সে দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। তারপর তারা যার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল তার কাছ থেকে উসুল করে নিতে পারবে না।

কাযী যে দায়মুক্তির সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের পর পাওনাদারকে পুনরায় সাক্ষী হাযির করার নির্দেশ দেবে, সে ক্ষেত্রে সেই সাক্ষীদের উপস্থিতিতেই পাওনাদারকে আপন সাক্ষী পেশ করতে হবে। কেননা তারা যখন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে তখন হাজার দিরহামের পাওনা তাদের উপরই ওয়াজিব হয়ে গেছে এবং এটা তাদের উপর আপতিত এক নতুন প্রদেয় সুতরাং তাদের উপর আপতিত হওয়ার আগে এ অর্থ সম্পর্কে সাক্ষিগণ যে সাক্ষ্য দিয়েছিল এখন সেটা যথেষ্ট হবে না। কারণ তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়ার পর কাযী যখন বাদীর পক্ষে রায় দেবে, সেই মুহূর্তে তারা যেন সে অর্থ জবরদখল করেছে। কাজেই এখন সাক্ষ্য তাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপস্থিতিতে হতে হবে (আল-মাবসূত)।

৯. **মাসআলা ঃ** সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় পাওনাদার তাকে এক বছরের মেয়াদ দিয়েছিল। তারপর কাযীর রায়ের পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে বা পরে তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানাস্বরূপ পাওনাদারকে সে অর্থ তাদেরই পরিশোধ করতে হবে। অবশ্য মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তারা দেনাদারের কাছ থেকে তা ফেরত নিতে পারবে (আল-খুলাসা)।

১০. **মাসআলা ঃ** মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে যদি তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে সে ক্ষেত্রে তো বিষয়টা পরিষ্কার। যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রত্যাহার করে। তখনও একই হুকুম কেননা জরিমানা অবধারিত হয়েছে তো এ কারণে যে, তারা সাক্ষ্য দিয়ে পাওনাদারের পাওনা কবজা করার অধিকার বাতিল করেছিল। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে তো একথা প্রমাণিত হয়নি যে, তারা তার সে অধিকার নষ্ট করেনি। এ কারণেই সে অর্থ তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়ার অধিকার তার থাকবে। হাঁ, তার ইখতিয়ার থাকবে, যে চাইলে তা সাক্ষীদের কাছ থেকে আদায় করবে কিংবা চাইলে দেনাদারের কাছ থেকে আদায় করবে (আল-মাবসূত)।

১১. **মাসআলা ঃ** দেনাদারের উপর যে পাওনা ছিল নিঃস্ব অবস্থায় তার মৃত্যুর কারণে যদি তা বাতিল হয়ে যায়, তবে সাক্ষীদ্বয় তাদের পরিশোধিত অর্থ পাওনাদারের নিকট থেকে ফেরত পাবে না (আল-খুলাসা)।

১২. **মাসআলা ঃ** দেনাদার নিজেই যদি মেয়াদ খারিজ করে দেয়, তবে সাক্ষীদেরকে জরিমানা দিতে হবে না (আল-বাহরুর রাইক)।

১৩. **মাসআলা ঃ** সাক্ষীদ্বয় যদি অসুস্থ থাকা অবস্থায় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে থাকে এবং কাযী তাদের উপর জরিমানা আরোপ করে, তবে এটা অসুস্থ অবস্থায় দেনা স্বীকার করার মত। সুতরাং সেই রোগে যদি তাদের মৃত্যু হয়ে যায় এবং তাদের উপর সুস্থতাকালীন দেনাও থাকে। তবে সুস্থতাকালীন দেনা আগে পরিশোধ করা হবে (আয-যাখীরা)।

১৪. **মাসআলা ঃ** কারও দখলে থাকা গোলাম সম্পর্কে যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, গোলামটি এই ব্যক্তির এবং সে অনুযায়ী বাদীর পক্ষে রায় দেয়া হয় আর গোলামটি চোখ নষ্ট থাকে এবং পরে তা ভাল হয়ে যায় এবং তার দাম বেড়ে যায়। তারপর সেটি বাদীর কাছে মারা যায় এবং তারপর সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। তবে রায়ের দিন তার যে মূল্য ছিল জরিমানা হিসেবে তাদেরকে সেই পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। পরে এর কী হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটল সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে সাক্ষীদ্বয়ের কথাই গ্রহণ যোগ্য (আল-হাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ বেচাকেনা, হিবা, বন্ধক, ধার, আমানত,পুঁজি, মুদারাবা, যৌথ কারবার ও ইজারা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসংগ

১. **মাসআলা ঃ** যদি দুই ব্যক্তি কোন জিনিস ন্যায্য মূল্যে বা তার বেশী দরে বিক্রি করার সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদের উপর জরিমানা আসবে না। কম মূল্যে বিক্রির সাক্ষ্য দিলে যে পরিমাণ কম বলেছে তাদেরকে সে পরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হবে। চূড়ান্ত বিক্রয় হোক বা বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার সাপেক্ষ বিক্রয় হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (আল-হিদায়া)।

২. **মাসআলা ঃ** যদি সাক্ষ্য দেয়, যে এই ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহামে তার গোলাম বিক্রি করেছে এবং তাতে বিক্রেতার জন্য তিন দিন ইখতিয়ার থাকার শর্ত করা হয়েছে আর গোলামটির ন্যায্য মূল্য দুই হাজার দিরহাম, কিন্তু বিক্রেতা তা অস্বীকার করে, শেষে বিচারক বিক্রি হয়ে যাওয়ার রায় দিয়ে দেয় এবং তারপর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে দেখতে হবে তিন দিনের ভিতর বিক্রেতা বিক্রি রহিত বা অনুমোদন করেছিল কিনা। যদি করে থাকে, তবে সাক্ষীদের উপর কোন জরিমানা আসবে না। আর যদি রহিত বা অনুমোদন কিছুই না করে থাকে এবং এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হয়ে যায় ও বিক্রি অবধারিত হয়ে যায়, তবে তাদেরকে পূর্ণ মূল্যে অর্থাৎ হাজার দিরহাম জরিমানা আদায় করতে হবে (আল-মুযমারাত)।

৩. **মাসআলা ঃ** যদি কারো পক্ষে কোন মাল কেনার সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী তাকে ঐ মালের ক্রেতা বলে রায় দেয়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ঐ ক্রয় ন্যায্য মূল্যে বা তার কমে হয়ে থাকলে তাদের উপর জরিমানা আসবে না। আর যদি তার বেশী দামে হয়ে থাকে, তবে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে যতটুকু বেশী বলবে ক্রেতাকে তাদের সে পরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হবে।

এমনিভাবে যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রেতার তিন দিনের ইচ্ছাধিকার ছিল, তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ক্রয় চূড়ান্ত হয়ে গেছে সেক্ষেত্রেও তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে। যদি ক্রেতার অনুমোদনের কারণে ক্রয় চূড়ান্ত হয়ে থাকে তবে তাদেরকে জরিমানা আদায় করতে হবে না (আত-তাবয়ীন)।

৪. **মাসআলা ঃ** কারও একশত দিরহাম মূল্যের দাবী সম্পর্কে দুই ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে বাঁদীটি অমুকের কাছে পাঁচশত দিরহামে বিক্রি করেছে এবং মূল্যও কবজা করেছে, আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে এবং ক্রেতা দাবী করে, শেষ পর্যন্ত কাযী বিক্রির পক্ষে রায় দিয়ে দেয় এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে বিক্রেতাকে তাদের একশত দিরহাম জরিমানা দিতে হবে। যদি প্রথমে কেবল বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং সে মতে

বিক্রি ও মূল্য অবধারিত হওয়ার রায় দেওয়া হয়, তারপর তারা মূল্য কবজা করা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী তার পক্ষেও রায় ঘোষণা করে, তারপর তারা উভয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে পাঁচশত দিরহাম জরিমানা আদায় করতে হবে (আল-কাফী)।

৫. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি দাবী করে যে, এই ব্যাক্তির গোলামটি এক বছর মেয়াদে ক্রয় করেছে এবং গোলামটির বাজার মূল্য এক হাজার দিরহাম, তারপর দুই ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা হয়ে যায়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে বিক্রেতার ইচ্ছা, এক বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর ক্রেতা থেকে ঐ দুই হাজার উসুল করতে পারে, আবার সাক্ষীদ্বয় হতে নগদ উসুল করতে পারে। সাক্ষীদ্বয়ের যে কোন একজন হতে আদায় করলে অন্য জন দায় মুক্ত হয়ে যাবে। যদি সাক্ষীদের কাছ থেকে মূল্য আদায় করে নেয়, তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তারা ক্রেতার কাছ থেকে দুইশত দিরহাম উসুল করতে পারবে। তাদের পক্ষে তা থেকে এক হাজার বৈধ হবে। বাকী এক হাজার সাদকা করে দেবে (আল-মুযমারাত)।

৬. **মাসআলা ঃ** ক্রেতা যদি গোলামের ভেতর কোন দোষ দেখতে পায় এবং যে কারণে গোলামটি ফেরত দেয়, তবে দেখতে হবে, কাযীর ফায়সালাক্রমে ফেরত দিয়েছে, না ফায়সালা ছাড়া। কাযীর ফায়সালা ছাড়া ফেরত দিয়ে থাকলে, এটা একটা নতুন বেচাকেনার মত হবে। সুতরাং সে বিক্রেতা হতে দুই হাজার দিরহাম গ্রহণ করবে এবং এক্ষেত্রে সাক্ষীদ্বয়কে ধরবার কোন সুযোগ তার থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি কাযীর ফায়সালাক্রমে ফেরত দেয়, তবে সাক্ষীদ্বয়কে যে দুই হাজার দিরহাম দিয়েছিল তাদের কাছ থেকে তা ফেরত নিবে আর সাক্ষীদ্বয় বিক্রেতা হতে সেই এক হাজার দিরহাম ফেরত নিবে, যা তারা তাকে পরিশোধ করেছিল (শারহুত তাহাবী)।

৭. **মাসআলা ঃ** যদি পাঁচশত দিরহাম মূল্যের কোন গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে এটি নগদ এক হাজার দিরহামে বিক্রি করেছে এবং কাযী বিক্রির পক্ষে রায় দিয়ে দেয়, তারপর তারা সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতাকে এক বছরের সময় দিয়েছে এবং কাযী সে মেয়াদ সম্পর্কেও রায় প্রদান করে, তারপর তারা উভয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানা স্বরূপ গোলামের মূল্য অর্থাৎ এক হাজার দিরহাম বিক্রেতাকে তাদের পরিশোধ করতে হবে। যদি বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্য দানের সাথে এক সংগেই মেয়াদ সম্পর্কেও সাক্ষ্য দিয়ে থাকে এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করে, তবে বিক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, চাইলে জরিমানা স্বরূপ সাক্ষীদ্বয়ের কাছ থেকে গোলামের মূল্য বাবদ নগদ পাঁচশত দিরহাম গ্রহণ করবে কিংবা চাইলে এক বছরের মেয়াদ শেষে ক্রেতার কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম বুঝে নিবে (আল-মুহীত)।

৮. **মাসআলা ঃ** যদি পাঁচশত দিরহামে কোন মাল বিক্রির সাক্ষ্য দেয় এবং সে অনুযায়ী ফায়সালাও হয়ে যায়, তারপর সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতাকে এক বছরের সময় দিয়েছে এবং সে অনুযায়ীও ফায়সালা হয়ে যায়, তারপর তারা উভয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জরিমানা স্বরূপ তাদেরকে মূল্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও প্রথমে এই মত পোষণ করতেন (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

৯. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, বিক্রেতা অল্প-বিস্তর সমস্ত পাওনা থেকে ক্রেতাকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাযী রায় প্রদান করে, তারপর সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার কাছে এর আগে এই গোলামটি বিক্রি করেছিল এবং ক্রেতা গোলাম গ্রহণ করেছিল। তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে দেখতে হবে বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে না দায়মুক্ত ঘোষণা সম্পর্কে ? বিক্রি সম্পর্কে প্রত্যাহার করলে জরিমানা স্বরূপ তাদেরকে গোলামটির বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে, আর দায়মুক্তির ঘোষণা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে গোলামটির বিক্রি মূল্য পরিশোধ করতে হবে (আল-'আত্তাবিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে অমুকের সাথে দুই হাজারে একটি গোলাম বিক্রি করেছে, কিন্তু গোলামটি তা অস্বীকার করল। কাযী তাদের সাক্ষ্যক্রমে বিক্রির পক্ষে রায় প্রদান করল। কিন্তু তার জানা নেই গোলাম কোথায় আছে। তারপর অন্য দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, ক্রেতা গোলামটি কবজা করেছে। তখন কাযী রায় দিল যে, ক্রেতাকে বিক্রেতার অনুকূলে দুই হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। এখন যদি সকল সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ক্রেতা ইচ্ছা করলে জরিমানা স্বরূপ কবজা সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের কাছ থেকে বিক্রি মূল্য উসুল করবে এবং তখন বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাগণ নিস্কৃতি পেয়ে যাবে অথবা চাইলে বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের কাছ থেকে গোলামটির বাজার মূল্য যার পরিমাণ এক হাজার দিরহাম গ্রহণ করবে এবং কবজা সম্পর্কে সাক্ষ্য দাতাদের কাছ থেকে দুই হাজার দিরহাম গ্রহণ করবে, যা থেকে এক হাজার দিরহাম তার জন্য বৈধ হবে। তারপর বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদেরকে এক হাজার ফেরত দেবে। এমনিভাবে যদি উভয় সাক্ষ্য অনুযায়ী একই সংগে রায় ঘোষণা করা হয় অথবা বিক্রি সম্পর্কে প্রদত্ত সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেয়া হয়, তখনও একই হুকুম (শারহুল-জামিউল কাবীর)।

১১. মাসআলা ঃ মামলাকালে যদি বিক্রিত গোলামটির মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে, তবে বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদেরকে কিছুই পরিশোধ করতে হবে না। কেননা তারা এমন একটি বিক্রি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে, যা রহিত হয়ে গেছে। অবশ্য তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় যদি পরে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে জরিমানা স্বরূপ অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে (আল-কাফী)।

১২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে অমুকের কাছে এক হাজার দিরহামে তার এই বাঁদীটি বিক্রি করেছে, কিন্তু ক্রেতা তা অস্বীকার করল। কিন্তু বিক্রেতার সাক্ষীর সূত্রে কাযী বিক্রির পক্ষে রায় ঘোষণা করল। অথচ ক্রেতা জানে যে, সে বাঁদীটি ক্রয় করেনি। এ অবস্থায় সাক্ষ্য প্রত্যাহার ঘটলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের সে প্রত্যাহারের কারণে বিক্রি বাতিল হবে না এবং ক্রেতার পক্ষে সে বাঁদীর সংগে সংগত হওয়াও অবৈধ হবে না। অর্থাৎ এ দুই বিষয়ের পক্ষে তাদের প্রত্যাহার গৃহীত হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর

মতে ক্রেতার পক্ষে তার সংগে সংগম বৈধ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও পরবর্তীকালে এই মত গ্রহণ করেন (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তার গোলামটি অমুককে হিবা করেছে এবং সে ব্যাক্তিও গোলামটি কবজা করেছে, আর সে মতে কাযী রায় ঘোষণা করে, তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানা স্বরূপ তাদেরকে গোলামটির মূল্য পরিশোধ করতে হবে। গোলামের মালিক তাদের থেকে গোলামের মূল্য আদায় করে নিলে, তারপর আর সে হিবা প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং সাক্ষীদ্বয়ও গোলামটি দাবী করতে পারবে না। কাযী যে দিন হিবার পক্ষে রায় ঘোষণা করেছিল, সে দিন যদি গোলামটির দৃষ্টিশক্তি নষ্ট থাকে এবং তারপর তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়ার পর গোলামটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, তবে দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থার মূল্যই তারা পরিশোধ করবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৪. মাসআলা ঃ বিবাদী যদি সাক্ষীদ্বয় হতে গোলামটির মূল্য আদায় করে না নেয়, তবে কাযীর ফায়সালাক্রমে গোলামটি ফেরত নেয়ার অধিকার তার থাকবে (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা ঃ হিবা সম্পর্কে যে সব সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হল, সেগুলো সাদকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কেবল হিবা প্রত্যাহারের বিষয়টা ব্যতিক্রম। কেননা হিবা প্রত্যাহার করা যায়, কিন্তু সাদকা প্রত্যাহার করা যায় না (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দখলে একটি গোলাম আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল, সে গোলামটি তাকে হিবা করেছে এবং তার হাতে সমর্পণও করেছে। সে তার এ দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। অপর এক ব্যাক্তিও একই দাবী করল এবং তার পক্ষেও দুইজন সাক্ষী অনুরূপ সাক্ষ্য দিল। কিন্তু কোন পক্ষেই তারিখ উল্লেখ করা হল না। ফলে কাযী রায় দিল উভয়ে গোলামটি আধা-আধি পাবে। এখন যদি উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানা স্বরূপ প্রত্যেক পক্ষের সাক্ষিগণকে গোলামটির অর্ধেক মূল্য হিবাকারীকে প্রদান করতে হবে। যাকে হিবা করা হয়েছে তাকে কিছুই দিতে হবে না (আল-কাফী)।

১৭. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, অমুককে হিবা করা হয়েছে এবং অন্য দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, অন্য অমুককে হিবা করা হয়েছে, তারপর একজনের পক্ষের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। তবে জরিমানা স্বরূপ তাদের গোলামটির অর্ধেক মূল্য হিবাকারীকে এবং অর্ধেক মূল্য হিবা গ্রহীতাকে প্রদান করতে হবে (আল-'আত্তাবিয়্যা)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যাক্তির কাছে অপর এক ব্যাক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। সে দাবী করল যে, দেনার বদলে সে একটি গোলাম বন্ধক রেখেছে, যার মূল্য এক হাজার দিরহাম। যার বিরুদ্ধে দাবী, সে দেনার কথা স্বীকার করল এবং দুইজন সাক্ষী তার বন্ধক রাখার পক্ষে সাক্ষ্য দিল। এরপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না। যদি বন্ধকের মূল্য দেনার অপেক্ষা বেশী হয়, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

গোলামটি যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন সে অতিরিক্ত মূল্যেরও জরিমানা দিতে হবে না। হাঁ, বন্ধক গ্রহীতার হাতে যদি গোলামটি মারা যায়, তবে দেনা অপেক্ষা গোলামটির মূল্য যে পরিমাণ বেশী, জরিমানা স্বরূপ সেই বেশীটুকু তাদের আদায় করতে হবে।

বন্ধকদাতা যদি বন্ধক রাখার দাবী করে, এবং গ্রহীতা অস্বীকার করে, তবে সেক্ষেত্রে সাক্ষীদ্বয় জরিমানা স্বরূপ অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করবে না। বরং তারা দেনার সম পরিমাণ অর্থ জরিমানাস্বরূপ বন্ধক গ্রহীতাকে প্রদান করবে। তারা যদি বন্ধকের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, কিন্তু সমর্পণ সম্পর্কে প্রত্যাহার না করে, যেমন বলল, সে এটি তার হাতে সমর্পণ করেছিল, কিন্তু তার কাছে বন্ধক রাখেনি। তবে তাদের উপর জরিমানা আসবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৯. মাসআলা ঃ এক জনের কাছে আরেক জনের এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। দেনাদারও তা স্বীকার করে। পাওনাদারের হাতে একশত দিরহাম মূল্যের একটা কাপড় আছে। তার দাবী মতে সেটি তার। কিন্তু দেনাদার দুইজন সাক্ষী দ্বারা কাপড়টি তার বলে প্রমাণ করল যা সে দেনার বদলে তার কাছে বন্ধক রেখেছিল। তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কাযী রায় দিল যে, সেটি বন্ধকদাতার। তারপর কাপড়টি খোয়া গেল। ফলে দেনা হতে পাওনাদারের একশত দিরহাম কাটা গেল। এখন যদি সাক্ষ্যদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানা স্বরূপ পাওনাদারকে তাদের একশত দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। পাওনাদার যদি স্বীকার করত যে, কাপড়টি বন্ধকদাতার, কিন্তু সেই সংগে বলত যে, কাপড়টি আমার কাছে সে আমানত রেখেছে এবং এর সপক্ষে সে দুইজন সাক্ষী পেশ করত আর সে অনুযায়ী রায় ঘোষণা করা হত, তারপর কাপড়টি খোয়া যেত এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিত, তবে সেক্ষেত্রে তাদের উপর জরিমানা আরোপিত হত না (আল-মাবসূত)।

২০. মাসআলা ঃ দুই সাক্ষী যদি কারও হাতের আমানত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু আমানত গ্রহীতা তা অস্বীকার করে, কিন্তু কাযী তার বিপক্ষে মূল্য পরিশোধের রায় দিল, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। সেক্ষেত্রে তাদেরকে তার জরিমানা আদায় করতে হবে। ব্যবসায়ের জন্য প্রদত্ত পুর্জি ও ধারের মাল সম্পর্কেও একই বিধান (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ মুদারাবা চুক্তির কারবারী দাবী করল, চুক্তিতে অর্ধেক লাভের শর্ত ছিল এবং তার পক্ষে দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল। পুর্জিদাতা স্বীকার করল, তাকে এক-তৃতীয়াংশ লাভ দেয়ার শর্ত ছিল। এরপর যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং এর মধ্যে লাভ কবজা করা না হয়, তবে তাদের উপর কোন জরিমানা আসবে না। তারা যদি লাভ কবজা করে থাকে এবং উভয়ে আধা-আধি ভাগ করে নেয় এবং তারপর সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, জরিমানাস্বরূপ তাদেরকে লাভের এক-ষষ্ঠাংশ আদায় করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, সাক্ষ্য প্রত্যাহারের আগে যত মুনাফা অর্জিত হয় উপরিউক্ত বিধান সেই ক্ষেত্রের প্রযোজ্য। যে মুনাফা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের পরে অর্জিত হবে, সেক্ষেত্রে যদি মূলধন আসবাবপত্র জাতীয় হয়, তখনও একই বিধান। আর মূলধন যদি টাকা-পয়সা জাতীয় হয়, তবে মূলধন দাতার তো চুক্তি

বাতিল করার ক্ষমতা ছিল (কিন্তু সে তা করল না), কাজেই ধরে নেয়া হবে মুনাফার ব্যাপারে সে সম্মত আছে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২২. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয়, সে তিন ভাগের এক ভাগ মুনাফার শর্তে তাকে মূলধন দিয়েছিল এবং তারপর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে উপরিউক্ত অবস্থায় তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে না। কেননা সাক্ষী ছাড়াই তো মূলধনদাতার কথাই গ্রহণযোগ্য। কাজেই তারা সাক্ষ্য দ্বারা মুদারাবা কারবারীর কোন হক নষ্ট করেনি। উভয় অবস্থায়ই যদি মূলধন যদি উদ্ধারের সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়, তখনও তাদের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না (আল-মাবসূত)।

২৩. মাসআলা ঃ কারও হাতের অর্থ সম্পর্কে যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার ব্যক্তি তার সংগে মুফাওয়াযার পদ্ধতিতে যৌথ কারবারের অংশীদার এবং সে কারণে রায় দেয়া হয় যে, তার হাতে যে অর্থ আছে তার অর্ধেক এই দাবীদারের, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানা স্বরূপ সেই অর্ধেক বিবাদীকে তাদের পরিশোধ করতে হবে (আল-বাহরুর রাইক)।

২৪. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, তারা দুইজন এই শর্তে শরীকানা ব্যবসা করছে যে, লাভের এক-তৃতীয়াংশ এক জনের এবং দুই তৃতীয়াংশ অপরজনের, আর তাদের প্রত্যেকের মূলধন এক হাজার দিরহাম। কিন্তু তারা যার সম্পর্কে এক-তৃতীয়াংশের সাক্ষ্য দিয়েছে, তার দাবী মুনাফা অর্ধার্ধি বণ্টনের শর্ত ছিল। তাদের সাক্ষ্য দানের পূর্বেও ব্যবসায়ে তাদের লাভ হয়েছিল। কাযী সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিল যে, তাদের মধ্যে লাভ তিন ভাগে বণ্টন হবে। এরপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদের উপর জরিমানা আরোপিত হবে। সুতরাং এক-তৃতীয়াংশ ও অর্ধেকের মধ্যে যে পার্থক্য, তা বিবাদীকে তাদের পরিশোধ করতে হবে। সাক্ষ্যের পরবর্তীতে কেনা মালে তাদের যে লাভ হয়েছে, সে অংশে তাদের জরিমানা আদায় করতে হবে না (আল-হাবী)।

২৫. মাসআলা ঃ বাদী বলল, অমুককে সে তার বাড়িটি দশ দিরহামের-বিনিময়ে এক মাসের জন্য ভাড়া দিয়েছে, কিন্তু বিবাদী অস্বীকার করল। আর দুই সাক্ষী বাদীর অনুকূলে সাক্ষ্যদানের পর তা প্রত্যাহার করে নিল। যদি এটা মেয়াদের প্রথম অবস্থার কথা হয়ে থাকে, তবে লক্ষ্য করতে হবে ধার্যকৃত ভাড়া ন্যায্য ভাড়ার সম-পরিমাণ না তার বেশী। সমপরিমাণ হলে সাক্ষীদ্বয়ের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে না। তার বেশী হলে বেশী পরিমাণ জরিমানা আরোপ করা হবে। যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে দাবী করে থাকে, তবে তাদেরকে ভাড়া পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে (শারহুত তাহাবী)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি দাবী করে, সে এই পশুটি অমুকের কাছ থেকে দশ দিরহামে ভাড়া এনেছে আর তার ন্যায্য ভাড়া হয় একশত দিরহাম। অন্যদিকে ভাড়া দাতা তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে, ফলে দুই ব্যক্তি বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী সে অনুযায়ী ফায়সালা করে, তারপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদের ভাড়াদাতাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না (আল-বাদাঈ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি উটে সওয়ার হয়ে মক্কা যাত্রা করল। পথে উটটি মারা গেল। উটের মালিক বলল, তুমি উটটি আমার কাছ থেকে জবরদখল করেছিলে। আরোহী বলল, বরং আমি সেটি তোমার কাছ থেকে এত দিরহামে ভাড়া নিয়েছিলাম। সে তার দাবীর পক্ষে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করল। ফলে কাযী তাকে জরিমানা হতে নিস্কৃতি দিল এবং তাকে ভাড়া পরিশোধের নির্দেশ দিল। এরপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানাস্বরূপ তাদেরকে উটের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। শুধু সেই পরিমাণ বাদ যাবে, যা উটের মালিক ভাড়া হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

প্রথম যেদিন উটে আরোহণ করেছিল সেদিন যদি তার দাম দুইশত দিরহাম থেকে থাকে এবং মারা যাওয়ার দিন তা বেড়ে তিনশত দিরহামে পৌঁছোয়, আর তার ভাড়া হয়ে থাকে পঞ্চাশ দিরহাম, তবে তাদেরকে আড়াইশত দিরহাম জরিমানা দিতে হবে।

কেননা এক্ষেত্রে মৃত্যুর দিনের দাম ধর্তব্য। কতক ফুকাহায়ে কিরামের মতে এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রথম যেদিন সওয়ার হয়েছিল সেদিনের হিসাবে জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম বর্ণনা এটাই যে, উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত তিনও ইমামেরই মত (আল-মাবসূত)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বিয়ে, তালাক, সহবাস ও খুলা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ কোন মহিলা দুই সাক্ষীর মাধ্যমে কোন পুরুষের বিপক্ষে বিয়ে প্রমাণ করল। ফলে কাযী বিয়ের রায় দিয়ে দিল। তারপর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। তখন ধার্যকৃত মোহরের পরিমাণ দেখতে হবে, ন্যায্য মোহরানা (মাহরুল-মিছল)-এর সমপরিমাণ বা তার কম হলে তাদেরকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। পক্ষান্তরে ন্যায্য মোহরানা যদি ধার্যকৃত মোহরানার চেয়ে কম হয়, তবে যে পরিমাণ তারা বেশী বলেছিল, জরিমানাস্বরূপ স্বামীকে তাদের তা পরিশোধ করতে হবে (আল-কাফী)।

২. মাসআলা ঃ কোন পুরুষ যদি কোন মহিলা সম্পর্কে দাবী করে যে, তাকে সে বিয়ে করেছে এবং এ সম্পর্কে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, আর মহিলা তা অস্বীকার করে। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকায় কাযী বিয়ের পক্ষে রায় প্রদান করে। তারপর সাক্ষিগণ তাদের রায় প্রত্যাহার করে নেয়। তবে মহিলাটিকে তাদের কোন জরিমানা আদায় করতে হবে না। তাতে তার ন্যায্য মোহরানা ধার্যকৃত মোহরানার সমপরিমাণ হোক বা তার কম-বেশী হোক (আয-যখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ দাবী করল যে, সে একশত দিরহাম মোহরানায় অমুক মহিলাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু মহিলা এক হাজার দিরহামের কথা বলল, আর তার ন্যায্য মোহরানা (মাহ্রুল মিছল) এক হাজার দিরহামই বটে। কিন্তু দুইজন সাক্ষী স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিল। ফলে কাযী তার পক্ষে রায় দিয়ে দিল। তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিল। এখন দেখতে হবে তারা বিয়ে বাকী থাকা অবস্থায় বা যে তালাক সহবাসের পরে হয়েছে সেই তালাকের পরে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে, না সহবাসের পূর্বে তালাক হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে। যদি বিয়ে বাকী থাকা অবস্থায় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে বা সেই তালাকের পর প্রত্যাহার করে, যা সহবাসের পূর্বে দেওয়া হয়েছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে স্ত্রীকে তাদের নয়শত দিরহাম জরিমানা আদায় করতে হবে। আর যদি সহবাসের পূর্বেই তালাক হয়ে যায় এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। তবে তিনও ইমামের মতে মোহরানা বাবদ তাদেরকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। এক্ষেত্রে মুত্'আ (খোরপোশ)-কে মাপকাঠি বানাতে হবে। তা যদি বেশী হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে পঞ্চাশ দিরহামের চেয়ে যা বেশী হবে স্ত্রীকে তাদের জরিমানাস্বরূপ তা পরিশোধ করতে হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় যে, লোকটি তাকে এক হাজার দিরহাম মোহরানায় বিয়ে করেছে, আর তার ন্যায্য মোহরানা পাঁচশত দিরহাম এবং মহিলা তার মোহরানা এক হাজার হস্তগত করেছে, কিন্তু মহিলা তা অস্বীকার করে, তথাপি সাক্ষ্য থাকার কারণে কাযী বিয়ের রায় দিয়ে দেয়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। তবে জরিমানাস্বরূপ স্ত্রীকে তাদের ন্যায্য মোহরানা পরিশোধ করতে হবে ধার্যকৃত মোহরানা নয় (আত-তাবয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ যদি এক হাজার দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু স্ত্রী তা কবজা করেছে বলে সাক্ষ্য না দেয় এবং তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কাযী বিয়ের পক্ষে রায় প্রদান করে, তারপর তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার মোহরানার এক হাজার দিরহাম কবজা করেছে এবং এর পক্ষেও কাযী রায় প্রদান করে, তারপর তারা উভয়ে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানাস্বরূপ তাদেরকে ধার্যকৃত মোহরানা অর্থাৎ এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে (আল-কাফী)।

৬. মাসআলা ঃ 'আল-জামি' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দুই সাক্ষী কোন মহিলার পক্ষে দুই হাজার দিরহাম মোহরানার বিয়ের সাক্ষ্য দিল আর তার ন্যায্য মোহরানা এক হাজার দিরহাম। কাযী তাদের সাক্ষ্য মতে রায় ঘোষণা করল। স্ত্রীলোকটি দুই হাজার দিরহাম গ্রহণ করে নিল। তারপর অন্য দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, স্বামী তার স্ত্রীর সংগে একান্ত বাস করেছে এবং তারপর তাকে তিন তালাক দিয়েছে। কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করল। যেহেতু সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে তাই কাযী তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এখন যদি উভয় বিষয়ের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে স্বামীর ইচ্ছা বিয়ের সাক্ষীদের কাছ থেকে হাজার দিরহাম জরিমানা আদায় করবে, কিংবা একান্ত বাস ও তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের কাছ থেকে দুই হাজার দিরহাম আদায় করে নিতে পারে। যদি একান্ত বাস ও তালাকের সাক্ষিগণ হতে জরিমানাস্বরূপ দুই হাজার দিরহাম আদায় করে নেয়, তবে এরপর বিয়ের সাক্ষিগণ থেকে জরিমানা আদায় করতে পারবে না। যারা একান্ত বাস ও তালাকের সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরও এ অধিকার থাকবে না যে, বিয়ের সাক্ষীদের কাছ থেকে কোন কিছু আদায় করে নেবে। যদি বিয়ের সাক্ষ্যদাতাদের কাছ থেকে জরিমানাস্বরূপ এক হাজার দিরহাম আদায় করে নেয়, তবে একান্ত বাস ও তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের কাছ থেকে আরও এক হাজার দিরহাম আদায় করতে পারবে। যারা বিয়ের সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের এ অধিকার থাকবে যে, তারা স্বামীকে যে এক হাজার দিরহাম জরিমানা আদায় করেছে, তা তালাকের সাক্ষ্যদাতাদের কাছ থেকে উসুল করে নেবে। বাকি সে এক হাজার কবজা করার অধিকার কার, সে সম্পর্কে বর্ণনা বিভিন্ন রকমের। 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের 'সাক্ষ্য প্রত্যাহার'-অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যারা বিয়ে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তারাই সেটা কবজা করবে। 'আল-জামি' গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্বামী তা কবজা করবে এবং তারপর তা বিয়ের সাক্ষিগণকে হস্তান্তর করবে।

বিয়ের সাক্ষিগণ এবং একান্ত বাস ও তালাকের সাক্ষিগণ যদি এক সংগে কাযীর আদালতে এসে সাক্ষ্য দেয়, তবে কাযীর রায় প্রদানের অবস্থা লক্ষ্য করতে হবে। যদি প্রথমে বিয়ের

সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হওয়ার কারণে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিয়ের পক্ষে ফায়সালা দেয়, তবে উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি একান্ত বাস ও তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের বিশ্বস্ততা প্রথমে নিরূপিত হয় এবং সে কারণে প্রথমে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষিত হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, এই ব্যক্তি বিবাহ সূত্রে গতকাল ঐ মহিলার সংগে একান্তবাসের পর তাকে তালাক দিয়েছে। অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, এই ব্যক্তি গতকালের আগে ঐ মহিলাকে দুই হাজার দিরহাম মোহরানায় বিয়ে করেছে। তারপর প্রথমে একান্তবাস ও তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের বিশ্বস্ততা সাব্যস্ত হল। ফলে কাযী রায় দিল যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর 'সম্ভোগ-বিনিময়' অবধারিত হয়ে গেছে আর তা হচ্ছে স্ত্রীর ন্যায্য মোহরানা (মাহ্রুল-মিছ্ল), যার পরিমাণ এক হাজার দরিহাম। তারপর বিয়ে সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হল। ফলে কাযী স্বামীর উপর আরও এক হাজারের দায় চাপাল। এখন যদি উভয় বিষয়ের সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে একান্তবাস ও তালাকের সাক্ষিগণকে কেবল এক হাজার দিরহামের জরিমানা আদায় করতে হবে এবং বিয়ের সাক্ষিগণ আরও এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে এক বিষয়ের সাক্ষীদ্বয় অপর বিষয়ের সাক্ষীদ্বয় হতে কিছু উসুল করতে পারবে না।

যদি উভয় শ্রেণীর সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা একই সংগে প্রত্যায়িত হয় এবং উভয় সাক্ষ্য অনুযায়ী কাযী রায় ঘোষণা করে এবং তারপর সমস্ত সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে এর বিধান এবং কাযী যদি বিয়ের সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করত, তার বিধান একই রকম।

এমনিভাবে বিয়ে ও একান্তবাসের সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, স্বামী বিয়ে, একান্ত বাস ও তারপর তিন তালাক প্রদানের কথা স্বীকার করেছে এবং কাযী সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বীকারোক্তিকে চাক্ষুষভাবে প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের সাথে তুলনা করে রায় দিয়ে দেয় যে, স্বামীকে স্ত্রীর ন্যায্য মোহরানা (মাহ্রুল-মিছ্ল) পরিশোধ করতে হবে, তবে এক্ষেত্রেও উপরের অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য।

তারপর মহিলা যদি দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, স্বামী স্বীকার করেছে, সে দুই হাজার দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করেছে আর কাযী রায় দিয়ে দেয় যে, স্ত্রীকে অতিরিক্ত মোহরানা স্বামীর পরিশোধ করতে হবে এবং তারপর উভয় বিষয়ের সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে এক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে, যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল নির্জন-বাস, তালাক ও বিয়ের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে।

বিয়ের সাক্ষী এবং একান্ত-বাস ও তালাকের সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা যদি একই সংগে প্রত্যায়িত হয় এবং কাযী তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উভয় বিষয় সম্পর্কে একই সংগে ফায়সালা প্রদান করে, তারপর বিয়ের সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদের উপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক হাজার দিরহাম জরিমানা আরোপ করা হবে। এটা সেই এক হাজার, যা মাহ্রুল-মিছ্লের অতিরিক্ত। এরপর যদি একান্তবাস সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের উপর দুই হাজার দিরহাম জরিমানা আরোপ করা হবে ; তা থেকে এক হাজার পাবে স্বামী এবং অপর এক হাজার স্বামী বুঝে নিয়ে বিয়ের সাক্ষীদেরকে দেবে।

যদি প্রথমে একান্তবাস সম্পর্কিত সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে স্বামী তাদের উপর দুই হাজার দিরহাম জরিমানা আরোপ করবে। স্বামী তা হস্তগত করার আগেই যদি বিয়ের সাক্ষিগণও সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে বিয়ের সাক্ষীদের কাছে স্বামী কোন জরিমানা পাবে না।

এক মুরতাদ মহিলা কোন পুরুষ সম্পর্কে দাবী করল যে, মুসলিম থাকা অবস্থায় সে তাকে এক হাজার দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করেছিল এবং সে তার সংগে নির্জন-বাসও করেছিল। তারপর সে তাকে তালাক দিয়েছে এবং তারপর সে ইসলাম ত্যাগ করেছে। স্বামী এ সবই অস্বীকার করল। তার ন্যায্য মোহরানা (মাহ্রুল-মিছ্ল)-ও এক হাজার দিরহাম। মহিলার পক্ষে দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে দুই হাজার দিরহাম মোহরানায় বিয়ে করেছিল। কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করল। অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সে তার সংগে নির্জন-বাস করেছিল এবং তারপর সে তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। আর সে ইসলাম ত্যাগ করেছে আজ। কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ীও রায় প্রদান করল। এখন যদি উভয় বিষয়ের সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে স্বামীকে বিয়ে সম্পর্কিত সাক্ষীদের কোন জরিমানা আদায় করতে হবে না। একান্ত বাস ও তালাকের সাক্ষ্যদাতাদের জরিমানা আদায় করতে হবে। তারা স্বামীকে দুই হাজার দিরহাম প্রদান করবে।

যদি উভয় সাক্ষ্য অনুযায়ী একই সংগে রায় প্রদান করা হয়, তবে এটা এবং বিয়ের সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রথমে রায় প্রদান করা হলে সেটা একই রকম। কেননা বিয়ের সাক্ষীদেরকে পূর্ববর্তী এবং একান্ত বাসের সাক্ষ্যদাতাদেরকে পরবর্তী ধরা হবে। যেমন বাস্তবে হয়ে থাকে। হাঁ, যদি এর বিপরীত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তো ভিন্ন কথা, কিন্তু এ স্থলে তা পাওয়া যায়নি।

কাযী যদি প্রথমে একান্তবাস সম্পর্কিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করে এবং তারপর সকল সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে একান্তবাসের সাক্ষিগণকে জরিমানাস্বরূপ মাহ্রুল-মিছ্ল পরিশোধ করতে হবে। আর বিয়ের সাক্ষিগণকে আরও এক হাজার দিরহাম জরিমানা দিতে হবে। এটা মাহ্রুল-মিছ্লের অতিরিক্ত এক হাজার। এ অবস্থায় এক দল সাক্ষী অপর দল হতে কিছু ফেরত পাবে না (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এবং স্বামী তা অস্বীকার করে। কিন্তু কাযী সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তালাকের ফায়সালা দিয়ে দেয়, তারপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে দেখতে হবে তালাক দুখূল (একান্তবাস)-এর পর হয়েছে, না আগে। দুখূলের হলে এবং স্বামী তা স্বীকার করলে

সাক্ষীদ্বয়ের উপর কোন জরিমানা আসবে না। যদি তার আগে হয় এবং অর্ধেক মোহরানা বা মুত'আ (খোরপোশ)-এর ফায়সালা দেয়া হয় এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে স্বামীকে তাদের জরিমানা দিতে হবে (শারহুত তাহ্বী)।

৮. মাসআলা ঃ 'আল-জামি' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিয়ের পর একান্ত বাসের আগে দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। কাযী সাক্ষী অনুযায়ী বিয়ে বিচ্ছেদ এবং অর্ধেক মোহরানার রায় দিল। তারপর স্বামীর মৃত্যু হল। তারপর সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। তবে জরিমানাস্বরূপ স্বামীর ওয়ারিসগণকে তাদের অর্ধেক মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। স্ত্রীর যে সম্ভোগ-বিনিময়, তার জরিমানা ওয়ারিসদেরকে তাদের পরিশোধ করতে হবে না। এমনিভাবে অর্ধেক মোহরানার বেশী পরিমাণও তাদের স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে না। সেই সংগে স্ত্রীও স্বামীর মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। স্বামী সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ উভয় অবস্থায়ই একই হুকুম (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে জীবদ্দশায় স্ত্রীকে একান্ত সাক্ষাতের আগেই তালাক দিয়েছিল এবং তারপর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ওয়ারিসদেরকে তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না। হাঁ, স্ত্রীকে অর্ধেক মোহরানা ও মীরাসের সমপরিমাণ জরিমানা তাদের আদায় করতে হবে (আল-কাফী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক কোন মহিলার তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং অপর একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেয় যে, স্ত্রীর সংগে তার একান্ত-সাক্ষাত হয়েছিল। ফলে কাযী মোহরানা ও তালাকের ফায়সালা দিয়ে দেয় এবং তারপর সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে একান্ত-সাক্ষাত সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল জরিমানাস্বরূপ তাদের তিন-চতুর্থাংশ মোহরানা এবং তালাকের সাক্ষ্যদাতাদের এক-চতুর্থাংশ মোহরানা আদায় করতে হবে।

যদি কেবল একান্ত-সাক্ষাতের সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে জরিমানাস্বরূপ এক-চতুর্থাংশ মোহরানা আদায় করতে হবে। যদি কেবল তালাকের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না।

যদি একান্তবাস সম্পর্কিত সাক্ষিগণ সকলেই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের অর্ধেক জরিমানা আদায় করতে হবে। যদি তালাকের সাক্ষ্যদাতাগণই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে থাকে, তবে তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না। যদি তালাকের সাক্ষ্যদাতাদের মধ্য হতে একজন মহিলা এবং একান্তবাস সম্পর্কিত সাক্ষ্যদাতাদের মধ্য হতে একজন মহিলা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে একান্তবাসের সাক্ষ্যদাত্রীকে মোহরানার এক-অষ্টমাংশের জরিমানা আদায় করতে হবে। আর তালাকের সাক্ষ্যদাত্রীকে কোন জরিমানা দিতে হবে না (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি তালাকের সাক্ষ্য দেয় এবং অপর দুই ব্যক্তি দুখূল (একান্ত সাক্ষাত)-এর সাক্ষ্য দেয়, ফলে কাযী সে অনুযায়ী রায় প্রদান করে, তারপর দুখূল সম্পর্কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষ্যদাতাদের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাকে মোহরানার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হবে। তারপর যদি তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। যদি তালাকের উভয় সাক্ষী এবং দুখূলের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের সকলকে অর্ধেক মোহরানার জরিমানা আদায় করতে হবে। যার অর্ধেক আদায় করতে হবে দুখূলের সাক্ষীকে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক আদায় করবে তারা সকলে তিন ভাগে (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা ঃ যদি দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়েছে এবং অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, সে তিন তালাক দিয়েছে, কিন্তু তার সংগে তার দুখূল (একান্ত-সাক্ষাত) হয়নি, ফলে কাযী বিচ্ছেদের রায় প্রদান করে এবং স্ত্রীকে অর্ধেক মোহরানা পরিশোধের আদেশ দেয়, তারপর সকল সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে অর্ধেক মোহরানার জরিমানা তিন তালাক সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের উপর আরোপিত হবে। এক তালাকের সাক্ষ্যদাতাদেরকে কোন জরিমানা দিতে হবে না (আজ-জহীরিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে গত বছর রমযানে তার স্ত্রীকে দুখূলের আগেই তালাক দিয়েছে এবং কাযী সে অনুযায়ী তালাক কার্যকর করে এবং তাকে অর্ধেক মোহরানা পরিশোধের আদেশ করে, তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, ফলে কাযী জরিমানাস্বরূপ তাদেরকে অর্ধেক মোহরানা আদায়ের নির্দেশ দেয় কিংবা এখনও সে আদেশ করেনি। ইতোমধ্যে অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, স্বামী গত বছর শাওয়াল মাসে দুখূলের আগেই তাকে তালাক দিয়েছে, তবে এই দ্বিতীয় দলের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ স্বামী নিজেই যদি তা স্বীকার করে নেয়, তবে সাক্ষীদের থেকে যে জরিমানা আদায় করে নিয়েছিল, তাকে তা ফেরত দিতে হবে। কেউ বলেন, এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিপরীত মত পোষণ করেন (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা ঃ সাক্ষীদের প্রথম দল তাদের সাক্ষ্যে তালাকের যে সময় উল্লেখ করেছিল, দ্বিতীয় দল যদি তার পূর্বের কোন সময়ে তালাক দেয়ার সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম দলের উপর আরোপিত জরিমানা রহিত হয়ে যাবে (আল-মাবসূত)।

১৬. মাসআলা ঃ দুই সাক্ষী তালাকের সাক্ষ্য দিল, অন্য দুই সাক্ষী দুখূলের (একান্তবাস)-এর সাক্ষ্য দিল আর বিয়ের মোহরানা ধার্য ছিল না। তারপর কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দিল, তারপর সকল সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল, তবে তালাকের সাক্ষ্যদাতাদেরকে অর্ধেক মুত্আ (সৌজন্য অর্থ)-এর জরিমানা আদায় করতে হবে এবং দুখূল সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদেরকে অবশিষ্ট মোহরানা আদায় করতে হবে (আল-হাবী)।

১৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, এই ব্যক্তি ঐ মহিলাকে এক হাজার দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করেছে আর সেটা তার ন্যায্য মোহরানা (মাহ্রুল-মিছ্ল)। স্বামী

বলল, কোন মোহরানা ধার্য করা হয়নি। কাযী সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করল। তারপর সে তার স্ত্রীকে তালাক দিল। এখন যদি সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে মুত্'আ (খোরপোশ) থেকে পাঁচশত দিরহাম যে পরিমাণ বেশী তাদেরকে সেই বেশী পরিমাণের জরিমানা আদায় করতে হবে।

যদি অপর দুই সাক্ষী দুখূল (একান্ত-বাস)-এর সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর সকল সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা দুখূল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল একা তাদেরকে পাঁচশত দিরহামের জরিমানা দিতে হবে এবং তাদেরকেও যারা মোহরানা ধার্যকরণের সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরকে সম্মিলিত ভাবে মুত্আ (সৌজন্য-অর্থ) অপেক্ষা পাঁচশত দিরহাম যে পরিমাণ বেশী সেই পরিমাণ জরিমানা আধা-আধি আদায় করতে হবে।

যদি অপর দুই সাক্ষী তালাকের সাক্ষ্য দেয় এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা দেয়া হয় এবং তারপর সকলে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে দুখূল সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরকে পাঁচশত দিরহামের জরিমানা দিতে হবে। তাদেরকে এবং যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানার সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে সম্মিলিতভাবে মুত্'আ অপেক্ষা পাঁচশত দিরহাম যে পরিমাণ বেশী সেই পরিমাণের জরিমানা দিতে হবে আর তিনও শ্রেণীকে তিন ভাগে 'মুত্আ'-এর জরিমানা আদায় করতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, অমুক এক হাজার দিরহামে অমুক মহিলাকে বিয়ে করেছে, কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করল। ঐ মহিলার ন্যায্য মোহরানা (মাহ্রুল মিছ্ল) ছিল পাঁচশত দিরহাম, অন্য দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, একান্তবাস (দুখূল)-এর আগে তালাক হয়েছে, শেষে কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করে, তারপর সকল সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা বিয়ের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদেরকে দুইশত পঞ্চাশ এবং যারা তালাকের সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে দুইশত পঞ্চাশ দিরহাম জরিমানা আদায় করতে হবে।

যদি অপর দুই সাক্ষী 'দুখূল'-এর সাক্ষ্য দেয় এবং পূর্বের চার সাক্ষী কর্তৃক তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার আগেই যদি কাযী পূর্ণ মোহরানা আদায়ের রায় দেয় এবং তারপর সমস্ত সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে বিয়ের সাক্ষীদেরকে মাহ্রুল-মিছলের অতিরিক্ত পাঁচশত দিরহামের জরিমানা আদায় করতে হবে।

যারা দুখূল হয়েছিল বলে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে অবশিষ্ট পাঁচশত দিরহামের তিন-চতুর্থাংশের এবং যারা তালাকের সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরকে বাকি এক-চতুর্থাংশের জরিমানা আদায় করতে হবে (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে কসম করেছিল কুরবানীর দিন সে তার স্ত্রীর কাছে যাবে না এবং অপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে কুরবানীর দিন তাকে তালাক দিয়েছে, ফলে কাযী তার স্ত্রীকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং ইতোমধ্যে সে স্ত্রীর সংগে উপগত না হওয়ার কাযী তাকে অর্ধেক মোহরানা আদায়ের নির্দেশ দেয়, তারপর সাক্ষিগণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে যারা তালাকের সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের উপর জরিমানা আসবে, যারা কসম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের উপর নয় (আল-মাবসূত)।

২০. মাসআলা ঃ একান্তবাস পূর্ব স্ত্রী সম্পর্কে যদি দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে মোহরানার দায়মুক্তির শর্তে তার সাক্ষীর সংগে খুলা করেছে, কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করে, কিন্তু স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য থাকার কারণে কাযী খুলার পক্ষে রায় দিয়ে দেয়, তারপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানা স্বরূপ স্ত্রীকে তাদের অর্ধেক মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। তার সংগে যদি তার স্বামীর একান্তবাস (দুখুল) হত এবং বাকী সব অবস্থা উপরের অনুরূপ হত, তবে স্ত্রীকে তাদের সম্পূর্ণ মোহরানা পরিশোধ করতে হত (আয-যখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ যদি দাবী করে সে তার স্ত্রীর সংগে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খুলা'র চুক্তি করেছে, কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করে, ফলে স্বামী দুইজন সাক্ষী হাযির করে, যারা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযীও তার ফায়সালা প্রদান করে, তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে জরিমানাস্বরূপ স্ত্রীকে তাদের এক হাজার দিরহাম দিতে হবে।

যদি স্ত্রীই বিষয়টির দাবীদার হয়ে থাকে, তবে সাক্ষীদের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না (আল-মুযমারাত)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ দাসমুক্তি, তাদবীর ও কিতাবাত সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, সে তার গোলামকে মুক্তি দিয়েছে, ফলে কাযী তার মুক্তির রায় দিয়ে দেয়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে জরিমানা স্বরূপ তাদেরকে গোলামটির মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তাতে তারা সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। আর গোলামটির 'ওয়ালা' (মুক্তিদান সূত্রে লব্ধ উত্তরাধিকার) হবে আযাদকারী মুনীবের (ফাতহুল-কাদীর)।

২. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, সে তার এই বাঁদীটিকে মুক্তি দিয়েছে, ফলে কাযী তা অনুমোদন করে এবং তার মুক্তির ফায়সালা দিয়ে দেয়, তারপর সে বাঁদীর কোথাও বিয়ে হয়ে যায় এবং তারপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানাস্বরূপ তাদের বাঁদীটির মূল্য মুনীবকে প্রদান করতে হবে। মুনীবের জন্য সে বাঁদীটির সংগে আর সংগম করা বৈধ হবে না (আল-হাবী)।

৩. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি শাওয়াল মাসে কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে রমযান মাসে তার গোলামকে মুক্তি দান করেছে আর সাক্ষ্যের দিন গোলামটির মূল্য হয় দুই হাজার দিরহাম এবং রমযান মাসে থাকে এক হাজার দিরহাম, কিন্তু তখন সাক্ষীদ্বয়ের বিশ্বস্ততার পক্ষে প্রত্যায়ন পাওয়া যায় না এবং ক্রমে দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় তা তিন হাজারে পৌঁছায়, অবশেষে সাক্ষীদ্বয়ের পক্ষে প্রত্যায়ন পাওয়া যায় এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা দান করে, তারপর সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে কাযী যে দিন গোলামটির মুক্তির পক্ষে রায় ঘোষণা করেছে, সে দিনের মূল্য অর্থাৎ তিন হাজার দিরহাম মুনীবকে তাদের জরিমানাস্বরূপ আদায় করতে হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ রমযান মাস হতে কাযী কর্তৃক মুক্তির রায় ঘোষণার দিন পর্যন্ত-এই মধ্যবর্তী সময়ে হুদূদ (শরীআতী শাস্তি) ও অংগ-প্রত্যংগহানি বিষয়ক শাস্তির ক্ষেত্রে তাকে স্বাধীন ব্যাক্তির পর্যায়ে গণ্য করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে রমযান মাসে তার গোলামকে আযাদ করে দিয়েছে, ফলে কাযী তার আযাদীর ফায়সালা দিয়ে দেয়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদের উপর জরিমানা অবধারিত হয়ে যাবে। তারপর যদি তার সাক্ষী হাযির করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে শাবান মাসে তাদেরকে মুক্তি দান

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছে, তবে এর ফলে তাদের জরিমানা রহিত হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে রহিত হয়ে যাবে।

তারা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে শাওয়াল মাসে তাকে মুক্তি দিয়েছে, তবে তিন ইমামের কারও মতেই তাদের জরিমানা রহিত হবে না (শরহুত তাহাবী)।

৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার গোলামকে মুদাব্বার বানিয়েছে (অর্থাৎ ঘোষণা দিয়েছে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ) এবং কাযী সে অনুযায়ী রায় প্রদান করে, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদবীর (মুনীব কর্তৃক স্বীয় মৃত্যুর পর গোলামের মুক্তি ঘোষণা)-এর কারণে তার যে মূল্য হ্রাস ঘটেছে, তাদেরকে তার জরিমানা দিতে হবে।

যদি মৃত মুনীবের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর গোলামটিকে ফেলা যায়, তবে তাকে আযাদ ঘোষণা করা হবে এবং সাক্ষীদ্বয়কে মুদাব্বার অবস্থার মূল্য পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে। গোলাম ছাড়া মুনীবের অন্য কোন মাল না থাকলে তবে গোলামটির এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং মুদাব্বার হিসাবে তার যে মূল্য তার দুই-তৃতীয়াংশ সে আয়-রোজগার করে পরিশোধ করবে। গোলাম যদি নগদ দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য পরিশোধ করতে পারে, তবে সাক্ষীদ্বয়কে জরিমানা স্বরূপ এক-তৃতীয়াংশ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তারপর তারা গোলামের কাছ থেকে তা আদায় করতে পারবে না। গোলাম যদি দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য নগদ আদায় করতে সক্ষম না হয়, তবে ওয়ারিসদের অধিকার থাকবে যে, তারা তা সাক্ষীদের কাছ থেকে আদায় করে নেবে। তারপর সাক্ষীদ্বয় তা গোলামের কাছ থেকে উসুল করে নেবে (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষ্য দিল, সে তাকে পূর্ণ আযাদ করেছে, আর অন্য দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে মুদাব্বার বানিয়েছে এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তার আযাদীর পক্ষে রায় দিল, তারপর তারা সকলে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল, তবে পূর্ণ আযাদীর সাক্ষ্যদাতাকেই জরিমানা দিতে হবে। মুদাব্বার ঘোষণার সাক্ষ্যদাতাদের উপর জরিমানা আসবে না।

মুদাব্বার ঘোষণার সাক্ষ্যদাতাগণ যদি প্রথমে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করে, তারপর পূর্ণ আযাদীর সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী সে অনুযায়ী রায় প্রদান করে এবং তারপর তারা সকলে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে মুদাব্বার ঘোষণার সাক্ষ্যদাতাদেরকে মুদাব্বারত্বের কারণে মূল্যহ্রাস পরিমাণ এ জরিমানা দিতে হবে। আর যারা চূড়ান্ত আযাদীর সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরকে মুদাব্বার অবস্থায় গোলামটির যা মূল্য হয়, সে পরিমাণ আদায় করতে হবে।

যদি চূড়ান্ত আযাদীর সাক্ষ্যদাতাগণ প্রথমে সাক্ষ্য দেয় এবং অপর দুই ব্যক্তি তাদের পরে তাদবীর সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করে, তারপর তারা সকলে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে চূড়ান্ত আযাদীর সাক্ষ্যদাতাদেরকে জরিমানা স্বরূপ গোলামটির মূল্য আদায় করতে হবে। তাদবীর সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের উপর কোন

জরিমানা আরোপিত হবে না। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ সিদ্ধান্ত হবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত এই হওয়া উচিত যে, কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুসারে গোলামটিকে আযাদ বলে ঘোষণা করবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার গোলামের সংগে এক হাজারের উপর এক বছরের মেয়াদে কিতাবাতের চুক্তি করেছে (অর্থাৎ এক বছরের ভেতর এই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করলে সে আযাদ হয়ে যাবে), ফলে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার অনুযায়ী ফায়সালা হয়ে যায় এবং তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় আর গোলামটির মূল্য হয় এক বা দুই হাজার, তবে জরিমানাস্বরূপ তাদেরকে সে মূল্য আদায় করতে হবে। তারপর তারা চুক্তির অর্থ গোলামের কাছ থেকে হস্তগত করার চেষ্টা করবে। মুকাতাব (সেই চুক্তিবদ্ধ গোলাম) যতক্ষণ না তা আদায় করবে ততক্ষণ সে আযাদ হবে না। তার 'ওয়ালা' পাবে সেই মুনীব,(যে তার সংগে কিতাবাতের চুক্তি করেছিল। গোলাম যদি চুক্তির অর্থ আদায়ে অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং তাকে গোলামীতে প্রত্যর্পণ করা হয়, তার উপর মুনীবের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে সাক্ষীদ্বয়ের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছিল, তা ফেরত দিয়ে দেবে (আল-হাবী)।

৯. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে এক বছরের মেয়াদে তার গোলামের সংগে এক হাজার দিরহামের উপর কিতাবাতের চুক্তি করেছে আর গোলামটির মূল্য হয় পাঁচশত দিরহাম, ফলে কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কিতাবাতের পক্ষে রায় ঘোষণা করে, তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে কাযী মুনীবকে ইখতিয়ার দান করবে, হয় সে সাক্ষীদ্বয় থেকে জরিমানা আদায় করবে অথবা গোলামের কাছ থেকে কিতাবাতের অর্থ আদায় করে নেবে। যদি সাক্ষীদের উপর জরিমানা আরোপ করে, তবে কখনও সে গোলামের কাছে কিতাবাতের অর্থ দাবী করতে পারবে না। পরে মুকাতাব যদি এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করে এবং সাক্ষীদ্বয় তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের জন্য পাঁচশত দিরহাম হালাল হবে। অতিরিক্ত অর্থ সাদকা করে দেবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুসারে। পক্ষান্তরে মুনীব যদি গোলামের উপরই জরিমানা আরোপ করে বা কাযীর ইখতিয়ার দান ছাড়াই সে গোলমকে তাগাদা দেয়, তবে তার কখনও সাক্ষীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের অধিকার থাকবে না। হাঁ, গোলামের মূল্য যদি কিতাবাতের অর্থ অপেক্ষা বেশী হয়ে থাকে, তবে সেই বেশী পরিমাণ সে সাক্ষীদের কাছ থেকে আদায় করে নেবে, তাতে গোলামের কাছ থেকে সাক্ষীদের এক হাজার দিরহাম গ্রহণ করার কথা মুনীবের জানা থাকুক বা জানা নাই থাকুক। কিতাবাতের অর্থের পরিমাণ যদি গোলামের মূল্য অপেক্ষা কম হয়, তবে চুক্তির অর্থ অপেক্ষা তার মূল্য যতটুকু বেশী, সেই বেশী পরিমাণ সাক্ষীদের কাছ থেকে উসুল করে নেয়ার অধিকার তার থাকবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য দিল যে, সে অমুক পাঁচশত দিরহামের শর্তে এক হাজার দিরহাম মূল্যের গোলামকে আযাদ করেছে, তারপর কাযী তাকে আযাদ বলে রায় দেয় এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে মুনীবের ইখতিয়ার থাকবে চাইলে সে সাক্ষীদের উপর এক হাজার দিরহাম জরিমানা আরোপ করবে এবং তারা গোলামের কাছ থেকে পাঁচশত দিরহাম আদায় করবে অথবা চাইলে গোলামের কাছ থেকে পাঁচশত দিরহাম উসুল করবে। সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর কোন এক পক্ষ হতে জরিমানা আদায় বেছে নেবে। অপর পক্ষ হতে তার কখনও কিছু আদায়ের সুযোগ থাকবে না (আল-মাবসূত)।

১১. মাসআলা ঃ কোন গোলাম দাবী করল যে, তার মুনীব তার সংগে এক হাজার দিরহামের উপর কিতাবাতের চুক্তি করেছে । গোলামের মূল্যও এক হাজার দিরহাম। মুনীবের দাবী সে তার সংগে কিতাবাতের চুক্তি করেছে দুই হাজার দিরহামের উপর। সে তার এ দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। ফলে কাযী রায় দিল, মুকাতাবকে দুই হাজার দিরহামই পরিশোধ করতে হবে। সে তা আদায় করে দিল। এখন যদি সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানাস্বরূপ মুকাতাবকে তাদের এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে।

গোলাম যদি কিতাবাতের দাবী না করে এবং মুনীব বলে, আমি দু'হাজারের উপর তোমার সংগে কিতাবাতের চুক্তি করেছিলাম, কিন্তু গোলাম তা অস্বীকার করে, ফলে মুনীব তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে এক্ষেত্রে মুনীবের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কাযী কিতাবাতের পক্ষে রায় দেবে না ; বরং গোলামকে বলবে, তুমি চাইলে কিতাবাতের চুক্তি অনুমোদন করতে পার এবং চাইলে প্রত্যাখ্যান করে পূর্ণ গোলাম হয়ে যেতে পার।

গোলাম যদি দাবী করে, সে স্বাধীন, অন্যদিকে মুনীব দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, তার সংগে মুনীবের দুই হাজার দিরহামে কিতাবাতের চুক্তি হয়েছি এবং কাযী সে মতে রায় দিয়ে দেয়, ফলে গোলামও সে অর্থ আদায় করে, তারপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানাস্বরূপ গোলামকে তাদের দুই হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে, যদিও তার মূল্য তার চেয়ে কম হয় (আল-মুহীত)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ ওয়ালা, পিতৃ-পরিচয়, জন্ম ও মীরাস সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তির সম্মুখে দাবী করে যে, আমি তোমার পুত্র, কিন্তু সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, ফলে পুত্র তার পুত্রত্বের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং কাযীর রায় লাভ করে। তারপর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে পিতাকে তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না। প্রত্যাহার পিতার জীবদ্দশায় হোক বা মৃত্যুর পর।

তদ্রূপ পুত্রের প্রাপ্ত মীরাস বাবদও সাক্ষীদের অন্যান্য ওয়ারিসদেরকে কোন জরিমানা দিতে হবে না।

এমনিভাবে কেউ যদি কারও 'ওয়ালা' দাবী করে এবং বলে, আমি তোমাকে আযাদ করেছিলাম, কিন্তু আযাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, ফলে দাবীদার ব্যক্তি তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং পরে সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তখনও তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না। তাতে আযাদপ্রাপ্ত গোলামের জীবদ্দশায় তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করুক বা তার মৃত্যুর পর (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষ্য দেয়, এই ব্যক্তি নিহতের পুত্র, সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই এবং হত্যাকারীও ইচ্ছাকৃত হত্যা করার কথা স্বীকার করে, ফলে কাযী কিসাসের রায় দেয় এবং সেমতে পুত্র তাকে হত্যা করে, তারপর সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে কিসাসের ব্যাপারে তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না। হাঁ, এই পুত্র মীরাস থেকে যে অংশ লাভ করেছে, তার জরিমানা নিহতের ওয়ারিসগণকে সাক্ষীদের প্রদান করতে হবে। অবশ্য সাক্ষীদেরকে কাযী নিজ বিবেচনা অনুযায়ী শাস্তি দেবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা ঃ আযাদপ্রাপ্ত গোলামের মৃত্যুর পর যদি 'ওয়ালা' সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে আযাদকারী যে মীরাস লাভ করেছে, জরিমানাস্বরূপ সাক্ষীদের তার সবটাই মৃতের ওয়ারিসগণকে পরিশোধ করতে হবে।

৪. মাসআলা ঃ কোন মহিলার বিয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিল এবং কাযীর রায় হল, তারপর স্বামীর মৃত্যু হল, আগে বা পরে সাক্ষ্য প্রত্যাহার হল, তবে তাদের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না।

যদি স্বামীর মৃত্যুর পর সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর তা প্রত্যাখ্যান করে নেয়, তবে সে মহিলা মীরাসের যে অংশ লাভ করেছে, মৃতের ওয়ারিসদেরকে সাক্ষীদের তার জরিমানা পরিশোধ করতে হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ এক মুসলিম ব্যক্তির পিতা কাফির ছিল। সাক্ষিগণ সে ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষী দিল যে, তার পিতা মুসলিম অবস্থায় মারা গেছে। মৃত ব্যক্তির একজন কাফির পুত্র আছে। কাযী সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দিল যে, মুসলিম পুত্রই পিতার মীরাসের অধিকারী হবে। এরপর যদি সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে সাক্ষীদের পূর্ণ মীরাসের জরিমানা কাফির পুত্রকে দিতে হবে (আল-মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ ইসলাম গ্রহণের পর মৃত্যু হল। তার দুই মুসলিম পুত্র আছে। প্রত্যেকের দাবী পিতা মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা এর পক্ষে দুইজন করে সাক্ষীও পেশ করল। ফলে কাযী তাদেরকে মীরাসের অধিকারী করল। তারপর যদি এক পুত্রের সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে সাক্ষীদেরকে এই পুত্রের প্রাপ্ত সমুদয় মীরাসের জরিমানা আদায় করতে হবে অপর পুত্রের অনুকূলে।

এমনিভাবে যদি কোন লোক মারা যায় এবং তার এক ভাই থাকে, যাকে সকলে তার ভাই হিসাবে জানে, তারপর কোন লোক দাবী করে, সে মৃতের পুত্র এবং দুই ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, ফলে রায় দেয়া হয় যে, মীরাস তারই প্রাপ্য। তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের সমুদয় মীরাসের জরিমানা ভাইকে পরিশোধ করতে হবে।

কারও হাতে একটি শিশু আছে। সে গোলাম না স্বাধীন তা জানা নেই। দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে ব্যক্তি স্বীকার করেছে শিশুটি তার পুত্র। ফলে কাযী তার পিতৃ পরিচয়ের স্বীকৃতি দিল। তারপর সে লোক মারা গেল এবং শিশুটিকেই তার মীরাসের অধিকারী করা হল। এখন যদি সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের উপর কোন জরিমানা আরোপ করা হবে না (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা ঃ শিশু অবস্থায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বন্দী হয়েছিল। তারা বড় হওয়ার পর দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করল এবং একে অন্যকে বিয়ে করল। তারপর এক কাফির ইসলাম গ্রহণ করল এবং নিজ দেশ ত্যাগ করে মুসলিম দেশে চলে আসল। সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তারা দুইজন তার পুত্র-কন্যা। কাযী সে অনুযায়ী রায় দিল এবং তাদেরকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এরপর যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের সে প্রত্যাহার গৃহীত হবে না। সুতরাং স্বামীকে তার সংগে সংগত হতে নিষেধ করা হবে। যদিও জানা যায়, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। আমাদের মতে এক্ষেত্রে সাক্ষীদের উপর কোন জরিমানা আরোপ করা হবে না।

যদি কারও হাতে কোন মেয়ে শিশু থাকে এবং সে তাকে নিজ বাঁদী বলে দাবী করে, তারপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে স্বীকার করেছে শিশুটি তার কন্যা এবং তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কাযী ফায়সালা প্রদান করে, তবে মুনীবের পক্ষে তার সংগে সংগম করা বৈধ হবে না। যদিও জানা থাকে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। তারপর সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে জরিমানা স্বরূপ তাদের বাঁদীটির মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যদি বাঁদীটি মারা যায় এবং সম্পত্তি রেখে যায়, তবে সে ব্যক্তির পক্ষে তা মীরাস হিসাবে ভোগ করা বৈধ হবে।

এমনিভাবে সে ব্যক্তি যদি মারা যায় তবে মেয়েটির জন্যও তার মীরাস বৈধ হবে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল। সে দুইটি গোলাম, একটি বাঁদী ও কিছু সম্পত্তি রেখে গেল। দুই ব্যক্তি কারও পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, সে মৃতের আপন ভাই ও তার ওয়ারিস, সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস নেই। ফলে রায় দেয়া হল যে, উত্তরাধিকারী হিসাবে গোলাম দুইটি, বাঁদীটি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি তারই প্রাপ্য। তারপর অপর দুই সাক্ষী নির্দিষ্ট এক গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে মৃতের পুত্র। কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করল এবং তাকে মীরাস দিয়ে ভাইকে বঞ্চিত করল। তারপর অন্য দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, দ্বিতীয় গোলাম মৃত ব্যক্তির পুত্র। কাযী তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করল এবং তাকে প্রথম গোলামের সাথে মৃতের ওয়ারিস সাব্যস্ত করল এবং উভয়ের মধ্যে মীরাস অর্ধার্ধি বণ্টন করল। তারপর অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, মৃত ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় এই বাঁদীকে মুক্তি দান করেছিল এবং তারপর তাকে বিয়ে করেছিল। কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তার বিয়ে ও মোহরানার পক্ষে রায় দিল এবং মীরাস থেকে এক-অষ্টামাংশ তাকে প্রদান করল। অন্যদিকে তাদের প্রত্যেকেই অন্যের ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারটা অস্বীকার করল। তারপর যদি প্রথম পুত্রের সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে প্রথম পুত্রের পূর্ণ মূল্য জরিমানা স্বরূপ দ্বিতীয় পুত্র ও স্ত্রীকে তাদের আদায় করতে হবে। যা আট ভাগ করা হবে। সাত ভাগ পাবে পুত্র এবং এক ভাগ স্ত্রী। এমনিভাবে প্রথম পুত্র মীরাসের যে অংশ লাভ করেছে, তাদের তার জরিমানাও আদায় করতে হবে, যা দ্বিতীয় পুত্র পাবে। প্রথম পুত্রের মীরাস হতে স্ত্রীকে তাদের কোন জরিমানা আদায় করতে হবে না। এমনিভাবে ভাইকেও তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না।

যদি দ্বিতীয় পুত্রের সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, সে ক্ষেত্রেও একই বিধান।

যদি স্ত্রীর সাক্ষিগণও সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে সে মহিলার মূল্য, তার মোহরানা ও তার মীরাসের জরিমানা আদায় করতে হবে। যা দুই পুত্রের মধ্যে অর্ধার্ধি ভাগ করা হবে।

উপরিউক্ত নিয়ম সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন তাদের একজন অপর জনকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে এবং নিজেকেই একমাত্র ওয়ারিস মনে করে, অন্যকে নয়।

পক্ষান্তরে, যদি ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারে তারা সকলেই একে অন্যকে স্বীকার করে নেয়, তবে উপরের কোন অবস্থায়ই সাক্ষীদের উপর জরিমানা আরোপিত হবে না।

এমনিভাবে তাদের সকলের উত্তরাধিকারই যদি দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও একই হুকুম। সাক্ষ্য দানের সময় এক হোক বা ভিন্ন। তবে শর্ত হচ্ছে, প্রথমে প্রত্যেক পুত্রের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে পৃথক পৃথক দাবী সম্পর্কে আলাদা আলাদা সাক্ষ্য দিতে হবে। যেমন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, মৃত ব্যক্তি একে তার পুত্র দাবী করেছিল, তারপর এ সম্পর্কে ফায়সালা দেয়া হবে। পরে তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করবে। দুই পুত্র ও স্ত্রীকে জরিমানা দেয়ার ব্যাপারে সাক্ষী এক দল ও বিভিন্ন দল হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য হবে কেবল ভাইকে জরিমানা দেয়ার ব্যাপারে। সুতরাং সাক্ষী যদি বিভিন্ন দল হয়, তবে যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষীদ্বয় যে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করবে ভাইকে তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না। যদি তারা ভাইয়ের ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারটা স্বীকার করে থাকে। পক্ষান্তরে সাক্ষী যদি একই দল হয় এবং তারা ভাইয়ের ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারটা স্বীকার করে থাকে, তবে তাকে প্রত্যাহারকারী সাক্ষীদ্বয়ের জরিমানা দিতে হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ কারও হাতে একটি ছোট গোলাম ও একটি বাঁদী আছে। দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে স্বীকার করেছে এটি তার পুত্র। অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে এই বাঁদীটি আযাদ করে তারপর এক হাজার দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করেছে। সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করছে। কিন্তু কাযী এ যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দিল। তারপর সে লোকটি মারা গেল এবং সেই শিশুটি ছাড়াও সে কয়েক পুত্র সন্তান রেখে গেল। পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা হল এবং অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা হল। এখন যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে শিশুটির পুত্রত্বের সাক্ষ্যদানকারীদেরকে জরিমানাস্বরূপ শিশূটির মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অবশ্য ঐ মূল্যে শিশুর নিজের প্রাপ্যটুকু বাদ যাবে। বাঁদীটির সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরকে বাঁদীটির মূল্য জরিমানাস্বরূপ আদায় করতে হবে। যা থেকে তার মীরাসের অংশ বাদ যাবে। এছাড়া তাদের উপর অন্য কোন জরিমানা আসবে না। হাঁ স্ত্রীর জন্য যে মোহরানা ধার্য করা হয়েছিল তা যদি তার ন্যায্য মোহরানা (মাহরুল মিছল) অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সেই বেশীটুকুর জরিমানা তাদের আদায় করতে হবে। কিন্তু তা থেকেও তার মীরাসের অংশ বাদ দেয়া হবে (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দুইটি বাঁদী আছে। তাদের প্রত্যেকের একটি করে সন্তান আছে। সেই ব্যক্তির মালিকানায় যাদের জন্ম। দুই ব্যক্তি একটি সন্তান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে ব্যক্তি তাকে নিজ পুত্র বলে স্বীকার করেছে। কিন্তু সে তা অস্বীকার করছে। অন্য দুই ব্যক্তি অপর সন্তানটি সম্পর্কেও একই রকম সাক্ষ্য দিল। ফলে কাযী রায় দিল যে, তারা তার পুত্র এবং বাঁদী দুইটি তার উম্মু ওয়ালাদ। এরপরে যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে দেখতে হবে সাক্ষ্য দান ও প্রত্যাহার ব্যক্তির জীবদ্দশায় হয়েছিল কিনা। যদি তার জীবদ্দশায় হয়ে থাকে, তবে প্রত্যেক দুই সাক্ষীকে দুই সন্তানের মূল্য আদায় করতে হবে, যার সম্পর্কে তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল। এমনিভাবে উম্মু ওয়ালাদের মূল্য যতটুকু হ্রাস পেয়েছে তাদেরকে তারও জরিমানা দিতে হবে। তারা যদি জরিমানা পরিশোধ করে এবং ঐ ব্যক্তি তা খরচ করে ফেলে, তারপর তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং পুত্রদ্বয় ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে। আবার পুত্রদ্বয়ের একজন অপরজনকে ওয়ারিস হিসাবে স্বীকার না করে, তবে প্রত্যেক সাক্ষীদ্বয় যে সন্তানের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তার মায়ের মূল্য পরিশোধ করবে এবং তা অপর পুত্র লাভ করবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা ঃ যে সন্তানের পক্ষে যে সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে তার মূল্য আদায় করতে হবে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ প্রত্যেক পুত্রের সাক্ষিগণ থেকে তাদের পিতা যে জরিমানা আদায় করেছিল, তারা তা সে পুত্রের লব্ধ মীরাস থেকে উদ্ধার করে নেবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৩. মাসআলা ঃ প্রত্যেক পুত্রের পক্ষের সাক্ষীদ্বয় তার থেকে সেই অর্থ আদায় করে নিতে পারবে না, যা তার ভাইকে তার মায়ের মূল্যহ্রাসের পর জরিমানাস্বরূপ দিয়েছিল।

প্রত্যেক পুত্র মীরাসের যে অংশ পেয়েছে; তার পক্ষের সাক্ষীদেরকে তার জরিমানা অপর ভাইকে প্রদান করতে হবে না।

পুত্রদ্বয়ের একজন যদি অপরজনকে ওয়ারিস হিসাবে মেনে নেয়, তবে এক ভাইয়ের সাক্ষীদের অপর ভাইকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। প্রত্যেক ভাইয়ের সাক্ষিগণ সে পুত্রের মূল্য স্বরূপ ও তার মায়ের মূল্যের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে জরিমানা মৃতকে পরিশোধ করেছিল, তা থেকে পুত্রের সে সম্পদ থেকে আদায় করে নেবে, যা সে তার পিতা থেকে মীরাস স্বরূপ লাভ করেছে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি পিতার জীবদ্দশায় সাক্ষ্য দেয় ও তার মৃত্যুর পর প্রত্যাহার করে, তবে প্রত্যেক সাক্ষী যার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে তার অর্ধেক মূল্য ও তার মায়ের অর্ধেক মূল্য জরিমানা স্বরূপ প্রদান করবে। মীরাসের কোন জরিমানা দিতে হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা ঃ সাক্ষীদের প্রত্যেক দল যে ভাইয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে তার কাছ থেকে অপর ভাইকে প্রদত্ত জরিমানার অর্থ আদায় করে নিতে পারবে না। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন একে অপরের 'পুত্রত্ব' অস্বীকার করে। স্বীকার করে নিলে সাক্ষীদেরকে কোন জরিমানা দিতে হবে না (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ সাক্ষ্যদান ও প্রত্যাহার উভয়ই যদি পিতার মৃত্যুর পরে হয় এবং মৃতের এক আপন ভাই থাকে, তবে প্রত্যেক পুত্রের সাক্ষিগণ সে পুত্রের মূল্য, তার মায়ের মূল্য এবং তারা যে মীরাস লাভ করেছে তার জরিমানা অপর ভাইকে আদায় করবে। ভাইকে কোন জরিমানা তাদের দিতে হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

সাক্ষিগণ যার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে তার মীরাস থেকে তাদের প্রদত্ত জরিমানার অর্থ আদায় করে নিতে পারবে না।

উভয় সাক্ষ্য যদি একই দল আদায় করে, যেমন তারা সাক্ষ্য দিল, মুনীব একই বাক্যে বলেছে, এরা দুইজন আমার পুত্র। আমার এই বাঁদী দুইটির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে এবং পুত্রদ্বয় সাবালক। তারা বাঁদীদের সাথে এই দাবী করছে, তারপর কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করে এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। তবে লক্ষ্য করতে হবে এটা মুনীবের জীবদ্দশায় করেছে, না তার মৃত্যুর পর। যদি তার জীবদ্দশায় করে থাকে, তবে সাক্ষীদেরকে উভয় পুত্রের মূল্য ও উম্মু ওয়ালাদ হওয়ার কারণে বাঁদী দুইটির যে মূল্য হ্রাস ঘটেছে, তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। সে তা গ্রহণ করার পরে যদি খরচ করে ফেলে এবং তারপর তার মৃত্যু হয়, তবে সাক্ষীদেরকে জরিমানাস্বরূপ পুত্রদের মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। বরং মুনীবকে প্রদত্ত জরিমানা পুত্রদের প্রাপ্ত মীরাস থেকে আদায় করে নেবে। মৃতের

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি ভাই থাকে, তবে পুত্রদ্বয় যে মীরাস লাভ করেছে, সাক্ষীদেরকে তার কোন জরিমানা মৃতের ভাইকে দিতে হবে না।

সাক্ষ্য মুনীবের জীবদ্দশায় এবং প্রত্যাহার তার মৃত্যুর পরে হলে পুত্রদ্বয় ও ভাইকে সাক্ষীদের কোন জরিমানা দিতে হবে না।

সাক্ষ্য ও প্রত্যাহার দুটোই মুনীবের মৃত্যুর পরে হলে পুত্রদেরকে সাক্ষীদের কোন জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু ভাইকে দিতে হবে। তারা ভাইকে বাঁদী দুইটির মূল্য, পুত্রদ্বয়ের মূল্য এবং পুত্রদ্বয় মীরাসের যে অংশ পেয়েছে তার জরিমানা পরিশোধ করবে।

সাক্ষী যদি একই দল হয় এবং সাক্ষ্যদানকালে পুত্রদ্বয় নাবালেগ থাকে, তবে তাদের সাবালক হওয়ার অপেক্ষা করতে হবে। সাবালক হওয়ার পর যদি তাদের প্রত্যেকে সাক্ষীদের যাবতীয় বিবরণ সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, তবে এটা এবং সাক্ষ্যদান কালে যদি তারা সাবালক থাকে এবং সাক্ষিগণ যা কিছু বলে তা তারা স্বীকার করে নেয়, সে অবস্থার একই হুকুম।

পুত্রদ্বয়ের প্রত্যেকে যদি তার পক্ষে প্রদত্ত সাক্ষীদের বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করে এবং অপর ভাইয়ের পক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে এটা সেই অবস্থার মত যখন প্রত্যেক পুত্রের পক্ষে আলাদা দুই সাক্ষী থাকে এবং এক ভাই অপর ভাইয়ের ওয়ারিস হওয়াকে অস্বীকার করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) সাবালক পুত্রদের ব্যাপারে এ মাসআলা উল্লেখ করেননি যে, উভয়ের সাক্ষী যদি একই দল হয় এবং প্রত্যেক ভাই তার পক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যকে সঠিক এবং অপর ভাইয়ের পক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তখন কি তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে ?

কাযী আবূ 'আলী হুসাইন ইবনুল-খাযির আন-নাসাফী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার মতে এ সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কিন্তু অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে নাবালেগ ও সাবালকের ক্ষেত্রে একই মাসআলা। সুতরাং এ সাক্ষ্য দ্বারা সাবালক পুত্রদের পক্ষেও ফায়সালা প্রদান বৈধ হবে। কেননা সাবালক পুত্রদ্বয়ের প্রত্যেকে যদিও সাক্ষীদেরকে মিথ্যাবাদী সাবস্ত করেছে, কিন্তু তাদের বক্তব্যের কেবল সেই অংশকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, যা তার বিপক্ষে গেছে। তার পক্ষের অংশকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেনি। এর কারণে সাক্ষ্য ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় না। কেননা সাক্ষ্য যার বিপক্ষে যায় সে সর্বদা সে ব্যাপারে সাক্ষীদেরকে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত করে থাকে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, অমুক তার দাসীর গর্ভজাত সন্তানকে আপন পুত্র বলে স্বীকার করেছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি তা অস্বীকার করল আর কাযী সাক্ষীমত রায় দিল। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্য দুই ব্যক্তি মৃতের কাছে থাকা একটি শিশু সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, এই শিশুটিকে সে তার ঐ দাসীর গর্ভজাত সন্তান বলে স্বীকার করেছিল। কাযী প্রথম পুত্রের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য শুনে রায় দিল এবং ঐ দাসীকে মৃতের সমুদয় সম্পত্তির অংশ হিসাবে আযাদ ঘোষণা করল এবং দ্বিতীয় পুত্রকে প্রথম পুত্রের দখলে থাকা সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে

দিল। এরপর যদি সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে দ্বিতীয় পুত্রের সাক্ষিগণ দ্বিতীয় পুত্রের মূল্য, তার মায়ের মূল্য এবং সে মীরাসের যে অংশ পেয়েছে তার জনিমানা প্রথম পুত্রকে প্রদান করবে। অপরদিকে প্রথম পুত্রের সাক্ষিগণ প্রথম পুত্রের অর্ধেক মূল্য ও তার মায়ের অর্ধেক মূল্য দ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করবে। তার মীরাসের কোন জরিমানা দ্বিতীয় পুত্রকে তাদের পরিশোধ করতে হবে না (আয-যখীরা)।

১৮. মাসআলা ঃ 'আল-বাদাঈ' গ্রন্থে আছে, দুই ব্যক্তি কোন মুনীব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে স্বীকার করেছে, এই বাঁদীটি তার ঔরসে সন্তান জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সে মুনীব তা অস্বীকার করছে। কাযী সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় ঘোষণা করল। তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এক্ষেত্রে বাঁদীটির সংগে যদি কোন সন্তান না থাকে এবং তার মুনীবের জীবদ্দশায় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে থাকে, তবে জরিমানা স্বরূপ তাদেরকে বাঁদীটির মূল্য যে পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ সে যদি উম্মু ওয়ালাদ না হত, তবে তার যে মূল্য হত, এখন উম্মু ওয়ালাদ হওয়ার পর তার বিক্রি বৈধ ধরে নিলে মূল্য তা থেকে যতটুকু কম হবে, সেই পরিমাণ তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে।

মুনীব যদি মারা যায়, তবে বাঁদীটি আযাদ হয়ে যাবে এবং জরিমানাস্বরূপ সাক্ষীদের তার অবশিষ্ট মূল্য ওয়ারিসদেরকে প্রদান করতে হবে।

বাঁদীটির সাথে যদি বাচ্চা থাকে এবং মুনীবের জীবদ্দশায় তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে বাঁদীটির মূল্যের ক্ষতিপূরণসহ বাচ্চাটির মূল্যও তাদেরকে আদায় করতে হবে।

যদি মুনীবের মৃত্যু এর পরে হয় এবং সন্তানটির সাথে মীরাসের কোন অংশীদার না থাকে, তবে সন্তানটিকে তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না। বরং তার পিতা তাদের থেকে যে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিল, তারা তা সন্তানটির প্রাপ্য মীরাস থেকে আদায় করে নেবে-যদি মীরাস থেকে থাকে। অন্যথায় সন্তানটির উপর কোন জরিমানা আসবে না।

যদি মীরাসের ভেতর পুত্রের সংগে মৃতের কোন ভাই শরীক থাকে, তবে সাক্ষীদ্বয় বাঁদীটির অবশিষ্ট মূল্যের অর্ধেক জরিমানা হিসাবে ভাইকে প্রদান করবে। আর পিতা তাদের কাছ থেকে যে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিল তারা পুত্রের মীরাস থেকে আদায় করে নেবে। ভাই যা পেয়েছে তা থেকে নয়। পুত্র মীরাস থেকে যা পেয়েছে তার কোন জরিমানা ভাইকে সাক্ষীদের পরিশোধ করতে হবে না।

সাক্ষীদ্বয় যদি মুনীবের মৃত্যুর পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং পুত্রের সংগে কোন শরীক না থাকে, তবে তাদের উপর কোন জরিমানা আসবে না। অন্যথায় বাঁদীটির অবশিষ্ট মূল্যের অর্ধেক ও পুত্রের মূল্যের অর্ধেক জরিমানাস্বরূপ ভাইকে প্রদান করতে হবে। মীরাসের ব্যাপারে কোন জরিমানা দিতে হবে না। এক্ষেত্রে তারা তাদের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ পুত্র হতে আদায় করে নিতে পারবে না।

সাক্ষ্য যদি মুনীবের মৃত্যুর পরে হয়ে থাকে, সে এক পুত্র, একটি গোলাম, একটি বাঁদী ও কিছু সম্পত্তি রেখে মারা গেল। দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, এই গোলামটিকে এই বাঁদীটি তার

মৃত মুনীবের ঔরসে জন্ম দিয়েছে। বাচ্চা ও বাঁদী তা সত্য বলে স্বীকার করল। কিন্তু পুত্র স্বীকার করল না। কাযী সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিয়ে দিল। এরপর যদি সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে গোলাম ও বাঁদীর মূল্য এবং অর্ধেক মীরাসের জরিমানা সাক্ষীদ্বয়কে আদায় করতে হবে (আল- বাহরুর রাইক)।

১৯. মাসআলা ঃ 'ঈসা ইব্ন আবান (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তি মারা গেল এবং এক বৈমাত্রেয় ভাই রেখে গেল। সে ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিস আছে বলে জানা যায় না। এক ব্যক্তি নিজেকে মৃতের ভাই বলে দাবী করল এবং দুইজন সাক্ষী সে মৃতের পিতার সন্তান বলে সাক্ষ্য দিল আর দুইজন সাক্ষী সে মৃতের সহোদর বলে সাক্ষ্য দিল। এক্ষেত্রে কাযী রায় দিবে যে, সে মৃতের আপন ভাই অর্থাৎ একই বাপ-মায়ের সন্তান। এরপর যদি তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে মৃতের পিতার সন্তান, তাদেরকে মীরাসের দুই-তৃতীয়াংশের এবং যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে মৃতের সহোদর, তাদেরকে এক-তৃতীয়াংশের জরিমানা আদায় করতে হবে (আজ-জহীরিয়্যা ; আল-মুহীতায়ন)।

২০. মাসআলা ঃ যে দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে মৃতের পিতার সন্তান, তাদের একজন এবং যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে মৃতের মাতার সন্তান, তাদের একজন যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে তিন ভাগে অর্ধেক মীরাসের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ যদি দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের একই পিতার সন্তান এবং কাযী সে অনুযায়ী রায় ঘোষণা করতঃ তাকে মীরাসের অর্ধেক প্রদান করে, তারপর অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের একই মায়ের সন্তান এবং কাযী সে অনুযায়ী রায় ঘোষণা করতঃ তাকে অবশিষ্ট অর্ধেকও দিয়ে দেয়। তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে প্রত্যেক দলকে অর্ধেক মীরাসের জরিমানা দিতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২২. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, সে মৃতের একই মায়ের সন্তান এবং সে অনুযায়ী কাযী তাকে মীরাসের এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করে, তারপর অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের একই পিতার পুত্র এবং কাযী সে অনুযায়ী মীরাসের অবশিষ্টাংশ দেয়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা তাকে মৃতের একই মায়ের পুত্র বলে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে মীরাসের এক-ষষ্ঠাংশের জরিমানা দিতে হবে। আর যারা বলেছিল, সে মৃতের একই পিতার পুত্র, তাদেরকে বাকী পাঁচ ভাগের জরিমানা দিতে হবে।

এমনিভাবে তারা যদি একই সংগে সাক্ষ্য দেয়, তারপর এক দলের বিশ্বস্ততা প্রথমে প্রত্যায়িত হয় এবং কাযী সে অনুযায়ী রায় প্রদান করে, তারপর অন্য দলের বিশ্বস্ততা নিরূপিত হয় এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুসারেও রায় প্রদান করে, তবে এক্ষেত্রে কাযীর ফায়সালার প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। যাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রথমে ফায়সালা দেয়া হয়েছে, তাদের উপর তাদের সাক্ষ্যের বিষয়ে জরিমানা আরোপ করা হবে এবং অবশিষ্ট অংশের জরিমানা আরোপিত হবে অন্য দলের উপর।

যে ভাই দাবী করেছিল, সে মৃতের আপন ভাই, তার পক্ষে যদি এক সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, সে মৃতের আপন ভাই, অপর এক সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, সে মৃতের একই মায়ের পুত্র এবং অপর এক সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, সে মৃতের একই পিতার পুত্র এবং কাযী তার পক্ষে মীরাসের ফায়সালা দিয়ে দেয়, তারপর যে সাক্ষী বলেছিল, সে মৃতের আপন ভাই, তাকে অর্ধেক মীরাসের জরিমানা দিতে হবে। যদি সে তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার না করে, বরং যে সাক্ষ্য দিয়েছিল পিতার দিক থেকে সে মৃতের ভাই, তাকে মীরাসের এক-তৃতীয়াংশের জরিমানা দিতে হবে। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে মায়ের দিক থেকে মৃতের ভাই, তাকে মীরাসের এক-ষষ্ঠাংশের জরিমানা আদায় করতে হবে। তারা সকলেই যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে এই নিয়মেই তাদের উপর জরিমানা আরোপিত হবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ 'ঈসা ইব্ন আবান (র)-এর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি মারা গেল এবং সে এক ভাই, যে ভাই হিসাবে পরিচিত, দুই গোলাম ও এক বাঁদী রেখে গেল। তারপর দুই ব্যক্তি এক গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে মৃত ব্যক্তির পুত্র, অপর দুই সাক্ষী অপর গোলাম সম্পর্কে সাক্ষী দিল যে, সে মৃতের পুত্র এবং অপর দুই সাক্ষী বাঁদীটি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে মৃতের কন্যা। কাযী তার সাক্ষ্য অনুসারে রায় প্রদান করল এবং তাদের মধ্যে মীরাস বণ্টন করল। এখন যদি সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে ভাইকে তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না। হাঁ, প্রত্যেক দল যাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরকে তার মূল্য এবং তার লব্ধ মীরাসের জরিমানা অন্যদেরকে প্রদান করতে হবে।

মৃত ব্যক্তি যদি সকলের পরিচিত এক ভাই, এক গোলাম ও এক বাঁদী রেখে যায়, তারপর দুই সাক্ষী গোলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, সে মৃতের পুত্র এবং অপর দুই সাক্ষী বাঁদী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, সে মৃতের কন্যা এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করে ও পুত্র-কন্যার মধ্যে মীরাস বণ্টন করে দেয়। তারপর তারা এক সংগে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে পুত্রের পক্ষের সাক্ষ্যদাতাগণ ভাইকে অর্ধেক মীরাস ও গোলামের অর্ধেক মূল্যের জরিমানা এবং কন্যাকে মীরাসের এক-ষষ্ঠাংশ ও গোলামের অর্ধেক মূল্যের জরিমানা প্রদান করবে। আর কন্যার পক্ষের সাক্ষিগণ কেবল পুত্রকে কন্যার (বাঁদীর) মূল্য ও তার মীরাসের জরিমানা দিবে (আয-যখীরা)।

২৪. মাসআলা ঃ 'ঈসা ইব্ন আবান (র)-এর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে আরও আছে, এক ব্যক্তি মারা গেল এবং এক কন্যা ও এক বৈমাত্রেয় ভাই রেখে গেল। কাযী কন্যাকে অর্ধেক এবং ভাইকে বাকী অর্ধেক মীরাস প্রদান করল। তারপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল, সে মৃতের আপন ভাই। তার পক্ষে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে মৃতের আপন ভাই, অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে পিতার দিক থেকে মৃতের ভাই এবং অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে মায়ের দিক থেকে মৃতের ভাই। তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কাযী রায় দিল যে, সে মীরাসের অর্ধেক পাবে। তারপর যে ব্যক্তি বলেছিল, সে মৃতের আপন ভাই, সে যদি তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে মীরাসের যে অর্ধেক তার ভাই পেয়েছিল, সাক্ষীকে তার জরিমানা আদায় করতে হবে। যে ব্যক্তি বলেছিল, সে পিতার দিক থেকে মৃতের ভাই, সে যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তার লব্ধ মীরাসের তিন-অষ্টমাংশের জরিমানা তাকে পরিশোধ করতে হবে। আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে ব্যক্তি বলেছিল, সে মায়ের দিক থেকে মৃতের ভাই, সে যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তার লব্ধ মীরাসের এক-অষ্টমাংশের জরিমানা তাকে আদায় করতে হবে (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মারা গেল এবং এক চাচাত ভাই রেখে গেল। সে চাচাত ভাইয়ের কাছে তার এক হাজার দিরহাম আছে। অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে মৃতের ভাই। ফলে কাযী রায় দিল, সে এক হাজার দিরহাম তারই প্রাপ্য। তারপর অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে মৃতের পুত্র। ফলে কাযী তার পক্ষে রায় দিল যে, সে এক হাজার দিরহাম তার প্রাপ্য। এখন যদি ভাইয়ের পক্ষের সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে চাচাত ভাই তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না। তারপর যদি পুত্রের পক্ষের সাক্ষীদ্বয়ও তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে ভাইয়ের এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে পুত্রের সাক্ষীদ্বয় হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। সে যখন পুত্রের সাক্ষীদ্বয়ের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে তখন চাচাত ভাইয়ের এ অধিকার অর্জিত হবে যে, সে ভাইয়ের সাক্ষীদ্বয় হতে এক হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে (আয-যখীরা)।

২৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একটি পুত্র রেখে মারা গেল। পুত্র তার মীরাস হস্তগত করল। তারপর অপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল, সে মৃতের পুত্র এবং সে মৃতের পরিচিত পুত্রের সংগে মীরাসে শরীক হতে চাইল। কিন্তু পরিচিত পুত্র তাকে তার পিতার পুত্র হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং মৃতের মীরাস তার হস্তগত হওয়ার কথাও অস্বীকার করল। ফলে সে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করল। তারা সাক্ষ্য দিল যে, মৃতের পুত্র। কাজেই কাযী তাকে মৃতের পুত্র বলে স্বীকৃতি দিল। তারপর সে অপর দুই সাক্ষী হাযির করল। তারা সাক্ষ্য দিল যে, প্রথম পুত্র মৃত ব্যক্তির এই পরিমাণ মীরাস হস্তগত করেছে। সুতরাং কাযী রায় দিল যে, তাকে তার অর্ধেক দ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় পুত্রের 'পিতৃ পরিচয়'-এর সাক্ষীরা যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে এই পুত্রের প্রাপ্ত মীরাসের জরিমানা তাদেরকে দিতে হবে। তারা জরিমানা আদায়ের পর যদি অপর দুই সাক্ষীও সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাগণ তাদের আদায়কৃত জরিমানা তাদের কাছ থেকে উসুল করে নেবে। তারা সকলেই যদি এক সংগে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে পরিচিত পুত্রের (প্রথম পুত্রের) ইখতিয়ার থাকবে। সে চাইলে পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাদের থেকে জরিমানা আদায় করবে এবং তারা তা অপর দুই সাক্ষী থেকে আদায় করে নেবে, যারা প্রথম পুত্রের মীরাস প্রাপ্তি সম্পর্কে সাক্ষী দিয়েছিল। অথবা সে সরাসরি এই শেষোক্ত সাক্ষীদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ 'আল-জামি' গ্রন্থে আছে, কেউ কারো কাছে এক হাজার দিরহাম আমানত রেখে মারা গেল। 'আমানত রক্ষক' তা স্বীকারও করল। এরপর দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, অমুক মৃতের আপন চাচা আর তাদের জানা মতে মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস নেই। ফলে রায় দেয়া হল যে, এক হাজার দিরহাম তার প্রাপ্য। তারপর অন্য দুইজন অন্য অমুক সম্পর্কে মৃতের আপন ভাই বলে সাক্ষ্য দিল। এক্ষেত্রে সে-ই সমুদয় সম্পদের হকদার বলে রায় দেয়া হবে এবং চাচা থেকে সম্পদ হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হবে। তারপর যদি দুই সাক্ষী কারও সম্পর্কে

সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের পুত্র, তবে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তার পক্ষেই রায় দেয়া হবে। কাজেই ভাই সে এক হাজার দিরহাম তাকে দিয়ে দেবে। এরপর যদি সমস্ত সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে পুত্রের পক্ষে সাক্ষ্যদাতাগণ ভাইকে ক্ষতিপূরণ দেবে। ভাইয়ের পক্ষে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল চাচাকে তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এমনিভাবে চাচার পক্ষে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরকে আমানত গ্রহীতাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। সকল সাক্ষী যদি এক সংগে হাযির হয়ে সাক্ষ্য দিত, তখনই একই বিধান হত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

২৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক কন্যা ও এক আপন ভাই রেখে মারা গেল। কন্যা মীরাসের অর্ধেক গ্রহণ করল এবং ভাইও অর্ধেক পেল। তারপর এক ব্যক্তি দুইজন সাক্ষীসহ নিজেকে মৃতের আপন ভাই বলে দাবী করল। আর কাযী তার পিতৃ পরিচয় এবং মীরাসের অংশীদারত্বের অনুকূলে রায় দিল। তারপর তারা যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং বলে, সে তার ভাই বটে, তবে আপন নয়, বরং বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়, তবে মীরাসের যে অংশ সে পেয়েছে তাদেরকে তার অর্ধেকের জরিমানা দিতে হবে। তার সমুদয়ের জরিমানা দিতে হবে না। তদ্রূপ তাদের একজন যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে বলে, সে তার ভাই বটে তবে বৈমাত্রেয় এবং অপর জনও অনুরূপ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে বলে, সে তার ভাই বটে তবে বৈপিত্রেয়, এক্ষেত্রে তাদেরকে তার প্রাপ্ত মীরাসের এক-চতুর্থাংশের জরিমানা দিতে হবে। কেননা তারা অর্ধেক সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে এবং অর্ধেক সাক্ষ্য বলবৎ রেখেছে। এক্ষেত্রে দুই পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে দুই সাক্ষী থাকা এবং দুই পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে দুইজন করে চার সাক্ষী, যাদের প্রতি দুই জন এক-এক পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে, একই কথা। যদি দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃতের বৈমাত্রেয় ভাই এবং অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, সে তার বৈপিত্রেয় ভাই, তারপর তাদের এক পক্ষ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে অর্ধেক মালের জরিমানা দিতে হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও হুকুম সে রকমই (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুই জন বৈপিত্রেয় ভাই ও একজন বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল, সে মৃতের আপন ভাই। তার পক্ষে দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে মৃতের পিতার দিক থেকে ভাই এবং অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে তার মায়ের দিক থেকে ভাই। তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করা হল এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের হাতে যে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি ছিল সে তা গ্রহণ করে নিল। এরপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে পিতার দিক থেকে তারই ভাই, তাদেরকে তার লব্ধ মীরাসের তিন-চতুর্থাংশের জরিমানা দিতে হবে এবং অপর দুই জনকে এক-চতুর্থাংশের জরিমানা দিতে হবে।

যদি বৈমাত্রেয় দুই ভাইয়ের স্থলে এক বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মারা যায়, তারপর কেউ দাবী করে, সে মৃতের আপন ভাই এবং তার পক্ষে দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে মায়ের দিক থেকে মৃতের ভাই আর অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে পিতার দিক থেকে মৃতের ভাই এবং সেমতে সে মীরাসের পাঁচ-ষষ্ঠাংশ হস্তগত করে, তারপর সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে পিতার দিক থেকে মৃতের ভাই তাদেরকে মীরাসের তিন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠাংশের এবং ছয় ভাগের এক ভাগের এক-চর্তথাংশের জরিমানা দিতে হবে আর অপর দুই সাক্ষীকে মীরাসের এক-ষষ্ঠাংশের এবং ছয় ভাগের এক ভাগের তিন-চর্তথাংশের জরিমানা আদায় করতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুই বৈপিত্রেয় ও এক বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। কাযী বৈপিত্রেয় দুই ভাইকে মীরাসের এক-তৃতীয়াংশ এবং বৈমাত্রেয় ভাইকে দুই-তৃতীয়াংশ প্রদান করল। তারপর এক ব্যক্তি দাবী করল, সে মৃতের আপন ভাই। দুই সাক্ষী তার পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, সে মায়ের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ভাই। তারপর সে বলল, আমি যে পিতার দিক থেকেও তার ভাই এ সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দেবে যে, তারা দেশে উপস্থিত নেই। এরূপ ক্ষেত্রে কাযী ফায়সালা দেবে যে, সে মায়ের দিক থেকে তার ভাই। কাজেই মৃতের অপর দুই বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সংগে সে মীরাসে অংশীদার হতে পারবে। কাযীর এরূপ রায় ঘোষণার পর যদি তাকে বৈপিত্রেয় দুই ভাইয়ের অংশীদার করে দেয় এবং তারপর অপর সাক্ষীদ্বয় উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, সে পিতার দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ভাই। তবে তখন কাযী তাকে মৃতের আপন ভাই হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। সুতরাং তখন বৈপিত্রেয় ভাই থেকে বৈমাত্রেয় ভাই যা নিয়েছিল তারা তার কাছ থেকে তা ফেরত নিয়ে তাদের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করবে। আর আপন ভাই বৈমাত্রেয় ভাই থেকে অবশিষ্টাংশ নিয়ে তার দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করবে। এরপর যদি সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে মায়ের দিক থেকে মৃতের ভাই তাদের কোন জরিমানা দিতে হবে না। আর যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে পিতার দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ভাই, বৈমাত্রেয় ভাইকে তাদের পূর্ণ দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

যদি প্রথমে দুই জন সাক্ষী হাযির করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে মৃত ব্যক্তির একই পিতার ঔরসজাত ভাই এবং কাযী সে মতে ফায়সালা দিয়ে দেয়, ফলে সে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কাছ থেকে অর্ধেক সম্পত্তি হস্তগত করে, তারপর সে অপর দুই সাক্ষী নিয়ে আসে, যারা সাক্ষ্য দেয় সে মায়ের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ভাই এবং সে অনুযায়ী কাযী রায় ঘোষণা করে, ফলে সে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের নিকট থেকে অবশিষ্ট সম্পত্তি গ্রহণ করে, তারপর সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে সাক্ষীদের প্রত্যেক পক্ষকে অর্ধেক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আল-মুহীত)।

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ ওসিয়ত সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রত্যাহার

১. মাসআলাঃ কেউ দুই সাক্ষীসহ দাবী করল যে, অমুক তার সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ তার অনুকূলে ওসিয়ত করে গেছে। কাযীও রায় দিল। তারপর সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল, তবে তাদেরকে পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এমনিভাবে তারা যদি মৃতের জীবদ্দশায় সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার জন্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করেছে এবং মৃত্যুর পর মামলা হয়, তখনও একই হুকুম (আল-মুহীতঃ আস-সারাখসী)।

২. মাসআলাঃ যদি ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর সাক্ষ্য দেয় যে, সে এই ব্যক্তির জন্য এই বাঁদীটি ওসিয়ত করেছিল আর সেটি এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির মধ্যে পড়ে, ফলে কাযী রায় দেয় যে, বাঁদীটি সে পাবে, সে মতে সে বাঁদীটি হস্তগত করে এবং তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, তারপর সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদের জরিমানাস্বরূপ বাঁদীটির রায়ঘোষণার দিনের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। জরিমানা হিসাবে তাদের 'উকর'[১] দিতে হবে না। এমনিভাবে তাদেরকে বাচ্চার মূল্যও দিতে হবে না। সে বাঁদীটি যদি অন্য কারও ওরসে সন্তান জন্ম দেয়, তবে সেক্ষেত্রেও তাদের জরিমানা হিসাবে ওয়ারিসদেরকে বাচ্চার মূল্য ও 'উকর' প্রদান করতে হবে না। (আল-মাবসূত)

৩. মাসআলাঃ কাযীর ফায়সালার দিন বাঁদীটির মূল্য কত ছিল, তা নিয়ে যদি ওয়ারিস ও সাক্ষীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সাক্ষীগণ বলে যে, সে দিন তার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম ওয়ারিসগণ বলে, না বরং সে দিন তার মূল্য ছিল দুই হাজার দিরহাম, তবে দেখতে হবে বাঁদীটি জীবিত না মৃত। মৃত হলে সাক্ষীদের কথাই গৃহীত হবে আর যদি জীবিত হয়, তবে তার বর্তমান মূল্যকে মাপকাঠি বানানো হবে। যদি বর্তমান মূল্য দুই হাজার দিরহাম হয় তবে ওয়ারিসদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে আর বর্তমান মূল্য এক হাজার দিরহাম হলে সাক্ষীদের কথা গ্রহণযোগ্য।

যদি বাঁদীটির বর্তমান মূল্য দুই হাজার দিরহাম হয় আর সাক্ষীগণ তাদের এই দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, যে কাযীর ফায়সালার দিন তার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম, তবে তাদের প্রমাণ গৃহীত হবে।

১. 'উকর'-প্রকৃতপক্ষে যার সাথে সংগম বৈধ নয়। তার সাথে যদি বৈধতার ধারণায় সংগম করা হয়, তবে সে কারণে এদের প্রদেয় মোহরানা-কে 'উকর' বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনিভাবে যদি বর্তমান মূল্য এক হাজার দিরহাম হয় আর ওয়ারিসগণ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ফায়সালার দিন তার দাম ছিল দু'হাজার দিরহাম, তবে তাদের প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। আর উভয় পক্ষ সাক্ষী পেশ করলে, ওয়ারিসদের সাক্ষীই গ্রহণযোগ্য (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তিন হাজার দিরহাম ও এক পুত্র রেখে মারা গেল। দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, মৃত ব্যক্তি এই লোকের জন্য তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি ওসিয়ত করে গেছে। অপর দুই ব্যক্তি দ্বিতীয় একজন সম্পর্কে অনুরূপ সাক্ষ্য দিল এবং আরও দুই ব্যক্তি তৃতীয় একজন সম্পর্কে একই সাক্ষ্য দিল। কিন্তু পুত্র এ সবই অস্বীকার করল। যাদের জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে তারাও একে অপরের দাবী প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু কাযী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিল যে, তারা সকলে মিলে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে। এরপর যদি সাক্ষীদের সকলে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে ওয়ারিসদেরকে তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা ঃ সাক্ষীদের প্রত্যেক পক্ষ অপর দুই ব্যক্তিকে যাদের পক্ষে তারা ওসিয়তের সাক্ষ্য দেয়নি, এক-তৃতীয়াংশের তিন ভাগের এক ভাগের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

যদি প্রথমে প্রথম ব্যক্তির সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হয় এবং কাযী তার পক্ষে পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশের রায় দিয়ে দেয়। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হয় এবং কাযী রায় দেয়, প্রথম ব্যক্তি যা হস্তগত করেছে তার অর্ধেক এই ব্যক্তি পাবে। তারপর তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রত্যায়িত হয় এবং কাযী প্রথম দুই ব্যক্তি যা পেয়েছে তার এক-তৃতীয়াংশ তাকে প্রদান করে এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তখনই একই নিয়ম প্রযোজ্য (আল-মুহীত)।

৬. মাসআরা ঃ দুই ব্যক্তি একজনের পক্ষে ওসিয়তের সাক্ষ্য দিল এবং কাযী তার পক্ষে রায় দিল। অপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, ওসিয়তকারী তার সে ওসিয়ত প্রত্যাহার করে, তারপর এই ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করেছে। কাযী সে অনুসারে রায় প্রদান করল এবং প্রথম ব্যক্তির নিকট থেকে তা উদ্ধার করে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হস্তান্তর করল। তারপর অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, ওসিয়তকারী তার সে ওসিয়তও প্রত্যাহার করেছিল। তারপর সে এই ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করেছে। কাযী এ সাক্ষ্যও গ্রহণ করল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট থেকে তা উদ্ধার করে এই ব্যক্তিকে প্রদান করল। এখন যদি সকল সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে শেষের দুই সাক্ষী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশের ক্ষতিপূরণ দেবে। মাঝের দুই সাক্ষী প্রথম ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশের অর্ধেকের ক্ষতিপূরণ দেবে। প্রথম ব্যক্তির সাক্ষীদ্বয়কে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং ওয়ারিসকেও তাদের কিছু পরিশোধ করতে হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার না করে, কিন্তু মাঝের দুই সাক্ষীর একজন গোলাম প্রমাণিত হয়, তবে প্রথম ও শেষের ব্যক্তির মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অর্ধার্ধি ভাগ হবে (আল-মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তিন হাজার দিরহাম রেখে মারা গেল। সে তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ এক ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করেছিল। তাকে তা দেয়া হল। তারপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তার ওসিয়ত প্রত্যাহার করেছিল। কাযী সে অনুযায়ী রায় দিল যে, সে সম্পদ ওয়ারিসদের প্রাপ্য। তারপর এই সাক্ষীদ্বয় অন্য কারও পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, মৃত ব্যক্তি তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ এর জন্য ওসিয়ত করেছিল। কাযী সে অনুযায়ী তার পক্ষে রায় দিল। এখন যদি তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের উপর দুইবার এক-তৃতীয়াংশের জরিমানা আরোপ করা হবে। একবার তা পরিশোধ করবে ওয়ারিসদেরকে এবং একবার প্রথম ওসিয়তকৃতকে। যদি প্রথমে ওসিয়ত প্রত্যাহার ও দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ওসীয়তের সাক্ষ্য দেয় এবং সে অনুযায়ী রায় হয়ে যাওয়ার পর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় অথবা কেবল ওসিয়ত প্রত্যাহার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং সে সম্পর্কে ফায়সালা দেয়ার আগে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়তের সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের প্রথম ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ওয়ারিসকে নয়।

যদি উভয় বিষয়ে একত্রে সাক্ষ্য দেয় এবং সে অনুযায়ী দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে ওসিয়তের ফায়সালা দেয়া হয় এবং তারপর দ্বিতীয় ওসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, প্রথম ওসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার না করে, তবে ফায়সালা প্রদানের সুবিধার্থে সাক্ষীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা ওসিয়ত প্রত্যাহার সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষ্য ফিরিয়ে নিচ্ছ কিনা ? তারা যদি চুপ থাকে বা প্রত্যাহারের উপর বহাল থাকে, তবে ওয়ারিসদেরকে তাদের এক-তৃতীয়াংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তারপর যদি প্রথম ওসিয়ত প্রত্যাহার করা সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেয়, তবে প্রথম যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছিল তাকে তাদের আরও এক-তৃতীয়াংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ওয়ারিস তাদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছিল তার জন্য তা বৈধই থাকবে। তাদেরকে প্রশ্ন করার পর তারা যদি ওসিয়ত প্রত্যাহার করা সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলে, তবে প্রথমে যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছিল তাকে তাদের এক-তৃতীয়াংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ওয়ারিসদেরকে কিছু দিতে হবে না। তারা যদি প্রথমে ওসিয়ত প্রত্যাহার সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেয়, দ্বিতীয় ওসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য ফিরিয়ে না নেয়, তবে প্রথম ব্যক্তিকে তাদের এক-তৃতীয়াংশের অর্ধেকের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তারপর যদি ওসিয়ত সম্পর্কেও সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে প্রথম ব্যক্তিকে অবশিষ্টাংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আল-কাফী)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি সমান মূল্যমানের তিনটি গোলাম রেখে মারা গেল। দুই ব্যক্তি কারও পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, মৃত ব্যক্তি এই লোকের জন্য তার এই গোলামটি ওসিয়ত করেছিল। কাযী রায় দিল যে, গোলামটি সে-ই পাবে। তারপর অপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তার এই ওসিয়ত প্রত্যাহার করেছিল এবং তারপর এই ব্যক্তির জন্য এ গোলামটি ওসিয়ত করেছিল। তখন কাযী রায় দিল যে, গোলামটি তারই প্রাপ্য এবং প্রথম গোলামটি ওয়ারিসদের হাতে প্রত্যর্পণ করল। অপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে এই তৃতীয় গোলামটি এই তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করেছিল এবং দ্বিতীয় ওসিয়ত প্রত্যাহার করেছিল। ফলে কাযী সে অনুযায়ী রায় প্রদান করে। তারপর যদি তারা সকলে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়,

তবে প্রথম ব্যক্তির সাক্ষীদের কাউকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষিগণ প্রথম ব্যক্তিকে গোলামের অর্ধেক মূল্য ক্ষতিপূরণ দিবে। তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষিগণ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তার গোলামটির মূল্য পরিশোধ করবে। ওয়ারিসদেরকে কারও কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

সাক্ষিগণ সকলে যদি একই সংগে সাক্ষ্য দেয় এবং একই সংগে তাদের বিশ্বস্ততা নিরূপিত হয় এবং তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে ওসিয়তের ফায়সালা দেয়া হয়। তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষিগণ ওয়ারিসকে ক্ষতিপূরণ দেবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষীদের কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষীদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে চায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। তারা যদি তার পক্ষে ওসিয়তের সাক্ষ্য দেয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষীদের থেকে সে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। সাক্ষিগণ তা ওয়ারিসদের থেকে আদায় করে নেবে। যদি প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষীদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে চায়, তবে তাকেও ওসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। কাযী সে অনুযায়ী রায় দেবে যে, তাদের প্রথম ব্যক্তিকে গোলামের অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি দুইটি গোলাম রেখে মারা যায়। যাদের প্রত্যেকটির মূল্য এক হাজার দিরহাম এবং তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মূল্যও এক হাজার দিরহাম, তারপর সাক্ষীদের প্রত্যেক পক্ষ প্রত্যেকের জন্য এক একটি গোলামের ওসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য আধা গোলামের ওসিয়ত মঞ্জুর করা হয়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ওয়ারিসগণকে তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। অবশ্য প্রত্যেক পক্ষ অপর মূসালাহুকে অর্থাৎ তারা যার পক্ষে ওসিয়তের সাক্ষ্য দেয়নি তাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ গোলামের অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করবে। যদি দুইটা গোলামই সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে পড়ে, তবে সাক্ষীদের প্রত্যেক পক্ষ ওয়ারিসকে সেই গোলামের মূল্য প্রদান করবে। যার সম্পর্কে তারা ওসীয়তের সাক্ষ্য দিয়েছিল।

যদি তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি এক হাজার পাঁচশত দিরহাম হয়, তবে প্রত্যেকে তার গোলামের তিন-চতুর্থাংশ পাবে বলে রায় দেয়া হবে। তারপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের প্রত্যেক পক্ষ ওয়ারিসকে পাঁচশত দিরহাম ক্ষতিপূরণ দেবে এবং অপর মূসালাহুকে অর্থাৎ যার পক্ষে তারা সাক্ষ্য দেয়নি, তাকে গোলামের এক-চতুর্থাংশের মূল্য অর্থাৎ আড়াইশত দিরহামের ক্ষতিপূরণ দেবে। যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের পরিমাণ হয় দুই হাজার দিরহাম এবং একটি গোলামের মূল্য দুই হাজার ও অন্যটির মূল্য এক হাজার দিরহাম হয়, তবে প্রত্যেককে তার গোলামের দুই-তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। তারপর যদি সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, দুই হাজার দিরহাম মূল্যের গোলামটি সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তারা ওয়ারিসদেরকে এক হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ দেবে এবং অপর মূসালাহুকে দেবে এক হাজারের এক-তৃতীয়াংশ দিরহামের ক্ষতিপূরণ। আর যারা এক হাজার দিরহাম মূল্যের গোলামটি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তারা অপর মূসালাহুকে এক হাজার দিরহামের দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষতিপূরণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেবে। ওয়ারিসদেরকে তাদের কিছুই দিতে হবে না। যদি প্রতিটি গোলামের মূল্য এক হাজার দিরহাম হয় এবং সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের পরিমাণও হয় এক হাজার দিরহাম আর সাক্ষীদের দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম ওসিয়ত প্রত্যাহার ও দ্বিতীয় ওসিয়ত করা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, তবে প্রথম মূসালাহুকে তাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে তার গোলামটি মূল্য পরিশোধ করতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় কোন পক্ষেরই ওয়ারিসদেরকে কিছু দিতে হবে না।

উভয় গোলাম যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে পড়ে আর এক-তৃতীয়াংশের পরিমাণ হয় দুই হাজার দিরহাম, তবে প্রথম ব্যক্তিকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষিগণ তার গোলামের মূল্য এবং ওয়ারিসদেরকে দ্বিতীয় গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির পরিমাণ যদি হয় এক হাজার পাঁচশত দিরহাম, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষিগণ প্রথম ব্যক্তিকে তার গোলামের মূল্য এবং ওয়ারিসদেরকে দ্বিতীয় গোলামের অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করবে (আল-কাফী)।

১১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয়, মৃত ব্যক্তি তার সম্পত্তির ব্যাপারে এই ব্যক্তিকে ওসী নিযুক্ত করেছে এবং কাযী সে সম্পর্কে রায় প্রদান করে, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং ইতোমধ্যে ওসী সম্পত্তি নষ্ট করে থাকে, তবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ওসীকে (আল-হাবী)।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ হুদূদ ও খুন-জখম বিষয়ে সাক্ষ্য প্রত্যাহার

১. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে সুনির্দিষ্ট এক হাজার দিরহাম চুরি করেছে এবং সে কারণে তার হাত কেটে দেয়া হয়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে হস্ত কর্তনের আর্থিক জরিমানা দিতে হবে। আমাদের মাযহাবে তাদের উপর কিসাস জারী করা হবে না। সেই সংগে তাদেরকে এক হাজার দিরহামের জরিমানা দিতে হবে। কেননা তারা অভিযুক্ত ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম নষ্ট করেছে। যে কোন প্রাণ বা অংগহানির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ যদি তার সম্পর্কে দুইটি চুরির সাক্ষ্য দেয় এবং উভয় চুরির কারণে তার হস্ত কর্তন হয়, তারপর তারা একটি চুরির ব্যাপারে তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না (আল-আত্তাবিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ চার ব্যক্তি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিল। অপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, সে বিবাহিতও বটে। কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করল এবং সে হিসাবে তাকে রাজ্‌ম (পাথর মেরে হত্যা) করার আদেশ দিল।

তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিল। এক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের মতে ব্যভিচারের সাক্ষ্যদাতাদের কাছ থেকে রক্তপণ আদায় করা হবে এবং তাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের শাস্তি দেয়া হবে। যারা তার বিবাহিত হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে কোন জরিমানা দিতে হবে না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ চার জন সাক্ষী অবিবাহিত কোন ব্যক্তির ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিল। ফলে কাযী তার উপর দোররার হদ্দ জারি করল আর দোররার আঘাতে সে জখম হল। তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদেরকে জখমের জরিমানা দিতে হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দিতে হবে। দোররার আঘাতে জখম না হলে কারও মতেই তাকে আর্থিক জরিমানা দিতে হবে না। ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার হদ্দ ও তা'যীর (কাযীর বিবেচনাধীন শাস্তি)-এর ক্ষেত্রেও এই একই বিধান (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ হদ্দ (শরীআতী শাস্তি)-এর আদেশ দেয়ার আগে অথবা আদেশ দেয়ার পর, কিন্তু শাস্তি দেয়ার আগে যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের সকলকে (শরীআতী) শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কেবল যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তাকেই শাস্তি

দেয়া হবে। হদ্দ জারি করার পর যদি একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে কেবল তাকেই শাস্তি দেয়া হবে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা ঃ চার ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে সে বিবাহিত এবং সে ব্যভিচার করেছে, ফলে কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং তাকে রাজ্‌ম (পাথর মেরে হত্যা) করার আদেশ দেয়। তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, আর ইতিমধ্যে পাথরের আঘাতে সে আহত হয়, তবে কাযী তার শাস্তি রহিত করবে। আর তাদেরকে জখমের জরিমানা দিতে হবে (আল-মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার গোলাম আযাদ করেছে এবং চার ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, গোলামটি বিবাহিত এবং সে ব্যভিচার করেছে, ফলে কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেয় এবং তাকে আযাদ বলে ফায়সালা দেয় ও তাকে রাজ্‌ম করার আদেশ দেয়, তারপর সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা তার মুক্তির সাক্ষ্য দিয়েছিল মূনীবকে তাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর যারা ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের আদায় করতে হবে রক্তপণ, যা মূনীবের প্রাপ্য-যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের অন্য কোন ওয়ারিস না থেকে থাকে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যারা মুক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের একজন যদি ব্যভিচারের সাক্ষ্যদাতাদের অর্ন্তভুক্ত থাকে, তবে তাকে গোলামের মূল্যের অংশসহ রক্তপণের অংশও আদায় করতে হবে (আল-হাবী)।

৯. মাসআলা ঃ যদি চার ব্যক্তি গোলামের মুক্তি, ব্যভিচার ও তার বিবাহিত হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী সবগুলো বিষয় কার্যকর করে, তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাদেরকে গোলামের মূল্য আদায় করতে হবে, তাদেরকে রক্তপণ (দিয়্যত) দিতে হবে না।

যদি ব্যভিচার সংক্রান্ত দুই সাক্ষী এবং মুক্তি সম্পর্কিত দুই সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে মুক্তি সম্পর্কিত সাক্ষীদের কোন রক্তপণ দিতে হবে না। ব্যভিচারের সাক্ষীদ্বয়কে অর্ধেক রক্তপণ দিতে হবে এবং হদ্দুল কায্‌ফ ভোগ করতে হবে (আল-মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ যদি নিজ পিতা, ভাই, চাচা বা চাচাত ভাই সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ব্যভিচার করেছে এবং সে বিবাহিত হয়, তবে তাকে রাজ্‌ম করা হবে। এক্ষেত্রে এই সন্দেহ ধর্তব্য হবে না যে, তারা হয়তো শীঘ্র উত্তরাধিকার লাভের আশায় মিছামিছি এরূপ সাক্ষ্য দিয়েছে। তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী যদি তাকে রাজ্‌ম করা হয় এবং তার হত্যার চতুর্থ স্থানে তারা পৌছার আগেই যদি একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে রক্তপণের এক- চতুর্থাংশ আদায় করতে হবে। সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। তারা সকলে যদি হত্যার স্থানে পৌছে এবং তারপর তাদের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, কিন্তু বাকী সকলে তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, তবে তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং সে উত্তরাধিকারও লাভ করবে। অন্যরা যদি তাকে বলে, তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছ,

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেননা তুমি তাকে ব্যভিচার করতে দেখনি, আমরা তা দেখেছি, তবে তাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়্যত (রক্তপণ)-এর এক-চতুর্থাংশ আদায় করতে হবে এবং সে উত্তরাধিকারও লাভ করবে না। তারা যদি তার সাক্ষ্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে তাকে সত্যবাদী বলে, তবে তাদের সকলকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রক্তপণ আদায় করতে হবে এবং ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের দায়ে দণ্ডিত হবে। সেই সংগে তারা মীরাস থেকেও বঞ্চিত হবে। তারা ব্যতীত মৃত ব্যক্তির অন্য যে নিকটতম আত্মীয় আছে, তাকে মীরাসের অধিকারী করা হবে (আল-কাফী)।

১১. মাসআলা ঃ কিসাসের সাক্ষীদ্বয় যদি কিসাস গ্রহণের পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে রক্তপণ (দিয়্যত) আদায় করতে হবে। তাদের থেকে কিসাস আদায় করা হবে না (আল-মুযমারাত)।

১২. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুককে ভুলবশত হত্যা করেছে এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাদেরকে দিয়্যত (রক্তপণ) আদায় করতে হবে এবং সেটা তার নিজ সম্পদ থেকেই দিতে হবে (জ্ঞাতি-গোষ্ঠি ও সাহায্যকারী থেকে নয়)।

এমনিভাবে যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, সে ভুলে অমুকের হাত কেটে ফেলেছে, এবং কাযী তাকে দিয়্যত আদায়ের নির্দেশ দেয়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে জরিমানা স্বরূপ হাত কাটার দিয়্যত (অর্থ দণ্ড) আদায় করতে হবে (আল-বাদাঈ)।

১৩. মাসআলা ঃ তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, এই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অমুককে হত্যা করেছে। ফলে কাযী রায় দিল যে, নিহতের অভিভাবক হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করবে (খুনের বদলে খুন)। সুতরাং অভিভাবক তাকে তরবারির দ্বারা আঘাত করল। এতে তার হাত দিখন্ডিত হয়ে গেল। এখন যদি সাক্ষীদের একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে অভিভাবকের কিসাস গ্রহণের অধিকার যথারীতি বহাল থাকবে।

তারপর যদি অভিভাবক তাকে হত্যা করে এবং তারপর অপর এক সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে অভিভাবকের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না। হাঁ, প্রথম যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছিল ক্ষতিপূরণ হিসাবে তার হস্তচ্ছেদনের দিয়্যত (অর্থ দ)-এর এক-চতুর্থাংশ নিজ সম্পদ হতে পরিশোধ করতে হবে।

যার তিন ভাগের দুই ভাগ পরিশোধ করবে প্রথম বছর এবং তৃতীয় ভাগ পরিশোধ করবে দ্বিতীয় বছর। যে ব্যক্তি পরে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে, সে নিজ সম্পদ দ্বারা তিন বছরে অর্ধেক রক্তপণ আদায় করবে। প্রতি বছর তার এক-তৃতীয়াংশ পরিশোধ করবে।

যদি আরও এক সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাকে অর্ধেক রক্তপণ তিন বছর মেয়াদে পরিশোধ করতে হবে, প্রতি বছর তার এক-তৃতীয়াংশ। আর প্রথম সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী যে ইতোপূর্বে হস্তচ্ছেদনের এক-চতুর্থাংশ দিয়্যত পরিশোধ করেছিল, তাকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত দিয়্যত পরিশোধ করতে হবে।

তৃতীয় সাক্ষী গোলাম প্রমাণিত হলে হাতের দিয়্যত সম্পূর্ণটাই প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষীকে আদায় করতে হবে। আর রক্তপণ আদায় করবে ওলীর 'আকিলা (জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশী, যারা তার সাহায্যকারী)। তারা তা তিন বছরের মেয়াদে আদায় করবে।

১৪. মাসআলা ঃ তিন ব্যক্তি কারও সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত হত্যার সাক্ষ্য দিল। ফলে কিসাসের ফায়সালা দেয়া হল। নিহতের ওলী হত্যাকারীর হাত কেটে দিল। তারপর এক সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এক্ষেত্রে অধিকাংশ রিওয়ায়াত অনুসারে কিসাস বাতিল হয়ে যাবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি উভয় জখম থেকে সুস্থ হয়ে উঠে, তবে প্রথম প্রত্যাহারকারীকে দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ এবং দ্বিতীয় প্রত্যাহারকারীকে দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ ও পায়ের অর্ধেক অর্থদণ্ড পরিশোধ করতে হবে। তৃতীয় সাক্ষী যদি গোলাম প্রমাণিত হয়, তবে পায়ের দিয়্যত ওলীকে পরিশোধ করতে হবে।

হাত ও পায়ের ক্ষত ভাল না হয়ে মৃত্যুর কারণ হল, আর তৃতীয় সাক্ষী গোলাম প্রমাণিত হল, তবে প্রত্যাহারকারী সাক্ষীদ্বয়কে দিয়্যত এবং ওলীর 'আকিলাকে বাকী অর্ধেক দিয়্যত পরিশোধ করতে হবে।

যদি তৃতীয় সাক্ষীও সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং সে গোলাম প্রমাণিত না হয়, আর 'হদ্দপ্রাপ্ত' ব্যক্তিও সুস্থ হয়ে ওঠে, তবে হাতের দিয়্যত (অর্থদণ্ড) তাদের তিনজনকে তিন ভাগে পরিশোধ করতে হবে। আর পায়ের দিয়্যত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাক্ষী অর্ধার্ধি পরিশোধ করবে। পক্ষান্তরে হাত ও পায়ের জখমের কারণে মারা গেলে তাদের তিন জনকেই তিনভাগে দিয়্যত আদায় করতে হবে (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ দাবী করল যে, অমুক ভুলবশত আমার ওলীর হাত কেটে ফেলার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তার সাক্ষীদ্বয় ভুলে হাত কাটার সাক্ষী দিল, কিন্তু ঐ কারণে মারা যাওয়ার কথা বলল না। এরপর অন্য দুইজন সাক্ষী আনা হলে তারা ঐ জখমের কারণে মৃত্যুর কথা তো বলল কিন্তু অমুক তার হাত কেটে ফেলেছে তা বলল না। কাযী তার 'আকিলার উপর দিয়্যত আরোপ করল। যারা হাত কাটার সাক্ষ্য দিয়েছিল, তারা যদি এখন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ণ দিয়্যত আদায় করতে হবে। তারপর যদি মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে হাত কাটার সাক্ষিগণ তাদের থেকে তাদের দেয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। এমনিভাবে কেউ যদি কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে তার একটি আঙ্গুল সমূলে কেটে ফেলেছে এবং সে কারণে তার হাত বিবশ হয়ে গেছে। কিন্তু বিবাদী তা অস্বীকার করে। ফলে বাদী দুইজন সাক্ষী হাযির করে, যারা আঙ্গুল কাটা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু সে কারণে হাত বিবশ হওয়ার সাক্ষ্য না দেয়, তারপর সে আরও দুইজন সাক্ষী হাযির করে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে কারণে তার হাত অবশ হয়ে গেছে, ফলে কাযী কর্তনকারীর 'আকিলার উপর হাতের দিয়্যত আরোপ করে। তারপর হাত কাটার সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাতের পূর্ণ দিয়্যত পরিশোধ করতে হবে। তারপর যদি হাত অবশ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে কর্তন সম্পর্কিত সাক্ষিগণ তাদের প্রদত্তপূর্ণ ক্ষতিপূরণ অবশ হওয়া সম্পর্কিত সাক্ষীদের কাছ থেকে আদায় করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিতে পারবে। কেবল আঙ্গুলের দিয়্যত ছাড়া। সেটা পরিশোধ করবে কেবল তারা, যারা আঘাত করা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল (আয-যখীরা)।

১৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, অমুকের গোলাম অমুককে ভুলে হত্যা করেছে এবং অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, মূনীব তাকে আযাদ করেছে। কাযী একই সংগে উভয় সম্পর্কে রায় দিল অথবা প্রথমে হত্যা করেছে বলে রায় দিল। এরপর যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে হত্যার সাক্ষিগণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক হাজার দিয়্যত অর্থাৎ তার মূল্য পরিশোধ করবে আর মুক্তি সম্পর্কিত সাক্ষিগণ পরিশোধ করবে দশ হাজার দিরহাম- এক হাজার তার মূল্য এবং নয় হাজার পূর্ণ দিয়্যত।

যদি প্রথমে গোলামের মুক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী সে সম্পর্কে রায় প্রদান করে, তারপর অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে মুক্তি লাভের আগেই তাকে হত্যা করেছিল এবং মূনীব তা জানত, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা গোলামের মুক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর যারা হত্যার সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদেরকে দশ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আল-কাফী)।

১৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি কোন গোলামের শর্তযুক্ত মুক্তির সাক্ষ্য দিল, যেমন বলল, এই ব্যক্তির গোলাম এই ব্যক্তির ওলীকে গত পরশু হত্যা করেছে আর সে তা জানে। গোলামটির মূল্য এক হাজার দিরহাম। অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সে বলেছে, আমার গোলাম যদি বাড়িতে ঢোকে তবে সে আযাদ। অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, তার গোলাম আজ বাড়িতে ঢুকেছে। কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দিল। এখন যদি সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা কসম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে হত্যার দিয়্যত আদায় করতে হবে। যারা হত্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। আর যারা বাড়িতে প্রবেশের সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে কোন জরিমানা দিতে হবে না (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা ঃ 'আল-ইমলা'-তে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, দুইজন সাক্ষী কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে ইচ্ছাকৃত এই ব্যক্তির পুত্রকে হত্যা করেছে। অপর দুই সাক্ষী এই একই ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে ঐ ব্যক্তির পুত্রকেও ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। উভয় পিতাও তা দাবী করছে। এই দুই পিতা ছাড়া নিহতের আর কোন ওয়ারিস নেই। ফলে কাযী কিসাসের ফায়সালা দিল। সে মতে দুই পিতা তাকে হত্যা করল। তারপর যদি এক পুত্রের হত্যা সম্পর্কিত সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং তারা বলে, এই ব্যক্তির পুত্রকে হত্যা করা হয়নি, তবে তাদেরকে অর্ধেক দিয়্যত জরিমানা দিতে হবে। তারা যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার না করে, বরং এক পুত্র জীবিত উপস্থিত হয়ে যায়, তবে নিহতের অভিভাবক এই ইখতিয়ার লাভ করবে যে, চাইলে সাক্ষীদ্বয় হতে অর্ধেক দিয়্যত আদায় করবে অথবা ইচ্ছা করলে যে পুত্র জীবিত চলে এসেছে তার পিতা হতে তা আদায় করবে।

উভয় নিহত যদি একই ব্যক্তির পুত্র হত এবং কাযীর রায়ে সে কিসাস গ্রহণের অধিকার পেত, আর সে মতে পিতা তার পুত্রদ্বয়ের হত্যার বদলে তাকে হত্যা করত এবং তারপর সাক্ষীদ্বয় এক পুত্র সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করত, তবে তাদের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হত না (আল-মুহীত)।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষ্য সম্পর্কে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ 'আল-আসল' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কারও পক্ষে দুই সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর আসল ও নায়েব সকলেই তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মূল সাক্ষীদের উপর কোন জরিমানা আসবে না। আসবে নায়েব সাক্ষীদের উপর। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে মূল সাক্ষী হতেও জরিমানা আদায় করতে পারে এবং চাইলে তাদের প্রতিনিধি থেকেও আদায় করতে পারে (আয-যখীরা)।

২. মাসআলা ঃ যদি প্রতিনিধিদের থেকে জরিমানা আদায় করে নেয়, তবে তারা আসল সাক্ষীদের কাছে তা ফেরত চাইতে পারবে না। এমনিভাবে যদি আসল সাক্ষীদের থেকে আদায় করে নেয়, তবে তারাও প্রতিনিধিদের কাছে তা দাবী করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ কেবল নায়েব সাক্ষিগণই যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তিনও ইমামের মতে তাদের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে (আয-যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ নায়েব সাক্ষিগণ যদি বলে, আসল সাক্ষিগণ মিথ্যা বলেছে বা ভুল বলেছে, তবে তাদের কথায় কর্ণপাত করা হবে না।

নায়েব সাক্ষিগণ যদি বলে, আমরা আমাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলাম এবং আসল সাক্ষিগণ বলে, আমরা ভুল সাক্ষ্য দিয়েছি, তবে নায়েব সাক্ষীদের উপরই জরিমানা আরোপ করা হবে (আত-তাতারখানিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ শাখা সাক্ষীদ্বয় যদি কাযীকে বলে, মূল সাক্ষীদ্বয় আমাদেরকে তাদের এই সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছিল, কিন্তু তাদের এই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে অথবা যদি তারা বলে, আসল সাক্ষীদ্বয় আমাদেরকে জানিয়েছে যে, তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে, তবে এর কোন অবস্থায়ই তাদের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না (আস-সাদরুশ-শাহীদ, শারহু আদাবিল-কাযী লিল-খাস্সাফ)।

৬. মাসআলা ঃ যদি আসল সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং বলে, আমরা প্রতিনিধিদেরকে আমাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী রাখিনি, তবে তিনও ইমামের মতে আসল সাক্ষীদের উপর জরিমানা আরোপিত হবে না। যদি বলে, আমরা তাদেরকে ভুলে সাক্ষী রেখেছিলাম অথবা বলে, আমরা তা প্রত্যাহার করেছি, সেক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) একই মত পোষণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে (আল-'ইনায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ কোনও হক সম্পর্কে যদি দুই ব্যক্তি চার ব্যক্তির সাক্ষ্য সম্পর্কে এবং অপর দুই ব্যক্তি দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা চার সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং যারা দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকে এক-তৃতীয়াংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উভয় পক্ষকে অর্ধার্ধি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ ইমামত্রয় এ ব্যাপারে একমত যে, দুই ব্যক্তি যদি দুইজনের সাক্ষ্য সম্পর্কে এবং চার ব্যক্তি দুইজনের সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী সে সম্পর্কে ফায়সালা প্রদান করে, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে উভয় পক্ষের উপর অর্ধার্ধি জরিমানা আসবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ অমুকের কাছে অমুকের এক হাজার পাওনা আছে, দুইজন সাক্ষীর এই সাক্ষ্য সম্পর্কে দুইজন সাক্ষ্য দিল, এবং ঐ এক হাজার সম্পর্কে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর দুইজন সাক্ষ্য দেয় এবং কাযী উভয় সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সে সম্পর্কে রায় প্রদান করে, তারপর প্রথম পক্ষের একজন এবং দ্বিতীয় পক্ষের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে ঐ এক হাজারের আট ভাগের তিন ভাগ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যার দুই ভাগ পরিশোধ করবে প্রথম পক্ষের একজন এবং এক ভাগ পরিশোধ করবে দ্বিতীয় পক্ষের একজন।

শুধু প্রথম পক্ষের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে, তাকে এক-চতুর্থাংশের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

যদি প্রথম পক্ষের একজনের সংগে দ্বিতীয় পক্ষের উভয় সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে পাওনার অর্ধেকের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যার অর্ধেক পরিশোধ করবে প্রথম পক্ষের একজন এবং বাকি অর্ধেক দ্বিতীয় পক্ষের উভয় সাক্ষী (আয-যখীরা)।

১০. মাসআলা ঃ প্রত্যেক পক্ষ যদি দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তারপর প্রত্যেক পক্ষ হতে একজন করে সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে আট ভাগের আড়াই ভাগ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 'আল-মাবসূত' গ্রন্থে অর্ধেক জরিমানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, আল-মাবসূতে যা বলা হয়েছে, সেটা কিসাস সম্মত আর 'আল-জামি' গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, তা ইসতিহসান সম্মত সিদ্ধান্ত (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা ঃ সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাসদীকদাতাগণ যদি তাদের তাসদীক প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তাদেরকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতই সহীহ্ (আল-মুযমারাত)।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ স্ত্রীর দাবী স্বামীর সাথে তার মাসিক দশ দিরহাম খোরপোষের চুক্তি হয়েছে। কিন্তু এখন সে তা দিচ্ছে না। স্বামী পাঁচ দিরহামের চুক্তির কথা বলল। কিন্তু স্ত্রী সাক্ষী পেশ করল। ফলে কাযী দশ দিরহামের রায় দিল।

এরপর যদি সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে দেখতে হবে তার ন্যায্য খোরপোষ দশ দিরহাম, না তার বেশী, না তার কম। দশ দিরহাম বা তার বেশী হলে সাক্ষীদের উপর কোন জরিমানা আসবে না। যদি তার কম হয়ে থাকে, তবে স্বামীকে তাদের অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আল-মাবসূত)।

২. মাসআলা ঃ কোন স্বামীর উপর যদি কাযী তার স্ত্রীর খোরপোষ মাসিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করে দেয় এবং এভাবে এক বছর চলে যায়, তারপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে ব্যক্তি তার খোরপোষ যথা নিয়মে পরিশোধ করেছে এবং কাযী তার পক্ষে রায় দিয়ে দেয়।

তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে স্ত্রীকে তাদের সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এমনিভাবে পিতা বা যে কোন মাহরাম আত্মীয়ের জন্য কাযী খোরপোষ ধার্য করে দিলে সেক্ষেত্রে একই নিয়ম বর্তাবে (আয-যখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুখূল (সহবাস)-এর আগে তালাক দিয়ে দিল এবং সে তার মোহরানা ধার্য করেনি। দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তার স্ত্রীর সংগে চুক্তি করেছে যে, তার প্রাপ্য খোরপোষের বদলে তাকে তার গোলামটি দিয়ে দেবে এবং সে মতে গোলামটি তাকে দিয়েও দিয়েছে এবং স্ত্রী তা কবজা করেছে। কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করল। কাযী সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দিয়ে দিল।

এরপর যদি তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে হবে, গোলামের মূল্য নয়।

পক্ষান্তরে তারা যদি কেবল ভরণ-পোষণের বদলে গোলাম দেয়ার চুক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, স্ত্রী কর্তৃক গোলামটি কবজা করার সাক্ষ্য না দেয় এবং কাযী রায় দেয় যে, গোলামটি তার প্রাপ্য। তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে জরিমানা স্বরূপ তাদেরকে গোলামটির মূল্য আদায় করতে হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি অর্থাৎ কিসাসের বদলে এক হাজার দিরহাম আদায় করবে বলে তার সংগে আপোস-রফা করেছে, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না। তাতে আপোস-রফার কথা দুই পক্ষের যে পক্ষই অস্বীকার করুক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি সাক্ষ্য দেয়, সে তার সংগে আপোস-রফা করেছে বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে আর হত্যাকারী তা অস্বীকার করে এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে দিয়্যত (রক্তপণ)-এর অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জখমের ক্ষেত্রেও একই বিধান (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ভুলে হত্যার দিয়্যত অথবা ইচ্ছাকৃত জখম বা ভুলে জখমের আর্থিক জরিমানা হতে হত্যাকারী বা জখমকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছে এবং কাযীও সে অনুযায়ী রায় প্রদান করে।

তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে খুনের দিয়্যত ও জখমের অর্থদণ্ডের জরিমানা দিতে হবে। তারা দিয়্যত পরিশোধ করবে তিন বছরে আর জখমের অর্থদণ্ডের পরিমাণ যদি পাঁচশত দিরহাম থেকে দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশের ভেতর হয়, তবে তা পরিশোধ করবে এক বছরে। আর তার বেশী হয়ে দিয়াতের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পৌছলে বেশীটা পরিশোধ করবে আরেক বছরে। যদি পাঁচশত দিরহামের কম হয় তবে তাদেরকে তা নগদই আদায় করতে হবে। যদি দিয়্যত নগদ প্রদেয় হয় এবং তা থেকে কিছুই কবজা করা না হয় আর এ অবস্থায় দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে এবং কাযীও ক্ষমার রায় দিয়ে দেয়। তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে সাক্ষীদ্বয়কে নগদই তার জরিমানা আদায় করতে হবে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা ঃ দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, অমুকের কাছে অমুকের পাওনা আছে। পরে পাওনাদার ও দেনাদার কাযীর পরামর্শে পাওনার অংশ বিশেষের উপর আপোস-রফা করল। এরপর যদি এক সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না (আল-কুন্‌য়া)।

৭. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে এই ব্যক্তির গোলাম এবং কাযী তাকে তার গোলাম বলে রায় প্রদান করে, তারপর সে ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে তাকে আযাদ করে দেয় এবং তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে যার বিরুদ্ধে তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তাকে তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ ইবন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কারও দখলে থাকা কোন গোলাম সম্পর্কে যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে গোলামটি অমুকের এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী গোলামটি সেই ব্যক্তি র বলে ফায়সালা দেয়।

তারপর বাদীর কাছ থেকে বিবাদী একশত দীনারে গোলামটি ক্রয় করে এবং তারপর সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে বিবাদী বাদীর কাছ থেকে তার প্রদত্ত একশত দীনার ফেরত নেবে- যদি সে তাদের সাক্ষ্যকে সত্য বলে স্বীকার করে না থাকে (আয-যখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ কারও দখলে থাকা গোলাম সম্পর্কে যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, গোলামটি অমুক ব্যক্তির এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা দেয়া হয়, কিন্তু গোলামের দখলদার তা অস্বীকার করে এবং তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, ফলে কাযী সাক্ষীদের উপর জরিমানা আরোপ করে যে, তাদেরকে গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। সে মতে তারা

মূল্য পরিশোধ করল কিংবা এখনো পরিশোধ করেনি। ইতোমধ্যে বাদী বিবাদীকে গোলামটি হিবা করে দিল এবং সে গোলামটি কবজা করল। তবে সাক্ষীদ্বয় জরিমানা হতে নিস্কৃতি পেয়ে যাবে এবং ইতোমধ্যে তারা জরিমানা আদায় করে থাকলে তারা তা ফেরত পাবে। হিবাকারী যদি তার হিবা প্রত্যাহার করে নেয় এবং গোলামটি ফেরত গ্রহণ করে, তবে বিবাদী সাক্ষীদের থেকে জরিমানা আদায় করে নেবে। বাদী যদি মারা যায় এবং বিবাদী উত্তরাধিকার স্বরূপ গোলামটির মালিক হয়ে যায়, তবে সাক্ষীদ্বয় তাকে যে মূল্য পরিশোধ করেছিল তার কাছ থেকে তারা তা ফেরত পাবে (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যদি কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তার কাছে এই পরিমাণ দায়ন (টাকা-পয়সা জাতীয় সম্পদ) বা এই আয়ন (সুনির্দিষ্ট বস্তু) পাবে এবং তারা যার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে কাযী তার পক্ষে রায় দেয়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তারপর সে ব্যক্তি মারা যায় এবং যার বিরুদ্ধে তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তার উত্তরাধিকারী হিসাবে তা লাভ করে, তবে সাক্ষিগণ জরিমানা হতে নিস্কৃতি পেয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ তদ্রূপ গোলামটি যদি নিহত হয় এবং সাক্ষ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার মূল্য গ্রহণ করে, তারপর বিবাদী উত্তরাধিকারী স্বরূপ সে মূল্য বা তার সমপরিমাণ অর্থ লাভ করে, তখনও সাক্ষিগণ জরিমানা হতে নিস্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তার সংগে যদি অন্য কোন উত্তরাধিকারী শরীক থাকে এবং তার অংশে যা পড়েছে তাতে সে মূল্য উসূল হয়ে যায়, তখনও একই হুকুম (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা ঃ 'ঈসা ইব্‌ন আবান (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তির হাতে একটি বাঁদী ও সে বাঁদীটির কন্যা আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল, বাঁদী দু'টি তার। কিন্তু যার হাতে সে দু'টি আছে, সে তার দাবী প্রত্যাখ্যান করল। সেই সংগে মেয়েটি যে সেই বাঁদীর কন্যা তাও অস্বীকার করল। বাঁদী দুইজন সাক্ষী হাযির করল। তারা সাক্ষ্য দিল যে, বাঁদীটি দাবীদার ব্যক্তির। সে আরও দুইজন সাক্ষী হাযির করল এবং তারা সাক্ষ্য দিল যে, মেয়েটি সেই বাঁদীর কন্যা। ফলে কাযী রায় দিল যে, কন্যাসহ বাঁদীটি দাবীদার ব্যক্তির প্রাপ্য। এরপর যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল বাঁদীটি দাবীদার ব্যক্তির, তারা যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে কাযী তাদের উপর এই জরিমানা আরোপ করবে যে, তাদেরকে বাঁদী ও তার কন্যার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কেননা তারা যে সাক্ষ্য দিয়েছিল বাঁদীটি দাবীদার ব্যক্তির, তাদের এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই কাযী রায় দিয়েছিল যে, মেয়েটিও তার। কেননা গোড়া থেকেই বাঁদীটিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে তার সাথে যে সম্পদ বা সন্তানাদি আছে তার অধীনে সে সবও দাবীদার ব্যক্তির হয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা যখন বাঁদীটি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে, তখন যেন তার কন্যাটি সম্পর্কেও সাক্ষ্য দিয়ে ফেলেছে। এ কারণেই তো কারও দখলে যদি কোন ব্যবসায়ী গোলাম থাকে, যে প্রচুর অর্থ-সম্পদের অধিকারী, তারপর গোলামটি মারা যায় এবং প্রচুর সম্পদ রেখে যায়, তারপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করে, গোলামটি তার, আর এভাবে সে তার রেখে যাওয়া সম্পদ হস্তগত করতে চায়। কিন্তু যার দখলে আছে সে তার এই দাবী অস্বীকার করে যে, গোলামটি তার এবং এই দাবীও অস্বীকার করে যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে সম্পদ গোলামটির। ফলে বাদী দুই সাক্ষী নিয়ে আসে, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, দাবীদার ব্যক্তিই গোলামটির মালিক ছিল এবং সে দখলিকার ব্যক্তির কাছে তাকে আমানত রেখেছিল। তারপর সে আরো বহু সাক্ষী হাজির করে। যারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে সম্পদ গোলামটির আর কাযী ফায়সালা দেয় যে, দাবীদার ব্যক্তিই গোলামটির মালিক ছিল এবং এ সম্পদ তারই প্রাপ্য। তারপর যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল গোলামটি তার, তারা যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে গোলাম ও সম্পদ যার দখলে ছিল তাদেরকে সাক্ষিগণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে সম্পদের মূল্য আদায় করতে হবে।

যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল মেয়েটি সেই বাঁদীর, তারা যদি এরপর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে বাঁদীটি সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতাগণ তাদের কাছ থেকে মেয়েটির মূল্য ফেরত গ্রহণ করবে। 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তির দখলে থাকা একটি বাঁদী সম্পর্কে অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, বাঁদীটি তার। কাযীও বাঁদীটি তার বলে রায় দিল। বিবাদীর হাতে সে বাঁদীটির একটি মেয়ে ছিল, যা কাযীর জানা ছিল না। ফলে পরে আবার বাদী সাক্ষী হাজির করল যে, মেয়েটি সেই বাঁদীর কন্যা। এ ক্ষেত্রে মায়ের অধীনে কাযী রায় দিয়ে দেবে যে, মেয়েটিও দাবীদার ব্যক্তির প্রাপ্য। কাযী এ সম্পর্কে রায় দেয়ার পর মা সম্পর্কে বাদীর পক্ষে সাক্ষ্যদাতাগণ যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মা ও মেয়ের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মাসআলাটি উপরে চলে গেছে। এক্ষেত্রে কাযী মা ও মেয়ের সম্পর্কে একই সংগে ফায়সালা দিক বা মা সম্পর্কে আগে ও মেয়ে সম্পর্কে পরে ফায়সালার দিন উভয় অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা আলাদা ফায়সালার কারণে মূল বিষয়ে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির হাতে একটি গোলাম আছে। দুই ব্যক্তি অন্য কারও পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, গোলামটি তার। সাক্ষ্য অনুযায়ী তার পক্ষে রায় দেয়া হল। তারপর যার পক্ষে রায় দেয়া হল যে, গোলামটি তার, তার বিরুদ্ধে অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, গোলামটি অমুক ব্যক্তির। সে অনুযায়ী দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে রায় দেয়া হল। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, গোলামটি তার নয়, বরং অমুকের। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে রায় দেয়া হল যে, গোলামটি তারই প্রাপ্য। এরপর যদি সমস্ত সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে প্রত্যেক দল যার বিপরীতে সাক্ষ্য দিয়েছিল তারা তাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গোলামের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করবে (আল-কাফী)।

১৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহামে একটি বাড়ি কিনল। বাড়িটির প্রকৃত মূল্যও তাই। সে নগদ মূল্য পরিশোধ করল। তারপর দুই ব্যক্তি কারও পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, এই ব্যক্তি বিক্রিত বাড়িটির শাফী (অগ্র ক্রয়ের হকদার), কেননা তার বাড়ি এই বাড়িটির সংলগ্ন। ফলে তার পক্ষে শুফ'আর ফায়সালা দেয়া হল। এরপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না। ক্রেতা যদি তাতে কোন ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে থাকে এবং কাযী তাকে তা তুলে ফেলার নির্দেশ দেয়, তবে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের পর সাক্ষীদের তাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তখন ভেঙে ফেলা ঘর-দুয়ার তাদের হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫. মাসআলা ঃ 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, দুই ব্যক্তি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে কতকাল স্বীকার করেছে এই বাদী তার কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে। কাযী সে অনুযায়ী রায় দিল এবং বাদী তা কবজা করল। তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিল। কাযী যখন তাদের উপর জরিমানা আরোপ করতে চাইল, তখন যদি তারা বলে, আমরা আপনার কাছে সাক্ষী উপস্থিত করব, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, যার বিপরীতে আপনি রায় দিয়েছেন, সে এক বছর আগে স্বীকার করেছিল যে, এই দাবীদার ব্যক্তি তার কাছে এই এক হাজার দিরহাম পাবে। তবে তাদের কথায় কর্ণপাত করা হবে না। বরং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাদেরকে সে এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। কারও সম্পর্কে যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে এক মাস আগে তার গোলামটি আযাদ করেছে বলে স্বীকার করেছে এবং অপর এক সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে এক বছর আগে তার গোলামটি আযাদ করেছে বলে স্বীকার করেছে, ফলে কাযী তার গোলামটির মুক্তির পক্ষে রায় দেয়।

তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, ফলে কাযী তাদের উপর জরিমানা আরোপের ইচ্ছা করে, কিন্তু তখন তারা বলে, আমরা অপর দুই সাক্ষী উপস্থিত করব, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, সে দশ বছর আগে তার গোলামটি আযাদ করেছিল বলে স্বীকার করেছে, তবে তাদের পক্ষ হতে তা গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে অমুকের কাছ থেকে তার পাওনা কবজা করার জন্য এই ব্যক্তিকে উকীল বানিয়েছে আর সে ব্যক্তিও তার দেনার কথা স্বীকার করে। কাযী সে অনুযায়ী উকীলের পক্ষে রায় দিল। সে ব্যক্তি তা কবজা করার পর খরচ করে ফেলল। তারপর মক্কেল এসে তাকে উকীল নিযুক্ত করার কথা অস্বীকার করল এবং সাক্ষীদ্বয়ও তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এক্ষেত্রে সাক্ষীদ্বয়কে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। উকীল যা খরচ করেছে তাকে তার জরিমানা দিতে হবে। এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দিত যে, সে তাকে তার আমানত, বাড়ি ভাড়া, মীরাস ইত্যাদি কবজা করার জন্য উকীল বানিয়েছে, সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম হত (আল-হাবী)।

১৭. মাসআলা ঃ কোন যিম্মীর বিরুদ্ধে ও অপর এক যিম্মীর পক্ষে যদি দুইজন যিম্মী কোন মাল বা মদ বা শূকর সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা দেয়া হয়, তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে মাল ও শূকরের মূল্য এবং মদের সমপরিমাণ মদ পরিশোধ করতে হবে। সাক্ষীদ্বয় যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শূকরের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মদের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কোন জরিমানা দিতে হবে না। যদি সাক্ষীদ্বয় ইসলাম গ্রহণ না করে, বরং বিবাদী ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শুকরের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মদের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না (আল-মাবসূত)।

১৮. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার গোলামকে বলেছিল, তুমি যদি বাড়িতে ঢোক, তবে তুমি মুক্ত, অথবা সে তার স্ত্রীকে বলেছিল, তুমি যদি বাড়িতে ঢোক তবে তুমি তালাক আর সে স্ত্রীর সংগে এখনও তার সহবাস হয়নি, সেই সংগে অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, শর্ত পাওয়া গেছে (অর্থাৎ গোলাম বা স্ত্রী বাড়িতে ঢুকেছে (এবং সে অনুযায়ী কাযী) গোলামের মুক্তি ও স্ত্রীর তালাক হয়ে যাওয়ার) রায় দিয়ে দেয়, তারপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে যারা কসমের সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদের উপর জরিমানা আরোপিত হবে।

যারা শর্ত পাওয়া যাওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদের উপর নয়। আর জরিমানা স্বরূপ তাদের পরিশোধ করতে হবে গোলামের মূল্য বা স্ত্রীর অর্ধেক মোহরানা। যদি কেবল শর্ত সম্পর্কিত সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাদেরকে কোন অবস্থায়ই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর হাতে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করেছে এবং অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, স্ত্রী নিজেকে তালাক দিয়েছে, কিংবা দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার গোলামের হাতে আযাদ করার ক্ষমতা অর্পণ করেছে এবং অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, গোলাম নিজেকে আযাদ করেছে।

তবে তাফবীয (ক্ষমতা অর্পণ)-এর ব্যাপারটা শর্তের মতই (আল-কাফী)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার গোলামকে আদেশ করেছে যে, তুমি তোমার মুক্তিকে কোন শর্তের সংগে যুক্ত করে নাও এবং অপর দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, গোলাম তার মুক্তিকে শর্তযুক্ত করেছে আর অপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, তার আরোপিত শর্ত পাওয়া গেছে।

তারপর সকল সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে যারা মুক্তিকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদেরকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আল-বাহরুর-রাইক)।

২০. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে মুহসিন (বিবাহিত মুসলিম) এবং তারপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে আমাদের মাযহাবে তাদের কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে না (আল-কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০৩-২০০৪/অঃসঃ ৪৪৫০-৩২৫০